



ବମ ସଂଖ୍ୟା

ଅଧ୍ୟାତ୍ମରାମାୟଣ—୯

୨୩ ବର୍ଷ, କାନ୍ତନ—୧୭୮୭

ଦୋଳଯାତ୍ରା

# ଆର୍ଯ୍ୟଜ୍ଞାନ

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀସୀତାରାମଦାସ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଅବତୀତ

ଶ୍ରୀମନ୍ମହର୍ଷିବେଦବ୍ୟାସପ୍ରଣୀତମ୍

## ଅଧ୍ୟାତ୍ମରାମାୟଣମ୍

ସୁଖ-ସମ୍ପୂଜକ

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଜୀବତ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟାସତୀର୍ଥ ଏମ୍-ଏ, ଡି-ଲିଟି

ଶ୍ରୀବିତ୍ୟାବନ୍ଧୁତିତୀର୍ଥ

ସହ-ସମ୍ପୂଜକମଣ୍ଡଳ

ଶ୍ରୀଆତ୍ମାନନ୍ଦ ବିହାରୀ

ଶ୍ରୀହରିନାରାୟଣ ଡକ୍ଟ-ବେଦ-ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥ

ଶ୍ରୀରଘୁନାଥ କାବ୍ୟ-ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥ

ଶ୍ରୀରାମରଘନ କାବ୍ୟ-ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥ

ହତ୍ତାବିକାରୀ :—  
ଶ୍ରୀମତ୍ୟଧର୍ମପ୍ରଚାରମଣ୍ଡଳ  
( ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଗର )



ସୁଖ-କର୍ମାକ୍ତିକର :—  
ଶ୍ରୀମୁନୀଳ କୁମାର ସିଂହ  
କିନ୍ନର ମାଧବାନନ୍ଦ

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ :—

ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ :—ମହାମିଳନ ମଠ, ୧୧୭, ପି, ଡରିଓ, ଡି, ରୋଡ, କଳିକାତା-୭୫ ( ଫୋନ : ୫୨-୫୧୭୨ )  
ମିଟି —୭୮ ମି, ବିହାନମଣ୍ଡଳୀ ( ବିବେକାନନ୍ଦ ରୋଡର ମୋଡ ) କଳିକାତା-୬ ( ଫୋନ ନଂ ୭୫-୫୫୦୮ )

ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମତାକ ୫୦.୦୦ ଟଙ୍କା

ଅତି ସଂଖ୍ୟା ୫୫୫ ଟଙ୍କା ।



## নিয়মাবলী

১। আৰ্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।  
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সতাক ১৮'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ নং পঃ; অন্ত্র বার্ষিক  
সতাক ২৪'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য  
পাঠাইবেন—সঞ্চালক, 'আৰ্য্যশাস্ত্র', ৭১৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, ত্রীবিষ্ণুপুরাণ,  
ত্রীবাল্মীকিরামায়ণ, ত্রীমহাভাগবত, মহাভারত, খিল হরিবংশ ও ত্রীমদ্দেবীভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে  
অধ্যাপক-রামায়ণ প্রকাশিত হইতেছে।

৩। সকল প্রকার ষোঁগাষোঁগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ  
পত্রাদি "সঞ্চালক, আৰ্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায়  
জানাইবেন। ফোন নং ৫২-৫১৭৯। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-  
নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মূদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আৰ্য্যশাস্ত্র, ত্রীসীতারাম বৈদিক  
মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন  
মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র  
( রিপ্লাইকার্ড ) পাঠাইবেন।

৫। আৰ্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে  
পাঠাইবার ডাক-মাস্তুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্ত্র কোন  
উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ  
করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আৰ্য্যশাস্ত্র  
ত্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়  
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,  
কলিকাতা—৩৫

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀତାରାମଦାମୋହନାଥପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ-ଆର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରୋ

ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରହରିବେଦବ୍ୟାସ-ପ୍ରଣୀତମ୍

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମରାମାୟଣମ୍

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଓକାରନାଥସେବକ-ଶ୍ରୀରାମରଞ୍ଜନ କାବ୍ୟ-ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥକୃତ-ବସନ୍ତାଷାଢ଼ବାଦସହିତମ୍



# অধ্যাত্মরামায়ণ

## সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
১	অধ্যাত্ম-রামায়ণের মাহাত্ম্যকথন, শ্রীরামমহিমা বর্ণন এবং শ্রীরাঃ-জন্মকর্তৃন।	১	ক্রোধ এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের দণ্ডকা-রণ্য গমন।	৬৯	
২	রাবণপীড়িত দেবগণের মন্ত্রণা ব্রহ্মাদির শ্রীহরির স্তুতি এবং রাবণগণের অস্ত্র মানবকুলের অঙ্গগ্রহণ করিতে বিষ্ণুর প্রতিজ্ঞা।	১৪	৫	লক্ষ্মণও সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামের বনে গমন, পথিমধ্যে ভূহের সহিত সাক্ষাৎকার এবং গজাভীরে রাজি বাপন।	৭৭
৩	দশরথের পুত্রেরি যজ্ঞকরণ, যজ্ঞে অগ্নিপ্রদত্ত পায়সের বিভাগ, শ্রীরাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাব এবং বালালীলা-বর্ণন।	১৭	৬	লক্ষ্মণ কর্তৃক গুহকে ভট্টজ্ঞানের উপদেশ, রামাদির ভরতাদি ও বাল্মীকির আশ্রমে গমন এবং চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান।	৮৬
৪	দশরথের নিকট বিশ্বামিত্রের আগমন, রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যজ্ঞের রক্ষার জন্য তাঁহার গমন বিশ্বামিত্র কর্তৃক রামকে বল ও অভিযল নামক দুইটি বিদ্যাদান এবং ভাড়কা বধ।	২৯	৭	সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, দশরথের যত্ন ও মাতুলসালস্ব হইতে ভরতের অযোধ্যায় আগমন।	৯৪
৫	রাম কর্তৃক রাক্ষস বধ করিয়া যজ্ঞরক্ষণ, অহল্যার শাপ-মোচন এবং ভণ্ডকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তব।	৩২	৮	বশিষ্ঠের অনুমতি পাইলেও রাজ্যগ্রহণ না করিয়াই রামকে ফিরাইয়া আনিতে ভরতের বনগমন।	১০৩
৬	বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণের মিথিলায় গমন, ধনুর্ভঙ্গ এবং সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ।	৩৯	৯	শ্রীরামের সহিত ভরতের মিলন ও কথোপকথন, শ্রীরামের পাতৃকাণ্ড লইয়া নন্দিগ্রামে ভরতের রাজ্যস্থাপন এবং শ্রীরামের অত্রিমূনির আশ্রমে গমন।	১১০
৭	বিবাহের পর পূজণের সহিত দশরথের অযোধ্যা অভিযুখে স্বাত্রা এবং পথে রাম কর্তৃক পরশুরামের দর্শন চূর্ণ।	৪৭	অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ অরণ্যাকাণ্ড		
আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ অযোধ্যাকাণ্ড।			১	শ্রীরামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরোধের সহিত পরিচর ও বিরোধমোক্ষণ।	১১৯
১	শ্রীরামের নিকট নারদের আগমন, রাবণকে বধ করিবার জন্য নারদের প্রার্থনা এবং রাবণকে বধ করিতে শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা।	৫১	২	শ্রীরাম কর্তৃক শরভঙ্গ মুনিকে দর্শনদান ও মূনির দেহভ্যাগ এবং সূতীক মূনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন।	১২৩
২	শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক করিতে উদ্যত রাজা দশরথকে মন্ত্রমোহিত। রাজা কৈকেয়ী কর্তৃক নিবারণ।	৫৫	৩	শ্রীরামের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ও ভ্রমার বাস।	১২৭
৩	মহারাজ দশরথ কর্তৃক কৈকেয়ীর মানভঞ্জন, তাঁহার নিকট কৈকেয়ীর স্বাত্রা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও রামের বনবাস এই দুইটি বর প্রার্থনা এবং রামের বনগমনোদ্যোগ।	৬২	৪	অট্টাদুর সহিত শ্রীরামের সাক্ষাৎকার এবং লক্ষ্মণকে শ্রীরামের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভট্ট উপদেশ।	১৩০
৪	রামের বনগমনের সংবাদ শুনিয়া কৌশল্যার বিলাপ, রাম কর্তৃক তাঁহাকে সান্ত্বনা দান, লক্ষ্মণের		৫	শ্রীরামসমীপে শূর্ণপথার আগমন, লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্ণপথার নাসা কর্ণচ্ছেদন, খরাদি রাক্ষসগণের সহিত রামের যুদ্ধ ও রাক্ষসবিনাশ, শূর্ণপথার লঙ্কার গমন ও রাবণের নিকট নিজের দ্রববহা বর্ণন।	১৩৭
			৬	মারীচের নিকট রাবণের গমন, ভ্রমার মারীচের সহিত আলোপ এবং মারীচের মারাত্মকমুষ্টিধারণ।	১৪০
			৭	সীতার প্রতি শ্রীরামের নির্দেশ, মারাত্মকগণ, সীতাহরণ ও অট্টাদুর পক্ষচ্ছেদ।	১৪৬

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৮	জটায়ুর মোক্ষলাভ বর্ণন।	১৭০
৯	কবচমোক্ষণবৃত্তান্তকথন।	১৭১
১০	শবরীমোক্ষণ বৃত্তান্ত বর্ণন।	১৭৫

## অরণ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ

## কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

১	শ্রীরাম কর্তৃক সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন।	১৭০
২	শ্রীরাম কর্তৃক বালিকে বধ।	১৭৯
৩	বালীর বধের সংবাদ শুনিয়া তারার বিলাপ, শ্রীরামের আদেশে সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে এবং অঙ্গদের যৌবরাজ্যে অভিষেক।	১৮৬
৪	বানর-সৈন্যাদিগকে আনিবার জন্য সুগ্রীব কর্তৃক চতুর্দিকে দূতসকল প্রেরণ।	১৯১
৫	শরৎকাল সমাগত হওয়ার সীতাবিরহে শ্রীরামের পেন এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষেক।	১৯৬
৬	নানাদেশীয় বানর-সৈন্যগণের সুগ্রীবের নিকট আগমন, সীতাদ্বেষের জন্য সুগ্রীব কর্তৃক চারিদিকে বানরসৈন্য প্রেরণ, শ্রীরাম কর্তৃক হনুমানকে অভিজ্ঞানপ্রদান, দক্ষিণদিকে হনুমান প্রভৃতির সীতাদ্বেষে স্বাক্ষা, স্বরূপভার শ্রীরামচরণ-দর্শন এবং মুক্তিলাভ।	২০১
৭	সম্প্রতিতির সহিত হনুমান প্রভৃতি সাক্ষাৎ, সম্প্রতিতির নিকট হইতে সীতার অনুসন্ধানপ্রাপ্তি এবং সমুদ্র-লঙ্ঘনের অস্ত্র সকলের পরামর্শ।	২০৯
৮	সম্প্রতিতির আত্মবৃত্তান্তবর্ণন এবং বানরসকলকে সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে উৎসাহ দান।	২১৪
৯	আত্মহান কর্তৃক হনুমানের অস্ত্র-কর্ষণাদি বর্ণন এবং সাগরলঙ্ঘন করিতে হনুমানের যত্নভিধান।	২২০

## কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

## সুন্দর কাণ্ড।

১	হনুমানের সাগরলঙ্ঘনের অস্ত্র লক্ষ্যপ্রদান, হনুমানকে সুরসাদেবীর পরীক্ষা, সাগরমধ্যে মৈনাক-পর্বতের সহিত মিলন, সিংহিকাবধ পূর্বক লঙ্কার প্রবেশ এবং লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার।	২২৪
২	হনুমানের সীতাধর্শন ও রাবণের স্বপ্নাদিধর্শন, বর্ণন।	২৩১

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৩	সীতাদেবীর সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার, পরিচয়, দান, হনুমানের বনভ্রম, কুমার অক্ষসহ বহু রাক্ষস-বিশাল এবং ইজাজৎ কর্তৃক হনুমানকে ব্রহ্মাস্ত্রের স্বাক্ষাৎ বহন।	২৩৮
৪	ব্রহ্মাস্ত্রপাশে বদ্ধ হনুমানের রাবণ সভার আগমন, তথায় রাবণের সহিত কথোপকথন, লঙ্কাদাহ এবং সাগরগার হইয়া আসিয়া রামের নিকট সীতার বৃত্তান্ত বর্ণন।	২৪৮
৫	সীতাকে প্রণাম করিয়া হনুমানের সমুদ্রপারে আগমন এবং রামের নিকট সীতার সংবাদাদি কথন।	২৫৬

## সুন্দরকাণ্ড সম্পূর্ণ।

## লঙ্কাকাণ্ড

১	শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধের জন্য স্বাক্ষাৎ এবং সমুদ্র-ভাণ্ডারে স্বাক্ষাৎ ভাণ্ডার অবস্থান বর্ণন।	২৬২
২	শ্রীরামের সতিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাবণের মন্ত্রণা, বিভীষণকে রাবণের ঠিককার এবং শ্রীরামসমীপে বিভীষণের গমন।	২৬৮
৩	শ্রীরামের নিকট বিভীষণের আগমন, শ্রীরামের স্তব ও সাগরবন্দনবর্ণন।	২৭০
৪	শ্রীরাম কর্তৃক রামেশ্বর শিবপ্রতিষ্ঠা, রাবণের নিকট তকের শ্রীরামের পরিচয়প্রদান, বানরসৈন্য-বর্ণন ও রামের শরণ গ্রহণ করিতে অনুরোধ।	২৮২
৫	তকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত কথন এবং রাক্ষসদিগের সহিত বানরসৈন্যগণের যুদ্ধ বর্ণন।	২৮৮
৬	রাবণের সহিত হনুমানাদির প্রবল সংগ্রাম, লক্ষ্মণের মূর্ছা এবং রাবণের নিকট কালনেমি কর্তৃক শ্রীরামের মহিমা বর্ণন।	২৯৬
৭	কালনেমির বাক্যে রাবণের ক্রোধ, হনুমানের কার্যে বিস্ময়ভিধান করিতে কালনেমির গমন, মায়াবলে হিমালয়পার্শ্বে আশ্রম নির্মাণ করিয়া তাহার অবস্থান, সেই আশ্রমে হনুমানের আগমন, তথায় কালনেমিবাক্যে জলপান করিতে গিয়া হনুমান কর্তৃক মকরী উদ্ধার, দিব্যরূপিণী ধান্যমালীবাক্যে কালনেমির পরিচয় পাইয়া হনুমান কর্তৃক কালনেমি বধ এবং লক্ষ্মণের চৈতন্যলাভ।	৩০০

অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়-বস্তুসংক্ষেপ	পৃষ্ঠা
৮	কৃত্তকর্ণের যুদ্ধে আগমন, শ্রীরাম কর্তৃক কৃত্তকর্ণের বিলাপ, রামের নিকট নারদের আগমন এবং নিকুন্ঠিলাগারে মেঘনাগের যজ্ঞানুষ্ঠান।	৩০৯	১৫	শ্রীরামের অবোধানগরীতে প্রবেশ, রাজ্যাভিষেক এবং মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের আগমন ও শ্রীরামের স্তবকরণ।	৩৫৫
৯	বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ ও জাম্ববানাদি বানর-বাহিনীর সহিত লক্ষ্মণের নিকুন্ঠিলা যজ্ঞাগার-সমীপে গমন, তথায় রাক্ষসসৈন্তগণের সহিত বানর-সৈন্তবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ, ইন্দ্রজিতের মল পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে আগমন এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত বধ।	৩১৪	১৬	সুগ্ৰীব প্রভৃতির স্বদেশে গমন, এবং শ্রীরাম ও সীতাদেবীর নিকট হইতে হনুমানের বর লাভ।	৩৬২
১০	যুদ্ধে রাবণের গমন, পরাজিত হইয়া লঙ্কার প্রত্যাবর্তন, পরামর্শের জন্য দৈত্যগুরু ত্রিকাচার্য্যের উপদেশে গুহামধ্যে রাবণের হোমানুষ্ঠান এবং বানরগণ কর্তৃক সেই হোমের বিষ উপাদান।	৩১৯	<b>লঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণ</b> <b>উত্তরকাণ্ড</b>		
১১	রাবণের যুদ্ধে গমন, হনুমানের সহিত যুদ্ধিযুদ্ধ, ইন্দ্র কর্তৃক মাভলি সারথিযুক্ত রথপ্রেরণ, সেই রথে আরোহণ করত রাবণের সহিত রামের ভরতের যুদ্ধ এবং শ্রীরাম কর্তৃক রাবণ বধ।	৩২৪	১	অগস্ত্য রাম সংবাদ এবং অগস্ত্য কর্তৃক শ্রীরাম সমীপে রাবণাদির জন্মবৃত্তান্ত কথন।	৩৭০
১২	ভাতৃশোকে বিভীষণের বিলাপ, রামের প্রেরণায় লক্ষ্মণ কর্তৃক বিভীষণকে সান্ত্বনাপ্রদান, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা।	৩৩২	২	রাবণাদি রাক্ষসগণের ভগ্নতা, লঙ্কা হইতে ভাটাদের বর লাভ এবং রাবণের দিগ্বিজয় বর্ণন।	৩৭৬
১৩	রামের নিকট ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন, ব্রহ্মকৃত স্তব, সুধাবৃষ্টি করিয়া ইন্দ্র কর্তৃক বানর-গণের জীবন দান এবং শ্রীরামের স্বদেশ যাওয়া।	৩৪১	৩	বালী ও সুগ্ৰীবের জন্মবৃত্তান্ত কথন এবং সনৎ-কুমারের নিকট হইতে রাবণের রামাবতারের কথা শ্রবণ।	৩৮৪
১৪	সীতাকে নানাহান দর্শন করাইতে করাইতে শ্রীরামের ভরতাক মূর্চির আশ্রমে গমন, মূর্চি কর্তৃক শ্রীরামের স্তব হনুমান কর্তৃক ভরতের নিকট শ্রীরামের আগমনসংবাদ কথন, শ্রীরামকে সন্দর্শনের জন্য ভরতের বহির্গমন, শ্রীরামের অবোধান আগমন এবং ভরতাদির সহিত মিলন।	৩৪৮	৪	শ্রীসীতাদেবীর পুনরায় বনবাস বর্ণন।	৩৯০
			৫	শ্রীরাম-পীড়া	৩৯৬
			৬	লবণাসুরবধ, মথুরাপুরী হাণন, কুশ ও লবের জন্ম, শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞে লব কুশের আগমন।	৪০৯
			৭	কুশ-লবের জন্মবৃত্তান্ত ও সীতা দেবীর পাতাল প্রবেশ।	৪১৫
			৮	শ্রীরামের নিকট ঋষিক্রমে কালের আগমন ও কথো-পথন, মহর্ষি ধর্ম্মাসার আগমন, লক্ষ্মণ বর্জন এবং লক্ষ্মণের স্বর্গ গমন।	৪২৩
			৯	শ্রীরাম, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং অত্যাঙ শ্রীরামভক্তগণের স্ব-স্বধামে গমন বর্ণন।	৪৩১

**উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ**



তদ্রহস্তমপি ক্রুহি যদি ভেহুগ্রহো ময়ি ॥ ৯

প্রাপ্তে কলিযুগে যোরে নরাঃ পুণ্যবিবজ্জিতাঃ ।

হুৰাচাৰৱতাঃ সৰ্বে সভাবাৰ্ত্তাপৰাঙ্কমুখাঃ ॥ ১০

পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যান্তিলাষিণঃ ।

পরশ্রীসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ ॥ ১১

দেহাশ্চদৃষ্টেয়া মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ ।

মতাপিতৃশত্বেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ ॥ ১২

বিপ্রা লোভগ্রহগ্রস্তা বেদবিক্রয়জীবিনঃ ।

ধনার্জনর্থমভ্যন্তবিভ্রা মদবিমোহিতাঃ ।

ভ্যক্তশ্চজাতিকর্মণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ ॥ ১৩

ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ স্বধর্মতাগশীলিনঃ ।

তদচ্ছূদ্রাশ্চ যে কেদিম্ ব্রাহ্মণ্যচাৱতংপরাঃ ॥ ১৪

স্রিয়শ্চ প্রয়শো ভ্রষ্টা ভত্রবজ্ঞাননির্ভরাঃ ।

স্বতরজ্রোগকারিণো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

পিতঃ। যদি আমার উপর আপনাদের অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে উণা গোপনীয় হইলেও আমাকে উপদেশ করুন । ৯

ভরানক কলিযুগ উপস্থিত হইলে মানবগণ পুণ্যবিজিত হইবে ; কারণ, সকলেই প্রায় হুৰাচাৰৱত ও সভা কথা বলিতে বৃষ্টিত হইবে । তাহারা পরনিন্দার রত থাকিবে, পরদ্রব্যগ্রহণে অভিলাষী হইবে, পরস্রতে তাহাদের মন আসক্ত থাকিবে, পরহিংসার নিরত হইবে তাহারা বিবেকহীন, দেহাশ্চদৃষ্টমগ্ন, নাস্তিক ও পশুত্ব্য অর্থাৎ বুদ্ধিযুক্ত হইবে, পিতা ও মাতার প্রতি ঘেয করিবে, স্বার বশীভূত হইয়া কামকিঙ্কর হইবে । ১০-১২

ব্রাহ্মণগণ লোভরূপ গ্রহের বশীভূত থাকিবে ও বেদবিক্রয় (যন লগ্নতা বেদ পড়াইবে ।) করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে । ধন অর্জনের ভগ্নই বিদ্যাপিকা করিবে, অগ্ন্যারে উন্নত থাকিবে, যখন স্বজনাদি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম পরিভ্যাগ করিবে এবং সকলেই প্রায় পরবঞ্চক হইবে । ১৩

ক্ষত্রিয়গণ এবং বৈশ্যগণ নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করিবে । ইহাদের ভায় শূদ্রগণ সেবারূপ স্বর্ষ্য ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করিবে ( তাহারা যারা ধর্মসঙ্কর প্রদর্শিত হইল । ) । ১৪

নারীগণ প্রায়ই ভ্রষ্টা হইবে এবং নির্ভর পতির প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিবে ( তাহারা যারা বর্ণসঙ্কর প্রদর্শিত হইল । ) তাহারা স্বতর-স্বাতর্দীর প্রতি বিরোহাচরণ করিবে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ১৫

এই সমস্ত নষ্টবৃত্তি মানবগণের পরলোক কি হইবে? অর্থাৎ

এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ ।

ইতিচিন্তাকুলং চিন্ত্য জায়তে মম সন্ততম ॥ ১৬

লঘুপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ ।

তমুপায়মুপাখ্যাসি সর্বং বেত্তি যতো ভবান্ ।

ইত্যুর্ষ্বাক্যমাকর্ণ্য প্রত্নাবাচামুজ্জাসনঃ ॥ ১৭

অশ্রোবাচ ।

সাধু পুষ্টং ত্বয়া সাধো বক্ষ্যে তচ্ছণু সাদরম্ ।

পুরা ত্রিপুরহস্তারং পার্বতী ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৮

শ্রীরামতত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াধিতা ।

প্রিয়ায়ৈ গিরিশস্ত্যৈ গুঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৯

পুরাণোক্তমধ্যাক্ষরামায়ণমিতি স্মৃতম্ ।

তৎ পার্বতী ভগদ্বাত্তী পুজয়িত্বা দিবানিশম্ ।

আলোচ্যন্তী স্বানন্দময়া তিষ্ঠতি মাস্ত্রতম্ ॥ ২০

প্রচরিত্যতি ভল্লোকে প্রাণাদৃষ্টবশাদ্ যদি ।

ভক্ত্যধায়নমাত্রেণ জনা যাস্তান্তি সদৃগতিম্ ॥ ২১

যত্নের পর পরলোকে কিরূপে সদৃগতি লাভ হইবে? এই চিন্তায় আমার চিত্ত সদা ব্যাকুল হইতেছে । ১৬

পিতঃ। আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব অল্প চেষ্টায় সাহায্যে ইহাদের পরলোকে সদৃগতি হয়, সেই উপায় আপনি বলুন । তখন কমলাসন ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া বলিলেন । ১৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—সাধো। তুমি সাধো জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অতি উত্তম প্রশ্ন ; আমি ইহা বলিব, তুমি সাদরে শ্রবণ কর । -৮

পুর্বেকালে দেবী পার্বতী ভক্তবৎসল ত্রিপুরাসুরনাশী মহাদেবের নিকট শ্রীরামতত্ত্ব অর্থাৎ পরব্রহ্মতত্ত্ব (১) জানিতে ইচ্ছা করিয়া সগিন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তখন স্বয়ং মহাদেব প্রিয়তমার নিকট সেই গুঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । ১৯

সেই অনাদি অত্যুত্তম তত্ত্ব “অধ্যাক্ষ-রামায়ণ” এই নামে পরিকল্পিত । ভগদ্বাত্তী হিমালয়কন্তা দুর্গা দিগামিণি সেই রামায়ণের ওর্জন্য করিয়া উঠাই আলোচনা করিতে করিতে আত্মানন্দে নিঃপ্রাণ হইয়াছেন । ২০

জীবগণের নীতাপাবলভঃ যদি এই অধ্যাক্ষ-রামায়ণ লোক-সমাজে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে ইহার অব্যয়নের দ্বারা ই সকল মানুষ সদৃগতি লাভ করিবে । ২১

(১) “রমতে বোঃগনোহনতে সত্যানন্দে চিদাম্বলি ।

ইতি রামগদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিবীরতে ।” ৬

ইতি শ্রীরামতাপনীরোপনিষদি ।

ভাবদ্ বিজৃম্বতে পাপং ব্রহ্মহত্যা পুর সন্ম ।

যাবজ্জগতি ন ধ্যা ত্মরামায়ণমুদেদ্যতি ॥ ২২

ভাবৎ সর্বগাণি শাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরম্পরম্ ।

যাবজ্জগতি না ধ্যা ত্মরামায়ণমুদেদ্যতি ॥ ২৩

ভাবৎ স্বরূপং রামশ্চ চূর্বোধ্যং মহতামপি ।

যাবজ্জগতি না ধ্যা ত্মরামায়ণমুদেদ্যতি ॥ ২৪

ভাবৎ সর্বপুরাণানি প্রবর্তন্ত মহীতলে ।

যাবজ্জগতি না ধ্যা ত্মরামায়ণমুদেদ্যতি ॥ ২৫

অধ্যাত্মরামায়ণমদীর্ঘনশ্রবণাদিভ্যম্ ।

ফলং বক্তুং ন শংকামি কার্ স্মান মুনিসত্তম ॥ ২৬

তথাপি তস্য মহাত্ম্যং বক্ষ্যে কিস্কিন্ধবানব ।

শৃণু চিত্তং সমাধায় শিবেনোক্তং পুরা মম ॥ ২৭

অধ্যাত্মরামায়ণতঃ শ্ৰে কং শ্ৰে কঃ কুমেব বা ।

যঃ পঠেদ্ ভক্তিসমযুক্তঃ স পাপানুচাতে ক্ষণাৎ ॥ ২৮

অধিক কি বলিব, যাবৎ এই ধরাতলে এই অধ্যাত্মরামায়ণ প্রচারিত না হইবে, তাৎকালই ব্রহ্মহত্যা দি যাবতীর পাপসমূহ জগতে বহিত হইতে থাকিবে । ২২

ভাবৎকাল শাস্ত্রসকলের পরস্পর বিবাদ (মতভেদ) পরিলক্ষিত হইবে, যাবৎ এই অধ্যাত্মরামায়ণ ধরাতলে প্রচারিত না হইবে । ২৩

ভাবৎকালই জানী মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট রামের স্বরূপ চূর্বোধ্য থাকিবে, যাবৎ এই অধ্যাত্মরামায়ণের আবির্ভাব না হয় । ২৪

সেই সময় পর্যন্ত অস্ত্রাত্ত পুরাণসকল এই ভূতলে নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করিবে, যাবৎকাল এই অধ্যাত্মরামায়ণ প্রাদুর্ভূত না হয় । ২৫

মুনিশ্রেষ্ঠ । এই অধ্যাত্মরামায়ণ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে যে ফললাভ হয়, তাহার সকল কথা বর্ণনা করিতে আমি সমর্থ নহি । ২৬

নিষ্পাপ নারদ । তথাপি তাঁহার মহাত্ম্য পূর্বে শিব বাহা আমার নিকট বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিব, তুমি সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর । ২৭

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে একটি শ্লোক বা অর্ধ শ্লোক পাঠ করে, সেই ব্যক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় । ২৮

যে মানব প্রত্যহ একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে যথাশক্তি এই

যন্ত প্রত্যহমধ্যাত্মরামায়ণমনোযোঃ ।

যথাশক্তি পঠেদ্ ভক্ত্যা স জীঃশুচাতে নরঃ ॥ ২৯

যো ভক্ত্যাহর্চ তদধ্যাত্মরামায়ণমভ্যসিতঃ ।

দিনে দিনেহম্ব্যমেষশ্চ ফলং তস্য ভবেদ্যুনে ॥ ৩০

যদৃচ্ছয়াহপি যোহধ্যাত্মরামায়ণমনাদরাৎ ।

অশ্রুতঃ শৃণুগাম্যর্তাঃ সোহপি মুচ্যেত পাতকঃ ॥ ৩১

নমস্করোতি যোহধ্যাত্মরামায়ণং দৃশতঃ ।

সর্বদেবার্চনফলং স প্রাপ্নোতি ন স শয়ঃ ॥ ৩২

লিখিতা পুস্তকেহধ্যাত্মরামায়ণমশেষতঃ ।

যো দত্তাজ্ঞামভক্তেভাস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৩

অধীতেষু চ বেদেষু শাস্ত্রেষু ব্যাকৃতেষু চ ।

যৎ ফলং হর্লভং লোকে তৎ ফলং তস্য সন্তবেৎ ॥ ৩৪

একাদশীদিনেহধ্যাত্মরামায়ণমুপাষিতঃ ।

যো রামভক্তসদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ ॥ ৩৫

অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ করে, সেই মানব জীঃশুত(১) বলিয়া অভিহিত হয় । ২৯

মুনে । যে ব্যক্তি প্রত্যহ অনলসচিত্তে ভক্তিসহকারে এই অধ্যাত্মরামায়ণ অর্চনা করে, সেই ব্যক্তি অশ্রমেব-বজের ফলপ্রাপ্ত হয় । ৩০

যে ব্যক্তি অনাদরের সহিতও যদৃচ্ছা (অবতঃ)-বশতঃ অশ্রমে নিকট এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করে, সে পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ৩১

যে ব্যক্তি নিকট হইতে এই অধ্যাত্মরামায়ণকে নাস্তার করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত দেবপুত্রের ফল প্রাপ্ত হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৩২

যে মানব পুস্তকমধ্যে এই সমগ্র অধ্যাত্মরামায়ণ লিখিয়া কোনও রামভক্তকে প্রদান করে, তাহার পুণ্যফলের কথা শ্রবণ কর । ৩৩

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চার বেদ এবং অস্ত্রাত্ত সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বাখ্যা দ্বারাও এ ভূবনে যে ফললাভ করা হর্লভ, সেই ফলও তাহার লাভ হইয়া থাকে । ৩৪

যে নরোত্তম ব্যক্তি একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া রাম-ভক্তগণের সভামধ্যে এই অধ্যাত্মরামায়ণের ব্যাখ্যা করে, তাহার যে ফললাভ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ (১) নিম্নোক্তো জাগরহানে যে ভাব উপলভ্যতে ।

তৎ ভাবং ভাবয়ন্ রাম জীঃশুতঃ সদা ভবেৎ ।



তস্ত পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণু বৈষ্ণবসন্তম ।  
 প্রত্যক্ষরস্ত গায়ত্রীপুরাণাফলং লভেৎ ॥ ৩৬  
 উপবাসব্রতং কুৰ্বা শ্রীরামনবমীদিনে ।  
 রাজৌ জাগরিতোহধ্যাত্মরামায়ণমনন্তধীঃ ।  
 যঃ পঠেচ্ছৃণুদ বাহপি তস্ত পুণ্যং বদাম্যহম ॥ ৩৭  
 কুরুক্ষেত্রাদিনিখিলপুণ্যভৌর্থেষ্যনেকশঃ ।  
 আত্মহুলাং ধনং সূর্য্যগ্রহণে সর্বতোমুখে ॥ ৩৮  
 বিপ্রৈভ্যো ব্যাসমুখ্যৈভ্যো দত্তা যৎ ফলমশ্নুতে ।  
 তৎ ফলং সন্তুবেত্তস্ত সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯  
 যো গায়তে মুদাহ্বাত্মরামায়ণমহনিশম ।  
 আত্মাং তস্ত প্রভীকন্তে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ৪০  
 পঠন্ প্রতাহমধ্যাত্মরামায়ণমমুত্রতঃ ।  
 যদ্ যৎ কুরোতি তৎ কর্মকোটিকোটিকুণ্ডং ভবেৎ ॥ ৪১  
 তত্র শ্রীরামহৃদয়ং যঃ পঠেৎ শ্রুদমাহিতঃ ।  
 স ব্রহ্মস্নোহপি পুতাত্মা ত্রিভিরেব দিগৈর্ভবেৎ ॥ ৪২

নারদ । গায়ত্রীর প্রতি অক্ষর পুরস্কার করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬-৩৬

যে ব্যক্তি শ্রীরামনবমী(১) দিবসে উপবাস ব্রত পালন করিয়া নিশাকালে জাগরিত থাকিয়া অনন্ত মনে এই অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি ॥ ৩৭

কুরুক্ষেত্রাদি সমস্ত পুণ্যভৌর্থে ও পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ সময়ে ব্যাসতুল্য শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রপ্রবক্তা বিপ্রগণকে নিজ সামর্থ্যানুসারে ধন প্রদান করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ব্যক্তি উক্ত ফল সত্যসত্যই লাভ করে, ইহাতে বিস্ময়াজ সন্দেহ নাই ॥ ৩৭-৩৯

যে ব্যক্তি আনন্দিতচিত্তে দিবানিশি এই অধ্যাত্মরামায়ণ পাল করে, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহার আদেশের বশবর্তী হন ॥ ৪০

প্রত্যহ নিয়ম অনুসরণ করত অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠপূর্ব্বক যে কোনও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই সব কর্মের কোটি-ভগ্ন ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৪১

যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে শ্রীরামনবমীতে এই রামহৃদয় পাঠ করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও তিনদিনের মধ্যে পবিত্র হইয়া যায় ॥ ৪২

যে ব্যক্তি পঠাত পাঠকালে অস্ত কোনও কথা না বলিয়া

- (১) চৈত্রমাসে নবম্যাং তু আভো রামঃ বরং হারঃ ।  
 পুনর্ব্বৎকংযুক্তা সা তিথিঃ সর্বকামদা ।  
 শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাবিকা ।  
 তস্মিন দিনে মহাপুণ্যে রামমুদিত ভজিতঃ ।  
 যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্তৃ ভদ্ শুভকরকারকম্ ।  
 উপোষ্যং জাগরং পিতৃমুদিত ভগ্নম ॥ ইতি

অগস্ত্যসংহিতা

শ্রীরামহৃদয়ং যস্ত হনুমৎপ্রতিমাস্তিকে ।

ত্রিঃ পঠেৎ প্রত্যহং মৌনৌ স সর্বেন্দ্রিতভাগ্ভবেৎ ॥ ৪৩

পঠন্ শ্রীরামহৃদয়ং তুলস্যাশ্বত্থায়ার্বদি

প্রদক্ষিণং প্রকুবীত ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥ ৪৪

শ্রীরামমীতামাহাত্ম্যং কুংস্রং জানাতি শকরঃ ।

তদর্দ্ধং গিরিজা বোস্তি তদর্দ্ধং বেদ্যাহং মুনৈ ॥ ৪৫

তস্তে কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি কুংস্রং বক্তুং ন শক্যতে ।

যজ্ জাত্বা তৎক্ষণাত্তোকশ্চিত্তুজ্জিমনাপ্পুয়াৎ ॥ ৪৬

শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি নারদ ।

তন্ন পশ্যাম্যহং লোকে মার্গমাণোহপি সর্বদা ॥ ৪৭

রামেনোপনিষৎসিকুম্মখ্যোংপাদিতাং পুরা ।

লক্ষ্মণায়াপিতাং গীতামুধাং গীতামরো ভবেৎ ॥ ৪৮

জমদগ্নিস্ততঃ পূর্ব্বং কার্ত্তবীৰ্য্যংযেচ্ছয়া ।

বহুবিক্রামভাসিতং মহেশশ্রাস্তিকে বসন্ ॥ ৪৯

অধীয়মানাং পার্বত্যা রামগীতাং প্রায়ত্নতঃ ।

শ্রুত্বা গৃহীত্বা স্মৃষ্টন্ নারায়ণকলাভবেৎ ॥ ৫০

হনুমানের(২) প্রতিমূর্ত্তির নিকটে এই শ্রীরামহৃদয় তিনবার পাঠ করে, তাহার বাবতীর মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥ ৪৩

তুলসী অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষ সমীপে শ্রীরামহৃদয় পাঠপূর্ব্বক যদি কোনও ব্যক্তি প্রদক্ষিণ করে, তবে তাহার ব্রহ্মহত্যাক্রান্তি পাপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৪

হে মুনৈ । একমাত্র মহাদেব শ্রীরাম-গীতামাহাত্ম্য সম্পূর্ণ জানেন, গিরিনন্দিনী দুর্গা তাহার অর্দ্ধাংশমাত্র জানেন এবং আমি তাহারও অর্দ্ধাংশমাত্র জানি ॥ ৪৫

অতএব আমি কিঞ্চিৎমাত্র তোমার নিকট বর্ণনা করিব, সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব না । ইহা জ্ঞাত হইলে মানুষ তৎক্ষণাৎ চিত্তভিত্তি লাভ করে ॥ ৪৬

নারদ । শ্রীরামগীতা যে পাপ বিনষ্ট করেন না, তাহা আমি সর্বদা অবশ্য করিয়াও এই ধরাভূলে দেখিতে পাই না ॥ ৪৭

শ্রীরাম উপনিষদ্রূপ সিদ্ধ মহন পূর্ব্বক এই গীতাসুধা সমুৎপাদিত করিয়াছেন । তিনি প্রথমে ইহা লক্ষ্মণকে প্রদান করেন । এই গীতাসুধা পান করিয়া মানুষ অমর হইয়া যায় ॥ ৪৮

জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পুরাকালে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনকে বন পরিবার বাসনার বন্দিভা শিক্ষা করিবার অস্ত মহেশ্বরের নিকট বাস করিতে করিতে বহু সহকারে পার্বত্য কর্তৃক রামগীতা পঠিত হইতে শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করত যথাবিধি অধ্যয়ন পূর্ব্বক নারায়ণ-সাহিত্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ৫০

(২) মরা মুক্তেন বজ্রেন বস্মাদস্ত কভো হনুঃ ।

ভস্মাদেব কপির্নাম হনুমান্ বৈ ভবিততি ।

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাম্ নিফুটিং যদি গচ্ছতি ।  
 রামগীতাং মাসমাত্রং পঠিত্বা মৃত্যুতে নরঃ ॥ ৫১  
 হুপ্রতিগ্রহ-হুর্ভোজ্যহুরালাপাদিসম্ভবম্ ।  
 পাপং সতৎকৌর্ভেনে রামগীতা বিনাশয়েৎ ॥ ৫২  
 শালগ্রামশিলাগ্রে চ তুল্যশ্রুতসম্মিধৌ ।  
 যতীনাং পুরতন্তদ্বদ্ রামগীতাং পঠেতু যঃ ।  
 স তৎফলমবাপ্নোতি যদ্ বাচোহপি ন গোচরম্ ॥ ৫৩  
 রামগীতাং পঠেতু ভক্ত্যা যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ।  
 তস্ত তে পিতরঃ সর্বৈ যাস্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৫৪  
 একাদশ্যাং নিরাহারো নিয়তো দ্বাদশীদিনে ।  
 স্থিহাহগন্তাতরোমূলে রামগীতাং পঠেতু যঃ ।  
 স এব রাঘবঃ সাক্ষাৎ সর্বদেবৈশ্চ পূজ্যতে ॥ ৫৫  
 বিনা দানং বিনা ধ্যানং বিনা ভীর্থাবগাহনম্ ।  
 রামগীতাং নরোহধীত্য তদনন্তফলং লভেৎ ॥ ৫৬  
 বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু নারদ ভবতঃ ।

যদি মানুষ ব্রহ্মহত্যাদি পাপসমূহ হইতে নিফুটিলাভের  
 অভিলাষ করে, তবে মাত্র এক মাস এই রামগীতা পাঠ করিয়া  
 সে মুক্ত হইবে ॥ ৫১

রামগীতা একবার পাঠ করিলে ভিলধেনু প্রভৃতি সত্ত  
 হুপ্রতিগ্রহ, হুর্ভোজ্য ও হুরালাপাদিক্রান্ত পাপ রামগীতা  
 বিনাশ করেন ॥ ৫২

যিনি শালগ্রাম-শিলাগ্রে, তুলসী বা অশ্বখ সন্নিধানে এবং  
 যতিগণের পুরোভাগে রামগীতা পাঠ করেন, তিনি যেমন  
 পুণ্যফল প্রাপ্ত হন, তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না অর্থাৎ  
 তিনি অনন্ত পুণ্য ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৫৩

যিনি শ্রাদ্ধকালে ভক্তিসহকারে রামগীতা পাঠপূর্বক ভ্রাতৃপ-  
 নকে ভোজন করান, তাহার পিতৃগণ সকলেই বিষ্ণুর পরমপদ  
 প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৪

যে ব্যক্তি একাদশীদিনে নিয়ম অবলম্বনপূর্বক নিরাহারে  
 থাকিয়া দ্বাদশী দিবসে অগস্ত্যভক্ষ (বকরু) মূলে উপবেশন  
 করতঃ রামগীতা পাঠ করেন, সেই ব্যক্তি রামের সাহুয্য প্রাপ্ত  
 হইয়া সকল দেবগণ কর্তৃক পূজিত হন ॥ ৫৫

দান, ধ্যান ও ভীর্থাবগাহন ব্যতিরেকেও মানুষ একমাত্র  
 রামগীতা অধ্যয়ন করিয়া অনন্ত ফললাভ করে ॥ ৫৬

ভিলধেনুর্গজো বাজী প্রেভারমজিনং মণিঃ ।

সুরতিঃ সুরমাণা চ যোরাঃ সন্ত প্রভিগ্রহাঃ ।

ঋতিশ্রুতিপুরাণেতিহাসাগমশতানি চ ।

অহঁতি নান্নামধ্যাত্মরামায়ণকলামপি ॥ ৫৭

অধ্যাত্মরামচরিতস্ত শ্রুণীধরায়

মাহাত্ম্যমেতদ্বদিতং কমলাসনে ।

যঃ শ্রদ্ধয়া পঠতি বা শৃণুয়াৎ স মর্ত্যঃ

প্রাপ্নোতি বিষ্ণুপদবীঃ সুরপূজ্যমানঃ ॥ ৫৮

যঃ পৃথিবীভরবারণায় দিবিক্রৈঃ সম্প্রাধিতশ্চিৎসয়ঃ

সজ্জাতঃ পৃথিবীভলে রবিকূলে মায়ামনুজ্যোহবায়ঃ ।

নিশ্চক্রং হতরাক্ষসঃ পুনরগাদ ব্রহ্মহমাদ্যং স্থিরাং

কীৰ্ত্তিঃ পাপহরাং বিধায় ভগতাং

তং জ্ঞানকীশং ভজ্ঞে ॥ ৫৯

বিখোভবস্থিতলয়াদিসু হেতুমেকং

মায়াক্রয়ং বিগতমায়মচিস্ত্যমুক্তিম্ ।

আনন্দসাম্রমমলং নিজবোধরূপং

সীতাপতিং বিদিতভবমহং নমামি ॥ ৬০

কি ঋতি, কি শ্রুতি, কি পুরাণ, কি ইতিহাস, কি অগম  
 —এইসব শত শাস্ত্রও অধ্যাত্মরামায়ণের বোড়শাংশের একাংশের  
 সমান নহে ॥ ৫৭

ভগবান্ কমলাসন ব্রহ্মা কর্তৃক সুনিবর নারদ সমীপে কথিত  
 এই অধ্যাত্মরামায়ণ-মাহাত্ম্য যে মানব শ্রদ্ধাসিহকারে অধ্যয়ন বা  
 শ্রবণ করে, সেই মানব দেবগণকর্তৃক পূজিত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ  
 করিতে সমর্থ হয় ॥ ৫৮

(সুত অধ্যাত্মরামায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া এখন শ্রীরাম-  
 চন্দ্রের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন ।) যিনি চন্দ্র ও অশ্বিন হইয়াও  
 পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য দেবগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া  
 পৃথিবীভলে সূর্য্যবংশে মারামনুজরূপে (১) ভাস্কর্য্য করিয়াছিলেন,  
 যিনি নিজের সেই প্রসিদ্ধ সুদর্শন চক্র ব্যতিরেকেই (অথবা  
 নিঃশেষে) রাক্ষসকুল নির্মূল করিয়া ভগতে পাপহারিণী  
 অবিলম্বে নির্মূল কীৰ্ত্তি স্থাপন করতঃ পুনরায় নিরুপাধি ব্রহ্মরূপ  
 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই আনন্দপতি শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন  
 করি ॥ ৫৯

যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপপত্তি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, যিনি  
 মায়াক্রয় মৎস্যের হইয়াও মায়ারতি অর্থাৎ আবরণশক্তিশীন,  
 যাহার মুক্তি অচিন্ত্য, যিনি আনন্দঘন, অমল (উপানিভূতদোষ-  
 রহিত) এবং নিজবোধরূপ (সত্য জ্ঞানম্ অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞেতি  
 ঋতেঃ), আমি সেই বিদিতভব (বিদিত যীর বোধরূপত্ব)  
 সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি ॥ ৬০

(১) চন্দ্ররস্তাধিতীয়স্ত নিফলস্তাশরীরণঃ ।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপবজ্রনা ।

—শ্রীরামভাগনোরোপনিষদি ১৭

পঠন্তি যে নিত্যমনশ্চৈতসঃ

শৃণ্বন্তি চাধ্যাত্মকসংজ্ঞিতং শুভম্ ।

রামায়ণং সর্বপুৰাণসম্মতং

বিধুতপাশা হরিমেব যান্তি তে ॥ ৬১

অধ্যাত্মরামায়ণমেব নিত্যঃ

পঠেদ যদীচ্ছেদ্ব্যবহৃৎকৃতিম্ ।

গবাং সহস্রাবৃত্তকোটিদানজং

ফলং লভেদ যঃ শৃণুয়াৎ স নিত্যম্ ॥ ৬২

পুরারিগিরিশুভা ত্রীরামাৰ্ণবসঙ্গতা ।

অধ্যাত্মরামগঙ্গায় পুন্যতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৬৩

কৈলাসাগ্রে কদাচিদ্রবিশতবিমল মন্দিরে রত্নশীত

সংবিষ্টঃ ধ্যাননিষ্ঠঃ ত্রিনয়নমভয়ং মেবিতং সিদ্ধমজ্জৈঃ ।

দেবী বামাজমংস্থা গিরিবরভনয়া পার্বতী ভক্তিন্দ্রা

প্রাহেদং দেবমীশং সকলমলহরং বাক্যমানন্দকন্দম্ ॥ ৬৪

শ্রীপার্বত্বাচ

নমোহিস্ত তে দেব জগন্নিবাস

সর্বর্থদৃক্ তং পরমেশ্বরোহিসি ।

যে ব্যক্তিগণ অনন্তচিত্ত হইয়া এই শুভজনক সর্বপুৰাণসম্মত অধ্যাত্মনামক রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করে, সেই সব ব্যক্তি নিম্পাপ হইয়া হরিসামুদ্রা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬১

যদি ভবংছন হইতে মুক্ত হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে নিত্য এই অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য এই অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি সহস্র অমুহ কোটি গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২

ত্রিপুরাসুরভক্তা মহাদেবরূপ গিরি হইতে উৎপন্ন এবং ত্রীরামচন্দ্ররূপসাগরে মিলিতা এই অধ্যাত্মরামায়ণরূপা গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছেন ॥ ৬৩

একদিন কৈলাসশিখরে স্থিত মন্দিরে শত সূর্য্যাদৃশ বিমল রত্নশীতৈঃ সিদ্ধগণসেবিত অভয়দাতা ত্রিলোচন মহাদেব ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গিরিবর হিমালয়ের ভনয়া পার্বতীদেবী তাঁহার বাম উরুদেশে উপবেশন পূর্বক ভক্তিন্দ্রাবে সর্বপাপনাশন আনন্দের আধাররূপ সেই মহেশ্বরকে চিহ্নিতা করিলেন ॥ ৬৪

শ্রীপার্বতী বলিলেন,—হে দেব জগন্নিবাস। আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্বত্র আত্মদর্শী, পরমেশ্বর ও সনাতন পরমপুরুষ, আমি আপনাকে পুরুষোত্তম জ্ঞেয় সনাতন ভক্ত চিহ্নিতা করি ॥ ৬৪

পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমম্

সনাতনং ত্বং সনাতনোহসি ॥ ৬৫

গৌপ্যং যদত্যন্তমনশ্চবাচ্যং

বদন্তি তত্ত্বেষু মহামুত্তমাঃ ।

যদপ্যহোহহং তব দেব ভক্তা

প্রয়োহসি মে ত্বং বদ যত্ন পুটম্ ॥ ৬৬

জ্ঞানং বিজ্ঞানমথাত্মভাঙ্ক-

বৈরাগ্যযুক্তঞ্চ মিতং বিভাষ্যৎ ।

জ্ঞানাম্যহং যেষিদিপি তত্কলং

যথা তথা ক্রহি তরন্তি যেন ॥ ৬৭

পৃচ্ছামি নাশুচ পরং রহস্যং

তদেব চাগ্রে বদ বারিজাক্ষ ।

শ্রীরামচন্দ্রেহখিলতত্ত্বমারে

ভক্তিদৃঢ়া নৌর্ভবতি প্রসিদ্ধা ॥ ৬৮

ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবংছমোক্ষণা

নাশুচ ততঃ সাধনমন্তি কিঞ্চিৎ ।

তথাপি হ্রৎসংশয়বন্ধনং যে

বিভেদতুঃ স্বীয়মলোক্তিভিষ্ম ॥ ৬৯

যাহা অত্যন্ত গোপনীয় এবং যাহা জ্ঞানী ভিন্ন অস্ত্রের নিকট বলা উচিত নয়, তাহাও মহানুভবগণ ভক্তদিগের নিকট বলিয়া থাকেন। দেব! অতএব আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আপনি আমাকে বিশেষভাবে বলুন; কারণ, আমি আপনার ভক্ত ও আপনি আমার প্রিয় ॥ ৬৬

আত্মবিষয়ক যে জ্ঞানের দ্বারা মানবগণ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং যাহা হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয় ও যে ভক্তি হইতে বৈরাগ্য লাভ হয়, সেই শাস্ত্রীয় বিজ্ঞাননিশিষ্ট মিত ও স্বপ্রকাশ জ্ঞানের বিষয় আমার নিকট বর্ণনা করুন। আমি অবলা হইলেও আপনার কথিত সেই জ্ঞান অবধারণ করিতে পারিব ॥ ৬৭

কমলোৎপন্ন। আমি অত্র কোনও প্রকৃত্য চিহ্নিতা করিতেছি না; কারণ, উহাতে আমার স্পৃহা নাই। যাহার দ্বারা জীব ইচ্ছার হয়, সেই গোপনীয় রহস্যের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ক্রিতি প্রভৃতি চরিত্রগতি তত্ত্বের সারস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ়া ভক্তিই ভবসাগর-পারের নৌকা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬৮

ভক্তিই ভববন্ধন মোচনের একমাত্র সাধন, ইহা বাতীত অত্র কোনও সাধন নাই—ইহা আমি জানি, তথাপি আমার হৃদয়ে যে সংশয়গ্রাহি রহিয়াছে, তাহা আপনি সুভিত্তিক বাক্যে ছেদন করুন ॥ ৬৯

বদন্তি রামঃ পরমেকমাতং  
নিরন্তর যোগপদংপ্রবাহম্ ।  
ভজন্তি চাহনিশম প্রমত্তাঃ  
পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ ॥ ৭০  
বদন্তি কেচিৎ পরমোহপি রামঃ  
স্বাবিভ্যয়া সংবৃতমানসঃ স্বম্ ।  
জানান্তি নান্মানমতঃ পরেণ  
সম্মে ধিতো বেদ পরমাত্মতত্ত্বম্ ॥ ৭১  
যদি ন জানান্তি কুত্ বা বিলাপঃ  
সৌভাগ্যতেহনেন কৃতঃ পরেণ ।  
জানান্তি নৈবং যদি কেন সেবাঃ  
সমো 'হ সৰ্বৈবপি জীবজাঠৈঃ ॥ ৭২  
অত্রোত্তরং কিং বিদিতং ভবাত্ত-  
ত্তদ জাহি মে সংশয়ন্তেদবাক্যম্ ॥ ৭৩  
শ্রীমহাদেব উবাচ ।  
বস্তাহসি ভক্তাহসি পরাম্বনম্  
যজ্ঞাতুমীহা তব রামতত্ত্বম্ ।

অতঃপর দেবী পার্শ্বতী নিজের সংশয় ব্যক্ত করিতেছেন,—  
হাঁটার দ্বারা যাত্রাপ্রকৃত রূপ-স্বভাবাদির প্রবাহ নিরাকৃত হইয়াছে,  
সেই শ্রীরামচন্দ্রকে অনেকে অধিতীর পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন এবং  
সদা অগ্রমত্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করেন। এইভাবে  
তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া মোক্ষভাগী হন ॥ ৭০

কেহ কেহ বলেন, রাম পরব্রহ্ম হইলেও যের দ্বারা দ্বারা  
সর্বভোক্তাভাবে আবৃত থাকার আশাকে ( নিভরূপকে ) জানিতে  
পারেন না। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া তিনি যীর পরমাশ-  
তত্ত্ব অংগত হইয়াছিলেন ॥ ৭১

যদি তিনি নিজ রূপতত্ত্ব অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে  
রাবণ সীতা চরণ করিলে সেই সীতার নিমিত্ত কদ'চ বিলাপ  
করিতেন না। তিনি যে সেবা, ইহা তিনি জানিতেন না।  
( জীবনানাত্তবাদীভূত আশ্রয় করিয়া ) সকল ভীষট সমান,  
সেইজন্য তিনিও একজন সাধারণ ভীষ—এই ভাবিয়া নিজের  
সেবার অবগত হইতে পারেন নাট ॥ ৭২

তৎপশ্যন্ । আপনি এই বিষয়ের উত্তর কি জানেন, তাহা  
আমাকে বলুন এবং আমার সংশয় ছেদন করুন ॥ ৭৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্শ্বতী। তুমি বস্তা এবং তুমিই  
সেই পরমাশ্রয় একাত ভক্ত। তুমি যে ব্রাহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা  
করিয়াছ, পূর্বে আর কখনও কেহ এই পরম গোপনীয় রহস্য  
বলিবার অঙ্গ আমাকে উৎসাহিত করে নাট ॥ ৭৩

আজ আমি তোমার ভক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া তত্ত্ববিশেষে

পুরা ন কেনাপ্যভিচাচিতোহহং  
বক্তুং রহস্যং পরমং নিগূঢ়ম্ ॥ ৭৪  
দয়ামত ভক্ত্যা পরিণোদিতোহহং  
বন্ধে নমস্কৃত্য রঘুব্রমং তে ॥ ৭৫  
রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেবনাদি-  
রানন্দ-একঃ পুরুষোত্তমো হি ।  
স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্টম্ ।  
নভোবদন্তুর্বহিরাস্থিতো যঃ ॥ ৭৬  
সর্বান্তরহোহপি নিগূঢ় আত্মা  
স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে ।  
জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি  
সংসরিণো চুষ্মকলোহবন্ধি ॥ ৭৭  
এতন্ন জানন্তি বিমূঢ়চিন্তাঃ  
স্বাবিভ্যয়া সংবৃতমানসা য়ে ।  
স্বজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবোধে  
স্বারোপয়ন্তৌহ নিরন্তরায় ॥ ৭৮

শ্রীরামকে নমস্কার করত সেই শ্রীরামচন্দ্রের বিস্তর কর্তন  
করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৭৪

শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পরমাশ্রয় ; কারণ, তিনি  
অনাদি-পূরণপুরুষ, আনন্দময়, এক—অধিতীর ব্রহ্মরূপ  
( 'আনন্দং ব্রহ্ম'—তত্ত্বিঃ ৩।৬।১, 'একমেবাদিত্যং ব্রহ্ম'—  
হ্যন্দোপা ৬।২।১ ) এবং পুরুষোত্তম অর্থাৎ ত্রিগুণার্ভাদি  
সমস্ত পুরুষ হইতেও উত্তম। ( এই যে দুর্গমান বিশ্ব উপলব্ধ  
হইতেছে, তাহা হইলে তিনি অধিতীর কিরূপে? তাহার উত্তরে  
বলিতেছেন— ) যে পুরুষোত্তম শ্রীরাম নিজ যাত্রার দ্বারা এই  
সম্পূর্ণ বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া আকাশের দ্বার ইহার অন্তরে ও  
বাহিরে অবস্থান করিতেছেন ( 'আকাশং সর্বগতো নিভঃ'  
ইতি শ্রুতে: ) ॥ ৭৫

এইরূপে সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়াও তিনি নিগূঢ়—  
স্বশ্রুতিসূক্ষ্ম বৃত্তির দ্বারা দর্শনীয় বলিয়া মনেও অগোচর আশ্র-  
য়রূপ ( 'এব সর্কেবু ভূতেশু গৃহ'হইয়া ন প্রকাশতে। দুগ্ধভে  
ভগ্ন্যয়া বৃত্ত্যা সূক্ষ্মং সূক্ষ্মবশিভিঃ'—কঠো ৩।৩।১২ )। তিনি  
নিজ যাত্রার দ্বারা সম্পূর্ণ ভগ্নকে সৃষ্টি করিয়া প্রকাশিত করিয়া-  
ছেন। চুষ্মকের সন্নিবেশে লৌহ বৈরূপ স্বতই স্ফালিত হয়,  
সেইরূপ হাঁটার সান্নিধ্যবশতঃ এই পরিদুর্গমান ভগ্নসংসার  
সর্বভোক্তাভাবে সুনিরস্তিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে ॥ ৭৭

কিন্তু যাহাদের মন যীর অজানতরূপ অবিদ্যার দ্বারা  
সর্বভোক্তাভাবে আবৃত রহিয়াছে, সেই বিবেকবঞ্চিতচিত্ত ব্যক্তিরা

সংসারমেবাহুসরতি তে বৈ

পুত্রাদিসক্তাঃ পুরুষকর্মযুতাঃ ।

জানন্তি নৈবঃ হৃদযস্থিতাঃ বৈ

চামীকরং কণ্ঠগতং যথাহজ্জাঃ ॥ ৭৯

যথা প্রকাশো ন তু বিজ্ঞাতে রবো

জ্যোতিঃস্বভাবাৎ পরমেশ্বরে তথা ।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনে রঘুত্তমেহ-

বিজ্ঞা কথং স্মাৎ পরতঃ পরাশ্রয়নি ॥ ৮০

যথা হি চাক্ষেত্রমতোগৃহাদিকং

বিনষ্টদৃষ্টৈর্ভ্রামভীষ দৃশ্যতে ।

তথৈব দেহেন্দ্রিয়কর্তৃবাস্তবানঃ

কৃতং পরেইধাস্ত জনো বিমূহতি ॥ ৮১

নাহো ন রাজিঃ সবিতুর্যথা ভবেৎ

প্রকাশরূপাভিচারতঃ কচিৎ ।

শ্রীরামের এই স্বরূপকে জানিতে পারে না; কারণ, তাহার মারামুক্ত শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরমাখ্যা শ্রীরামচন্দ্রে নিজেদের অজ্ঞানতাকে আবোপিত করিয়া থাকে অর্থাৎ নিজেরা স্বরূপ অজ্ঞ, সেইরূপ রামকেও অজ্ঞ ভাবে ॥ ৭৮

সেইজন্য তাহার পুত্র-কল-গৃহাদিতে আসক্ত থাকিয়া ও ভূরি বজ্রাদি কর্মসমূহে নিরত থাকিয়া সংসারেরই অনুসরণ করে অর্থাৎ এই সংসারেই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে; কারণ, ভ্রাতৃ ব্যক্তিগণ স্বরূপ কণ্ঠস্থিত স্বর্গাভরণকে বিমূহতিবশতঃ জানিতে পারে না। সেইরূপ তাহারও হৃদযস্থিত সর্বব্যাপী পরমাখ্যা শ্রীরামকে জানিতে পারে না ॥ ৭৯

স্বরূপ স্বভাবতই জ্যোতিয়ান্ সূর্য্যে অপ্রকাশ—অজ্ঞকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন (নির্বিশেষ অপরোক্ষ জ্ঞাননিবিড়) পরমাখ্যা পরমেশ্বর রঘুত্তম শ্রীরামে অবিন্দ্য কিভাবে থাকিবে? (মহামতি জীকার এই স্নোকেব অতরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন যথা,—স্বরূপ প্রকাশস্বরূপ বলিয়াই সূর্য্য প্রকাশের আধার হইতে পারে না, সেইরূপ বিদ্যা-স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাম বিদ্যার আধার হইতে পারেন না; কারণ, আধার-আধের উভয়েই ভিন্নস্বরূপ ॥) ৮০

যদি তাম সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই হবেন, তবে তিনি সীতার জন্ম বিলাপ করিবেন কেন? শ্রীপার্বতীদেবীর এই সংশয়নিবসনের

অবিন্দ্যবিষয়ে শাস্ত্রীর প্রমাণ—‘সর্জগ্রেহতামিত্রমখ ভাঙ্গিয়াবাদকং । মহামোহক মোহক ভাঙ্গাজ্ঞানবৃক্ষং’—  
শ্রীভাগবতে—৫।১২।২। পাতঞ্জলে—‘অবিন্দ্যান্ভিত্যাগদেবাভি-  
নিবেশঃ পক্ষ ক্লেবঃ’ ॥ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘অবিন্দ্য পক্ষপর্ব্বৈবা  
প্রাশুর্ভূতা মহাজনঃ’ ॥

জ্ঞানং তথা জ্ঞানমিদং ধর্ম হরৌ

স্মাৎ কথং স্মাস্যতি শুদ্ধচিৎসনে ॥ ৮২

ভস্মাৎ পরানন্দময়ে হৃদয়ে

বিজ্ঞানরূপে ন হি বিস্ততে ভস্মঃ ।

অজ্ঞানসাক্ষিগ্যবিন্দলোচনে

মঃশ্রায়ত্বায় বিমোহকারণম্ ॥ ৮৩

ভজ্য তে কথয়িত্বামি রহস্তমপি ধর্মভম্ ।

সীতারামমরুৎসুসংবাদং মোক্ষসাধনম্ ॥ ৮৪

পুরা রামায়ণে রামো রাবণং দেবকটকম্ ।

হত্যা রণে রণপ্রাণী সপুত্রবলবাহনম্ ॥ ৮৫

সীতয়া সহ স্ত্রীশ্রী-লক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ ।

অ’য’ধ্যামগমদ্ রামো হনুমৎপ্রমুখৈবর্তঃ ॥ ৮৬

অজ্ঞ বলিতেছেন—বিনষ্টদৃষ্টি (দোষযুক্তদৃষ্টি) ব্যক্তিগণ স্বরূপ চক্ষুর ঘূর্ণনে গৃহাদিকেও যেন ঘূর্ণিত হইতে দেখে, সেইরূপ মেগেলিয়াদিবিনষ্ট কণ্ঠস্থিতামানী জীব নিজের অহঙ্কারবশতঃ পরমৈচ্ছাস্বরূপ পরমাখ্যা শ্রীরামে মুগ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ গৃহাদি ঘূর্ণিত হইতে না থাকিলেও ঘূর্ণারমান চক্ষুর নিকটস্থিত গৃহাদিও ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া স্বরূপ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ কোনও কর্ম না করিলেও কর্মরত আভাসীভূত অজ্ঞানতাদাখ্যা-পন্ন চৈতন্যসিদ্ধি সাক্ষিভূতচৈতন্যকেও কর্মরত বলিয়াই পরিলক্ষিত হয় ॥ ৮১

প্রকাশের অবিচারবশতঃ প্রকাশের কোনরূপ অত্যব না থাকায় সূর্য্যের মধ্যে স্বরূপ দিবা (প্রকাশপর) থাকে না এবং রাত্রি (অপ্রকাশপর) থাকে না, সেইরূপ শুদ্ধচিৎসনে (অতঃকর-ণাদি উপাধিস্বত্ব চিৎস্বরূপ) হরি শ্রীরামচন্দ্রে জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই দুইটি কিভাবে থাকিবে? ৮২

সেইহেতু পরানন্দময়, বিজ্ঞানরূপ (চিন্ময়), অরবিন্দ-লোচন ও রঘুংশত্বয় শ্রীরামে অজ্ঞানতা নাই; কারণ, তিনিই যে অজ্ঞানের সাক্ষী সর্বব্যাপক পরমাখ্যা। তাঁহার মধ্যে মোহের কারণও পরিলক্ষিত হয় না; যেহেতু তিনি মারার আশ্রয় (আধার) বলিয়া মাত্রাই তাঁহার আন ॥ ৮৩

অতএব অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও হৃদয় এবং মোহের উপায়স্বরূপ এই রামায়ণে সীতা, রাম ও হনুমানের সংবৎ তোমার অনেক আশি বর্ণনা করিব ॥

পূর্বাঙ্কালে ত্রেতাযুগে রণপ্রাণী রাম যুদ্ধে দেবকো রাবণকে পুত্র, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত বধ করিয়া হনুমান প্রকৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া সীতা, লক্ষ্মণ ও সুগ্ৰীবের সহিত অযোধ্যায় ত্যাগমন করিয়াছিলেন ॥ ৮৪-৮৬

অভিযুক্ত: পরিবৃত্তে বশিষ্ঠাভৈরবগোষ্ঠি: ।

সিংহাসনে সমাসীন: কোটিসূর্যাসমপ্রভ: ॥ ৮৭

দৃষ্টা তদা হনুমন্তং প্রাঞ্জলিং পুরত: স্থিতম্ ।

কৃতকার্যং নিরাকাক্ষং জ্ঞানাপেক্ষং মহামতিম্ ॥ ৮৮

রাম: সীতামুবাচৈদং ক্রুহি তত্ত্বং হনুমতে ।

নিকল্য.বাহুয়ং জ্ঞানশ্চ পাত্ৰং নো নিন্যভক্তিমান্ ॥ ৮৯

তথ্যেতি জ্ঞানকী প্রাহ তত্ত্বং রামবিনিশ্চিতম্ ।

হনুমতে প্রপন্নায় সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৯০

তখন মহাত্মা বশিষ্ঠাদির দ্বারা রাজ্যে অভিযুক্ত ও তাঁহাদের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া কোটিসূর্য্যতুল্য ভেদ্যেী শ্রীরাম সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮৭

সেই সময় কৃতকার্য (সীতা উদ্ধারাদি প্রভৃৎ কার্য সম্পাদিত হওয়ার কৃতার্য), নিরাকাক্ষ (অমূল্য ধন দানেও যাহার সন্তোষ হয় না এবং বৈষয়িক ধনলাভের বাসনা যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই), জ্ঞানাপেক্ষ (অতএব ঐশ্বর্যবিসয়ক জ্ঞান লাভের জন্য বিনি অপেক্ষা করিতেছেন), মহামতি (ঐশ্বরিক জ্ঞানগ্রহণের যোগ্যতা যাহার আছে), অগ্রে স্থিত (অমাদের উত্তরের দৃষ্টিপথে অবস্থিত বলিয়া অনন্তচিত্ত) এবং প্রাঞ্জলি (প্রভৃৎ বলিয়া আমাদের সম্মুখ কৃতাজলি হইয়া বিনীতভাবে অবস্থিত, অতএব উপদেশদানের ইহাষ্ট সুবর্ণ সুবোণ) হনুমান্কে দেবিতা শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বলিলেন,—দেবি! তুমি হনুমান্কে রামতত্ত্ব উপদেশ কর; কারণ, এই হনুমান্ নিল্যাপ বলিয়া জ্ঞানাপদেশের পাত্র এবং আমাদের উত্তরের প্রতি অকণ্ট ভক্তিমান্ ॥ ৮৮-৮৯

তখন লোকবিমোহিনী মাতারূপা জনকনন্দিনী সীতা 'বাহা হউক' বলিয়া শরণাগত হনুমান্কে রামৈকনিষ্ঠত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯০

শ্রীশ্রীসীতাদেবী বলিলেন,—বৎস হনুমন্! তুমি রামকে পঃস্রব ৩ বলিয়া জানিবে, কারণ, তিনি সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিত্ত ও আনন্দময় অর্থাৎ সৎ-বাহীন [সত্যং বাহ-বাহিত্যং অদ্বৈতৈকসাক্ষিণঃ। বাহঃ কিং সাক্ষিকোক্রুহে ন ত্বসাক্ষিক

৩ রমতে যে সিনোহুতে নিত্যানন্দে চিদাশ্রয়।

ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ।

ইতি ভাগবত্রে পাশ্বে চ ।

শ্রীসীতাবাচ ।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমবয়ম্ ।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং সত্ত্বাত্মমগোচরম্ ॥ ৯১

আনন্দঃ নির্মলঃ শাস্তঃ নিবিকারঃ নিরঞ্জনম্ ।

সর্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্ ॥ ৯২

মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্ ।

তস্মৈ সন্ন্যাসিন্যেণ স্ফ্রামাদমতঃপ্রভা ॥ ৯৩

তৎ সান্নিধ্যাদ্ভয়া স্ফটং তস্মিন্নারোপ্যতেহবুধৈঃ ॥ ৯৪

ইত্যেতৎ ॥ ইতি ৩০নাং ], ৮৭—জ্ঞানরূপ এবং আনন্দরূপ), অময় (অবিভী-ব্রহ্ম—একমেবাধিতীয়ং ব্রহ্মে'তি প্রভেদঃ), সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত (স্থূল, সূক্ষ্ম সর্বোপাধিরহিত অর্থাৎ নিষ্ঠূর্ণ, 'বিরাড্' হিরণ্যগর্ভচ কারণং চেতুপাধরঃ। ঐশত্বং এতিহীনং তুরীয়ং তৎ পদং বিদ্যে' ইতি বাস্তবিকোক্তেঃ। ) সত্ত্বাত্ম (বস্তুমাত্রই 'সৎ' এই ব্যবহারনিয়ামক অর্থাৎ ইহার সৎত্ব হইতেই সর্বত্র 'সৎ' এই ব্যবহার হয়), অগোচর (মন ও বাক্যের অধিক 'সত্যো বাচো নিবর্ত্ততে অপ্রাপ্য মনসা সৎ' ইতি প্রভেদঃ), আনন্দ (বিপুল সুখজনক আনন্দ 'বো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাহ্নে সু-মন্ত' ইতি প্রভেদঃ), নির্মল (ব্রহ্মহীন শাস্ত (প্রপঞ্চোপশমের স্ফট—'প্রপঞ্চোপশমঃ শাস্তং নিব-মিতি প্রভেদঃ), নিবিকার (বৃদ্-ভাববিকারহীন—আরতে, অস্তি, বর্জতে, বিপরিশতে, অপক্ষতে, নশ্যতি ইত্-ভাববিকারঃ), নিরঞ্জন (অবিদ্যা ও তৎ-কার্যরূপ ভ্রমহীন 'আনিত্যবর্ণং ভ্রমসঃ পরন্তাৎ' ইতি প্রভেদঃ। ) সর্বব্যাপী অতএব আত্মা ('সর্বব্যাপী সর্বভূতাত্মত্বা' ইতি প্রভেদঃ), স্বপ্রকাশ ('অতঃস্বং পুরুষঃ স্বরংজ্যাতঃ,' 'তস্মৈ ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' ইতি চ প্রভেদঃ। ) এবং অকল্মষ (নিল্যাপ—আত্মঃসংহতপাশ্রয়' ইতি প্রভেদঃ। ) ৯১-৯২

রামতত্ত্ব বলিবার পর সীতাদেবী স্বতন্ত্র উদ্ঘাটন করিতেছেন,—আর আমাকে তুমি সৃষ্টি, পালন ও নাশকারিণী সূত্র প্রকৃতি—সর্বজনগতের উপাদান কারণ বলিয়া জানিবে। আমি তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ এই অগৎ কোভরিত (বা অনলদগ্ধ, হইয়া সূত্রন করি অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র আমাতে চিদভাস আরোপিত করিয়া বিরাজমান থাকেন, তিনি কিছুই করেন না। প্রকৃতপক্ষে বাহারা রামের স্বরূপ তত্ত্ব জানে না, সেই সূত্রগণ ইহা মনে করে যে, রামই অগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিছু ভাষা নহে ॥ ৯৩-৯৪

অ'বাধ্যানগরে জন্ম হ'লুৎশেহতির্মিল ।

বিশ্বামিত্রসহায়কং মখস রক্ষণং ততঃ ॥ ৯৫

অহলাশাপশমন' চাপভক্তো মঠেনিতুঃ ।

হংস'লিগদগং পক্ষাদ্ভা'র্গনশা রক্ষণং ॥ ৯৬

অগম্যতা সীতাদেবী অঃঃঃঃঃ সৎকেপে শ্রীঃঃঃঃঃ লীলা  
ক্রয়ানুসারে বসিতেছেন,—অ'বাধ্যানগরে অভিশপ্ত নির্ধন বহু-  
বংশে শ্রীঃঃঃঃঃ জন্ম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সাহায্য দান, তারপর  
মজসংরক্ষণ ॥ ৯৫

অহলা'র শাপমোচন (অহলা' এই নামের নির্ধন বাল্মীকি  
রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গে দেখা যায়,—“ততো ময়া  
রূপ ভৈরবহন্যা ভ্রী বিনিমিতা । হলাং নামেহ বৈরূপ্যং হলাং  
ভৎপ্রভবং ভবেৎ ॥ ২২

ময়া ন বিদ্যতে হলাং ভেনাহলোভি বিজ্ঞতা । অহলোভ্যেব  
চ ময়া ভক্তা নাম প্রকীর্তিতম্ ॥ ২৩ )

অর্থাৎ পৌত্তম্যপ্রদত্ত শাপ হইতে অহলাকে মুক্তি দান,  
(আদিকাণ্ডের ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।) মহেশ্বরের বশু ভক্ত  
অর্থাৎ যজ্ঞরত জনকের নিকট ভগবান্ শঙ্কর ভাস্কর্যে এক বশু  
প্রদান করেন, সেই মহেশ্বরের বশুই কতর শুদ্ধরূপে জনক  
কর্তৃক স্থাপিত হয়, সেই বশু শ্রীঃঃঃঃঃ ভক্ত করেন । আশ্বায়  
(সীতাদেবীর) পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বশুভক্ত পণ্ডিত রাম কর্তৃক  
পালিত চণ্ডীর রামের সহিত আমার বিবাহ (আদিকাণ্ডের  
ষষ্ঠাধ্যায় দ্রষ্টব্য) । ভক্তবংশভ্যত পরভর্যের বর্ণ খণ্ডন (আদি  
কাণ্ডের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ॥ ৯৬

অ'বাধ্যানগরে (রামী ও পরিজনবর্গের সহিত) বাণ্য  
বৎসর আমার বাস (অ'বাধ্যাকাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ দ্রষ্টব্য)  
দণ্ডারণো গমন (অ'বাধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং  
ভাষ্য বিবাহ রাক্ষস বধ (অরণ্যাকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়  
দ্রষ্টব্য) ॥ ৯৭

মায়ামারীচমরণ অর্থাৎ মায়ার ভাষা বৃক্ষরূপকারী মারীচকে  
রাম কর্তৃক বিনাশ (অরণ্যাকাণ্ডের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ।  
এবং ভাষা (মায়ী) সীতার অপহরণ (এই ভাষাসীতা বা মায়ী  
সীতার অবতাররূপ নৃতন বস্তু ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক প্রদত্ত  
হইয়াছে ; ইহা বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় না । এই বৃত্তান্ত  
অরণ্যাকাণ্ডের সপ্তমাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । কুর্নপুরাণে এই প্রসঙ্গ অজ

অ'বাধ্যানগরে বাসো ময়া বাদশবাহিকঃ ।

দণ্ডাকরণগমনং বিরোধবৎ এব চ ॥ ৯৭

মায়ামারীচমরণং ছায়াসীতাদ্রুতিভুত্বা ।

চট্টায়ুযো মোক্ষলাভঃ কবন্ধস্তা তথৈব চ ॥ ৯৮

ভাবে দেখা যায় বধা—কুর্নপুরাণের উত্তরকাণ্ডে ভক্তবংশভ্যত  
রামায়ণে সূঃঃঃঃঃ ভাষ্যে রামণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।

সীতাং বিশালনয়নাং চক্রে কালনোদিতঃ ॥ ১১৫

বৃহৎ মায়ার বৈশাচরী বিজনে বনে ।

সমাহৃত্যুং মতিং চক্রে ভাপসঃ কিল ভাবিনীম্ ।

বিজার সা চ তদুভাবং সূত্বা দানবধিং পতিম্ ।

অগাম শরণং ব'হুখাবসখ্যং তর্চিস্মিতা ॥ ১১৭

প্রপন্নে পাবকং দেবং সাক্ষ্যং বিশ্বভোমুখম্ ।

আশ্বানং দীপবপুসং সর্কভুতুহ্মি হতম্ ॥ ১১৮

অখাবসখ্যাদ্ভুতবান্ হব্যবাতো মহেশ্বরঃ ।

আবিরাসীং সুদীপ্তায়া ভেজসা নির্দগ্নবঃ ॥ ১২৮

সূত্বা মায়ামারীচ সীতাং স বাবনবধেচ্ছয়া ।

সীতামাদার রামেষ্ঠাং পাবকোহভরবীরভ ॥ ১২৯

কৃত্বাণ বাবনবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ ।

সমানাঃভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ ॥ ১৩১

সা প্রভারত ভূতানাং সীতা মায়ামারীচ পুনঃ ।

বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জলনোহপি ভাস্ম ॥ ১৩২

দহ্য মায়ামারীচ সীতাং ভগবানুগ্রহীর্ষিতঃ ।

রামারামর্শরং সীতাং পাবকোহভুৎ সুরপ্রিতঃ ॥ ১৩৩

কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে মায়ামারীচ সীতার হরণ কিংবা  
মায়ামারীচ সীতার অগ্নিপ্রবেশ একপ্রসঙ্গ সংবাদ দেখা যায় না ।  
মহর্ষি বাল্মীকি বৈরাগ্য বলিরাচেন তাহা হইল—

বৈদেহীং বাবনঃ কুর্নগা নির্দগ্নবঃ রাক্ষসঃ ।

সংবান সীতাং পদ্মাক্ষীঃ সূর্ধেভু কতরং সঃ ॥

উর্ধে শুদ্ধাক্ষেপে-নামগ্রহেৎ পাণিনা ততাম্ ॥ ৩৫৫২৮-২৭

এ বিষয়ে মহামতি টীকাকার একপ্রসঙ্গ বলিরাচেন,—যেন হয়,  
সকল ভক্তজননিবোধনি কবি বেদব্যাস সীতার প্রতি সত্যানের  
ভার স্রেঃঃঃঃঃ সূঃঃঃঃঃ হইয়া তাঁহার রাক্ষসপীড়া দূর করিতে  
না পারিয়া এই নবীন পথ অবলম্বন করিরাচেন । অলমতি  
প্রপঞ্চেতি । (চট্টায়ু যোক্ষ লাভ (অরণ্যাকাণ্ডের অষ্টম  
অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং কবন্ধেভ্য যোক্ষ লাভ । (অরণ্য  
কাণ্ডের নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ॥ ৯৮

শব্দার্থাঃ পুত্রনা পশ্চাৎ স্ত্রীবেণ সমাগমঃ ।

বালিনশ্চ বধুঃ পশ্চাৎ সীতামেষণমেব চ ॥ ১৯

সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়ান্চ নিরোধনম্ ।

রাবানশ্চ বধৌ যুদ্ধে অপুত্রস্ত ছুরাঅনঃ ॥ ১০০

বিশেষণে রাজাদানং পুষ্পকেন মংগী ১৫ ।

অযোধ্যাগমনং পশ্চাদ্ রাজ্যে রামাভিষেচনম্ ॥ ১০১

এবমাদানি কৰ্মাণি ময়েবাহুৱিতাত্মপি ।

আরোপয়ন্তি রামেহাস্মিন্ নিবিকারেহখিলাঅনি ॥ ১০২

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-

ত্যা বঙ্কতে তাজ্জতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ ।

শব্দার্থঃ কর্তৃক রাম-চন্দ্রের পুত্র ( অথবা কাণ্ডের দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) । তারপর ( বানররাজ বালীকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) সূত্র-এর সহিত অীরামের মিলন । তখনকার বালীকে বিনাশ ( কিঙ্কিড্যা কাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) ও তারপরই সীতার অব্যেগ ( কিঙ্কিড্যা কাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় হইতে সপ্তম দ্রষ্টব্য ) । ১৯

সমুদ্রে সেতুবন্ধন ( যুদ্ধকাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) । লঙ্কা অবরোধ ( যুদ্ধকাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় ) এবং যুদ্ধে পুত্রগণের সহিত যুদ্ধে রাবণের বধ ( যুদ্ধকাণ্ড দ্রষ্টব্য ) ॥ ১০০

বিশেষণকে দাতা ( লঙ্কারাজ ) দান পুষ্পকবিমানের করিয়া আমার স্ত্রীকে অযোধ্যায় গমন এবং তারপর অীরামের রাজ্যাভিষেক ॥ ১০১

এইরূপ সমস্ত কর্তব্য আমারই দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও অভাবিক-পণ অশ্ব-মৎস্যাদিবিকারহিত ( বা শরীরে অশ্রাদিবিকারহিত ) সর্কাদি। এই রামে আরোপিত করে অর্থাৎ এই সব কার্য্য রামই করিয়াছেন বলিয়া মনে করে । ১০২

রাম গমন করেন না ( ইহার দ্বারা কক-চন্দ্রাঙ্গনরবশুত বল হইল ), অবস্থান করেন না ( ইহার দ্বারা অ'ব'বশুত প্রাপ্ত হইল ), অনুশোচনা করেন না । ইহার দ্বারা হুংস্বাভিত্য সূচিত হইল ) আকাঙ্ক্ষা করেন না ( ইহার দ্বারা ইচ্ছাসাধনতা-জানশুভ প্রাপ্ত হইল ), ত্যাগ করেন না ( ইহার দ্বারা নিষ্কণ্ঠতা সূচিত হইল 'নিষ্কণ্ঠং নিষ্কণ্ঠং শাস্তম্' ইতি শ্রুতেঃ,

০ শব্দার্থঃ প্রতিভোম স্ত্রী অর্থাৎ সৈন্ত হইতে কজিরকভাগর্ভে জাতা । তথা চোক্তং নারদোহে—

‘বৃণাতাং বৈশ্বভো কাতঃ শবরঃ পরিকীড়িতঃ ।

যুনি যুদ্ধাদানীর বিক্রীণতে যুত্তরে ৮’

অ'নন্দমুত্তিরচলঃ পরিণামহীনো

মায়াক্ষণ'নয়ুগতো হি তথা বিভাতি ॥ ১০৩

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো রামঃ স্বয়ং প্রাহ হনুঃ স্তম্ভশস্তিতম্ ।

শৃণু তৎ প্রবক্ষ্যামি হ্রাঅনানুশরান্নানঃ ॥ ১০৪

আকাঙ্ক্ষা যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যত মহান্ ।

জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি ॥

প্রতিবিম্বাখ্যামপন্নং দৃশ্যত জিবিধং নভঃ ॥ ১০৫

বুদ্ধাবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাহপন্নম্ ।

আনান্দসম্পন্নং সিন্ধুভারমবা ত্রিধা বিধিঃ ॥ ১০৬

অথবা ইচ্ছাসাধনভাজানশুভ সূচিত হইল ), কিছুই করেন না ( ইহার দ্বারা কৃতিসাধনভাজানশুভতা বল হইল ), অতএব শ্রীরাম অচল—অক্ষর অর্থৎ কুটস্থ, সেটেকতু ইনি পরিণামহীন ( অর্থাৎ মারাই জগদাকাশের পরিণত হয় বলিয়া পরিণামহীন বল হইল ) তাহা হইলে তিনি কি! এই জন্য বলিতেছেন—আনন্দ-মুত্তি অর্থাৎ আনন্দরূপ, পরন্তু তিনি মায়াক্ষণায়িত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ( সেটেনা সহজ নেদ্য নন ) ।

‘অন্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যানপককম্ ।

আনন্দরং অক্ষরং জগদ্রূপং ততো যতম্’ । ইতি

অগস্ত্যাতা সীতাদেবী রামের ‘অক্ষর’ প্রবর্ণনের অন্ত এই কথা হনুম্ব নুকে বলিলেন ॥ ১০৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তারপর স্বয়ং রাম স্তম্ভে স্থিত হনুমানকে বলিলেন,—বৎস । আমি তোমাকে আশ্ব ( ইন্দ্র ), অনাশ্বা ( দিগভাস জীব ) ও পরাশ্বা—পরমাশ্বা তত্ত্বচৈতন্য—এই তিন তত্ত্ব বলিব, শ্রবণ কর ॥ ১০৪

সূক্তান্তের দ্বারা আশ্বতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন—যেহেতু এক আকাশের তিন প্রকার ভেদ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়,—১। মহাকাশ, ২। জলাশয়বচ্ছিন্ন আকাশ ও ৩। প্রতিবিম্বাকাশ—এইরূপে আকাশ ত্রিবিধ দেখা যায় ॥ ১০৫

সেইরূপ এক চৈতন্যও তিনপ্রকার—১। পরিপূর্ণ চৈতন্য ২। বুদ্ধাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ( বুদ্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সকল বুদ্ধের সমষ্টি দ্বারা, তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য ইন্দ্র ), ৩। আভাস চৈতন্য—আভাস তত্ত্ব বুদ্ধি প্রতিবিম্বভূত জীব—এইরূপে চৈতন্য ত্রিবিধ । পরিপূর্ণ অথচ চৈতন্য এক । আভাস বিবিধ—আভাসভূত বদ্যাতাদাশ্বা-পন্ন চৈতন্য ও আভাসীভূতাত্তকরণতাদাশ্বা-পন্ন চৈতন্য অর্থাৎ প্রতিবিম্বভূত চৈতন্য উপাধি ভেদে দুই প্রকার—অনিন্দর প্রতি-বিম্বিত চৈতন্য ইন্দ্র এবং অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব



অভা বুদ্ধ: কর্তৃহমবিচ্ছিন্নকবিকারিণি ।  
 সাক্ষিপারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবৎক তথাহিবুধৈ: ॥১০৭  
 আভাসন্ত মুখা বুদ্ধিরবিভাকার্য্যমুচ্যতে ॥ ১০৮  
 অবিচ্ছিন্নস্ত তদ্ ব্রহ্ম বিচ্ছেদস্ত বিকল্পিত: ।  
 অবিচ্ছিন্নস্ত পূর্ণেনৈকত্বং প্রতিপাদ্যতে ॥১০৯  
 তত্ত্বমস্তাদিবাচৈশ্চ সাত্তাসস্তাহমন্তথা ।  
 ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনো: ॥ ১১০  
 তদাহবিভাক্ষকার্থৈশ্চ নশ্যতোব ন সংশয়: ।  
 এবং বিজ্ঞায় মদভক্তো মদভাবায়োপপত্ততে ॥১১১  
 মদভক্তিবিস্থানানং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহুতাম্ ।  
 ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষ: স্তাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি ॥১১২

‘কার্য্যোপাধিরহং জীব: কারণোপাধিরীশ্বর:’ ইতি স্মৃতে: ।  
 এইভাবে চিতি অর্থাৎ চৈতন্য ভিন প্রকার ॥ ১০৬

যদি প্রশ্ন হয়—তদ্বৈচৈতন্যে ‘সাক্ষী’ এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে না; কারণ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মই সাক্ষী হইতে পারে, আর তদ্বৈচৈতন্যে ‘ত’ ব্রহ্মই নাই। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আভাস অর্থাৎ চৈতন্য প্রতিবিম্ব সহ বুদ্ধির অর্থাৎ অভ্যাসের যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যা, তাহার দ্বারা ই অবিচ্ছিন্নে বিচ্ছেদবৃত্তি অখণ্ডক-রূপে, অবিচারে—জন্ম মরণাদি সাক্ষিভূতে চৈতন্যে ‘সাক্ষী’ ইত্যাদি ব্যবহার এবং জীবন্ত ভ্রমবশত: আরোপিত হইয়া থাকে। প্রকৃত বোধশক্তিহীন ব্যক্তিগণ নিজেরই ভ্রান্তবশত: আভাস আস অবলম্বনে অখণ্ড চৈতন্যে কর্তৃত্বাদি ও জীবন্ত আরোপিত করে ॥ ১০৭

যে আভাস অবলম্বন করিয়া একরূপ ব্যবহার আরোপিত হয়, সেই আভাসই হইল—সিখ্যা বুদ্ধি, ইহ কেই অবিদ্যার কার্য্য বলে ॥ ১০৮

এই যে চৈতন্যকে ভিন প্রকারে ভেদ করা হইল; ইহা কি বসার্থ? না, কেবল অখণ্ড বস্তুকে বুঝাইবার জন্য এই ভেদ প্রদর্শিত হইল। যেহেতু সেই ব্রহ্ম অবিচ্ছিন্ন (বিচ্ছেদবৃত্তি—অবিদ্যামুক্ত অভাব অখণ্ড), বাহ্য বিচ্ছেদরূপে কল্পিত, তাহা অবিদ্যা—তদুপাধি তৎকার্য্যাত্মক এই প্রপঞ্চ, কেবল অধ্যাসবশত: এই ভেদ করণা করা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ চৈতন্যের দ্বারা সেই অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের একত্বই প্রতিপাদিত হয় ॥ ১০৯

‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা ও পরম্পর সাপেক্ষ স্বাক্ষাসমুৎপাদক মহাবাক্যের দ্বারা ক্রমান্বয়ে যখন উক্ত আধ্যাত্মিক ভেদ বিদূরিত হইবে এবং জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য জ্ঞান

ইদং ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মদয়ং মমাত্মনো  
 মমৈব সাক্ষাৎ কথিতং ভবানবে ।  
 মদভক্তিহীনায় শঠায় ন দয়া  
 দাতব্যমৈন্দ্রাদপি রাজ্যতোহধিকম ॥১১৩  
 শ্রীমহাদেব উবাচ  
 এতত্তেহি-কিতং দেবি শ্রীরামব্রহ্মদয়ং ময়া ।  
 অতিগুহ্যতমং হ্রতং পবিত্রং পাপশোধনম্ ॥ ১১৪  
 সাক্ষাত্মা মণ কথিতং সর্ববেদান্তমগ্রহম্ ।  
 য: পঠেৎ সততং তন্ত্যাসু মৃত্যুনা নাত্ৰ সংশয়: ॥ ১১৫  
 ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি বহুজন্ম জিতাত্মপি ।  
 নশান্তোব ন সান্ততো রামস্তা বচনং যথা ॥ ১১৬

উৎপন্ন হইবে, তখন এই অবিদ্যা দ্বার কার্য্য ভগ্নপ্রপঞ্চের সহিত নি:সংশয়ে অদৃশ্য হইয়া যার অর্থাৎ তখন ভগদ্বর্শন থাকে না, কেবল ব্রহ্মই থাকেন। আমার ভজনপরায়ণ ব্যক্তি এইরূপ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া আমার সানুদ্বালাভে (ব্রহ্মত্ব লাভে) সমর্থ হয় ॥ ১১০-১১১

বাহারা আমার প্রতি ভক্তিমান্ নর, তাহারা শাস্ত্র প্রতি-বোধিত নানা ক্রিয়াকলাপে মুগ্ধ হইবে। তাহাদের শত ভ্রমেও তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয় না এবং তাহারা মুক্তিলাভও করিতে পারে না ॥ ১১২

নিম্নাপে শীতে। পরমাখ্যা আমার এই হ্রদয়—চৈতন্যরূপ অভিযন্ত গোপনীয়; কারণ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আমি তোমার (পাপবহিতা তোমার) নিকট বলিলাম। (ইহার তাৎপর্য্য হইল—পরমাখ্যা আমার হৃদয়গত তত্ত্ব জ্ঞান বাহাদের মধ্যে পাই নাই, তাহাদেরই নিকট কর্তৃনীয়।) ইজ্ঞাপালিত রাজ্য হইতেও অধিক কাম্য বস্তু এই জ্ঞান মদভক্তিহীন ব্যক্তিকে ও শঠকে তুমি কখনও প্রদান করিবে না ॥ ১১৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি। আমি তোমার নিকট অভিযন্ত গুহ্যতম, রমণীয়, পবিত্র ও পাপক্ষয়কারী এই শ্রীরাম-হ্রদয় বর্ণনা করিলাম ॥ ১১৪

সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীরাম সমস্ত বেদান্তের (ব্রহ্মপ্রতিপাদনকারী দর্শনশাস্ত্রের) সার বর্ণনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সতকারে সতত ইহা পাঠ করিবে, সে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১১৫

বহু জন্ম ধরিয়া অতিত ব্রহ্মহত্যাদি পাপসকলও যাবের ব্যাক্যাদ্বারা অখণ্ডই নষ্ট হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১১৬

জাতিভ্রষ্টাঃ ক্রিাপাপী পরধনপরদায়েরু নিত্যোত্ততো বা  
স্তেয়ী ব্রহ্মহত্যাপিতৃবধনিরতো যে গিবৃন্দাপকারী ।  
যঃ সম্পূজ্যতিরামং পঠতি চ হৃদয়ং রামঃ স্রুতং ভক্ত্য।

যে ব্যক্তি জাতিভ্রষ্ট, ক্রিাপাপী, পরধনপরদায়ী, পরস্রো-  
হরপকারী, চৌর্য্যকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, পিতৃবাতক, মাতৃবাতক  
এবং বোণিগণের অপকারী, সেই ব্যক্তিও যদি অতিরাম শ্রীরাম-

শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে

বোগীশ্রৈরপ্যলভ্যং পদমিহ লভতে সর্বদেবৈঃ

স পূজ্যঃ ॥ ১১৭

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
আদিকাণ্ডে প্রথমোছধ্যায়ঃ ॥ ১

হৃদয় ভক্তিসংকারে অর্চনা করিয়া পঠি করে, তাহা হইলে  
বোগিগণেরও দুর্গত পরমপদ ভাব্য লাভ হইবে এবং সমস্ত  
দেবগণের সে পূজনার হইবে ॥ ১১৭

আদিকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

[রাবণপীড়িতানাং দেবানাং মন্ত্রণা, ব্রহ্মাদিভিঃ শ্রীহরেঃ স্তুতিঃ, রাবণবধায় মানবকূলে ভদ্র গ্রন্থীভূং বিকোঃ প্রতিজ্ঞা চ ।]

শ্রীপার্বত্যাচ ।

ধৃতা'হস্মাদ্গুণীভাহ্মি কৃতার্থ হস্মি জগৎপ্রভো ।

বিচ্ছিন্নো মেহতিসংশ্লেশদ্বির্ভবদুঃখঃ ॥ ১

ভৃশুখ দ গলিতং রামভদ্ৰামৃতরসায়নম্ ।

পিবন্ত্যা মে মনো দেব ন তৃপ্যতি ভবাপহম্ ॥ ২

শ্রীরামস্ত কথাতত্ত্বং শ্রুতং শুভং কপতো ময়া ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ স্মৃটাকরম্ ॥ ৩

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শুভাদ শুভতরং মহৎ ।

অথা ত্বানামচ্যিভং রামেশোক্তং পুবা মম ॥ ৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[রাবণপীড়িত দেবগণের মন্ত্রণা, ব্রহ্মাদির শ্রীহরির স্তুতি এবং রাবণবধের জন্য মানবকূলে ভদ্রগ্রন্থীভূং বিকোঃ প্রতিজ্ঞা ।]

শ্রীপার্বতী কহিলেন,—ভগবতের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ সমর্থ পরমেশ্বর । আপনি আমার যে এই অতি সংশ্লেশদ্বি (রাম যদি পরম ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে কিভাবে তাঁহাতে মানবোচিত শোক-মোচাদি রহিল ; সীতার ক্ষণিক বিচ্ছেদে তিনি বিরহ কাভরের ভার কিভাবে সন্তাপ ও প্রলাপাদি করিয়াছিলেন ? যদি শোকসন্তাপময় জীব বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে তাঁহার উপাস্তব্য কি ভাবে থাকে ? এটী সব সংশ্লেশপৰম্পরা) ছিল, তাহা কৃপা করিয়া অপসারিত করিলেন, সেইজন্য আমি ধৃতা, কৃতার্থ ও অনুগৃহীতা হইতামি ॥ ১

দেব । আপনার শ্রীমুখনির্গত সংসারনাশন রামভদ্ৰরূপ অমৃতরসাত্ত্বন্যপানকারিণী আমার মন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না (বরং পানস্পৃগা আরও বৃদ্ধিত হইতেছে) ॥ ২

আপনার নিকট আমি সংক্ষেপে শ্রীরামের 'কথাতত্ত্ব' শ্রীরামের বাণীর প্রকৃত তথ্য শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এখন আমি সবিস্তরে স্পষ্ট ভাষায় শ্রীরামতত্ত্ব তুলিতে বাসনা করিতেছি ॥ ৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । শুভ হইতেও অতি শুভ পরম পবিত্র তথ্য-রামচরিত আমি তোমাকে বলিব, ভূমি শ্রবণ কর । পূর্বে রাম আমার নিকট এই চরিত কর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৪

সেইসেতু আধ্যাত্মিক (রোগাদিক ও কাম-ক্রোধাদিকাভ), আ'বৈভৌতিক (চৌর্যাদিনিত) এবং আ'বৈদৈবিক (গ্রহাদির আবেশ নিমিত্ত)—এই ত্রিবিধ ভাপহাতী অব্যাক-রামারণ আজ

ভদ্র কথায়িত্বামি শৃণু ভাপত্রয়াপহম্ ।

বচ্ছ্রুতা মুখাতে ভদ্ররজ্ঞানে খমহান্তবঃ ।

প্রাপ্নোতি পরমামৃতং দীর্ঘ যুঃ পুত্রসন্ততিম্ ॥ ৫

ভূমির্ভারেন মগ্না দশবদনমুখাশেষরক্ষোগণানাং

বুধা গোক্ষপমাদৌ দিব্যভূমিন্তৈঃ সাকমজ্ঞাসনস্ত ।

গতা লোকঃ রুদ্রশী বাসনমুপগতাঃ ব্রহ্মণেহপাহ সর্বং

ব্রহ্মা ধাতা মুহূর্ত্তঃ সকলমপি হৃদাবেশেষাভ্যতষ্ম ॥ ৬

ভৃশ্বাং ক্ষীরমজ্জতীরঃগমদ ব্রহ্মাথ দেবৈবৃভো

দেব্যা চাখিললোকহৃৎস্তমজ্জরং সর্বজ্ঞমীশং হরিম্ ।

অন্তোষীচ্ছ্রুতিমিচ্ছনির্মলপদৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণোদত্তবৈ-

ভক্তা গদগদয়া গির'হতিবিমলৈরানন্দবাপৈর্বৃতঃ ॥ ৭

আমি তোমাকে বলিব, শ্রবণ কর । বাহা শ্রবণ করিয়া জীব অজ্ঞান হইতে উদ্ধৃত মহাসংসার হইতে মুক্তি লাভ করে, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, দীর্ঘ অ যু এবং পুত্র ও জা লাভ করে ॥ ৫

পূর্বে পৃথিবী রাবণাদ অসংখ্য রাক্ষসগণের ভারে প্রপীড়িতা হইয়া নিজের আবারুত্ব জলে নিজেকে মগ্না হইতে দেখিয়া গোক্ষপ ধারণ করত দেবতা ও মুনিজনগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করত ক্রন্দন করিতে করিতে বহুই উপস্থিত নিজের বিপদের সব কথা ব্রহ্মাকে বলিলেন । ভগন ব্রহ্মা মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া হৃদয়মধ্যে পৃথিবীর দুঃখের কারণ ও সেই দুঃখ হইতে নিবৃতির কারণ জানিতে পারিলেন ; কারণ, তিনি সকল পরমাত্মতত্ত্ব ও সকল জীবতত্ত্ব জানিতেন ॥ ৬

প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন বলিয়া ব্রহ্মা ভূদেবী ও দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া ক্ষীরমুগ্ধের জীবে গমন করিলেন । তথায় তিনি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সর্বাস্তর্যামী (স বা এষ আত্মা হৃদি—তান্দো ১০ চ'৬।- ইতি শ্রুতেঃ) অতর ('এষ মহ'নায়া অতরঃ—বৃত্ত ৪।৪।২৫, ইতি শ্রুতেঃ) ভগ্নাবহিত অর্থাৎ সদা একরূপধারী, সর্বজ্ঞ ('যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ'—মাতৃ ১০ ১।১।২, ইতি শ্রুতেঃ) ঈশ অর্থাৎ সর্বনিরত ('এষ সর্বেশ্বরঃ'—বৃত্ত ৪।১।২২, ইতি শ্রুতেঃ) চরিত্রে ৩ বেনসিদ্ধ নির্মল পশুভূত পুরাণোদত্তব স্তোত্র দ্বারা ভক্তি সহকারে গদগদ থাকে পরম পবিত্র আনন্দাশ্রিতে পরিবৃত্ত হইয়া ভব করিলেন ॥ ৭

০ হর'মাংস ই অর্জুনাং হবির্ভাগং ক্রতো তথা ।

বর্শত মে হরির্মন্ত্রাৎ তস্মাক্তিরিহং যুতঃ । —ইতি যুতঃ ।

ভক্ত: সুর্যসহস্রাংসহস্রসদৃশপ্রভ: ।

আবিরাঙ্গীকরি: প্রাচ্যং দিশাং ব্যপনয়ন্তম: ॥৮

কথঞ্চিদৃষ্টবান্ ব্রহ্মা চন্দ্রশর্মকৃতান্ময় ।

ইন্দ্রনীলপ্রভীকাশং স্মিতাশ্চ পদ্মলাচনম্ ॥ ৯

কিরীট-হার-কেয়ূর-কুণ্ডলৈ: কটকাদিভি: ।

বিভ্রাজমানঃ শ্রীবৎসকৌস্তভপ্রভয়া যুগ্ম ॥ ১০

স্তম্ভদ্বিভি: সনকাত্মৈশ্চ পার্শ্বদৈ: পরিবেষ্টিতম্ ।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাবিরাজিতম্ ॥ ১১

স্বর্ণযজ্ঞাপবীতেন স্বর্ণবর্ণাঘরেণ চ ।

শ্রিয়া ভূম্যা চ সহিতং গরুড়পরিহৃতম্ ।

হর্ষগদগদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রেম ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ ।

নতোহস্মি তে পদং দেব প্রাণবুক্কীশ্রিয়াদিভি: ।

ভারপর সস্ত্র সূর্য্যাদৃশ প্রভাশালী শ্রীহার পূর্ব্ব দিকের  
ভক্ততার নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মার সন্মুখে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৮

অকৃতং আ অর্থাৎ পুণ্যহীন অজ ব্যক্তিগণ ই হাকে দর্শন  
করিতেই পারে না, সেই ইন্দ্রনীলমণিকূলা প্রভাশালী ঈশ্বরোক্ত-  
সুশোভিত বদন পদ্মলোচন শ্রীহারিকে (কৃতাত্মা) ব্রহ্মাও কোনরূপে  
দর্শন করিলেন—সম-গুরুপে নহে ॥ ৯

শ্রীহার তখন মুকুট, হার, কেয়ূর, কুণ্ডল ও বলরাদি অলঙ্কার-  
সমূহে সুশোভিত এবং শ্রীবৎস ( চিত্রবিশেষ ) ও কৌস্তভমণির  
প্রভাও স্ফুটবত ছিলেন ॥ ১০

স্তম্ভকাণ্ডী সনকাদি পার্শ্বদগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া  
রত্নিরাছেন এবং শ্রীহারি বরণ শঙ্খ ( পাকচক্র ) চক্র ( সুদর্শন ),  
গদা ( বোম্বুকা ), পদ্ম ও বনমালায় পরিশোভিত ছিলেন ॥ ১১

স্বর্ণময় যজ্ঞোপবীত ও স্বর্ণবর্ণ বস্ত্রে বিকৃষিত শ্রীহারি  
লক্ষ্মীদেবী ও ভূদেবীর সহিত গরুড়ের উপর অবস্থান  
করিতেছিলেন। এই অবস্থার উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মা  
হর্ষগদগদ বাক্যে তাঁহার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেব ( জ্যোতির্ষ্ময় প্রভো ) । আমি  
প্রাণ, বুদ্ধ ও চাক্ষুরাদির দ্বারা আপনাদের সেই পাদপদ্ম প্রণাম  
করিতেছি, যে পাদপদ্ম মুক্তিকামী মূণগণ কণ্ঠবন্ধন হইতে  
মুক্তিলাভের জন্য সর্বদা ধ্যান করেন ॥ ১৩

আপনি নিজের গুণময়ী মায়ায় দ্বারা এই অগৎ সৃজন, পালন  
ও বিলোপসাধন অর্থাৎ সংহার করিতেছেন; কিন্তু এইজন্য  
আপনার কোনরূপ অভিমান নাই, যেহেতু আপনি আত্মানন্দের  
অনুভব করিতে করিতে ভাংগেই নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ১৪

ভক্তিমান ব্যক্তিগণ সদা যতঃ পবিত্রহৃদয় আপনাদের  
বশোগানে বেক্ষণ শুভাত্মা হন, মলিনচিত্ত ব্যক্তিগণ দান ও  
অধ্যয়নাদি কর্মসমূহের দ্বারা সেরূপ আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে  
পারে না ॥ ১৫

বক্তিত্যন্তে কর্মপাশাদ্দি নিত্যং যুগ্মকৃতি: ॥ ১৬

মায়য়া গুণময়া তং সৃজন্তবসি লুপ্তসি ।

জগন্তেন ন তে লেপ: স্বানন্দানুভবাত্মন: ॥ ১৭

তথা শুদ্ধির্ন চষ্টানাত্ দানবধাখনকর্মভি: ।

শুদ্ধাত্মনস্তে যশসি সদা ভক্তিমতাং যথা ॥ ১৮

অভ্যুত্তরাঙ্কুশ্রির্মদৃষ্টেচ্ছিতদোষাপহৃতায় ।

সন্তোহস্তদ্বন্দয়ে নিত্যং যুগ্মভি: সাত্ত্বৈববৃত: ॥ ১৯

ব্রহ্মাত্মৈ: স্বার্থমিচ্ছার্থমস্মাভি: পূর্ব্বসেবিত: ।

অপরোক্ষানুভূতার্থং জ্ঞানিভির্জাদি ভাবিত: ॥ ২০

ত্বং শুভ্রপূজানির্মলাতুলসীমালয়া বিভো ।

স্পর্শতে বক্ষসি পদং লঙ্কুশি শ্রী: সপত্নিযং ॥ ২১

অভ্যুত্তরপাদভক্তেষু তব ভক্তি: শ্রিয়ঃ হিধিকা ।

ভক্তিমোহাভিন হৃদ্বস্তি তদভ্যাস: সারবেদিন: ॥ ২২

যাঁহারা কাম্যকর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একান্ত মনে একমাত্র  
শ্রীহারিকেই ভজনা করেন, সেই সাত্ত্বিক অর্থাৎ বিশুদ্ধতম মূণিগণ  
নিত্য ধ্যানযোগে হৃদয়ে বরণ করিয়া যে শ্রীচরণ দর্শন করেন,  
সেই শ্রীচরণ আশ্রয় এখন চিত্তের সমস্ত দোষ দূর করুন ॥ ১৬

পূর্ব্ব ব্রহ্মাদি আশ্রয় সকলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য  
আপনার শ্রীচরণ সেবা করিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানিগণ নিজেদের  
প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য উহা নিজ নিজ হৃদয়ে ভাবনা  
করেন ॥ ১৭

প্রভো! তুলসীমালা আপনার শ্রীচরণপূজার প্রযুক্ত হইয়া  
তথায় নির্মালারূপে অবস্থান করে; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী আপনার  
হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও সেই শ্রীচরণাশ্রিত তুলসীর সহিত  
সপত্নীর ন্যায় বিবাদ করে। অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী তুলসীদেবীকে  
নিজ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া তাঁহাকে ঈর্ষ্যা  
করেন ॥ ১৮

সেইহেতু আপনার শ্রীচরণসেবকগণে লক্ষ্মী অপেক্ষা  
আপনার অধিক প্রীতি আছে; ইহা দেখিয়া সারগ্রাহী আপনার  
ভক্তগণ কেবল ভক্তিই কামনা করেন ( মুক্তি নহে ) ॥ ১৯

সাত্ত্বিক ভক্তের লক্ষণ পাশ্বে উত্তরগণ্ডে আছে, যথা—

“সত্ত্বং সত্ত্বাশ্রয়ং সত্ত্বগুণং সেবেত কেশবম্ ।

যেহনন্তত্বেন মনসা সাত্ত্বত: সমুদাহৃত: ।

বিহংস কাম্যকর্মাদীন ভজদেকাকিনং হৃদিম্ ।

সভ্যং সত্ত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্ত্বতং বিদু: ।

যুক্লপাদসেবার্থং ভগ্নাযশ্রবণেহপি চ ।

কীর্তনে চ রতো ভক্তো নার: স্তাৎ স্রবণে হরে: ।

বন্দনার্চনরোক্তিরনিশং দাস্ত সেবরো: ।

রতিরাআর্পণে যত দৃঢ়ানন্ত সাত্ত্বত: ॥”

অতঃপাদকমলে ভক্তিরেব সদাইত্ব মে ।

সংসারাময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে ॥ ২০

ইতি ক্রবাণং ব্রহ্মাণং ভগবান্ হরিঃ ।

কিং করোমীতি তে বৈধাঃ প্রত্যাচাতিহৰিতঃ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

ভগবন্ রাবণো নাম পৌলস্ত্যভনয়ো মহান্ ।

রাক্ষসানামধিপতির্মদন্তবরদপিতঃ ॥ ২২

ত্রিলোকীং লোকপালাংশ্চ বাধতে বিশ্ববাধকঃ ।

মানুষ্যেণ যুতিস্তপ্ত ময়া কল্যাণ কল্পিতা ।

অতঃপাদ মানুষ্যো ভূত্বা জহি দেবরিপুং বিভো ॥ ২৩

অতএব আপনার ক্রীচরণকমলে সদা আমার ভক্তি হউক ;  
কারণ, এই সংসাররূপ রোগে পীড়িত ব্যক্তিগণের আপনার  
ভক্তিই একমাত্র ঔষধ ॥ ২০

এরূপ বাক্যভাষী ব্রহ্মাকে ভগবান্ ক্রীহরি বলিলেন,  
ব্রহ্মন্ । আমাকে কি করিতে হইবে বল ? তখন ব্রহ্মা অত্যন্ত  
আনন্দিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন ॥ ২১

ব্রহ্মা কহিলেন,—ভগবন্ । মহর্ষি পুন্স্ক্যের পুত্র বিশ্বপ্রভার  
ভনয় বিশালদেহ রাবণ(১) নামে রাক্ষসগণের এক রাজা আছে,  
যে বর্তমানে আমার প্রদত্ত বরে(২) দগিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২২

এই বিশ্বপীড়ক রাবণ বর্গ, মর্ত্য ও পাশাল—এই ত্রিভুবন  
এবং ইন্দ্র, অগ্নি, বসু, নৈঋত, বরুণ, পবন, কুবের, ইন্দ্রাণ,  
ব্রহ্মা ও অনন্ত—এই দশদিকৃপালগণকে পীড়িত করিতেছে ।  
কল্যাণময় প্রভো । আমি মানুষেরই দ্বারা তাহার মৃত্যুর বিধান  
করিয়া রাখিয়াছি । অতএব আপনি মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া  
এই দেবশত্রু রাবণকে বধ করুন ॥ ২৩

ক্রীভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মন্ । মহর্ষি কল্পপূর্বে কঠোর

(১) মহর্ষিৎসসজ্জত হইলেও দণ্ডাননের রাবণ নামের কারণ—  
বাল্মীকিরামায়ণে—‘বস্মাংলোকত্রয়ং চৈতদ্ভাবিতং ভয়মাগতম্ ।  
ভস্মাৎস্বং রাবণো নাম নান্না রাজন্ ভবিষ্যসি ।’ ৭।১৬।৩৭ ।  
‘মহাভারতে চ—রাবণামাস লোকান্ বসন্তং দ্ রাবণ উচ্যতে’ ॥

(২) ব্রহ্মাকর্তৃক রাবণকে প্রদত্ত বর—‘সুপর্ণ-নাগ-বক্ষাণাং  
দৈত্য-দামব-রক্ষসাম্ । অবধাঃ স্তাং প্রজাধ্যক্ষ দেবভানাক  
সর্বশঃ । নহি চিন্তা মমাত্তেহু প্রাণিনু প্রপিতামহ । তপভূতা হি  
তে সর্বে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ । এবমুক্তস্ত বর্ধায়া দশগ্রীবোণ  
রক্ষসা । ভবিষ্যত্যেতদেবং ১৬ তব রাক্ষসপুত্রব । বাল্মীকি-  
রামায়ণ—৭।১০

ক্রীভগবান্‌বাচ ।

কল্পপশু বরো দত্তস্তপসা ভোষিতেন মে ।

বাচিতঃ পুত্রভাবায় তথৈত্যদীকৃতং ময়া ॥ ২৪

স ইদানীং দশরথো ভূষা তিষ্ঠতি ভূতলে ।

ভস্মাহং পুত্রভামেত্য কোশল্যায়ান্ শুভোদয়ে ।

চতুর্দ্ধাঙ্গানমেবাহং সৃজামীতরয়োঃ পৃথক্ ॥ ২৫

যোগময়াহপি সীতেতি জনকস্ত গৃহে তদা ।

উৎপৎস্যাতে তয়া সার্বং সৰ্বং সম্পাদয়াম্যহম্ ॥ ২৬

ইত্যুক্ত্বাহতর্দধে বিকূর্ব্ভ্বা দেবানথাত্রবীং ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

বিকূর্মামুষ্করূপেণ ভবিষ্যতি রঘোঃ কুলে ।

যুয়ং সৃষ্টধ্বং সর্বেহপি বানরেষাংশ্চাত্তবান্ ॥ ২৮

তপস্যা করিয়া আমার সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে  
আমি বরদান করিয়াছি । তিনি আমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা  
করিয়াছিলেন এবং আমিও ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া তাঁহার নিকট  
অজ্ঞাকার করিয়াছি ॥ ২৪

তিনি এখন দশরথরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান  
করিতেছেন । আমি শুভলগ্নে কোশল্যার গর্ভে তাঁহার পুত্র রাম-  
রূপে উৎপন্ন হইয়া এবং অশ্ব দুই মাভা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—এই  
দুই জনের গর্ভে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন—এই তিন পুত্ররূপে,  
অতএব নিজেকে চার পুত্ররূপে বিভক্ত করিয়া সৃজন করিব ॥ ২৫

অত্মদিকে যোগময়াও (যোগঃ—মৎসজ্জঃ, তদুৎপত্তিনী  
মাতা যোগমাতা । ‘নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমাত্রাসমাবৃত্তঃ’ ।  
ইতি গীতা ।) সেই সময় মিম্বিলপতি জনকরাজার গৃহে  
‘সীতা’ রূপে উৎপন্ন হইবেন । আমি তাঁহার সতিত অর্থাৎ  
তাঁহাকে সহকারিণী করিয়া সব কিছুই সম্পাদন করিব ॥ ২৬

বিকূর্ব্ভ্বা ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ।  
তখন ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন ॥ ২৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ ॥ (৩) বিকূর্মানুষ্করূপ ধারণ করিয়া  
রঘুবংশে অবতীর্ণ হইবেন,

(৩) বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে ২০ সর্গে স্পষ্ট উল্লেখ  
আছে—দেবগণের নানা যোনিতে জন্মগ্রহণের কথা, যথা—

“অপ্-সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্ব্বানাম্ বধুসু চ ।

ঋক্ষ-পন্নগকর্তাসু তথা বিদ্যাবতীসু চ ॥ ৫

কিন্নরাণাঞ্চ যোষিৎসু বানরাণাঞ্চ সর্বশঃ ।

জনরক্ষণপত্যানি হরীন্ হরিপরাক্রমাদ্ ॥ ৬

বিকোঃ সহায়ং কুরুত যাবৎ স্থাস্ততি ভূতলে ।

ইতি দেবান্ সমাদিশ্য সমাশ্বাস্য চ মেদিনীম্ ।

যযৌ স্বভবনং ব্রহ্মা বিজয়ঃ স্তুতমাহিতঃ ॥ ১৯

দেবাশ্চ সর্বের হরিরূপধারিণঃ

স্থিতাঃ সহায়ার্থমিতস্ততো হারঃ ।

অতএব ভোমরাও সকলে বানররূপে নিজ নিজ অংশে  
নিজেদের সৃষ্টিকর অর্থাৎ ভোমরা বানররূপে ধরাডলে অবতীর্ণ  
হও ॥ ১৮

যতকাল ভোমরা পৃথিবীতে থাকিবে, ততকাল বিষ্ণুর  
সহায়তা কর। ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপে আদেশ করিয়া এবং  
প্রপীড়িতা মেদিনীকে আশ্বস্ত করিয়া নিশ্চিন্তে নিকষেগে ব্রহ্ম-

মহাবলাঃ পর্বতবৃক্ষবোধিনঃ

প্রতীক্ষমাণা ভগবন্তমীশ্বরম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

লোকে গমন করিলেন ॥ ২১

এইরূপে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সমস্ত দেবগণ বানররূপ  
ধারণ করত ঐহিকের সাহায্য করিবার জন্য নানাদিকে অবস্থান  
করিতে লাগিলেন। এই সব মহাপ্রভাবশালী বানরগণ পর্বত ও  
বৃক্ষ লইয়া যুদ্ধ করেন এবং অগদীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতীক্ষা  
করিতে লাগিলেন ॥ ২০

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

### তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

[ দশরথশ্চ পুত্রোষ্টিষাগকরণম্, যজ্ঞে অগ্নিদত্তপায়সবিভাগঃ, শ্রীরাম-ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নরূপেণ শ্রীভগবত  
আবির্ভাবঃ বাল্যলীলাবর্ণনঞ্চ । ]

সূর্য্যবংশেহভবদ্রাজা দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ ।

তশ্চ পুত্রো রঘুর্নাম মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১

যশস্ক্রে হরমেধানাং শতমিস্রসমপ্রভঃ ।

তশ্চ পুত্রোহভবন্নাম্না অজ ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ২

তশ্চ পুত্রো দশরথঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ ।

অযোধ্যাধিপতির্বারিঃ সর্বলোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৩

### তৃতীয় অধ্যায় ।

[ দশরথের পুত্রোষ্টিষাগকরণ, যজ্ঞে অগ্নিদত্ত পায়সের  
বিভাগ, শ্রীরাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নরূপে শ্রীভগবানের  
আবির্ভাব এবং বাল্যলীলা বর্ণন । ]

সূর্য্যবংশে ‘দিলীপ’ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন।  
তাঁহার পুত্রের নাম ‘রঘু’, ইনি অতিশয় বলবান্ ও পরাক্রমশালী  
ছিলেন ॥ ১

ইন্দ্রভূলা প্রভাবশালী রাজা রঘু একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া-  
ছিলেন। তাঁহার পুত্র ‘অজ’ এই নামে অগদ্বিখ্যাত হইয়া-  
ছিলেন ॥ ২

এই অজের পুত্রের নাম ‘দশরথ’। ইনি ঐশ্বর্য্যশালী,  
সত্যাত্মী ও পরাক্রমী বীর ছিলেন। অযোধ্যাপতি দশরথ  
তখন সর্বলোকে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ৩

এই দশরথ সন্তানহীন ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত হৃৎখে পীড়িত

সোহনপত্যাত্ত্বঃখেন পীড়িতো গুরুমেকদা ।

বশিষ্ঠঃ সুনিশাদূলমভিবাঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৪

স্বামিন্ পুত্রাঃ কথং মে শ্রুঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতাঃ

পুত্রহীনশ্চ মে রাজ্যং সর্বং হুঃখায় কল্পতে ॥ ৫

নানপত্যশ্চ লোকোহস্তি ঋতিরেষা সনাতনী ।

অপুত্রশ্চ ধনং ব্যর্থমপুত্রশ্চাকলং কুলম্ ॥ ৬

হইয়া একদিন মূনিশ্রেষ্ঠ গুরু বশিষ্ঠকে প্রণাম করত এই কথা  
বলিলেন ॥ ৪

প্রভো! সমস্ত রাজ্যোচিত লক্ষণে বিভূষিত বহু পুত্র আমার  
কিভাবে হইবে? কারণ, পুত্রহীন আমার এই সমস্ত রাজ্যও  
হৃৎখের কারণ হইয়াছে (যেহেতু ‘মন্মথলোকঃ পুত্রেনৈব অযো-  
নাভেন কর্ণণা’। ইতি ঋতেঃ—বৃহ ৩১।১৬) ॥ ৫

সন্তানহীন ব্যক্তির কোনও সদৃশভিলাষ হয় না,—ইহা সনাতন  
বেদবাণী, (‘অনপত্যশ্চ লোকেষু গতিঃ কা চ ন বিদ্যতে।’  
ইতি শ্রুতেঃ।) অপুত্রের ধন স্বখা এবং অপুত্রের কতাদির দ্বারা  
কুল অর্থাৎ বংশপ্রবৃত্তি, তাহাও বিফল (কারণ, ‘পুত্রেন লোকাবু-  
জয়তি পুত্রোপানতামমৃতং’। এবং ‘পুত্রায়ত্তারতে পুত্রন্তেনাসৌ  
পুত্রসংলকঃ’ এই সব শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা পুত্রেরই নরকোদ্ধার-  
ণাদির সামর্থ্য আছে, ইহা জাত হওয়ার অন্ত কোনও ভাবে  
বংশধারা রক্ষা করা বিফল।) ॥ ৬

ଅଶୋଗତିରପୁତ୍ରଂ ଭବତୀତ୍ୟୁତ୍କଳମ୍ ।  
 ବିଶ୍ଵାନ୍ତେ ଯେଷାଂ ବିଶେଷେ ଯେଷାଂ ଗେହେନପତ୍ୟତା ।  
 ନିରାଶଃ ପିତରୋ ଯାନ୍ତି ହନପତ୍ୟାନ୍ ନିଃଶଃ ॥ ୧  
 ତତେ ହବ୍ରବୀଦ ବଶିଷ୍ଠଃ ତବିଷ୍ଠାନ୍ତି ସୁତାନ୍ତବ ।  
 ଚନ୍ଦ୍ରାୟଃ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକପାଳା ଇବାପରାଃ ॥ ୮  
 ଶାନ୍ତାଭର୍ତ୍ତାରମାନୀୟ ଶ୍ଵଶୁରଂ ଓପୋଧନମ୍ ।  
 ଅନ୍ୟାଭିଃ ସହିତଃ ପୁତ୍ରକାମେଷ୍ଠିଃ ଶିଶ୍ରୁମାଚର ॥ ୯  
 [ ଏକଦା ସ ଦ୍ଵନାବୁଷ୍ଠିକାରଣଂ ଶ୍ରୁତ୍ଵାତପାଃ ।  
 ଆନୌତୋ ଲୋମପାଦେନ ଅନାବୁଷ୍ଠିନିବୁଦ୍ଧୟେ ॥  
 ଶାନ୍ତାଂ କନ୍ୟାଂ ଦଦୌ ତୈସ୍ମିନ୍ ଦକ୍ଷିଣାର୍ଥେ ମହୀପତିଃ ॥ ୧  
 ଇତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦଶରଥଃ ପ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ମୁନିଃସନ୍ତମୟ ।  
 କୋ ବା କନ୍ୟା ସୁତଃ କୌଦୃକ୍ ପ୍ରଭାବନ୍ତୁତ୍ର ଓଦ୍ ବଦ୍ ॥ ୨  
 ଇତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଃସନ୍ତୁ ମୁନିଃ ପ୍ରୋବାଚ ସାଦରମ୍ ।  
 ବିଭାଞ୍ଚକନ୍ୟା ବିପ୍ରୋବେନ୍ତପମା ତା ବିତାନ୍ତନଃ ॥ ୩  
 ଅମୋଷବୀର୍ଯ୍ୟାନ୍ତୁ ସୁତଃ ପ୍ରଜାପତିସମଜୁତିଃ ।  
 ଶୃଗୁ ପୁତ୍ରୋଽସ୍ୟ ଜାତ ଶ୍ଵଶୁରଂ ପ୍ରତାପବାନ୍ ॥ ୪  
 ମହିଷିଃ ସ ମହାତେଜଃ ବାଳଃ ଶ୍ଵବିରସନ୍ୟତଃ ।  
 ମହାବ୍ରହ୍ମଣ ସମାସାନ୍ତ କାନ୍ୟପତ୍ନୀତା ସ୍ଥିତଃ ॥ ୫  
 ଦୀର୍ଘକାଳଃ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ଵଶୁରୋଽବିଶିଷ୍ଟମୟଃ ।  
 ତନ୍ତୁ ରେତଃ ପ୍ରୋଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ହମ୍ ସରସମୁର୍ବଶୀମ୍ ॥ ୬  
 ଅପଂସୁପଂସୁପୁଣ୍ଡ୍ରୋ ରାଜନ୍ ମୁନୀ ତଚ୍ଛାପିବନ୍ତଦା ।  
 ସହ ତୋୟେନ ତୃଷିତା ଶୁବିନୀ ସାହିଭବନ୍ତତଃ ॥ ୭

ଅପୁତ୍ରକ ବାନ୍ତିର ଅଶୋଗତି ହର,—ହେ ଆମରା ତନିରାହି ।  
 ହେ ବିଶେଷ । ତାହାଦେର ଜନ୍ମ ହିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଳନୀର, ଯାହାଦେର  
 ଗୃହ ସନ୍ତାନ ନାହି, ପିତୃଗଣ ସେହି ଅପୁତ୍ରକେର ଗୃହ ହିତେ ପ୍ରତିଦିନ  
 ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି କିରିଆ ସାନ ॥ ୧

ଅନନ୍ତର ବଶିଷ୍ଠ ସେହି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କେ ବଲିଲେନ,—ଲିଙ୍ଗାପ  
 ରାଜନ୍ । ତୋହାର ଚାର ଜନ ପୁତ୍ର ହିତବେ । ତାହାରା ସକଳେ

୧ 'ପିତା ପିତାମହୈଶ୍ଚେ ତଥୈବ ପ୍ରାପିତାମତଃ ।

ଉପାସନ୍ତେ ସୁତଂ ଜାତଂ ଶକୁନ୍ତା ଇବ ଲିଙ୍ଗମ୍ ॥

ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ଶ୍ଚ ଶ ଶ୍ଚ ଶ୍ଚ ପରମା ପାତ୍ତମେନ ଚ ।

ଏବ ନୋ ଦାନ୍ତାତି ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ବର୍ଷାୟ ଚ ସନ୍ଧ୍ୟାୟ ଚ ॥'

ଇତି ଦେବଭଟ୍ଟନମ୍ ।

ମା ପୁରୋକ୍ତା ଉପବତୀ ବ୍ରହ୍ମଣା ଲୋକବର୍ତ୍ତଣା ।  
 ଦେବକନ୍ତେ ମୁନୀ ଭୃତ୍ୟା ମୁନିଃ ସ୍ଵୟ ବିମୋକ୍ତାସେ ॥ ୮  
 ଅମୋଷଂ ଉଦୃଷ୍ଟୌଷ୍ୟଂ ତା ବିହାନ୍ତ ଦେବାନିମିତ୍ତମ୍ ॥ ୯  
 ତନ୍ତାଂ ସ୍ଵଗାଂ ସମଭବଂ ତନ୍ତୁ ପୁତ୍ରୋ ମହାଶ୍ଵିନିଃ ।  
 ଶ୍ଵଶୁରଂ ଓପୋଧିନୀ ବନ ଏବାତ୍ୟାବର୍ତ୍ତତ ॥ ୧୦  
 ତନ୍ତୁର୍ଦ୍ଧେ ଶୃଙ୍ଗଂ ଲିରସି ରାଜନ୍ ମହୀପତିଃ ।  
 ତେନର୍ଦ୍ଧ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଇଦେବ ତଦା ସ ପ୍ରାପିତୋହତବଂ ॥ ୧୧  
 ନ ତେନ ଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ବେ ହନ୍ତାଃ ଶିତୁରନ୍ତୁତ୍ର ମାତୁଷଃ ।  
 ତନ୍ତାନ୍ତୁତ୍ର ମନୋ ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମାୟୋହତବଂ ॥ ୧୨  
 ଏତସ୍ମିନ୍ନେବ କାଳେ ତୁ ସନ୍ଧା ଉବ ମହାମତେ ।  
 ତେନ କାମାଂ କୃତଂ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ତେତି ନଃ ଶ୍ରଦ୍ଧମ୍ ॥ ୧୩  
 ସ ବ୍ରହ୍ମଣେଃ ପରିତାନ୍ତୁତ୍ରଦା ବୈ ଜଗତୀପତିଃ ।  
 ପୁରୋହିତାପଚାରୀଞ୍ଚ ତନ୍ତୁ ରାଜୋ ସଦୃଚ୍ଛୟା ।  
 ନ ବର୍ଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷନ୍ତତୋହପୌତ୍ରାନ୍ତ ତଂ ପ୍ରଜାଃ ॥ ୧୪  
 ସ ବ୍ରହ୍ମଣାନ୍ ପତ୍ୟାପୁଚ୍ଛନ୍ତପୋତ୍ରୁକାନ୍ ମନୀଷିଣଃ ।  
 ପ୍ରବର୍ଷାଣେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ସମର୍ଥାନ୍ ପ୍ରବର୍ଷାପତେ ॥ ୧୫  
 କଥଂ ପ୍ରବର୍ଷେଂ ପର୍ଜନ୍ୟା ଉପାୟଃ ପରିଦୃଶ୍ୟତାମ୍ ।  
 ତମୁଚ୍ଛାଦିତାନ୍ତେନ ଅସ୍ମତାନି ମନୀଷିଣଃ ॥ ୧୬  
 ତତ୍ର ଦେକୋ ମୁନିବରନ୍ତଃ ରାଜାନମୁବାଚ ହ ।  
 କୁପିତାନ୍ତବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଣା ନିଜ୍ଞାତିକ୍ଷର ॥ ୧୭  
 ଶ୍ଵଶୁରଂ ମୁନିସୁତମାନୟନ୍ ଚ ପାଶିବ ।  
 ସାଲୋହୟମନଭିଜ୍ଞୋହପି ନାରୀଗାମାର୍ଜବେ ରତଃ ॥ ୧୮

ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଏବଂ ଶିତୀର ଲୋକପାଳାଦିଗେର ତାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ  
 ହିତବେ ॥ ୮

ଅତଏବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ (ଦଶରଥେର ଓରସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗର୍ଭେ ଜାତା  
 କନ୍ୟା ନାମ ଶାନ୍ତା । ସହାରାଜ ଦଶରଥ ତାହାର ନିକେର ସହ  
 ଅନ୍ତରାଜ ରୋମପାଦଙ୍କେ ଦ୍ଵାର କନ୍ୟା ତାର ପାଳନେର ଭତ୍ତ ପ୍ରଦାନ  
 କରେନ । ରୋମପାଦ ପାର ବିଭାଞ୍ଚକମୁନିର ପୁତ୍ର ଶ୍ଵଶୁରଙ୍କେର ଶାନ୍ତାର  
 ବିବାହ ଦେନ । ) ପତି ଓପୋଧନ ଶ୍ଵଶୁରଙ୍କେ ଆନିରା ଆମାଦେର  
 ସହିତ ପୁତ୍ର କାମନା କରିରା ସଦୃଶ ଏକଟି ସଦ୍ଧ କରି ॥ ୧ (୧)

(୧) ୧ ଯୋକେର ପର ଅତିରିକ୍ତ ଆରତ ୧୧ଟି ଯୋକ  
 ଦେଖା ସାର । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକାର ଶିଳାକାରଣ ଇହା ପ୍ରାଣ ନା କରା  
 ଆମରାତ ବ୍ୟାଧ୍ୟା ନା କରିରା କେବଳ ସ୍ଵଳ ପ୍ରକାଶ କରିରା ।

স চেদবতরেদ্ রাজন্ বিষয়ন্তে মহাতপাঃ ।  
 সন্ত্ৰ অবর্ধেৎ পৰ্জন্ত ইতি তে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ১৯  
 ইতি শ্রুত্বা বচো রাজন্ কৃত্বা নিকৃতিমাশ্রয়ঃ ।  
 স গতা পুনরাগচ্ছৎ প্রসংগেযু বিকীৰ্ত্তিত্যু ॥ ২০  
 রাজানমাগতঃ দৃষ্টা প্রতিসংজ্ঞায়ু প্রজাঃ ।  
 ততোহঙ্গপতির ছুয় সচিবান্ধ্রকোবিদান্ ॥ ২১  
 ঋগ্‌শৃঙ্গাগমে যজ্ঞমকরোন্ম স্ত্রানশ্চয়াৎ ।  
 সোহধ্যাগমচ্ছপায়ন্ত তৈরমাতৈর্মহীপতে ।  
 শাস্ত্রজৈরখিলার্ধজৈর্নাত্যাক্ষ পরিমিষ্ঠিতৈঃ ॥ ২২  
 তত্র চাক্ষাপয়ামাস বারমুখ্যা মহীপতিঃ ।  
 ঋগ্‌শৃঙ্গং যুনেঃ পুত্রমোনয়ক্ষমুপায়তঃ ।  
 লোভয়িত্বা সমাশ্বাস্ত বিষয়ং মম শোভনাঃ ॥ ২৩  
 ত রাজভয়ীতাশ্চ পাপতাশ্চ যোষিতঃ ।  
 অশকমুচুন্তু কর্ম বিবর্ণী গতঃ চতসঃ ॥ ২৪  
 তত্র ত্বেকা বারযে যা রাজানমিদমব্রবীৎ ।  
 প্রযতিশ্চো মহারাজ তমানেতুং তপোধনম্ ॥ ২৫  
 অভিপ্রোতাঃস্ত মে কামাস্ত্বনাজপুমিহাইসি ।  
 ততঃ শ ক্র মানয়িতুম্‌শৃঙ্গমুখেঃ সূতম্ ॥ ২৬  
 তস্তাঃ সর্বমাতপ্রোতম্বজ্ঞানাৎ স পাণ্ডিবেঃ ।  
 নাবি বৃক্ষানথারোপ্য ফলাকারাশ্চ মোদকান্ ।  
 সুরস্যাশ্চ স্নগন্ধানি মধুনি রসবন্তি চ ॥ ২৭  
 ততো রূপেণ সম্পন্না বয়সা চ মহীপতে ।  
 স্ত্রিয় আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বনমঞ্জসা ২৮  
 সা তু স্থিত্বা কিয়দদূরং সংস্থাপ্যাহ্রশ্রমযুগ্মমম ।  
 সলেশ চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব রঃস্বব ॥ ২৯  
 নানাপুষ্পকলৈবৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈরুপশোভিতম্ ।  
 কৃত্বা নাব্যাশ্রমং রম্যমদভুতং সৌম্যদর্শনম্ ॥ ৩০  
 ততো নিরুজ্ঞ তাত্ নাবমদূরে কাশ্যপাশ্রমাৎ ।  
 বাহয়ামাস পুরুষৈববিহারং তস্ত বৈ যুনেঃ ॥ ৩১  
 ততো দ্বিহিতরং বেশ্যাং সমাধায়েতিবর্ত্ততাম্ ।  
 দৃষ্টাহন্তরং কাশ্যপস্ত প্রাহিণোদ বুদ্ধিসম্মতাম্ ॥ ৩২  
 সা তত্র গতা কুশলা তপোনিষ্ঠস্ত সন্ন্যাসী ।  
 আশ্রমং তং সমাসান্ত দদর্শ তমুখেঃ সূতম্ ।  
 উবাচ মধুরং বাক্যং ব্রহ্মণ মধুরয়া গিরা ॥ ৩৩

কচ্চিন্মুনে কুশলং তপসানান্  
 পিতা চ তে কচ্চিনহীনভেজাঃ ।  
 কচ্চিৎ প্রিয়ান্ রমতে চাহ্রশ্রমেহস্মিৎ  
 ত্বাং বৈ ত্রুহং সাম্প্রত্কাগতোহস্মি ॥ ৩৪  
 কচ্চিন্তপো বর্জিত তপসানান্  
 কাচ্চত্তরোর্মূলফলং প্রভুতম্ ।  
 কচ্চিৎত্বয়াহী তে চৈব বিপ্র  
 কাচ্চৎ স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চ'্যশৃঙ্গঃ ॥ ৩৫  
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্ত মুনিবেশধরস্ত হি ।  
 উব চ বাক্যং বাক্যজ্ঞাং মুনিবেশাধিধারিণীম্ ॥ ৩৬  
 ঋক্যা ভবাঃ প্রজ্যোতিরিব একাশতে  
 মন্ত্রে চাহং ত্বামভিবাদনীয়ম্ ।  
 পাদ্যং বৈ তে সংপ্রদাত্যামি  
 কামাদৃ যণাকামং মূলফলানি চৈব ॥ ৩৭  
 কৌশ্যাং বৃদ্ধামামুস্ব য.থাপ যে যং  
 কৃষ্ণাজিনেনাবৃত্তায়াঞ্চ ভূমৌ ।  
 ক চাশ্রমন্তব কিং নাম চেৎ  
 ব্রতং বাক্যং ভাতি তদেব ব্যক্তম্ ॥ ৩৮  
 ততো বেশ্যা প্রত্নাবাচ দ্বিজস্ত্রাং  
 শক যুক্তা কাশ্যপশ্রাগমে তু ।  
 মনোহরমঃ কাশ্যপপুত্র রমা-  
 স্ত্রিয়োজনং শৈল্যমিমং পরেণ ॥ ৩৯  
 তত্র স্বধর্মোহনতিবাদনং মে  
 ন চোদকং পাণ্ডুপ্পশুমি ॥ ৪০  
 ভবতা নাতিবাদ্যোহমভিবাদ্যো ভবান্ ময়া ।  
 ব্রতমেতাদৃশং ব্রহ্মণ পরিষজ্যো ভবান্ ময়া ॥ ৪১  
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্ত পুনরাহ তপোধনঃ ॥ ৪২  
 কলানি পকানি দদানি তেহহং  
 তপ্লাতকাশ্যামলকানি চৈব ।  
 কল্লযকাণীজুদিকানি চৈব  
 যথোপযোযং ফলমত্র ভুঙক্ষ ॥ ৪৩  
 স তানি সর্বানি বিবর্জয়িত্বা  
 তপ্তং মহাহং প্রদদৌ ততোহস্ত ।  
 তাব্যশৃঙ্গস্ত মহারসানি  
 ত্বং স্বরূপানি রুচিং দহিহি ॥ ৪৪



দদৌ চ মাল্যানি শ্রুগন্ধবন্তি  
 চিত্রাণি বাসাংসি চ ভাঙ্গমন্তি ।  
 পানানি চাখ্যানি ততো গৃহীত্বা  
 মুমোদ চিত্রীড় জহাস চোটৈঃ ॥৪৫  
 তদা চুচুস্বাবনতশ্চ গণ্ডং  
 বিলঙ্কমানা কলিতা লভেব ।  
 গাত্রৈশ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা  
 সমাল্লিষচ্চাসকৃদৃশ্যশৃঙ্গম ॥ ৪৬  
 বিলঙ্কমানেনব বলাভিভূতা  
 প্রলোভয়ামাস শ্রুতং মহর্ষেঃ  
 অথর্ষাশৃঙ্গং বিকৃতং নিরীক্ষ্য  
 পুনঃ পুনঃ পীড়্য চ কায়মশ্রু ॥ ৪৭  
 অবেক্ষমাণা শনৈকৈর্জগাম  
 সা স্বগ্নিহোত্রশ্চ তদাপদেশম্ ।  
 তস্তাং গভায়াং মদনেন মন্তো  
 বিচেতনঃ প্রাভবদৃশ্যশৃঙ্গঃ ॥ ৪৮  
 তামেব চিত্তেন গভেন শূন্তো  
 বিনিব্বসন্নাস্তরূপো বভূব ।  
 ততো মুহূর্ত্তং হরিণিকলাক্ষঃ  
 প্রবেষ্টিতো রোমভিরানথাগ্রম ॥ ৪৯  
 স্বাধ্যায়বাংশ্চিস্তমসাবিশূক্তো  
 বিভাণ্ডকঃ কাশ্যপঃ প্রোক্তরাসীৎ ॥  
 সোহপশ্যদাসীনমুপেত্য পুত্রং  
 ধ্যায়ন্তমেবং বিপরীতচিত্তম ॥ ৫০  
 বিনিব্বসন্তং মুহুর্ত্তদৃষ্টিং  
 বিভাণ্ডকঃ পুত্রমুবাচ দীনম্ ।  
 ন বৈ যথাপূর্ব্বমিवासি পুত্র  
 চিত্তাপরশ্চাপি বিচেতনশ্চ ॥ ৫১  
 দীনোহতিমাত্রং ভমিহাভ কিম্,  
 পৃচ্ছামি হ্যং ক ইহাভ্যাগতোহভূৎ ।  
 ন কল্যাণে সমিধঃ কিম্ ভাত  
 কচ্ছিচ্ছ ভগ্নাগ্নিহোত্রং স্বরাহন্য ॥৫২  
 শ্রুনির্ণিতং ক্রক্-ক্রবং হোমধেনুঃ  
 কচ্ছিৎ সযৎসা চ কৃত্বা স্বরাহন্য ॥ ৫৩

ইতি ক্রবো বচন্তশ্চ পিতৃর্মুখ্যাকরং পরম্ ।  
 উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞং পিতরং করুণাধিতম্ ॥৫৪  
 ইহাগতো জটিলো ব্রহ্মচারী  
 ন বৈ হ্রস্বো নাতিদীর্ঘো মনস্বী ।  
 শ্রবণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ  
 শ্রুতঃ শ্রুতগামিব শোভমানঃ ॥ ৫৫  
 শ্রুত্বিকল্পঃ সবিভেব দীপ্তঃ  
 শ্রুত্বিকল্পাক্ষিক্রিতীৰ্ণ গৌরঃ ।  
 নীলা বিবিক্তাশ্চ জটীঃ শ্রুগন্ধা  
 হিরণ্যরজ্জুদগ্ধাশিতাঃ শ্রুদীর্ঘাঃ ॥ ৫৬  
 আলোলমানা পুনরন্য কণ্ঠে  
 বিদ্যোততে বিদ্যাদিবাস্তুরীকৈ ।  
 যৌ মাংসপিণ্ডাবুরসি স্থিতৌ  
 ভাবলোমশৌ চাপি মনোহরৌ চ ॥ ৫৭  
 বিশীর্ণমধ্যাশ্চ স নাতিদেশে  
 কটিশ্চ তস্তাভিবৃহৎপ্রমাণা ।  
 তথাস্ত চীরাস্তরতঃ প্রভাতি  
 হিয়গ্নয়ী মেখলা মে যথেষ্ম ॥৫৮  
 অগ্রাচ্চ তস্তাভুতদর্শনীয়ং  
 বিকৃষ্টিতং পাদযুগে বিরোতি ।  
 পাণ্যোশ্চ তদ্বদ রুচিরং নিবদ্ধৌ  
 কলাপকাবক্ষমালা যথেষ্ম ॥ ৫৯  
 বিচেষ্টমানশ্চ চ নাতিপার্শ্বে  
 কৃষ্ণান্ত হংসাঃ শরদীৰ্ণ মন্তাঃ ।  
 চীরাপি তস্তাভুতদর্শনানি  
 নেমানি তদবশম রূপবন্তি ॥৬০  
 বস্ত্রাচ্চ তস্তাভুতদর্শনীয়ং  
 প্রব্যাজতং হ্লাদয়তীৰ্ণ চেতঃ ।  
 পুংকোকিলশ্চৈব চ ভস্য বানী  
 ভাং শৃণ্বতো মে ব্যাধিতোহন্তরাঙ্গা ॥ ৬১  
 স মে সমাল্লিষ্য পুনঃ শরীরং  
 জটানু গৃহ্যভ্যবনাম্য বস্ত্রম্ ।  
 বস্ত্রৈশ্চ বস্ত্রং প্রাণধায় শব্দং  
 চকার তস্মৈ জনয়েৎ প্রহর্বম্ ॥ ৬২

ন চাপি পাদ্যং বহু যন্ততেহসৌ  
 কলানি চেমানি ময়া হৃতানি ।  
 এবংস্ততোহস্মীতি চ মামবোচৎ  
 কলানি পাদ্যানি ন চাদদামি ॥ ৬৩  
 ময়োগচ্ছুক্তানি কলানি তস্য  
 নেমানি তুল্যানি রসেন ভেষাম্ ।  
 ভোরানি চৈবাতিরসানি মম্বাং  
 প্রাদাৎ স বৈ পাতুমদাররূপঃ ॥ ৬৪  
 পৌষৈব যাত্তত্যধিকপ্রহর্ষে।  
 সমাভবৎ ভূচ্চলিতেব চাসীৎ ।  
 ইমানি চিত্রাণি চ গন্ধবন্তি  
 মাল্যানি তস্মৈ দগ্ধাণিতানি পটৈঃ ॥ ৬৫  
 যানি প্রকীর্ষ্যেহ গভঃ স্বমেব স  
 আশ্রমং তপসা দ্যোতমানাঃ ।  
 গভেন তেনাস্মি কৃতো বিচেতা  
 গাত্রঞ্চ মে সংপরিদহতীব ॥ ৬৬  
 ইচ্ছামি তস্মাস্তিকমাত্ত গন্ত্য  
 তক্ষেহ নিত্যং পরিবর্তমানম্ ।  
 গচ্ছামি তস্মাস্তিকমেব তাত  
 কা নাম সা ব্রতচর্যা হু তস্য ॥ ৬৭  
 ইচ্ছাম্যহংকরিতং ভেন সাক্ষিৎ  
 যথা তপঃ স চরত্যাগ্রকর্ম ।  
 ইত্যেব বাক্যং মুনিরাজ্ঞস্য  
 শ্রুত্বা মহাবাক্যবিশারদোহসৌ ॥ ৬৮  
 উবাচ বাক্যং পরিসম্বয়ন বৈ  
 বিভাগকল্পপসা জ্ঞাততত্ত্বঃ ।  
 রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র  
 রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন ॥ ৬৯  
 অতুল্যবীৰ্য্যাণ্যতিরূপবন্তি  
 বিস্ময়ং সদা বৈ তপসচ্চরন্তি ।  
 ন ভানি সেবেত মূনির্ধৃতাত্মা  
 সত্যং লোকং প্রার্থয়ানঃ কদাচিৎ ॥ ৭০  
 কৃষা বিস্ময়ং তাপসানাং চরন্তি  
 পাপাচারান্তপসাং ভানবেহি ।

অসম্ভবেনোচরিতানি পুত্র  
 পানানি পেয়ানি মধুনি ভানি ॥ ৭১  
 মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং  
 গ্রাহাণি চিত্রোৎপলগন্ধবন্তি ।  
 রক্ষাংসি ভানীতি নিবার্ধ পুত্রঃ  
 বিভাগকল্পপসে নিজ্গাম ॥ ৭২  
 যদা পুনঃ কাশ্যপো নিজ্গাম  
 কলানি হর্ষুং বিধিনা বনাক্ষি ।  
 তদা পুনর্লোভয়িতুং জগাম  
 সা বারযোষা মূনিযুক্তশৃঙ্গম্ ॥ ৭৩  
 দৃষ্টেব তামুক্তশৃঙ্গঃ প্রহৃষ্টঃ  
 সংভ্রাস্তরূপো স্তম্ভপত্তদানীম্ ।  
 প্রোবাচ চৈনাং ভবদাশ্রয়ায়  
 গচ্ছাব যাবন্ন পিতা মমৈতি ॥ ৭৪  
 ততো বেষ্যাঃ কাশ্যপস্যৈকপুত্রঃ  
 প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবম্ ।  
 এবাহয়ন্ত্যো বিবিধৈরুপাধৈঃ-  
 রাজগুহুরাজধিপরাজধানীম্ ॥ ৭৫  
 অন্তঃপুরে তস্ত নিবেশ্য রাজা  
 বিভাগকস্যাজ্ঞমেকপুত্রম্ ।  
 দদর্শ দেবং সহসা প্রবৃষ্ট-  
 মাপূর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ॥ ৭৬  
 স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ  
 সূতাং দদাবুযাশৃঙ্গায় শান্তাম্ ।  
 ক্রোধপ্রভীকারকরঞ্চ চক্রে  
 গাশৈচব মার্গেষু চ কর্ণণানি ॥ ৭৭  
 বিভাগকস্যাব্রজতঃ স রাজা  
 পশুন্ সত্ত্বাত্মান্ পশুপাংশ্চ বীরান্ ।  
 সমাদিশৎ পুত্র গর্হো মহর্ষি-  
 বিভাগকঃ পরিপৃচ্ছেদ যদা বঃ ॥ ৭৮  
 স বক্তব্যঃ প্রাজলিভির্ভবদৃতিঃ  
 পুত্রস্য তে পশবঃ কর্ণগণা ।  
 অধোপয়াতঃ স মূনিশ্চকোপ  
 স্বমাত্রমং মূলকলং গৃহীত্বা ॥ ৭৯

অধেষমাণস্ত ন তত্র পুত্রঃ

দদর্শ চুক্রোষ ততো ভৃশং সঃ ।

ততঃ স কোপেন বিদীধ্যমাণ-

মাশঙ্কমানো নৃপতেবিধানম্ ॥৮০

জগাম চম্পাং প্রতিবীক্ষ্যমাণ-

স্তমজরাজং সপুং সরাঈম্ ।

স বৈ শ্রাস্তঃ স্মৃতিতঃ কাশ্যপস্তান্

যে য়ন দেশান্ সাদিচরান্ ময়ুজান্ ॥৮১

গোপৈশ্চ তৈবিধি ৯ পূজামানো

রাজেব তং রাজিমুবা স তত্র ।

অবাণ সৎকারমভীষ তস্য

প্রোবাচ কস্য প্রহিতাঃ স্হ গোপাঃ ॥৮২

উচুস্তত্তেহভূপগম্য সর্বে

ধনং তবেদং বিহিতং স্তুতস্মা ।

এবং স দেশেষ্টপূজ্যমান-

স্তাংশ্চৈব শৃণু মধুরান্ প্রলাপান্ ॥৮৩

প্রশান্তভূমিষ্ঠরজঃ প্রস্তুতঃ

সমাসসাদাকপতিং পুরষম্ ।

স পূজিতস্তেন নরর্ষভেণ

দদর্শ দেবং বিবিশং যথেষ্টম্ ॥৮৪

শান্তাং স্মৃষাকৈব দদর্শ তত্র

সৌদামনীমুচ্চরতীং তথৈব ।

গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ স্তুতস্মা দৃষ্ট্৷

শান্তাক শান্তে হম্য পরঃ স কোপঃ ॥৮৫

চকার তস্মৈ চ পরং প্রসাদং

বিভাগুংক ভূমিপতের্নরেন্দ্র ।

তখন দশরথ 'ভাটাই হউক' বলিয়া স্বস্তৃক মুনিকে আনয়ন করত (কিভাবে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহা বলাকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের নবম সর্গে প্রকৃত )। অগ্নিগণের সহিত পবিত্র হইয়া নিম্পাপ মূনিদিগের দ্বারা যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করিলেন ॥ ১০

ক্রমের সহিত অগ্নিতে হোম করিতে থাকিলে তপ্তবর্ণের ন্যায় কান্তিমান্ হন্যবহনকারী অগ্নিদেব এক স্বর্ণ পাত্রে পারস লইয়া দশরথকে বলিলেন(১) ॥ ১১

রাতন! এই দিব্য পারস গ্রহণ কর । ইহা পুত্র প্রদান করে এবং দেব কর্তৃক প্রস্তুত । তুমি ইহার দ্বারা নিঃসংশয়ে পরমাত্মাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে ॥ ১২

এই কথা বলিয়া অগ্নিদেব রাজা দশরথকে সেই পারস প্রদান করত অন্তর্হিত হইয়া বাইলেন । তখন রাজা দশরথ পূর্ণ-

স তত্র নিষ্কিপ্য স্তুতং মহর্ষি-

রুবাচ স্মৃষায়াসিসমপ্রভাবঃ ॥৮৬

জাতে তু পুত্রে বনমাত্রজ্ঞেণ

রা ৯: প্রিয়াণ্যস্ত সর্বাণি কৃবা ।

স ততঃ কৃতবানুশৃঙ্গে

যযৌ চ যজ্ঞান্ত পিতা বভূব ॥৮৭

শান্তা তৈনং পর্য্যচরদ্ যথা বৈ

থে রোহিণী সোমমেবং যথা সা ।

অরুন্ধতীবং স্তুতগা বশিষ্ঠঃ

লোপামুদ্রা বাপি যথা হৃগন্ত্যম্ ॥৮৮

তথা শান্তা ঋতুশৃঙ্গং বনস্থঃ

পীত্যা যুক্তা পর্য্যচরন্নরেন্দ্র ॥৮৯

ইতি তে সর্বমাখ্যাত ঋতুশৃঙ্গপরাক্রমঃ ।

তমায়া মহারাজ যঃস্ত যঃ করিষ্যতি ॥ ৯০

ইত্যুক্তো গুরুণা তেন পুত্রাক ভক্ষো নঃস্বয়ং ॥ ৯১ ]

তথৈতি মূনিমানীয় ম'স্তুতিঃ সহিতঃ শুচিঃ ।

যজ্ঞকর্ম সমঃরেতে মূনিভি পিতবল্লভৈঃ ॥ ১০

অকথা হু"মানে-হঃগৌ তপ্তজানুদপ্রভ ।

পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থঃ গৃহীত্বোবাচ হব্যাবাট ॥ ১১

গৃগণ পায়সং দিব্যং পুত্রীয়ং দেবনিমিত্তম্ ।

লক্ষ্যাসে পরমাত্মানং পুত্রভেন ন সংশয়ঃ ॥১২

ইত্যুক্ত্য পায়সং দত্ত্বা রাজে মোহস্তদ'বহনলঃ ।

ববল্ল মূ'নশ দূ'লো রাজা লক্ক'নোরথঃ ॥ ১৩

মনোরথ হইয়া মূনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও ঋতুশৃঙ্গকে প্রণাম করিলেন ॥ ১৩

(১) মহর্ষি প'ত্রাকি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"তথাস্য বরমানস্য পাবকাদদ-ভূতপ্রাণম্ ।

প্র'দৃভূতং মহদৃভূতং প্রদীপ্তানলসমিভম্ ॥

কৃষ্ণাজিনধরং কৃষ্ণং চরিত্-শৃঙ্গরটাবরম্ ।

পদ্মরক্তান্তনরনং মেঘদ্রুমভিনিবনম্ ॥

ততলকণসম্পন্নং দিব্যান্তরংভূমিকম্ ।

শৈলশৃঙ্গসমুৎসেবং সিংহোদরকটীকণম্ ॥

কাকনীং পিণ্ডিতাং দোড়ীং পবিগৃহ'দত্ততোপমা ॥

দিব্যপায়সসম্পূর্ণং পাত্রীং পদ্মামিব প্রিয়ারম্ ॥

বশিষ্ঠ-অমৃতশ্রুত্যাভ্যামমৃত্যুতো নদৌ হবিঃ ।  
কৌশল্যায়ৈ সকেকৈষা হর্ষঃ হর্ষঃ বিভজ্য সং ॥১৪  
ভতঃ সুমিত্রা সস্ত্রাপ্তা জগদ্ধৃঃ পৌত্রিকং চক্রম্ ॥ ১৫  
কৌশল্যা তু স্বভাগাঙ্কং নদৌ তৈশ্চ মুদাশ্রিতা ।  
কৈকেয়ী চ স্বভাগাঙ্কং নদৌ প্রীতিসমশ্রিতা ॥ ১৬

ভারপর বশিষ্ঠ ও অমৃতশ্রুতের অনুমতিক্রমে সেই দিবা অগ্নি-  
প্রসন্ন পারস অর্ধ অর্ধ ভাগ করিয়া সেই রাজা দশরথ কৌশল্যা  
ও কৈকেয়ীকে প্রদান করিলেন ॥ ১৪

ভদ্রনগর সেই স্থলে সুমিত্রা উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের  
প্রয়োজনে সেই স্বভাগ চক্র আকাজকা করিলেন অর্থাৎ কৌশল্যা  
এবং কৈকেয়ীর নিকট প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫

তখন কৌশল্যাদেবী আনন্দিত হইয়া নিজের ভাগের  
অর্ধভাগ সুমিত্রাদেবীকে প্রদান করিলেন এবং কৈকেয়ীদেবী  
প্রীতিসহকারে নিজের ভাগের অর্ধভাগ তাঁহাকে দিলেন । ( ১ )

( ১ ) বাস্তবিক রামায়ণে এই পারসভাগ নিম্নলিখিত ভাবে  
দেখা যায়—

‘কৌশল্যায়ৈ নরপতিঃ পারসার্দ্ধং নদৌ ভবা ।  
অর্ধং নদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ ।  
কৈকেয়ৈ চাপি স্যার্দং নদৌ পুত্রার্থকারণাৎ ।  
এনদৌ চাবশিষ্টাঙ্কং পারসস্যমুত্তোপদম্ ।  
অনুচিন্ত্য সুমিত্রৈব পুনরেব নরাধিপঃ ।

মহাকবি কালিদাস রত্নমাণিক্যময় মতাকাব্যে বলিয়াছেন,—

স স্তেজা বৈজয়ং পত্তোষিতেনৈ চক্রসংজিতম্ ।  
দ্বাৰাপুংগনোঃ প্রভাগঃ পৌত্রিকবিভাজনম্ ।  
অভিতা তস্য কৌশল্যা প্রিয়া কেকয়ং নদা ।  
অভঃ সন্তাষিতাং ভাভাং সুমিত্রায়ৈমল্লদৌহরঃ ।  
ভে বহুজস্য চিত্তজ্ঞে পত্তো পতুর্ধৌকিতঃ ।  
চরোবর্জ্যে ভাগাভ্যাং ভাববোজরভামুভে ।

সাহি প্রণবভ্যাসীং সপত্তোষিতভরোরপি ।

( বহুব ১০ম ৫৪ ৫৭ )

এই পারস বিভাগ লইয়া বহু প্রস্থরও সেই সব প্রস্থর  
বাখ্যাভাদিগের মধ্যে প্রভূত মতভেদ রহিয়াছে। তাহা এই  
স্থলে কিছু উদ্ধৃত হইল। পদ্মপুরাণের সহিত এই অধ্যায়-  
সংগ্রহের ঐক্যমত্যা আছে,—

যথা,—‘বশিষ্ঠ-অমৃতশ্রুত্যাভ্যামমৃত্যুতো নদৌ হবিঃ ।  
কৌশল্যা টৈ স কৈকেয়া অর্ধাঙ্কং প্রযত্নতঃ ।  
ভতঃ সুমিত্রা সস্ত্রাপ্তা জগদ্ধৃঃ পৌত্রিকং চক্রম্ ।

উপভূজ্য চক্রং সর্বা। ত্রিয়ো গর্ভসমশ্রিতাঃ ।  
দেবতা ইব তা রেজুঃ স্বভাগা রাজমন্দিরে ॥ ১৭  
দশমে মাসি কৌশল্যা সুযুবে পুত্রমদয়ম্ ।  
মধুমাসে সিতে পক্ষে নবম্যাঃ কর্কটে শুভে ॥ ১৮

চক্রভাগের পর সেই সব রাজমন্দিরগণ চক্র ভক্ষণ করিয়া  
গর্ভধারণ করিলেন এবং রাজভবনে তাঁহারা সকলে নিজ  
নিজ দীপ্তিতে দেবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৭

ভারপর কৌশল্যাদেবী দশম মাসে, মৃগাচাঁদের চৈত্রমাসে,  
চরুপক্ষে, নবমী তিথিতে, শুভলগ্নে এবং কর্কটরাশিতে অষ্টম  
অক্ষররূপ রামকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ১৮

কৌশল্যা তু স্বভাগাঙ্কং নদৌ তৈশ্চ মুদাশ্রিতা ।  
কৈকেয়ী চ স্বভাগাঙ্কং নদৌ প্রীতিসমশ্রিতা ॥

ইতি পার্শ্ব ৫।১০ ১২

কৌশল্যের সহিত মতভেদ—

“ততে হর্ষং প্রাপ কৌশল্যা চতুর্ভাগক কৈকেয়ী ।  
চতুর্ভাগং সুমিত্রা চ স্বয়ং ভেন বিধা কৃতম্ ।”

প্রাচ্যে বাস্তবিকের আদিকালে,—

“ইত্যুক্তা প্রদদৌ তৈশ্চ হবিষে হর্ষং নরাধিপঃ ।  
সময়েব সময় কৃত্বা ভাগং ভাগচতুষ্টিম্ ।  
অর্ধাঙ্কং নদৌ চাপি কৈকেয়া স নরাধিপঃ ।  
চতুর্ভাগং বিধা কৃত্বা সুমিত্রায়ৈ নদৌ ভবা ।  
এনদৌ চাবশিষ্টাঃ তৎ পারসং দেবনিমিত্তম্ ।  
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈব পুনরেব নরাধিপঃ ।

রামায়ণের আদির্ভাব উপলক্ষে বাস্তবিকরামায়ণে—

“বিক্ষোণীর্ঘ্যাক্ষতো অজ্ঞে রামো রাজীবলোচনঃ ।  
তথা লক্ষ্মণ-লক্ষ্মণী সুমিত্রাজনয়ং সুভো ।  
ভাবপ্যাভ্যাং চতুর্ভাগৌ বিক্ষোঃ সংপিভিত্তাবুভৌ ।  
এক এব চতুর্ভাগাদপরশ্রাদদারত ।  
ভরতো নাম কৈকেয়াঃ পুত্রঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥”

১।১১।১০-১৭

ঐরাবতের ভাগনীরাপনিষদি—

“অকারাকরসমুভঃ সৌমিত্রিবিষমভাবনঃ ।  
উকারাকরসমুভঃ লক্ষ্মণতৈলসাতকঃ ।  
প্রজাভকত ভরতো মকারাকরভাবঃ ;  
অর্ধমাত্রাকো রামো অক্ষানলৈকবিগ্রহঃ ॥—২।১-২

পুনর্বন্ধুসহিত উচ্চৈঃ গ্রহণক্ষকে :

মেঘঃ পুষ্পি সংপ্রাপ্তে পুষ্পবৃষ্টিসমাকুলে ॥ ১৯

আবিরাসীজগম্মাথঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাস্ততুর্ভুজঃ ॥ ২০

জলজারুণেনদ্র্যাস্তঃ ক্ষুরংকুণ্ডলমস্তিতঃ ।

সহস্রার্কপ্রভীকাশঃ কিরাটী কৃষ্ণভালকঃ ॥ ২১

শঙ্খচক্রগদাংগাবনমালাগিরাজিতঃ

অমুগ্রহাথ্যস্ত্রংস্থেন্দু সূচকাস্তচন্দ্রিকঃ ॥ ২২

করুণারসমস্পূর্ণা বিশালোৎপললোচনঃ ।

শ্রীবৎসহারকেয়ুর-নুপুরাদিবিভূষণঃ ৩৩

সনাতন পরমাত্মা জগন্নাথ যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন পুনর্বন্ধু নক্ষত্র উদিত ছিল, গ্রহণক্ষক—রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—এই পঞ্চ গ্রহ উচ্চ রাশিতে অর্থাৎ মেঘ, মকর, কর্কট, মীন ও তুলা রাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন। সূর্য্য মেঘরাশিতে উপস্থিত ছিলেন এবং দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করিতেছিলেন। পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিত, চতুর্ভাষ্যারী, নীলোৎপলতুল্য শ্যামবর্ণ, পদ্মের ভার অরুণবর্ণ নেত্রপ্রান্তশোভিত, দেবীপ্যমান কুণ্ডলে বিভূষিত, সহস্র সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, কিরীটধারী, কৃষ্ণিত চূর্ণ কুণ্ডলশোভিত, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালায় বিভূষিত, অমুগ্ররূপ হস্তপরিহিত চন্দ্রকে প্রকাশিত করিতে উদ্যত, স্মিত “ঈষদ্বিকসি-ভৈর্গগৈঃ কটাকৈঃ সৌষ্ঠ-বারিভৈঃ। অলক্ষিতভিঃ সংযুতমানাঃ স্মিতং ভবেৎ”।—এইরূপ ঈষৎহাস্যচ্ছটার উদ্দীপিত, করুণারসে পরিপূর্ণ, বিশাল পদ্মসদৃশ নয়নসমব্রিত, শ্রীবৎস, হার, কেয়ুর, নুপুরাদি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া নারায়ণ প্রাচুর্ভূত হইলেন। তখন কৌশল্যা দেবী বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া সেই পরমাত্মাকে দর্শন করত হর্ষাক্রমে তাঁহার নয়নদ্বয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি প্রণাম পূর্ব্বক কৃতজ্ঞালি হইয়া বলিলেন ॥ ১৯-২৪

কৌশল্যাদেবী বলিলেন,—দেবতাদিগেরও দেবতা, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী নারায়ণ! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি পরমাত্মা অর্থাৎ তত্ত্ব-বৃত্ত মুক্তস্বভাব, নিজ স্বরূপ হইতে কখনও ছাড় হও না। (‘শাস্বতং নিবম্ভ্যাতম্’—ইতি শ্রুতেঃ), অনন্ত—অনন্ত গুণসম্পন্ন বা নিত্য বলিয়া অনন্তরূপ, পূর্ণ ‘পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদ্যতে। পূনস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্টতে। অন্তএব পুরুষোত্তম—সর্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠ ॥ ২৫

দৃ ১ তৎ পরমাত্মানঃ কৌশল্যা বিস্ময়াকুলা ।

হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না নহা প্রাজ্ঞলিরতবীৎ ॥ ২৪

কৌশল্যোবাচ ।

দেবদেব নমস্তুভ্যং শঙ্খচক্রগদাধর ।

পরমাত্মাহিত্যতোহনন্তঃ পূর্ণত্বং পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫

বদন্ত্যগেচরং বাচাৎ বুদ্ধাদীনামভীশ্রয় ।

ভাৎ বেদবাণিনিঃ সন্তমাত্রং জ্ঞানৈকবিপ্রৈঃ ॥ ২৬

ত্বমেব মায়া বিশ্বং সৃজন্তবসি হংসি চ

সম্বাদিগুণমঃ স্তুস্তুর্থা এবামলঃ সদা ॥ ২৭

করোষীব ন কর্তা ত্বং গচ্ছদীব ন গচ্ছসি ।

ন ল্পণোমি শৃণোমীব পশ্যামীব ন পশ্যসি ॥ ২৮

বেদবাদী অর্থাৎ বেদজ ব্যক্তিগণ তোমাকে বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর (অবিষয়) (‘যতো বঃচো নিবর্ততে অপ্রাপ্য মনসঃ সহ’ ইতি শ্রুতেঃ।) বলেন অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্মা বলিয়া ভাষ্যদেব বিষয় হইতে পার না; কারণ, ঘট-প্রকাশক দীপ ঘটের বিষয় নহে, সেইহেতু তুমি অভীশ্রয়; সত্ত্বামাত্র অর্থাৎ সর্ব্বত্র সম্বন্ধযুক্ত ‘সৎ’ এই ব্যবহারোপপাদক (‘সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ’ ইতি শ্রুতেঃ।) এবং জ্ঞানৈকবিপ্রৈঃ অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ (‘সত্যং জ্ঞানম্’ ইতি শ্রুতেঃ।) বলিয়াও তাঁহারা অভিহিত করেন ॥ ২৬

তুমি নিজ মায়ার দ্বারা বিশ্বের সৃজন, পালন ও নাশ কর; সেইজন্য তুমি সম্বাদিগুণের মূল অর্থাৎ কারণীভূত সমস্তগুণাবচ্ছিন্ন বিম্ব বলিয়া পাপক; কারণীভূত রজ উপহিত ব্রহ্মা বলিয়া ব্রহ্মা এবং কারণীভূত তম উপহিত রুদ্র বলিয়া সংহৃতা—এইভাবে বিম্ব, ব্রহ্মা ও রুদ্র তোমারই অবতার, অতএব তাঁহারা যত্ন কেই নহেন। সেই কারণে তুমি তুর্য্য অর্থাৎ চতুর্থ—এই সম্বাদিগুণত্রয় যুক্ত ত্রিবিধ মূর্ত্তি (বিম্ব, ব্রহ্মা ও রুদ্র) হইতে বিলকণ অথবা আশ্রয়, যন্ত্র ও সৃষ্টি এই ত্রিবিধ অবস্থায় বিম্ব, তৈজস ও প্রাজ (অত্রায়ং গোষ্ঠবাঃ—অগ্নিগোষ্ঠঃ করণঃ সূর্য্যগোষ্ঠীরাবচ্ছিন্নো আগ্রদবস্তুভিমানী বিশ্বঃ, স এব সূর্য্যগোষ্ঠীরাভিমানরহিত উপাধিহরোপহিতঃ যন্ত্রা-বস্তুভিমানী তৈজসঃ, শরীরাতঃ করণোপাধিহরতিতোহুতঃ করণ-সংস্কারাবচ্ছিন্নাভিমান্যাতোপহিতঃ সূর্য্যগোষ্ঠীরাভিমানী প্রাজঃ।) হইতে শ্রেষ্ঠ চতুর্থ (নিবম্ভ্যাতমং চতুর্থং মন্ততে’ ইতি শ্রুতেঃ) সাক্ষী পুরুষ বলিয়াই তুমি সদা অমল—মায়াগুণস্পৃষ্টস্বরূপ ॥ ২৭ মনে হয়, তুমিই সব কিছু করিতেছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি কিছুই কর না। এইরূপ তুমি গমন করিতেছ মনে হইলেও গমন কিছুই কর না। এইরূপ তুমি গমন করিতেছ মনে হইলেও গমন

অপ্রাণো জমনাঃ শুদ্ধ ইত্যাদি অতিরিক্তবীং  
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে ॥ ২৯  
অজ্ঞানধ্বাস্তিভান্নাং ব্যক্ত এষ স্মেধসামঃ  
জঠরে তব দৃশ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ ॥ ৩০  
কং ননোদর সঙ্কুত ইতি স্যোক্তান্ বিভবনে ।  
ভক্তেষু পরবশ্যং তে দৃষ্টং মেহন্ত রঘুন্তম ॥ ৩১  
সংসারসাগরে মগ্না পতিপুত্রধনাদিশু ।  
ভ্রমামি মায়য়া তেহন্ত পাদমূলমুপাগতা ॥ ৩২  
দেব তদ্রূপমেতন্মে সদা তিষ্ঠতু মানসে ।

কর না; কারণ, তুমি নিবিকার অক্ষর পুরুষ ('অকুরূপন  
সর্বকৃচ্ছ্র' তিষ্ঠন্নভোতি বাবতঃ । মায়য়া সর্বশক্তিদ্বাদঃ স  
বহুধা মতঃ ।) ॥ ২৮

নিবিকারের কারণ বলিতেছেন,—বরং অতি তোমাকে  
অপ্রাণ, জমনাঃ অর্থাৎ প্রাণাদিশূন্য, অতএব শুদ্ধ—রাগাদিদোষ-  
রহিত ('দিব্যো জমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভাসুরো জঃ । অপ্রাণো  
জমনাঃ শুদ্ধোহক্ষরাৎ পরন্তরঃ পরঃ' ইতি শ্রুতেঃ ।), সকল  
প্রাণোভেই সমদৃষ্টিসম্পন্ন-লক্ষ্মিত্ববিবেকশূন্য কিংবা রাগ-দোষ-  
রহিত । সর্বভূতে অবস্থান করিগেও তুমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে  
আবৃত চিত্তব্যক্তিগণের দ্বারা লক্ষিত হও না জ্ঞানবেদ্য তোমাকে  
সামান্ত চক্ষুচক্ষু বা চক্ষু ইঞ্জির কিভাবে দর্শন করিবে? (বেক্রপ  
গ্রন্থের যে ভক্তরূপ, তাহাই চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু  
গ্রন্থের মাধুর্য্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না, সেইরূপ  
সর্বভূতের অন্তরে বিরাজমান তোমাকে চক্ষু দর্শন করিতে পারে  
না, কিন্তু ভগবান্-গুরুপালক জ্ঞানের দ্বারা তোমার ভক্ত  
বুঝা যায় ।) কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি নির্মল, তাহাদের নিকট  
তুমি সদা প্রকাশিত হও; কারণ, তাহাদের সর্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ হয় ।  
( 'সর্বং খণ্ডিতং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতেঃ ) । আমি কিন্তু তোমার  
উপরে ব্রহ্মাণ্ডসকল পরমাণুর ভায় দর্শন করিতেছি (ইহা  
তোমার অপার করুণা) ॥ ২৯-৩০

তুমি আমার উপর হৃদে সজ্ঞাত হইয়াছ, ইহার দ্বারা লোক-  
সকলকে তুমি বঞ্চিত করিতেছ—সেইজন্য তোমার প্রকৃত স্বরূপ  
তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না । রঘুন্তম । আল আমি যে  
তোমাকে দর্শন করিতেছি, তাহা ভক্তগণের প্রতি তোমার  
পরাবীণতা ('অহং ভক্তপরাবীনো ন বতন্তঃ কদাচন' ইতি  
লক্ষ্যং) অর্থাৎ তুমি নিজের ভক্তবশ্যতা দেখাইবার জন্য আমার  
উপরে অঙ্গগ্রহণ করিয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছ ॥ ৩১

আবৃণোতু ন মাং মায়। তব বিশ্ববিমোহিনী ॥ ৩৩  
উপসংহর বিশ্বাভ্রশ্লৈতদ্রূপমলৌকিকম ।  
দর্শয়ন্ত মহানন্দ বালভাবং স্নুকোমলম ।  
ললিতালিন্দনালিপৈস্তুরিভ্রাম্যাকটং তমঃ ॥ ৩৪  
শ্রীভগবানুবাচ ।  
যদ যদিষ্টং ভবান্ত্যস্ম তত্তদ ভবতু নাত্মনা ॥ ৩৫  
অহন্ত ব্রহ্মণা পূর্বং ভূমের্তারাপন্নুন্তয়ে ।  
প্রাথিতো রাবণং হন্তং মাধুস্বয়মুপাগতঃ ॥ ৩৬  
ত্বয়া দশরথেনাহং তপসারাবিধিতঃ পুরা ।  
মৎপুত্রহাভিকান্ডক্ষিণ্য তথা কৃতমনিশ্চিতে ॥ ৩৭

মায়ার দ্বারা মোহিতা আমি পতি, পুত্র ও ধনাদিতে আসক্ত  
হইয়া এই সংসাররূপ সাগরে নিমগ্না হইয়াছি এবং সতত ভ্রমণ  
করিতেছি অর্থাৎ জনন-মরণাদিচক্রে নিম্পেষিত হইয়া বাতায়িত  
করিতেছি, সেই কারণে আল আমি তোমার পাদমূলে উপস্থিত  
হইয়াছি—পাদপদ্মের শরণগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৩২

দেব । এই যে তোমার রূপ আল আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি,  
তাহা সর্বদা আমার মানসে অঙ্কিত হইয়া থাকুক । আর  
তোমার এই যে বিশ্ববিমোহিনী মায়ী অর্থাৎ অঘটনঘটনপটীরসী  
প্রকৃতিরূপা ('মায়ীং তু প্রকৃতিং বিদ্যাং' ইতি শ্রুতেঃ) মায়ী  
আমাকে যেন আবৃত করিতে না পারে ॥ ৩৩

হে বিশ্বাত্মন । তোমার এই অলৌকিক অর্থাৎ লৌকান্তিগ  
(—কোনও ব্যক্তি যাহাকে অনুভব করিতে পারে না) রূপ  
সংবরণ কর । সুকোমল অর্থাৎ অনায়াসেই বাহাকে অনুভব  
করা যায় এবং বাহা হইতে সর্বাভিগম্য আনন্দলাভ হয়, সেই  
বালভাব দেখাও; তাহা হইলেই তোমার অতি মনোরম  
আলিন্দন ও নানাবিধ আলাপের দ্বারা আমি ভরত্বর তমোরাশি  
অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্তলাভ করিতে পারিব ॥ ৩৪

শ্রীভগবানু বলিলেন,—মাতঃ । তোমার বাহা বাহা অভিকৃতি,  
অতথা না হইয়া তৎসমস্তই তোমার পূর্ণ হটক ॥ ৩৫

পূর্বে ব্রহ্মা এই পৃথিবীর ভারাপনোদনের জন্য আমার নিকট  
প্রার্থনা করে, আমি তাহারই প্রার্থনার রাবণকে বধ করিবার  
জন্য এই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছি ॥ ৩৬

অনিশ্চিতে জননি । পূর্বে দশরথের সহিত তুমি ভগবত্যা  
করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছিলে । তখন তুমি কামনা  
করিয়াছিলে যে, আমি যেন তোমার পুত্র হই । আল আমি  
তোমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম ॥ ৩৭

রূপমেতৎ ত্বয়া দৃষ্টং প্রাক্তনং তপসঃ কলম্ ।  
 মদ্বর্ণনং বিমোক্ষায় কম্পতে হস্তচূর্ণভঙ্গম্ ॥ ৬৮  
 সংবাদমাবয়ৈর্যন্ত পঠেদ্ বা শৃণুগদপি ।  
 স যাতি মম সাক্ষ্যং মরণে মনুষ্যতি লভেৎ ॥ ৬৯  
 ইতুক্ত্যু মাতরং রামো বালো ভূত্বা কুরোদ হ ।  
 বালত্বেহপীত্বনোলাভো বিশালাক্ষোহতিশুল্লবঃ ॥ ৭০  
 বালারূপপ্রভৌ কালো ললিতাখিললোকপঃ ॥ ৭১  
 অথ রাজা দশরথঃ শ্রুত্বা পুত্রভবোৎসবম্ ।  
 আনন্দপূর্ণমগ্নোহিসাবাষযে গুরুণা সহ ॥ ৭২  
 রামং রাজীপত্রাক্ষং দৃষ্ট্বা হর্ষাশ্রুসংপ্লুতঃ ।  
 গুরুণা জাতকর্ম নি কৰ্ত্তব্যানি চকার সঃ ॥ ৭৩

এখন তুমি আমার এই বৈষ্ণব দর্শন করিতেছ, ইহা ভোমার পূর্বজন্মকৃত তপস্কার ফল। অতঃপর অর্থাৎ ভক্ত ব্যতীত অন্য ব্যক্তির বাহা তুল্য, সেই আমার দর্শন যোক্ষদান অর্থাৎ অন্তঃকৃত্য-বন্ধন প্রভৃতি হইতে মুক্তি দান করিয়া বিষ্ণুসামুদ্র্য দান করিতে সমর্থ ॥ ৬৮

আমাদের এই উভয়ের সংবাদ অর্থাৎ পারস্পরিক আলোচনা যে ব্যক্তি পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি আমার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় এবং যুগ্মকালে আমার স্মৃতি লাভ করে ॥ ৬৯

রাম মাতা কৌশল্যাকে এই কথা বলিয়া বালকরূপ ধারণ করত রোমন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন বালক হইলেও ইন্দ্রনোলম্বির ভ্রাতৃ অজকান্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার লোচনধর বিশাল ছিল এবং তিনি অতিশুল্লব ছিলেন ॥ ৭০

নবোদিত সূর্যের ভ্রাতৃ তিনি নির্মল ও শান্তপ্রভ ছিলেন এবং রাণাদি দেবশক্রগণের বিনাশসাধন করিয়া তিনি সমস্ত ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌শালগণের সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন ॥ ৭১

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রের জন্মোৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং গুরু বশিষ্ঠদেবের সহিত তথায় আগমন করিলেন ॥ ৭২

ভারপর পদ্মাদাললোচন স্ত্রীরামকে দর্শন করিয়া অনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুত হইলেন এবং তিনি গুরুদেবের দ্বারা নবজাত সন্তানের জাতকর্ণাদি করণীয় সংস্কারকর্মসকল সম্পাদিত করিলেন ॥ ৭৩

তাঁহার পর কৈকেয়ী কমললোচন ভরতকে প্রসব করিলেন এবং পূর্ণজন্মদূষণ মনোহরবদন হই পুত্র সুমিত্রাদেবীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইলেন ॥ ৭৪

কৈকেয়ী চাখ ভরতমপুত্র কমলেক্ষণম্ ।  
 সুমিত্রায়াম্বমৌ জাতৌ পূর্ণজন্মদূষণানমৌ ॥ ৭৪  
 তদা গ্রামমহস্ত্রানি ব্রাহ্মণেষো মুদা দদৌ ।  
 সুবর্ণানি চ রত্নানি বাসাংসি শুরভৌঃ শুভাঃ ॥ ৭৫  
 যস্মিন্ রমন্তে মুনয়োহবিভাজানপরিপ্লবৈঃ ।  
 তং গুরুঃ প্রাহ রামেতি রমণাদ্ রাম ইত্যপি ॥ ৭৬  
 ভরণাদ্ ভরতো নাম লক্ষ্মণং লক্ষণাঙ্ঘ্রিম্  
 শক্রয়ঃ শক্রশস্ত্রারমেবং গুরুরভাষত ॥ ৭৭  
 লক্ষ্মণো রামচ'স্ত্রণ শক্রশ্চো ভরতেন চ ।  
 দ্বন্দ্বোভূয় চরন্তৌ ভৌ পায়সাঃশাস্ত্রসারভঃ ॥ ৭৮  
 রামস্ত লক্ষ্মণেনাথ বিচরন্ বাললীলয়া ।  
 রময়ামাস পিতরৌ চেষ্টিটৈ'মুদ্রিত ধিতৈঃ ॥ ৭৯

সেই সময় রাজা দশরথ আনন্দসংকারে ব্রাহ্মণগণকে সংগ্রাম দান করিলেন এবং সুবর্ণ, রত্ন ও বস্ত্রসকল এবং সুখে ঘোহনযোগ্যা হস্তবস্ত্র বহু ধেনু প্রদান করিলেন ॥ ৭৪

সুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননাশ হইলে পর ইহাতে রমণ করেন, তাঁহাকে গুরু বশিষ্ঠদেব 'রাম' এই কথা বলিলেন অর্থাৎ তাঁহার 'রাম' এই নাম রাখিলেন। রমণহেতু অর্থাৎ ভক্তগণকে আনন্দদান করেন বলিয়া বা যোগগণকে আনন্দমগ্ন করিয়া রাখেন বলিয়া কিংবা সকলেরই পরমানন্দের হেতু বলিয়া ইহাকে 'রাম' বলা হয় ॥ ৭৫

ভরণ অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া ভরত, সমস্ত সু-লক্ষণসমূহে মুক্ত বলিয়া 'লক্ষ্মণ' এবং শক্রকে হত্যা করেন বলিয়া 'শক্রয়', অতীতন বালকের এই তিন নাম গুরু বশিষ্ঠদেব রাখিলেন ॥ ৭৭

পায়সের বিভাগ অনুসারে অর্থাৎ রাজা দশরথ হোমের চক্র দুই ভাগ করিয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে প্রদান করেন। ভারপর সুমিত্রাদেবী আসিয়া পুত্রকামনা করিলে কৌশল্যাদেবী নিজ অংশ হইতে অর্ধেক ( সম্পূর্ণ চক্র অর্থাৎ ষোল আনা চক্রকে অর্ধেক করিয়া আট আনা আট আনা করিয়া, আট আনা কৌশল্যাকে এবং আট আনা কৈকেয়ীকে প্রদান করা হয়, সেই আট আনা চক্র অর্ধেক করিয়া অর্থাৎ চার আনা চার আনা করিয়া এক ভাগ—চার আনা ভাগ ) সুমিত্রাকে দান করেন। এইভাবে কৈকেয়ীও নিজ ভাগ হইতে অর্ধেক সুমিত্রাকে দান করেন, এইভাবে ভাগানুসারে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সহিত এবং শক্রয় ভরতের সহিত যুগ্মভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮

ভারপর রাম লক্ষ্মণের সহিত বাল্যক্রীড়া সহকারে বিচরণ

ভালে স্বর্ণময়্যাস্থ-পর্ণমুক্তাকলপ্রভম ।  
কণ্ঠে রত্নমণিত্রাভমধাঘোপিনখাঞ্চিতম ॥ ৫০  
কর্ণয়োঃ স্বর্ণম্পর্শরত্ন জুঁনচললকম ।  
লিঙ্গানমণিঃস্পর্শকটিসুত্র দৈবযুতম ॥ ৫১  
শ্রিতবস্ত্রাঙ্গনশনিম্প্রনীলমণিপ্রভম ।  
অঙ্গনে রিঙ্গমণঃ তং তর্ণকাননু সর্বতঃ ॥ ৫২  
দৃষ্টে দশরথো রাজা কৌশল্যা মুমুদে তদা ।  
ভক্ষমাণো দশরথো রামমেহোতি চাসকৃৎ ॥ ৫৩  
অঃস্বয়ভাতি হার্দেন ত্রেম্না নায়াতি লীলয়া ।  
আনয়েতি চ কৌশল্যামাহ সা সন্মিতা স্মৃতম ॥ ৫৪  
ধাবতাপি ন শক্রে তি স্প্রষ্টে যোগিমনোহতিগম ।  
প্রহসন্ স্বয়মায়াতি কর্দমাক্তিপাণিনী ॥ ৫৫  
কিঞ্চিদ্ গৃহীতা কবলঃ পুনরেব পলায়তে ।  
কৌশল্যা জননী তস্মা মাসি মাসি প্রকুর্বতী ॥ ৫৬

করিতে করিতে নিজেদের নানা উদ্দোগ ও সূক্ষ্মর আলাপ  
আলোচনার পিতা-মাতাকে প্রীতিনান করিতে লাগিলেন । ৫১

এই সময় রামের স্ত্রীজন্মে নানাবিধ অলঙ্কার ছিল। তাঁহার  
ললাটে স্বর্ণনির্মিত অম্বুশপত্র এবং তাহার প্রান্তভাগে মনোহর  
মুক্তাকলরাজ শোভা পাইতেছিল। কণ্ঠে রত্ন ও মণিসমূহ  
প্রাতিত ব্যস্ত্রনখের চিরযুক্ত হার ছিল। ৫০

দুই কর্ণে স্বর্ণাভ্য রত্নসমূহে ওত্সবর্ণ চকল চূর্ণকুন্তলশোভা  
পাইতেছে এবং শঙ্করামান মণিখচিত্র মঞ্জীর (নুন্নর), কটিসূত্র  
ও অঙ্গদ তাঁহার শোভাযুক্ত করিতেছে। ৫১

ঈষৎ হাসিতে সুললিত ও ভঙ্গ দস্তযুক্ত বীহার বদন এবং  
ইন্দ্রনীল মণির তার বীহার অলঙ্কারিত স্ত্রামবর্ণ, সেই স্ত্রীরাম অঙ্গনে  
গোবৎসগণের পুঙ্খ বরিষা বালসুলভ ক্রীড়া করিতেছিলেন। ৫২

তখন রাজা দশরথ ও মাতা কৌশল্যা দেবী রামকে এইভাবে  
দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তারপর দশরথ ভোজন করিবার  
লক্ষ্যে 'রাম। এস' এই কথা বলিয়া বার বার অভিযত্ন প্রেরণ  
প্রেরণের সত্ত্বে আত্মান করিলেন ও রাম খেলার মত ছিলেন  
বলিয়া যখন আসিলেন না, তখন দশরথ কৌশল্যাকে বলিলেন,  
—রামকে আনয়ন কর। ইহাতে কৌশল্যা দেবী ঈষৎ হাস্যমুখে  
পুত্রকে আনিবার লক্ষ্যে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ও যোগপণের  
মন বীণাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না, সেই রামকে স্পর্শ  
করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন রাম হাস্য করিতে করিতে  
যাই কর্দমলিঙ্গ হস্তে আসিলেন। ৫৩-৫৬

বায়নানি বিচিহ্নাণি সমলঙ্কতা রাধবম ।  
অপূপান্ মোদকান্ কুড়া কর্ণশঙ্খলিকান্তথা ॥ ৫৭  
কর্ণপূষাঃ চ বিবিধান্ বর্ষবৃক্ষো চ বায়নম ।  
গৃহকৃত্যং ভয়া ভাক্তং তস্মা চাপলাকারণং ॥ ৫৮  
একদা রঘুনাথোহমৌ গতে মাতরমাস্তকে ।  
ভোজনং দেহি মে মাতরন শ্রুতং কার্যাসক্তয়া ॥ ৫৯  
ভতঃ ক্রোধেন ভাঙানি লগুঃড়নাননুদা ।  
শিক্তাস্থঃ পাতয়ামাস গব্যাক নবনীতকম ॥ ৬০  
লক্ষণায় দদৌ রামো ভরতায় যথাক্রমম ।  
শক্রস্বয় দদৌ পশ্চাদ্দধি দৃষ্টঃ তথৈব চ ॥ ৬১  
সুদেন কথিতং মাত্রে হাস্তং কুড়া প্রধাবতি ।  
অগতাং তাং বিলোক্যাপ ভতঃ সর্বৈঃ পলায়িতম ॥ ৬২  
কৌশল্যা ধাবমানাহপি প্রসুখলন্তী পদে পদে ।  
রঘুনাথং করে ধুয়া কিঞ্চিন্নোবাচ ভাবিনী ॥ ৬৩

কিছু গ্রাস অন্ন ভোজনের পর পুনরায় তিনি পলায়ন  
করিলেন। মাতা কৌশল্যা বহুবংশের রামকে বেশদ্বার  
সর্বদা ভূষিত করিয়া রাখিডেন। তিনি পুত্রের কল্যাণকামনায়  
মাসে মাসে নানাবিধ পিষ্টক, মোদক কর্ণশঙ্খলিকা ও কর্ণ-  
পুষাদি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সর্বদা স্ত্রীপণকে ভোজন  
করাইডেন। এইরকম বর্ষান্তদিনেও ভক্ষ বিশেষ প্রদান  
করিডেন। রামের বালসুলভ চকগতার লক্ষ্যে কৌশল্যাকে সমস্ত  
গৃহকর্মই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ৫৭-৫৮

একদিন এই রঘুনাথ মাতা কৌশল্যার নিকট গমন করিলেন  
এবং বলিলেন—মাতঃ। ভোজন দান কর অর্থাৎ খাইতে দাও;  
কিন্তু মাতা অত্র কার্যে আসক্ত থাকার রামের এই কথা তর্নিত  
পান নাই। ৫৯

তখন রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষীর দ্বারা খাদ্যভাণ্ডে আঘাত  
করিলেন এবং শিকার হিত দধি, দুগ্ধ ও নবনীত ভূহলে পাতিত  
করিলেন। ৬০

রাম তাহা গ্রহণ করত লক্ষণ, ভরত ও শক্রস্বয়ক যথাক্রমে  
প্রদান করিলেন। পরে যখন সেই দধি ও দুগ্ধ ভোজন  
করিলেন। ৬১

পুত্রের পাচক সেই কথা মাতার নিকট বলিলে তিনি সগাত-  
বদনে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া  
রাম-লক্ষণ প্রভৃতি সকলেই পলায়ন করিলেন। ৬২

সদ্যাবতী কৌশল্যা পানশয়ন হইতে থাকিলেন ও ছুটিয়া



বালভাবঃ সমাশ্রিত্য মন্দঃ মন্দঃ কুরোদ হ ।

তে সৰ্বে লালিতা মাত্ৰা গাঢ়মালিন্য যত্নতঃ ॥ ৬৪

এবমানন্দসম্প্রদাহজগদানন্দকারকঃ ।

মায়াবালবপুৰ্ণত্বা রময়ামাস দম্পতী ॥ ৬৫

অথ কালেন তে সৰ্বে কৌমারং প্রতাপেদিরে ।

উপনীত। বশিষ্ঠেন সৰ্ববিদ্যাশিখারদাঃ ॥ ৬৬

ধনুর্বেদে চ নিরতাঃ সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞবেদিনঃ ।

বভূবুর্জগতাং নাথ। লীলয়া নররূপিণঃ ॥ ৬৭

লক্ষ্মণস্ত সদা রামমহুগচ্ছতি সাদরম্ ।

সেব্যসেবকভাবেন শত্রুদ্বো ভরতং তথা ॥ ৬৮

রামশ্চাপধরো নিত্যং তুণীবাণাধিতঃ প্রভুঃ ।

অশ্বারূঢ়া বনং যাতি যুগয়ায়ে মলক্ষণঃ ॥ ৬৯

বাইরা ধনুনাথকে হস্তে ধারণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৬৩

তখন রাম বালস্বভাব অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিলেন । ইহাতে মাতা কৌশল্যা সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনাদান করিলেন ॥ ৬৪

বহুবিধ আনন্দসমূহের দ্বারা নিখিল প্রাণীর আনন্দবিধায়ক রাম মায়াবলে মনুষ্যদেহ ধারণ করত রাজদম্পতী দমরথ এবং কৌশল্যাকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

ভারপর কালক্রমে তাঁহারা কৌমার অবস্থা পঁচ বৎসরের অধিক বয়স প্রাপ্ত হইলেন । তখন বশিষ্ঠদেব সৰ্ববিদ্যাশিখারদ কুমারগণের উপনয়ন সংস্কার করিলেন । (এখানে সংস্কার হইতে পারে যে, “গৰ্ভাক্টমেহক্টমে বাক্ষে জ্ঞানগোপনায়নম্ । গৰ্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গৰ্ভাৎ তু ছাদশে বিশঃ” ॥ —মনু০২।৩৬ এই মনুবাচ্যানুসারে একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন গ্রাহ্য, তাহা হইলে পঁচ বৎসরের পর ষষ্ঠে বর্ষে রামের উপনয়ন কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইল না? এই সংস্কার নিরসনের জন্য মনুর আর একটি বিশেষ বাক্য স্মরণ করিতে হইবে—“অশ্বর্চসকামেন কার্যং বিশ্রুত পক্ষমে । রাজ্ঞো বলাধিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্বন্তেহাধিনোহক্টমে” ॥ মনু ০২।৩৭ মনুর বিশেষ বচনে বলাধী হইয়া রামাদির ষষ্ঠবর্ষে উপনয়ন শাস্ত্রসম্মতই হইরাছে ।) ৬৬

ভারপর ধনুবিদ্যা শিক্ষার নিরত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন সমস্ত শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যার বিশেষ পারদর্শী হইলেন ।

শ্রীমদ্রবিশি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়নামায়ে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তিম

সমাপ্ত ।

হৃদাহৃষ্টমুগান্ বস্তান্ পিত্রে সৰ্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৭০

প্রাতরুথায় স্তম্ভাতঃ পিতরাবভিবাধ্য চ ।

পৌরকার্য্যাণি সৰ্বাণি করোতি বিনয়াধিতঃ ॥ ৭১ ।

বন্ধুভিঃ সহিতো নিত্যং ভুক্ত্বা মূনিভিরবহম্ ।

ধর্ম্মশাস্ত্ররহস্যানি শৃণোতি ব্যাকরোতাপি ॥ ৭২

এবং পরাত্মা মহুজ্জাবতারে

মহুজ্জলোকানমুস্থত্য সর্বান্ ।

চক্রেহবিকারী পরিণামহীনো

বিচার্যামাণো ন করোতি কিঞ্চিৎ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমদধ্যায়নামায়ে উমামহেশ্বরসংবাদে

আদিকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

এইভাবে তাঁহারা লাগাচ্চলে নবরূপ ধারণ করিয়া জগতের রক্ষক হইলেন ॥ ৬৭

লক্ষ্মণ সর্বদাই পরমাদরে রামের অনুগামী হইলেন । (পায়সবিভাগানুসারে লক্ষ্মণ রামানুচর হইবেন ।) এবং শত্রুঘ্নও সেবেক ভ্রাতৃ সেব্য ভরতের অনুগত্য স্বীকার করিলেন । (পায়সবিভাগানুসারে শত্রুঘ্ন ভরতানুচর হইবেন ।) ৬৮

প্রভু রাম প্রত্যহ ধনুর্ধারী হইয়া তুণ ও বাণ গ্রহণ করত অশ্বে আরোহণ করিয়া যুগলা করিবার জন্য লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন ॥ ৬৯

তথায় বনজাত যজ্ঞকর্ম্মোপযোগী যুগলগণকে বধ করিয়া আনিয়া সমস্তই পিতাকে প্রদান করিতেন ॥ ৭০

রামচন্দ্র প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া স্নান করত পিতা ও মাতাকে প্রণাম করিয়া বিনষ্টসহকারে পৌরকার্য্যসকল সম্পন্ন করিতেন ॥ ৭১ ।

বন্ধুদিগের সহিত নিত্য একসঙ্গে ভোজন করিতেন এবং মুনিগণের সহিত প্রতিদিন ধর্ম্মশাস্ত্রের গোপনীয় তত্ত্ব শ্রবণ করিতেন ও তদ্বিষয়ে বিবিধ আলোচনা করিতেন ॥ ৭২

অবিকারী পরিণামহীন পরমাত্মা রাম এইরূপে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যলোকের অনুকরণ করত সব কিছুই করিতে লাগিলেন ; কিন্তু এই বিষয়ে যথাস্থভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি যত্ন কিছুই করেন না ॥ ৭৩

কৌমার্য পক্ষমাকান্ত পৌণ্ড্রং দশমাবধি ।

কৈশোরমাপকদশ যৌবনন্ত ততঃ পরম্ ।

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

[ দশরথসমীপে বিশ্বামিত্রজাগমনম, রাম-লক্ষণৌ নীচা বজ্ররক্ষার্থং তস্ত গমনম, বিশ্বামিত্রেণ রামায়  
বলাভিলানাং বিভাদানম, ভাড়কাবধম্ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ :

কদাচিৎ কৌশিকোহভায়াদযেথাং জলনপ্রভঃ ।

ক্রুং রামং পরাভ্যানং জাতং জ্ঞাত্বা স্বমায়য়া ॥ ১

দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা প্রভাখ্যাচারিণেণ তু ।

বশিষ্ঠেন সমাগম্য পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ২

প্রভ্যবাচ মুনিং রাজা প্রাজ্ঞলির্ভক্তিনম্রবীঃ ।

কৃতার্থোহস্মি মুনীন্দ্রাহং তদাগমনকারণাৎ ॥ ৩

তদবিধা যদ গৃহং যাস্তি তত্রৈবায়ান্তি সম্পদঃ ॥ ৪

যদর্থমাগতোহস্মি ত্বং ক্রুহি মতাং করোমি তৎ ।

বিশ্বামিত্রোহপি তং শ্রীতঃ প্রভাবাচ মহামতিঃ ॥ ৫

### চতুর্থ অধ্যায় ।

[ দশরথের নিকট বিশ্বামিত্রের আগমন, রাম ও লক্ষণকে  
দেখিয়া বজ্র রক্ষার জন্ত তাঁহার গমন, বিশ্বামিত্র কর্তৃক রামকে  
এল ও অভিবল না ক দুটি বিভাদান এবং ভাড়কাবধ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তারপর কোনও এক সময়ে অগ্নিতুল্য  
তেজস্বী গাহিনক্ষন বিশ্বামিত্র ‘পরমায়া’ (‘রামঃ পরায়া প্রকৃতির-  
নাদিঃ’ ইতি বাক্যং) রাম নিজ মন্ত্রাবলে মনুজলোকে আবির্ভূত  
হইয়াছেন ইহা জানিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত অযোধ্যায়  
উভাগমন করিলেন ॥ ১

রাজা দশরথ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সত্তর গাত্রোথান  
করত বশিষ্ঠের সহিত নিকটে আসিয়া মুনি বিশ্বামিত্রকে  
বিশ্বানানুসারে পূজা করিয়া রাজা ভক্তিভরে নম্রভাবে অবলম্বন-  
পূর্বক কৃতজ্ঞলি তইয়া বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার  
উভাগঃ নানিস্তি আমি কৃতার্থ হইলাম ॥ ২-৩

আপনার জ্ঞান মহাশক্তি গণ সাহায্য গৃহে গমন করেন, তাঁহারই  
গৃহে সমস্ত সম্পদ ( ধনসম্পদ ও যোগসম্পদ—উভয় সম্পদকে  
একত্বের জন্ত এ স্থলে বহুবচনে সম্পদ লক্ষ প্রযুক্ত হইয়াছে । )  
উভাগমন করিয়া থাকে ॥ ৪

মহাত্মন ! আপনি সাহায্য জন্ত এখানে উভাগমন করিয়াছেন,  
তাঁহা বলুন । আমি তাহা যথার্থই নিষ্পাদন করিব । তখন  
মহামতি বিশ্বামিত্রও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৫

রাজন ! পর্বকাল(১) উপস্থিত হইলে পর যখন বজ্রের

১ বায়োকিরামায়ণে দেখা যায়, বিশ্বামিত্র দশরথকে দর্শন  
করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন,—

‘এতস্মিন্নেব কালে তু বিশ্বামিত্র ইতি শ্রুতঃ ।

মহাবিরভারাদ্ ব্রহ্মমুখাভ্যাং নরাধিপম্ ॥’ ২২১১

(১) চতুর্দশমী চৈব অমাবস্তা পূর্ণিমা ।

পর্বান্যেভানি রাজেন্দ্র রবি-সংক্রান্তিরেব চ ।

বিষ্ণুপুরাণ ১১/১১৫

অহং পর্বণি সংপ্রাপ্তে ইষ্টা যষ্টুঃ সুরান্ পিতৃন ।

যদারভে তদা দৈত্য্য বিস্মঃ কুর্দাস্তি নিত্যশঃ ।

মাবীচশ্চ সুবাহশ্চ পরে চানুচরান্তয়োঃ ॥ ৬

অতন্ত্যোর্বধার্থ্য জ্যেষ্ঠঃ রামঃ প্রযচ্ছ মে ।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ।

বশিষ্ঠেন সহামন্ত্র্য দীয়তাং যদি গোচরে ॥ ৭

পপ্রচ্ছ গুরুমেকাস্তে রাজা চিন্তাপরায়ণঃ ।

কিং করোমি গুরো রামং ত্যক্তুং নোৎসংতে মনঃ ॥ ৮

বহুবর্ষসহস্রান্তে কষ্টেনোৎপাদিতাঃ শ্রুতাঃ ।

চত্বারো মম তুল্যাস্তে তেষাং রামোহভিবল্লভঃ ॥ ৯

যারা দেবতা ও পিতৃগণের(২) আরাধনঃ আরম্ভ করি, তখন  
দৈত্যাদল অর্থাৎ দৈত্য ও রাক্ষসগণ আসিয়া প্রতিদিনই বিস্ম  
সৃষ্টি করে । এই দলে মারীচ, সুবাহ ও ত্যাচারদের অনুচরবর্গই  
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ॥ ৬

অতএব অনুচরবর্গের সহিত মারীচ ও সুবাহকে বধ করিবার  
জন্ত ভ্রাতা লক্ষণের সহিত রামকে আমায় প্রদান কর । ইহাতে  
ভোমার মঙ্গল হইবে । এ বিষয়ে বশিষ্ঠের সহিত পরামর্শ  
করিয়া যদি অভিরুচি হয়, তবে লক্ষণের সহিত রামকে প্রদান  
কর ॥ ৭

ইহাতে রাজা দশরথ বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া নির্জনে গুরু  
বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো ! আমি কি করিব ?  
রামকে পরিত্যাগ করিতে আমার মন চাহিতেছে না ॥ ৮

বহুবর্ষসহস্র(৩) অভিবাতিত হইলে পর যত কষ্টে চারিটি

(২) পর্বকালে পিতৃযজ্ঞে অধিক ফল লাভ হয় । যথা  
ব্রহ্মপুরাণে—

‘নিভাৎ যন্তোরয়নয়োনিত্যং বিশ্বংভোদ’রোঃ ।

চন্দ্রার্করোহ্রহণমোর্বাতীপাতেষু পর্বসু ।

অহোরাজ্যোযতঃ স্নানং শ্রাভঃ দানং তথা জপম্ ।

যঃ করোতি প্রসন্নাত্মা তস্য স্যাৎকরকং তৎ ॥

(৩) বহুবর্ষসহস্রাৎ—এই স্থলে বর্ষসংখ্যা দেওয়া নেই, কিন্তু  
বায়োকিরামায়ণাদিতে তাহা আছে । সেই পাঠ আবার প্রাচ্য  
ও পশ্চাৎপ্রভেদে ভিন্ন দেখা যায় ; যথা—পশ্চাৎপ্রভেদে—‘যতিবর্ষ-  
সহস্রাণি জাতস্ত মম কৌশিক’ । ১১২০-১১ “কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিত-  
শ্যামং ন রামং নেতুমর্হসি” । ১১২০-১১ । প্রাচ্যে—‘নব বর্ষ’হস্রাণি  
মম জাতস্ত সাম্প্রতম্’ ১১২০-১১ । ‘নববর্ষসহস্রাণি বাজীতানি  
মমাত্মবঃ । রামায়ণমঙ্গরী । ১১১১ । সুতরাং এক্ষণে স্থলে কোন্  
মত গ্রহণীয় ? আমার মতে প্রাচ্য মত ; কারণ তেভামুগে  
মানুষের আয়ুর পরিমাণ ১০ হাজার বৎসর । অতএব ‘নব  
বর্ষসহস্রাণি’ এই বাক্য যথার্থ ।

রামত্বিতো গচ্ছতি চেন্ন জীবামি কথঞ্চন ।

প্রত্যাখ্যাতো যদি মূনিঃ শাপং দাস্ত্যভ্যাসংশয়ম্ ॥১০

কথং শ্রেয়া ভবেদ্ব্যহমসত্যাকাপি ন নৃপশেখ ॥১১

বশিষ্ঠ উবাচ ।

শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।

রামো ন মনুষ্যো জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১২

ভূমেৰ্ভাঃরাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ।

স এব জাতো ভগবান্ কোশল্যাত্মাঃ তবানঘ ॥ ১৩

ত্বস্ত প্রজাপতিঃ পূর্বঃ কশ্যপো ব্রহ্মণঃ স্রুতঃ ।

কৌশল্যা চ দিতিঃ পূর্বঃ দেবমাতা যশস্বিনী ॥১৪

ভবন্তৌ ভপ উগ্রাঃ বৈ তেপাতে বহুঃসংসরম্ ।

অগম্যাবসায়ৌ বিষ্ণুপূজাধারৈনকতৎপরৌ ॥ ১৫ (১) ।

পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে। আমার এই পুত্রগণ সকলেই ভূলা-  
ভ্রমণালী; তাহাদের মধ্যে রাম আবার আমার অতিপ্রিয় ॥ ৯

রাম যদি এতদূর হইতে যান, তাহা হইলে আমি কোনরূপেই  
জীণ্ডিত থাকিতে পারিব না। আগার মূনি বিশ্বামিত্র যদি  
প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যান, তবে তিনি যে শাপদান  
করিবেন এ বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নাই ॥ ১০

হে গুরো! অতএব আমার কিভাবে মজ্ঞ হইবে এবং  
মিথ্যাও আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে আপনি  
উপদেশ করুন ॥ ১১

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্। দেবগণের অপ্রকাশ্য, অতএব  
গোপনীয় তথ্য বহুসংখ্যক প্রবণ কর। রাম মানুষ নন, বরং  
সনাতন পরমাত্মা নরাকারে রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ১২

পৃথিবীর ভারলাঘ্যের জন্য পূর্বে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত  
হইয়াছিলেন। নিম্পাপ ভূপাল। সেই ভগবান্ নারায়ণই  
কৌশল্যের গর্ভে তোমার পুত্ররূপে উদ্ভূত হইয়াছেন ॥ ১৩

তুমি ত' ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি কশ্যপ ছিলে এবং এই  
কৌশল্য। পূর্বে দেবমাতা যশস্বিনী অদিতি ছিল। (এখানে  
সংশয় হইতে পারে যে, কশ্যপ মরীচির পুত্র, তবে কেন এখানে  
ব্রহ্মার পুত্র বলা হইল? ব্রহ্মপুত্রকথন উপচারণসহঃ স্মৃতিতে  
হইবে। অথবা “নব ব্রহ্মণ ইত্যোক্তে পুরাণে নিশ্চয়ং গত্যঃ”।  
এই হরিবংশ প্রভৃতির মতে মরীচি প্রভৃতিভেদে ব্রহ্মা বলা  
হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মরূপী মরীচির পুত্র—এই অর্থগ্রহণ করিলে  
কোন সংশয় থাকিবে না।) ১৪

তোমরা উভয়ে বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা  
করিয়াছিলে। গ্রাম্য বিষয় স্মরণ না করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য  
অবলম্বন করিয়া ভগবান্ ঐবিষ্ণুর পূজা ও ধ্যানই তোমরা  
আসক্ত ছিলে ॥ ১৫

ভদা প্রসন্নো ভগবান্ বরদো ভক্তবৎসলঃ ।

বৃণীষ বরমিত্রাক্তৌ হং মে পুত্রৌ ভবানঘ ॥১৬

ইতি ত্বয়া যাচিতে বৈ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।

তথেষ্টাক্ত্যাহত পুত্রভে জাতো রামঃ স এব হি ॥১৭

শেষস্ত লক্ষ্মণো রাজন্ রামমেবাষপত্নত ।

জাতৌ ভরতশত্রু শ্চা শত্মাক্রে গণাভূতঃ ॥ ১৮

যে গম্যাহপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী ।

সি হি মিত্রে হপি রামায় তাং যোজয়িতুমাগতঃ ॥ ১৯

এতদ্ গুহ্যতমং রাজন্ ন ব্যক্তব্যং কদাচন ॥ ২০

অতঃ পীতন মনসা পুত্রয়িষ্যে হং কৌশিকম্ ।

প্রেষয়স্ব রমানাথং রাঘবং মহালক্ষ্মণম্ ॥ ২১

বশিষ্ঠনৈবমুক্তস্ত রাজা দশরথস্তদা ।

কৃতকৃত্য মিহাস্মানং মেনে প্রমুদিতাক্ষরঃ ॥ ২২

তখন তোমাদের এই কঠোর তপস্যার প্রসন্ন হইয়া বরদাতা  
ভক্তবৎসল ভগবান্ বিষ্ণু ‘বর প্রার্থনা কর’ এই বলিয়াছিলেন।  
নিম্পাপ রাজন্। সেই সময় তুমি ‘তুমি আমার পুত্র ৩৬’ এই  
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তখন ভূত-ভাবন (ভূতমাতার জনক—  
অগণেশ্বর) ভগবান্ নারায়ণ ‘তা’হাই হইবে’ এই কথা বলিয়া,  
সেই নারায়ণই আজ তোমার পুত্র রাম হইয়া অঙ্গপরিগ্রহণ  
করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭

রাজন্। লক্ষ্মণ শেষবাণ অর্থাৎ অনন্তদেব, (১) তিনি  
রামেরই তুল্য শক্তিশালী বলিয়া রামের আনুগত্য স্বীকার  
করিয়াছেন। আর এই ভরত ও শত্রুঘ্নরূপে শত্মাক্রে ও গণাধারী  
নারায়ণের চক্র ও গরুড় অঙ্গগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৮

যে গম্যাহপি জনকনন্দিনী ‘সীতা’ এই নামে উদ্ভূত  
হইয়াছেন। আর এই বিশ্বামিত্রও রামের সহিত সীতার সংযোগ  
সাধন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৯

রাজন্। ইহা অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব, সুতরাং কোথাও ইহা  
প্রকাশ করিবে না ২০

অতএব প্রসন্ন মনে বিশ্বামিত্রের পূজা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত  
রঘুবংশভূষণ লক্ষ্মাপতি ঐরামচন্দ্রকে প্রেরণ করুন ॥ ২১

বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর রাজা দশরথ তখন অতরে  
আনন্দিত হইয়া নিজেকে বেন কৃতকৃত্য বলিয়াই মনে  
করিলেন ॥ ২২

(২) লক্ষ্মণারি আর্তিবাৎ সহজে পাশ্বে উত্তর পটে  
২৪২ অধ্যায়ে দেখা য়, —

“কৈকেয়ঃ ভরতো জজ্ঞে পাকভত্যংশচোদিতঃ ।

মুখিতা জনরামাস লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥

শত্রুঘ্নক মতাভাগা দেবশত্রুপ্রতাপনম্ ।

অনন্তাংলেন সজুতো লক্ষ্মণঃ পরবীরো ॥

সুদর্শনাংলঃ সজুতঃ সজুতঃসমিতবিষ্ণুমঃ” ॥ ১৪-১৬

আহুয় রাম রামেতি লক্ষণেতি চ সাদরম্ ।  
 আলিঙ্গ্য মুখ্যবজ্রায় কৌলিকায় সমর্পয়ং ॥২০  
 ততোহতিস্রষ্টো ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রভাপবান্ ।  
 আশীভিরভিনন্দ্য্য রাজানং রামলক্ষণৌ ।  
 গৃহীত্বা চাপতুণীরবাণখড়্গধরৌ যযৌ ॥ ২৬  
 কক্ষিদদেশমতিক্রম্য রামমাহুয় ভক্তিতঃ ।  
 দদৌ বলাষ্ঠাতিবলাং বিদ্রে ভে দেবনির্মিতে ।  
 যযৌগ্রহণমাত্রেণ ক্ষুৎক্ষামাদি ন জায়তে ॥২৫  
 তত উত্তীৰ্য্য গঙ্গাং তে তাড়কাবনমাগমন্ ।

ভারপর 'রাম রাম' ও 'লক্ষণ' এই বলিয়া সাদরে আহ্বান করত তাঁহাদের আলিঙ্গন করিয়া ও মস্তকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥ ২০

অনন্তর প্রভাপশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র অভিশয় ছুট হইয়া স্বাণকাদিদানে রাজা দশরথকে অভিনন্দিত করিয়া ধনু, তুণীর, বাণ ও খড়্গধারী রাম ও লক্ষণকে গ্রহণ করত গমন করিলেন ॥ ২৪

যাইতে যাইতে কিছু দেশ অতিক্রম করিয়া বিশ্বামিত্র ভক্তিভাবে রামকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে দেবসৃষ্টা বলা (শরীরের সামর্থ্য সম্পাদন করিয়া ইষ্টসাধিকা—'বলং দেহি তনুয় নঃ' ইতি মন্ত্রলিঙ্গাৎ) এবং অতিবলা (সঙ্কল্পমাত্রেই ঈচ্ছজনিকা)—এই দুই বিদ্যা প্রদান করিলেন। যে বিদ্যা গ্রহণ করিগামা এই গুণ ও কাম (কামত্ব—দুর্জয়তা, কুশতা) প্রভৃতি (১) উপলব্ধ হয় না ॥ ২৫

(১) বাঙ্গালীক রামায়ণে এবিষয়ে দেখা যায়,—

“গুণাং য়ে ইমে বিদ্যে বচামতিবলাং তথা ।  
 ন তে শ্রমে জরা বাভ্যাং ভবিতা নাজবৈকৃতম্ ।  
 ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্মস্বিত্তি নৈবভাঃ ।  
 ন চ তে সদৃশো রাম বীর্যোপাত্তো ভবিষ্যতি ।  
 স দেব-নর-নাগেশু লোকেষিহ পুমাংস্ত্রিষু ।  
 ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন বুদ্ধি-জ্ঞতি-পৌরুষে ।  
 নোত্তরে প্রতিপত্তব্যে তৎতুল্যো বা ভবিষ্যতি ।  
 এতদ্-বিদ্যাধরং প্রাপ্য যশস্তাব্যায়মাণস্তসি ।  
 বলামতিবলাকৈব জ্ঞান-বিজ্ঞানমাতরৌ ।  
 ক্ষুৎ-পিপাসে চ তে রাম নাতর্থাৎ পীড়য়িতব্যঃ ।  
 জরস্ত দুর্গ-কান্তারপ্রদেশেষ্টবীষু চ ।  
 সারভাং ত্রিষু লোকেষু গমিতসি চ রাঘব ।

১১৫১১২-১৬

বিশ্বামিত্রস্তদা প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ২৬  
 অত্রান্তি তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।  
 বাধতে লোকমখিলং জহি তামবিচারয়ন্ ॥ ২৭  
 তথেষতি ধনুর্দাদায় সগুণং রঘুনন্দনঃ ।  
 টঙ্কারমকরোং তেন শব্দেনাপ্রয়ন্ বনম্ ॥ ২৮  
 তচ্ছ্রুত্বাহসহমানা সা তাড়কা ঘোররূপিণী ।  
 ক্রোধসমুচ্ছিতা রামমতিহ্রস্তাব মেঘবৎ ॥ ২৯  
 তামেকেন শরেষাশু তাড়য়ামাস বক্ষসি ।  
 পপাত বিপিনে ঘোরা বমন্তী রুধিরং মুহঃ ॥ ৩০

ভারপর তাঁহারা সকলে গঙ্গা (২) পার হইয়া তাড়কা রাক্ষসীর বনে উপস্থিত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র সত্যপরাক্রমী শ্রীরামচক্রকে বলিলেন ॥ ২৬

রাম। এই বনে বেজায় নানারূপ ধারণ করিতে সমর্থ তাড়কানারী এক রাক্ষসী আছে। সে সকল লোককে পীড়িত করে, অতএব তাকে বধ কর; এ বিষয়ে 'সে ত্রিলোক, সুত্তরাং অবধ্যা'; এরূপ কোন বিচার করিও না। (তুমি কেবল আমার আদেশ পালন কর, তাহা হইলেই তোমার ইচ্ছাসিদ্ধি হইবে) ॥ ২৭

তখন রঘুনন্দন রাম 'ভষান্ত' বলিয়া গুণযুক্ত ধনু গ্রহণ করত টঙ্কার ধ্বনি করিলেন, ইহাতে সেই শব্দে সম্পূর্ণ বনভূমি নিনাদিত হইয়া উঠিল ॥ ২৮

ভয়ঙ্করী তাড়কারাক্ষসী সেট ধনুটঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা সহ্য করিতে পারিল না, তখন সে ক্রোধে মুচ্ছিতা হইয়া মেঘের ভায় কাল ও বিশাল আকার ধারণ করত রামের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২৯

সেই সময় রাম সত্তর ভাহার বক্ষে একটি বাণে বিদ্ধ করিলেন, ইহাতে সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী পুনঃ পুনঃ রক্ত বমন করিতে করিতে গভীর বনমধ্যে পতিত হইল এবং প্রাণভ্যাগ করিল ॥ ৩০

(২) বাঙ্গালীক-রামায়ণে কিন্তু গঙ্গাপার হওয়ার কথা নাই। সরযু নদীর অনতিদূরে স্থিত কোনও এক দেবনদীর দর্শনমাত্র উল্লিখিত আছে। সেই দেবনদীর তীরে ঋষিদিগের আশ্রমসমূহ দর্শন করিয়া রাম ও লক্ষণের কৌতূহল এবং সেই সবেদ ভক্ত জিজ্ঞাসা। এখানেই কামাশ্রম দর্শন এবং মহর্ষি কর্তৃক ভাহার সারাংশ বর্ণন। অতঃপর সরযু নদীর পারে গমন বধা,—‘ভতার সরিতং পুণ্যং সঃসুং বিমলোদকাম্’ ॥ ১১৭১৪

ভাতোহতিস্থলী বন্ধী সর্বাভরণভূষিতা ।  
 শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রামপ্রসাদতঃ ।  
 নত্যা রামং পরিক্রম্য গতা রামাজয়া দিবম্ ॥ ৩১  
 ভাতোহতিস্থলীঃ পরিভ্যক্তা রামং  
 মূৰ্ধগবজায় বিচিস্ত্য কিঞ্চিৎ ।

ভারপর সর্ববিধ অগঙ্করে অলঙ্কৃত্য অভিশয় সূন্দরী যে বন্ধী  
 শাপবশতঃ পিশাচের প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বন্ধী রামের  
 করুণায় মুক্ত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিয়া এবং  
 তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বর্ণে চলিয়া যাইল ॥ ৩১

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়ানামায়েণে উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

### পঞ্চনোদধ্যায়ঃ

[ রামেণ রাক্ষসান্ হত্বা যজ্ঞশ্চ রক্ষা, অহল্যায়ঃ শাপমোচনম্, তয়া চ শ্রীরামচন্দ্রস্য স্তুতিঃ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ভজ কামাশ্রমে রম্যে কাননে মুনিরুক্মল ।  
 উষিত্বা রজনীমেকাং প্রভাতে প্রস্থিতাঃ শনৈঃ ।  
 সিদ্ধাশ্রমং গতাঃ সর্বৈ সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥ ১  
 বিশ্বামিত্রেণ সম্প্রীত মুনয়স্তল্লিঙ্গবাসিনঃ ।  
 পূজাঞ্চ মহতীং চক্ৰু রাম-লক্ষণয়োজ্ঞতম্ ॥ ২  
 শ্রীরামঃ কৌশিকং প্রাহ মুনে দীক্ষা প্রদিশ্যতাম্  
 দর্শয়িস্ব মহাভাগ কূতস্তৌ রাক্ষসাদধমৌ ॥ ৩

পঞ্চম অধ্যায় ।

[ রাম কর্তৃক রাক্ষস বধ করিয়া যজ্ঞ রক্ষা, অহল্যার শাপ-  
 মোচন এবং ভৎকর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তুত । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি। ভারপর সেই মুনিগণে  
 পরিপূর্ণ রমণীয় বনে কামাশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে  
 ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহার সকলে সিদ্ধ ও চারণ-  
 গণে সেবিত সিদ্ধাশ্রমে ( ১ ) যাইয়া উপহিত হইলেন ॥ ১

তথায় বিশ্বামিত্রের নির্দেশ অনুসারে সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ  
 অতি সত্বর শ্রীরাম এবং লক্ষণের বিশেষ আড়ম্বরের সহিত পূজা  
 করিলেন ॥ ২

ভারপর শ্রীরাম বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনে। যজ্ঞ  
 দীক্ষিত হউন অর্থাৎ যজ্ঞ আরম্ভ করুন। মহাভাগ। কোথায়  
 সেই দুই রাক্ষসাদম মারীচ ও সুবাহু আছে, তাহা দেখাইয়া  
 দিল ॥ ৩

সর্বান্নজালাং সন্নহশ্চন্দ্রং

শ্রীভাত্যভিরামায় দদৌ মুনীশ্বঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমদধ্যায়ানামায়েণে উমামহেশ্বরসংবাদে

আদিকাণ্ডে চতুর্থোদধ্যায়ঃ ॥ ৪

অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র অভ্যন্ত হুই হইয়া রামকে  
 আলিঙ্গন করত মন্তক আশ্রয় করিয়া কিছু চিত্তাপূর্বক রহন্ত  
 ও মন্ত্রের সহিত সর্বান্নসমূহ শ্রীতি সহকারে রামকে প্রদান  
 করিলেন ॥ ৩২

উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ভৎকর্তৃক মুনিরুক্মলারেভে মুনিভিঃ সহ ॥ ৪

মধ্যাহ্নে দদৃশাতে ভৌ রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ।

মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বর্ষস্তৌ রুধিরান্বিনৌ ॥ ৫

রামোহপি ধনুর্জয়ন্ত্যে বো বাণৌ স্পর্শে সুধীঃ ।

আকর্ণান্তং সমাকৃন্ত্য বিসর্জ্য তয়োঃ পৃথক্ ॥ ৬

তয়োরেকস্ত মারীচং ভ্রাময়ন্ শতযোজনম্ ।

পাতয়ামাস জলধৌ তদদভূতমিবাভবৎ ॥ ৭

‘ভাহাই হটক’ এই কথা বলিয়া মুনিগণের সহিত মুনি  
 বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

মধ্যাহ্নকালে সেই দুই কামরূপী রাক্ষস মারীচ ও সুবাহকে  
 রক্ত এবং অস্থি (হাড়) বর্ষণ করিতে করিতে তথায় উপহিত  
 হইতে দেখা যাইল ॥ ৫

তখন ধীরে ধীরে রাম ও লক্ষ্মী আনত করিয়া গুণবোজন্য করত  
 দুইটি বাণ সজ্জান করিলেন এবং কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া  
 সেই বাণ দুইটিকে পৃথক পৃথক ভাবে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬

সেই বাণ দুইটির মধ্যে একটি বাণ মারীচকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে  
 শত যোজন দূরে সমুদ্রমধ্যে পাত্তিত করিল। তখন ইহা যেন  
 এক অভূত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৭

.( ১ ) সিদ্ধাশ্রম সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—

“এব পূর্বাশ্রমো রাম বামনস্ত মহাশ্রমঃ ।

সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো ব্রজ মহাবশাঃ ॥”

দ্বিতীয়োহগ্নিময়ো বাণঃ সুবাহুদহং কণাৎ ।  
 অপরে লক্ষ্মণেনাশু হতাস্তদমুখ্যায়িনঃ ॥ ৮  
 পুষ্পৌষধিরাকিরন্ দেবা রাঘবং সহলক্ষ্মণম্ ।  
 দেবহুতয়ো নেতৃশ্চত্বৈবুঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ॥ ৯  
 বিশ্বামিত্রস্ত সম্পূজ্য পূজাহং রঘুনন্দনম্ ।  
 অহং নিবেশ্য চালিঙ্গ্য ভক্ত্যা বাম্পাকুলেক্ষণঃ ॥ ১০  
 ভোজয়িষ্য সহ ভ্রাতা রামং পকফলাদিভিঃ ।  
 পুরাণবাক্যৈর্মধুরৈর্নিনায় দিবসত্রয়ম্ ॥ ১১  
 চতুর্থেহহনি সম্প্রাপ্তে কোণিকো রামমন্ত্রবীং ।  
 রাম রাম মহাবজ্রং জষ্টেমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ১২  
 বিদেহরাজনগরে জনকস্ত মহাত্মনঃ ।  
 ভক্ত মাহেশ্বরং চাপমন্তি স্তম্ভং পিনাকিনা ।  
 জ্ঞানসি ত্বং মহাসত্ত্বং পূজাসে জনকেন চ ॥ ১৩

আর দ্বিতীয় অগ্নিময় বাণটি ক্ষণকালের মধ্যেই সুবাহুকে  
 গন্ধ করিয়া ফেলিল। লক্ষ্মণ (১) এই সময় সেই দুই রাক্ষসের  
 অনুগামী অস্ত্র রাক্ষসদিগকে সত্ত্বর বধ করিলেন। ৮

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া দেবগণ রাম ও লক্ষ্মণের উপর পুষ্প-  
 সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, দেবহুতুভিসকল ধ্বনিত হইতে  
 লাগিল এবং সিদ্ধ ও চারুগণ স্তব করিতে লাগিলেন। ৯

এই সময় বিশ্বামিত্র পূজাযোগ্য রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রকে  
 বিশেষভাবে পূজা করিয়া ভক্তিভরে ক্রোড়ে বসাইয়া আলিঙ্গন  
 করিলে আনন্দাচ্ছতে তাঁহার বরনধর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১০

তারপর পক ফলাদির দ্বারা ভ্রাতা লক্ষ্মণ সহ রামকে  
 ভোজন করাইয়া বিশ্বামিত্র ভোজন তিন দিন মধুর পুরাণ বাক্য-  
 সমূহ আলোচনা করিতে করিতে অভিবাহিত করিলেন। ১১

চতুর্থ দিন উপস্থিত হইলে পর বিশ্বামিত্র শ্রীরামকে বলিলেন,  
 —রাম, রাম। আমরা এক মহাবজ্র দর্শনের ইচ্ছায় মহায়া  
 জনকের বিদেহরাজনগরে মিথিলার বাইব। ভোজন পিনাক-  
 যারী ভগবান্ মহেশ্বরের দ্বারা স্থাপিত এক ‘মাহেশ্বর’ ধনু

(১) বাম্পাকিরামায়ণে দেখা যায় রামচন্দ্র অনুগামী-  
 দিগকেও বিনাশ করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ নন,—

‘অতানপি চ বায়ব্যমন্ত্রমাধার রাঘবঃ ।

নিজযান চ রক্ষাংসি মুনীনাং বর্জয়ন্ মুনম্’ ।

বাং ১০৩০২০

ইত্যুক্তা মুনিত্তিত্তাভ্যাং যয়ো গঙ্গাসমীপতাম্ ।  
 গৌতমশ্রামং পুণ্যং যত্রাহল্যা শিলাময়ী ॥ ১৪  
 দিব্যপুষ্পফলোপেতপাদপৈঃ পরিবেষ্টিতম্  
 যুগপক্ষিগণৈর্হীনৈর্নানাজন্তবিবজ্জিতম্ ॥ ১৫  
 দৃষ্টোবাচ মুনিং শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ ।  
 কশ্চৈতদাশ্রমপদং ভপতাং সুখদং মহৎ ॥ ১৬  
 পত্রপুষ্পফলৈর্ভূক্তং হৈজন্তভিঃ পরিবজ্জিতম্ ।  
 আহ্লাদয়তি মেইচ্চেতো ভগবন্ ক্রহি ভক্ততঃ ॥ ১৭  
 বিশ্বামিত্র উবাচ ।

শৃণু রাম পুরাবৃত্তং গৌতমো লোকবিশ্রুতঃ ।  
 সর্বধর্মভূতাং শ্রেষ্ঠত্বপদারাদয়ন্ হরিম্ ॥ ১৮  
 তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ কশ্যামহল্যং লোকমুন্দরীম্ ।  
 ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্তুষ্টঃ শুক্রাষণপরায়ণাম্ ॥ ১৯

আছে। তুমি সেই মহাপ্রজ্ঞার ধনু দর্শন করিবে এবং মহাত্মা  
 জনক কর্তৃক পুজিত হইবে। ১২-১৩

এই কথা বলিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র মুনিগণ এবং রাম ও  
 লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গা নদীর সমীপে মহাবি গৌতমের পুণ্য আশ্রমে  
 গমন করিলেন, যথার গৌতমভার্য্যা অহল্যা শিলাময়ী  
 রহিয়াছেন। ১৪

গৌতমের এই আশ্রম দিব্য পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষসমূহে  
 পরিবেষ্টিত, যুগ ও পক্ষিগণশ্রুত এবং অত্যন্ত নানা জন্তুগণ-  
 বনিত ছিল। ১৫

পদ্মলোচন শ্রীমান্ রাম সেই বন দর্শন করিয়া মুনিবর বিশ্বা-  
 মিত্রকে বলিলেন,—ভগবিনের সুখপ্রদ এই বিশাল আশ্রমস্থান  
 কাহার? ১৬

এই আশ্রমের স্থান পত্র, পুষ্প ও ফলসমূহে বৃক্ষ বটে;  
 কিন্তু জন্তুগণ এই স্থানকে সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছে।  
 ভগবন্। ইহার যথার্থ বিবরণ শুনিবার জন্য আমার চিত্ত  
 উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আপনি ইহার প্রকৃত ভক্ত বর্ণনা  
 করুন। ১৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাম। তুমি এক পূর্বের ইতিহাস  
 শ্রবণ কর। সমস্ত ঋষিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জগদ্বিখ্যাত  
 মহাবি গৌতম ভগবতা দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিতে  
 ছিলেন। ১৮

তাঁহার অন্তর্ভুক্ত সন্ততি হইয়া ব্রহ্মা ভুবনমুন্দরী সেবাপর-

তয়া সার্বমিহাবাসীদু গৌতমস্তপতাং ববঃ ।

শক্রস্ত তং ধৰ্ম্ময়িতুমন্তরং প্রেক্ষ্য রহম ॥ ২০

কদাচিন্মুনিবেশেন নির্গতে গৌতমে গৃহাৎ ।

তাং ধময়িত্বা নিরগাং ত্বরিতং মুনিরপ্যাগাৎ ॥ ২১

দৃষ্ট্বা যান্তং স্বরূপেণ মুনিঃ পরমকোপনঃ ।

পপ্রচ্ছ কত্বং তৃষ্টান্মম রূপধরেহধমঃ ॥ ২২

সত্যং জহি ন চেদু ভস্ম করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।

সোহব্রবীদু দেবরাজোহং পাহি মাং কামকিঙ্করম্ ॥ ২৩

কৃতং জুগুপ্সিতং কৰ্ম্ম ময়া কুংসিতচেতসা ।

৯৭ অহল্যা (১) নাম এক কত্তা সেই গৌতমকে প্রদান করেন । ১৯

তপস্বিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৌতম অহল্যার সহিত এখানে বাস করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ইজ্ঞ তাঁহাকে ধৰ্ম্ম করিবার জন্য প্রতিদিন সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । ২০

কোন একদিন গৌতম গৃহ হইতে বহির্গত হইলে ইজ্ঞ মুনির (গৌতমের) বেশ ধারণ করিয়া সেই অহল্যাকে ধৰ্ম্ম (২) করত সত্বর নির্গত হইলেন এবং অতঃপর মুনি গৌতমও গৃহে

(১) অহল্যা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সম্ভূত বাঙ্গালিকিরামায়ণে

উত্তরকাণ্ডে অক্ষার বাক্য—

“সোহং তাসাং বিশেষার্থং ত্বিন্নমেকাং বিনির্মমে ।

বদুং প্রজ্ঞানাং প্রভাভং বিশিষ্টং ভক্তদৃষ্টম্ ।

ভভো ময়া রূপ-গুণৈরহল্যা ত্রী বিনির্মিতা ।

হলাং নামেহ বৈরূপ্যং হলাং ভবপ্রভবং ভবেৎ ॥

যত্যা ন বিদতে হলাং ভেনাহলোভি বিজ্ঞতা ।

অহলোভোব চ ময়া তত্যা নাম প্রকৌত্তিতম্ ।

নির্মিতারাক দেবেজ্ঞ তত্যাং নার্যাং সুর্য্যভ ।

ভবিষ্যতীতি কঠেষা মম চিত্তা ভভোহভবৎ ।

স্বং তু শক্র তদা নারীং জানীবে মনসা প্রভো ।

স্থানাদিকতয়া পত্নী মমৈবোভি পুরন্দর ।

স্যা ময়া ভাসভূতা তু গৌতমস্ত মহাত্মনঃ ।

তত্যা বহুনি বর্ষাণি তেন নির্ধাতিতা চ হ ॥ ২১-২৬

(২) ধৰ্ম্ম (বলাৎকার) বিষয়ে এই অধ্যায়রামায়ণেই আছে। কিন্তু বাঙ্গালিকিরামায়ণে উভয়ের সম্মিলিতই পরস্পর সন্তোষ কথিত আছে,—“মুনিবেশধরং শক্রং মা জ্ঞাতাপি পরভগ । মজ্জি চকার দুৰ্ম্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ ॥ অববীজ সুরজ্যেষ্ঠং কৃতার্থং সা বচন্তদা । কৃতার্থোহসি সুরজ্যেষ্ঠ পজ্ঞ শীত্মমলকিতঃ । জ্ঞানানং মাক দেবেশ সৰ্ব্বথা রক্ষ মানদ ॥ ১৪৫১৯-২০

গৌতমঃ ক্রোধভাত্রাক্ষঃ শশাপ দিবিজাধিপম্ ॥ ২৪

যোনিলম্পট তৃষ্টান্মনু সহস্রভগবানু ভব ।

শপ্তা তং দেবরাজানং প্রবিশ্য স্বাশ্রমং ক্রতম্ ॥ ২৫

দৃষ্ট্বাহল্যাং বেপমানাং প্রাজ্ঞলিং গৌতমোহব্রবীৎ ।

তৃষ্টে ত্বং তিষ্ঠ ত্ববৃন্তে শিলায়ামাশ্রমে মম ॥ ২৬

নিরাহারা দিবারাজং তপঃ পরমমান্বিতা ॥ ২৭

আতপানিলবর্ষাদিসহিষ্ণু পরমেশ্বরম্ ।

ধায়ন্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতম্ ॥ ২৮

নানাজন্তুবিহীনোহয়মাশ্রমো মে ভবিষ্যতি ॥ ২৯

প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন । ২১

অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ মুনি গৌতম নিজের রূপ ধারণ করিয়া অত্যন্ত এক জনকে গৃহ হইতে চলিয়া বাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—রে তৃষ্টান্মনু! নীচ! আমার রূপ ধারণ করিয়াছ, তুমি কে? ২২

সত্য করিয়া বল, তাহা না হইলে আমি তোমাকে ভয়ানক করিব, ইহাভে কোনও সংশয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি দেবরাজ, এই কামের দাসকে আপনি রক্ষা করুন । ২৩

আমি কুংসিতচিত্ত কামকলুবিষিতচিত্ত হইয়া এই নিম্নিত কর্ম্ম করিয়াছি (৩)। তখন গৌতম (সব কিছু জানিতে পারিয়া) ক্রোধে নেত্রধর রক্তবর্ণ করিয়া দেবরাজ ইজ্ঞকে শাপদান করিলেন । ২৪

যে যোনিলম্পট তৃষ্ট নীচাশর। তুমি সহস্র ভগ(যোনি)যুক্ত হও । (৪) দেবরাজকে এই শাপদান করিয়া নিজ আশ্রমে ক্রত প্রবেশ করত কম্পিতা ও কৃতাজলি হইয়া অবস্থিতা অহল্যাকে দেখিয়া গৌতম বলিলেন,—তৃষ্ট! দুঃখীলে। তুমি আমার আশ্রমে এই শিলায় শিলাময়ী হইয়া থাক এবং আহাৰ পরিভ্যাগ করিয়া কঠোর তপস্তা অবলম্বন পূর্বক বাস কর । ২৫-২৭

রৌদ্র, বাভাস ও বর্ষাদি সজ্জ করিয়া হৃদয়গহবরে বিরাজমান পরমেশ্বকে ‘রাম রাম’ এই নাম করিতে করিতে মনে মনে ধ্যান

(৩) বাঙ্গালিকিরামায়ণে অন্য শাপের কথা আছে যথা,—‘মম রূপং সমাহার্য কৃতবানসি দুৰ্ম্মতে । অকর্তব্যমিদং যস্মাৎ ভস্মাৎ ত্বং বিকলো ভব’ ॥ ১৪৯১২৬

(৪) পুরাণান্তরে দেখা যায়—দেবরাজ গৌতমকে প্রসন্ন করিয়া সহস্র ভগ (যোনি) হইতে যুক্তিলাভ করিয়া সহস্র নরন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার পর হইতেই ইজ্ঞকে ‘সহস্রলোচন’ বলা হয় ।

এবং বর্ষসহস্রেষু হ্রানেকেষু গতেষু চ ।  
 রামো দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সাক্ষরঃ ॥ ৩০  
 যদা ত্বদাশ্রয়শিলাং পাদাভ্যামাক্রমিষ্যতি  
 তদৈব ধৃতপাপা ত্বং রামং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩১  
 পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তব্ধা পাপাদ্ বিমোক্ষ্যসে ।  
 পূর্ববন্মম শুদ্ধায়াং করিষ্যসি যথাসুখম ॥ ৩২  
 ইত্যুক্ত্বা গৌতমঃ প্রাগাঙ্কিমবস্তুং নগোসুখম ।  
 তদাত্তহল্যা ভূতানামদৃশ্য স্বাশ্রমে শুভে ॥ ৩৩  
 তব পাদরজঃস্পর্শং কাঙ্ক্ষন্তী পাপনাশনম্ ।  
 আস্তেহত্মাপি রঘুশ্রেষ্ঠ তপো দক্ষরমাস্থিতা ॥ ৩৪  
 পাবয়স্ব মূনেৰ্ভাধ্যামহল্যাঃ ব্রহ্মণঃ স্তুতাম্ ॥ ৩৫  
 ইত্যুক্ত্বা রাঘবং হস্তে গৃহীত্বা মুনিপুঞ্জবঃ  
 দর্শয়ামাস চাহল্যামুগ্ৰেণ তপসা স্থিতাম্ ॥ ৩৬  
 রামঃ শিলাং পদা স্পৃষ্ট্বা তাক্ষাপশ্যন্তপোধনাম্ ।

কর। অভঃপর আমার এই আশ্রম সর্বপ্রকার অন্তর্গত হইয়া  
 যাইবে ॥ ২৮-২৯

এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে পর দশরথনন্দন  
 শ্রীরাম অনুজ লক্ষ্মণের সহিত এই আশ্রমে তপাগমন  
 করিবেন ॥ ৩০

তারপর যখন তিনি ভোমার এই আশ্রম শিলাকে হই চরণ-  
 দ্বারা স্পর্শ করিবেন, তখনই তুমি নিষ্পাপা হইবে। সেই সময়  
 তুমি ভক্তিতরে শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষভাবে অর্চনা করত প্রদক্ষিণ,  
 নমস্কার ও স্তুতি করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং তুমি  
 পুনরায় পূর্ববৎ যথাসুখে আমার সেবা করিবার অধিকার লাভ  
 করিবে ॥ ৩১-৩২

এই কথা বলিয়া মহামুনি গৌতম পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে  
 চলিয়া যাইলেন। অতীতকৈ অহল্যাও সেইদিন হইতে সমস্ত  
 প্রাণীর অদৃষ্টা হইয়া সেই শুভ আশ্রমে বাস করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৩৩

রঘুশ্রেষ্ঠ। ভোমার পাদপদ্মের পাপনাশক মূলিকণা স্পর্শের  
 আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে কঠোর তপস্বী অবলম্বন করত আজ  
 পর্য্যন্ত সেই আশ্রমে অবস্থান করিতেছি ॥ ৩৪

অতএব ব্রহ্মার কণ্ঠা ও মুনি গৌতমের ভাষ্যা অহল্যাকে  
 তুমি পবিত্র কর ॥ ৩৫

এই কথা বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র রঘুবংশধর শ্রীরামকে  
 হস্তধারণ করিয়া কঠোর তপস্যার নিরতা সেই অহল্যাকে দর্শন

ননাম রাঘবোহহল্যাং রামোহহমিতি চাত্রবীৎ ॥ ৩৭  
 ততো দৃষ্ট্বা রঘুশ্রেষ্ঠং পীতকৌষেয়বাসসম্  
 ধনুর্বাণধরং রামং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ ॥ ৩৮  
 স্মিতবক্ত্রং পদ্মনেত্রং শ্রীবৎসাক্ষিতবক্ষসম্ ।  
 নীলমাণিক্যাসঙ্কাশং স্তোতয়ন্তঃ দিশো দশ ॥ ৩৯  
 দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং হর্ষবিস্মৃতির্তেক্ষণা  
 গৌতমস্ত বচঃ স্মৃতা জ্ঞাত্বা নারায়ণং পরম্ ॥ ৪০  
 সম্পূজ্য বিধিবদ্ রামমর্ঘ্যাদিভিরনিন্দিতা  
 হর্ষাশ্রুজলনেত্রাস্তা দত্তবৎ প্রণিপত্যা সা ॥ ৪১  
 উথায় চ পুনদৃষ্ট্বা রামং রাজীবলোচনম্ ।  
 পুলকাক্ষিতসর্বাঙ্গাঙ্গিরঃ গদগদয়েভুয়ৎ ॥ ৪২  
 অহো কৃতার্থাহামি জগন্নিবাস তে  
 পাদাগ্রসংলগ্নরজঃ কণানহম্ ।

স্পৃশামি যৎ পদ্মজলধরাদিভি-

বিমুগ্যতে বলিতমানসৈঃ সদা ॥ ৪৩

করাইলেন ॥ ৩৬

তখন রাম পদের দ্বারা সেই শিলাকে স্পর্শ করিয়া তপোধনা  
 অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর রামচন্দ্র অহল্যাকে  
 প্রণাম করিলেন এবং 'আমি রাম' আশিয়াতি এই কথা  
 বলিলেন ॥ ৩৭

তারপর পীত-কৌষেয় বস্ত্রপরিহিত, ধনু ও বাণধারী,  
 লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত ঈষৎ হাসিতে পূর্ণ বদন, পদ্মলোচন,  
 বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্নধারী, নীলমণির স্তায় কাঙ্ক্ষিতবিশিষ্ট, দশদিক্কে  
 নিজ অঙ্গকাঙ্ক্ষিতে আলোকিত করিতে করিতে বিরাজমান  
 রঘুবংশশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীপতি শ্রীরামকে দর্শন করিয়া অহল্যার নয়নধর  
 আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি তখন গৌতমের বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া এবং পরমাত্মা নারায়ণ শ্রীরামকে জানিয়া অর্ঘ্যাদির  
 দ্বারা বিধি অনুসারে শ্রীরামের পূজা করত অনিন্দিতা অর্থাৎ  
 নিষ্পাপ হইয়া যাইলেন। তখন উহার নয়নধরের প্রান্তভাগ  
 আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি শ্রীরামকে দত্তবৎ অর্থাৎ  
 তুল্যে নিজস্বরূপে পাত্তি করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৩৮-৪১

তারপর উত্থিত হইয়া পুনরায় পদ্মনয়ন শ্রীরামকে দর্শন  
 করিয়া তারহার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি গদগদ  
 বাক্যে শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

হে জগন্নিবাস। আমি কৃতার্থ (আমার প্রয়োজন—সমস্ত  
 আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার পরিপূর্ণ) হইলাম। আশ্চর্য্য।



অহো বিচিত্রং তব রাম চেষ্টিতং

মনুষ্যভাবেন বিমোহয়ন্ ক্রগং

চলশ্চক্রস্রং চরণাদিবিক্রিতঃ

সম্পূর্ণ আনন্দময়োহতিমায়িকঃ ॥ ৪৪

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রগাত্ৰা

ভাগীরথী ভববিরিক্টিমুখান্ পুনাতি ।

সাক্ষাৎ স এষ মম দৃগ্বিময়ে যদাত্তে

কিং বর্ণ্যতে মম পুরাকৃতভাগধেয়ম্ ॥ ৪৫

মর্ত্যাবভাবে মনুষ্যকৃতিং হরিং

রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্ ।

ধমুর্ধরং পদ্মবিশাললোচনং

ভজামি নিত্যং ন পরান্ ভজিত্বৈ ॥ ৪৬

আজ আমি তোমার চরণাঙ্গে সংলগ্ন খুলিকণাসমূহ স্পর্শ করিতেছি। যে পাদপদ্মের রজ অঙ্কা ও শঙ্করাদি দেবগণও বন্দনায়ুক্ত মানসে সর্বদা অবেশণ করেন, আজ আমি তাহা স্পর্শ করিতে পাইতেছি, কি আশ্চর্য্য। ॥ ৪৩

হে রাম। তোমার চেষ্টিত—লীলা বিচিত্র—নানাক্রপ, ইহা আশ্চর্য্য। আজ তুমি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অগতঃ বিমোহিত করিতে করিতে অনন্ত লীলাবিহার করিতেছ; ইহাই আশ্চর্য্য; কারণ, তুমি চরণাদি অবরবপ্ত (‘অপানি-পাদো অবনো গ্রহীতা’—ইতি শ্রুতেঃ।), সম্পূর্ণ—সর্বব্যাপ্ত, আনন্দময় ও অতিমায়িক অর্থাৎ সমস্ত মায়াময় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট, এই কারণেই তুমি চরণ না থাকিলেও চলিতে পার, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পাও—এইরূপ পরম্পর বিরোধ তোমাতেই ঘোড়া পার; কারণ, তুমি সম্পূর্ণ ॥ ৪৪

ঈহার পাদপদ্মের পরাগে (রেণুতে) পবিত্রদেহা (‘বিকোঃ পাদপ্রসূতা—ইতি পুরণবচনাৎ।) হইয়া ভাগীরথী গঙ্গা শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণকেও পবিত্র করেন, সেই পাদপদ্ম আজ আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতেছে, অতএব আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের সৌভাগ্যকে কি করিয়া বর্ণনা করিব? ৪৫

অতএব মনুষ্যাবভারে মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট, রমণীয় দেহধারী, ধমুর্ধর, পদ্মবিশাললোচন রামনামে অভিহিত শ্রীহরীকেই নিত্য ভজনা করিব, অত কোন দেবগণকে ভজনা করিব না। ৪৬

ঈহার পাদপদ্মের রজ (বস্তু পাদো বিস্রং ‘পাদোহস্ত বিস্রা কৃতানি’ ইতি পুরুষসূতম্। ভদেব পঙ্কজং ভস্তু রজো রজ ইব

যৎপাদপঙ্কজরজঃ ক্রতিভিবিমুগ্যং

যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ ।

যন্নামসাররসিকো ভগবান্ পুরারি-

স্তংরামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ॥ ৪৭

যস্তাবতারচরিতানি বিরিকিলোকে

গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাভাঃ ।

আনন্দক্লান্তপরিষিতকুচাপ্রসীমা

বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপত্তে ॥ ৪৮

সৌহর্যং পরাশ্রা পুরুষঃ পুরাণ

এষ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আভঃ ।

মায়াত্মং লোকবিমোহিনৌ যো

যন্তে পরামুগ্রহ এষ রামঃ ॥ ৪৯

সার্বভৌমঃ। যথা কমলে সৌগন্ধসম্পাদকভরা অন্তবিন্দুমান-রজ এব সারম্, তথা বিস্রস্ত সত্ত্বমানসম্পাদকভরা ব্রহ্মৈব মায়াক-লভ্যং রজঃ, তৎ ক্রতিভিবিমুগ্যম্।) ক্রতি—বেদসকলও অবেশণ করেন, ঈহার নাভিপদ্ম ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান, সেই কমলাসন ব্রহ্মা এবং ঈহার নামসমূহের মধ্যে সার নাম ‘রাম’ আশ্বাদনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সেই রসাস্বাদে নিমগ্ন ও ভগবান—ঐশ্বর্য্য, বর্ষ, লক্ষ্মী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই বদ্ভবিত ভগবন্ত (১) (অথবা উৎপত্তি প্রলয়কৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।) বোস্ত বিদ্যামবিদ্যাক স বাচ্যো ভগবানিতি। “বিষ্ণুপুরাণম্, বর্ত্তাংশঃ ৫৩৮)—এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ত্রিপুরারি শিব ঈহার ধ্যান করেন, সেই রামচন্দ্রকে আমি সর্বদা হৃদয়ে ভাবনা করি ॥ ৪৭

নারদাদি মুনিগণ, শঙ্কর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আনন্দা-ক্রতে ঈহার স্তনের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অভিষিক্ত হইয়াছে, সেই বাগীশ্বরীদেবী ঈহার অবতারচরিতসমূহ ব্রহ্মলোকে গান করেন, আমি সেই শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হইলাম ॥ ৪৮

এই যে আমার নয়নগোচর হইয়া প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন, সেই রাম পরাশ্রা (সমস্ত জীব ও প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মা), পুরুষ (শরীররূপ পুরে অধিষ্ঠিত), পুরাণ (সর্বদা বিদ্যমান), স্বয়ংজ্যোতি (প্রকাশ), অনন্ত (অবিনাশী) ও আন্ত (সর্বকারণ)

(১) ‘ভগ’ শব্দে অতঃ প্রকারকেও বুঝায়। যথা,—“ঐশ্বর্য্যন্ত চ বীৰ্য্যন্ত জিরো যশস এব চ। জ্ঞানবৈরাগ্যরোষ্টব বদ্ভগঃ কথ্যতে বৃধৈঃ”।

অয়ং হি সৃষ্টিস্থিতিসংস্রমানা-

সেকঃ স্বমায়াগুণবিব্রিতো যঃ ।

বিরিক্খিক্খীক্খরনামভেদান্

ধন্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ॥ ৫০

নমোহিহু তে রাম তবাত্ত্বপ্রিয়কজ্ঞঃ

প্রিয়া যুতং বক্ষসি লালিতং প্রিয়াং ।

আক্রান্তমেকেন জগৎজয়ং পুরা

ধোয়ং মুনীন্সৈরতিমানবজ্জিহৈঃ ॥ ৫১

জগতামাদিত্ত্বত্বং জগৎ ত্বং জগদাত্মনঃ ।

সর্বভূতেষু সংসক্ত একো ভাতি ভবান্ পরঃ ॥ ৫২

হইয়াও মায়ার দ্বারা জ্বলনমোহিনী যে সৃষ্টি ধারণ করিয়াছেন, তাহা পরের ( জীবের ) প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের অঙ্গ ॥ ৫০

এই রামই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র স্বতন্ত্র কর্তা, তথাপি তিনি নিজমায়ার গুণের দ্বারা বিব্রিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ রকোত্তপবিব্রিত (রকোত্তপোপহিত) ব্রহ্মা, সত্ত্ব-গুণোপহিত হইয়া বিষ্ণু ও তমোগুণোপহিত হইয়া মহেশ্বর—এই নাম বিশেষ ধারণ করেন ; কারণ, ইনিই পরিপূর্ণ আত্মা ॥ ৫০

হে রাম ! তোমার যে চরণপঙ্কজ লক্ষ্মীদেবী অভিষেক প্রদত্তবশতঃ বন্ধ ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সদা সংবাহনাদির দ্বারা সেবা কারিতেছেন, পুরাকালে ( বলির মর্প বিনাশ কালে ) যে এক পদের দ্বারা জগৎজয়কে অর্থাৎ জুলোক, জুবলোক ও বুলোককে আক্রান্ত অর্থাৎ পরিমাপের অঙ্গ পদ স্থাপন করিয়া ব্যাপ্ত (‘ইদং বিশ্বব্রিহেক্ষমে এষা নিদধে পদম্’—ইতি শ্রুতেঃ ।) করিয়াছিলে এবং যে পদপঙ্কজ অভিমান বজ্রিত হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠগণ সদা ধ্যান করেন (‘তদ্ বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যতি সুরঃ’—কঠো ৩৩৯) (১) তোমার সেই পাদপদ্মে আমার প্রণাম ॥ ৫১

রাম ! তুমি এই পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ, তুমি জগৎ ; কারণ, তোমা ব্যতিরিক্ত অস্ত কিছুই নাই (সর্বং খন্নিব ব্রহ্মে’তি—ছান্দোগ্যো ৩৩।১৪।১), তুমি জগদাত্মার অর্থাৎ তোমাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ অবস্থান করিতেছে, তুমি সর্বভূতে বিরাজমান থাকিলেও তোমার যে স্পষ্ট বৈলক্ষণ্য দেখা

(২) এ বিবরে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—লক্ষ্মী চ জীন্ কমান্ বিষ্ণুঃ কৃষা রূপমখাত্তমম্ । ত্রিভিঃ ক্রমৈস্তদা লোকানাং জগার ত্রিবিক্রমঃ । একেন হি পদা কংসরাং পৃথিবীং সোহঘাতিষ্ঠত । দ্বিতীয়েনাব্যায়ং বোম দ্যং তৃতীয়েন দ্যাবম্ । ১।৩২।১৩-১৪ ।

ওকারবাচ্যং রাম বাচ্যমবিষয়ঃ পুমান্ ।

বাচ্য-বাচকভেদেন ভবানেব জগদায়ঃ ॥ ৫৩

কার্যাকারণকর্তৃফলসাধনভেদতঃ ।

একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া ॥ ৫৪

তন্মায়ামোহিতবিষয়ত্বাৎ ন জানন্তি তত্ত্বতঃ ।

মাহুযং ত্বাহিতিমশ্রুস্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৫

আকাশবৎ ত্বং সর্বত্র বাহিরন্তুর্গতোহমলঃ ।

অসঙ্গো হ্যচলো নিত্যঃ শুক্লো বুদ্ধঃ সদাহময়ঃ ॥ ৫৬

যোষিস্মৃঢ়াহমজ্ঞা তে তত্ত্বং জানে কথং বিভো ।

তন্মাস্তে শতশো রাম নমস্কৃগামনশ্রুধীঃ ॥ ৫৭

যার ভাষার কারণ হইল তুমি পর—তিনি অথবা প্রকৃতির পরপারে স্থিত কুটম্ব অক্ষর পুরুষোত্তম, এই কারণে তুমি এক—অবিভীত বলিয়া প্রাতিভাত হও ৫২

হে রাম ! তুমি ওকারবাচ্য (‘তস্ম বাচকঃ প্রণবঃ’—সমাধিপাদ ৩২৭ ইতি পাতঞ্জলসূত্রে অর্থাৎ অকার-উকার-মকারবাচ্য বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্মাত্মক ; অথবা ওকারবাচ্য নিরূপাধিক রক্ষকরূপী (অবতীতি ওম্—ইতি দ্ব্যংপতিঃ) পরঃব্রহ্ম (‘বাচ্যং তু পরমং ব্রহ্ম’) তুমিই বাচ্য ও বাচক—এই উত্তররূপে অর্থাৎ রূপ ও নাম ভেদে জগদায় হইয়া রহিয়াছ ॥ ৫৩

রামের এই জগদায় রূপ যে মারিক, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—হে রাম ! তুমি এক হইয়াও বহুরূপা মায়ার দ্বারা কার্য্য, কারণ, কর্তৃত্ব, ফল ও সাধন ভেদে জগদরূপে শোভা পাইতেছ ॥ ৫৪

তোমার এই মায়ার দ্বারা বুদ্ধি মোহিত হওয়ার সাধারণ মনুষ্যাগণ তোমাকে বথার্থরূপে জানিতে পারে না, তাহারা মনে করে—পরমেশ্বর মায়ার দ্বারা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৫৫

তাহা হইলে রামের স্বরূপ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, রাম ! তুমি অমল-বন্দুরহিত, অসঙ্গ-আসক্তিহীন, অচল—নির্ভীক বলিয়া স্থিরস্থাব, নিত্য—আদি অন্তরহিত বলিয়া কালাতীত, শুদ্ধ—অন্তঃকরণাদি উপাধিশূন্য বা রাগাদিশূন্য, বুদ্ধ—জ্ঞানস্বরূপ এবং সদাশর—সত্ত্বাত্মাপরিত্যক্তের অবিভীত ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-অনন্ত-অদ্বয়স্থাব ॥ ৫৬

হে বিভো ! আমি একজন জ্ঞানহীনা মোহগ্রস্তা স্ত্রী, সুতরাং তোমার তত্ত্ব কিরূপে জানিব ? হে রাম ! সেইহেতু আমি একান্তচিন্তে শত শত বার কেবল তোমাকে নমস্কার করি (তাহা হইলেই তোমার করুণার আমি তোমার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইব—‘তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রপ্নেন সেবরা’ ইতি শাঙ্গবচনাৎ) ॥ ৫৭

দেব মে যত্র কুতাপি স্থিতায়া অপি সৰ্বদা ।  
 ভংগপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাহস্ত মে ॥ ৫৮  
 নমস্তে পুরুষাধাক্ষ নমস্তে তক্তবৎসল ।  
 নমস্তেহস্ত হ্রষীকেশ নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ ৫৯  
 ভবভয়হরমেকং ভাহুকোটিপ্রকাশং  
 করধ্বতলরচাপং কালমেঘাবকাশম্ ।  
 কনককুচিরবস্ত্রং রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্যং  
 কমলবিশদনেত্রং সাজুজং রামমীড়ে ॥ ৬০  
 স্তম্ভেবং পুরুষঃ সাক্ষাদ্ রাঘবং পুরতঃ স্থিতম্ ।  
 পরিক্রম্য শ্রণম্যাস্তু সাহসুজ্জাতা যযৌ পতিম্ ॥ ৬১  
 অহলয়া কৃতং স্তে ত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ ।  
 পুত্রাভ্যর্থং পঠেদ্ ভক্ত্যা রামং হৃদি নিধায় চ ।

হে দেব (ভ্যোতির্য় পুরুষ) । আমি সৰ্বদা স্বৰ্গে বা  
 নরকে যে কোন স্থানেই অবস্থান করি, সদা সব অবস্থাতেই  
 তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার ভক্তি যেন অচলা ইয়াই থাকে ।  
 ॥ ৫৮ ॥

হে পুরুষাধাক্ষ (ব্রহ্মাদি সকল পুরুষের সাক্ষিকরূপ বা  
 নিরামক পরমাশ্রয়) । তোমার নমস্কার । হে ভক্তবৎসল ।  
 তোমার নমস্কার । হে হ্রষীকেশ (১) ইল্লিয়গণের নিরামক ।  
 তোমার নমস্কার । তে নারায়ণ (২) । তোমার নমস্কার ॥ ৫৯

যিনি সংসারের সৰ্ববিধ ভয় হরণ করেন । যিনি এক—  
 অবিভীষ ব্রহ্মরূপ, যিনি সূর্য্যকোটির ভায় সমুজ্জ্বল, যিনি হস্তে  
 বাণ ও গনু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি অবাচ্চ মাসের কৃষ্ণবর্ণ  
 মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ নবধন শ্যামসুন্দর মূর্তি, যিনি  
 কনকসদৃশ মনোহর বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, রত্ননির্মিত

(১) হ্রষীকেশের ইল্লিয়গণের ঈশ নিরামক । 'হ্রষ্যন্তি  
 বিষয়ে' ইতি হ্রষীকোপি ইল্লিরাপি । 'হ্রষীকেশং ভয়েষু চ'  
 ইতি বিয়ুধম্বোক্তেঃ । অহল্যা দেবীও ভয়েই এতলে হ্রষীকেশ এই  
 নাম শ্রবণ করিয়াছেন ।

(২) "নরভীতি নরঃ প্রোক্তঃ পরমাখ্যা মনাতনঃ । নরা-  
 জ্ঞাতানি ভক্তানি নারানীতি ততো বিদ্বঃ । তাত্তেব চার্যনং তস্য  
 তেন নারায়ণঃ শ্রুতঃ" । —ইতি মহাভারতম্ ।

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ । তা  
 বদন্তার্যনং পূৰ্ব্বং তেন নারায়ণঃ শ্রুতঃ" । —ইতি মনুঃ ।

নারায়ণমন্ত্র সংসারভয় নাশ করেন বলিয়া অহল্যাদেবী ইহা  
 শ্রবণ করিয়াছেন । নৃসিংহপুরাণে দেখা যায়, —'নারায়ণ নম  
 ইত্যন্যমেব সত্যঃ । সংসারঘোরবিষসংহরণায় মন্ত্রঃ' । —ইতি ।

সংবৎসরেণ লভতে বক্ষ্যাম্যপি পুত্রকম ॥ ৬৩  
 সৰ্বান্ কামানবাশ্রোতি রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ ॥ ৬৪  
 ব্রহ্মস্মো গুরুতল্লগোহপি পুরুষঃ  
 স্তেয়ী শুরাপোহপি বা  
 মাতৃভ্রাতৃবিহিংসকোহপি সততঃ  
 ভৌগৈকবাক্যাতুরঃ ।  
 নিত্যং স্তোত্রমিদং জপন্ রমুপতিং  
 ভক্তয়া হৃদিস্থং শ্রবন্  
 ধায়ন্ মুক্তিমুপৈতি কিং পুনরসৌ  
 স্বাচারযুক্তো নরঃ ॥ ৬৫  
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 আদিকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

কুণ্ডলঘরে পরিশোভিত এবং যিনি কমলতুলা মনোরম লোচনধর  
 সংযুত, সেই অনুজ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের আমি স্তব  
 করি । ৬৩

সেই মহল্যা এইভাবে সাক্ষাৎ পরমপুরুষকে স্তব করিয়া  
 নিজের সম্মুখে অবস্থিত রঘুবংশভূষণ শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করিয়া  
 প্রণাম করত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক পতি গোতমের  
 নিকট গমন করিলেন ॥ ৬১

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অহল্যাকৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে,  
 সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ মুক্ত হইবে এবং অস্তে পরব্রহ্ম-পদ লাভ  
 করিবে ॥ ৬২

যে স্ত্রী শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে চিত্রা করিতে করিতে পুত্রাদি  
 লাভ করিবার প্রভুও ভক্তি সহকারে প্রত্যাহ এই স্তোত্র পাঠ  
 করিবে, সেই স্ত্রী যদি বক্ষ্যাও হয়, তাহা হইলেও এক বৎসরের  
 মধ্যে সে পুত্র লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৬৩

শ্রীরামচন্দ্রের করুণায় স্তোত্রপাঠক সমস্ত কাম্যবস্তুরই প্রাপ্তি  
 হইয়া থাকে ॥ ৬৪

কেবল ইহাই নহে, যে মানুষ ব্রহ্মহত্যাকারী গুরুপত্নীগামী,  
 চোর, সুরাপানী, মাতৃহত্যাকারী, ভ্রাতৃঘাতক (কিংবা মাতৃহিংসা-  
 পরায়ণ ও ভ্রাতৃহিংসুক) এবং বিষয় ভোগ করিতেই সতত  
 ব্যাকুল, এক্ষণ মনুষ্যগণও যদি ভক্তিসহকারে হৃদয়ে স্থিত শ্রীরাম-  
 চন্দ্রকে (ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদদেশেইর্জুন ভীঠতি'—ইতি  
 গীতোক্তেঃ ।) শ্রবণ করিতে করিতে এবং তাঁহাকে ধ্যান  
 করিতে করিতে প্রত্যাহ এই স্তোত্র পাঠ করে, তবে তাহারও  
 মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । সুতরাং সদাচারপরায়ণ মানুষ যে  
 এই স্তোত্রপাঠে মুক্তিলাভ করিবে, সে বিষয়ে আর বলিবার কি  
 আছে ॥ ৬৫

শ্রীমদ্বৈবী বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

## ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

[ বিশ্বামিত্রের সহ রাম-লক্ষ্মণেরো মিথিলাগমনম্, ধনুর্ভঙ্গঃ, সীতয়া সহ শ্রীরামচন্দ্রস্ত বিবাহশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিশ্বামিত্রোহপি তং প্রাহ রাঘবং মহলক্ষ্মণম্ ।

গচ্ছামো বৎস মিথিলাং জনকেনাভিপালিতাম্ ॥ ১

দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং পশ্চাদযোধ্যাং গন্তুমহঁসি ।

ইত্যুক্তা প্রযায়ৌ গঙ্গামুত্তীৰ্ণ্য সহরাঘবঃ ॥ ২

বিদেহস্ত পুরং প্রোতখ্যমিষাটং সমাবিশৎ ।

প্রাপ্তঃ কৌশিকমাকর্ণ্য জনকোহভিমুদাষিতঃ ॥ ৩

পূজাতব্যানি লংগ্ৰহা নোপাধ্যায়ঃ সমাযযৌ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[ বিশ্বামিত্রের সহিত রাম লক্ষ্মণের মিথিলার গমন, ধনুর্ভঙ্গ এবং সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— তারপর বিশ্বামিত্রও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,— বৎস । আমরা এখন রাক্ষস জনক-পালিতা মিথিলা নগরীতে গমন করিব ॥ ১

তথায় এক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দর্শন করিয়া পরে তুমি অযোধ্যায় যাইবে । এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্র গঙ্গাপার হইয়া মিথিলা অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২০

তারপর প্রত্যন্তে বিদেহরাজ জনকের পুত্রী মিথিলার উপস্থিত হইয়া ঠাহারা ঋষিনিবাসে প্রবিষ্ট হইলেন । এদিকে জনক ‘বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইয়াছেন,’ এই কথা শুনিয়া অভিযত আনন্দিত হইলেন ॥ ৩

তখন তিনি পুত্রার দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া উপাধ্যায় শতানন্দের সহিত আগমন করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিশ্বামিত্রকে অর্চনা করিলেন ॥ ৪

তারপর নানা ভক্তচন্দ্রসমূহে চিহ্নিত এবং দ্বিতীয় চন্দ্র ও সূর্যের ভায় সমস্ত দিগ্‌মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিত,

• ইহার পর কোনও কোনও পুস্তকে অধিক পাঠ দেখা যায় যথা,—“ভগ্নানু কালে নাবিকেন নিষিদ্ধো রঘুনন্দনঃ । নাবিক উবাচ—কাসরামি তব পাদপঙ্কজং, নাথ দারুদৃষদোঃ কিমভয়ম্ । মানুসীকরং চূর্ণমস্তি তে, পাদরেণিরিতি কথা প্রচারয়ী । পাদাঙ্গুষ্ঠং তে বিমলং হি কৃতা, পশ্চাৎ পরং ভীরুমহং নয়ামি । নো চেৎ ভরিঃ সদৃশ্বভী মলেন, স্ত্রাজেদ্ বিভো বিদ্ধি কুঁইযহানিঃ ॥ ইত্যুক্তা কালিতৌ পাদৌ পরং ভীরং ভতো গতাঃ । কৌশিকো রঘুনাতেন সতিতো মিথিলাং যযৌ ॥”

দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাথ পূজয়ামাস কৌশিকম্ ॥ ৪

পপ্রচ্ছ রাঘবো দৃষ্ট্বা সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ ।

দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্বাশ্চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাপরৌ ॥ ৫

কশ্চৈভী নরশাদূলৌ পুত্রৌ দেবশ্চুতোপমৌ ।

মনঃপ্রীতিকরৌ মেহন্ত নর-নারায়ণাবিব ॥ ৬

প্রত্নাবাচ মুনিঃ প্রীতো হর্ষয়জনকং তদা ।

পুত্রৌ দশরথশ্চেভৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥ ৭

মখসংরক্ষণার্থায় ময়ানৌভৌ পিতুঃ পুরাৎ ।

আগচ্ছনু রাঘবো মার্গে ভাড়কাং বিশ্বধাভিনীম্ ॥ ৮

সেই দুই রঘুনন্দন রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫

মুন । দেবশিত্তুল্য এই দুই নরশ্রেষ্ঠ কাঁহার পুত্র ? নর-নারায়ণের ভায় ( বা শ্রীকৃষ্ণার্জুনের ভায় ) ( ১ ) অর্থাৎ নর ও নারায়ণ ঋষিকে দর্শন করিলে যেরূপ মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, সেইরূপ ইহাদের উত্তরকে দেখিয়া আমার মন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৬

তখন মুনি বিশ্বামিত্র প্রসন্ন হইয়া জনককে আনন্দিত করিতে করিতে বলিলেন,—এই দুই ভ্রাতা রাক্ষস দশরথের পুত্র এবং ইহাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ ॥ ৭

আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্ত পিতা দশরথের নিকট হইতে আমি এই দুই জনকে আনিয়াছি । পথে আসিবার সময়ে এই অমিতবিক্রম রাম আমার আদেশে বিশ্বধাভিনী ভাড়কাকে একটি মাত্র বাণেই বধ করিয়াছে । ( ২ ) তারপর আমার

( ১ ) “নর-নারায়ণৌ যৌ ভৌ পুরাণাবুশিসত্তমৌ ।

ভাবিষ্যবনুজানীহি দ্রবীকেশ-ধনঞ্জরৌ” ।

ইতি মহাভারতভোক্তেঃ ।

( ২ ) রাজর্ষি জনক সর্বধর্মজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই রাম ‘দ্রৌ’ হত্যা করিয়াছে ? সেই সংশয় নিরসনের জন্য বিশ্বামিত্র বলিলেন ‘আমার আদেশে’ । ঋষি ভপোষন হইয়া কিরূপে আপনি দ্রৌ-হত্যার আদেশ দিলেন ? এই শঙ্কা অপনোদনের জন্ত বলিলেন ‘বিশ্বধাভিনী’ ভাড়কা । রাজা জনকের মনে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্ত আরও বলিলেন—সেই বিশ্বধাভিনী দ্বর্জী রাক্ষসী ভাড়কাকে এই রাম একটি মাত্র বাণেই বধ করিয়াছে । বিশ্বাসে অভিভূত করিবার জন্ত অভঃপর বিশ্বামিত্র শ্রীরামের আরও গুণকীর্তন করিতেছেন ।

শরৈণৈকেন হতবাংশোদিতো মেহতিবিক্রমঃ ।  
 ততো মমাত্মনং গতা মম যজ্ঞবিহিংসকান্ ॥ ৯  
 সুবাহুপ্রমুখান হতা মারীচং সাগরেহক্ষিপৎ ।  
 ততো গজাতটে পুণো গৌতমশ্চাত্মনো গুহে ॥ ১০  
 গতা তত্র শিলারূপা গৌতমশ্চ বধুঃ স্থিতা ।  
 পাদপঙ্কজসংস্পর্শাৎ কুভা মানুযরূপিণী ॥ ১১  
 দৃষ্টোহল্যাং নমস্কৃত্য তয়া সমাক্ প্রপূজিতঃ ।  
 ইদানীং ত্রুষ্টকামস্তে গৃহে সাহেব্বরং ধনুঃ ॥  
 পূজিতং রাজ্যভিঃ সর্বৈর্দৃষ্টমিত্যুশুশ্রুম ॥ ১২  
 অথো দর্শয় রাজেন্দ্র দৈবং চাপমমুত্তমম্ ।  
 দৃষ্টোযোধ্যাং জিগমিষুঃ পিতরং ত্রুষ্টমিচ্ছতি ॥ ১৩  
 ইত্যুক্তো মুনির্ন রাজা পূজার্হাবিতি পূজয়া ।  
 পূজয়ামাস ধর্মজ্ঞো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৪  
 ততঃ সংপ্রেষয়ামাস মন্ত্রিণাং বুদ্ধিমত্তরম্ ।  
 শীঘ্রমানয় বিবেশচাপং রামায় দর্শয় ॥ ১৫

আশ্রমে বাইরা আমার যজ্ঞবিধিকারী সুবাহু প্রভৃতি রাজসদৃশগণকে  
 বধ করত মারীচনামে এক রাজসকে বাণের দ্বারা সাগরে  
 নিক্ষেপ করিয়াছে। তদনন্তর গজাতোরে গৌতমের পবিত্র ও  
 মঙ্গলকর আশ্রমে গমন করত তথায় গৌতমের স্ত্রী অহল্যা  
 (গৌতমেরই শাপে) পাবাগময়ী হইয়া রহিয়াছে, সেই পাবাগে  
 নিজের পাদপদ্ম দিয়া স্পর্শ করিয়া পাবাগময়ী অহল্যাকে  
 পুনরায় মানুযরূপিণী করিয়াছে। ৮-১১

মানুষাকারে পরিণতা সেই অহল্যাকে দেখিয়া শ্রীরামেন্দ্র  
 নমস্কার করে এবং অহল্যাও তাহাকে বিধি অনুসারে পূজা  
 করে। তারপর সেস্থান হইতে বিদায় লইয়া এখন তোমার গৃহে  
 মহেশ্বরপ্রদত্ত পূজিত ধনু দর্শন করিবার বাসনার আমার  
 আসিয়াছি। তুমিই দেখাও, সমস্ত রাজারা সেই মহেশ্বর ধনু  
 কেবল দর্শনই করিয়াছে, তাহারা ইহাতে গুণ সংযোজন করিতে  
 পারে নাই। ১২

রাজেন্দ্র। অতএব সর্বোত্তম মহেশ্বর ধনু তুমি দেখাও।  
 এই রাম সেই ধনু দর্শন করিয়া অযোধ্যায় বাইতে অভিলষী  
 হইয়াছে; কারণ, সে এখন পিতা দশরথকে দর্শন করিবার ইচ্ছা  
 ব্যক্ত করিয়াছে। ১৩

মুনি বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে ধর্মজ্ঞ রাজা জনক সেই দুই  
 রাজকুমার পূজাযোগ্য বিবেচনা করিয়া পূজার সামগ্রী লইয়া  
 শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মানুসারে তাহাদের অর্চনা করিলেন। ১৪

তারপর রাজা জনক তাহার অভিলষ বুদ্ধিমান মন্ত্রীকে  
 পাঠাইলেন এবং বলিলেন,—তুমি সত্তর মহেশ্বর ধনু আনয়ন

ততো গতে মন্ত্রিবরে রাজা কৌশিকমত্ৰবীং ।  
 যদি রামো ধনুর্ধ্বা কোট্যামারোপয়েদ্ গুণম্ ॥ ১৬  
 তদা মমাত্মজা সীতা দীয়তে রাঘবায় হি ।  
 তথৈতি কৌশিকঃ প্রাহ রামমুদবীক্ষ্য সস্মিতম্ ॥ ১৭  
 শীঘ্রং দর্শয় চাপাগ্র্যং রামায়ামিত্তেজসে ।  
 এবং বদতি মৌনীশে আগতাশ্চাপবাহকঃ ।  
 চাপং গৃহীত্বা বলিনঃ পঞ্চসাহস্রসংখ্যকঃ ॥ ১৮  
 ঘটশতসমামুক্তং স্বর্ণপট্টৈর্বিভূষিতম্ ।  
 দর্শয়ামাস রামায় মন্ত্রী মন্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ১৯  
 দৃষ্টো রাম প্রহৃষ্টাত্মা বহুা পরিকরং দৃঢ়ম্ ।  
 গৃহীত্বা বামহস্তেন লীলয়াতোলয়দ্ধনুঃ  
 আরোপয়ামাস গুণং পশ্যৎস্বখিলরাজসু ॥ ২০  
 ঈষদাকর্ষয়ামাস পাণিনি দক্ষিণেন সঃ ।  
 বতজ্জাখিলহ্রৎসারো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥ ২১

কর ও সেই ধনু এই রামকে দর্শন করাও। ১৫

তদনন্তর সেই মন্ত্রিবর গমন করিলে রাজা জনক কৌশিকমত্ৰবীর  
 বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—যদি এই রাম সেই ধনু লইয়া তাহার  
 অগ্রভাগে গুণ আরোপণ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার  
 কন্যা সীতাকে এই রামের হস্তে সমর্পণ করিব। তখন বিশ্বামিত্র  
 ঈষৎ হাস্যবদনে রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—  
 ‘তথাস্তু’। ১৬-১৭

তুমি সত্তর অমিত্তেজসী শ্রীরামকে সেই শ্রেষ্ঠ ধনুদর্শন  
 করাও। মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্র এইভাবে কথাবার্তা বলিতেছেন,  
 একরূপ সময়ে বলবান পাঁচ হাজার ধনুবাহক সেই ধনু লইয়া তথায়  
 উপস্থিত হইল। ১৮

মন্ত্রণাবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী তখন শতঘণ্ট যুক্ত ও  
 স্বর্ণপট্টে বিভূষিত সেই দিব্যধনু শ্রীরামকে দেখাইলেন। ১৯

শ্রীরাম সেই ধনু দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন  
 এবং নিজের পারকর (পরিচ্ছদ) দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া বাম হস্তে  
 ধনু ধারণ পূর্বক অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিয়া সমস্ত রাজা-  
 দিগের সাক্ষাতেই উহাতে গুণ আরোপণ করিলেন। ২০

সেই সময় তিনি দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধনুটিকে ঈষৎ আকর্ষণ  
 করিলেন। তারপর নিখিল লোকের হৃদয়ের বলসমর্পিত অর্থাৎ  
 নিখিল প্রাণিগণের অপেক্ষা অধিক বলশালী শ্রীরাম শব্দের  
 (টঙ্কার ধ্বনির) দ্বারা দশদিক পূরিত করিতে করিতে উহা  
 ভাঙিয়া ফেলিলেন। ২১

দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব স্বর্গঃ মর্ত্যঃ রসাতলম্ ।  
তদদ্ভূতমভূতত্র দেবানাং দিবি পশ্চাতম্ ॥ ২২  
আচ্ছাদয়ন্তঃ কুশুম্ভৈর্দেবাঃ স্তুতিভিরীড়িরে ।  
দেবহৃন্দুভয়ো নৈহর্ননুতুশ্চাপসরোগণাঃ ॥ ২৩  
বিধাং যং ধনুর্দৃষ্টা রাজালিঙ্গ্য রঘুধ্বজম্  
বিস্ময়ং লেভিয়ে সীতামাতরোহন্তঃপুত্রাজিরে ॥ ২৪  
সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ।  
শ্রিতবক্ত্রা স্বর্ণবর্ণা সর্বাভরণভূষিতা ॥ ২৫  
মুক্তাহারৈঃ কর্ণপট্টৈঃ কনকলিঙ্গনুপূরা ।  
দ্বকূলপরিসংবীতা বস্ত্রাস্তব্জিতস্তনী ।  
রামশ্রোণরি নিক্শিপ্য স্ময়মানা মুদং যযৌ ॥ ২৬  
ততো মুমুদিরে সর্বে রাজদারঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।  
গবাক্কজালরজ্জোভ্যো দৃষ্টা লোকবিমোহনম্ ॥ ২৭

এই সময় আকাশে থাকিয়া দেবতাগণ শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গ  
লীলা দর্শন করিতেছিলেন, অতঃপূর্বাঙ্গি চারি দিক্, ঈশানাদি  
চারি কোণ, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালমধ্যে সেই শ্রীরামের কার্য্য  
যেন অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ২২

এই সময় দেবগণ পুষ্পবর্ষণের দ্বারা শ্রীরামকে আবৃত করিতে  
করিতে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন । দেবহৃন্দুভিকূল  
ধনিত হইতে লাগিল এবং অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে  
থাকিলেন ॥ ২৩

রাজা জনক সেই মাহেশ্বর ধনুটিকে বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়া  
আনন্দে রঘুবংশধর শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিলেন । রাজ্যভূক্তপুত্র  
অবস্থিত সীতামাতা জনকপত্নীগণও অভ্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ২৪

ভারপর সীতাদেবী দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণময়ী মালা ধারণ করত  
উপস্থিত হইলেন । এই সময় তাঁহার বদন ইবং হাস্যময় ছিল ।  
স্বর্ণসদৃশ কান্তিমতী সীতাদেবী সর্ব আভরণে ভূষিতা ছিলেন ।  
মুক্তাহার ও কর্ণপট্টের দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন । তাঁহার  
আগমনের সময় শ্রীচরণাঙ্কিত নুপুরধর সুমধুর ধনি করিতেছিল ।  
তিনি বিচিত্র বস্ত্রে আচ্ছাদিতা ছিলেন । বস্ত্রে আবৃত থাকিলেও  
তাঁহার স্তনধরের অবস্থান বুঝা যাইতেছিল ( ইহার দ্বারা সীতা-  
দেবীর কৈশোরাবস্থা সূচিত হইতেছে । ) এইভাবে সীতাদেবী  
স্বর্ণমালা লইয়া আগমন করত ইবং হাস্যমধুর বদনে রামের  
উপরে সেই মালা নিক্ষেপ করিয়া অভ্যন্ত আনন্দিত হইলেন ।  
২৫-২৬

ততোহব্রবীমুনিং রাজা দূতং প্রেষয় সত্বরম্ ।  
রাজা দশরথঃ শীঘ্রমাগচ্ছতু সপুত্রকঃ ।  
বিবাহার্থং কুমারাণাং সদারঃ সহ মস্ত্রিভিঃ ॥ ২৮  
তথেষতি প্রেষয়ামাস দূতঃ স্তুরিতবিক্রমান্ ।  
তে গতা রাজশাদূর্লং রামশ্রোয়ো আবেদয়ন্ ॥ ২৯  
ক্রুদ্বা রামকৃতং রাজা তর্ষণে মহতাপুতঃ  
মিথিলাগমনার্থায় ত্বরয়ামাস মস্ত্রিগম ৩০  
গচ্ছন্ত মিথিলাং সর্বে গজাশ্বরথপন্তয়ঃ ।  
রথমানয় মে শীঘ্রং গচ্ছামাহৌব মা চিরম্ ॥ ৩১  
বশিষ্ঠস্বগ্রতো যাতু সদারঃ সাত্ততোহয়িভিঃ ।  
রামমাতৃঃ সমাদায় মুনির্মৈ ভগবান্ গুরুঃ ॥ ৩২  
এবং প্রস্থাপ্য সকলং রাজমিথিলং রথম্ ।  
মহত্যা সেনয়া সার্কিমারুহ্য ত্বরিতো যযৌ ॥ ৩৩

তখন নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত সকল রাজপত্নীগণ আনন্দ-  
সমূহের হিঙ্গপথ দিচ্চা ভুবনমোহন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ-  
লাভ করিলেন ॥ ২৭

তদনন্তর রাজা জনক মুনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন,—মুনে ।  
আপনি সত্বর দূত প্রেরণ করুন । কুমারগণের বিবাহের জন্য  
রাজা দশরথ পত্নী, পুত্র ও মস্ত্রিকণের সহিত শীঘ্র মিথিলায়  
আগমন করুন ॥ ২৮

তখন বিশ্বামিত্র 'তাঁহাই হটক' বলিয়া ক্রোধগামী দূতগণকে  
অবোধায় পাঠাইলেন । তাঁহারা তথায় বাইরা রাজশ্রেষ্ঠ  
দশরথকে রামের শুভ সংবাদ নিবেদন করিল ॥ ২৯

রাজা দশরথ শ্রীরামের কার্য্য শ্রবণ করিয়া অভ্যন্ত হ্রষ্ট  
হইলেন এবং মিথিলায় গমন করিবার জন্য মন্ত্রীকে সত্বর উদ্যোগী  
হইতে বলিলেন ॥ ৩০

অরও বলিলেন,—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্য—এই  
চতুরঙ্গবাহিনী সকলে মিথিলায় গমন করুক । সত্বর আমার রথ  
আনয়ন কর, আমি আত্মই মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিব,  
বিলম্ব করিব না ॥ ৩১

আমার গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি অগ্নি ও পত্নীর সহিত রাম-  
মাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া আমার রথের অগ্রে অগ্রে গমন  
করুন ॥ ৩২

এইভাবে সকলকে প্রেরণ করিয়া রাজর্ষি দশরথ বিরাট রথে  
আরোহণ করিয়া বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সত্বর গমন  
করিলেন ॥ ৩৩

আগত্য রাঘবং ক্রোধা রাজা হর্ষসামাকুলঃ ।  
 প্রত্যাঙ্কগাম জনকঃ শতানন্দপুরোধসা ।  
 যথোক্তপূজয়া পূজ্যং পূজয়ামাস সংকৃতম ॥ ৩৪  
 রামস্ত লক্ষ্মণেনাশু ববল্লে চরণৌ পিতুঃ ।  
 ততো স্রাষ্টা দশরথো রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫  
 দিষ্ট্য পশ্যামি তে রাম মুখং ফুল্লাম্বুজোপমম ।  
 মূনেরজুগ্রহাৎ সর্বং সম্পন্নং মম শোভনম ॥ ৩৬  
 ইত্যাঙ্কাজায় মূর্খানমালিন্য চ পুনঃ পুনঃ  
 হর্ষণ মহতা বিষ্টো ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ৩৭  
 ততো জনকরাজেন মন্দিরে সন্নিবেশিতঃ ।  
 শোভনে সর্বভোগাটো সদারঃ সমুত্তঃ সুখী ॥ ৩৮  
 ততঃ শুভে দিনে লগ্নে স্নুমূর্ত্তে রঘুত্তমম ।  
 আনয়ামাস ধর্মজঃ সন্তাতৃপিতৃকং তথা ॥ ৩৯  
 রত্নস্তুম্বুবিভারে সুবিতানে স্তোভরণে ।  
 মণ্ডপে সর্বশোভাটো মুক্তাপুষ্পফলাষিতে ॥ ৪০

রঘুবংশজাত দশরথ উপস্থিত হইরাছেন ওনিরা পুরোহিত  
 শতানন্দের সহিত রাজা জনক হর্ষপূর্ণমানসে তাঁহার প্রত্যাঙ্গমন  
 করিলেন এবং যথাবিহিত পূজার দ্বারা পূজনীয় দশরথের পূজা  
 করত তাঁহার বাগত সংকার করিলেন ॥ ৩৪

তারপর রাম লক্ষ্মণের সহিত সমস্ত পিতার চরণঘর বন্দনা  
 করিলেন । তখন হ্রষ্ট দশরথ ঈরামকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫  
 রাম । সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমি তোমার প্রফুল্ল পদসদৃশ  
 মুখপদ্ম দেখিতে পাইলাম । মূনি বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে আমার  
 সব কিছুই সৌন্দর্য্যময় ও মজলময় হইরাছে ॥ ৩৬

এই কথা বলিয়া রাজা দশরথ ঈরামের মস্তক আশ্রয় করত  
 বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ব্রহ্মানন্দভোগের তার  
 অভ্যন্ত আনন্দে অভিভূত হইরা পড়িলেন ॥ ৩৭

তারপর রাজা জনক সুন্দর ও সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ  
 মন্দিরে ( রাজভবনে ) পুত্র ও পত্নীদিগের সহিত সুখী দশরথকে  
 বাসের জন্য প্রবেশ করাইলেন ॥ ৩৮

তারপর শুভদিন, শুভলগ্ন ও মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে পর বর্ষজ  
 রাজা জনক পিতা দশরথ এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের  
 সহিত রঘুত্তম রামকে আনয়ন করিলেন ॥ ৩৯

যে মণ্ডপ সুবিস্তৃত রত্নস্তুম্বসমূহে সুশোভিত ছিল । সুন্দর  
 বিভান ( চাঁদোরা ) এবং তোরণদ্বার ইহার শোভাবর্জন  
 করিতেছিল । সর্বশোভার পূর্ণ মণ্ডপ মুক্তাপুষ্প ও মুক্তাকলে

বেদবিদুভিঃ স্তবদ্বাধে ব্রাহ্মণৈঃ স্বর্ণভূষণৈঃ ।  
 সুবাসিনীভিঃ পরিভো নিষ্ককণ্ঠীভিরাবৃতে ॥ ৪১  
 ভেরীহৃন্দুভিনির্ঘোষে নৃত্যগীতসমাকুলে ।  
 দিব্যরত্নাঙ্কিতে স্বর্ণপীঠে রামং স্থাবেশয়ৎ ॥ ৪২  
 বশিষ্ঠং কোশিককৈব শতানন্দপুরোহিতম ।  
 যথাক্রমং পূজয়িত্বা রামস্তোভয়পার্ষয়োঃ ॥ ৪৩  
 স্থাপয়িত্বা স ভদ্রাগ্নিং জ্বালয়িত্বা যথাবিধি ।  
 সীতামানীয় শোভাঢ্যাং নানারত্নবিভূষিতাম ॥ ৪৪  
 সভার্য্যো জনকঃ প্রাদাদ রামং রাজীবলোচনম ।  
 পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবত্তদপো মূর্খ্যধারয়ৎ ॥  
 যা ধৃত্য মুগ্ধি শর্বেণ ব্রহ্মণা মুনিভিঃ সদা ॥ ৪৫  
 ততঃ সীতাং করে ধৃষা সাক্ষাতোদকপূর্ব্বকম ।  
 রামায় প্রদদৌ প্রীত্যা পাণিগ্রহবিধানতঃ ॥ ৪৬  
 সীতা কমলপত্রাক্ষা স্বর্ণমুক্তাদিভূষিতা ।

দীয়তে মে স্তুতা তুভ্যাং প্রীতো ভব রঘুত্তম ॥ ৪৭

ভূষিত ছিল । নানাবিধ স্বর্ণভূষণে ভূষিত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণে পূর্ণ,  
 চারিদিকে সুন্দর বস্ত্রপরিহিতা কণ্ঠে নিষ্কধারিণী স্ত্রীবর্গে পরিবৃত্ত,  
 ভেরী ও হৃন্দুভির ধ্বনিতে মুগ্ধরিত এবং গীতে আমোদিত  
 মণ্ডপমধ্যে দিব্যরত্নে মণ্ডিত এক স্বর্ণপীঠে ঈরামকে উপবেশন  
 করাইলেন ॥ ৪০-৪২

তারপর বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও নিজের পুরোহিত শতানন্দকে  
 ক্রমানুসারে পূজা করিয়া রামের উভয় পার্শ্বে বসাইলেন ।  
 তারপর বিধি অনুসারে সেই মণ্ডপমধ্যে বিবাহস্থানে অগ্নি  
 প্রজ্জ্বলিত করিয়া নানা রত্নাভরণসমূহে বিভূষিতা, অতএব শোভা-  
 সম্পন্ন সীতাদেবীকে আনয়ন করত ভার্য্যাসহ রাজা জনক  
 রাজীবলোচন ঈরামকে প্রদান করিলেন । তারপর বিধি  
 অনুসারে ঈরামের চরণঘর ধৌত করিয়া শিব, ব্রহ্মা ও মুনিগণ  
 বাহা সদা মস্তকে ধারণ করেন, সেই ঈরামচরণধৌত জল নিঃ  
 স্তককে ধারণ করিলেন ॥ ৪৩-৪৫

তারপর সীতাকে হস্তে ধারণ করিয়া পাদ, অর্ঘ্য ও আচমনীয়  
 দান পূর্ব্বক পাণিগ্রহ বিধানানুসারে অর্ঘ্য পাণিগ্রহ হইতে  
 সপ্তপদীগমন পর্য্যন্ত বিবাহবিধানানুসারী প্রসন্নচিত্তে ঈরামকে  
 প্রদান করিলেন ॥ ৪৬

স্বর্ণ ও মুক্তাদি আভরণসমূহে বিভূষিতা পদ্মপত্রসদৃশ আরত-  
 লোচনা আমার কথা সীতাকে তোমার সম্প্রদান করিলাম,  
 হে রঘুত্তম । ইহাতে তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৪৭

ইতি শ্রীভেন মনসা সীতাং রামকরেহর্পর্যন ।

মুমোদ জনকো লক্ষ্মীং ক্ষীরাদ্বিরিব বিক্বে ॥ ৪৮

উর্মিলাকৌরসীং কণ্ঠাং লক্ষ্মণায় দদৌ তদা ॥ ৪৯

তথৈব ঋতকীর্তিকা মাণ্ডবীং ভ্রাতৃকণ্ঠকে ।

ভরতায় দদাবেকাং শক্রপ্লামাপরাং দদৌ ॥ ৫০

চত্বারো দারসম্পন্ন ভ্রাতঃ শুভলক্ষণাঃ ।

বিরেজুঃ প্রভয়া সর্বৈ লোকপালা ইবাপরে ॥ ৫১

ততোহত্রব্রীদ বশিষ্ঠায় বিশ্বামিত্রায় মৈথিলিঃ ।

বসুভায়া যথোদন্তং নারদেনাভিভাষিতম্ ॥ ৫২

যজ্ঞভূমিবিভূত্বার্থং কৃশ্ণভো লাজলেন মে ।

সীতামুখাং সমুৎপন্ন কণ্ঠকা শুভলক্ষণা ॥ ৫৩

তামজ্ঞানমহং শ্রীত্যা পুজিকাতাবভাবিতা ।

এইভাবে প্রীতমনে রাজা জনক সীতাকে রামহস্তে সমর্পণ করিয়া ক্ষীরসাগর বেক্রপ বিকৃকরে লক্ষ্মীকে সমর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দলাভ করিলেন ॥ ৪৮

এই সময় নিজের ঔরসকাতা(১) অস্ত্র এক কণ্ঠা উর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৪৯

এইরূপ ভ্রাতার দুই কণ্ঠা ঋতকীর্তিকা ও মাণ্ডবীকে ভরত ও শক্রপ্লামাপরা হস্তে অর্পণ করিলেন অর্থাৎ ভরতের হস্তে মাণ্ডবীকে এবং শক্রপ্লামাপরা হস্তে ঋতকীর্তিকে সমর্পণ করিলেন(২) ॥ ৫০

তখন শুভ লক্ষণারিত চারি ভ্রাতা শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রপ্লামাপরা হইয়া সকলে নিজ নিজ ভেঙ্গে বিভীষ লোকপালগণের ভায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫১

তদনন্তর মিথিলাধিপতি জনক বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে নারদ বেক্রপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে নিজের কন্যার অম্বুভাত বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫২

যজ্ঞভূমির বিভূতির জন্য যখন আমি লাজল দিয়া কর্ষণ করিতেছিলাম, তখন এই শুভলক্ষণা কণ্ঠা 'সীতা' লাজলের দ্বারা

(১) উর্মিলা রাজা জনকের ঔরসকাতা কণ্ঠা বলিয়া সীতা-দেবী পালিতা কণ্ঠা বলিয়া উল্লেখিত হইল। এই বৃত্তান্ত রাজা জনক হইতে ৫২ শ্লোক হইতে বলিবেন।

(২) এই স্থলে ৫০ নং শ্লোকে ভ্রাতৃকণ্ঠাধরের দানে যথার্থ তথ্য না থাকার বাস্তবিক-রামায়ণে কথিত তথ্যানুসারে ব্যাখ্যাত হইল। “ভমেবমুক্তা জনকো ভরতং কেকরীমুতম্। চোদরামাস বর্ষায়া মাণ্ডব্যাঃ পাপিসংগ্রেহে। শক্রপ্লামপি চাসীনং জনকো বাক্যমব্রবীৎ। ঋতকীর্ত্যা গৃহাণ ত্বং পাপিনা পাপিমুদতম্।” ইতি ১৭৫।২১-২২ বাস্তবিক-রামায়ণম্।

অপিভা প্রিয়ভাধাতৈর শরচ্ছত্রনিধাননা ॥ ৫৪

একদা নারদোহপ্যাগাদ্ বিবিঞ্জে ময়ি সংস্থিতে ।

রণয়ন্ মহতীং বীণাং গায়ন্ নারায়ণং বিভূম্ ॥ ৫৫

পূজিতঃ সুখমাসীনো মামুবাচ মুদাষিতঃ ॥ ৫৬

শৃণু বচনং গুহ্যং তবাত্মাদয়কারণম্ ।

পরমাত্মা হ্রস্বীকেশো ভক্তানুগ্রহকামায়া ॥ ৫৭

দেবকার্য্যার্থমিচ্ছার্থং রাবণস্ত বধায় চ ।

জাতো রাম ইতি খ্যাতো মায়ামামুশবেশধৃক্ ।

আন্তে দাশরথিভূত্বা চতুর্থা পরমেশ্বরঃ ॥ ৫৮

যোগমায়াহপি সীতেতি জাতা বৈ তব বৈশ্মনি ।

অভ্যুৎ রাঘবাত্মৈব দেহি সীতাং প্রযত্নতঃ ॥ ৫৯

কই সীতামুখ (ভূবিবর) হইতে আবির্ভূতা হয় ॥ ৫৩

সেই সময় আমি সেই কণ্ঠাকে প্রীতি সহকারে হৃদিতভাবে দর্শন করত গ্রহণ করিলাম এবং শারদীয় চন্দের ভায় মনোরম-বদনা এই কণ্ঠাকে প্রিয়ভাভাধাত্য হস্তে সমর্পণ করিলাম ॥ ৫৪

তারপর একদিন দেববি নারদ নিজের 'মহতী'(১) নারী বীণাবাদন সহকারে বিভূ নারায়ণের নামগান (বা গুণগান) করিতে করিতে আমি যে নির্জন স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম, তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৫

তাহাকে দর্শন করিয়াই আমি যথাবিধি তাহার পূজা করিলে তিনি পরমসুখে উপবেশন করিলেন এবং আনন্দ সহকারে আমাকে বলিলেন ॥ ৫৬

রাজন্। তোমার অভ্যুদয়ের (সমুদ্রভির) কারণ পরম গোপনীয় বাক্য শ্রবণ কর। ইন্দিরগণের নিরামক পরমাত্মা নারায়ণ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের ইচ্ছায়, রাবণবধের জন্ত অর্থাৎ রাবণবধাদি দেবকার্য্যসমূহ নিষ্পন্ন করিবার জন্ত মায়ামানুস বেশ ধারণ পূর্বক 'রাম' এই নামে বিখ্যাত হইয়া ধরাতে আবির্ভূত হইয়াছেন। পরমেশ্বর দশরথের পুত্ররূপে চার ভাগে অর্থাৎ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রপ্লাম—এই চার পুত্ররূপে বিব্রাজ করিতেছেন ॥ ৫৭-৫৮

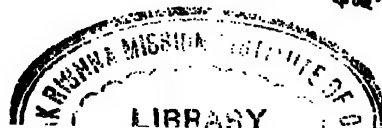
আর দেবী যোগমায়াত 'সীতা' এই নামে তোমার গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন। অভ্যুৎ তুমি বিশেষ সমাদরের সহিত রঘুবংশলাভ শ্রীরামকেই এই সীতা প্রদান কর ॥ ৫৯

(৩) বিশ্বাবসোন্ত বৃহতী তুঙ্গরোক্ত কলাবতী।

মহতী নারদস্ত স্তাং সরসত্যাত কচ্ছপী।

কচ্ছপ বীণা নালদী মহতী নারদস্ত চ।

কচ্ছপী তু সরসত্যা গণানাক প্রভাবতী।





নাশ্বেত্যঃ পূর্বভাগৈষা রামশ্চ পরমাত্মনঃ ।  
 ইত্যুক্তা প্রযাযৌ দেবগতিং দেবমুনিমুদা ॥ ৬০  
 তদারভ্য ময়া সীতা বিষ্ণোল্পক্ষীবিভাবাতে ॥ ৬১  
 কথং ময়া রাঘবায় জ্ঞানকৌ দীয়তে শুভা ।  
 ইতি চিন্তাসমাবিষ্টঃ কার্য্যমেকমচিন্তয়ম্ ॥ ৬২  
 মংপিভামহগেহে তু ত্রাসভূতমিদং ধনুঃ ।  
 ঈশ্বরেণ পুরা ক্ষিপ্তং পুরদাহাদনস্তরম্ ॥ ৬৩  
 ধনুরেতৎ পণং কার্য্যগিতি চিন্ত্য তথা কৃতম্ ।  
 সীতাপানিগ্রহার্থায় সর্ব্বেষাং মাননাশনম্ ॥ ৬৪  
 ত্বংপ্রসাদানুনিশ্চেষ্ট রামো রাজীবলোচনঃ ।  
 আগতোহজং ধনুর্জষ্টুং ফলিতো মে মনোরথঃ ॥ ৬৫  
 অস্ত্র মে সফলং জন্ম রাম ত্বাং সীতয়া সহ ।

অস্ত্র কাহাকেও প্রদান করিও না ; কারণ, ইনি পরমাত্মা  
 জীরামের পূর্ব্বপত্নী লক্ষ্মীদেবী । দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া  
 সেই সময় দেবলোকে গমন করিলেন । ৬০

সেই সময় হইতেই আমি সীতাকে বিষ্ণুর ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী  
 বলিয়াই মনে করি । ৬১

কিভাবে আমি শুভলক্ষণা জ্ঞানকৌ জীরামহস্তে সমর্পণ  
 করিব ? এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া একটি কার্য্যের কথা চিন্তা  
 করিলাম । ৬২

পূর্ব্বক মহেশ্বর ত্রিপুৰদহনের পর এই প্রসিদ্ধ ধনু আমার  
 পিতামহগৃহে ত্রাসরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । ৬৩

সেই ধনুই এখন পণরূপে ব্যবহার করিব, এই চিন্তা করিয়া  
 আমি সীতার পানিগ্রহণের অস্ত্র সকল রাজস্ববর্ণের অহঙ্কার-  
 নাশক ধনুর্জপণ স্থির করিয়াছি। মুনিশ্চেষ্ট। আপনার  
 করুণায় রাজীবলোচন রাম সেই ধনু দর্শন করিবার অস্ত্র  
 মিথিলায় আসিয়াছে, ইহাতে আমার মনোরথ সকল  
 হইয়াছে । ৬৪-৬৫

রাম। সীতার সহিত তোমাকে দেদীপ্যমান সূর্য্যের ত্যার  
 একাসনে অবস্থান করিতে দর্শন করিতেছি, ইহাতে আজ আমার  
 জন্মও সফল হইল । ৬৬

রাম। তোমার পাদভল ধারণ করিয়াই ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্র  
 পরিচালনা করিতেছেন এবং বলি তোমার পাদভল ধারণ করিয়া  
 বর্ষাবিপত্ত্য প্রাপ্ত হইয়াছে । ৬৭

একাসনস্থং পশ্যামি ভ্রাজমানং রবিং যথা ॥ ৬৬

ত্বংপাদানুধরো ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রপ্রবর্তকঃ ।

বলিত্বংপাদমলিনং বৃদ্ধাহভূদুদ্বিবিজ্ঞাধিপঃ ॥ ৬৭

ত্বংপাদপাংস্তসংস্পর্শাদহল্যা ভর্তৃশাপতঃ ।

সত্ত্ব এব বিনির্মুক্তা কোহগৃহস্থস্তোহধিরক্ষিতা ॥ ৬৮

ত্বংপাদপঙ্কজপরাগসরাগযোগি-

বৃন্দৈজিতং ভবভয়ং জিতকালচক্রৈঃ ।

যম্যাকীৰ্ত্তনপরা জিততৃণশোকো

দেবাস্তমেব শরণং সততং প্রপত্তে ॥ ৬৯

ইতি স্তব্ধা নৃপঃ প্রোদাদ রাঘবায় মহাত্মনে ।

দীনারাণাং কোটিশতং রথানামমুতং তথা ॥ ৭০

তোমার পাদভলঃ সংস্পর্শে অহল্যা পতির শাপ হইতে সদাই  
 মুক্তিলাভ করিয়াছেন ; অতএব তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষক  
 আর কে আছে ? ৬৮

রাম। তোমার পাদপদ্মের যে পরাগ, উহাতে অনুরাগী  
 হওয়ার যোগিগণ সংসারভয়কে জয় করিয়াছেন এবং কালভয়কে  
 জয় করিয়াছেন, দেবগণ যাহার নামকীৰ্ত্তনপরায়ণ হইয়া সমস্ত  
 তৃণ ও শোককে জয় করিয়াছেন, আমি সেই জীরামের সত্ত্ব  
 শরণ গ্রহণ করিলাম । ৬৯

নরপতি জনক এইরূপে স্তব করিয়া মহাত্মা জীরামকে কোটি-  
 শত দীনার (১), অমুত (দশ হাজার) রথ, নিমুত (দশ লক্ষ)  
 অশ্ব, ছয় শত হস্তী, একলক্ষ পদাতি এবং তিনশত দাসী প্রদান  
 করিলেন । ৭০-৭১

(১) দীনার বিষয়ে অভিমত—

“দীনারো রূপকৈরুচ্যাবিশত্যা পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

সুবর্ণসমুত্তিতমো ভাগো রূপক ইত্যভে ।”

—ইতি বিষ্ণুপু্রোক্তেঃ ।

“কার্য্যপণোহভিক। জ্ঞেয়াস্তাশ্চতস্ত দানকঃ ।

তে দ্বাদশ সুবর্ণান্ত দীনারশ্চত্বকঃ স্মৃতঃ ॥”

—ইতি কাভ্যায়নোক্তেঃ ।

কাভ্যায়নমতসংগ্রহে দত্তবিবরণঃ ৩৬১ ।

“কার্য্যপণো দক্ষিণত্যাং দিশি রৌপ্যঃ প্রবর্ততে ।

পট্টনিবন্ধঃ পূর্ব্বত্যাং বোড়শৈব পদাঃ স তু ॥”

ইতি বোড়শপদরূপঃ দক্ষিণঃ কার্য্যপণ ইত্যর্থঃ ।

অখানাং নিবৃত্তং প্রাদাদ্ গজানাং ঘটপতং তথা ।  
 পত্নীনাং লক্ষ্মেমেকঞ্চ দাসীনাং ত্রিশতং দদৌ ॥ ৭১  
 দিব্যাস্তরাণি হারান্চ মুক্তারত্নময়োজ্জলান্ ।  
 সীতায়ৈ জনকঃ প্রাদাৎ শ্রীত্যা হৃহিত্ববৎসলঃ ॥ ৭২  
 বশিষ্ঠাদীনৃ সুসম্পূজ্য ভরতং লক্ষ্মণং তথা ।  
 পূজয়িত্বা যথাশ্রায়ং তথা দশরথং নৃপম ॥ ৭৩  
 প্রস্থাপয়ামাস নৃপো রাজানাং রঘুনন্দনম্ ।  
 সীতামালিন্য রুদতীং মাতরঃ সাশ্রুলোচনাঃ ॥ ৭৪

ইহা ব্যতীত হৃহিত্ববৎসল জনক সীতাকে প্রীতিসহকারে দিব্য  
 বস্ত্রসমূহ এবং মুক্তা ও রত্নসমূহে সমুজ্জ্বল বহু হার প্রদান  
 করিলেন ॥ ৭২

বশিষ্ঠাদি পুত্রনীর ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে পূজা করিয়া  
 রাজা দশরথ, ভরত, লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন প্রভৃতি সকলেরই কান্নানুসারে  
 পূজা করিয়া রাজা জনক রঘুর শ্রীরামকে প্রেরণ অর্থাৎ  
 অযোধ্যার বাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সময়  
 জনকপত্নীগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদনপরায়ণা সীতাকে আলিঙ্গন  
 করিয়া এবং কস্তা সীতার মুখে অক্ষমার্জন করিতে করিতে বীর-  
 ভাবে গদগদস্বরে বলিলেন,—বৎসে! তুমি স্বাক্ষমাতা ও স্বত্তরের

শ্রীমদ্রহস্যবিবেকবাসবিবচিত্ত শ্রীমদধ্যাত্মসাময়িক উমা-মহেশ্বর

অক্রবন্ গদগদং ধীরা মুজন্তো হৃহিত্বমুখম্ :  
 স্বকৃত্তমুখপরা নিত্যং রামমমুভতা ।  
 পাতিত্বতামুপালম্ব্য ভিষ্ঠ বৎসে যথাসুখম্ ॥ ৭৫  
 প্রয়াণকালে রঘুনন্দনস্ত  
 ভেরীমুদকানকতুর্য্যঘোষৈঃ ।  
 স্বর্বাশিভেরী-বনতুর্য্যশব্দঃ  
 সম্মুচ্ছিতো ভূতভয়করোহভূৎ ॥ ৭৬  
 ইতি শ্রীমদধ্যাত্মসাময়িক উমা-মহেশ্বরসংবাদে  
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

সেবাপরায়ণা হইবে, সতত রামের অনুগতা হইবে এবং  
 পাতিত্বতামুখ্য পালন করিবে, ইহাভেদে তুমি সুখের সহিত  
 অবস্থান করিতে পারিবে অর্থাৎ ইহাশ্রুত তুমি চিরসুখিনী  
 হইবে ॥ ৭৩-৭৫

এই সময় যখন রঘুনন্দন রাম অযোধ্যার গমন করিতেছিলেন,  
 তখন ভেরী, মুদক, তুর্য্য, কাংস ও শব্দ প্রভৃতি বাদ্যের গভীর  
 শব্দে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল এবং স্বর্গস্থিত দেবগণের বাদ্য  
 ভেরী, কাংস ও তুর্য্যাদি শব্দ জনক-ভবনের বাদ্যশব্দের সহিত  
 মিশ্রিত হইয়া ভূতগণের ( প্রাণিগণের ) ভীতিপ্রদ হইয়া  
 উঠিল ॥ ৭৬

সংবাদপ্রসঙ্গে আদিকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

[ বিবাহাৎ পরং পুত্রৈঃ সহ দশরথশ্রীযোধ্যামভিগমনম্, পথি রামেন পরস্তরামস্ত দর্পচূর্ণশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ গচ্ছতি শ্রীরামে মৈথিলাদ যোজনত্রয়ম্ ।

নিমিত্তাত্তিষোরাণি দদর্শ নৃপসন্তমঃ ॥ ১

নহা বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমিদং মুনিপুঙ্গব :

নিমিত্তানীহ দৃশ্যন্তে বিষমাণি সমস্ততঃ ॥ ২

সপ্তম অধ্যায় ।

[ বিবাহের পর পুত্রগণের সহিত দশরথের অযোধ্যা-  
 অভিমুখে যাত্রা এবং পথে রাম কর্তৃক পরস্তরামের দর্পচূর্ণ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—এবি। মিথিলা হইতে যাত্রা করিয়া  
 শ্রীরাম তিন যোজন পথ গমন করিলে পর নৃপশ্রেষ্ঠ দশরথ  
 অতি ভয়ানক বহু নিমিত্ত—অপশকুন দেখিতে পাইলেন ॥ ১

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা  
 করিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! এই যে চারিদিক্ প্রতিফল নিমিত্তসকল  
 দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি ? ২

বশিষ্ঠস্তমথ প্রাহ ভয়মাগামি নুচ্যতে ।

পুনরপ্যভয়ং তেহত শীঘ্রমেব ভবিষ্যতি ॥ ৩

মুগাঃ প্রদক্ষিণং যন্তি হৃদশ্চানু শুভনুচকাঃ ।

ইত্যেবং বদন্তস্তস্মৈ ববৌ ঘোরভরোহনিলঃ ।

মুখাশ্চক্ষুর্মি সর্বেষাং পাণ্ডুরুষ্টিভিরদয়ন্ ॥ ৪

বশিষ্ঠ তখন সেই রাজা দশরথকে বলিলেন,—রাজন্।  
 এই সব প্রতিফল নিমিত্তের দ্বারা আপনার সমুখে ভয়ের সূচনা  
 হইতেছে; কিন্তু পুনরায় আর সত্তরই আপনার সেই ভয় আর  
 থাকিবে না ॥ ৩

আপনারা দেখুন—এই যুগগণ আপনার দক্ষিণ দিগা গমন  
 করিতেছে, ইহার দ্বারা আপনার শুভ সূচনা করিতেছে। যখন  
 বশিষ্ঠ এই কথা বলিতেছিলেন, তখন অতি ভয়ঙ্কর বায়ু বহিতে

ততো দদর্শ ভগবান্ জামদগ্ন্যঃ প্রভাণবান্ ।

নীলমেঘনিভঃ প্রাণ্ডুর্জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৫

ধনুঃ-পরশুপাণিষ্ঠ সাক্ষাৎ কাল ইবাস্তকঃ ।

কার্ত্তবীৰ্য্যাস্তকো রামো দৃশুক্ষত্রিয়মর্দনঃ ।

প্রাপ্তো দশরথস্তাগ্রে কালযুত্মুরিবাপরঃ ॥ ৬

তং দৃষ্ট্বা ভয়সম্রত্তো রাজা দশরথস্তদা ।

অৰ্ঘ্যাদিপূজাং বিম্বত্য ত্রাহি ত্রাহীতি চাত্রবীৎ ॥ ৭

দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছ মে ॥ ৮

ইতি ক্রবাণং রাজানমনাদৃত্য রঘুস্রমম ।

উবাচ নির্ভুরং বাক্যং ক্রোধাৎ প্রচলিতেজস্রিঃ ॥ ৯

ত্বং রাম ইতি নান্না মে চরমি ক্ষত্রিয়াধম ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রযচ্ছাস্তু যদি ত্বং ক্ষত্রিয়োহসি বৈ ॥ ১০

লাগিল অর্ঘ্য হঠাৎ ঝড় উঠিল। সেই বান্দু ধূলিবর্ষণের দ্বারা সকলকে পণ্ডিত করিল এবং সকলের দৃষ্টিশক্তি হরণ করিল। ৪

তখনতন প্রভাণশালী, নীলমেঘতুলা কৃষ্ণবর্ণ, উন্নত, জটাসমূহে বিভূষিত জমদগ্নিনন্দন ভগবান্ পরশুরাম দশরথ প্রভৃতিকে দর্শন করিলেন। ৫ (১)

পরশুরামের হস্তে তখন ধনু ও পরশু ছিল। তাঁহাকে প্রলয়কালে সাক্ষাৎ যমের ভায় মনে হইতেছিল। কৃতবীৰ্য্যের পুত্র অর্জুনকে তিনি বধ করিয়াছেন। উদ্ভূত ক্ষত্রিয়গণের মর্দনকারী এই রাম তখন রাজা দশরথের অগ্রে বিভীক কাল-যুত্মুর ভায় উপস্থিত হইলেন। ৬

সেই সময় রাজা দশরথ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত সম্রত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবার কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন' এই কথা বলিতে লাগিলেন। রাজা ভুলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—আমাকে পুত্রগণের প্রাণভিক্ষা দিন। ৭-৮

কিন্তু চক্কেলজিহ্ব পরশুরাম রাজা দশরথের এই বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া রঘুস্রম স্রীরামকে এই কঠোর বাক্যে বলিলেন। ৯

(১) পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কন্ধের স্থানে নিম্নলিখিত স্লোকগুলি কোনও কোনও পুস্তকে দেখা যায়,—“ততো ব্রহ্মদদর্শাগ্রে তেজোরশিমুপস্থিতম্। কোটিসূর্য্যপ্রভীকাসং বিশ্রাংপুত্রসম-প্রভম্। তেজোরশিঃ দদর্শাৎ জামদগ্ন্যঃ প্রভাণবান্। নীলমেঘ-নিভপ্রাণ্ডু-জটামণ্ডলমণ্ডিতম্। ধনুঃ-পরশুপাণিষ্ঠ সাক্ষাৎ কালমিবাস্তকম্। কার্ত্তবীৰ্য্যাস্তকং রামং দৃশুক্ষত্রিয়মর্দনম্। প্রাপ্তো দশরথস্তাগ্রে কালযুত্মুরিবাপরম্।”

পুরাণং জর্জরং চাপং ভঙক্ত্বা ত্বং কথসে যুযা।

অস্মিন্ধ বৈষ্ণবে চাপে আরোপয়সি চেদ্ গুণম্।

তদা বুদ্ধং ত্বয়া সাক্ষিং করোমি রঘুবংশজ ॥ ১১

নো চেৎ সর্বান্ হনিষ্যামি ক্ষত্রিয়াস্তকরো হুহম্ ॥ ১২

ইতি ক্রবতি বৈ তস্মিন্ধচাল বম্বুধা ভূশম্।

অন্ধকারো বভূবাৎ সর্বেষামপি চক্ষুযাম্ ॥ ১৩

রামো দাশরথির্বীরো বীক্ষ্য তং ভার্গবং ক্রমা।

ধনুরাচ্ছিত্ত তদ্রক্তাদারোপ্য গুণমঞ্জসা ॥ ১৪

ভূগীরাদ্ বাণমাদায় সন্ধারাক্ষ্য বীৰ্য্যবান্।

উবাচ ভার্গবং রামং শৃণু ব্রহ্মন্ বচো মম ॥ ১৫

লক্ষ্যং দর্শয় বাণস্ত হুমোষো রামসায়কঃ।

লোকান্ পাদযুগং বাপি বদ শীঘ্রং মমাজ্জয়া ॥ ১৬

যে ক্ষত্রিয়াধম। তুমি 'রাম' এই আপনার নাম নিরা ভুলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। যদি তুমি ক্ষত্রিয় হও, তবে আমাকে সত্তর দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর ॥ ১০

তুমি একটা পুরাতন জর্জর ধনু ভাঙ্গিয়া বৃথা নিজেই প্রশংসা করিতেছ। রঘুবংশজাত রাম। যদি তুমি এই বৈষ্ণব ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ১১

আর তাহা যদি না পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের সকলকেই বধ করিব; কারণ, আমি ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংসকারী জমদগ্নিনন্দন রাম ॥ ১২

পরশুরাম যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন ঘোরভর ভূমিকম্প হইল এবং সকলেরই চক্ষু ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ১৩

তারপর দশরথপুত্র বীরবর রাম রোষভরে সেই ভৃগুবংশজাত পরশুরামকে দেখিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ধনু টানিয়া লইয়া দ্রুত গুণারোপণ করত তৃণ হইতে বাণ লইয়া উহা সন্ধান পূর্বক আকর্ষণ করিয়া ভৃগুবংশজাত রামকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আমার কথা শ্রবণ করুন ॥ ১৪-১৫

আপনি আমার এই বাণের লক্ষ্য নির্দেশ করুন; কারণ, রামের বাণ অব্যর্থ। আমি আপনার ইহলোক ও পরলোক—এই উভয়লোকে গতি রুদ্ধ করিব কিংবা আপনার পাদঘরই বাণপ্রহারে চিরকালের মত রুদ্ধ করিয়া দিব? আমার আদেশে তাহা সম্ভব বলুন ॥ ১৬

এবং বদতি ত্রীরাশে ভার্গবো বিকৃতাননঃ ।  
 সংস্রবন্ পূর্ববৃত্তান্তমিদং বচনমত্রবীৎ ॥ ১৭  
 রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্ ।  
 পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসর্গলয়োত্তমম্ ॥ ১৮  
 বালে হং তপসা বিষ্ণুসারাদয়িতুমজসা ।  
 চক্রতীর্থশুভং গঙ্গা তপসা বিষ্ণুমবহম্ ।  
 অতোষয়ং মহাত্মানং নারায়ণমনস্তবীঃ ॥ ১৯  
 ততঃ প্রসম্মো দেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।  
 উবাচ মাং রমুশ্রেষ্ঠ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ২০  
 ত্রীভগবান্ উবাচ ।  
 উত্তীর্ণ তপসো ব্রহ্মন্ কলিতং তে তপো মহৎ  
 মচ্চিদংশেন বুদ্ধত্বং জহি হৈহয়পুঙ্গবম্ ।  
 কার্ত্তবীৰ্য্যং পিতৃহরণং যদর্থং তপসঃ শ্রমঃ ॥ ২১  
 ততস্ত্রিঃসপ্তকৃৎস্বং হত্বা কত্রিয়মণ্ডলম্ ।

ত্রীরাম এইরূপ বলিলে পর ভৃগুবংশজাত পরমরামের  
 মুখ ভরে বিকৃত হইয়া বাইল। তিনি পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া  
 রামকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৭

রাম । মহাবাহো (আজানুলবিত বাহো) রাম ॥ তুমি যে  
 পুরাণপুরুষ, অগভের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ সর্বব্যাপী  
 পরমেশ্বর, তাহা আমি জানি ॥ ১৮

আমি বাল্যকালে তপস্তার দ্বারা ত্রীবিষ্ণুকে সত্ত্ব আরাধনা  
 করিবার জন্য পবিত্র চক্রতীর্থে গমন করত প্রত্যহ অনন্ত মতি-  
 সহকারে তপস্তা করিয়া মহাত্মা নারায়ণকে সন্তুষ্ট করি ॥ ১৯

রমুশ্রেষ্ঠ । তারপর শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী দেবদেব বিষ্ণু  
 প্রসন্ন হইয়া নির্মল মুখপদ্মে আমাকে বলিলেন ॥ ২০

ত্রীভগবান্ নারায়ণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্ । তুমি উঠ, তোমার  
 তপস্তার মহৎফল আজ কলিত হইয়াছে। তুমি আমার  
 চিদংশের দ্বারা মুক্ত হইলে। তুমি তোমার পিতৃহত্যাকারী  
 হৈহয়শ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীৰ্য্যকে বধ কর; কারণ, বাহার অন্য তুমি  
 অমসাহ্য তপস্তা করিতেছ ॥ ২১

তুমি ত্রিসপ্তকৃৎ অর্থাৎ (৩×৭=২১) একশবার কত্রিয়মণ্ডল  
 বধ করিয়া এই সম্পূর্ণ পৃথিবী কস্তপকে প্রদান করত শান্তিলাভ  
 করিবে ॥ ২২

অব্যয় পরমাত্মা আমি ত্রেতাযুগে দশরথপুত্র রাম হইয়া  
 পরম শক্তি লক্ষ্মীদেবীর সহিত আবির্ভূত হইব, তখন তুমি  
 পুনরায় আমাকে বর্শন করিবে ॥ ২৩

কৃত্বাং তুমি কস্তপায় দত্তা শান্তিমুশাবহ ॥ ২২  
 ত্রেতাযুগে দাশরথিভূত্বা রামোহহমব্যয়ঃ ।  
 উৎপৎস্তে পরম শক্ত্যা তদা ব্রহ্মসি মাং পুনঃ ॥ ২৩  
 মন্তেকঃ পুনরাদান্তে ত্বয়ি দন্তং ময়া পুরা ।  
 তদা তপশ্চরন্তোঁকে তিষ্ঠ ত্বং ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ২৪  
 ইত্যুক্তান্তুর্দধে দেবত্বা সর্বকৃৎ ময়া ।  
 স এব বিষ্ণুঃ রামো জাতোহসি ব্রহ্মণাহিতিঃ ॥ ২৫  
 ময়ি স্থিতস্ত ত্বন্তেকত্বয়ৈব পুনরাস্তম্ ।  
 অন্ত মে সকলং জন্ম প্রতীতোহসি মম প্রভো ॥ ২৬  
 ব্রহ্মাদিভিরলভ্যং প্রকৃতে: পারগো মতঃ ।  
 ত্বয়ি জন্মাদিবদ্ভাবা ন সন্ত্যজ্ঞানসম্ভবাঃ ॥ ২৭  
 নির্বিকারোহসি পূর্ণত্বং গমনাদিবিবজ্জিতঃ ।  
 তথা জলে কেনযুগ্মং ধূমো বহৌ তথা ত্বয়ি ।  
 ত্বদাধারা ত্বদ্বিময়া ময়া কার্য্যং নৃজত্যহো ॥ ২৮

তোমাকে আমি পূর্বে যে আমার ভেজ (চিদংশ) প্রদান  
 করিয়াছিলাম, তোমার সহিত যখন আমার সাক্ষাৎকার হইবে,  
 তখন আমি সেই ভেজ পুনরায় গ্রহণ করিব। আর তুমি ব্রহ্মার  
 দিনপরিমিত ('চতুর্ভূগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে') চারি  
 যুগসহস্র কাল তপস্তা আচরণ করিয়া ভুবনে অবস্থান করিবে ॥ ২৪  
 এই কথা বলিয়া সেই দেব নারায়ণ অভিহিত হইয়া বাইলেন  
 এবং আমি তাঁহার আজানুসারে সব কিছুই করিয়াছি। সে-ই  
 বিষ্ণুই তুমি, ব্রহ্মার প্রাৰ্থনানুসারে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ২৫  
 আমার মধ্যে স্থিত তোমার যে ভেজ, তাহা তুমিই পুনরায়  
 গ্রহণ করিয়াছ। আজ আমার জন্ম সকল হইল। প্রভো!  
 আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি ॥ ২৬

নাথ। ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও তোমাকে লাভ করিতে  
 পারেন না; কারণ, তুমি প্রকৃতির পারগামী অর্থাৎ প্রকৃতির  
 সীমাতিক্রম বলিয়া অভিহিত হও। তোমার মধ্যে ব্রহ্মাদি হর  
 বিকার (জায়তে, অস্তি, বিপরিশমন্তে, অপকীর্ত্তে, বর্জ্যে,  
 নশ্বতীতি বক্তৃতাঃ।) নাই; যেহেতু তুমি জানে পূর্ণ, অভাব  
 ব্রহ্মরূপ; কিন্তু হর বিকার অজান হইতে উৎপন্ন হয় অথবা  
 অজান অজ—দেহ, তাহার মধ্যেই এই হর বিকার উৎপন্ন হয়,  
 আর তুমি দেহঅরাতীত নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া তোমার মধ্যে এই  
 হর বিকার নাই ॥ ২৭

অন্তএব তুমি নির্বিকার, পূর্ণ (ঐশ্বর্য্যাদি বক্তৃৎপনুত),  
 গমনাদি ক্রিয়াবজিত বলিয়া অভিহিত হও। তাহা হইলে ক্রিয়া-

যাবনমায়াবৃত্তা লোকান্তাবৎ হ্যং ন বিজ্ঞানতে ।  
 অবিচারিতসিদ্ধৈবাহবিদ্যা বিদ্যাবিরোধিনী ॥ ২০  
 অবিদ্যাকৃতদেহাদিসম্ভবাত্তে প্রতিবিশিভা ।  
 চিচ্ছক্তির্জীবলোকেহ্ম্মিঞ্জীব ইত্যভিধীয়তে ॥ ২০  
 যাবদ্ দেহ-মনঃ-প্রাণ-বুদ্ধ্যাদিষুভিমানবান্ ।  
 তাবৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বশুখদুঃখাদিভাগু ভবেৎ ॥ ৩১  
 আত্মনঃ সংসৃতির্নাস্তি বুদ্ধেজ্ঞানং ন জাহতি ॥ ৩২  
 অবিবেকাদ্ভ্রমং যুক্ত্য। সংসারীতি প্রবর্ততে ।

সমূহ কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় ; যেরূপ জলে জলাধারে পরস্পর-  
 মিলিত ভরজসমূহ ফেনবৃন্দ সৃজন করে এবং যেরূপ বহিতে বহির  
 আগ্নার আর্জ কাঠ ধুম উপাদান করে, সেইরূপ মায়। তোমার  
 আশ্রয়ে তোমারই অধীনে তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া গমনাদি  
 কার্যসকল সম্পাদন করে । অর্থাৎ ফেন যেমন জলের বিকার  
 নয়, কিন্তু জল নিমিত্ত, বায়ু উপাদান ; এইরূপ ধুম অগ্নির বিকার  
 নয়, কিন্তু অগ্নি নিমিত্ত আর আর্জকাঠ ধূমের উপাদান ; সেইরূপ  
 জগৎপ্রপঞ্চের ভূমি নিমিত্তমাত্র, মায়। প্রকৃতি উপাদান ( তথাপি  
 লোকে যে ব্যবহার আছে—রাম্ জন্মিয়াছেন প্রকৃতি, তাহা  
 জ্ঞাত্বিকী প্রভীতি বলিয়া জানিবে ) ॥ ২৮

যতকাল মানুষ মায়ার দ্বারা আবৃত থাকে, ততকাল সে  
 তোমাকে স্বার্থভাবে জানিতে সমর্থ হয় না । মায়। অবিদ্যা ।  
 এই অবিদ্যা বিবিধা—(১) অবিচারিতসিদ্ধা ও (২) বিদ্যা-  
 বিরোধিনী । অনীর্বচনীয়রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতে অসমর্থ  
 অবিচারিতসিদ্ধা এবং বিদ্যাবিরোধিনী বিদ্যাপ্রতিবন্ধিকা অর্থাৎ  
 যতকাল অবিদ্যা কৃতকার্য্য থাকিবে, ততকাল তোমাকে জানা  
 যাইবে না ; কিন্তু বিদ্যার উদয়ে যখন অবিদ্যা নাপ্রাপ্ত হইবে,  
 তখন তোমাকে জানিতে পারিবে ॥ ২৯

অবিদ্যাকৃত দেহ ইন্দ্రిয়াদিসমূহে প্রতিবিশিভ ( প্রতিফলিত )  
 চিৎ শক্তিই এই প্রাণিলোকে প্রাণধারক বলিয়া “জীব” এই নামে  
 অভিহিত হয় ॥ ৩০

যতকাল এই জীবের দেহ, মন, প্রাণ ও অতঃকরণাদিতে  
 অভিমান অর্থাৎ ‘অহং’ এই বুদ্ধি থাকে; ততকালই সেই জীব  
 ‘আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী ও আমি দুঃখী’ এইরূপ  
 কর্তৃত্বাদির আরোপ করিয়া কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ ও দুঃখের  
 ভাগী হয় ॥ ৩১

কিন্তু আত্মার অর্থাৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানকারী  
 প্রত্যগাত্মার অপরিণামিত্যনিবন্ধন সংসার নাই এবং বুদ্ধির অতৃত্ব-  
 বশতঃ কখনও জ্ঞান লাভ হয় না । অথবা আত্মার পরমার্থতঃ

জড়শূ চিৎসমাবোগাচ্চিৎ ভূয়চ্চিতেত্তথা ।  
 জড়সজ্জাজ্জড়ং হি জ্ঞান্যোগ্যোর্মেলনং যথা ॥ ৩০  
 যাবৎ স্বপাদভক্তানাং সঙ্গসৌখ্যং ন বিন্শতি ।  
 তাবৎ সংসারদুঃখোদ্যান নিবর্ত্তেম্বরঃ সদা ॥ ৩৪  
 সংসঙ্গলক্ষ্য। তক্ত্য। যদা হ্যং সমুপাসতে ।  
 তদা মায়। শনৈর্ধাতি হ্যামেবং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৫  
 ততত্বজ্ঞানসম্পন্নঃ সদগুরুন্তেন লভ্যতে ।  
 বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লক্ষ্য। স্বংপ্রসাদাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৩৬

সংসার নাই এবং অতঃকরণের কদাচিৎ কদিকবিজ্ঞান নাই ॥ ৩২  
 তাহা হইলে আত্মার সংসারিত্বরূপে কিভাবে আত্মজ্ঞান হয় ?  
 তাহার উত্তর বলিতেছেন—অবিবেকবশতঃ অসংযোগ করিয়া  
 আত্মা আমি সংসারী এরূপ ব্যবহার করে, যে রূপ জড়ের চিৎ  
 অর্থাৎ চৈতন্তের সহিত সংযোগে চিদ্ অর্থাৎ চৈতন্তের সহিত  
 সংযোগে আমি কর্তা, এরূপ অবিবেকপ্রসূত ভ্রম উপেক্ষ হয় ।  
 যে রূপ জল স্বাভাবিক শীতল অগ্নির সংস্পর্শে উষ্ণ হয়, সেইরূপ  
 জড়ের চেতনসংস্পর্শে চৈতন্ত লাভ হয় । আবার অগ্নির  
 যে রূপ স্বাভাবিক প্রকাশ ও দাহ শক্তি থাকিলেও জলের সংস্পর্শে  
 তাহার হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিক চৈতন্ত-  
 শক্তি থাকিলেও দেহাদি অতৃপদার্থসমূহের সংস্পর্শে চৈতন্তের  
 হানি হয় ॥ ৩৩

মানুষ তোমার শ্রীপাদভজনপরায়ণ সেবকগণের সঙ্গজনিত  
 সুখ যে পর্য্যন্ত না লাভ করে, সেই পর্য্যন্ত তাহার সংসারের  
 নানা দুঃখ সম্ভব হইতে নিম্ভুতিলাভ হয় না ॥ ৩৪

সংপুরুষগণের অর্থাৎ তোমার ভজনপরায়ণ সেবকগণের সঙ্গ  
 করিয়া লব্ধ ভক্তির দ্বারা যখন মানুষ তোমার উপাসনা ( উপ-  
 সমীপে, আসনা—জপ ধ্যানাদির দ্বারা অবস্থান ) করে, তখন  
 মায়। ( অবিদ্যা ) ধীরে ধীরে সরিয়া যায় এবং তোমাকে সেই  
 মানুষ জানিতে পারে ॥ ৩৫

ভারপর অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রসরণের পর তোমার সম্বন্ধে জ্ঞান-  
 লাভ করিয়া সে জ্ঞানী হয় । এই সময় ‘সদগুরু’ লাভ হইয়া  
 থাকে । ( জ্ঞতি বলিয়াছেন—‘তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাতি-  
 গচ্ছৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্’ । যুক্তকোপনিষদি ১২।১২,  
 ‘আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ নৈবা ভর্কেণ মতিরাপনয়’ ।—  
 কঠোপনিষদি ৫।২, ‘আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ’—খান্দোগ্যোপ-  
 নিষদি ১।২।৪।২, ‘উপদেক্ষ্যতি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ’—  
 শ্রীগীতার্য্যম্ ৪।৩৪ ।—এই সব শাস্ত্রপ্রমাণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে,  
 গুরুত্বপা ব্যতীত প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না । তত্ব সধে,

তস্মাদ্ ভদ্রভক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি ।  
 ন মুক্তিশঙ্কা বিজ্ঞানশঙ্কা নৈব স্মৃৎ তথা ॥৩৭  
 অভ্যুৎপাদদুগ্ধলে ভক্তির্মে জন্মজন্মনি ।  
 স্মাৎ ভদ্রভক্তিমতাং সঙ্কোহবিভা বাভ্যাং বিনশ্যতি ॥৩৮  
 লোকে ভদ্রভক্তিনিরতাস্বকর্মায়ুতবর্ষিণঃ ।  
 পুনস্তি লোকমখিলং কিং পুনঃ স্বকুলোদ্ভবান্ ॥ ৩৯  
 নমোহস্ত জগতাং নাথ নমস্তে ভক্তিভাবন ।  
 নমঃ কারুণিকানস্ত রামচন্দ্রে নমোহস্ত তে ॥৪০  
 দেব যদ্ যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া লোকজিগীষয়া ।

সদৃশস্থপাঠে এবং কৌলিক ও শাস্ত্রীয় আচারাদি পালনে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা ভাসা ভাসা অবস্থার থাকে, গাঢ় হয় না; কিন্তু করুণাময় কল্যাণময় সদগুরু শিষ্যের মধ্যে দিব্য শক্তি সঞ্চারিত করিয়া যে জ্ঞান দান করেন, তাহা গাঢ় হইতে গাঢ়তর বলিয়া সহজে ধ্যানরাজ্যে প্রবিক্ত হইতে পারে এবং সমাধিপূত হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সেই কারণে সাক্ষাৎ করুণাধনবিগ্রহ শ্রীরামের সাক্ষাতে ব্রহ্মজ্ঞ পরপরাম সদগুরু লাভের সময় নির্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি কথটি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—‘সদগুরুন্তেন লভ্যতে’।) অথবা তদ্বিবরে জ্ঞানে জ্ঞানী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী সদগুরু সেই সাধক লাভ করে। তদনন্তর সেই শ্রীগুরু হইতে বাক্য জ্ঞান অর্থাৎ ‘তত্ত্বমস্যাং’ বাক্য-জ্ঞান লাভ হইয়া তোমার করুণার মুক্তি লাভ করে। ৩৬

সেইহেতু বাহাদেব তোমার প্রতি ভক্তি নাই, তাহার কারণে তোমার প্রতি ভক্তিলাভ করিতে পারে না, বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না এবং সুখলাভ করিতেও সমর্থ হয় না। (যতো ন বিজ্ঞানমপরাধজ্ঞানমতো ন মুক্তিঃ। তমেব বিদিত্বাভিমুখ্য-মেতি নাতঃ পশ্চাৎ বিদ্যতেহরনায় ॥—যেতাস্মত্তরোপনিষদি ৩।৮) । ৩৭

অতএব তোমার শ্রীপাদদুগ্ধলে আমার অগ্নে অগ্নে ভক্তিলাভ হউক এবং তোমার প্রতি বাহারা ভক্তিমান্, সেই ভক্তগণের সম আমার লাভ হউক; কারণ ভক্তি ও ভক্তসঙ্গ—এই উভয়ের দ্বারা অবিন্দ্য বিনষ্ট হয়। ৩৮

অগতে বাহারা তোমার ভক্তিনিরত অর্থাৎ ভদ্রভক্তিপরি-  
 নিষ্ঠিত ও ভদ্রধর্মায়ুতবর্ষী—তোমার চরিতায়ুত পানকারী,  
 তাহারও এই সম্পূর্ণ অগংগংসারকে পবিত্র করে; সুতরাং  
 বাহারা বৈকবকুলজাত, তাহাদের কথা আর কি বলিবার  
 আছে? ৩৯

তৎ সর্বং ভব বাণায় ভূয়াদ্ রাম নমোহস্ত তে ॥৭১  
 ভূতঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ করুণাকরঃ ।  
 প্রসন্নোহস্মি তব ব্রহ্মন্ যন্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪২  
 দাস্তে ভদ্রখিলং কামং মা কুরুষ্বাত্ত সংশয়ম্ ।  
 ভূতঃ শ্রীভেন মনসা ভার্গবো রামমব্রবীৎ ॥ ৪৩  
 যদি মেহুগ্রহো রাম তবাস্তি মধুসূদন ।  
 ভদ্রভক্তসঙ্গস্তুংপা দ দৃঢ়া ভক্তিঃ সদাহস্ত মে ॥ ৪৪  
 স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্ যস্ত ভক্তিহীনোহপি সর্বদা ।  
 ভদ্রভক্তিস্তস্য বিজ্ঞানং ভূয়াদস্তে স্মৃতিস্তব ॥ ৪৫

হে অগস্ত্য! (যেহেতু তুমি অগস্ত্যের নাথ, সেইহেতু তুমি আমারও নাথ।) তোমার নমস্কার। হে ভক্তিভাবন (ভক্তির উপাদায়ক, তোমার করুণা বাস্তবিক ভক্তি লাভ হয় না)। তোমার নমস্কার। হে কারুণিক। (যদিও আমি অপরাধ করিয়াছি, তথাপি তোমার আমার উপর কোনও ঘেব নাই; কারণ, তুমি করুণার মূর্ত্তি বিগ্রহ।) হে অনন্ত (অপরিস্রিয়) রামচন্দ্রে। তোমার নমস্কার। ৪০

হে দেব (প্রতিবিশিষ্ট অর্থাৎ স্রোতির্ময়)। আমি লোক-  
 সকল অন্ন করিবার ইচ্ছার বাহা বাহা পুণ্য কর্ম করিয়াছি, সেই  
 সমস্ত পুণ্য কর্ম তোমার বাণের লক্ষ্য হটুক অর্থাৎ তুমি বাণের  
 দ্বারা আমার সমস্ত কর্মক্ষর করিয়া দাও, এইরূপে আমার সমস্ত  
 কর্মক্ষর করিয়া দিয়া আমার মুক্তি প্রদান কর। হে রাম।  
 তোমার নমস্কার। ৪১

পরপরাম এইরূপে প্রার্থনাত্মক স্তব করিলে তাহাতে প্রসন্ন  
 হইয়া করুণাকর ভগবান্ শ্রীরাম বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আমি  
 তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মনে বাহা অভিলষিত  
 আছে, তোমার সেই সমস্ত অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব।  
 এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয় করিও না। তখন ভৃগুবংশভূষণ  
 পরপরাম শ্রীত মনে শ্রীরামকে বলিলেন। ৪২-৪৩

হে মধুসূদন রাম। যদি তোমার আমার উপর অনুগ্রহ  
 থাকে, তবে আমার যেন সর্বদা তোমার ভক্তগণের সঙ্গলাভ  
 হয় এবং তোমার পাদপদ্মে আমার দৃঢ়া ভক্তি লাভ হয়। ৪৪

যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সে যদি ভক্তিহীনও হয়,  
 তথাপি সেই ব্যক্তি যেন সতত তোমার ভক্তি লাভ করে, তাহার  
 যেন বিজ্ঞান (হৃদয়ে অনুভূত জ্ঞান কিংবা অভেদ সাক্ষ্যকার)  
 লাভ হয় এবং অন্তে অর্থাৎ মরণকালে তোমার স্মৃতি সে যেন  
 প্রাপ্ত হয়। (পরপরাম লোকোপকারের জন্ত এই প্রার্থনা

তথৈতি রাঘবেণোক্তঃ পরিক্রম্য প্রথম্য তম্ ।

পূজিতস্তদমুজ্জাতো মহেন্দ্রাচলমধগাং ॥ ৪৬

রাজা দশরথো হ্রষ্টো রামং যুতমিবাগতম্ ।

আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য হর্ষণে নেত্রাভ্যাং জলমুৎসৃজং ॥ ৪৭

ততঃ প্রীতেন মনসা স্নুহচিত্তঃ পুরং যবৌ ॥ ৪৮

রামলক্ষ্মণশক্রয়ভরতা দেবসম্মিতাঃ ।

স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় রেমিরে স্ব-স্ব-মন্দিরে ॥ ৪৯

মাতাপিতৃভ্যাং সংস্রষ্টৌ রামঃ সীতাসমবিতঃ ।

রেমে বৈকুণ্ঠভবনে শ্রিয়া সহ যথা হরিঃ ॥ ৫০

বুধাঙ্গিমাং কৈকেয়ীভ্রাতা ভরতমাতুলঃ ।

ভরতং নেতুমাগচ্ছং স্বরাজ্যং প্রীতিসংযুতঃ ॥ ৫১

করিয়াছেন । প্রথম ভক্তিলভ, দ্বিতীয় সেই ভক্তির ফল বিজ্ঞান প্রাপ্তি এবং তৃতীয়তঃ এই বিজ্ঞান যদি কোনপ্রকারে লাভ-না হয়, তবে যেন অন্তিমকালে সেই ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিতে পারে; বাহা যোগী ভিন্ন অস্ত্র একান্ত দুর্লভ । কারণ, “অন্তে বাঃ মতিঃ সা গতিরিতি ভাষাং । তৎস্মৃতৌ ভ্রাতাভোহবশত্ভাবীতি ভাবঃ”) ॥ ৪৬

তখন বহুকূলভূষণ ঈরামচন্দ্র ‘ভাহাই হইবে’ এই কথা বলিলে পরভরাম ঈরামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া এবং ঈরাম কর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে মহেন্দ্র পর্ব্বত অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৬

অতঃপরে রাজা দশরথ হ্রষ্ট হইয়া রামকে যেন পুনর্জাত ভাবিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

তারপর স্নুহচিত্ত হইয়া প্রথমমানে অযোধ্যানগরীর দিকে গমন করিলেন ॥ ৪৮

দেবোপম ঈরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রয় নিজ নিজ ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব-মন্দিরে আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

যেদ্রুপ ঈহরি বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ ঈরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত মাতা কৌশল্যা ও পিতা দশরথকে অভ্যন্ত আনন্দদান করিতে করিতে অযোধ্যার বিহার

শ্রীমদহর্ষবিবেদব্যাঙ্গপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদবিষয়ক আদিকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ ।

প্রেময়ামাস ভরতং রাজা স্নেহসমবিতঃ ।

শক্রয়কালি সম্পূজ্য বুধাঙ্গিতমরিন্দমঃ ॥ ৫২

কৌশল্যা ততঃ দেবী রামেণ সহ সীতয়া ।

দেবমাতেব পৌলোম্যা শচ্যা শক্রেণ শোভনা ॥ ৫৩

মাক্ষতে লোকনাথপ্রথিতগুণগণো লোকসঙ্গীতকীর্তিঃ

শ্রীরামঃ সীতয়াস্তেহখিলসুরনিকরানন্দসন্দোহমুত্তিঃ ।

নিত্যশ্রীনিবিকারো নিরবধিবিভবো নিত্যমায়ানিরাশো

মায়াকার্য্যাহুসারী মনুজ ইব সদা ভাতি দেবোহখিলেশঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

আদিকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণম্ ।

করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

এইভাবে কিয়দ্দিন অভিবাহিত হইলে একদিন কৈকেয়ীর ভ্রাতা বুধাঙ্গি নামে ভরতের মাতুল নিজ রাজ্যে ভরতকে লইয়া বাইবার অতঃপরে অযোধ্যার আগমন করিলেন ॥ ৫১

তখন শক্রদমন রাজা দশরথ স্নেহে বুধাঙ্গিকে সমাদর করিয়া স্নেহে শক্রয়ের সহিত ভরতকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫২

অতঃপরে পুলামদানবের কন্যা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা দেবমাতা অদিতিদেবী যেদ্রুপ শোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সীতাদেবীর সহিত ঈরামের দ্বারা কৌশল্যাদেবী শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

লোকসকলের মধ্যে বিহার গুণসমূহ প্রসিদ্ধ আছে, বিহার কীর্তি সকল মানুষ কর্তন করে, বিহার স্মৃতি দর্শন করিঃ। সমস্ত দেবভাগ্য আনন্দ দ্বারা আধুত হন, বিহার শোভা সত্ত্ব বিদ্যমান আছে ( অথবা পরাশক্তি সম্পন্ন ), অতএব অনন্ত ঐশ্বর্য্য-শালী, বিহার দ্বারা মাতা ( অবিভা ) সদা নিরাশ হইয়া যায় ( অথবা মাতা বিহার অধীনহা ), অশ্র-মরণাদি বিকারমুক্ত সর্ব্বেশ্বর জ্যোতির্ঘর ঈরাম সীতা দেবীর সহিত অযোধ্যা নগরীতে মায়াকার্য্যের অনুসারী হইয়া সাধারণ মানুষের দ্বারা বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪

# অঃযাধ্যাকাণ্ডম্ ।

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রীরামসমীপে নারদশ্রীগমনম্, রাবণং হন্ত্য নারদস্ত প্রার্থনা, র.বণং বিনাশয়িতুং শ্রীরামস্য প্রতিজ্ঞা চ ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ

একদা শ্রুতমাসীনঃ রামঃ স্বাস্ত্য পুরাভিরে ।  
সর্বাতুরগসম্পন্নং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্ ॥ ১  
নীলোৎপলদলশ্চায়ং কৌন্তভামুক্তকঙ্করম্ ।  
সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বোদ্ধিতম্ ॥ ২  
বিনোদয়ন্তং ভাস্কুলচৰ্ণাদিভিরাদরাৎ ।  
নারদোহবাতরদ্ ভ্রষ্টমধ্বরাদ্ যত্র রাঘবঃ ॥ ৩  
শুদ্ধশ্ফটিকসঙ্কলঃ শরচ্চন্দ্র ইবামলঃ ।  
অভকিতমুণাযাতো নারদো দিব্যদর্শনঃ ॥ ৪  
তং দৃষ্ট্বা সহসোথায় রামঃ শ্রীয়া কৃতাজলিঃ ।  
ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্ ॥ ৫

## অথে ধ্যাকাণ্ড ।

### প্রথম অধ্যায় ।

[ শ্রীরামের নিকট নারদের আগমন, রাবণকে বধ করিবার  
অন্ত নারদের প্রার্থনা এবং রাবণকে বধ করিতে শ্রীরামের  
প্রতিজ্ঞা । ]

(এই দ্বিতীয় অধ্যাক্ষাণ্ডে প্রথমে নারদমুখে রাবণবধ-  
প্রতিজ্ঞা প্রস্তাবনা করিতে নারদের আগমন কথা বলিতেছেন ।  
বালাকিরামাশ্রমে ইহা নাই । ভগবান্ বেদব্যাসের ইহা এক  
অভিনব প্রস্তাস ।) শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্বতি । একদিন  
শ্রীরাম নিজের অন্তঃপুরাঙ্গণে সমস্ত আভরণে বিভূষিত হইয়া  
রত্নসিংহাসনে অবস্থান করত সুখে উপবিষ্ট আছেন । কৌন্তভ-  
মণির দ্বারা হাঁহাং স্বচ্ছ ভূষিত আছে, সেই নীলোৎপলদলের  
ভায় স্তম্ভবর্ণ রামচক্রকে সীতাদেবী রত্নদণ্ডযুক্ত চামরের দ্বারা  
বীজন করিতেছেন এবং শ্রীরামও ভাস্কুলচৰ্ণাদির দ্বারা আদর  
সহকারে সীতাদেবীর চিত্ত বিনোদন করিতেছেন । এমন সময়  
নারদ তাঁহাকে দর্শন করিবার অন্ত যথায় শ্রীরামচক্র বিরাজ  
করিতেছেন, তথায় আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন । ১-৩

শুদ্ধ শ্ফটিক মণির ভায় শুভ্রবর্ণ শরৎকালের পূর্ণ চন্দের তুল্য  
নির্মল দিব্যদর্শন অর্থাৎ অভীজিয়ার্থমষ্টা নারদ অকস্মাৎ  
উপস্থিত হইলেন । ৪

উবাচ নারদঃ রামঃ শ্রীভা পরময়া বৃতঃ ।

সংসারিণাং মুনিশ্চেষ্ট হর্ষভং তব দর্শনম্ ।

অম্বাকঃ বিশ্বাসক্তচেতসাং নিতরাং মূনে ॥ ৬

অবাপ্তং মে পূর্বজন্মকৃতং পুণ্যমহোদয়ম্ ।

সংসারিণাহি হি মূনে লভ্যতে সংসমাগমঃ ॥ ৭

অতদ্বদর্শনাদেব কৃতার্থোহস্মি মুনীশ্বর ।

কিং কার্য্যং তে ময়া কার্য্যং ক্রহি তং করবাণি ভোঃ ॥ ৮

অথ তং নারদোহপ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্ ।

কিং মোহয়সি মাং রাম বাটকালোঁকানুহারিভিঃ ॥ ৯

সংসার্য্যাহমিতি প্রোক্তং সত্যমেব ভূয়োদিতম্ ।

জগতামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব ।

স্বংসন্নিকর্ষ্যজ্জয়ন্তে তস্তাং ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ ॥ ১০

তাঁহাকে দর্শন করত শ্রীরাম প্রীতিসহকারে কৃতাজলি হইয়া  
ভক্তিভরে সীতাদেবীর সহিত ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া  
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ।

(উর্দ্ধঃ প্রাণা হ্যংক্রামতি মুনঃ স্ববির আয়তি ।

প্রভুখানাভিবাগাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদন্তে ।

—ইতি বচনাং ) ৥ ৫

ভারপর শ্রীরাম অভ্যস্ত প্রীতিসহকারে নারদকে বলিলেন,—  
মুনিশ্চেষ্ট নারদ । বিশ্বাসজ্জ্বল আমার ভায় সংসারী  
মনুষ্যাগণের আপনার দর্শনলাভ নিতান্তই দুর্লভ । ৬

মূনে । পূর্বজন্মকৃত পুণ্যের মহাকল আজ আমার লাভ  
হইয়াছে ; কারণ, আমি সংসারী হইয়াও আজ সংসার লাভ  
করিলাম । ৭

হে মুনীশ্বর । অতএব আজ আমি আপনার দর্শনলাভেই  
কৃতার্থ হইলাম । আপনার কি কার্য্য আমার করিতে হইবে ?  
আপনি তাহা বলুন, আমি তাহা নিষ্পন্ন করিব । ৮

অনন্তর নারদ রত্নকলনাথ ভক্তবৎসল শ্রীরামকে বলিলেন,—  
রাম । তুমি লোকানুসারী অর্থাৎ মনুষ্যোচিত বাক্যের দ্বারা  
আমাকে মোহিত করিতেছে কেন ? ৯

তুমি যে বলিলে ‘আমি সংসারী । ইহা তুমি সত্যই বলিয়াছ ;  
কারণ, যিনি জগতের আদিভূতা—মূল প্রকৃতি যে দ্বারা, সেই



ହୃଦାନ୍ତରା ସଦା ଭାବି ମାୟା ବା ତ୍ରିଶୁଣାଦ୍ବିକା ।

ମୃତେହଜ୍ଞତଃ ଶୁକ୍ରକୃଷ୍ଣାଃଲାହିତାଃ ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାଃ ।

ଲୋକତ୍ରୟମହାଗେହେ ଗୁଂସ୍ତସ୍ତମୁଦାହୃତଃ ॥ ୧୧

‘ହଂ ବିଷ୍ଣୁର୍ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଶିବଃ ଜାନକୀ ଶିବା ।

ବ୍ରହ୍ମା ହଂ ଜାନକୀ ବାଣୀ ମୃତ୍ୟୁଃ ଜାନକୀ ପ୍ରଭା ॥ ୧୨

ଭବଂ ଶ୍ଵାଂ ଶଶାଂକଃ ସୀତା ତୁ ରୋହିଣୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ।

କ୍ରତୁଃ ସବ ପୋଲୋମୀ ସୀତା ସ୍ବାହାହନୋ ଭବାନ୍ ॥ ୧୩

ସମସ୍ତଃ କାଳରୂପଂ ସୀତା ସଂସରଣୀ ପ୍ରଭୋ ।

ନିର୍ଦ୍ଦାତିତ୍ଵଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାମସୀ ଜାନକୀ ଶୁଭା ॥ ୧୪

ରାମ ତ୍ଵମେବ ବରୁଣୋ ଭାର୍ଗବୀ ଜାନକୀ ମତା ।

ମାୟାହି ତୋମାର ଗୃହିଣୀ ( ‘ମାୟାଂ ତୁ ପ୍ରକୃତିଃ ବିଦ୍ୟାନ୍ ମାୟିନଂ ତୁ ମହେଶ୍ଵରମ୍’ । ଇତି କ୍ରତେଃ । ) ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର କାରଣ ସେ ମାୟା ସେହି ମାୟାହି ଯଦନ ତୋମାର ଗୃହିଣୀ, ତଦନ ତୋମାର ସଂସାରିତ୍ଵ ବିଷୟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କି ଆହେ ? ଯଦିଓ ମାୟା ଅଚେତନାଦ୍ବିକା, ତଥାପି ମାୟା ଚେତନରୂପ ତୋମାର ସାମ୍ବିଧାବଳତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋମାର ଈଶ୍ଵର ସ୍ଵରାହି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଥାକେ । ତଦନ ତାହାତେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ପ୍ରଜାସକଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ॥ ୧୦

ସତ୍ତ୍ଵ, ରଜଃ ଓ ତମଃ—ଏହି ତିନି ଗୁଣମୟୀ ସେ ମାୟା ତୋମାକେ ଆନ୍ତର କରିବାହି ସର୍ବଦା ବିରାଜିତ ଆହେ, ସେହି ମାୟାହି ସତତ ଶୁକ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଓ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଜାପୁତ୍ରକେ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେହେ । ଉତ୍ତରବ ସ୍ଵର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳ—ଏହି ତିନିଲୋକରୂପ ବିଶାଳ ଗୃହେ ତୁମି ଗୃହସ୍ତ ବଳିରା କଥିତ ହେବ ॥ ୧୧

‘ରାମ । ତୁମି ବିଷ୍ଣୁ, ଜାନକୀ (ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା) ଲକ୍ଷ୍ମୀ ; ତୁମି ଶିବ, ଜାନକୀ ଶିବା (ଦ୍ଵର୍ଗା) ; ତୁମି ବ୍ରହ୍ମା, ଜାନକୀ ବାଣୀ (ସରସ୍ଵତୀ) ; ତୁମି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜାନକୀ ପ୍ରଭା ॥ ୧୨

ତୁମି ଶଶଚିହ୍ନାଙ୍କିତ ଚକ୍ର, ସୀତା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋହିଣୀ ; ତୁମିହି ଈଶ୍ଵର, ସୀତା ପୁଲୋମଦାନବକନ୍ତା ଶତୀ ; ତୁମି ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସୀତା ସ୍ବାହା ॥ ୧୩

ପ୍ରଭୋ । ତୁମି କାଳରୂପୀ ସମ ଓ ସୀତା ସଂସରଣୀ (ଧୂର୍ବର୍ଣ୍ଣା-ସମପତ୍ନୀ) । ହେ ଜଗନ୍ନାଥ । ତୁମି ନିର୍ଦ୍ଦାତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାନକୀ ତାମସୀ (ନିର୍ଦ୍ଦାତିପତ୍ନୀ) ॥ ୧୪

ରାମ । ତୁମିହି ବରୁଣ ଏବଂ ଜାନକୀ ଭାର୍ଗବୀ, ହେ ରାମ । ତୁମି ତୁମି ବାୟୁ ଓ ସୀତା ସଦାଗତି (ବାୟୁଗତୀ କିଂବା ସତତ ଗମନଶକ୍ତି) ବଳିରା କଥିତ ହେବ ॥ ୧୫

ରାମ । ତୁମି କୃବେର ଏବଂ ସୀତା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ବଳିରା କୃତିତ । ତୁମି ଲୋକନାଶକାରୀ କ୍ରତୁ ଓ ଜାନକୀ କ୍ରତୁାଣୀ ବଳିରା କଥିତ ॥ ୧୬

ବାୟୁଃ ରାମ ସୀତା ତୁ ସଦାଗତିରିତୀରିତା ॥ ୧୫

କୃବେରଃ ରାମ ସୀତା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାକୃତିତା ।

କ୍ରତୁାଣୀ ଜାନକୀ ପ୍ରୋକ୍ତା କ୍ରତୁଃ ଲୋକନାଶକଃ ॥ ୧୬

ଲୋକେ ଜ୍ଞୀବାଚକଂ ସାବଂ ତଂ ସର୍ବଂ ଜାନକୀ ଶୁଭା ।

ପୁରାମବାଚକଂ ସାବଂ ତଂ ସର୍ବଂ ହଂ ହି ରାସବ ।

ତନ୍ମାଲୋକତ୍ରୟେ ଦେବ ସ୍ବାଭାତ୍ୟାଂ ନାସ୍ତି କିଞ୍ଚନ ॥ ୧୭

ହୃଦାତାମୋଦିତାଜ୍ଞାନମବାକୃତମିତ୍ୟୁକ୍ତାତେ ।

ତନ୍ମାନ୍ୟଗାଂସ୍ତତଃ ମୃତ୍ୟୁଂ ଲିଙ୍ଗଂ ସର୍ବାଦ୍ବ୍ୟକଂ ତତଃ ॥ ୧୮

ଅହଙ୍କାରଂ ବୁଦ୍ଧିଂ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟାପି ଚ ।

ଲିଙ୍ଗମିତ୍ୟୁକ୍ତାତେ ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ-ମୃତ୍ୟୁ-ସୁଧାଦିମଂ ॥ ୧୯

ସ୍ଵପ୍ନାଦୃଶ୍ୟ ରାମ । ଜଗତେ ସ୍ବାହା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞୀବାଚକ ବସ୍ତୁ ଆହେ, ତଂ ସମସ୍ତହି ଏହି କଲ୍ୟାଣମୟୀ ସୀତା ଏବଂ ପୁରୁଷବାଚୀ ସତ ବସ୍ତୁ ଆହେ, ତଂସମୁଦାର-ହି ତୁମି ; ଦେବ । ସେହିହେତୁ ତ୍ରିଭୁବନେ ତୋମରା ହି ଜନ ବାସୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ଓ ରାମ ବାସୀତ ଅନ୍ତ ଆର କିନ୍ତୁ ନାହି ॥ ୧୭

ତୋମାର ଆତ୍ମାତମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତଶକ୍ତି ସହସ୍ତେ ଉଦିତ ମୃତ୍ୟୁାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ସମାଗ୍ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନ୍ୟା ସ୍ବାହାକେ ଅବାକୃତ ବସ୍ତୁ ହେ, ସେହି ଅବାକୃତ ହିତେ ମହାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମହତ୍ତ୍ଵ (ବୁଦ୍ଧିତ୍ତ୍ଵ) ହିତାହେ (ହିତା ପ୍ରଥମ ବିକାର) ଏବଂ ଏହି ମହାନ୍ ହିତେ ମୃତ୍ୟୁ (ଅହଙ୍କାର) ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିକାର । ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ହିତେହି ସର୍ବାଦ୍ବ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟାଦ୍ବ୍ୟକ ଲିଙ୍ଗ—ଲିଙ୍ଗଦେହ ॥ ୧୮

(ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟାଦ୍ବ୍ୟକ ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେହେନ,—ମନ ଓ ଅହଙ୍କାର ସମାନପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଳିରା କେବଳ ଅହଙ୍କାରହି ଏହାତେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହିତାହେ । ମନ ସହଜ-ବିକଳାଦ୍ବ୍ୟକ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି) ଅହଙ୍କାର, ବୁଦ୍ଧି (ନିଷ୍ଚୟାଦ୍ବ୍ୟକ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି), ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ (ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ସମାନ, ଉଦାନ ଓ ସ୍ଵାନ ।) ଏବଂ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ (ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ହୃଦ୍ ଓ ଶିହ୍ନା—ଏହି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବାକ୍, ପାନି, ପାଦ, ପାୟୁ ଓ ଉପଶ୍ଵ—ଏହି ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ । ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଆକାଶାଦି ପଞ୍ଚ ଭୂତ ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହଗୁଣଯୁକ୍ତ ଆକାଶାଦି ପଞ୍ଚ ଭୂତ ହିତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ) —ଏହି ସକଳ ମିଳିତ ହିତା ଲିଙ୍ଗ ଧରୀର ହେବ । ( ‘ପ୍ରାଣପଞ୍ଚମନୋ-ବୁଦ୍ଧି-ଦଶେନ୍ଦ୍ରିୟସମସ୍ତମିତ୍ୟୁକ୍ତ । ଅପକୀରତତ୍ତ୍ଵତାର୍ଥଂ ସ୍ଵାଭାବଂ ତୋମ-ସାଧନମ୍’ ।—ପଞ୍ଚାବିଧବାର୍ତ୍ତିକ ୧୬ ଶ୍ଳୋକ ) । ପ୍ରାଣ ବାସ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟ, ସ୍ଵପ୍ନା ଓ ସୁଧାଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତିକେହି ଲିଙ୍ଗ ଦେହ ବଳେନ ॥ ୧୯

স এব জীবসংজ্ঞা লোকে ভাতি জগদ্বয়ঃ ।  
অবাচ্যানাভাবিত্ত্বং কারণোপাধিক্যভাৱে ॥ ২০  
স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যুপাধিত্ত্বং চিত্তে : ।  
এতৈবিনিষ্ঠো জীবঃ স্খলি বিমুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২১  
জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্তাখ্যা সংসৃতির্থা প্রবর্ততে ।  
ভক্তা বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রঃ স্বতন্ত্রঃ ॥ ২২  
তত্ত্বএব জগজ্জাতং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

সেই লিঙ্গদেহাভিমানোই লোকে জীব নামে অভিহিত হইয়া  
জগদ্বয়রূপে ( সমষ্টিগতভাবে ) প্রতিভাত হয় ( 'জীব-রূপাং  
মহাবাহো যন্নয়ং স্বার্থ্যভে জগৎ' ইতি গীতাতোক্তে : ) অবাচ্যা  
( বর্ণনাভীতা ) ও অনাদি ( নিত্যা ) অবিদ্যাই ( মায়াই )  
কারণোপাধি অর্থাৎ সংসারকারণরূপ কৃষ্ণ অন্ধের উপাধি  
বলিয়া কথিত ॥ ২০

চিত্তের অর্থাৎ এক চৈতন্যের ভিত্তি উপাধি ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও  
কারণ । স্থূল দেহ, তৎ সমষ্টি-উপাধি বিরাট্ ; সূক্ষ্ম—লিঙ্গদেহ,  
তৎসমষ্টি উপাধি হিরণ্যগর্ভঃ ; কারণ—কারণোপাধি ঈশ্বর । এই  
উপাধিত্ত্বমুক্ত জীব এবং উপাধিত্ত্বমুক্ত তুরীয়া—চতুর্থ পরমেশ্বর  
( "বিরাট্ হিরণ্যগর্ভঃ কারণক্ষেত্ৰোপাধয়ঃ । ঈশস্ত যৎ চিতি-  
হীনং তুরীয়াং তৎ পদং বিদুঃ" ॥ ইতি বাস্তিকোক্তে : ) ॥ ২১

হে স্বতন্ত্রম্ । ( এই যে তুমি স্থূল দেহ ধারণ করিয়া আমার  
সম্মুখে বিরাজমান আছ, মায়া তোমার গৃহিণী এবং আমার গর্ভ  
ধরী করিতে উদ্যত হইয়াছ, এরূপ অবস্থায় তুমিও 'জীব' বলিয়া  
পরিগণিত ; কিন্তু তাহা নহে ; ) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি নামে  
যে ত্রিবিধ অবস্থা চলিতেছে অর্থাৎ জাগ্রৎ—উদ্ভ্রিয়াদি বৃত্তিমুক্তা  
যে জাগ্রৎ অবস্থা, তাহা বিশ্বসাক্ষিনী, যে কালে উদ্ভ্রিয়াদি বৃত্তির  
অভাব থাকিলে অসংসৃত অন্তঃকরণে বাসনা বর্তমান থাকিলে  
বাসনামূলক সিদ্ধিলাভকারিকা যে স্বপ্ন অবস্থা, তাহা তৈজস-  
সাক্ষিনী এবং স্বপ্নবৃত্তির অভিরুক্ত সমস্ত বৃত্তির অভাবরূপা যে  
সুশুপ্তি অবস্থা, তাহা প্রজ্ঞাসাক্ষিনী ; তুমি এই অবস্থাত্ত্বের  
সাক্ষী অর্থাৎ স্রষ্টা তুরীয়া ; অতএব তুমি বিলক্ষণ অর্থাৎ জীব  
হইতে ভিন্ন ; কারণ, যিনি স্রষ্টা, তিনি কখনও দৃষ্ট হইতে পারেন  
না । এই হেতু তুমি চিন্মাত্র—কেবল অনুভবরূপ : ২২

রাম ! তোমা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তোমাতেই সব  
কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ তোমাতেই অবস্থান করত বৃদ্ধিলাভ  
করিতেছে এবং শেষে তোমাতেই সব লয় প্রাপ্ত হইবে ( "যতো-  
বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রত্যভ্যাসিৎ

ত্বয়োব লীয়তে কুৎসং তস্মাৎ তৎ সর্বকারণম্ ॥ ২৩  
রজ্জ্বাবহিমিবাহুত্মানঃ জীবঃ জ্ঞাতা ভয়ং বহেৎ ।  
পরাত্মাহমিতি জ্ঞাতা ভবত্বং তৈবিন্মুচ্যতে ॥ ২৪  
চিন্মাত্রোজ্যোতিষা সর্বঃ সর্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ ।  
ত্বয়া যস্মাৎ প্রক শ্যন্ত সর্বশাক্তা ততো ভবান্ ॥ ২৫  
অজ্ঞানান্নাস্মাতে সর্বঃ ত্বয়ি রজ্জৌ ভুজস্ববৎ ।  
তজ্জজ্ঞানান্নীয়তে সর্বঃ তস্মাজ্জ্ঞানং সদাহম্যসেৎ ॥ ২৬

বিশিষ্ট"—তৈত্তি ০ : ১১ ), অতএব তুমি সর্বকারণ অন্ধরূপ  
( জগৎ প্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যাপ্স প্রলীয়তে । তেজশ্যাপঃ  
প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ো প্রলীয়ন্তে । বায়ুশ্চ লীয়ন্তে ঘোরি  
তচ্চাবান্তে প্রলীয়ন্তে । অব্যক্তং পুরুষে অজ্ঞান্ নিষ্কলে  
সংপ্রলীয়তে ॥—ইতি বিষ্ণুপুরাণেহপি ) ॥ ২৩

রজ্জুতে সর্প ভ্রমবশতঃ বেরূপ মানুষ ভীত হইয়া উঠে এবং  
ভ্রম দূর হইয়া রজ্জু জ্ঞান হইলে আর ভয় থাকে না, সেইরূপ  
আত্মাকে ভ্রমবশতঃ জীব মনে করিয়া ভীত হয় এবং তারপর  
'নাহং জীবঃ, চিদাশ্চেতি' এইরূপ আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া 'আমি  
পরমাত্মা' ইহা জানিয়া ভবদুঃখরাশি হইতে মুক্ত হইয়া  
যায় ॥ ২৪

পরমাত্মার সহিত দেহধারী জীবের অভ্যন্তর ভেদ আছে,  
তাহা হইলে জীবের কিভাবে 'আমি পরমাত্মা' এইরূপ জ্ঞান  
প্রাপ্তি বা উৎপন্ন হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—চিন্মাত্র  
জ্যোতিরূপে তুমি সর্বদেহে বর্তমান থাকিলে সমস্ত অন্তঃকরণকে  
প্রকাশিত কর ; কারণ, এই সব অন্তঃকরণ জড় বলিয়া তোমার  
অধীন ; অতএব তোমার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিতচিত্ত জীব  
তোমার সহিত অভেদভাবে পোষণ করে ; এবং 'সোহং'  
'পরমাশ্চহং' ইত্যাদি মহাভাব প্রাপ্ত হয় । জীব যখন তোমার  
করণায় সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার ধ্যানে অভিনিবিষ্ট  
হয় এবং 'দাসোহং' 'দাসোহং' বলিয়া তোমার শরণাপন্ন  
হয়, তখন তুমি অর্থাৎ সর্কাস্তর্যামী তাহার 'দাসোহং'  
এর 'দা' কাড়িয়া লইয়া অর্থাৎ মূল সূত্র যে 'একোহং, বহু স্যাম্'  
সেই বহু নষ্ট করিয়া দিয়া 'সোহং' এ লইয়া যাও । এইভাবে  
জীব ধীরে ধীরে তোমার করুণায় শিব হইয়া যায় বলিয়া তাহার  
পৃথকত্ব নষ্ট হয় এবং এই কারণে তুমি প্রতি জীবের অন্তরে  
আত্মারূপে বাস কর বলিয়া তুমি সর্কাত্মা ॥ ২৫

বেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমাত্মক, সেইরূপ সর্কাত্মা তোমাতে  
সর্বক অবিন্যাসার্থ্য অজ্ঞান ভ্রমাত্মক জীব অবিদ্যা ও মায়ামোহে

স্বংপাদভক্তিযুক্তানাং জ্ঞানং ভবতি বিক্রমাৎ ।  
 তস্মৈ হৃদভক্তিযুক্তা যে ভক্তভাজন্ত এব হি ॥ ২৭  
 অহং হৃদভক্তভক্তানাং তদভক্তানাঞ্চ কিঙ্করঃ ।  
 অতো মামহুগুহুধি মোহয়স্ব ন মাং প্রভো ॥ ২৮  
 স্বরাস্তিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা মে জনকঃ প্রভো ।  
 অতন্তবাহং পৌত্রোহ্যস্মি ভক্তং মাং পাহি রাঘব ॥ ২৯  
 ইতুক্ত্বা বহুশো নত্বা আনন্দঃশ্রুপরিপ্লুতঃ ।  
 উবাচ বচনং রামং ব্রহ্মণী চোদিতোহস্ম্যাহম্ ॥ ৩০  
 রাবণশ্চ বধার্থায় জাতোহসি রঘুসন্তম ।

বিমোহিত হইয়া তোমাকে এই সর্ব্ব জগৎ আরোপিত করে ।  
 কিন্তু যখন জীবের তোমার স্বরূপ জ্ঞান হয়, তখন এই সব  
 কিছুই লয় হইয়া যায় অর্থাৎ তখন আর জগৎ থাকে না, তখন  
 ‘তত্ত্বমসি’ জানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় । সেইহেতু এই জ্ঞানেরই  
 সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে হয় অর্থাৎ “ভক্তিত্বং তৎকথনমতোহিতং  
 তৎপ্রবোধনম্ । একান্তে তৎপরত্বক ভদভ্যাসং বিদ্বুর্থাঃ” ।  
 এইভাবে জ্ঞানের অভ্যাস কর্তব্য ॥ ২৬

তোমার প্রভাবে তোমার পাদপদ্মে ভক্তিমান অর্থাৎ নববিধ  
 ভক্তিযুক্ত ( “শ্রবণং কীর্তনং বিকোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।  
 অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাম্যানিবেদনম্” । ইতি ভাগবতোক্তে )  
 সেবকগণের সেই জ্ঞান লাভ হয় । ( তোমার বিষয়ে জ্ঞানলাভ  
 করিতে হইলে তোমার পাদপদ্মে ভক্তিই কারণ । ) অতএব  
 বাঁহারা তোমার প্রতি ভক্তিমান, তাঁহারা ই নৃতিভাগী হন ॥ ২৭

তোমার ভক্তদিগের ভক্তগণের বাহারা ভক্ত, আমি সেই  
 ভক্তসকলের কিঙ্কর ( কর্তৃকারী ভূতা ) ; হে প্রভো । অতএব  
 অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে কিঙ্কর বলিয়া আমাকে অনুগ্রহ কর,  
 আমাকে মোহগ্রস্ত করিও না ॥ ২৮

প্রভো । তোমার নাভিকমল হৃদে উপলব্ধ ব্রহ্মা হইলেন  
 আমার পিতা, ( সেইজন্য ব্রহ্মা তোমার পুত্র ) ( ১ ) অতএব  
 আমি তোমার পৌত্র ( ২ ) ( কেবল যে আমি তোমার ভূতা  
 তাহাই নহে, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধও আছে । ) রঘুবংশের  
 রাম । তোমার ভজনপরিণাম আমাকে রক্ষা কর ॥ ২৯

নারদ এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত আনন্দাক্রমে  
 পরিপ্লুত হইয়া শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন—ব্রহ্মা আমাকে  
 ( এই সংবাদ দিয়া ) পাঠাইয়াছেন ॥ ৩০

রঘুসন্তম । আপনি রাবণকে বধ করিবার জন্য আবির্ভূত

ইদানীং রাজারক্ষার্থং পিতা ভামভিয়েক্ষ্যতি ॥ ২১  
 যদি রাজ্যান্তিসংস্কো রাবণং ন হনিস্যসি ।  
 প্রতিজ্ঞা তে কৃত্বা রাম ভূতঃরহরণায় বৈ ॥ ২২  
 ত্যাং সত্যাং কুরু রাজেন্দ্র সত্যসন্ধত্বমেব হি ।  
 শ্রুৎবতদ্ গদিতং রামো নারদং প্রাহ সন্মিতম্ ॥ ২৩  
 শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ বিজ্ঞতেহবিদিতং কাচ্যৎ ।  
 প্রতিজ্ঞাতঞ্চ যৎ পূর্বং করিস্তো ভগ্ন সংশয়ঃ ॥ ২৪  
 কিন্তু কালানুরোধেন ভক্ত্যংপ্রারন্ধসংক্ষয়াৎ ।  
 হরিস্তো সর্বভূতারং ক্রমেণাপুরমণ্ডলম্ ॥ ২৫

হইয়াছেন । এখন আপনার পিতা দশরথ রাজ্য রক্ষার জন্য  
 আপনাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ২১

যদি আপনি সেই রাজ্যে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া ( রাজ্য-  
 পালনেই রত থাকেন এবং ) রাবণকে বধ না করিবেন, তাহা হইলে  
 রাম । আপনি ভূতারহরণের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন  
 ( উপেক্ষিতে ভরা সাক্ষি সর্ব্বং সম্পাদরাম্যাহম্ । ১।২।২৬  
 তাহা বুঝা হইবে ) ॥ ২২

হে রাজেন্দ্র । আপনি নিজ সেই প্রতিজ্ঞা সত্য করুন ;  
 কারণ, আপনিই হইলেন—সত্যসন্ধ অর্থাৎ সত্যপ্রতিজ্ঞ ।  
 শ্রীরাম ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্ত বদনে নারদকে  
 বলিলেন ॥ ২৩

নারদ । তুমি শ্রবণ কর,—আমার কোন কিছুই অবিদিত  
 নাই । আমি পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব—  
 এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৪

কিন্তু কালের অনুরোধে এবং তাহাদের নিজ নিজ প্রাক্তন  
 কর্তব্যকরমতঃ অর্থাৎ এই সব অসুরগণ পূর্বে তপস্বাদি করিয়া  
 ( ১ ) যোগনিদ্রামগ্ন নারদের নাস্তি ইতি ব্রহ্মার  
 উপলব্ধি বিষয়ে ঐমুদ্রাগবতে—

“বস্তান্তিসি শরানস্ত যোগনিদ্রাং বিভ্রতঃ ।

নাভিহৃদস্থতাসীদ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ” ॥ ১।৩।২ ।

২ । নারদের পিতা ব্রহ্মা, এবিষয়েও ঐমুদ্রাগবতে  
 প্রমাণ বধা—

“কল্পান্ত ইদমাদার শরানেহন্তস্বাদবতঃ ।

শিখরিয়োরনুপ্রাণং বিবিশেহন্তরহং বিভোঃ ।

সহস্রমুদগর্ঘ্যত উদ্যারদং সিসৃকতঃ ।

যত্রীচিমিত্রা শবরঃ প্রাণেভ্যোহহক জজিরে” ॥

রাবণস্ত বিনাশার্থং খো গন্তা দণ্ডকাননম্ ।  
চতুর্দশ সমাস্তত্র হ্যষিদ্ধা মুনিবেশধৃক্ ।  
সীতামিষেণ তং দৃষ্টং সকুলং নাশয়াম্যহম্ ॥ ৩৬  
এবং রামে প্রতিজ্ঞাতে নারদঃ প্রমোদ হ ।  
প্রদক্ষিণত্রেয়ং কৃত্বা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তম্ ।  
অমুক্তান্তশ্চ রামেণ যযৌ দেবগতিং মুনিঃ ॥ ৩৭

দণ্ডবৎপ্রভাবেই একদা উদ্ভূত ও দুর্দান্ত হইরাছে । ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহাদের সেই সব পুণ্যরাশি কল হইবে, তখনই আমি সেই সব অসুরকুলকে ( সুরবিরোধীগণকে ) বধ করিব এবং পৃথিবীরও ভার লাঘব করিব । ৩৬

রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য আমি আগামী কালই দণ্ডক বনে গমন করিব এবং চৌদ্দ বৎসর স্বাবৎ তথায় মুনিবেশধারী হইয়া বাস করত সীতা উদ্ধারহলে আমি সেই দুই রাবণকে সবংশে বধ করিব । ৩৭

রাম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর নারদ অত্যন্ত আনন্দিত

শ্রীমদ্রবি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উদ্যমহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে অবোধ্যাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

সংবাদং পঠতি শৃণোতি সংশ্লিষ্টে বা  
যো নিত্যং মুনিবররাময়োঃ স ভক্ত্যা ।  
সংপ্রাপ্নোত্যমরমুহূর্তং বিমোক্ষং  
কৈবল্যং বিরতিপুরঃসরং ক্রমেণ ॥ ৫৮  
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উদ্যমহেশ্বরসংবাদে  
অবোধ্যাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

হইলেন । মুনিবর নারদ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত রামের অনুমতি লইয়া দেবলোকে গমন করিলেন । ৩৭

যে ব্যক্তি মুনিবর নারদ ও শ্রীরামের সংবাদ নিত্য ভক্তি সহকারে পাঠ করে বা শ্রবণ করে কিংবা স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি অমরগণের অভ্যন্ত দুর্লভ ইহলোক ও পরলোকে কর্তব্যকল ভোগের পর বৈরাগ্য লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৈবল্য মোক্ষ ( ঐশ্বকত্বলক্ষণ মোক্ষ ) প্রাপ্ত হয় । ৫৮

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

( শ্রী রামস্য রাজ্যাভিষেকং কর্তৃ মুদ্যতস্য দশরথস্য মহারামোহিতয়া রাজ্য্য কৈকেয়্য নিবারণম্ )  
অথ রাজা দশরথঃ কদাচিদ্রহস্য স্থিতঃ ।  
বশিষ্ঠং স্বকুলচাৰ্য্যম হুয়েদং ভ যত ॥ ১  
ভগবন্ রামমখিলাঃ প্রশংসান্ত মুতমুহ ।

### দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[ শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক করিতে উদ্ভূত রাজা দশরথকে মহামোহিত রাজ্য কৈকেয়ী কর্তৃক নিবারণ । ]

শ্রীরামকে নারদের নিবেদনেও পর একদিন রাজা দশরথ নির্জনে বসুন্ধর বশিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন । ১

( ১ ) ভগবন্ । পুরণানী, বেদবিৎ ( বা বশিষ্ঠগণ ),

( ১ ) যদিও রাজনীতি বৃত্তাকরে

“যদা রাজা অরাবৃত্তো রোগান্তো নিম্প্রহোহপি চ ।

আশ্রমযুতঃ বিজ্ঞান কুলধর্ম্যং বিচারয়ন্ ।

তদা পৌর-জনান্ সর্কানাহুঃ মন্ত্রয়েচ্চ ভৈঃ” ।

পৌরজনগণের সহিত মন্ত্রণা করিবার উপদেশ আছে, তথাপি

পৌরশ্চ নৈগমা বৃদ্ধা মন্ত্রিণশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২

ততঃ সর্বগুণোপেতং রামং রাজীবলোচনম্ ।

জ্যেষ্ঠ রাজ হর্ভাষক্ষ্যামি বৃদ্ধাঃ হঃ মুনিপুঞ্জব ॥ ৩

যেরাবৃত্ত ও জ্ঞানবৃত্ত পণ্ডিত এবং মন্ত্রিগণ সকলেই শ্রীরামের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করেন । ২

হে মুনিজ্যেষ্ঠ । আমি বৃদ্ধ চট্টরাতি, স্টেচৈতু সর্বগুণে

—সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি বশিষ্ঠ ভৎকাস'ন অবোধ্যাবাসিগণের সকলেরই প্রতিনিবিরূপ ছিলেন বলিয়া রাজা দশরথের তাঁহার একাকীর সহিত পরামর্শ এতলে দোষের নহে ।

এবিষয়ে মহর্ষি বাজ্যাকি কর্তৃক বাহা উক্ত হইরাছে, তাহা হইল,—

“তং ভক্ত ভাবং ভাবজা বিজ্ঞান সুবিয়ো জনাঃ ।

ভরবো মন্ত্রিণশ্চৈব পৌর-জনপদাশ্রিতা ।

সমেত্য মন্ত্রয়ামাসুর্মন্ত্রিত্বা চ নিশ্চরম্ ।

উচুঃ সমভূতঃ সর্কো বৃদ্ধং দশরথং বৃণম্ ॥”

ভরতো মাতুলং দ্রুইং গতঃ শক্রদ্বন্দ্বতঃ ।  
 অভিষেক্যে খু এবান্ত ভবাঃ স্তুচ্চাহুমোদতাম ॥ ৪  
 সম্ভারাঃ সজ্জিগন্তাঃ গচ্ছ মজ্জয় রাষবম ।  
 উচ্ছ্রীয়ন্তাঃ পতাকাশ্চ নানাবর্ণাঃ সমস্ততঃ  
 ভোরণানি বিচিত্রাণি স্বর্ণমুক্তায়ানি বৈ ॥ ৫  
 আহুয় মজ্জিগং রাজা শুমন্ত্রং মজ্জিসত্তমম ।  
 আজ্ঞাপয়তি যদ যং বাং মুনিস্তত্তং সমানয় ।  
 যৌবরাজ্যোহভিষেক্যামি শ্বে ভূতে রঘুনন্দনম ॥ ৬  
 তথৈতি হর্ষাৎ স মুনিং কিং করোমীতাভাষত ।  
 তমুবাচ মহাতেজা বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং ববঃ ॥ ৭  
 খঃ প্রভাতে মধ্যাহ্নে কণ্ঠকাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ ।  
 তিষ্ঠন্ত যোড়শ গজঃ স্বর্ণরত্নাদিভূষিতাঃ ॥ ৮

গণবান্ জ্যেষ্ঠপুত্রং (১) কমললোচন শ্রীরামকে অবোধারাজ্যে  
 অভিষিক্ত করিব । ১

শক্রদ্বন্দ্বের সহিত ভরত মাতুল যুধাঙ্গিকে দর্শন করিবার প্রস্ত  
 গমন করিয়াছে । আমি আগামী কালই শ্রীরামের অভিষেক  
 কার্য সম্পাদন করিব, আপনি তাহা অনুমোদন করুন । ৪

অভিষেক কার্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করান  
 আপনি যান, রামচন্দ্রের সহিত এবিষয়ে আলোচনা করিয়া  
 তাহাকে কর্তব্যসম্বন্ধে উপদেশ করুন । চারিদিকে নানা বর্ণের  
 পতাকাসমূহ উত্তোলিত হউক এবং স্বর্ণ ও মুক্তাসমূহে রচিত  
 বিচিত্র বর্ণের ভোরণসকল নির্মাণ করান হউক । ৫

এই সময় রাজা দশরথ মন্ত্রীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী শুমন্ত্রকে  
 আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন,—এই মুনিবর বশিষ্ঠদেব  
 ভোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি তৎ তৎ সমস্ত কিছুই  
 জটয়া খা'মবে : কারণ আমি আগামী কাল রঘুনন্দন শ্রীরামকে

( ১ ) । বহিঃ প্রাপ্তঃ হুনাং রাজ্যং জ্যেষ্ঠাঃ দাপয়েৎ ।

এই বান্দ্যোক্তিকারের বচনানুসারে মহারাজ দশরথের  
 এই প্রস্তাব শাস্ত্রানুসৃত ।

“সপ্তাঙ্গানি চ রাজ্যানি জ্যেষ্ঠপুত্রায় দাপয়েৎ ।

শাস্ত্রতোহয়ং স্মৃতে ধর্মঃ পাণ্ডিথানাং নর্যর্ষভ ।

ন যথীয়ান্ যিতে জ্যেষ্ঠো রাজা ভবিতুমর্হতি ৷”

এই বাক্যও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য প্রদান অনুমোদন  
 করিতেছে । বান্দ্যোক্তিক-রামায়ণেও এবিষয়ে উল্লিখিত আছে,—

“ভস্মাজ্যোষ্ঠেহু পুত্রেষু রাজ্যভ্রাত্ত্বানি পাণ্ডিথাঃ ।

আসজ্ঞানবদ্যানি গণবৎসরিতরেহু বা ।

ভেহপি জ্যেষ্ঠাঃ যপুত্রেষু জ্যেষ্ঠেষেব ন সংশয়ঃ ।

আসজ্ঞান্যখিলং রাজ্যং ন ভাতৃহু কথকন ॥ ২।৭।১৯ ২০

চতুর্দন্তঃ সমায়াতু ঐরাবতকুলোদ্ভবঃ ।  
 নানাতীর্থোদকৈঃ পূর্ণাঃ স্বর্ণকুন্তাঃ সহস্রশঃ ॥ ৯  
 স্থাপ্যস্তাং নব বৈয়াত্রীণি চর্ম্মাণি চানয় ।  
 শ্বেতচ্ছত্রং রত্নদণ্ডং মুক্তামণিবিরাজিতম ॥ ১০  
 দিব্যমালায়ানি বস্ত্রাণি দিব্যাচ্ছাত্রভরণানি চ ।  
 মুনয়ঃ সংকৃতান্তত্র তিষ্ঠন্ত কুশপাণয়ঃ ॥ ১১  
 নর্তক্যো বারমুখ্যাশ্চ গায়ক্য বৈদিকান্তথা ।  
 নানাবাদিত্রকুশলা বাদয়ন্ত নৃপাঙ্গণে ॥ ১২  
 হস্তাশ্বরথপাদাতা বহিষ্ঠিষ্ঠন্ত সায়ুধাঃ ।  
 নগরে যানি তিষ্ঠন্তি দেবভায়তনানি চ ।  
 ভেষু প্রবর্ততাং পূজা নানাবলিভিরাবৃতা ॥ ১৩

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব । ৬

তখন সেই মন্ত্রী শুমন্ত্র হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া ‘তাহাই হউবে’ এই  
 কথা বলিয়া মুনি বশিষ্ঠকে বলিলেন,—আমি কি করিব ? জ্ঞানি-  
 গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ সেই শুমন্ত্রকে বলিলেন । ৭

আগামী কাল প্রভাতে মধ্যাহ্নে যেন স্বর্ণাভরণে ভূষিতা  
 বোল জন (২) কণ্ঠ অবস্থান করে । ঐরাবতকুলে উৎপন্ন  
 প্রধান চারিটি দত্তবৃত্ত স্বর্ণ ও রত্নময় আলরণে বিভূষিত এক  
 গজরাজকে তথার আনা হউক । নানাতীর্থসমূহের জলে পূর্ণ  
 সহস্র সহস্র স্বর্ণকুন্ত স্থাপিত হউক । বা'স্ত্র হটতে সংগৃহীত  
 ভিনটি চর্ম্ম আনয়ন করা হউক । মুক্তা ও মণিবিভাজিত রত্নদণ্ড-  
 বৃত্ত শ্বেতচ্ছত্র সংগ্রহ করা হউক । ৮-১০

দিব্য মালাসমূহ, বস্ত্রসকল এবং দিবা আভরণসমূহ আনয়ন  
 কর । মুনিগণ সংকৃত হইয়া হস্তে কুশ ধারণ করত তথার  
 অবস্থান করুন । ১১

নর্তকী, বেন্দ্য, গায়ক, নেদপাঠক ও নানা বাদ্য বাজনে নিপুণ  
 বাদকগণ নৃপাঙ্গনে আসিয়া নৃত্য গীতাদি আরম্ভ করুক । ১২

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুর্ভেদ সৈন্তবাহিনী অত্র  
 সম্ভ্রত হইয়া নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করুক । নগরে যে  
 সব দেবস্থান (দেবমন্দির) আছে, সেই সব স্থানে নানা পুষ্ক-  
 উপহারসমূহে পূজার ব্যবস্থা করা হউক । ১৩

( ২ ) বান্দ্যোক্তিক-রামায়ণে হইবার করিয়া আট জন কণ্ঠ  
 উল্লিখিত আছে—

“অষ্টৌ কণ্ঠাশ্চ কুচিরা মস্তক বরবারণঃ ।

অষ্টৌ কণ্ঠাশ্চ মাজল্যা বরাভরণভূষিতাঃ ॥”

রাজানঃ শীত্ৰমায়ান্ত নানোপারনপাণয়ঃ ॥ ১৪  
ইত্যাদিশ্চ মুনিঃ শ্রীমান্ শ্রমস্ত্রং নৃপমস্ত্রিণম ।  
স্বয়ং জগাম ভবনং রাঘবশ্চাতিশোভনম ॥ ১৫  
রথমারুহ্য ভগবান্ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।  
ত্রীণি কক্ষণাভিক্রম্য রথায় ক্রিতিমবাতরৎ ॥ ১৬  
অন্তঃ প্রবিষ্ট্য ভবনং স্বাচার্হদ্বাদবারিতঃ ।  
গুরুমাগতমাজ্জায় রামভূর্ণং কৃতাজলিঃ ॥ ১৭  
প্রভূদগম্য নমস্কৃত্য দণ্ডবদ ভক্তিসংযুতঃ ।  
স্বর্ণপাত্রেণ পানীয়মানিনায়াহুত জনকৌ ॥ ১৮  
রত্নাসনে সমাবেশ্য পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।  
ভদপঃ শিরসা ধূত্যা সীতয়া সহ রাঘবঃ ।  
ধন্যোহস্মৈত্যব্রবীদ্ রামস্তব পাদাসুধারণং ॥ ১৯  
শ্রীরামেণৈবমুক্তস্ত প্রহসন্ মুনিরব্রবীৎ ।

রাজারা নানাবিধ উপঢৌকন হস্তে লইয়া সত্বর আগমন করুন । ১৪

শ্রীমান্ বশিষ্ঠ মুনি রাজমন্ত্রী শ্রমস্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের অতি সুন্দর ভবনে গমন করিলেন ॥ ১৫

মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ রথে আরোহণ করত রাজ-ভবনের তিনটি দ্বার অভিক্রম করিয়া রথ হঠাৎ ভূতলে নামিলেন । ১৬

ভরপর ভবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তিনি ফুলগুরু ছিলেন বলিয়া তাঁহার গমনাগমনে কেহ বাধা দান করিত না । শ্রীরামচন্দ্রে গুরুদেব আসিতেছেন জানিতে পারিয়া সত্বর কৃতাজলি হইয়া প্রভূদগমন করত ভক্তিভরে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । অতঃ পরে সীতাদেবীও স্বর্ণপাত্রে করিয়া ঘরাসহকারে জল লইয়া আসিলেন (এবং প্রণাম করিলেন) । ১৭-১৮

রত্নাসনে বশিষ্ঠদেবের চরণদ্বয় রাখিয়া ভক্তিসহকারে জলে প্রক্ষালন করত সেই চরণদ্ব্যন্ত জল সীতার সহিত রামচন্দ্রে যত্নে ধারণ করিয়া বলিলেন, হে ভগবন ! আপনার পাদোদক ধারণ করিয়া অস্ত আমি ধত হইলাম । ১৯

শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর মুনি বশিষ্ঠ মহাস্তবদনে বলিলেন,—রাম ! তোমার পাদোদক ধারণ করিয়া গিরিজাপতি দিব ধত হইরাছেন ॥ ২০

আমার পিতা অশ্বাও (১) তোমার পাদজলের দ্বারা সমস্ত অস্ত বিদ্যে হওয়ার ধত হইরাছেন । তুমি এখন যে বলিতেছে 'আমি ধত হইলাম', তাহা অগতঃ উপদেশ দিবার জন্য বলিয়াহ (শ্রীমতীর কথিত আছে—'যদ্বদ্যদ্যন্তি শ্রেষ্ঠতত্তদেবেভ্যো দনঃ । স যৎ প্রবাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে' ।) ২১

স্বপাদসলিলং ধূত্যা ধন্যোহভূদ্ গিরিজাপতিঃ ॥ ২০  
ব্রহ্মহপি মৎপিভা তে হি পাদতীর্থতাভুতঃ ।  
ইদানীং ভাষসে স্বয়ং লোকানামুপদেশকুং ॥ ২১  
জানামি ত্বাং পরমাত্মানং লক্ষ্ম্যা সঞ্জাতমীশ্বরম ।  
দেবকার্যার্থসিদ্ধার্থং ভক্তানাম্ ভক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ২২  
রাঘবস্ত বধার্থায় ক্রাতুং জানামি রাঘব ।  
তথাহপি দেবকার্যার্থং গুহ্যং নোদ্বাটিয়ামাহম্ ॥ ২৩  
যথা ত্বং মায়য়া সর্বং কুরেসি রঘুনন্দন ।  
তথৈবাহুবিধাশ্চোহহং শিশুত্বং গুরুরিভাহম্ ॥ ২৪  
গুরুগুরুণাং ত্বং দেব পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ ।  
অন্তর্যামী জগদ্বস্ত্রবাহকস্তমগোচরঃ ॥ ২৫  
শুকসত্ত্বময়ং দেহং ধূত্যা স্বাধীনসত্ত্বম ।  
মনুষ্য ইব লোকেহস্মিন্ ভাসি ত্বং যোগমায়য়া ॥ ২৬

আমি জানি, তুমি স্বয়ং পরমাত্মা জগদীশ্বর নারায়ণ, লক্ষ্মী-দেবীর সহিত দেবগণের করণীর কর্মসকলের নিষ্পত্তির জন্য এবং ভক্তদিগের ভক্তিসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ তোমার মুক্তি বাস্তব ভক্তগণের অর্চন-বন্দনাদিক্রিয়া ভক্তি সিদ্ধ হইবে না—সেইজন্য এই ধরাতেলে অবতীর্ণ হইরাহ । ২২

রাঘব ! রাঘবকে বধ করিবার জন্য আবির্ভূত হইরাহ, ইহা আমি জানি ; তথাপি দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি সেই সব গুহ্য কথা উদ্ঘাটন করিব না । ২৩

রঘুনন্দন ! তুমি বেক্রপ মায়ী অবলম্বন করিয়া সব কিছু ব্যবহার করিতেছ, সেইরূপ আমিও 'তুমি শিশু ও আমি গুরু' এরূপ ব্যবহার করিব । ২৪

দেব ! তুমি অশ্বাদি গুরুগণেরও গুরু (স্বাধীনবিধি উপদেষ্টা), দক্ষাদি পিতৃবর্গের তুমি পিতামহ (অশ্বার পিতা), অতএব সর্বাভ্যর্থামী নারায়ণ, জগদ্বস্ত্রের পরিচালক (লোকস্বাত্মা-নির্ধাতক) এবং অপোচর অর্থাৎ বাক্য ও মনের অবিসর ('যতো যাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' । তৈত্তি ০ ২ ৪।১) । ২৫

(দেহী কিরূপে অন্তর্যামী হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন) তুমি লীলা-বিলাসের জন্য যেক্ষণে জন্মলাভ করত তুমি স্বাধীন এবং (জীব কর্মের অধীন হইরা অশ্বার বলিয়া তাহার

(১) বশিষ্ঠ প্রভৃতির পিতা অশ্বা, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—'অথাভিধায়ন্তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রভজিবে । ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্ত লোকসন্তানহেভবঃ । মরীচিরজ্যজিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । ভৃগুর্বলিঃ । দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ । উৎসজ্জারিণো জজ্ঞে দক্ষোহমুষ্ঠাং স্বহৃদুভবঃ । প্রাণাদ বশিষ্ঠঃ সঞ্জাতো ভৃগুভূতি কুরাৎ ক্রতুঃ । পুলাহে' নাতিতো যজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণরোথ' । অজিরা যুথতোহক্ষোহজির্মরীচির্মনসোইভবৎ ।

পৌরহিত্যমহং জানে বিগর্হাং দৃষ্টজীবনম্ ।  
 ইক্ষু কুণাং কুলে রাম পরমাত্মা জনিষ্যতে ।  
 ইতি জ্ঞাতং ময়া পূর্বং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা ২৭  
 ততোহহমশয়া রাম তব সম্বন্ধকাজুয়া ।  
 অকার্য্যং গর্হিতমপি তবাহুচাৰ্য্যাসিন্ধয়ে ।  
 ততো মনোরথো মেহুত ফলিতো বৃক্ষনন্দন ২৮  
 তদধীনা মহামায়া সর্বলোকৈকমোহিনী ।  
 মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘুদহ ২৯  
 গুরুনিষ্কৃতিকামস্বং যদি দেহেতদেব মে ।  
 প্রসজ্যং সর্বমপ্যুক্তং ন বাচ্যং কৃত্তচিন্ময়া ৩০  
 রাজ্ঞা দশরথেনাহং প্রেমিতোহস্মি রঘুবর ।  
 স্বামামন্ত্রয়িতুং রাজ্যো যোহভিষেক্যান্তি রাঘব ৩১

সহিত ভোমার এই বিশেষ ভেদ যতই অনুভূত হয় ।) তত্ সন্তমর  
 অর্থাৎ প্রাকৃত দেহ নষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া এই  
 ভুলোকে যে সাধারণ মনুষ্যের ভায় বিরাজ করিতেছে, তাহা  
 কেবল ভোমার যোগমায়ার অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব । ২৬

আমি জানি যে, পৌরহিত্য কার্য্য নিম্ননীর ও ইহলোকে  
 জীবন ধারণের এক অসং উপায় (কারণ, পরলোকবাস্তা-  
 নিকর্ষাহক কার্য্যই অনবদ্য বলিয়া স্বীকৃত ।) । যুগ্ম পরমাত্মা  
 ইক্ষাকুলে 'রাম'-রূপে অবতীর্ণ হইবেন, এই কথা পূর্বে ব্রহ্মা-  
 আমাকে বলিয়াছিলেন সেইহেতু আমি ইহা পূর্ব হইতেই জ্ঞাত  
 আছি ২৭

রাম ! সেইহেতু 'আমি ভোমার গুরু হইব' এই সম্বন্ধ  
 আশা করিয়া পৌরহিত্য নিম্ননীর ও অকার্য্য হইলেও ভোমার  
 আচাৰ্য্যত্বসিদ্ধির জন্য স্বীকার করিয়া লইয়াছি । বৃক্ষনন্দন ।  
 অতএব আজ আমার দেই মনোরথ পূর্ণ হইল ২৮

যিনি একা সকল লোককে মোহিত ( 'একৈবাহং জনতাত্ত  
 বিভীরা ক। মযাপবা' । 'জানিনাংসি চেভাসি দেবো ভগবতৌ  
 হি সা বলাদ'কৃত্ত যোহায় মহামায়া প্রযুক্ততি' )—উক্তি  
 সপ্তলজীবনায় ) করেন, সেই দেবী মহামায়া ভোমার অধীন ।  
 রঘুবল্লভ রাম । তিনি যাচাতে আমাকে মোহিত অর্থাৎ  
 বিবেক-শূন্য না করেন, তুমি ভাঙাই কর ২৯

রাম ! যদি ভোমার গুরুর প্রত্যাশা করিবার উচ্ছা-  
 ধাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে ইহাট প্রদান কর । প্রসজ-  
 ক্রমে আমি ভোমাকে সব কিছুই বলিলাম, ইহা আমি আর  
 অন্য কোথাও বলিব না ৩০

বৃক্ষলপালক রাম । রাজা দশরথ আমাকে পাঠাইয়াছেন,  
 ভোমাকে এই কথা জানাইবার জন্য যে, আগামী কাল  
 ভোমাকে তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন (১) ৩১

রাম ! অতএব তুমি আজ সীতার সহিত যথাবিধি উপবাস  
 করিয়া শুভভাবে অবস্থান কর এবং জিতেজির হইয়া ভূতলে  
 পরল করিবে । ৩২

অন্ত তং সীতয়া সার্বমুপবাসং যথাবিধি ।  
 কৃৎস্না শুচিভূমিশায়ী ভব রাম জিতেজিরঃ ৩২  
 গচ্ছামি রাজসামিধাং তন্তু প্রাতঃগমিষ্যসি ।  
 ইতুক্ত্যু রথমারুহ্য যযৌ রাজগুরুজ্ঞতম্ ৩৩  
 রামোহপি লক্ষ্মণং দৃষ্টা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ।  
 সৌমিত্রে যৌবরাজো মে যোহভিষেকো ভবিষ্যতি ৩৪  
 নিমিত্তমাত্রমেবাহং কর্তা ভোক্তা ভবেব হি ।  
 মম তং হি বহিঃপ্রাণো নাত্ কার্য্য্য বিচারণা ৩৫  
 ততো বশিষ্ঠেন যথা ভামিতং তত্তথাহকরোৎ ।  
 বশিষ্ঠে হপি নৃপং গতা কৃতং সর্বং জ্ঞবেদয়ৎ ৩৬  
 বশিষ্ঠশ্চ পুরো রাজ্ঞা হ্যুক্তং রামাভিষেচনম্ ।  
 যদা তদৈব নগরে ঋত্বা কশিৎ পূমান্ জগৌ ।  
 কৌশল্যায়ৈ রামমাত্রে স্মৃতিজায়ৈ তথৈব চ ৩৭

আমি এখন রাজা দশরথের নিকট গমন করিতেছি। তুমি  
 প্রভাতে গমন করিবে । এই কথা বলিয়া রাজগুরু বশিষ্ঠ রথে  
 আরোহণ করত ক্রত গমন করিলেন । ৩৩

রামও লক্ষ্মণকে দেখিয়া হাস্তমহকারে এই কথা বলিলেন,—  
 স্মৃতিজানন্দন । আগামী কাল আমার যৌবরাজ্যে অভিষেক  
 হইবে । ৩৪

আমি এই রাজ্যে নিমিত্তমাত্র অর্থাৎ উপলক্ষ হইয়া থাকিব ;  
 তুমিই এই রাজ্যের কর্তা অর্থাৎ রাজ্যপালনকারী ও ভোক্তা—  
 রাজাসুখভোগকারী ; কারণ, তুমি যে আমার বহিঃপ্রাণ,  
 এবিষয়ে বিভ্রকের কোন অবকাশ নাই । ৩৫

ভারপর বশিষ্ঠ বেক্রপ বলিয়া গিয়াছেন, তদনুরূপ সব কিছুই  
 করিলেন । এদিকে বশিষ্ঠও রাজা দশরথের নিকট যাইয়া  
 বলিলেন,—সব কিছুই নিষ্পাদন করা হইয়াছে । ৩৬

রাজা দশরথ যখন বশিষ্ঠের সম্মুখে রামের অভিষেকের  
 কথা বলিয়াছিলেন, তখনই নগরবাসী এক ব্যক্তি উহা শ্রবণ  
 করিয়া নগরে উহা প্রচার করে ও রামমাতা কৌশল্যা এবং  
 স্মৃতিজা দেবীকেও তাহা জানায় । ৩৭

(১) “লগ্নৈবোপকারীদং সপ্তাঙ্গং হ্যায়ুচ্যতে ।  
 অমাত্য-র ক্তি হুর্গাণ কোবো দণ্ডশ্চ পঞ্চমঃ । এভাঃ প্রকৃত্যতদ্-  
 বদ্ বিজিগ্ধবোক্রদ হুতঃ । এভাঃ পঞ্চ তথা মিঃ সপ্তমং  
 পৃথিবীপতিঃ । সপ্তপ্রকৃতিকং রাজ্যমিভ্যাবাচ বৃক্ষম্পতিঃ । পৌর-  
 শ্রেণী ভগ্নক ক্রান্তে লক্ষ্যবেদিনঃ । স্বামামাতাঃ সূত্রং কোবো  
 রাজ্যৈঃ হুর্গং বলং তথা । পৌরশ্রেণী চ রাজ্যাজং প্রকৃত্যত  
 ভবেদ্ বরম্ ।”

“লক্ষ্যবিপত্যং রাজ্যং হ্যং সাত্বাজ্যং দশলক্ষকে । শতলক্ষে  
 মহেশানি মহাসাত্বাজ্যমুচ্যতে ।”

“স্বামামাত্যশ্চ রাজ্যৈঃ হুর্গং কোবো বলং সূত্রং ।  
 পরম্পরোপকারীদং সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে । পৌরশ্রেণী  
 সহাক্ষাণমপি রাজ্যং প্রকৃত্যতম্ ।”

শ্রদ্ধা তে হর্ষম্পূর্ণে দদতুর্হাঃ সন্তমম !  
 তস্মৈ ভতঃ শ্রীতমনাঃ কোশল্যা পুত্রবৎসলা ।  
 লক্ষ্মীং পর্য্যচরদ্ দেবীং রামশ্রীং প্রাসঙ্গ্যে ॥ ৮  
 সত্যবাদী দশরথঃ করোত্যেব প্রতিশ্রুতম ।  
 কৈকেয়ীবংশঃ কিস্ত কামুকঃ কিং করিশ্রুতি ।  
 ইতি ব্যাকুলিতাত্মা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়ৎ ॥ ৯  
 এতস্মিন্নন্তরে দেবা দৈবীং বাণীমচোদয়ন্ ।  
 গচ্ছ দেবি ভুবো লোকমযোধ্যায়াং প্রযত্নতঃ ॥ ১০  
 রামাভিষেকবিল্লার্থং যতন্ত ব্রহ্মবাক্যতঃ ।  
 মন্থরাং প্রবিশস্বাহৃদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম ॥ ১১  
 ততো বিদ্রে সমুৎপন্নে পুনরেহি দিবং শুভে ।  
 তথেষ্ট্যক্তা তথা চক্রে প্রবিবেশাথ মন্থরাম ॥ ১২

কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবী এই কথা তিনরাই আনন্দে  
 উৎফুল্ল হইয়া সেই ব্যক্তিকে একটি উত্তম হার উপহাররূপে  
 প্রদান করেন। তারপর পুত্রবৎসলা কৌশল্যা দেবী অভ্যন্ত  
 শ্রীতমানসে জীরাচন্দ্রের অভিষেক কার্যের সিদ্ধির জন্য  
 লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিলেন ॥ ৮

রাজা দশরথ সত্যবাদী, অতএব তিনি অবশ্যই এই প্রতিশ্রুতি  
 পালন করিবেন। কিন্তু তিনি কামুক ও কৈকেয়ীর বশীভূত,  
 জানি না তিনি কি করিবেন? এই ব্যাকুলিতচিত্তে দেবী  
 কৌশল্যা 'দুর্গা' দেবীর পূজা করিলেন ('দুর্গা' তারঙ্গসে দুর্গে  
 তেন দুর্গা 'স্বস্তা জনৈঃ'। এই ভাবিয়া মাতা কৌশল্যা সকল  
 সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্য দুর্গার আরাধনা করিলেন) ॥ ৯

এই সময়ের মধ্যে দেবগণ দেবতাদিগের উপকারকারিণী  
 সরস্বতীকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন—দেবি। তুমি যত্ন-  
 সহকারে ভুলোকে অযোধ্যার গমন কর। (বাস্তবিক রামারণে  
 এই প্রসঙ্গ দেখা যায় না) ॥ ১০

তুমি তথায় বাইরা ব্রাহ্মার বাক্যানুসারে রামের অভিষেক  
 বিষয় সূচি করিবার জন্য চেষ্টা কর। প্রথমে মন্থরার মধ্যে তুমি  
 প্রবিষ্টা হও এবং তারপরে তুমি কৈকেয়ীর মধ্যে প্রবেশ  
 করিবে ॥ ১১

তবে। ভদ্রনন্দর বিষয় উৎপন্ন হইলে তুমি পুনরায় যর্ণে  
 চলিয়া আসিবে। দেবী সরস্বতীও 'তাহাই হইবে' এই কথা  
 বলিয়া মন্থরার মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন ॥ ১২

এই মন্থরা কটি, বক্ষ ও কণ্ঠ—এই তিন অঙ্গে বক্ষা ছিল এবং  
 হৃৎ ও ছিল। সরস্বতী কর্তৃক আবিষ্টা হইয়া মন্থরা প্রাসাদের

দ্বারস্থি কুজা দ্রিষ্টা। তু প্রাসাদাগ্রমখাহরুহৎ ।

নগরং পারিতো দৃষ্টা সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১৩

নানাতোরণসম্বাধং পতাকাভরলঙ্কৃতম্ ।

সর্বোৎসবসমাবৃত্তং বিস্মিতা পুনরাগমৎ ॥ ১৪

ধাত্মীং পশ্চাদ্ধাতমতঃ কিং নগরং সমলঙ্কৃতম্ ।

নানোৎসবসমাবৃত্তা কৌশল্যা চাতিহাষিতা ।

দদাতি বিশ্রমুখ্যেভ্যো বজ্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১৫

তামুবাচ তদা ধাত্মী রামচন্দ্রাভিষেচনম্ ।

খো ভবিষ্যতি তেনাত্ত সর্বতোহলঙ্কৃতং পুরম্ ॥ ১৬

তচ্ছ্রুত্বা তরিতং গতা কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ।

পর্য্যব্রুহাং বিশালাক্ষীমেকান্তে পর্য্যবস্থিতাম্ ॥ ১৭

কিং শেষে হর্ভগে মুচ্যে মহদ ভয়মুপস্থিতম্ ।

ন জানীষেহতিসৌন্দর্য্যমানিনী মন্তুগামিনী ॥ ১৮

শিখরে অর্থাৎ ছাদে উঠিল। সে তথা হইতে সমগ্রা অযোধ্যা  
 নগরীকে চারিদিকে সুসজ্জিতা, নানা তোরণসমূহে পরিব্যাপ্তা,  
 বহু পতাকাশ্রেণীতে বিভূষিতা এবং সর্ব উৎসব উদ্যোগমায়  
 পরিপূর্ণা দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া পুনরায় ফিরিয়া  
 আসিল ॥ ১৩-১৪

সে ধাত্মীকে জিজ্ঞাসা করিল,—মাতঃ। এই নগরকে কেন  
 সুসজ্জিত করা হইয়াছে? আর দেবী কৌশল্যা অভিশর হুঙ্কা  
 ও নানা উৎসবাবৃত্তা হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ বস্ত্রসকল  
 কেন দান করিতেছেন? ১৫

তখন ধাত্মী সেই মন্থরাকে বলিল—আগামী কাল জীরাচ-  
 চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, সেইজন্য আজ এই নগরকে সর্বতো-  
 ভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছে ॥ ১৬

ধাত্মীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্থরা সত্তর গমন করত  
 পালকে শয়ানা ও একান্তে অবস্থিতা কৈকেয়ীকে বলিল ॥ ১৭

হর্ভগে। (কৈকেয়ীর পুত্র ভরত রাজ্য পাইতেছে না দেখিয়া  
 মন্থরা কৈকেয়ীকে হর্ভগে বলিয়া সযোজন করে।) মুচ্যে।  
 (সেই বিষয়ে কৈকেয়ীকে চিন্তাশূভা দেখিয়া অর্থাৎ কর্তব্যাব-  
 কর্তব্য বিবেকশূভা দেখিয়া মুচ্যে বলিয়া সযোজন করিয়াছে।)  
 তইয়া আহ কি? নিজেই তুমি অভিশর সুন্দরী বলিয়া মনে  
 কর এবং রূপমদে মত্ত হইয়া রক্তভরে গমন কর; কিন্তু এদিকে  
 যে ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছ  
 না ॥ ১৮



রামস্তানুগ্রহাদ্ রাজ্ঞঃ ধোহভিষেকো ভবিষ্যতি ।  
 তচ্ছ্রুত্বা সহসোখায় কৈকেয়ী প্রিয়বাদিনী ॥ ৪৯  
 তশ্চৈ দিব্যং দদৌ স্বর্ণনুপুরং রত্নহৃষিকম্ ।  
 হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ভয়মাগতম্ ॥ ৫০  
 ভরতাদধিকো রামঃ প্রিয়কৃষ্ণে প্রিয়ংবদঃ ।  
 কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যন্ সদা শুক্রযতে হি মাম্ ॥ ৫১  
 সমাস্তয়ং কিমাপন্নং তব মূঢ় বদস্ব মে ।  
 তচ্ছ্রুত্বা বিষসাদাথ কুজা কারণবৈরিণী ॥ ৫২  
 শৃণু মদ্বচনং দেবি যথার্থং তে মহদ্ ভয়ম্ ।  
 ত্বাং ভোষয়ন্ সদা রাজা প্রিয়বাক্যানি ভাষতে ॥ ৫৩  
 কামুকোহভ্যাবাদী চ ত্বাং বাচ্য পরিভোষয়ন্ ।  
 কার্ষ্যং কৰোতি তস্তা বৈ রামমাতৃঃ সুপুঙ্কলম্ ॥ ৫৪  
 মনস্তোত্তমিধায়ৈব প্রেষয়ামাস তে শ্রুতম্ ।  
 ভরতং মাতুলকূলে প্রেষয়ামাস সানুজম্ ॥ ৫৫

রাজা দশরথের অনুগ্রহে আগামীকাল রামের রাজ্যাভিষেক  
 হইবে। এই কথা শুনিয়া প্রিয়ভাষিনী কৈকেয়ী সহসা উষিতা  
 হইয়া ভাটাকে রত্নবিজড়িত স্বর্ণময় নুপুর প্রদান করিলেন এবং  
 বলিলেন—কি বলিতেছ? কোথায় আনন্দের দিন, আর তুমি  
 বলিতেছ কিনা ভয় আসিয়াছে? ৪৯ ৫০

প্রিয়ভাষী ও প্রিয়কারী রাম ভরত হইতেও অধিক আমার  
 প্রিয়। সে আমাকে ও কৌশল্যাকে তুল্যভাবে দেখিয়া সদা  
 আমার সেবা করে। ৫১

মূঢ়ে। (কোথায় কি বলিতে হয় জান না, এই কারণে  
 এখানে মন্তরাকে 'মূঢ়' বলিয়া কৈকেয়ীদেবী সোধন  
 করিলেন।) সমদর্শী সেই রাম হইতে ভোমার কি ভয় উপস্থিত  
 হইয়াছে, তাহা আমাকে বল। কৈকেয়ীর এই কথা শুনিয়া  
 সরস্বতীর আবেশরূপ কারণে শঙ্কভাবাপন্ন কুজা বিষয়া হইল  
 (এবং প্রতাপ্তরে বলিল) ৫২

দেবি। তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। সত্যই ভোমার  
 গুরুভর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দশরথ ভোমাকে ডুই  
 করিতে করিতে সদা নানারূপ প্রিয় কথাই বলেন। ৫৩

এই রাজা কামুক ও মিথ্যাবাদী, তিনি ভোমাকে কেবল  
 বাক্যের দ্বারা ই অর্থাৎ চাটুকাই ডুই করেন; কিন্তু তিনি  
 সেই রামজননী কৌশল্যার অভি মহত্তর কার্য্য সাধন  
 করিতেছেন। ৫৪

তিনি রামের রাজ্যাভিষেক করিবেন, এই কথা মনে  
 রাখিয়াই ভোমার পুত্র ভরতকে অনুজ শক্রের সহিত মাতুল-  
 লয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ৫৫

সুমিত্রার পক্ষে কিন্তু ইহা সমীচীন অর্থাৎ নুতিকৃত্যই হইবে,

সুমিত্রায়াঃ সমীচীনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

লক্ষ্মণো রামমম্বৈতি রাজ্যং সোহনুভবিষ্যতি ॥ ৫৬

ভরতো রাঘবস্ত্রাগ্রে কিস্করো বা ভবিষ্যতি ।

বিবাস্ততে বা নগরাং প্রাণৈর্বা হাপ্যতেহচিরাং ॥ ৫৭

যন্ত দাসীব কৌশল্যাং নিত্যং পরিচরিত্বসি ।

ততোহপি মরণং শ্রেয়ো যৎ সাপতৈঃ পরাভবঃ ॥ ৫৮

অতঃ শীঘ্রং যতস্বাত্ত ভরতস্তাভিষেচনে ।

রামস্ত বনবাসার্থং বর্ষাণি নব পঞ্চ চ ॥ ৫৯

ততো রাত্নহভয়ে পুত্রস্তব রাজ্ঞি ভবিষ্যতি ।

উপায়ং তে প্রবক্ষ্যামি পূর্বমেব স্মৃনিশ্চিতম্ ॥ ৬০

পুরা দেবাসুরে বৃদ্ধ রাজা দশরথঃ স্বয়ম্ ।

ইজ্জ্ঞেণ যাচিতে ধন্য সহায়ার্থং মহারথঃ ॥ ৬১

জগাম সেনয়া সার্ব্ধং ত্বয়া সহ শুভাননে ।

বৃদ্ধং প্রকুব্বত্তস্তা রাক্ষসৈঃ সহ ধ্বিনঃ ॥ ৬২

ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কারণ, লক্ষ্মণ রামকে অনুসরণ  
 করে অর্থাৎ রামের অনুগত, অতএব সে-ও এই রাজ্য ভোগ  
 করিবে। ৫৬

কিন্তু ভরত? সে রামের অগ্রে কিস্কর হইয়া থাকিবে কিংবা  
 ভাটাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে অথবা  
 অচিরেই তাহার প্রাণনাশ করা হইবে। ৫৭

আর তুমিও দাসীর দ্বারা সন্তত কৌশল্যার পরিচর্যা  
 করিবে। সপ্তভগ্নের দ্বারা পরাভূত হওয়া অপেক্ষা বরং  
 মরণই ভোমার ভাল। ৫৮

অতএব আজ সত্তর চেষ্টা কর, যেন ভরতের রাজ্যাভিষেক  
 হয় এবং রামের চৌদ্দ বৎসর বাবৎ বনবাস হয়। ৫৯

রাজ্ঞি। তাহা হইলে ভোমার পুত্র ভরত নির্ভয়ে রাজ্যে  
 সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এখিষের আমি পূর্বেই বাহ্য  
 বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, সেই উপায় আমি  
 ভোমাকে বলিব। ৬০

পূর্বে যখন দেবগণের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল,

০ মহর্ষি বাস্করিক এই দেবাসুর-সংগ্রাম বর্ণনায়  
 বলিয়াছেন,—“পুরা দেবাসুরে বৃদ্ধে বৃদ্ধসহঃ পতিতবঃ।  
 যাচিতে দেবরাজেন বৃদ্ধং কর্তৃমিত্তো পতঃ। দিশমাহার  
 কৈকেরি দক্ষিণং দত্তকাং প্রতি। বৈকরভমিতি খ্যাভং পুং  
 বত্র ভিমিক্ষকঃ। স শবর ইতি খ্যাভো বহুমারো মহাসুরঃ।  
 দদৌ শক্রায় সংগ্রামং দেবসৈবৈরনিজিতঃ। ভগিন্ বহতি  
 সংগ্রামে রাজা শত্রুপরিকতঃ। বিজিত্যভ্যাগতো দেবি  
 দুরোপচরিতঃ বরম্ ॥ ২:৮:১১-১৪

ভদ্রাক্কীলো নৃপতচ্ছিন্নস্ত ন বেদ সঃ ।  
 বৃদ্ধ হস্তং সমাবেশ্য কীলরদ্ধহৃৎবৈর্যাতঃ ॥ ৬৩  
 স্থিতবতাসিতাপাকী পতিপ্রাপণরীপ সরা ।  
 ততো বতাহস্তরান্ সর্বাণ্ দদর্শ স্বামরিন্দমঃ ॥ ৬৪  
 অশ্চর্য্যং পরমং লেভে ত্বমালিঙ্গ্য যুদাষিতঃ ।  
 বৃণীষ য স্ত মনসি বাহ্লিতং বরদোহস্মাহম্ ।  
 বরদ্বয়ং বৃণীষ ত্বমেবং রাজাহবদং স্বয়ম্ ॥ ৬৫  
 স্বয়োক্তো বরদো রাজন্ যদি দত্তং বরদ্বয়ম্  
 ত্বযোব তিষ্ঠতু চিরং শ্রাসভূতং মমানষ ॥ ৬৬  
 যদা মেহবসরো ভূয়াত্তদা দেহি বরদ্বয়ম্ ।  
 তথেষ্ট্যক্তা স্বয়ং রাজা মল্লিরং ব্রজ স্তব্রতে ॥ ৬৭  
 ততঃ ক্রতং ময়া পূর্বমিদানীং স্মৃতিমাগতম্ ।  
 অতঃ শীঘ্রং প্রবিষ্ট্য ক্রোধাগারং ক্রুযাষিতা ॥ ৬৮

তখন মহারথ ধনুর্ধারী রাজা দশরথ স্বয়ং ইন্ডের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য সসৈন্তে ভোমার সহিত গমন করেন। সুবদনে। ধনুর্ধারী রাজা দশরথ রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এই অবস্থার সেই সময় তাঁহার রথের অক্ষকীল ছিন্ন হইয়া পতিত হয়, কিন্তু রাজা তাহা জানিতে পারেন নাই। ক্রোধাপাকী কৈকেয়ী তুমি তখন নিজ পতির প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই অক্ষকীলের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া অতিশয় বৈর্যের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলে। তারপর শত্রুদমন রাজা দশরথ সমস্ত অস্ত্রপণকে বণ করিয়া ভোমাকে সেই অবস্থার দেখিলেন ॥ ৬১-৬৪

রাজা দশরথ ইহাতে আনন্দিত হইয়া ভোমাকে আলিঙ্গন করত অভ্যন্তর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। তারপর তিনি ভোমাকে বলিলেন,—ভোমার মনে বাহ্য বাসনা আছে, তদনুসারে তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি ভোমাকে বরদান করিব। তুমি আমার নিকট দুইটি বর গ্রহণ কর, এই কথা বলয় রাজা ভোমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৬৫

কিন্তু তুমি তখন বলিয়াছিলে,—রাজন্। তুমি যে বলিলে, আমি ভোমাকে বর দান করিব। তুমি যে দুইটি বর দিরাহ, নিম্পাপ। তাহা ভোমারই নিকট আমার গচ্ছিত ধনরূপে থাকুক ॥ ৬৬

তারপর যখন আমার সম্মুখ হইবে, তখন এই বর দুইটি প্রদান

বিমুচ্য সর্বাভরণং সর্বতা বিনিকীৰ্য্য চ ।  
 ভূমাবেব শয়ানা স্বং তুক্ষীমাতিল্ল ভামিনী ॥  
 বাবৎ সত্যং প্রতিজ্ঞায় রাজাহভীষ্টং কৰোতি তে ॥ ৬৯  
 অথবা ত্রিবক্রয়োক্তং তৎ তদা কৈকেয়নাল্লিনী ।  
 তথ্যমেবাখিলং মেনে হুঃসজ্জাহিতবিল্লমা ॥ ৭০  
 তামাহ কেকয়ী হৃষ্টা কৃতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী ।  
 এবং স্বাং বুদ্ধিসম্পন্নং ন জানে বক্রসম্পন্নো ॥ ৭১  
 তরতো যদি রাজা মে ভবিষ্যতি শ্রুতঃ প্রিয়ঃ ।  
 গ্রামাঙ্কতং প্রদাস্তামি মম স্বং প্রাণবল্লভা ॥ ৭২  
 ইত্যুক্তা কোপভবনং প্রবিষ্টা সহসা ক্রুযা ।  
 বিমুচ্য সর্বাভরণং পরিকীৰ্য্য সমস্ততঃ ।  
 ভূমৌ শয়ানা মলিনা মলিনাস্বরধারিণী ॥ ৭৩

করিও।” রাজা ‘ভবান্ত’ বলিয়া কহিলেন,—সুব্রতে। তুমি এখন গৃহে চল ॥ ৬৭

এই সংবাদ আমি পূর্বে ভোমার নিকট হইতেই ভবিষ্যদ্বাণী, এখন তাহা আমার স্মরণ হইতেছে। অতএব তুমি ক্রুদ্বা হইয়া আজই ক্রোধাগারে প্রবেশ করত সমস্ত অস্ত্রসম্পত্তি খুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিবে, তুমিতে ভইয়া থাকিবে এবং রাজা যতদূর না ভোমার মনোরথ পূরণের জন্য সত্য প্রতিজ্ঞা করেন, ততদূর ক্রোধপরাগণ হইয়া যৌন থাকিবে ॥ ৬৮-৬৯

ত্রিবক্রা মহারথ এই কথা ভবিষ্যদ্বাণী সেই সময় কৈকেয়নাল্লিনী হুঃসজ্জাহিত (‘সজ্জাং সংজ্ঞাহিতে কামঃ’—ইতি নীতিবচনাৎ।) অভিভ্রমে অহিতকর হইলেও হিত ভাবিয়া সব কিছুই বখার্ব (বুদ্ধিবৃত্ত) বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৭০

তখন কৈকেয়ী হৃষ্টভাবে আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—ভোমার একদম বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? বক্রসম্পন্ন। তুমি যে একদম বুদ্ধিমতী, তাহা ত’ আমি জানিতাম না ॥ ৭১

যদি আমার প্রিয় পুত্র তরত রাজা হয়, তাহা হইলে আমি ভোমাকে এক শত গ্রাম প্রদান করিব; কারণ, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ॥ ৭২

এই কথা বলিয়া কৈকেয়ী রোষভরে সহসা কোপগৃহে প্রবেশ করত নিজের গায়ে অস্ত্রসমূহ খুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন এবং মলিন বস্ত্র ধারণ করত মলিন বেশে কৃতলে ভইয়া রহিলেন ॥ ৭৩

প্রোবাচ শৃণু মে কুঞ্জে যাবদ্ রামো বনং ব্রজেৎ ।  
 প্রাণাংস্ত্যাক্ষ্যাহববা বাক্র শয়িত্তে ভাবদেব হি ॥ ৭৪  
 নিশ্চয়ং কুরু কল্যাণি কল্যাণং তে ভবিষ্যতি ।  
 ইত্যাঙ্ক্ণা প্রযযৌ কুজা গৃহং সাহসি তথাহকরোৎ ॥ ৭৫  
 ধীরোহত্যন্তদয়াহাষিতোহপি সুগুণাচারাম্বিতৌ বাহববা  
 নীতিজ্ঞৌ বিধিবাদদেশিকপরৌ বিভাবিবেকোহববা ।

ভারপর বলিলেন,—কুজ। তুমি আমার কথা শ্রবণ  
 কর,—বভক্ষণ না রাম বনে যায়, ভভক্ষণ আমি এই ভাবেই  
 উইরা থাকিব। বক্র। অথবা যদি কার্য্যাসিদ্ধি না হয়, তবে  
 আমি প্রাণত্যাগ করিব ॥ ৭৪

তখন মহারা বলিল,—কল্যাণি। তুমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া  
 অর্থাৎ নিজ মতে স্থির থাক, ইহাতে তোমার অবশ্যই কল্যাণ  
 হইবে। এই কথা বলিয়া কুজা গৃহে চলিয়া গেল এবং  
 কৈকেয়ীও সেইরূপ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫

কৈকেয়ীর এইরূপ দুর্ভক্তি হওয়ার কারণ যে, তাঁহার  
 অসংসঙ্গ ; ইহাই দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন,—অত্যন্ত দয়ালু, ক্ষমাদি  
 সত্ত্বগুণসমূহে বিভূষিত, স্নান-শৌচাদি আচারপরায়ণ, নীতিজ্ঞ,

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অযোধ্যারামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদঃসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

### তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

[ মহারাজেন দশরথেন কৈকেয়্যা মানভঞ্জনম, তৎসমীপে কৈকেয়্যা ‘ভরতশ্চ রাজ্যাভিষেকঃ, রামশ্চ বনবাসশ্চ’তি  
 বরদ্বয়প্রার্থনা, রামশ্চ বনগমনোত্তোগশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ভতো দশরথো রাজা রামাভ্যাদয়কারণাং ।  
 আদিশ্য মন্ত্ৰি-প্রকৃতীঃ সানন্দো গৃহমাবিশৎ ॥ ১  
 তত্রাদৃষ্টা প্রিয়াং রাজা কিমেতদিত্তি বিহ্বলঃ ।  
 যা পুরা মন্দিরং তস্তাঃ প্রবিষ্টে ময়ি শোভনা ॥ ২  
 হসন্তী মামুপায়াতি সা কিং নৈবাশ্চ দৃশ্যতে ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

[ মহারাজ দশরথ কর্তৃক কৈকেয়ীর মানভঞ্জন, তাঁহার নিকট  
 কৈকেয়ীর দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও রামের বনবাস—এই  
 দুইটি বর প্রার্থনা এবং রামের বনগমনোত্তোগ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্বতি। অত্যন্তিক রাজা দশরথ  
 শ্রীরামের রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ আশ্চর্য্যভিত্তি অথবা রাজনিক কার্য্যের  
 নিমিত্ত বলিত প্রমুখ মন্ত্ৰিগণকে এবং সৈন্য ও প্রজাদি প্রকৃতিবর্গকে  
 আদেশ করিয়া আনন্দের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১

(১) রাজা তথায় প্রিয়া কৈকেয়ীকে না দেখিয়া ‘এ কি’  
 বলিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং যে সুললিত পূর্বে আমি তাহার গৃহে

দৃষ্টানামতিপাপভাবিতাধিয়াং সঙ্গং সদা চেদ্ ভজেৎ  
 তদ্বুদ্ধ্য পরিভাবিতো

ব্রজাত তৎসাম্যং ক্রমেণ স্মৃটম্ ॥ ৭৬

অতঃ সঙ্গঃ পরিভ্যাজ্যো দৃষ্টানাম সর্বদৈব হি ।

দৃঃসঙ্গী চ্যবতে স্বার্থদ্ যথেষৎ রাজকশ্চকা ॥ ৭৭

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

বিধি উপদেশকারী শ্রীভক্তর সেবা করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধ  
 জ্ঞানলাভকারী, বিদ্যা অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা কর্তব্য ও  
 অকর্তব্য বিচারপরায়ণ, ধীর—বাহুবীর পরিত্যাগ করার  
 মনঃস্থৈর্য্যযুক্ত ব্যক্তিও যদি অভিপাপবুদ্ধিসম্পন্ন দৃষ্টগণের সঙ্গ  
 করে, তবে সে ব্যক্তি দৃষ্টগণের বুদ্ধিদোষে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে  
 ক্রমে তাহাদেরই সমান হইয়া যায়, ইহা স্পষ্টই দেখা যায় ॥ ৭৬

অতএব দৃষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্বদাই পরিত্যাগ করা  
 কর্তব্য কারণ, দৃষ্টগণের সঙ্গকারী ব্যক্তি নিজের স্বার্থ হইতেও  
 ভ্রষ্ট হয়, যেহেতু এই রাজকতা কৈকেয়ী দৃষ্ট প্রলোভনে স্বার্থ  
 রক্ষা করিতে গিয়া স্বার্থহীন হইলেন ॥ ৭৭

ইত্যাত্মশ্চৈব সঙ্কিন্ত্য মনসাহতিবিদ্যুতা । ৩

পপ্রচ্ছ দাসীনিকরং কুতো বঃ স্বামিনী শুভা ।

নায়াতি মাং যথাপূর্বং মৎপ্রিয়া প্রিয়দর্শনা ॥ ৪

তা উচুঃ ক্রোধভবনং প্রবিষ্টা নৈব বিদ্রহে ।

কারণং তত্র দেব ত্বং গতা নিশ্চেষ্টমুর্হসি ॥ ৫

প্রবেশ করিলে হস্ত করিতে করিতে আমার নিকটে আসে,  
 তাহাকে আজ দেখিতেছি না কেন ? এই কথা রাজা মনে মনে  
 ভাবিয়া অভিশয় বিষয় মনে দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—  
 তোমাদের হিতকারিণী স্বামিনী কোথায় ? সেই প্রিয়দর্শনা  
 আমার প্রিয়া কৈকেয়ী পূর্বের ন্যায় আমার নিকটে আসিতেছে  
 না কেন ? ২-৪

তখন সেই দাসীরা বলিল,—রাণীমা ক্রোধভবনে প্রবেশ

(২) মহাবিশ্বাসীকি অতঃ ভক্তিতে এই কথাটি বলিয়াছেন,—  
 “আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্তাভিষেচনম্ । কৈকেয়্যাঃ  
 প্রিয়মাখ্যাভুং বিবেশাতঃপুরুষং নৃপঃ” ॥ ২।১।১

ইত্থাক্তো ভয়সন্ততো রাজা তস্তাঃ সমীপগঃ ।  
 উপবিশ্য শনৈর্দেহং স্পৃশন্ বৈ পাণিনাহব্রবীৎ ॥ ৬  
 কিং শেষে বস্তুধাপৃষ্ঠে পর্যাঙ্কাদীন্ বিহায় চ ।  
 মাং ত্বং খেদয়সে ভীকু যতো মাং নাভিতাষসে ॥ ৭  
 অলঙ্কারং পরিভ্যজ্য ভূমৌ মলিনবাসসী ।  
 কিমর্থং ক্রহি সকলং বিধাস্যে তব বাঙ্কিতম্ ॥ ৮  
 কো বা তবাহিতং কৰ্ত্তা নারী বা পুরুষোহপি বা ।  
 স মে দণ্ডশ্চ বধ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯  
 ক্রহি দেবি যথা প্রীতিস্তদবশ্যং মমাশ্রিতঃ ।  
 তদিদানীং সাধয়িষ্যে শূচলভমপি ক্রণাৎ ॥ ১০  
 জানাসি ত্বং মম স্বাস্ত্যং প্রিয়ং মাং ত্বদ্ বশে স্থিতম্ ।  
 তথাপি মাং খেদয়সে বৃথা তব পরিশ্রমঃ ॥ ১১

প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমার কিছুই জানি না ।  
 দেব । আপনি স্বয়ং গিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করুন ॥ ৫

তাহারা এই কথা বলিলে পর রাজা দশরথ ভয়সন্তপ্তচিত্তে  
 কৈকয়ীর সমীপে গমন করিলেন এবং তথায় বসিয়া হস্তের দ্বারা  
 ধীরে ধীরে স্পর্শ করত বলিলেন ॥ ৬

প্রিয়ে । তুমি পালক শয্যাাদি পরিভ্যাগ করিয়া কেন  
 ভূতলে শুইয়া আছ ? ভীকু । আজ তুমি আমাকে মনকষ্ট  
 দিতেছ ; কারণ, তুমি আমার সহিত কথা বলিতেছ না ॥ ৭

দেবি । অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া মলিনবদনে কেন মাটিতে  
 শুইয়া আছ ? ইহার কারণ তুমি আমাকে বল, আমি তোমার  
 সমস্ত মনোবাশনা পূর্ণ করিব ॥ ৮

কে তোমার অনিষ্টচরণ করিয়াছে ? সে পুরুষই হউক  
 কিংবা নারীই হউক, তাহাকে অবশ্যই আমি দণ্ড দান করিব  
 বা অপরাধের গুরুত্ববিচারে তাহাকে বধও করিতে পারি,  
 ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৯

দেবি । বাহ্যতে ( দণ্ডদানে বা বধসাধনে ) তোমার প্রীতি-  
 সাধন হইবে, তাহা এখন তুমি বল ; আমি তোমার সন্মুখে তাহা  
 যদি অত্যন্ত তর্পণও হয়, তথাপি কলকালের মধ্যে অবশ্যই তাহা  
 সম্পাদন করিব ॥ ১০

তুমি আমার অন্তঃকরণ জান এবং আমি তোমার বশীভূত  
 প্রিয় স্বামী, ইহাও জান ; তথাপি যে আমাকে এইরূপ কষ্ট  
 দিতেছে, তাহা তোমার বৃথা পরিশ্রমমাত্র ॥ ১১

ক্রহি কিং ধনিং কুর্যাদ্ দরিদ্রং তে প্রিয়ঙ্করম্ ।  
 ধনিং ক্রণমাত্রেন নির্ধনঞ্চ তবাহিতম্ ॥ ১২  
 ক্রহি কং বা বধিষ্যামি বধার্হো বা বিমোক্ষ্যতে ।  
 কিমত্র বহুনোক্তেন প্রাণান্ দাস্যামি তে প্রিয়ে ॥ ১৩  
 মম প্রাণাং প্রিয়তরো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।  
 তস্তোপরি শপে ক্রহি ত্বদ্বিতং তং করোম্যহম্ ॥ ১৪  
 ইতি ক্রবাণং রাজানং শপন্তং রাঘবোপরি ।  
 শনৈর্বিমুক্ত্য নেত্রে সা রাজানং প্রভাতাষত ॥ ১৫  
 যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোহসি শপথং কুরুষে যদি ।  
 যাচ্ঞাং মে সফলাং কৰ্ত্তুং শীঘ্রমেব ত্বমহঁসি ॥ ১৬  
 পূর্বং দেবাসুরে যুদ্ধে ময়া ত্বং পরিরক্ষিতঃ ।  
 তদা বরদ্বয়ং দত্তং ত্বয়া মে তুষ্টচেতসা ।  
 তদ্ব্যয়ং শ্রাস্তভূতং মে স্থাপিতং ত্বয়ি শূত্রত ॥ ১৭

বল, তোমার প্রিয়কারী কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে কি ধনী  
 করিয়া দিব ? কিংবা তোমার অনিষ্টকারী কোন ধনী ব্যক্তিকে  
 কলকালের মধ্যেই ধনহীন করিব ? ১২

অথবা বল, কোনও ব্যক্তিকে বধ করিব বা বধযোগ্য  
 কোনও ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিব ? এভাবে বহু কথা বলিয়া কি  
 লাভ আছে ? প্রিয়ে । আমি তোমার জন্ত আমার প্রাণদানও  
 করিব ॥ ১৩

আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় হইল সত্যপরাক্রমী রাম  
 তাহার উপর শপথ করিয়া বলিতেছি, বল, তোমার বাহা প্রিয়,  
 আমি তাহাই করিব ॥ ১৪(১)

রামের উপর শপথ করিয়া নানাবিধ বাক্যভাষী রাজাকে  
 লক্ষ্য করিয়া সেই কৈকয়ী নিজ হস্তে নরনধরকে ধীরে ধীরে  
 মার্জনা করিতে করিতে রাজা দশরথকে বলিলেন ॥ ৫

যদি তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হও এবং যখন শপথ করিতেছ, তখন  
 আমার প্রার্থনা সত্ত্বর পূর্ণ করা তোমার একান্ত কর্তব্য ॥ ১৬

পূর্বের দেবাসুর যুদ্ধের সময় আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি,  
 ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তুমি আমাকে দুইটি বর দিয়াছ । সুশ্রুত ।  
 আমি সেই দুইটি বর তোমার নিকট গজ্জিতরূপে রাখিয়া  
 দিয়াছি ॥ ১৭

(১) বাস্তবিক রামায়ণে অন্তরূপ শপথ দেখা যায়—  
 “বলমান্বনি পশুভী ন বিকাত্-ক্ষিত্বমহঁসি । করিষ্যতি তব প্রীতিং  
 শূক্রেণান্যনঃ শপে ॥” ১/২/২২

তত্বেকেন বরেনাশু ভরতং মে প্রিয়ং শ্রুতম্ ।  
 এভিঃ সমুত্তমভ্যুত্থৈবৈবরাজ্যোহভিষেচয় ॥ ১৮  
 অপরেণ বরেনাশু রামো গচ্ছতু দণ্ডকান্ ।  
 মুনীবেশধরঃ শ্রীমান্ জটাবক্ষলভূষণঃ ॥ ১৯  
 চতুর্দশ সমান্তত্বে কন্দমূলফলাশনঃ ।  
 পুনরায়াতু তস্তান্তে বনে বা তিষ্ঠতু স্বয়ম্ ॥ ২০  
 প্রভাতে গচ্ছতু বনং রামো রাজীবলোচনঃ ।  
 যদি কিঞ্চিদ্ বিলম্বেত প্রাণান্ত্যাক্যে তবাগ্রতঃ ।  
 ভব সত্যপ্রতিজ্ঞস্বমেতদেব মম প্রিয়ম্ ॥ ২১  
 ঋত্বেব তদদারুণং বাক্যং কৈকেয়া রোমহর্ষণম্ ।  
 নিপপাত মহোপালো বজ্রাহত ইব'চলঃ ॥ ২২  
 শনৈরুন্মীলা নয়নে বিষৃজ্য পরয়া তিরা ।  
 ছঃস্মো বা ময়া দৃষ্টো হৃথবা চিত্তবিভ্রমঃ ॥ ২৩

সেই দুইটি বরের মধ্যে এক বরে আমার প্রিয় পুত্র ভরতকে সংগৃহীত এই সব অভিষেক ব্যবসম্ভারের দ্বারা অতি সম্ভব বৈবরাজ্যে ( সুবরাজ-পদে ) অভিষিক্ত কর । ১৮

আর তত্বেকেন বরের দ্বারা শ্রীমান্ রাম মুনীবেশধর কর্তৃক জটা ও বক্ষলধারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে শীঘ্র গমন করুক ॥ ১৯  
 রাম তখন কন্দ, মূল ও ফল ভোজন করত চতুর্দশ বৎসর বাস করুক । এই চতুর্দশ বৎসরের শেষে পুনরায় অব্যয়াকান্ত ফিরিয়া আসুক অথবা স্বয়ং যেক্ষণে সেই বনেই বাস করুক । ২০  
 কন্দমূলোচন রাম প্রভাতেই বনে গমন করুক । যদি ইহার কিছু মাত্র বিলম্বিত হয়, তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণ ত্যাগ করিব । তুমি নিজের প্রতিজ্ঞা সত্য কর ; আমার ইহাই প্রিয় বলিয়া জানিও । ২১

ভূশাল দশরথ কৈকেয়ীর এই রোমাঞ্চকর নির্দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বজ্রাহতে তর্জিত পর্বতের তার ভূতলে পতিত হইলেন । ২২

তারপর ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া অভ্যন্ত ভয়ে অঙ্গ মর্জনা করিতে করিতে তাবিলেন— আমি কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি কিংবা আমার মতিভ্রম হইয়াছে ? একদা মনে মনে আলোচনা করত পুনরায় সম্মুখে দৃষ্টা ব্যাক্তীর তার পত্নী কৈকেয়ীকে দেখিয়া বলিলেন,— ভগ্নে । আমার প্রাণহরকারী এ কি বাক্য বলিতেছে ? ২৩-২৪

কন্দমূলোচন রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছে ? তুমিও আমার সম্মুখে সমস্তই রামের সন্তোষসকলই বর্ণনা কর । ২৫

রাম কৌশল্যা ও আমাকে সম্মুখিত্তে দেখিয়া সর্বদা আমার

ইত্যালোক্য-পুনঃ পত্নীং ব্যাক্তীমিব পুরঃস্থিতাম্ ।  
 কিমিদং ভাষসে ভগ্নে মম প্রাণহরং বচঃ ॥ ২৪  
 রামঃ কমপরাধং তে কৃতবান্ কমলেক্ষণঃ ।  
 মমাগ্রে রাঘবগুণান্ বর্ণয়ন্তনিশং শুভান্ ॥ ২৫  
 কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যত্ স্ত্রীং কুরুতে সদা ।  
 ইতি ক্রবন্তী ত্বং পূর্বমিদানীং ভাষসেহৃথবা ॥ ২৬  
 রাজ্যং গৃহাণ পুত্রায় রামস্তিষ্ঠতু মন্দিরে ।  
 অহুগৃহীষ মাং বামে রামান্নাস্তি ভয়ং তব ॥ ২৭  
 ইত্যুক্তা ঋণরীতাক্ষঃ পাদয়োনিপপাত হ ।  
 কৈকেয়ী প্রত্যাবাচেনং সাপি রক্তান্তলোচনা ॥ ২৮  
 রাজেন্দ্র কিং ত্বং ভ্রাতৃত্বোহসি উক্তং তদ্ ভাষসেহৃথবা ।  
 মিথ্যাং করোষি চেৎ স্বীয়ং ভামিতং নরকো ভবেৎ ॥ ২৯

সেবা করে, এই কথা তুমি পূর্বে বলিতে ; আর এখন তুমি অগ্নি কথা বলিতেছ ( কি ব্যাপার ? ) । ২৬

তুমি পুত্রের অস্ত রাজ্য(১) গ্রহণ কর, কিন্তু রাম গৃহে থাকুক । বামে ( কুটিলে ) (২) আমাকে অনুগ্রহ কর, রাম হইতে তোমার কোনও ভয় নাই । ২৭

এই কথা বলিয়া রাজা দশরথ অঙ্গপূর্ণনয়নে কৈকেয়ীর দুই পদভঙ্গে পতিত হইলেন । তখন সেই কৈকেয়ীও ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত প্রত্যাগত্রে বলিলেন । ২৮

মহারাজ । তুমি কি উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছ ? একদা প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তাহার বিপরীত অস্ত কথা বলিতেছ । যদি তুমি নিজ প্রতিজ্ঞাবাক্য মিথ্যা কর, তাহা হইলে তোমার নরক হইবে । ২৯

( ১ ) “রামায়াতো জনপদো দুর্গং দণ্ডতথৈব চ । কোষো মিত্রক বর্ষশ্চ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে । সপ্তাঙ্গস্তাপি রাজ্যস্ত মূলং রামো প্রকোত্তিতঃ । তদ্বল্লভ্যং তথাজানান্ রাজা রক্ষ্যঃ প্রযততঃ । অজ্ঞেতো বতথৈকস্ত ব্রাহ্মাচারবেহজ্জঘীঃ । বহন্তস্ত তু কর্তব্যঃ শীঘ্রমেব মহোক্তা । যং তে ১২৪ অব্যয়ঃ ।

( ২ ) যদিও “বৃদ্ধস্য ভরুণী ভার্যা প্রাণেভ্যোহপি পরীক্ষসী ।” এই নীতিবাক্য আছে, তথাপি ব্যাক্তীক-রামায়ণে অতি কঠোর ভাবে দশরথ কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিয়াছেন—“নৃপংসে হৃষ্ট-চরিত্রে কুলসাত্ত বিনাশিনি । কিং কৃতং তব রায়েণ ময়া বা পাণ-বর্ষণে ।” ২/৯/৩৭ তিনি নিজেকেও বিস্ফোর দিরাছেন,—“ত্বং মর্যাদাবিনাশায় ভবনং ত্বং প্রবেশিতা । রাজপুত্রীতি বিজার ব্যালী ভীক্ষমহাবিধা । ২/৯/৩৯

বনং ন গচ্ছেৎ যদি রামচন্দ্রঃ

প্রভাতকালেহজ্বিনচৌরযুক্তঃ ।

উদ্বন্ধনং বা বিষভক্ষণং বা

কৃৎন্য মরিস্যে পুরত্ত্ববাহম ॥ ৩০

সত্যপ্রতিজ্ঞোহহমিতিহ লোকে

বিড়ম্বসে সর্বসভাঃস্তঃরমু ।

রামোপরি ত্বং শপথঞ্চ কৃৎন্য

মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো নরকং প্রয়াহি ॥ ৩১

ইতুক্তঃ প্রিয়য়া দীনো ময়ৌ হৃৎখার্গবে নৃপঃ ।

মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞো যুক্তকো বধা ॥ ৩২

এবং রাত্রির্গতা তস্ত হৃৎখাং সংবৎসরোপমা ।

অরুণোদয়কালে তু বন্দিনো গায়কা জগুঃ ।

নিবারয়িত্বা তান্ সর্বান্ কৈকেয়ী রোমমাস্থিতা ॥ ৩৩

ততঃ প্রভাতসময়ে মধ্যাক্ষমুপস্থিতাঃ ।

মহারাজ। তুমি কি উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছ? একরূপ  
প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে তাহার বিপরীত অস্ত্র কথা বলিতেছ? যদি তুমি নিজ প্রতিজ্ঞাবাক্য মিথ্যা কর, তাহা হইলে তোমার নরক হইবে ॥ ২৯

যদি রাম প্রভাতকালে যুগচর্চ ও বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়া বনে গমন না করে, তাহা হইলে আমি উদ্বন্ধন (গলায় দড়ি দিয়া) কিংবা বিষ ভক্ষণ করিয়া তোমার সম্মুখেই মৃত্যু বরণ করিব ॥ ৩০

তুমি এ অগতে সকল সভামধ্যে 'আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ' এই কথা বলিয়া আত্মপ্রশংসা কর; কিন্তু তুমি রামের উপর শপথ করিয়া যদি সেই শপথ মিথ্যা কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইয়া নরকে গমন করিবে ॥ ৩১

প্রিয়ার পত্নী কৈকেয়ী যখন এই কথা বলিলেন, তখন রাজা দশরথ হৃৎখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কাড়র হইয়া পড়িলেন এবং আনন্দ হওয়ার মুচ্ছিত হইয়া যুত্তের স্তার ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩২

এইভাবে রাজা দশরথের সেই রাত্রি হৃৎখবশতঃ এক বৎসরের তার অনুভূত হইয়া অভিবাহিত হইল ॥ (১) অতদিকে প্রভাতকাল পৌষিত হওয়ার বন্দী ও গায়কগণ স্তুতিগান করিতে আরম্ভ

(১) এ বিষয়ে বান্দীকিরামায়ণে দেখা যায়,—ত্রিযামাপি ভূপার্জয় সা রাত্রিভবৎ ভদ্রা। তথা বিলপন্তস্য রাজো বর্ষণতোপমা ॥ ২।১০।১৭

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষয়ঃ কশ্যকান্তথা ॥ ৩৪

ছত্রঞ্চ চামরং দিব্যং গজো বাজী ভৈষব চ ॥ ৩৫

অশ্বাশ্চ বারমুখ্যা যাঃ পৌরজানপদান্তথা ।

বশিষ্ঠেন যথাস্তপ্তং তৎ সর্বং তত্র সংস্থিতম ॥ ৩৬

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লেভিরে ।

কদা ত্রক্ষ্যামহে রামং পীতকৌশেয়বাসসম ॥ ৩৭

সর্বাভরণসম্পন্নং কিরীটকনকোজ্জলম ।

কৌস্তভাভরণং শ্যামং কন্দর্পশতসুন্দরম ॥ ৩৮

অভিযুক্তং সমায়ান্তং গজারূঢ়ং শ্মিতাননম ।

শ্বেতচ্ছত্রধরং তত্র লক্ষণং লক্ষণাষিতম ॥ ৩৯

রামং কদা বা ত্রক্ষ্যামঃ প্রভাতং বা কদা ভবেৎ ।

ইত্যাশ্বকধিয়ঃ সর্বে বভূবুঃ পুরবাসিনঃ ॥ ৪০

নেদানীমুখিতো রাজা কিমর্থক্ষেতি চিন্তয়ন্ ।

সুমন্তঃ শনকৈঃ প্রায়াদ্ যত্র রাজাহবতিষ্ঠতে ॥ ৪১

করিল। কৈকেয়ী তাহাদের সকলকে নিবারিত করিয়া অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৩৩

তারপর সেই প্রভাতসময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ঋষিগণ এবং কস্তা (কুমারী)-সকল ছত্র, দিবা চামর, হস্তী, অশ্ব, অস্ত্র বারবনিভাগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসীরা মধ্যাক্ষে আসিয়া সমবেত হইলেন। বশিষ্ঠ বৈষ্ণব আদেশ করিলেন, তদনুসারে তাঁহারা সকলে যথাস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪-৩৬

স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ সকলে এ দিনের রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যাইতে পারেন নাই; কারণ, পীত-কৌশেয় বস্ত্রপরিহিত, সমস্ত আভরণে বিভূষিত, কিরীটবিশিষ্ট স্বর্ণের প্রভাঙ্গ উদ্ভাসিত, কৌস্তভাভরণে অলঙ্কৃত, শত মদনবিমোহন শ্যামসুন্দর, ইবং-হাস্যমগ্নবদন, রাজোচিত লক্ষণযুক্ত, শ্বেতচ্ছত্রধারী লক্ষণসমবিত এবং অভিষেকের পর গজরাজে আরোহণ করিয়া গমনকারী রামকে আমরা কখন দর্শন করিব? (এরূপ উদগ্র বাসনার তাহাদের নিদ্রা হইল না) ॥ ৩৭-৩৯

কখন আমরা রামকে দর্শন করিব এবং কখনই বা প্রভাত হইবে? সমস্ত নাগরিকগণ সেই সময় এরূপ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ৪০

রাজা এখনও উঠিলেন না কেন? ইহার কারণ কি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুমন্ত দ্বীপে দ্বীপে যথায় রাজা ছিলেন, তথায় গমন করিলেন ॥ ৪১

বর্ধয়জয়শব্দেন প্রথমঃ শিরসা নৃপম ।  
 অতিথিঃ নৃপং দৃষ্ট্য কৈকেয়ীং সমপৃচ্ছত ॥ ৪২  
 দেবি কৈকেয়ি বর্ধস্ব কিং রাজা দৃশ্যতেহত্যা ।  
 তমাহ কৈকয়ী রাজা রাজৌ নিজাং ন লজ্বান ॥ ৪৩  
 রাম রামেতি রামেতি রামমেবাহুচিস্তয়ন ।  
 প্রজাগরেণ বৈ রাজা হৃদস্থ ইব লক্ষ্যতে ।  
 রামমানয় শীঘ্রং তং রাজা ত্রুটুমিচ্ছতি ॥ ৪৪  
 স্তমস্ত উবাচ ।  
 অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি ।  
 তচ্ছ্রুত্বা মস্ত্রিণো বাক্যং রাজা মস্ত্রিণমববীৎ ॥ ৪৫  
 স্তমস্ত রামং ত্রুক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় স্তম্ভরম ।  
 ইত্যুক্তত্বরিতং গতা স্তমস্তো রামমন্দিরম ॥ ৪৬  
 অব্যবহিতপ্রবিষ্টোহয়ং ত্বরিতং রামমববীৎ ।  
 শীঘ্রমাগচ্ছ তত্রস্তে রাম রাজীবলোচন ॥ ৪৭

‘রাজা দশরথের জন্ম হউক’ এই কথা বলিয়া এবং নরপতিকে মন্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়া রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই রাজাকে অভ্যন্ত বিবাদদ্রব্ত দর্শন করত স্তমস্ত কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪২

দেবি কৈকেয়ি! আপনার জন্ম হউক। আজ রাজাকে যেন কিরূপ অস্থির দেখিতেছি? তখন কৈকেয়ী স্তমস্তকে বলিলেন,—রাজা রাজিতে নিদ্রা বাইতে পারেন নাই ॥ ৪৩

কেবল ‘রাম, রাম, রাম’ এই নাম করিয়াছেন এবং রামকেই সদা চিন্তা করিয়াছেন। রাজা রাজিতে নিদ্রা না গিয়া আগরণ করার অস্থির ভাব পরিলক্ষিত হইতেছেন। তুমি সত্ত্বর রামকে আনয়ন কর, রাজা রামকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৪৪

স্তমস্ত বলিলেন,—ভামিনি (কোপনে)। আমি রাজার কথা না শুনিয়া কি করিয়া যাই? মস্ত্রীর এই কথা শ্রবণ করত রাজা দশরথ মস্ত্রী স্তমস্তকে বলিলেন ॥ ৪৫

স্তমস্ত। আমি রামকে দেখিব। তুমি সত্ত্বর স্তম্ভর রামকে এখানে আনয়ন কর। রাজা এই কথা বলিলে পর স্তমস্ত দ্বারাসহকারে রামভবনে গিয়া অব্যবহিতভাবে রামভবনে প্রবেশ করত সত্ত্বর রামকে বলিলেন,—কমললোচন রাম! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি শীঘ্র আগমন কর ॥ ৪৬-৪৭

তুমি আমার সহিত পিতার গৃহে চল; কারণ, রাজা তোমাকে দেখিতে বাসনা করিয়াছেন। স্তমস্ত এই কথা বলিলে পর রাম সসজ্জবে রথে আরোহণ পূর্বক দ্বারাসহকারে গমন করিলেন ॥ ৪৮

রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া সারথির সহিত মধ্যাক্ষে

পিতৃগৃহং ময়া সাক্ষং রাজা তং ত্রুটুমিচ্ছতি ।  
 ইত্যুক্তো রথমারুহ্য সজ্জমাং ত্বরিতো যযৌ ॥ ৪৮  
 রামঃ সারথিনা সাক্ষং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।  
 মধ্যাক্ষে বশিষ্ঠাদীন্ পশ্যন্তেব ত্বরান্বিতঃ ।  
 পিতুঃ সমীপং সজ্জম্য ননাম চরণৌ পিতুঃ ॥ ৪৯  
 রামমালিন্জিতুং রাজা সমুখায় সসজ্জমঃ ।  
 বাহু প্রসার্য্য রামেতি তুঃখান্মথো পপাত হ ।  
 হা হেতি রামন্তং শীঘ্রমালিন্জ্যাক্ষে শ্রাবশয়ৎ ॥ ৫০  
 রাজানং মুচ্ছিতং দৃষ্ট্য চুক্রুশুঃ সর্বযোষিতঃ ।  
 কিমর্থং রোদনমিতি বশিষ্ঠৌহপি সমাবিশৎ ॥ ৫১  
 রামঃ পপ্রচ্ছ কিমিদং রাজ্ঞো তুঃখস্ত কারণম্ ।  
 এবং পৃচ্ছতি রামে সা কৈকেয়ী রামমববীৎ ॥ ৫২  
 তমেব কারণং তত্র রাজ্ঞো তুঃখোপশান্তয়ে ।  
 কিঞ্চিৎ কার্য্যং ত্বয়া রাম কর্তব্যং নৃপতেহিতম্ ।  
 কুরু সত্যপ্রতিজ্ঞস্ব রাজানং সত্যবাদিনম্ ॥ ৫৩

বশিষ্ঠাদিকে দেখিয়াই (প্রণামাদি না করিয়াই) দ্রুতগতিতে পিতার নিকট গমন করত পিতার চরণযুগলে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৯

তখন রাজা দশরথ; সসজ্জমে উঠিয়া রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহুর প্রসারিত করিয়া ‘রাম’ এই কথা বলিয়াই হৃৎকম্পিতঃ মধ্যস্থলে পতিত হইলেন। ইহাতে রাম ‘হায় হায়’ করিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে বসাইলেন ॥ ৫০

রাজাকে মুচ্ছিত দেখিয়া সকল রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন বশিষ্ঠও ‘কি জন্য রোদন করিতেছে’ এই চিন্তা করিয়া তথায় প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫১

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজার এই দুঃখের কারণ কি? রাম এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে সেই কৈকেয়ী রামকে বলিলেন ॥ ৫২

তুমিই এখানে দুঃখের কারণ; রাম। রাজার দুঃখনাশের জন্য তোমাকে এক কার্য্য করিতে হইবে। রাজার হিত করা তোমার কর্তব্য। তুমি নিজে সত্যপ্রতিজ্ঞ, অতএব এই রাজাকেও তুমি সত্যবাদী কর ॥ ৫৩

(১) এখানে বাস্তবিক অত্যাচারে বর্ণনা করিয়াছেন—

“হিভং সংপ্রসিদ্ধং দৃষ্ট্য রামং দশরথো নৃপঃ ।

নাশক্রোদপ্রিয়ং বক্তব্যং প্রিয়ং পুত্রমনাগদম্ ।

রামেত্যুক্ত্য তু বচনং কল্মষেণজড়ীকৃতঃ ।

নাশক্রোৎ পুরতো বক্তব্যং নেকিতং দরিতং সুভম্ ।

রাজা বরষয়ং দত্তং মম সন্তুষ্টিচেতসা ।  
 তদধীনস্ত তৎ সর্বং বক্তুং হ্যং লক্ষ্যতে বৃণঃ ॥ ৫৪  
 সত্যপাশেন সম্বন্ধঃ পিতরং জাতুমর্হতি ।  
 পুত্রশব্দেন চৈতদ্ধি নরকায় জায়তে পিতা ॥ ৫৫  
 রামস্তয়োদিতং শ্রদ্ধা শূলেনাভিহতো যথা ।  
 ব্যথিতঃ কৈকেয়ীঃ প্রাহ কিং মামেবং প্রভাষসে ॥ ৫৬  
 পিত্রার্থে জীবিতং দাস্তে পিবেয়ং বিষমুষণম্ ।  
 সীতাং ত্যক্তোহথকৌশল্যাং রাজ্যঞ্চাপি ত্যক্তাম্যহম্ ॥ ৫৭  
 অনাজ্ঞপ্তোহপি কুরুতে পিতুঃ কার্যং স উত্তমঃ ।  
 উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ ॥ ৫৮  
 উক্তোহপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে ।  
 অথ কেরামি তৎ সর্বং যদ্যামাহ পিতা মম ॥ ৫৯  
 সত্যং সত্যং কেরামোব রামো ঘির্নৈব ভাষতে ।  
 ইতি রামপ্রতিজ্ঞাং সা শ্রদ্ধা বক্তুং প্রচক্রমে ॥ ৬০  
 রাম স্বদভিষেকার্থসম্ভার্যঃ সন্তুঃশাস্ত্র য়ে ।

রাজা সন্তুষ্টিচেত্রে আমাকে দুইটি বর দিরাছেন । কিন্তু তৎ-  
 সমস্তই তোমার অধীন, রাজা কিন্তু তোমাকে উহা বলিতে  
 লক্ষিত হইতেছেন ॥ ৫৪

সত্যপাশে আবদ্ধ পিতাকে তুমি পরিভ্রাণ কর; কারণ,  
 'পুত্র'(১) শব্দে ইহাই বুঝায় যে, নরক হইতে পিতাকে পরিভ্রাণ  
 করা ॥ ৫৫

কৈকেয়ী কর্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম যেন শূলা-  
 ঘাতের ভায় ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন—আগনি  
 আমাকে একরূপ কথায় বলিতেছেন কেন? ৫৬

আমি পিতার অন্ত জীবন দান করিব, উগ্র বিষ পান করিব,  
 সীতাকে পরিভ্রাণ করিব, মাতা কৌশল্যাকে এবং এই  
 রাজ্যকেও ভাগ করিব ॥ ৫৭

কারণ, আজ্ঞা না করিলেও যে পুত্র পিতার কার্য করে,  
 সেই উত্তম পুত্র । আজ্ঞা করিলে যে কার্য করে, সে মধ্যম পুত্র  
 বলিয়া কথিত হয় ॥ ৫৮

পিতা বলিলেও যে পিতৃকার্য করে না, সেই পুত্রকে পিতার  
 মল বলা হয় । অতএব পিতা আমাকে বাহা বলিয়াছেন,  
 আমি তৎ সমস্তই পালন করিব ॥ ৫৯

আমি এই কথা আপনাকে সত্য, সত্য করিয়া বলিতেছি,

(১) পুত্রায়ো নরকাদ্ যস্মাৎ জায়তে পিতরং সূতঃ ।

তস্মাৎ 'পুত্র' ইতি খ্যাতিঃ স্বরমেব স্বরভূবা ।

তৈরেষ ভরতোহবশ্যমভিষেচ্যঃ প্রিয়ো মম ॥ ৬১

অপরেণ বরেণাত চীরবাসা জটাবয়ঃ ।

বনং প্রয়াহি শীঘ্রং স্বমদৈব পিতৃয়া শ্রয়া ॥ ৬২

চতুর্দশ লমাত্তত্র বস উৎপন্নভোজনঃ ।

এতদেব পিতৃন্তেহস্ত কার্যং স্বং কর্তুমর্হসি ।

রাজা তু লক্ষ্যতে বক্তুং হ্যামেবং রঘুনন্দন ॥ ৬৩

শ্রীরাম উবাচ ।

ভরতশ্চৈব রাজ্যং স্তাদহং গচ্ছামি দত্তকান্ ।

কিন্তু রাজা ন বক্তীহ মাং ন জানেহস্ত কারণম্ ॥ ৬৪

শ্রুত্বৈতদ্ রামবচনং দৃষ্টা রামং পুরঃস্থিতম্ ।

প্রাহ রাজা দশরথো হুঃখিতো হুঃখিতং বচঃ ॥ ৬৫

জীজিতং ভ্রাতৃহৃদয়মুদ্যার্গপরিবস্তিনম্ ।

নিগৃহ্য মাং গৃহাগেদং রাজ্যং পাপং ন তে ভবেৎ ॥ ৬৬

এবঞ্চেন্দনুতং নৈব মাং স্পৃশেদু রঘুনন্দন ।

ইত্যুক্ত্য হুঃখসমুপ্তো বিললাপ নৃপত্তদা ॥ ৬৭

রাম কখনও দুই কথা বলে না । রামের এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ  
 করিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬০

রাম । তোমার অভিষেকের অন্ত যে সমস্ত অভিষেক-  
 দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্বারা আমার প্রিয়  
 পুত্র ভরতকে অবশ্যই অভিষিক্ত করা হউক ॥ ৬১

আর অস্ত বরের দ্বারা তুমি বস্ত্রখণ্ডপরিধান ও জটাবারণ  
 করিয়া আজই পিতার আদেশে সত্তর বনে গমন কর ॥ ৬২

রাম । তুমি চতুর্দশ বৎসর বনে বাস কর এবং বনজাত  
 ফলমূলই ভোজন কর । ইহাই তোমার পিতার কার্য্য, সেই  
 পিতৃকার্য্য আজ তুমি পালন কর । রঘুনন্দন । রাজা  
 তোমাকে এই কথা বলিতে অন্ত্যস্ত লক্ষ্যবোধ করিতেছেন ॥ ৬৩

শ্রীরাম বলিলেন,—ভরতেরই রাজ্য হউক, আমি দত্তকারণে  
 গমন করিতেছি । কিন্তু রাজা আমাকে এবিষয়ে কিছু  
 বলিতেছেন না কেন ? জানি না, ইহার কি কারণ আছে ? ৬৪

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং রামকে সম্মুখে অবস্থান  
 করিতে দেখিয়া রাজা দশরথ অন্ত্যস্ত হুঃখিত হইয়া হুঃখভরে এই  
 কথা রামকে বলিলেন ॥ ৬৫

রাম । আমি জীর বশবর্তী, ভ্রাতৃবৃদ্ধি ও বিপথগামী,  
 সুতরাং আমাকে নিগৃহীত করিয়া এই রাজ্য গ্রহণ কর, ইহাতে  
 তোমার কোনও পাপ হইবে না ॥ ৬৬

তুমি যদি একরূপ করিয়া রাজ্য গ্রহণ কর, রঘুনন্দন । তাহা



হা রাম হা জগন্নাথ হা মম প্রাণবল্লভ ।  
 মাং বিমুক্ত্য কথং যোরং বিপিনং গন্তুমর্হসি ।  
 ইতি রামং সমালিঙ্গ্য মুক্তকণ্ঠো রুদোদ হ ॥ ৬৮  
 বিমুক্ত্য নয়নে রামঃ পিতুঃ সজ্জনপাণিনা ।  
 আশ্বাসয়ামাস নৃপং শনৈঃ স নয়কোবিদঃ ॥ ৬৯  
 কিমত্র হৃৎথেন বিভো রাজ্যং শাসতু মেহনুজঃ ।  
 অহং প্রতিজ্ঞাং নিস্তীৰ্ণ্য পুনর্ধাশ্চামি তে পুরম্ ।  
 রাজ্যং কোটিগুণং সৌখ্যং মম রাজন্ বনে সতঃ ॥ ৭০  
 স্বংসত্যপালনং দেবকার্য্যং বাপি ভবিষ্যতি ।  
 কৈকেয্যাশ্চ প্রিয়ো রাজন্ বনবাসো মহাগুণঃ ॥ ৭১  
 ইদানীং গন্তুমিচ্ছামি ব্যোতু মাতুষ্ট হ্রজ্জরঃ ।

হইলে মিথ্যা আমাকে স্পর্শ করিবে না অর্থাৎ আমি সত্যচ্যুত হইব না (১) এই কথা বলিয়া নরপতি দশরথ সেই সময় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭

‘হা রাম । হা জগন্নাথ ! হা আমার প্রাণপ্রিয় । তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে ঘোর কাননে বাইবে ?’ এই কথা বলিয়া রামকে গাঢ় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া উঠেঃয়ের বিলাপবাক্য বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

নীতিনিপুণ রাম এই সময় সজল হৃদে বীরে বীরে পিতার নয়ন-  
 য় মুছাইয়া দিয়া রাজাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯

প্রভো । এতে দুঃখের কি আছে ? আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত রাজ্যশাসন করুক । আমি প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া পুনরায় আপনার এই নগরে ফিরিয়া আসিব । রাজন্ । রাজ্যে বাস করা অপেক্ষা বনে অবস্থান করা আমার অধিক সুখদায়ক বলিয়া জানিবেন ॥ ৭০

রাজন্ । আপনার সত্যপালন করা আমার কর্তব্য, ইহাতে দেবকার্য্য সাধিত হইবে । আমার বনবাস মাতা কৈকেয়ীর প্রিয়, অভাব দেখিতেছি যে, আমার বনবাস বহু গুণসামর্থ্য হইবে ॥ ৭১

পিতঃ । আমি এখন বনে গমন করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং মাতার হৃদয়ের উৎপন্ন অর্থাৎ মনোবাধ্য দূর হউক । আর আমার

শ্রীমদ্রবী বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়ানামায়ে অষোধ্যাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

সন্তরাশ্চাপনীয়স্তামভিষেকার্ণবগতাঃ ॥ ৭২  
 মাতরঞ্চ সমাশ্বাস্ত অমুনীয় চ জ্ঞানকীম্ ।  
 আগত্য পাদৌ বন্দিতা ভব যাস্তে শ্বখং বনম্ ॥ ৭৩  
 ইত্যুক্তা তং পরিক্রম্য মাতরং জইমাষষৌ ।  
 কৌশল্যাংহপি হরঃ পূজাং কুরুতে রামকারণাৎ ॥ ৭৪  
 হোমঞ্চ কারয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ধনম্ ।  
 ধ্যায়ন্তী বিষ্ণুমেকাগ্রমানসা মৌনমাস্থিতা ॥ ৭৫  
 অন্তঃস্থমেকং ধনচিৎপ্রকাশং নিরন্তরর্বাতিশয়শ্চরুপম্ ।  
 বিষ্ণুং সদানন্দময়ং হৃদজে সা ভাবয়ন্তী নদদর্শ রামম্ ॥ ৭৬  
 ইতি শ্রীমদধ্যায়ানামায়ে অষোধ্যাকাণ্ডে উমামহেশ্বর-  
 সংবাদে তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ৩

অভিষেকের জন্ত যে সব দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত অপসারণ করা হউক ॥ ৭২

মাতা কৌশল্যাকে আশ্বাসদান করিয়া এবং জনকনন্দিনী শীতাকে অনুন্নয় সহকারে বুকাইয়া আপনার নিকট আগমন করত আপনার চরণদ্বয় বন্দনা (অবনতমস্তকে প্রণাম) করিয়া সুখে বনগমন করিব ॥ ৭৩

এই কথা বলিয়া রাম তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া (প্রণামপূর্বক) মাতা কৌশল্যাকে দর্শন করিবার জন্ত আসিলেন । তখন কৌশল্যাও রামেরই কারণে শ্রীহরির পূজা করিতেছিলেন ॥ ৭৪

মাতা কৌশল্যা মৌন থাকিয়া একাগ্রমনে বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে দিয়া হোম করাইতেছিলেন । তারপর সেই সব ব্রাহ্মণগণকে তিনি ধনদান করিলেন ॥ ৭৫

অনন্তর সেই কৌশল্যা দেবী অন্তরস্থিত, অধিত্য, ৭ন-  
 চৈতন্যময়, স্বরংপ্রকাশ, সর্ব্বাভিচারী নিত্যানন্দময় বিষ্ণুকে অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে ভাবনা করিতে থাকার রামচর্য্য আসিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৭৬

(১) বাস্তুকিরামায়ণে কঠোর ভাবার অন্তরূপে দেখা যায়,—“ওরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ । উপখ্য প্রতিপন্নত দত্ত এব বিধীরতে ॥” ২।২।১৩০

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

[ রামশ্চ বনগমনমল্লেখঃ শ্রুত্বা কৌশল্যায়া বিলাপঃ, রামেন তস্মৈ সাস্তুনাদানম্, লক্ষ্মণশ্চ ক্রোধঃ, সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামশ্চ দণ্ডকারণ্যগমনঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততঃ স্মিত্রা দৃষ্টে ন রামং রাজ্ঞীং সসজ্জমা ।  
কৌশল্যাং বোধয়ামাস রামোহয়ং সমুপস্থিতঃ ॥ ১  
শ্রুত্বৈব রামনামৈষা বহির্দৃষ্টিপ্রবাহিতা ।  
রামং দৃষ্টা বিশালাক্ষমালিজ্যাক্ষে চত্বেশয়ং ॥ ২  
মুগ্ধাবজ্রায় পম্পর্শ গাত্রং নীলোৎপলচ্ছবিম্ ।  
ভৃঙ্ক্ষু পুত্রোতি চ প্রাহ মিষ্টমন্নং ক্ষুধাদিতঃ ॥ ৩  
রামঃ প্রাহ ন মে মাতর্ভোজনাবসরঃ কৃতঃ ।  
দণ্ডকাগমনে শীঘ্রং মম কালোহিত নিশ্চিতঃ ॥ ৪  
কৈকেয়ীবরদানেন সত্যসন্ধঃ পিতা মম ।  
ভরতায় দদৌ রাজ্যং মমাপ্যরণ্যমুত্তমম্ ॥ ৫

### চতুর্থ অধ্যায় ।

[ রামের বনগমনের সংবাদ শুনিয়া কৌশল্যার বিলাপ, রাম কর্তৃক তাঁহাকে সাস্তুনা দান, লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের দণ্ডকারণ্যগমন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্বতি ! তারপর স্মিত্রা এই রামকে দেখিয়া সসজ্জমে মহারাণী কৌশল্যাকে জানাইলেন যে, এই রাম উপস্থিত হইয়াছে । ১

সেই কৌশল্যা তখন রামনাম শ্রবণ করিয়াই বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । তারপর বিশাললোচনে রামকে দেখিয়া আলিঙ্গন করত ক্রোড়ে বসাইলেন । ২

অনন্তর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া নীলকমল-তুল্য কাণ্ডিমান্ রামের গাত্র স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন,—পুত্র ! তুমি মিষ্টান্ন ভোজন কর, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ । ৩

তখন রাম বলিলেন,—মাতঃ ! আমার ভোজন করিবার মত সময় নাই ; কারণ, আমাকে সত্বর দণ্ডকারণ্যে বাইতে হইবে এবং বাইবার সময় ‘আজই’, ইহা নিশ্চয় করা হইয়াছে । ৪

সত্যপ্রভিঞ্চ আমার পিতা কৈকেয়ীকে বরদান করিয়াছেন, সেই বরে তিনি ভরতকে রাজ্যদান করিয়াছেন এবং আমাকে উত্তম দণ্ডকারণ্যে বাইবার আদেশ দিয়াছেন । ৫

আমি মুনিবেশ ধারণ করত চৌদ্ধ বৎসর বনে বাস করিয়া

চতুর্দশং সমান্ততঃ স্মৃষিত্বা মুনিবেশম্বক্ ।

আগমিস্তে পুনঃ শীঘ্রং ন চিন্ত্য কণ্ঠমর্হসি ॥ ৬

তচ্ছ্রুত্বা সহসোদ্বিগ্না মুচ্ছিতা পুনরুৎখিতা ।

আহ রামং স্নহঃখার্ত্তা হৃৎখণ্ডাগরসংগৃভা ॥ ৭

যদি রাম বনং সত্যং যাসি চেন্নয় মামপি ।

তদ্বিহীনা ক্ষণাঙ্কং বা জীবিতং ধারয়ে কথম্ ॥ ৮

যথা গোর্বালকং বৎসং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠেন্ন কুত্রচিৎ ।

তথৈব ত্বাং ন শক্সামি ত্যক্ত্বাং প্রাণাং প্রিয়ং স্নতম্ ॥ ৯

ভরতায় প্রসম্মশ্চেদ রাজ্যং রাজা প্রয়চ্ছতু ।

কিমর্থং বনবাসায় ত্বামাজ্ঞাপয়তি প্রিয়ম্ ॥ ১০

কৈকেয়া বরদৌ রাজা সর্বস্বং বা প্রয়চ্ছতু ।

ত্বয়া কিমপরাঙ্কং হি কৈকেয়া বা নৃপশ্চ বা ॥ ১১

পুনরায় সত্বর কিরিয়া আসিব । মা ! তুমি এবিষয়ে চিন্তা করিও না । ৬

কৌশল্যাদেবী এই কথা শুনিয়া সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং মুচ্ছিতা হইলেন । তারপর হৃৎখণ্ডাগরে নিমগ্না কৌশল্যা অত্যন্ত হৃৎখে পীড়িত হইয়াও পুনরায় উঠিয়া রামকে বলিলেন । ৭

রাম ! যদি তুমি সত্যই বনে বাও, তাহা হইলে আমাকেও তুমি সঙ্গে লইয়া চল ; কারণ, তোমাকে ছাড়িয়া আমি ক্ষণার্ধ কালও কিভাবে প্রাণ ধারণ করিব ? ৮

যেদ্রুপ নবপ্রসূতা গাতী তাহার শিশু বৎসকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারে না, সেইরূপ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পুত্র তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারিব না । ৯

রাজা প্রসন্ন হইয়া ভরতকে রাজ্য যদি প্রদান করেন, তাহা করুন ; কিন্তু কি অল্প প্রিয় পুত্র তোমাকে বনবাস করিতে আজ্ঞা করিলেন ? ১০

রাজা কৈকেয়ীকে বর দান করুন কিংবা সর্বস্বই প্রদান করুন, (তাহাতে আমার কি বলিবার আছে ? তিনি সবই তাহাকে দান করুন), কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্ত হইল—তুমি রাজার বা কৈকেয়ীর কি অপরাধ করিয়াছ, যে তোমাকে বনবাসে পাঠাইতেছেন ? ১১

পিতা গুরুদেব। রাম ভবাহমধিকা ততঃ ।  
 পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহং স্তুতম ॥ ১২  
 যদি গচ্ছসি মদ্বাক মুদ্রজ্বং নৃপবাধ্যতঃ ।  
 তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি যমসাদনম ॥ ১৩  
 লক্ষ্মণোহপি ততঃ শ্রুত্বা কৌশল্যাবচনং ক্লম্বা ।  
 উবাচ রাবণঃ বাক্য দহমিষ জগৎত্রয়ম ॥ ১৪  
 উন্নতং ভ্রাস্তৃগনসং কৈকেয়ীবশবন্তিনম  
 বদ্ধা নিহস্মি ভরতঃ তদবস্থান্ মাতুলানপি ॥ ১৫  
 অত পশ্যন্ত মে শৌর্যং লোকান্ প্রদহতঃ পুরা ।  
 রাম ভমতিষেকায় কুরু যন্ত্রমরিন্দম ॥ ১৬  
 ধম্প্যাপিরহং তত্র নিহত্যাং বিদ্রকারিণঃ ।  
 ইতি ক্রবন্তঃ সৌমিত্রিমালিক্য রঘুনন্দনঃ ॥ ১৭

রাম। পিতা বেক্রপ তোমার গুরু, আমি বেক্রপ তাঁহা  
 অপেক্ষা অধিক (‘গর্ভধারণ-পোষাভ্যাং পিতৃমাতা গরীরসী’ ও  
 ‘পিতৃদর্শনং মাতা দৌরবেণাতিরচিত’,—এই সব শাস্ত্র-  
 বাক্যই তাহার প্রমাণ।) (১) সেই আমি পুত্র তোমাকে  
 পিতার আজ্ঞার বনে বাইতে নিবেদন করিতেছি ॥ ১২

যদি আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া রাজার বাক্যানুসারে  
 তুমি বনে গমন কর, তাহা হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া  
 যমভবনে যাইব ॥ ১৩

অতদিকে লক্ষ্মণও কৌশল্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষবশতঃ  
 ত্রিভুবনকে যেন দহ করিতে করিতে রাবের দিকে দৃষ্টিপাত  
 করিয়া বলিলেন ॥ ১৪

কৈকেয়ীর বশভূত, অতএব উন্নত অর্থাৎ পাগলের ভাৱ  
 হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং সেই কারণে ভ্রান্তচিত্ত রাজাকে বন্ধন  
 করিয়া ভরতকে ও তাহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া সাহায্যকারী  
 মাতুলগণকে বধ করিব ॥ ১৫

পূরাকালে লোকসকলকে দহকারী কালানলের ভাৱ  
 আমার পরাক্রম আজ সকলে প্রত্যক্ষ করুক। শত্রুদমন রাম।  
 তুমি অভিষেকের অস্ত্র বস্ত্র কর ॥ ১৬

ইহাতে বাহারি বিস্ময় সৃষ্টি করিবে, আমি হস্তে ধনু ধারণ  
 করিয়া তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব। সুমিত্রানন্দন

(১) পিতা হইতে মাতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বাল্মীকি-  
 রামায়ণে দেখা যায়,—“পিতৃনৃ দদ চ মাতৈক্য সর্বাং বা পৃথিবীং  
 বিভো। গুরুভেনাভিভবতি কোহতি মাতৃসমো গুরুঃ। পতিভা  
 গুরবত্যাভ্যা মাতা তু ন কথনন। গর্ভধারণ-পোষাভ্যাং ভেন  
 মাতা গরীরসী ॥ ২।২২।১৩-১৪

শূরোহসি রঘুশাৰ্দূল মমাত্যন্তং হিতে রতঃ ।  
 জ্ঞানামি সর্বং তে সত্যং কিন্তু তে মমরো ন হি ॥ ১৮  
 যদিদং দৃশ্যত বিধং রাজ্যাদেহাদিকঞ্চ যৎ ।  
 যদি সত্যং ভবেত্তত্র আয়াসঃ সকলশ্চ তে ॥ ১৯  
 ভোগা মেঘবিতানস্থবিভুপ্লৈথৈব চক্কালাঃ ।  
 আয়ুরপ্যাগ্নিসমুত্তপ্লোহস্থজলবিন্দুযৎ ॥ ২০  
 যথা ব্যালগলস্থোহপি ভেকো দংশানপেক্ষতে ।  
 তথা কালাহিনা ঐন্তো লোকো ভোগানশাখতান্ ॥ ২১  
 করোতি হুঃখেন হি কর্মভঙ্গং শরীরভোগার্থমহনিশং নরঃ ।  
 দেহস্ত ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষ্যতে কো বাত্র ভোগঃ  
 পুরুষণে ভুজাতে ॥ ২২

লক্ষ্মণকে এই কথা বলিতে শুনিয়া রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে  
 আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ। আমি জানি  
 তুমি পরাক্রমশালী বীর, আমার অন্তর হিতে রত আছ এবং  
 তুমি বাহা বলিলে, তৎসমস্তই সত্য; কিন্তু এক্ষণ করা তোমার  
 উচিত হইবে না। (অথবা তাহার করিবার সময় এখন নয়—  
 চতুর্দশ বৎসর পরে।) ॥ ১৭-১৮

এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব, রাজ্য ও দেহাদি যদি সত্য হইত, তাহা  
 হইলে তোমার প্রয়াস কোনরূপ সফল হইতে পারিত ॥ ১৯

কারণ, এই ভোগসকল মেঘমণ্ডলে বিলসিত বিদ্যুদ্রেরখার  
 ভাৱ চকল অর্থাৎ কণহারী আর আয়ুও অগ্নিতে স্তম্ভপিত  
 লৌহের মধ্যে স্থিত জলবিন্দুর ভাৱ অভ্যন্তকালহারী ॥ ২০

বেক্রপ সর্পগলবর্তী ভেক নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা না  
 জানিয়াই দংশ (ডাঁস)-সকলের অস্ত্র অপেক্ষা করে, অর্থাৎ  
 সম্মুখে দংশসকল আসিলে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ  
 কালরূপী সর্পকবলিত মানুষ অস্থায়ী ভোগের অস্ত্র অপেক্ষা  
 করে। (অহো! মোহমহিমা। “অজানান্ দাহান্তি বিপতি  
 শলভো দীপদহনং, ন যীনোহপি জাহা। বৃন্তবড়িশমস্মাতি  
 পিশিতম্। বিজানতোহপ্যেতান্ বরমিহ বিপজ্জালজটিলান্  
 ন যুধ্যমঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা ॥”) ২১

মানুষ যেহেতু ভোগের অস্ত্র হৃৎক-কটী সজ্জ করিয়াও দিবারাত্র  
 কর্মভঙ্গ অর্থাৎ ধনার্জনাদি ব্যাপার কাম্য ও বৈদিক কর্ম করে,  
 কিন্তু সেই দেহ পুরুষ হইতে ভিন্ন—ইহা সমীক্ষা করিয়া দেখা  
 গিয়াছে; কারণ, দেহ অড় বলিয়া ভোগে অসমর্থ। পূরবই বা  
 কোন ভোগ্যবস্ত্ত ভোগ করেন? অর্থাৎ পুরুষও কিছুই ভোগ

পিতৃমাতৃশুশ্রূষাতৃদারবন্ধুদিসঙ্গমঃ ।

প্রপার্যামিব জন্তুনাং নভাং কঠৌষবচলঃ ॥ ২৩

ছায়েব লক্ষ্মীশ্চপলা প্রভীতা তাকুণ্যমজ্ঞানুবদক্রবক ।

অপ্লোপমং স্ত্রীশুখমায়ুরল্পং তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ ॥ ২৪

সংসৃতিঃ স্বপ্নমদৃশী সদা রোগাদিসঙ্কুলা ।

গন্ধর্বনগরপ্রখ্যা মুচুস্তামনুবর্ততে ॥ ২৫

আয়ুঃ সংক্ষীয়তে যস্মাদাদিত্যস্ত গতাগতৈঃ ।

দৃষ্টান্যোযাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে ॥ ২৬

স এব দিবসঃ সৈব রাত্রিরিত্যেবমুচ্যতীঃ ।

ভোগাননুপভোয কালবেগং ন পশ্যতি ॥ ২৭

করেন না, কারণ, ঐহিক বিষয় ভোগ অপারমার্গিক বলিয়া পুরুষ (জীবাত্মা) উহা হইতে বিরত থাকেন ॥ ২২

পিতা, মাতা, শূহ্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও বন্ধু প্রভৃতির যে সঙ্গম অর্থাৎ মিলন, পানীয়শালার জীবগণের সমাগমের ন্যায় এবং যদীতে স্রোতোবাহিত কাঠরাশির সমাগমের স্তায় চল অর্থাৎ গতির ॥ ২৩

লক্ষ্মী—সম্পদ হারার ভার চপল, যৌবন পশুপত্রে জলের ভার অস্থির, স্ত্রীসন্তোগ-সুখ যন্ত্রতুল্য এবং পরমায়ু অল্প; অহো! তথাপি জীবের এই অভিমান ॥ ২৫

সংসার (১) স্বপ্নের ভার অর্থাৎ স্বপ্নে দৃষ্ট কোনও বস্তু যখন ভঙ্গ হইলে যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ যে প্রাক্তন কর্তব্যের দ্বারা এই গন্ধর্বনগর তুল্য অর্থাৎ গন্ধর্বনগর যেমন কখনও প্রাকালে উদ্ভূত হয়, আবার পরক্ষণে মিলিয়া যায়, সেইরূপ সাপাত্তমধুর সুখ সংসারে কখনও আসে, আবার পরক্ষণেই হঠাৎ চলিয়া যায়। (এই গন্ধর্বনগর কাহারও মতে আকাশে সমুদ্ভূত বিচিত্র সৌর এবং কাহারও মধ্যে মান্নানগর) কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্ত অর্থাৎ সঙ্গম ও নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিতে সমর্থ সেই ব্যক্তিই এই সংসারের অনুসরণ করে ॥ ২৫

সূর্যের গত হওয়ার অর্থাৎ অন্তিমিত হওয়ার এবং আগত

(১) সংসার-শব্দে 'সংসারস্থিতি' বা 'শরীর'—এই দুই প্রকার অর্থ দেখা যায়। সংসার অর্থে 'শরীর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন টীকাকার। ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ং ২৮ শ্লোক হইতে 'শরীর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'সম্যক্ সন্নিভি গচ্ছতীতি সংসারঃ, যথান্ কিছুই থাকে না, সবই চলিয়া যায়—তাহা সংসার—সংসার-স্থিতি। আবার 'সম্যক্ সন্নিভি' গচ্ছতীতি প্রাপ্তোভীতি সংসারঃ—যথান্ ঐতিগবান্কে সমাগুরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও সংসার।

প্রতিকরণং কুরুত্যেতদায়ুরামবচটামুবৎ ।

সপত্না ইব রোগোযাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো ॥ ২৮

জরা ব্যাভ্রীব পুরতন্তর্জস্ত্যবতিষ্ঠতে ।

মৃত্যুঃ সঠৈব যাভোয সময়ং সম্প্রতীকতে ॥ ২৯

দেহেহংভাবমাপনো রাজাহং লোকবিশ্রুতঃ ।

ইত্যগ্নিম্নহুতে জন্তরন্তে বিদ্ভুতশ্মসংজ্ঞিতে ॥ ৩০

দ্বগম্বিমাংসবিগ্নুত্রেরেতোরজাদি সংসৃতঃ ।

বিকারী পরিণামী চ দেহ আত্মা কথং বদ ।

যমান্হায় ভবান্নোঁকং দক্ষু মিচ্ছতি লক্ষণ ॥ ৩১

হওয়ার অর্থাৎ উদয় হওয়ার আয়ুঃ যে যতই কম হইয়া যাইতেছে ও অল্প প্রাণিগণের যে জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু হইতেছে, ইহা দেখিয়াও মৃত্ত ব্যক্তি কোনরূপেই বুঝিতে পারিতেছে না যে, এ সব আমারও আসিবে। অহো! কি বিচিত্র সংসার ॥ ২৬

যাহার বুদ্ধি মোহপ্রসূত, সেই ব্যক্তি এই সেই দিবস এবং এই সেই রাত্রি আসিয়াছে এরূপ ভাবিয়া কেবল ভোগসমূহেই উন্মুখ হয়; হার। সে কালের গতিকে দেখিতে পাইতেছে না। (কি আশ্চর্য্য। যে দিবসও রাত্রিকে দেখিয়া মানুষের বুঝা কালভিপাতে আনুকর হইতেছে ভাবিয়া অনুভাব বশতঃ বৈরাগ্য হওয়ার কথা, না সেই দিবস ও রাত্রিকে দেখিয়া তাহার ভোগ বাসনা বাড়িতেছে।) ॥ ২৭

আয়ু প্রতিকরণ অপক আর্জ যটে (কাঁচা ভিজ মাটির যটে) স্থিত জলের ভার করিত হইতেছে অর্থাৎ কম হইয়া যাইতেছে এবং রোগসমূহ শত্রুর ভার এই শরীরকে প্রহার করিতেছে অর্থাৎ কেবল যে আয়ুই কম হইতেছে তাহা নহে জীব নানা রোগের দ্বারাও সতত দগ্ধ হইতেছে—তথাপি সেইদিকে লক্ষ্যপই নাই—ইহাও আশ্চর্য্য। ॥ ২৮

জরা (বার্ধক্যাদিশ) সম্মুখে ব্যাভ্রীর ভার তর্জন-গর্জন করিতে করিতে অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শন করিতে করিতে অবস্থান করিতেছে এবং মৃত্যুও সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে, কেবল সে কালের অপেক্ষা করিতেছে—কখন তাহার প্রাক্তন কর্তব্যবশতঃ ভোগকাল শেষ হইবে—ভোগকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিবে—হার, এবিষয়েও সচেতনতা নাই ॥ ২৯

যে দেহ অবসানে একদিন কৃমি, বিঠা ও ভস্মে পরিণত হইবেই, সেই দেহেই অহংভাবের সমাবেশে 'আমি জগদ্বিখ্যাত রাজা', সাধারণ জীব তাহাই মনে করে ॥ ৩০

দৃক্ (চর্চ), অস্থি, মাংস, বিঠা (মল), মূত্র, বীৰ্য্য ও রক্তাদি

দেহাভিমানিনঃ সৰ্ব্বৈ দোষাঃ প্রাৰ্হবন্তি হি ।  
 দেহোহহমিতি যা বুদ্ধিরবিজ্ঞা সা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩২  
 নাহং দেহশ্চিদাশ্চেতি বুদ্ধিবিভ্ৰেতি ভণ্যতে ।  
 অবিজ্ঞা সংসৃত্তেহৈতুবিজ্ঞা তস্মা নিবর্তিকা ॥ ৩৩  
 তস্মাদ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিজ্ঞাভ্যাসে মুমুক্শুভিঃ ।  
 কামক্ৰোধাদয়ন্তত্ৰ শত্রবঃ শত্রুসুদন ॥ ৩৪  
 তত্রাপি ক্রোধ এবালাং মোক্ষবিল্লায় সৰ্বদা :  
 যেনাবিষ্টঃ পুমান্ হন্তি পিতৃ-মাতৃ-সুহৃৎ-সখীন ॥ ৩৫  
 ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবধনঃ ।  
 ধৰ্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধন্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥ ৩৬

সংসৃত্ত এই দেহ বিকারী অর্থাৎ উৎপত্তি নাশাদিমান্ এবং পরিণামী অর্থাৎ ভস্মাদি পরিণামবান্, সুতরাং ইহা 'আত্মা' হইবে কিভাবে—বল ? ( কারণ আত্মা অবিকারী ও অপরিণামী ) লক্ষণ । যে দেহকে তুমি 'আমি' ভাবিয়া অগংকে দন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা নশ্বর (অতএব এই নশ্বর দেহে তাৎপৰ্য্য ক্রোধ ভোমার অনুচিত) ॥ ৩২

দেহ আত্মা—এই বোধে ক্ষতি কি ? ইহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—দেহাভিমানীর মধ্যে কাম-ক্রোধ-মাৎসর্য্যাদি দোষসমূহ উৎপন্ন হয় । ( লক্ষণ প্রদান না করিলেও সৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর শ্রীরাম 'দেহে আত্মবুদ্ধি কিরূপ ?' ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—) দেহ আমি এই যে বুদ্ধি, তাহাই দেহাত্ম-বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধি 'অবিদ্যা' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩২

( দেহ যদি আমি না হই, তবে আমি কি ? ) ইহার উত্তরে বলিতেছেন—) আমি দেহ নই, আমি চিদাত্মা চৈতন্যময় আত্ম-রূপ,—এই যে বুদ্ধি, তাহাকেই মনোবিগণ 'বিদ্যা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । অবিদ্যা এই সংসারের হেতু অর্থাৎ সংসারের প্রবর্তক এবং বিদ্যা সেই সংসারের নিবর্তক ॥ ৩৩

সেইহেতু যাহারা মুক্তিকামী, তাহাদের বিদ্যাভ্যাসে সৰ্ব্বদা যত্ন করা কর্তব্য অর্থাৎ তাহারা সদা বিদ্যাভ্যাসে রত থাকিবেন । শত্রুসুদন । ইহাতে কিন্তু কাম-ক্রোধাদি বহু শত্রু আছে অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণ এই বিদ্যাভ্যাসে শত্রুতা করিবে ; নিজেদের উৎপাদক অবিদ্যা যাহাতে সমূলে নাশপ্রাপ্ত না হয়, সেজন্য এই শত্রুতা বিদ্যার্জনের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিবে । ( সুতরাং সদা সতর্ক থাকিয়া এই সব শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে । আত্মরক্ষার উপায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাতব্য ) ॥ ৩৪

এই সব শত্রুদের মধ্যে আবার ক্রোধই সৰ্ব্বদা যোজকের বিঘ্ন করিতে বিশেষ ভাবে সমর্থ ; কারণ, যে ক্রোধের দ্বারা

ক্রোধ এব যমঃ সাক্ষাৎ তৃক্ষা বৈভরণী নদী ।  
 সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্ ॥ ৩৭  
 তস্মাচ্ছান্তিং ভজস্বাত শত্রুরেবং ভবেন্ন তে ।  
 দেহেজ্জিয়মনঃ প্রাণবুদ্ধাদিত্যো বিলক্ষণঃ ॥ ৩৮  
 আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ ।  
 যাবদেহেজ্জিয়প্রাণৈভিন্নহং নাশ্বানো বিহঃ ॥ ৩৯  
 তাবৎ সারসারত্বঃখৌষৈঃ পীড়ান্তে যত্নাসংযুতাঃ ।  
 তস্মাস্ত্বং সৰ্বদা ভিন্নমাত্মানং হ্রদি ভাবয় ॥ ৪০  
 বুদ্ধাদিত্যো বহিঃ সৰ্বমমুখবর্ত্তন মা খিদ ।  
 ভজন্ প্রারক্তমখিলং সূখং বা দুঃখমেব বা ॥ ৪১

আবিষ্ট হইয়া মানুষ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুদিগকেও হত্যা করে ॥ ৩৫

মনস্তাপের মূখ্য কারণ এই ক্রোধ, ক্রোধ জীবকে সংসারে বদ্ধন করিয়া রাখে এবং ক্রোধ ধৰ্ম্মক্ষয় করে, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর ॥ ৩৬

ক্রোধই সাক্ষাৎ যম ( কারণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তি আত্মহত্যাও করে । ) এবং তৃক্ষা বৈভরণী নদী অর্থাৎ তৃক্ষা সৰ্ব্বদা পীড়া দান করে এবং তৃক্ষাকে সহজে অতিক্রম করা যায় না । ( ক্রোধ ও তৃক্ষা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বলিতেছেন )—সন্তোষ অর্থাৎ যথালভ তুষ্টি নন্দনবন নন্দনবনতুলা সদা সুখদাতা এবং শান্তিই অর্থাৎ ভোগবিমুখতা হইল কামধুক অর্থাৎ সৰ্ব্বাঙ্গীষ্ট প্রদানকারী ॥ ৩৭

লক্ষণ । সেইহেতু তুমি আজ শান্তি অর্থাৎ শান্তভাব অঙ্গলবন কর, তাহা হইলে ভোমার কেন শত্রুই থাকিবে না । আত্ম দেহ, ইঞ্জিরবর্গ, মন, প্রাণ ও বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, শুদ্ধ সমস্ত দোষহীন, কিন্তু দেহাদি দোষযুক্ত ) স্বয়ংজ্যোতি ( স্বপ্রকাশ কিন্তু দেহাদি অপ্রকাশ ), অবিকারী ( জন্ম-মরণাদিশূন্য, কিন্তু দেহাদি জন্মাদিমান ) ও মিরাকার ( কিন্তু দেহাদি আকারবিশিষ্ট ) । যে পর্য্যন্ত আত্মাকে দেহ, ইঞ্জিয় ও প্রাণ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিতে না পারা যায়, সেই পর্য্যন্ত জীবগণ যত্নযুক্ত হইয়া থাকিবে এবং সংসারের নানা দুঃখসমূহে পীড়িত হইবে । লক্ষণ । অতএব সৰ্ব্বদা তুমি নিজ হৃদয়ে আত্মাকে দেহ-ইঞ্জিয়াদি হইতে ভিন্ন বলিয়া ভাবনা কর ॥ ৩৮-৪০

বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে আমি ভিন্ন—ইহা অন্তরে ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে সেই সব বুদ্ধি প্রভৃতিতেই অবলম্বন করিয়া লোকব্যবহারে সাধারণ লোকতুল্য ব্যবহারের অনুবর্ত্তন কর এবং প্রাক্তন কর্ণের ফলরূপ এই লোকব্যবহারের সুখ বা দুঃখ সবই ভোগ কর, কিন্তু ইহাতে কোনরূপ বিঘ্ন হইও না ॥ ৪১

প্রবাহপতিতং কার্যং কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ।  
 বাহ্যে সর্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাখব ।  
 অন্তঃকৃত্যভাবস্তং লিপ্যসে ন চ কর্মভিঃ ॥ ৪২  
 এতন্ময়োদিতং কৃৎস্নং হ্রদি ভাবয় সর্বদা ।  
 সংসারদুঃখৈরখিলৈর্বাধ্যসে ন কদাচন ॥ ৪৩  
 ভ্রমপ্যস্ব ময়াদিষ্টং হ্রদি ভাবয় নিত্যদা ।  
 সমাগমং প্রতীক্ষস্ব ন দুঃখৈঃ পীডাসে চিরম্ ॥ ৪৪  
 ন সর্দৈকত্র সংবাসঃ কর্মমার্গানুবর্তিনাম্ ।  
 যথা প্রবাহপতিতপ্লবানাং সরিতাং তথা ॥ ৪৫  
 চতুর্দশ সমাঃ সংখ্যা ক্ষণাঙ্কমিব জায়তে ॥ ৪৬  
 অহুমমৃশ্ব মামস্ব দুঃখং সম্ভ্রাজ্য দূরতঃ ।  
 এবঞ্চৈব সুখসংবাসো ভবিষ্যতি বনে মম ॥ ৪৭

সংসারে কার্যাপরম্পরায় প্রবাহতুল্য উপস্থিত কার্য (অনাসক্ত ভাবে) করিলেও মানুষ উহাতে লিপ্ত অর্থাৎ বদ্ধ হয় না। হে রাখব! যেহেতু তুমি অন্তরে শুদ্ধভাবপরায়ণ, সেইহেতু বাহিরে সর্বত্র কর্তৃত্বাভিমান দেখাইলেও তুমি কর্ম সমূহে-লিপ্ত হইবে না। ৪২

এই আমি তোমাকে যে সন উপদেশ করিলাম, তৎ সমস্তই তুমি সর্বদা হৃদয়ে ভাবনা কর, তাহা হইলেও কখনও সংসারের নানা দুঃখে পীড়িত হইবে না। ৪৩

মাতঃ! তুমিও আমার এই উপদেশ সতত হৃদয়ে ভাবনা কর এবং আমার আগমনের প্রতীক্ষা কর, ইহাতে তোমাকে বহু দিন দুঃখভোগ করিতে হইবে না। ৪৪

যেদ্রুপ নদীর প্রবাহে পতিত নৌকাসকল সদা একত্রে থাকে না; পরন্তু ক্ষণকালের অন্তই একত্রে অবস্থান করে, সেইরূপ কর্মপথানুসারী (প্রাক্তন কর্মধীন) জীবগণের সদা একত্রে সংবাদ হয় না অর্থাৎ বর্তমান সংসারে পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত বাস কিছুকালের অন্তই হইয়া থাকে, চিরকালের অন্ত নয়। ৪৫

মা, তুমি যদি এইরূপ ভদ্রকথা অন্তরে সদা ভাবনা কর, তাহা হইলে গণনানুসারে চতুর্দশ বৎসর সংখ্যাও তোমার নিকট ক্ষণাঙ্ক কালের তুল্য হইয়া যাইবে। ৪৬

মা, সমস্ত দুঃখ দূরে পরিভ্রাণ করিয়া তুমি আমার এই বনগমন অনুমোদন কর, তাহা হইলে আমার বনবাস সুখকর হইবে। ৪৭

ইত্যুক্ত্বা দণ্ডবদ্র্যাতুঃ পাদয়োরণতং স্থিরম্ ।  
 উথার্যাক্ষে সমাবেশ্য আশীভিরভিনন্দয়ৎ ॥ ৪৮  
 সর্বে দেবাঃ সগন্ধর্বা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।  
 রক্ষস্ত্ব ভ্যাং সদা যান্তুং তিষ্ঠন্তুং নিদ্রয়া যুতম্ ॥ ৪৯  
 ইতি প্রস্থাপয়ামাস সমালিঙ্গ্য পুনঃ পুনঃ ।  
 লক্ষ্মণোহপি তদা রামং নত্বা হর্ষাশ্রুগদগদঃ ॥ ৫০  
 আহ রামং মমান্তঃস্থঃ সংশয়োহয়ং ভয়া হ্রতঃ ।  
 যাত্ত্বামি পৃষ্ঠভো রাম মেবাং কর্তুং তদাদিশ ॥ ৫১  
 অহুগৃহীষ্ব মাং রাম নো চেৎ প্রাণান্ত্যজাম্যহম্ ॥  
 তথেষতি রাখবোহপ্যাহ লক্ষ্মণং যাহি মা চিরম্ ॥ ৫২  
 প্রভস্বে তাং সমাধাতুং সীতাং সীতাপতিবিভূঃ ।  
 আগতং পতিমালোক্য সীতাং স্তম্ভিতভাবিনী ॥ ৫৩

এই কথা বলিয়া শ্রীরাম মাতার চরণদ্বয়ে হিরভাবে দণ্ডবৎ পতিত রহিলেন। তখন মাতা কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন করত ক্রোড়ে বসাইয়া নানাবিধ আশীর্বাদবাক্যে অভিনন্দিত করিলেন। ৪৮

তিনি বলিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সমস্ত দেবগণ এবং গন্ধর্বগণ গমনে শরনে ও নিদ্রাকালে তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। ৪৯

এই কথা বলিয়া মাতা কৌশল্যা রামকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া বনে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অন্তর্যমিকে লক্ষ্মণ আনন্দাশ্রুতে গগ্গদ হইয়া রামকে প্রণাম করত তখন তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! তুমি আমার অন্তরের সংশয় অপনোদন করিয়াছ। আমি তোমার সেবা করিবার জন্য তোমার পশ্চাতে গমন করিব, তাহা তুমি আদেশ কর অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যাইবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান কর। ৫০-৫১

রাম! তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর, অত্যাশ্রয় আমি প্রাণ পরিভ্রাণ করিব। তখন রাম বলিলেন—‘তথাস্তু’। লক্ষ্মণ! তুমি চল, বিলম্ব করিও না। ৫২

ভারপর সীতাপতি প্রভু শ্রীরাম সীতাকে সান্ত্বনাদান করিবার জন্য মাতৃভবন হইতে সীতাগৃহ অভিমুখে গমন করিলেন। স্তম্ভিতভাবিনী সীতা পতি রামচন্দ্রকে উপস্থিত দেখিয়া স্বর্ণপাঞ্জহিত জলে তাঁহার চরণদ্বয় ভক্তিভরে প্রক্ষালিত করিয়া আসনে উপবেশন করাইয়া পতিকেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

অৰ্ণপাত্ৰস্থসলিলৈঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।  
 পপ্রচ্ছ পতিমাসীনং দেব কিং সেনয়া বিনা ॥ ৫৪  
 আগতোহসি গতং কুত্র শ্বেতচ্ছত্রঞ্চ চামরম্ ।  
 বাদিত্রাণি ন বাচন্তে কিরীটানি বিজিতঃ ॥ ৫৫  
 সামন্তরাজসহিতঃ স্তম্ভমাসাগতোহসি কিম্ ।  
 ইতি স্ম সীতয়া পৃষ্টো রামঃ সশ্রিতমব্রবীৎ ॥ ৫৬  
 রাজ্ঞা মে দণ্ডকারণো রাজ্যং দত্তং শুভেহখিলম্ ।  
 অতন্তুংপালনার্থায় শীঘ্রং যাত্নামি ভামিনি ॥ ৫৭  
 অদৈব যাত্নামি বনং তন্তু শ্বশ্রুসমীপগা ।  
 শুশ্রুযাং কুরু মে মাতুর্ন মিথ্যাবাদিনো বয়ম্ ॥ ৫৮  
 ইতি ক্রবন্তঃ শ্রীরামঃ সীতা ভীতাহব্রবীদ্ বচঃ ।

দেব । তুমি কোথায় গিয়াছিলে ? সঙ্গে সেনা (প্রহরী) নাই কেন?  
 এইভাবে আসিয়াছ, কি ব্যাপার ? শ্বেতচ্ছত্র ও চামর নাই,  
 বাদ্যসকলও বাদিত হইতেছেন কেন ? কিরীটাদি রাজভূষণও  
 নাই, সামন্তরাজ (অধীনস্থ রাজ)-গণের সহিত সসম্মেয়ে না  
 আসিয়া একাকী আসিলে কেন ? সীতা এই সব দ্বিজ্ঞাসা  
 করিলে (১) পর রামচন্দ্র ঈর্ষ্য হাশ্য সহকারে (২)  
 বলিলেন । ৫৩-৫৬

কল্যাণি । রাজা আমাকে দণ্ডকারণের সমস্ত রাজ্য  
 প্রদান করিয়াছেন । ভামিনি । সেইহেতু আমি দণ্ডকারণের  
 রাজ্য পালন করিবার জন্য শীঘ্র গমন করিব । ৫৭

আমি আজই বনে যাইব । তুমি শ্বশ্রুর নিকটে গমন কর ।  
 তথায় তোমার শ্বশ্রু-আমার মাতার সেবা কর । আমার  
 এই কথা 'পরিহাস' বলিয়া মনে করিও না ; কারণ, আমরা  
 মিথ্যাবাদী নই । ৫৮

তখন সীতা ভীতা হইয়া তাদৃশ বাক্যভাষী শ্রীরামকে এই  
 কথা বলিলেন,—মহাত্মা পিতা কিজন্য তোমাকে বনরাজ্য  
 প্রদান করিলেন ? ৫৯

(১) সীতাসমীপে উপস্থিত রামের প্রতি সন্দেহোৎপত্ত-  
 চিন্তা সীতার প্রশ্নপর্যায় বান্দ্যকি-রামায়ণে,—“কস্মাচ্ছত-  
 শলাকেন পূর্ণেন্দুপ্রতিমেন তে । আবৃতং বদনং চারু চ্ছদ্রোণ  
 ন বিরাজতে । চামর-বাণনাভাঞ্চ চারুগদ্যদলেক্ষণম্ । ন  
 বীজ্যতে তেহন মুখং কস্মাৎ পূর্ণেন্দুসপ্রভম্ ।

ন তে কৌশলমধিচক্রাঙ্গা বেদপারগাঃ । যুগ্মিযুগ্মি-  
 বেকার্বং দদতে বিবিষত কিম্ । কস্মাৎ প্রকৃতিমুখ্যন্তে শ্রেণী-

কিমর্থং বনরাজ্যং তে পিতা দত্তং মহাত্মনা ॥ ৫৯  
 তামাহ রামঃ কৈকেয়ৈ রাজা প্রীতো বরং দদৌ ।  
 ভরতায় দদৌ রাজ্যং বনবাসং মমানষে ॥ ৬০  
 চতুর্দশ সমান্তত্র বাসো মে কিল যাচিতঃ ।  
 তয়া দেব্যা দদৌ রাজা সত্যবাদী দয়াপরঃ ॥ ৬১  
 অতঃ শীঘ্রং গমিষ্যামি মা বিদ্বঃ কুরু ভামিনি ।  
 শ্রুত্বা তদ্রামবচনং জানকী প্রীতিসংযুতা ॥ ৬২  
 অহমগ্রে গমিষ্যামি বনং পশ্চাৎ ভ্রমেষ্যসি ।  
 ইত্যাহ মাং বিনা গন্তুং তব রাঘব নোচিতম্ ॥ ৬৩  
 তামাহ রাঘবঃ প্রীতঃ সপ্রিয়াং প্রিয়বাদিনীম্ ।  
 কথং বনং ত্বাং নেমোহহং বহুব্যালমৃগাকুলম্ ॥ ৬৪

তখন রাম সীতাকে বলিলেন,—রাজা প্রীত হইয়া  
 কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিয়াছেন । নিষ্পাপে । সেই বরদ্বয়ের  
 মধ্যে এক বরে ভরতকে রাজ্যদান করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় বরে  
 আমাকে বন-বাস প্রদান করিয়াছেন । ৬০

সেই দেবী কৈকেয়ী চৌদ্দ বৎসর যাবৎ আমার বনবাস  
 প্রার্থনা করেন । রাজা সত্যবাদী ( সত্যবাদী—এই বিশেষণের  
 দ্বারা রাজার স্বেচ্ছাভিত্তি বোঝাই হইল ) এবং দয়াপর ( দয়াপর—  
 এই বিশেষণের দ্বারা রাজার নির্দয়ত বোঝাই হইল ) অর্থাৎ দয়ালু  
 বলিয়া তাঁহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন । ৬১

অতএব আমি শীঘ্র বনে গমন করিব ; ভামিনি । ( প্রশ্ন-  
 মধুর রাগযুক্তা রমণীকে ভামিনী বলে । ) তুমি এ বিষয়ে বিদ্ব-  
 স্তুক্তি করিও না । রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা ( কোন-  
 রূপ ক্রোধ বা ক্ষোভপ্রকাশ না করিয়া ) সন্তুষ্টবদনে বলিলেন—  
 আমি অগ্রে বনে গমন করিব পশ্চাৎ তুমি আসিবে ; কারণ,  
 রাঘব । আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার বনে গমন করা  
 উচিত নয় । ৬২-৬৩

তখন রাম প্রদত্ত হইয়া প্রিয়ভাষিনী সপ্রিয়া সেই সীতাকে  
 বলিলেন,—তোমাকে বনে কিরূপে লইয়া যাইব ? কারণ, সেই  
 মুখ্যাস্ত রাঘব । কিহরা নাট্য তিষ্ঠন্তি যৌবরাজ্যাভিষেচনে ।  
 অষ্টাশ্ববহুযুক্তন্তে যশিকাঞ্চনভূষণাঃ । নান্দ্যঃ পুষ্পরথঃ কংক-  
 কস্মাদ্ রিপুনিবুদন । ত্রিপ্রস্তোভো গজবৃষঃ শুভলক্ষণলঙ্কিতঃ  
 পৃষ্ঠতো নানুযাতি ত্বাং কস্মাদদ্যভিষেচনে । শুভলক্ষণদগ্নয়-  
 শ্বেতশ্চ তুরগোত্তমঃ । ন তেহন যান্তি পুরতঃ কস্মাদ্  
 শ্রীবিজয়াবহঃ ॥ ২।২৩।৩-১৯

(২) 'সশ্রিত' এই বাক্যে রামের গাভীর্ষ্য উক্ত হইয়াছে—  
 “ভী-শোক-ক্রাস-হর্ষাদৌ গাভীর্ষ্যং নিবিকারতা ।”

রাক্ষসী ঘোররূপাশ্চ সন্তি মাহুসভোজিনঃ ।  
 সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহশ্চ সঙ্করন্তি সমন্ততঃ ॥ ৬৫  
 কটুম্ব-ফলমূলানি ভোজনার্থং স্মমধ্যমে ।  
 অপূপবাঞ্জনাদানি বিদ্যন্তে ন কদাচন ॥ ৬৬  
 কালে কালে ফলং বাপি বিদ্যাতে কুত্র স্মদরি ।  
 মার্গো ন দৃশ্যতে কাপি ॥ কঁরাকটকাঘিতঃ ॥ ৬৭  
 গুহাগহ্বরসংবাধং বিল্লীদংশাদিভির্ভূতম্ ।  
 এবং বহুবিধদোষং বনং দণ্ডকসংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৮  
 পাদচারণে গন্তব্যং শীতবাতাতপাদিমং ।  
 রাক্ষসাদীনু বনে দৃষ্টা জীবিতং হাশুসেহচিরাৎ ॥

বন ব্যাঘ্র ও সর্প প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তুগণে পরিপূর্ণ, তথায়  
 মনুষ্যভোজী ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষসেরা বাস করে এবং সিংহ,  
 ব্যাঘ্র ও বরাহগণ চারিদিকে বিচরণ করে ॥ ৬৫-৬৮

স্মমধ্যমে । এই বনে কটু—ভোক্ষ-রসযুক্ত ও অল্প—অমধুর  
 (টক) ফল এবং মূল ভোজনের জন্য পাওয়া যায় অর্থাৎ বনে  
 এরূপ ফল-মূল খাইয়াই থাকিতে হয় । তথায় শিক্ত ও ব্যঞ্জন  
 (ভরী-ভরকারী) প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্য কখনও পাওয়া যায়  
 না ॥ ৬৬

স্মদরি । কালে কালে কোথাও ফল পাওয়া যাইবে কিনা  
 সন্দেহ ; বনে কোথাও পথ দেখা যায় না, যদি বা দেখা যায়  
 তাহাও আবার কঙ্কর ও কটকসমূহে সমাচ্ছন্ন ॥ ৬৭

এই বন গুহা গহ্বরে পূর্ণ এবং বিল্লী ( কীটবিশেষ ) ও বন-  
 মাছি প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত । এইরূপ বহুবিধ দোষে পূর্ণ হইল  
 এই দণ্ডকনামক বন ॥ ৬৭

শীত, বায়ু ও রৌদ্রাদিশুদ্ধ বনে পদতলে গমন করিতে  
 হইবে । তুমি বনে সেই সব রাক্ষস প্রভৃতিকে দেখিয়া ভয়ে সন্ত্রস্ত  
 প্রাণত্যাগ করিবে । সেইহেতু ভয়ে । তুমি গৃহেই থাক,  
 তুমি অতি সজ্ঞ পুনরায় আমাকে দেখিতে পাইবে ॥ ৬৯

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা হঃখিতা হইলেন ।  
 তারপর কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্টা হইয়া ক্ষুরিভবদনে ( হঃখে ও  
 কোপে সীতার ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল ) সীতা প্রত্যুত্তরে  
 বলিলেন ( ১ ) ॥ ৭০

( ১ ) বাক্যকিরামায়ণে এই অবস্থায় সীতা বাহা  
 বলিয়াছেন—“ইত্যপ্রিয়মিদং বাক্যং ক্ষুদ্রা সা প্রিয়ভামিণী ।  
 সাসুরমিব ভর্তারং সীতা বচনমব্রবীৎ ॥ • • • • • ভাষ্যিকা পতি-  
 ভাগ্যানি ভূক্তে পতিপরায়ণা । সাহং কামনুষ্যামি যত্র যত্র

ভস্মাদ ভজে গৃহে তিষ্ঠ শীত্ৰং ক্ষুদ্রাসি মাং পুনঃ ॥ ৬৯  
 রামস্ত বচনং শ্রুত্বা সীতা হঃখমমঘিতা ।  
 প্রত্যুবাচ ক্ষুরদবক্ত্রা কিঞ্চিৎ কোপসমঘিতা ॥ ৭০  
 কথং মামিচ্ছসে ত্যক্তুং ধর্মপত্নীং পতিব্রতাম্ ।  
 ত্বদনন্ত্যাদোষাং মাং ধর্মজ্যোহসি দয়াপর ॥ ৭১  
 ত্বংসমীপে স্থিতাং রাম কো বা মাং ধর্ময়েদৃ বনে ।  
 ফলমূলাদিকং যদ যন্তব ভুক্তাবশেষিতম্ ।  
 তদেবামৃতত্বাং মে তেন তুষ্টা রমাম্যহম্ ॥ ৭২  
 ত্বয়া সহ চরন্ত্যা মে কুশাঃ কাশাশ্চ কটকাঃ ।  
 পুষ্পান্তরগতুল্যা বৈ ভাবম্যাস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩

ত্বদনন্ত্য—তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ যার নাই, অথবা  
 তোমার সহিত ভেদহীন ; কারণ, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ বা  
 শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ নাই বলিয়া তোমার সহিত আমার  
 অভিন্নত্ব আছে, যার কোনও দোষ নাই, সেই পতিব্রতা ধর্মপত্নী  
 আমাকে তুমি ধর্মজ ও দয়ালু হইয়াও কিরূপে ত্যাগ করিতে  
 ইচ্ছুক হইয়াছ ? ৭১

রাম । তোমার নিকটে থাকিলে বনে আমাকে কে  
 আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে ? ( ২ ) বনে ফল-মূলদি বাহা  
 কিছু তোমার ভোজনের পর অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সব  
 অমৃতোপম ফল-মূল ভোজন করিয়াই আমি তুষ্ট হইয়া তোমার  
 সহিত আনন্দে কালযাপন করিব ॥ ৭২

তোমার সহিত বিচরণ করিতে করিতে আমার নিকট কুশ,  
 কাশ ও কটকসমূহও পুষ্পগন্ধাসদৃশ হইবে—ইহাতে কোনও  
 সংশয় নাই ॥ ৭৩

গমিস্যসি । শপেহং তে প্রসাদেন জীবিতেন চ রাখব । যথা  
 নেচ্ছাম্যহং বস্ত্রং স্বর্গেহপি রহিতা ত্বয়া । ত্বং মে নাথো গুরুশ্চৈব  
 গতির্দৈবতমেব চ । গমিস্যামি ত্বয়া সার্কমেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ ।  
 যদি ত্বদুদভো গন্তং দুর্গং কটকিতং বনম্ । অহং তবাগ্রে  
 যাস্যামি যদৃগভী কুশ-কটকম্ । ন পিতা নাশ্রদ্ধো নাশ্রা ন  
 মাতা ন সূহৃদজনঃ । গতির্ভবতি সংকীর্ণাং পতিস্ত্রেকঃ পরা গতিঃ ।  
 হর্ম্য-প্রাসাদ-ভবন-বিমানভোহপি মে প্রভো । তব পাদাশ্রয়ঃ  
 শ্রেয়ান্ স্বর্গাদপি সুধূলভঃ ॥ ইত্যাদি ২১৭। ১-১০

( ২ ) এবিষয়ে বাক্যকিরামায়ণে বলিয়াছেন,—“ন মমাভিভবে  
 শক্তো মহেজ্যোহপি ত্বদাশ্রয়াৎ । অতো নার্সি মাং ভক্তাং  
 নিবর্তিতুমাতুরাম্ ॥” ২১ঃ ৭। ১৫



অহং ত্বাং ক্লেশয়ে নৈব ভবেয়ং কার্য্যাসাহিনী ॥৭৪  
 বাল্যেইপি কলিঙ্গাং বীক্ষ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদঃ ।  
 প্রাহ তে বিপিনে বামঃ পত্যা সহ ভবিষ্যতি ।  
 সত্যবাদী বিজ্ঞো ভূয়াদ্ গমিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥ ৭৫  
 অশ্বং কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা মাং নয় কাননম্ ।  
 রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি বহুভির্বিজ্ঞৈঃ ।  
 সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্ বদ ॥ ৭৬  
 অভবুয়া গমিষ্যামি সর্বথা ত্বংসহায়িনী ।  
 যদি গচ্ছসি মাং ত্যক্ত্বা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তেহগ্রতঃ ॥৭৭  
 ইতি তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সীতায়া রঘুনন্দনঃ ।  
 অত্রবীদ্ দেবি গচ্ছ ত্বং বনং শীঘ্রং ময়া সহ ॥ ৭৮  
 অরুদ্বীভ্যে প্রযচ্ছাশু হারানান্তরণানি চ ।

আমি তোমাকে কোনও ক্লেশ দিব না ; বরং তোমার কার্য্য-  
 সকল সাধনে প্রধান সহায়িকা হইব ॥ ৭৪

জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ কোনও এক পণ্ডিত বাল্যকালে  
 আমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, পণ্ডিত সহিত তোমার বন-  
 বাস হইবে; সুতরাং সেটী ব্রাহ্মণ সত্যবাদী হউন। আমি  
 তোমার সহিত বনে গমন করিব ॥ ৭৫

আমি আরও কিছু তোমাকে বলিতেছি তাহা শুনিয়া তুমি  
 আমাকে বনে লইয়া চল। আমি অনেক ব্রাহ্মণের নিকট  
 হইতে বহুবার রামায়ণ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সীতা বিনা রাম  
 বনে গিয়াছেন, ইহা কি কোথাও আছে, বল ? ৭৬(১)

(১) এই শ্লোক পাঠ করিলে বুঝা যায়, সীতাদেবীর  
 পূর্বেই রামায়ণ তখন প্রচারিত ছিল। যদি তাহাই হয়, তবে  
 “প্রাপ্তরাজ্যস্ত রামস্ত বাল্লীকির্ভগবানুবিঃ। চকার চরিতং  
 চিত্রং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥” ১০।১১ মহর্ষি বাল্লীকির এই বাক্যের  
 সহিত গুরুতর বিরোধ হয়। এই বিরোধের সমাধানকল্পে  
 কল্পভেদে রামায়ণেরও ভেদ স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।  
 কারণ যখন বাল্লীকিই বলিয়াছেন—“পবিত্রং বৈষ্ণবং দিব্যমিদ-  
 মাখ্যানমুত্তমম্। বৈদেহচতুর্ভিঃ সমিতমিতিহাসং পুরা-  
 তনম্ ॥” ১০।১২।

প্রাচীন ইতিহাস অংশখন করিয়া ‘প্রতিকল্পং রামায়ণম্’ এই  
 মত সমর্থন করত মহর্ষি বাল্লীকি রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছেন।  
 সুতরাং রামায়ণের মধ্যে যে সব মতভেদ আছে, তৎসমস্তই  
 কল্পভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং সর্বং দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্ ।  
 ইতুক্ত্বা লক্ষ্মণেনাশু দ্বিজানাহুয় ভক্তিতঃ ॥ ৭৯  
 দদৌ গবাং বৃন্দশতং ধনানি

বস্ত্রাণি দিব্যানি বিভূষণানি ।

কুটুম্ববদভ্যঃ শ্রুতশীলবদভ্যো

মুদা বিজেভ্যো রঘুবংশকেতুঃ ॥৮০

অরুদ্বীভ্যে দদৌ সীতা মুখ্যাশ্রাতরণানি চ ।

রামো মাতুঃ সেবকেভ্যো দদৌ ধনমনেকথা ॥ ৮১

অকান্তঃপুরবাসিত্য সেবকেভ্যন্তথৈব চ ।

পৌরজানপদেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহশ্রশঃ ॥ ৮২

লক্ষ্মণোহপি শুমিত্রাস্ত কৌশল্যায়ৈ সমর্পয়ৎ ।

ধনুস্পাণিঃ সমাগত্য রামস্তাশ্রে ব্যবস্থিতঃ ।

রামঃ সীতা লক্ষ্মণশ্চ জগ্মুঃ সর্বৈ নৃপালয়ম্ ॥ ৮৩

অতএব সর্বতোভাবে তোমার সহারে থাকিরা তোমার  
 সহিত আমি গমন করিব। যদি তুমি আমাকে ভ্যাগ করিয়া  
 বনে যাও, তাহা হইলে তোমার সম্মুখে আমি প্রাণভ্যাগ  
 করিব ॥ ৭৭

রঘুবংশের আনন্দবর্জনকারী রাম সীতার এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়  
 জানিয়া বলিলেন,—দেবি। তুমি শীঘ্র আমার সহিত বনে  
 গমন কর ॥ ৭৮

তুমি হার ও অস্ত্র আভরণসমূহ সত্ত্ব বশিষ্ঠগুপ্ত  
 অরুদ্বীভীকে প্রদান কর। ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত ধন (অন্তঃপুরস্থ  
 যৌতুকাদিক্রমে প্রাপ্ত ধন) দান করিয়া আমার বনে গমন  
 করিব। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভক্তি-  
 ভরে আহ্বান করিয়া পানাইয়া রঘুবংশভিলক শ্রীরাম শ্রুতবান্  
 (বেদবিৎ), শীলবান্ (সচ্চরিত্র) ও জ্ঞান-পুত্রাদি পরিবার-  
 বর্গযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে আনন্দের সহিত শতবৃন্দ গো, বহু ধন,  
 বস্ত্র এবং দিব্য আভরণসমূহ প্রদান করিলেন ॥ ৭৯-৮০

সীতা অরুদ্বীভীকে প্রধান আভরণসকল দান করিলেন এবং  
 রাম মাতৃসেবকগণকে অনেক প্রকার ধন প্রদান করিলেন ॥ ৮১

নিজের অন্তঃপুরবাসী সেবকদিগকে এবং পুরবাসী ও  
 জনপদবাসী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকেও বহুধন প্রদান  
 করিলেন ॥ ৮২

অতদিকে লক্ষ্মণ মাতা শুমিত্রাকে কৌশল্যার নিকট সমর্পণ  
 করিলেন। তারপর হস্তে ধনু ধারণ করিয়া আগমন করত  
 রামের অগ্রে অবস্থান করিলেন। অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ  
 সকলে একসঙ্গে রাজভবনে গমন করিলেন ॥ ৮৩

শ্রীরামঃ সহ সীতয়া নৃপপথে গচ্ছহনৈঃ সানুজঃ

পৌরান্ জানপদান্ কুতূহলদৃশঃ সানন্দমুদবীক্ষয়ন্

সহস্র কামদেবের তার সুন্দর দেহধারী, শ্রামবর্ণ শ্রীরাম নিজ দেহলাভে দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিতে করিতে সীতা দেবী ও লক্ষ্মণের সহিত ধীরে ধীরে রাজপথে বাইতে লাগিলেন।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাক্ষরামায়ণে উমা-

শ্রামঃ কামসহস্রমুন্দরবপুঃ কান্ত্যা দিশো ভাসয়ন্  
পাদশ্যাসপবিত্রিতাখিলজগৎ প্রাপালয়ন্ তৎ পিতৃঃ ॥৮৪  
ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

নিজের চরণবিভ্রাসে যিনি নিখিল জগৎকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই শ্রীরাম পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই যাহাকে কৌতূহল বশতঃ দেখিতে ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে সানন্দে দর্শন দান করিতে করিতে পিতৃভবনে বাইরা উপস্থিত হইলেন ॥ ৮৪

মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

### পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

[ লক্ষ্মণেন সীতাদেব্যা চ সাকং শ্রীরামশ্চ বনগমনম্, মার্গমধ্যে গুহেন সহ সাক্ষাৎকারঃ, গঙ্গাতীরে রাজিবাণনঞ্চ ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

আয়াস্তং নাগরা দৃষ্টা মার্গে রামং সজ্ঞানকীম্ ।

লক্ষ্মণেন সমং বীক্ষ্য উচুঃ সর্বৈ পরম্পরম্ ।

কৈকেয়্যা বরদানাদি ঞ্জয়া হৃৎসমাবৃত্তাঃ ॥ ১

বভু রাজা দশরথঃ সত্যসন্ধঃ প্রিয়ং স্মৃতম্ ।

শ্রীহেতোরভ্যাজং কামী তশ্চ সত্যাত্মতা কৃতঃ ॥ ২

কৈকেয়ী বা কথং হৃষ্টা রামং সত্যং প্রিয়ঙ্করম্ ।

#### পঞ্চম অধ্যায় ।

[ লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামের বনে গমন, পথিমধ্যে গুহের সহিত সাক্ষাৎকার এবং গঙ্গাতীরে রাজি বাণন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্বতি ! জনকনন্দিনী সীতাদেবী এবং লক্ষ্মণের সহিত রামকে পথে আসিতে দেখিয়া ও কৈকেয়ীকে রাজার বরদানাদির কথা শুনিয়া নগরবাসিগণ সকলে হৃৎখে অভিভূত হইয়া পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক বলাবলি করিতে লাগিল,—হায় হায় ! রাজা দশরথ সত্য-প্রভিজ্ঞ, অথচ আজ কামের বশীভূত হইয়া শ্রীর কারণে প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রকে পরিভ্যাগ করিয়াছেন । ইহাতে রাজার সত্য-নিষ্ঠা কোথায় রহিল ? ১-২

কৈকেয়ীই বা (এস্থলে 'বা' শব্দ প্রয়োগে ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্বে কৈকেয়ী রামের উপর অভিশর প্রসন্ন ছিলেন, আর এখন কি করিয়াই বা) এরূপ হুঁটা হইলেন কেন ? যিনি প্রিয়কারী সত্যানীল পুত্র রামকে নির্বাসিত করিলেন ? কৈকেয়ী কিরূপ ক্রুর কর্ম করিয়াছেন এবং তাঁহার বুদ্ধি কিরূপ কার্য্যাকার্য্য জানবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে ? ৩

বিবাসয়ামাস কথং ক্রুরকর্মাতিমূঢ়াঃ ॥ ৩

হে জনা নাত্র বস্তব্যং গচ্ছামোহন্তৈব কাননম্ ।

যত্র রামঃ সভার্য্যশ্চ সানুজো গন্তুমিচ্ছতি ॥৪

পশ্যন্তু জ্ঞানকীং সর্বৈ পাদচারণে গচ্ছতীম্ ॥ ৫

পুস্তিঃ কদাচিদৃষ্টা বা জ্ঞানকী লোকসুন্দরী ।

সাপি পাদেন গচ্ছন্তী জনসঙ্ঘেদনাবৃত্তা ॥ ৬

( সুতরাং আমাদেরও বিপদ আসা সম্ভাবনা আছে । )

অতএব হে জনগণ ! আমাদেরও আর এখানে বাস করা উচিত নয় । যথায় রামচন্দ্র ভার্য্যা এবং অনুজ ভ্রাতার সহিত বাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, আমরা আজই ( ইহাদের সহিত ) সেই কাননে বাইব ॥ ৪

তোমরা সকলে আরও দেখ, জনকরাজার কন্যা ( আমাদের সুবরাজের ভার্য্যা ) সীতাদেবী পদব্রজে গমন করিতেছেন ॥ ৫(১)

লোকসুন্দরী যে জনকনন্দিনীকে অত পুরুষগণ ( স্বতর-দেবরাদি ব্যতীত ) কখনও দেখিতে পায় নাই, আজ তিনিও এই বিশাল জনতার মধ্যে প্রকাশভাবে পদব্রজে বাইতেছেন ( যিনি কখনও বান ব্যতীত গমনাগমন করেন না, তিনি আজ রাজার দোষে জনসাধারণের মধ্যে পটাদির আবরণ বিনাই প্রকাশভাবে পারে হাঁটিয়া বাইতেছে ; অহহ ! আমাদের রাজাকে বিক্ । ) ॥ ৬

( ১ ) এস্থলে বাঙ্গালীকি বলিয়াছেন,—“বা ন শক্যা পুরা  
ক্রুং দেবরাকানগৈরপি । সীতাং ভামপি পশ্যতি রাজমার্গে  
পৃথগ্ জনাঃ ॥” ২:৩০১৯

রামোহপি পাদচারণে গজাখাদিবিবজ্জিতঃ ।

গচ্ছতি দ্রক্ষ্যথ বিভূং সর্বলোকৈকমুন্দরম ॥ ৭

রাক্ষসী কৈকেয়ী নাম্নী জাতা সর্ববিনাশিনী ।

রামস্তাপি ভবেদৃঃখং সীতায়াঃ পাদযানতঃ ॥ ৮

বলবান্ বিধিরেবাত্ৰ পুংপ্রযত্না হি দুর্বলঃ ॥ ৯

ইতি দৃঃখাকূলে বৃন্দে সাধুনাং মুনিপুংগবঃ ।

অত্রবীদ্ বামদেবোহথ সাধুনাং সজ্জনমধ্যগঃ ।

মাহুশোচথ রামং বা সীতাং বা বচ্মি তত্ত্বতঃ ॥ ১০

এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদিনারায়ণঃ স্মৃতঃ ।

শ্রীরামচন্দ্রও হস্তী ও অশ্বাদি বাহনহীন হইয়া পদব্রজে যাইতেছেন। (ইহা আমাদের অভ্যস্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।) সমস্ত লোকসমূহের মধ্যে যিনি একমাত্র পরম সুন্দর, সেই প্রভু শ্রীরামকে তোমরা আজ দর্শন কর ॥ ৭

হায়! কৈকেয়ী নামে এক সর্বনাশিনী রাক্ষসী কদ্বিরাছে (অজ্ঞান আরও ক্রুর কিভাবে হইতে পারে?) এই যে সীতা দেবী পদব্রজে যাইতেছেন, ইহাতে রামেরও নিশ্চয় দুঃখ হইবে ॥ ৮

(রাম দুঃখ পাইলেও তিনি কিছুই করিতেছেন না, যে রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন এবং পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, তিনি যেহেতু কিছুই করিতেছেন না; ইহাতে বুঝিতে হইবে—) বিধিই এবিষয়ে বলবান্ অর্থাৎ অলভ্য শক্তিশালী, আর পুরুষকার দুর্বল অর্থাৎ পুরুষকার বিধির—দৈবের দ্বারা প্রতি রোধ্য ॥ ৯

এইভাবে যখন সেই সজ্জনগণ দুঃখে হাহাকার করিতেছেন, তখন সাধুদিগের মধ্যবর্তী হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বামদেব এই কথা বলিলেন,—হে সজ্জনগণ! আপনারা রাম বা সীতার জন্ত অনুশোচনা করিবেন না; কারণ, এই রাম ও সীতাদেবীর প্রকৃত তত্ত্ব আমি আপনাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি ॥ ১০

এই রাম পরম বিষ্ণু আদি নারায়ণ বলিয়া অভিহিত এবং এই যিনি জনকনন্দিনী সীতা, তিনি যোগমায়া লক্ষ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১১

সম্প্রতি যিনি লক্ষ্মণ নাম ধারণ করিয়া ইহাদের অনুগমন করিতেছেন, ইনিই সেই শেষ নাগ—অনন্ত। এই রাম স্বীয় মায়াজালের সাহায্যে একরূপ আকার ধারণ করিয়াছেন—প্রকৃত পক্ষে ইহাদের দেহ আমাদের তায় পার্বত্যভৌতিক নহে (সুতরাং ইহাদের জন্ত শোক করিবেন না।) ॥ ১২

এষা সা জানকী লক্ষ্মীর্যোগমায়ৈতি বিশ্বতা ॥ ১১

অসৌ শেষস্তমদ্বৈতি লক্ষণাখ্যশ্চ সাম্প্রতিম্ ।

এষ মায়াজগৈর্যুক্তস্তদাকারবানিব ॥ ১২

এষ এব রজোযুক্তো ব্রহ্মাহুদ্ বিশ্বভাবনঃ ।

সদ্ব্যবহৃত্যথ বিষ্ণুজিগৎপ্রতিপালকঃ ।

এষ রুদ্রস্তমস্তন্তে জগৎপ্রলয়কারণম্ ॥ ১৩

এষ মৎস্তঃ পুরা ভূত্বা ভক্তং বৈবস্বতং মমুম্ ।

নাব্যারোপ্য লয়স্তান্তং পালয়ামাস রাঘবঃ ॥ ১৪

(১) এই রাম এক (অদ্বিতীয় ব্রহ্ম রূপ) হইয়াও রজোগ্নোযুক্ত বিশ্বভাবন (বিশ্বসৃষ্টিকারী) ব্রহ্মা হইয়াছেন, সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া ত্রিভুবনের পরিপালক বিষ্ণু হইয়াছেন এবং ইনিই অন্তে তমোগুণযুক্ত হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করত জগদ্বধংসের করণ হন অর্থাৎ সংহার করেন ॥ ১৩

এই রঘুবংশধর রাম পুরাকালে মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া প্রিয় ভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকায় আরোহণ করাষ্টয়া প্রলয় কাল পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন ॥ ১৪(২)

(১) 'এষ এব' ইহার ব্যাখ্যা টীকাকার 'এষ রাম এক এব' এরূপ করিয়াছেন। এই রাম এক হইয়াও যে ব্রহ্মাদি সৃষ্টিত্রয় ধারণ করিয়াছেন, তাহার ত্রয়্য কুর্খপূরণেও দেখা যায়। যথা—

“একোহপি সন্ মহাদেবত্রিধাসৌ সমবর্তিতঃ

সর্গ-রক্ষা-লয়গুণৈর্নিষ্ঠ-গোহপি নিরঞ্জনঃ । ১। ৫৩

এই স্রোকের পূর্ববর্তী তিনটি স্রোকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মাদি রূপপরিগ্রহের মুখ্যতম কারণ যথা—

রজোগুণময়কাত্তদ্ব রূপং তস্মৈব ধীমতঃ ।

চতুমুখঃ স ভগবান্ অগংসৃষ্টৌ প্রবর্ততে ॥ ৪ ৫০

সৃষ্টকৃ পাতি সকলং বিশ্বা দ্বা বিশ্বতোমুখঃ ।

সত্ত্বগুণমুপাশ্রিত্য বিষ্ণুর্বিষম্বরঃ স্বরম্ ॥ ৪। ৪১

অতকালে স্বয়ং দেবঃ সর্বাঙ্গা পরমেশ্বরঃ ।

তমোগুণং সমাশ্রিত্য রুদ্রঃ সংহরতে অগং ॥ ৪। ৫২

(২) এ বিষয়ে অগ্নিপূরণে দেখা যায়,—“আসীদভীত-কল্পান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ। সমুদ্রোপপ্লুতান্ত্র লোকা ভূরাদিকা যুনে। মনুর্বৈবস্বতন্তেপে তপো বৈ ভুক্তিমুক্তয়ে। একদা কৃতমালায়াং কুর্কতো জলতর্পণম্। তস্তাঞ্জল্যদকে মৎস্যঃ স্বর একোহভ্যপদত। ক্ষেপ্তকামং জলে গ্রাহ ন মাং কিপ নরোত্তম। গ্রাহাদিত্যো ভয়ং মেহত তৎক্ষণা কলসেহক্ষিপং।

সমুদ্রমস্থনে পূর্বং মন্দরং সুভলং গতে ।

অধারয়ৎ স্বপৃষ্ঠেহস্ত্রিঃ কূর্মরূপী রঘুন্তমঃ ॥ ১৫

পূর্বের সমুদ্রমস্থনকালে মন্দর-পর্বত রসাতলে প্রবিষ্ট হইলে (১) পর এই রঘুন্তম রামই কূর্মরূপ ধারণ করিয়া নিজ পৃষ্ঠে সেই মন্দরপর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

স তু বৃদ্ধঃ পুনর্মৎস্যঃ গ্রাহ তং দেহি মে বৃং । স্থানমেতদ্ বচঃ  
ঋত্বা রাণীখোদকনৈক্ষিপৎ । তত্র বৃদ্ধোহব্রবীদ্ ভূপং পৃথু  
দেহি পদং মনো ॥ সরোবরে পুনঃ ক্ষিপ্তো ববুধে তং প্রমাণবান্ ।  
উচে দেহি বৃং স্থানং প্রক্ষিপচ্চাত্মনো মনুঃ । লক্ষ্যোজন-  
বিন্দীর্ণঃ ক্ষণমাত্রেন সোহভবৎ । মৎস্যং তমভূতং দৃষ্ট । বিস্মিতঃ  
প্রাব্রবীন্মনুঃ । কো ভবান্ ননু বৈ বিমূর্নারায়ণ নমোহস্ত তে ।  
মায়য়া মোহয়সি মাং কিমর্থং ত্বং জনাৰ্দ্দন । মনুনোক্তোহব্রবী-  
ন্মৎস্যো মনুং বৈ পালনে রতম্ । অবতীর্ণো ভবায়্যাত জগতো নষ্ট-  
দৃষ্টয়ে । সপ্তমে দিবসে ত্বকিঃ প্রাবল্লিষ্ঠতি বৈ জগৎ । উপস্থি-  
তায়্যং নাবি ত্বং বীজাদীনি বিধায় চ । সপ্তবিতিঃ পরিবৃত্তো  
নিশাং ব্রাহ্মণ্যং চরিস্বসি । উপস্থিতস্য মে শূভে নিবল্লীহি  
মহাহিনা । ইত্যুক্তাভূতদে মৎস্যো মনুঃ কালপ্রতীককঃ ।  
স্থিতঃ সমুদ্রে উপেলে নাবমাকুরুহে তদা । একশৃঙ্গধরো মৎস্যো  
হৈমো নিযুতযোজনঃ । নাবং ববদ্ধ উচ্ছৃঙ্খলৈ মৎস্যখ্যক  
পুরাণকম্ ॥ ২৩-১৭”

(১) মন্দর পর্বত যে সমুদ্রজলে নিমজ্জিত হয়, তাহার  
প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—“মধ্যমানেহর্ষেব সোহস্ত্রি-  
নাধারো হ্রপোহবিশৎ । ত্রিঙ্গমাণোহপি বলিভিপৌরবাং পাণ্ডু-  
ন্দন ॥ ৮৭৭৬” কূর্মরূপ ধারণ করিয়া সেই অস্ত্রিকে ভগবান্  
রঘুপৃষ্ঠে ধারণ করেন, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, যথা—  
“বিলোক্য বিদ্রেশবিশং ভদ্রেস্বরো দ্রুতবীৰ্য্যোহবিতথাভিসঙ্গিঃ ।  
কৃত্য বপুঃ কচ্ছপমভূতং মহৎ প্রবিশ্ত তোরণং গিরিমুজ্জহার ॥ ৮৭৭৮”

এ বিষয়ে কূর্মপুরাণের পূর্বভাগে দেখা যায়—পুরাণস্বার্থং  
দৈত্যৈরদানবৈঃ সহ দেবতাঃ । মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমস্থ কীর-  
সাগরম্ ॥ মধ্যমানে তদা ভস্মিন্ কূর্মরূপী জনাৰ্দ্দনঃ । বভার  
মন্দরং দেবো দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১১২৭-২৮

(২) এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, ব্রহ্মা পৃথিবীকে  
জলমধ্যে নিমগ্না দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন যথা—“পরমেষী  
ভূপাং মধ্যে তথা মগ্নামবেক্ষ্য গাম্ । কথমেনাং সমুদ্রেস্ত ইতি দব্যো

মহী রসাতলং যাতা প্রলয়ে শূকরোহভবৎ ।

ভোলয়ামাস দংষ্ট্রাগ্রে তান্ ক্ষৌণীং রঘুনন্দনঃ ॥ ১৬

পূর্বের মহাপ্রলয়কালে যখন এই পৃথিবী রসাতলে প্রবিষ্ট  
হইয়া যায়, তখন রঘুবংশের আনন্দবর্জনকারী এই রাম শূকররূপ  
ধারণ করত দংষ্ট্রাগ্রে সেই পৃথিবীকে উদ্ধে উত্তোলিত করিয়া  
ছিলেন ॥ ১৬ (২)

যিমা চিরম্ ॥ ৩১৩১৬” এইরূপে ধ্যান করিতে করিতে তিনি  
বলিলেন,—“যত্যাং হ্রদরাদাসং স ইশো বিদধাতু মে । কর্তব্যং  
করণ্যসিদ্ধতীর্থকীর্তিরধোক্ষকঃ ॥ ৩১৭৭১৭” এইভাবে যখন  
তিনি (ব্রহ্মা) বিষ্ণুর উপর নিজের সমস্ত কর্তব্যভার অর্পণ  
করিলেন, তখন ব্রহ্মার নাসিকা বিবর হইতে অদ্বীত পরিমাণ এক  
সূক্ষ্ম বরাহরূপে বিষ্ণু নির্গত হইলেন,—যথা “ইত্যভিধায়তো  
নাসা বিবরায় সহসানঘ । বরাহভোকো নিরগাদজ্জঠপরিমাণকঃ ॥  
৩১৩১৮” এই সূক্ষ্ম শূকররূপধারী বিষ্ণু ক্রমশঃ বৃহদাকার হইয়া  
জলমগ্না এই পৃথিবীকে নিজ দংষ্ট্রার দ্বারা উপরে উত্তোলিত  
করেন যথা—“ব্রহ্মংষ্ট্রয়োদ্ধত্য মহীং বলয়ান্ স উখিতঃ সংকুরুচে  
রসায়ান্ । তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং সুনাতসন্দীপিত-  
ভীতমন্যুঃ ॥ ৩১৩১৩১

কূর্ম পুরাণে অতরূপ দেখা যায়, তথায় ব্রহ্মাই বিষ্ণুরূপ  
ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন,—যথা—“একাৰ্ঘবে তদা  
ভস্মিন্ নষ্টে স্থাবর-জলমে । তদা সমভবদ্ ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ  
সহস্রপাং । সহস্রশীর্ষা পুরুষো কল্পবর্ণো হস্তীশ্লিষঃ । ব্রহ্মা  
নারায়ণাখ্যস্ত সূৰ্য্যপ সলিলে তদা ॥” ৬২-৩ কূর্মপুরাণ,  
পূর্বভাগ ।

“ভতন্ত সলিলে ভস্মিন্ বিজ্ঞানান্তর্গতা” মহীম্ । অনুমানাং  
তদ্ব্যছারং কর্তৃকামঃ প্রজাপতিঃ । জলক্রীড়াসু কচিরং বারাহং  
রূপমাস্থিতঃ । অধ্ব্যং মনসাহপতৈর্বাঙ্-ময়ং ব্রহ্মসংজিতম্ ॥  
পৃথিব্যাদ্ভারপার্থ্য প্রবিশ্ত চ রসাতলম্ । দংষ্ট্রাভাড়াঙ্জহারৈনামাখ্য-  
ধারো ধরাধরঃ ॥” ঐ ৬৭-৯

এহলে উল্লিখিত কূর্মপুরাণের বাক্যের সহিত এই অধ্যায়-  
রামায়ণ ও ভাগবতের প্রমাণ বাক্যের সহিত বিরোধ নাই ;  
কারণ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অভিন্নতা শাস্ত্রে স্বীকৃত । মহাভারতে  
বিষ্ণুসহস্রনামে বিষ্ণুর ‘ব্রহ্মা’ এই নাম বর্ণিত আছে যথা,—  
“ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্জনঃ ।”

নারসিংহবপুঃ কৃত্বা প্রহ্লাদবরদঃ পুরা ।

জিলোককণ্টকং বন্ধুঃ পাটয়ামাস তং নৈথৈঃ ॥ ১৭

পুত্ররাজ্যং হৃত্বা দৃষ্ট্বা হৃদিভ্যা যাতিতঃ পুরা ।

বামনভূমুপাগম্য যাচ্ঞায় চাহরং পুনঃ ॥ ১৮

পুরাকালে প্রহ্লাদকে বরদানকারী এই রামচন্দ্র নরসিংহ দেহ ধারণ করিয়া জিলোকের শত্রু সেই হিরণ্যকশিপু বন্ধু স্বীয় নখসমূহের দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন এবং তদীয় পুত্র ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে বর দান করেন ॥ ১৭ (১)

প্রাচীনকালে দেবমাতা অদিতি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র ইন্দ্রের রাজ্য অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য দৈত্যরাজ বলি সবলে কাড়িয়া লইয়াছে, তখন তিনি নারায়ণের নিকট পুত্ররাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা করেন । ইহাতে এই রাম বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির

(১) নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মিল হরিবংশে যথা—“এবমুক্তা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদেশধরান্ । হিরণ্যকশিপো রাজন্নাজগাম হরিঃ সভাম্ ॥ নরশ্চ কৃত্বাঙ্গিতনুং সিংহশাঙ্গিতনুং প্রভুঃ । নারসিংহেন বপুৰ্হা পানিং সংস্পৃক্ত পানিনা । জীমূতঘনসঙ্কলো জীমূতঘননিঃস্বনঃ । জীমূত ইব দীপ্তোজা জীমূত ইব বেগবান্ ॥ দৈত্যং সৌহৃতিবলং দীপ্তং দৃশুশাঙ্গীলবিক্রমম্ । দৃষ্টেদৈত্যগণৈশ্চৈশ্চ হতবানেকপানিনা ॥ ৪১-৭৫-৭৮

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের যে চতুর্বিংশতি অবতার বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৮ স্কন্ধে চতুর্দশ অবতাররূপে এই নরসিংহের উল্লেখ আছে, যথা—

চতুর্দশং নারসিংহং বিভদ্ দৈত্যোল্লম্বজিভম্

দদার করজৈকরাবেরকাং কটকৃৎ যথা ॥ ১৩১৮

(২) শ্রীমদ্ভাগবতে বামনাবতাকে পঞ্চদশ অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—

“পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলৈঃ ।

পাদজয়ং যাচমানঃ প্রত্যা দিৎসুস্ত্রিগিষ্ঠপম্ ॥ ১১০১৯

মহাবল দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন । যথা কুর্খপুরাণে পূর্বভাগে—

“স তশ্চ পুত্রো মতিমান্ বর্জিনাম মহাসুরঃ ।

ব্রহ্মণ্যো ধার্ম্মিকোহত্যর্থং বিজিগ্যোহথ পুন্দরম্ ॥

কৃত্বা তেন মহদ যুদ্ধং শত্রুঃ সর্বামরৈর্বৃত্তঃ ।

অগাম নিজিভো বিষ্ণুং দেবং শরণমচ্যুতম্ ॥ ১৭১২২-১৩

এই সময় দেবমাতা অদিতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা

দৃষ্টকজিয়-ভূভারনিবৃত্তৌ ভার্গবোহভবৎ

স এব জগতাং নাথ ইদানীং রামতাং গতঃ ॥ ১৯

রাবণাদৌনি বন্ধাংসি কোটিশো নিহনিশ্রুতি ।

মাতৃষেণৈব মরণং তশ্চ দৃষ্টং ছুরাঅনঃ ॥ ২০

নিকট গমন করত যাচ্ঞাচ্ছলে সেই স্বর্গরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করেন ॥ ১৮ (২)

দৃষ্ট কজিয়গণের দ্বারা ভূমির ভার হওয়ায় সেই ভূভার-হরণের জন্য যিনি ভৃগুবংশজাত পরত্তরামরূপে অবতীর্ণ হন, সেই জনস্বার্থ বর্ডমানে রামরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৯ (৩)

এই রাম রাবণাদি কোটি কোটি রাক্ষসগণকে বধ করিবেন; কারণ, সেই দ্বারা রাবণের মনুষ্যের দ্বারা মৃত্যু নির্জারিত আছে, ইহা দেখা যায় ॥ ২০

করেন, ভগবান্ । আপনি আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া বলির নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া আনুন ।

“দৃষ্ট্বা সমাগতং বিষ্ণুমদিতির্ভক্তিসংযুতা ।

মেনে কৃতার্থমাত্মনং ভোষয়ামাস কেশবম্ ॥ ১৭১৮

প্রণম্য শিরসা ভূমৌ সা বত্রে বরমুত্তমম্ ।

ত্বামেব পুত্রং দেবানাং হিতায় বরয়ে বরম্ ॥ ১৭১৫

তারপর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অদিতিগর্ভে বামনরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া আনেন, যথা কুর্খপুরাণে—

বিজ্ঞায় বিমূর্তগবান্ ভরমাজপ্রচোদিতঃ ।

আস্থায় বামনং রূপং বজ্রদেশমখাগমৎ ॥ ১৭১৮

সম্প্রাপ্যাসুররাজ্য সমীপং ভিক্ষুকো হরিঃ ।

সপাদৈবিসিভং দেশমযাচত বলিং ত্রিভিঃ ॥ ১৭১৫০

দায়ে তথেষৎ ভবতে পদজয়ং প্রোণাতু দেবো হরিরব্যাকৃতিঃ ।

বিচিন্ত্য দেবশ্চ করাগ্রপল্লবে নিপাতয়ামাস সুশীতলং জলম্ ॥ ১৭১৫২

বিচক্রেম পৃথিবীমেব চৈত্যমখাস্তরীক্ষং দিবমাদিদেবঃ ।

ব্যপেতরাগং দিতিলেশ্বরং তং প্রকৃত্ত্বাকামঃ শরণং প্রপন্নম্ ॥ ১৭১৫৩

(৩) ভৃগুবংশজাত জমদগ্নিনন্দন পরত্তরাম দৃষ্ট অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্রোহী ও বেদবিরোধী কজিয়গণকে বধ করেন । শ্রীমদ্ভাগবতে ইনি ষোড়শাবতার, যথা—

“অবতারে ষোড়শমে পশুন্ ব্রহ্মজহো নৃপান্ ।

ত্রিঃসপ্তকৃৎ কৃপিতো নিঃকত্রামকরোদুমহীম্ ॥ ১৩০২০

রাজা দশরথেনাপি তপসারাবিভো হরিঃ ।  
 পুত্রদ্ব্যাজ্জয়া বিকোত্তথা পুত্রোহিবদ্ধরিঃ ॥ ২১  
 স এব বিষ্ণুঃ শ্রীরামো রাবণাদিবধায় হি ।  
 গন্তাহৈত্তব বনং রামো লক্ষ্মণেন সহায়বান্ ।  
 এষা সীতা হরের্ময়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ২২  
 রাজা বা কৈকয়ী বাপি নাত্র কারণমমপি ।  
 পূর্বৈর্দ্বার্দারদঃ প্রাহ ভূভারহরণায় চ ॥ ২৩  
 রামোহপ্যাহ স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বে গমিত্বামাহং বনম্ ।  
 অতো রামং সমুদিশ্য চিন্ত্যং ত্যক্তত বালিশাঃ ॥ ২৪  
 রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভূবি ।  
 তেষাং মৃত্যুভয়াদৌনি ন ভবন্তি কদাচন ॥ ২৫

রাজা দশরথও বিষ্ণুকে পুত্ররূপে পাইবার বাসনা করিয়া তপস্যার দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন। সেইহেতু শ্রীহরি (রাবণাদি রাজসগণকে বধ করিবার জন্ত) রাজা দশরথের পুত্র হইয়াছেন ॥ ২১

সেই বিষ্ণুই এই শ্রীরাম। রাবণাদিকে বধ করিবার জন্ত লক্ষ্মণকে সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীরাম আজই বনে গমন করিবেন। আর এই সীতাদেবী শ্রীহরির মায়ী গুণময়ী প্রকৃতি। সত্ত্ব গুণময়ী, রজোগুণময়ী ও তমোগুণময়ী—এই ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী (১) ॥ ২২

(তথায় জনসাধারণ সকলে রাজা দশরথ ও কৈকেয়ীর যে নিন্দা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি বামদেব বলিতেছেন,—) রাজা দশরথ কিংবা রাণী কৈকেয়ী ইহারা উভয়েই এই রামের বনবাসে অভিজ্ঞ কারণও নহেন। কিন্তু এবিষয়ে মুখ্য কারণ হইল এই যে, পূর্কদিনে নারদ আসিয়া রামের নিকট ভূভারহরণের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং রামও তখন স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, আমি আগামী কাল বনে গমন করিব; অতএব হে বালিশগণ অর্থাৎ প্রকৃত তথ্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জনগণ। তোমরা রামের সম্বন্ধে দৃষ্টিভ্রান্ত পরিভাষা কর ॥ ২৩-২৪

(১) শ্রীরামোত্তরভাগিনী উপনিষদে এই সীতাদেবীর বিষয়ে যে ভদ্র বর্ণিত আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করা হইল,—“শ্রীরাম-সামিধ্যবশাজ্জগদাধারকারিণী। উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্বদেহিনাম্ ॥ বা সীতা ভবতি জেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা। প্রণবদ্যং প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—“দৈবী স্বেবা গুণময়ী মম মায়ী দ্রুতায়ী”।

ক। পুনস্তস্য রামস্য হৃৎখণ্ডা মহাত্মনঃ ।  
 রামনামৈব মুক্তিঃ স্তাৎ কলৌ নাশ্তেন কেনচিৎ ॥ ২৬  
 মায়ামানুষরূপেণ বিভ্রময়তি লোককুৎ ।  
 ভক্তানাং ভক্তনার্থায় রাবণস্য বধায় চ ।  
 রাজ্ঞশ্চাত্তীষ্টসিদ্ধার্থঃ মানুষ্যং বপুর্শ্রিতঃ ॥ ২৭  
 ইত্যুক্ত্য বিররামাথ বামদেবো মহামুনিঃ ॥ ২৮  
 শ্রুত্বা তেহপি দ্বিজাঃ সর্বের রামং জ্ঞাত্বা হরিং বিভূম্ ।  
 জহস্বৎসংশয়গ্রহি রামমেবাচিন্তয়ন্ ॥ ২৯  
 য ইদং চিন্তয়েন্নিত্যং রহস্তং রাম-সীতয়োঃ ।  
 তস্য রামে দৃঢ়া ভক্তির্ভবেদ্ বিজ্ঞানপূর্বিকা ॥ ৩০  
 রহস্তং গোপনীয়ং বো মূঢ়ং বৈ রাঘবপ্রিয়াঃ ।  
 ইত্যুক্ত্য প্রযয়ৌ বিপ্রস্তেহপি রামং পরং বিহঃ ॥ ৩১

যে সব মানুষ এ ভূতলে নিরন্তর ‘রাম রাম’ এই নাম জপ করে, তাহাদের কখনও মৃত্যুভয় প্রভৃতি হয় না ॥ ২৫

সুতরাং সেই পরমাখ্যা শ্রীরামের জন্ত আবার হৃৎখণ্ডা কি আছে? এই কলিযুগে কেবল রামনামের দ্বারা ই মুক্তিলাভ হয়, অস্ত কিছুর দ্বারা নহে। (এখানে এই শ্লোকটি কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়,—“রামলক্ষ্মণদেব বহির্নির্ঘাতি পাতকম্। পুনরাগমনং ভীত্যা মকারস্ত কপাটকম্” ॥) ২৬

অগৎপ্রকট (অথবা লোকসকলকে শিক্ষাদান করিবার জন্তই লোক ব্যবহারের অনুকরণকারী) শ্রীরাম ভক্তগণের ভজনের জন্ত এবং রাবণকে বধ করিবার জন্ত মায়ী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় আচরণে লোকসকলকে সদাচার শিক্ষাদান করিতেছেন। রাজা দশরথের মনোরথপূরণের জন্তই ইনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৭

এই কথা বলিয়া সেই মহামুনি বামদেব নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২৮

তখন সেখানে উপস্থিত সেই সব দ্বিজগণ রামকে সাক্ষাৎ সর্বব্যাপী শ্রীহরিরূপে জানিয়া নিজেদের হৃদয়ের সংশয় বন্ধন পরিহার করিলেন এবং সদা শ্রীরামকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

যে ব্যক্তি শ্রীরাম ও সীতাদেবীর এই গোপনীয় ভদ্র সদা চিন্তা করিবে, তাহার প্রকৃত ভক্তজ্ঞান সহ রামে দৃঢ়া ভক্তি লাভ হইবে ॥ ৩০

এই রাম-সীতারহস্ত গোপনীয়, তথাপি তোমরা শ্রীরামের প্রিয় বলিয়া তোমাদের নিকট আমি বর্ণনা করিলাম। এই কথা বলিয়া বিপ্রবর বামদেব প্রস্থান করিলেন এবং তথায় অবস্থিত সকলে তখন রামকে ‘পরব্রহ্ম’ বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ৩১

ততো রামঃ সমাশ্রিত্য পিতৃগেহমবারিতঃ ।  
 সান্নিধ্যঃ সৌভাগ্য গতা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥ ৩২  
 আগতাঃ শ্বেতা বয়ং মাতঙ্গয়ন্তে সম্মতং বনম্ ।  
 গন্তং কৃতধিয়ঃ শীঘ্রমাজ্ঞাপয়তু নঃ পিতা ॥ ৩৩  
 ইত্যুক্তা সহসোপায় চীরাণি প্রদদৌ স্বয়ম্ ।  
 রামায় লক্ষ্মণায় চ সীতায়ৈ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৪  
 রামস্ত বজ্রাণ্যংস্রজ্য বজ্রচীরাণি পর্যধাৎ ।  
 লক্ষ্মণোহপি তথা চক্রে সীতা তন্ন বিজানতী ॥ ৩৫  
 হস্তে গৃহীত্বা রামস্ত লক্ষ্মণা মুখমৈক্ষত ।  
 রামো গৃহীত্বা তচ্চীরমাংস্তুকে পর্যবেষ্টয়ৎ ॥ ৩৬  
 তদৃ দৃষ্ট্বা রুরুহঃ সর্বৈ রাজদারাগঃ সমস্ততঃ ।  
 বশিষ্ঠস্ত তদাকর্ণা ক্রুদিতং ভৎসয়ন্ কুষা ॥ ৩৭

তদনন্তর শ্রীরাম সীতা ও অন্ত্র লক্ষ্মণের সহিত অব্যবহৃতভাবে  
 পিতৃভবনে প্রবেশি হইয়া এবং কৈকেয়ীর নিকটে বাইরা এই কথা  
 বলিলেন । ৩২

মাতঃ । আমরা তিনজনে তোমার অভিমন্যুসারে বনে  
 বাইতে নিশ্চর করিয়া এখানে আসিয়াছি, অতএব পিতা  
 আমাদের বাইবার জন্য সত্তর অনুমতি করুন ॥ ৩৩(১)

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে পর কৈকেয়ী ভৎসনাৎ স্বয়ং  
 উঠিয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চীর অর্থাৎ  
 বস্ত্রখণ্ড (অথবা বনজাত পরিধেয় বস্ত্রাদি) প্রদান করিলেন ॥ ৩৪

তখন রাম স্বীয় রাজোচিত বস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া  
 বনজাত চীর (বস্ত্র বস্ত্র) পরিধান করিলেন । লক্ষ্মণও তাহাই  
 করিলেন । কিন্তু সীতা রাজকন্যা ও রাজপত্নী, সুভরাং তিনি  
 কিভাবে সেই চীর পরিধান করিতে হয়, তাহা জানেন না ॥ ৩৫

তিনি তখন উহা হস্তে ধারণ করিয়া লক্ষ্যসংকারে রামের  
 মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন । তারপর রাম উহা লইয়া

(২) বায়ীকিরামায়ণে পিতার নিকটই রামের বনগমন  
 প্রার্থনা কথা,—

“মুহূর্তাদিব ভং রামো লক্ষসংজ্ঞং মহোপভিত্ ।  
 উবাচ প্রাজ্ঞলিভূত্বা শোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ॥ ২৩৫।১৮  
 আপুচ্ছে ত্বাং মহারাজ ঈশ্বরোহসি হি নঃ প্রভো ।  
 প্রস্থিতং বনবাসায় সংপশু কুশলেন মাম্ ॥ ১৯  
 লক্ষ্মণকানুজানীহি বৈদেহীক মহোপভে ।  
 নিবর্ত্যমানাবপি হি ন নিবৃত্তাবিমৌ ময়া ॥ ২০  
 অতো নো বনবাসায় গমনে কৃতনিশ্চয়ান্ ।  
 লক্ষ্মণং যাক সীতাক সমনুজাতমহিসি ॥ ২১

কৈকেয়ীং প্রাহ হৃবৃন্তে রাম এব ত্বয়া বৃতঃ ।  
 বনবাসায় ছষ্টে ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রদাশ্বসি ॥ ৩৮  
 যদি রামং সমবেতি সীতা তন্ত্যা পতিব্রতা ।  
 দিব্যাশ্বরথরা নিত্যং সর্বাভরণভূষিতা ।  
 রময়ত্বনিশং রামং বনছঃখনিবারিণী ॥ ৩৯  
 রাজা দশরথোহপ্যাহ স্তমস্তং রথমানয় ।  
 রথমাক্রুহ গচ্ছন্ত বনং বনচরপ্রিয়াঃ ॥ ৪০  
 ইত্যুক্তা রামমালোকা সীতাক্ষেব সলক্ষ্মণম্ ।  
 ছঃখান্নিপতিতো ভূমৌ রুরোদাশ্রপরিপ্লুতঃ ।  
 আকুরোহ রথং সীতা শীঘ্রং রামস্ত পশ্যতঃ ॥ ৪১  
 রামঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা পিতরং রথমাক্রুহৎ ।  
 লক্ষ্মণং খড়্গশূলং ধনুস্তুণীযুগং তথা ॥ ৪২

সীতার বস্ত্রের উপর জড়াইয়া গেলেন । ৩৬

তাহা দেখিয়া সমস্ত রাজপত্নীগণ তখন চারিদিকে রোদন  
 করিতে লাগিলেন । বশিষ্ঠ সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করত রো-  
 ভেরে ভৎসনা করিতে করিতে কৈকেয়ীকে বলিলেন,—  
 হৃবৃন্তে । রামের বনগমনই তুমি বরূপে প্রার্থনা করিয়াছ,  
 তবে তুমি সীতাকে এই চীরখণ্ড প্রদান করিলে কেন ? ৩৭-৩৮

সীতা পতিব্রতা, তিনি যদি ভক্তিবশতঃ রামের অনুগমন  
 করেন, তাহা হইলে তিনি সदा সমস্ত আভরণে বিভূষিতা হইয়া  
 দিব্য বস্ত্র পরিধান করত গমন করুন এবং বনবাসের দুঃখ হরণ  
 করিয়া নিরন্তর রামকে সুপদান করুন ॥ ৩৯

এই সমস্ত রাজা দশরথও বলিলেন,—সুমন্ত্র । তুমি রথ আনয়ন  
 কর । বনে বিচরণকারী মুনিগণের প্রিয় এই রাম, সীতা ও  
 লক্ষ্মণ রথে আরোহণ করিয়া বনে গমন করুক ॥ ৪০

এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ, সীতা ও রামকে নিরীক্ষণ করত  
 অশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া দুঃখে ভূমিতে পতিত হইলেন এবং রোদন  
 করিতে লাগিলেন । অন্তরিক্তে সীতা রামের সাক্ষাতে সত্তর  
 রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৪১

রাম পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া (২) রথে আরোহণ  
 করিলেন । লক্ষ্মণ খড়্গশূল, ধনু ও তুণীরশ্রয় গ্রহণ করত রথে  
 আরোহণ করিয়া সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ করিলেন ।

(২) এখানে রাম একাকী প্রদক্ষিণ করিলেন । কিন্তু  
 বায়ীকিরামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা—ইহারা সকলেই  
 প্রদক্ষিণ করিলেন বর্ণিত আছে, কথা,—“কৃতাজলিন্ততো রামঃ  
 লক্ষ্মণশ্চ মহাবশাঃ । বৈদেহী চৈব রাজানং পরিবৃত্তাঃ  
 প্রদক্ষিণম্” ॥ ২।৩৯।১



গৃহীত্বা রথমারুহ্য নোদয়ামাস সারথিম্ ;  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ স্তম্ভেতি রাজা দশরথোহব্রবীৎ ॥ ৪৩  
 গচ্ছ গচ্ছতি রামেণ নোদিতোহচোদয়দ্ রথম্ ।  
 রামে দূরং গতে রাজা মুচ্ছিতঃ প্রাপত্য তুবি ॥ ৪৪  
 পৌরাস্ত্র বালবৃদ্ধাশ্চ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণসন্তপাঃ ।  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি রামেতি ক্রোশন্তো রথনবযুঃ ॥ ৪৫  
 রাজা রুদিহা স্মৃচিরং মাং নয়ন্ত গৃহং প্রাতি ।  
 কৌশল্যায়া রামমাতুরিত্যাহ পরিচারকান্ ॥ ৪৬  
 কিঞ্চিং কালং ভবেৎ তত্র জীবনং হৃথিতস্ত মে ।

কিন্তু রাজা দশরথ বলিলেন,—সুমন্ত্র । তুমি থাক, থাক অর্থাৎ  
 রথ চালনা করিও না ॥৪২ ৪৩

রাম বলিলেন,—‘চল, চল’ বলিয়া যাইতে প্রেরণা দিলে (১)  
 সুমন্ত্র রথ চালাইতে লাগিল । এইভাবে রাম দূরে চলিয়া  
 যাইলে পর রাজা দশরথ মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত  
 হইলেন ॥ ৪৪

এই সময় পুরবাসী বালক ও বৃদ্ধগণ এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ  
 ‘রাম । দাঁড়াও, দাঁড়াও’ এই কথা বলিয়া উঠেঃয়ের চীৎকার  
 করিতে করিতে রথের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ (২)

এদিকে রাজা ব্রাহ্মণ বোদন করিয়া রামমাতা কৌশল্যার  
 পরিচারকদিগকে বলিলেন,—চল, আমার কৌশল্যার গৃহে  
 লইয়া চল ॥ ৪৬

তথায় হৃৎপিণ্ডিত আমার জীবন কিছুকাল হয় ত’  
 থাকিবে ; কারণ, আমি রামকে পরিভাগ করিয়া অধিক দিন  
 আর জীবিত থাকিতে পারিব না ॥ ৪৭

ভারপর কৌশল্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াই রাজা দশরথ  
 মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে সংজ্ঞা  
 লাভ করিয়া তথায় মৌন হইয়াই অবস্থান করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৪৮ (৩)

এদিকে রাম ভূমসানদীর তীরে উপস্থিত হইয়া তথায় সুখে  
 বাস করিলেন । পরে প্রভু ধর্মাত্মা রাম কোন কিছু আহার না  
 করিয়া কেবল জলমাত্র পান করত বৃক্ষমূলে সীতার সহিত শয়ন  
 করিলেন । (৪) অতঃপর সুমন্ত্রের সহিত ধর্মজ লক্ষণ হস্তে ধর্ম্মাণ

(১) এখানে বাল্মীকি বলিতেছেন,—“তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি  
 ক্রোশ রাজা যাহীতি রাঘবঃ । সুমন্ত্রস্তাভবৎ তত্র গাং থকান্তরা  
 যিতিঃ ॥” ২।৩৯।৪৫

(২) এখানে ব্রাহ্মণগণের পশ্চাদ্ধাবন, কিন্তু বাল্মীকি-  
 রামায়ণে ইহাদের বিলাপ বর্ণিত আছে, যথা,—“বিক্রোশভামেব-  
 যপি বিজানাং ন ভবন্ত । তুক্ষ্মমেব যবৌ বাগ্মী রামঃ  
 সৌমিত্রিণা সহ ॥ ২।৪৩।৩৪

অত উর্দ্ধং ন জীবামি চিরং রামং বিনাকৃতঃ ॥ ৪৭  
 ভতো গৃহং প্রবিষ্টৌব কৌশল্যায়াঃ পপাত হ ।  
 মুচ্ছিতশ্চ চিরাদ বৃদ্ধা তুক্ষ্মমেবাবতস্থিবান্ ॥ ৪৮  
 রামস্ত তমসাতীরং গগ্না তজ্জানসং সুখী ।  
 জলং প্রাশ্য নিরাহারো বৃক্ষমূলেহবপদ্ বিভূঃ ॥ ৪৯  
 সীতয়া সহ ধর্মাত্মা ধর্ম্পাণিস্ত লক্ষণঃ ।  
 পালয়ামাস ধর্মজঃ সুমন্ত্রেণ সমন্বিতঃ ॥ ৫০  
 পৌরাঃ সর্বে সমাগত্য স্থিতাস্ত্যাবিদুরতঃ ।  
 শক্তা রামং পুরং নেতুং নোচেদ্ গচ্ছামহে বনম্ ॥৫১

ধারণ করিয়া রামসীতার রক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন ॥৪১-৪৩  
 যে সব পুরবাসীরা রামে অনুগমন করিয়াছিলেন,  
 তাঁহারা সকলে রামের অনতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে রামের বনগমনকালীন লক্ষণ  
 মাতা সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে সুমিত্রা লক্ষণকে বাহ্য উপদেশ  
 করেন, তাহার প্রামাণিকতা এখানে লক্ষ্য করিয়া আদিকবি  
 বাল্মীকির উক্তি উদ্ধৃত হইল,—“ভং বন্দমানং চরণং সুমিত্রা  
 পুনরব্রবীৎ । স্নেহান্মর্ষন্যুপাভ্যায় পরিত্যজ্য চ পীড়িতম্ ॥ ২।৩৯।৩  
 অরিতং গচ্ছ পস্থানং সহ রামেণ লক্ষণ । তজ্জব্রাতরং জ্যেষ্ঠং  
 রামং লোকহিতে রতম্ ॥ ৪ সংপূর্যেণ ত্বয়া বৎস তারিতাহং  
 সবাঙ্কবা । যন্তুং ত্যক্ত্বা প্রিয়ানু দারানু মাং রামমনুভূতঃ ॥ ৫  
 সমন্বো বিষমন্বো বা রামস্তে পরমা গতিঃ । প্রাণেভ্যোহপি  
 প্রিয়তরো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা গুরুশ্চ তে ॥ ৬ ভস্মাদন্যাপ্রমত্তন্তুং  
 শরীরং প্রতিপালয় । বিহনে বসতোহরণ্যে সীতয়া সহিতস্ত  
 চ ॥ ৭ এষ পুত্র সত্যং ধর্মো যং ত্বমিচ্ছসি সেবিতুম্ । ভস্মাৎ  
 ত্বয়া তৎপরেণ তজ্জ্যোহয়ং গুণাকরঃ ॥ ৮ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠোহ  
 প্রমত্তেন রামো রাজীবলোচনঃ । ত্বয়া পুত্র বনে সেবাঃ  
 পরিপাল্যক সর্বথা ॥ ৯ উচিৎ বঃ কূলে বৎস জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-  
 পালনম্ । দানং দীক্ষা তপশ্চৈব তনুভ্যাগো যুধেয় চ ॥ ১০  
 রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাস্বপ্নাম্ । অযোধ্যামটবীং  
 বিদ্ধি গচ্ছ বৎস যথাসুখম্ ॥ ২।৩৯।১১

(৪) বাল্মীকিরামায়ণে সুমন্ত্রের সহিত লক্ষণের শয্যা রচনা  
 বর্ণিত আছে, যথ,—

“উপাস্ত তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাজিমুপস্থিতাম্ ।

রামস্ত শয্যাং সঙ্ক্রেম্য সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥

ভাং শয্যাং ভূমসা ভীরে বৃক্ষপর্শৈঃ কৃত্যাং তদা ।

রামঃ সৌমিত্রিণামভ্য সত্যার্থাঃ সংবিশেষ হ” ॥



ইতি নিশ্চয়মাজ্জায় ভেবাং রামোহতিবিস্মিতঃ ।  
 নাহং গচ্ছামি নগরমেতে বৈ ক্লেশভাগিনঃ ॥ ৫২  
 ভবিষ্যন্তীতি নিশ্চিত্য স্তমস্ত্রমিদমব্রবীং ।  
 ইদানীমেব গচ্ছামঃ স্তমস্ত্র রথমানয় ॥ ৫৩  
 ইত্যাজ্ঞপ্তঃ স্তমস্ত্রোহপি রথং বাহৈরযোজয়ৎ ।  
 আরুহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণোহপি যযুর্দ্রুতম্ ।  
 অবোধ্যাভিমুখং গতা কিঞ্চিদ্ দূরং ততো যযুঃ ॥ ৫৪  
 তেহপি রামমদৃষ্টেব প্রাতরুথায় হৃৎখিতাঃ ।  
 রথেনেমিগতাং মার্গং পশ্যন্তস্তে পুরং যযুঃ ॥ ৫৫  
 হ্রদি রামং সসীতাং তে ধ্যায়ন্তস্তুরমহম্ ॥ ৫৬  
 স্তমস্ত্রোহপি রথং শীঘ্রং নোদয়ামাস সাদরম্ ।  
 স্ফোভাজনপদান্ পশ্যন্ত রামঃ সীতাসমম্বিতঃ ॥ ৫৭

তাহারা একরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, রামকে নগরে লইয়া  
 বাইতে পারি ভাল, নতুবা আমরাও তাহার সহিত বনে  
 বাইব । ৫১

ঈরামচক্রে তাহাদের এই নিশ্চয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত  
 বিস্মিত হইলেন । তিনি চিন্তা করিলেন, আমি অবোধানগরীতে  
 বাইব না, অতএব ইহারা অথবা ক্লেশ ভোগ করিবে । তখন  
 রাম একরূপ স্থির করিয়া স্তমস্ত্রকে এই কথা বলিলেন,—স্তমস্ত্র ।  
 আমরা এখনই গমন করিব, তুমি রথ আনয়ন কর । ৫২-৫৩

ঈরামের একরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া স্তমস্ত্র রথে বাহন  
 সংযোজন করিলেন । তারপর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সেই রথে  
 আরোহণ করিয়া দ্রুত গমন করিলেন । তাহারা কিছু দূর  
 পর্যন্ত অবোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন, তাহারপর অতদিকে  
 চলিয়া বাইলেন । (ঈরাম পুরবাসিগণকে প্রভাবিত করিবার  
 জন্য অবোধ্যাভিমুখে কিছুদূর গিয়াছিলেন, ইহাতে ঈরামের  
 অজ্ঞারচরণ কিছুই হয় নাই ; কারণ, তাহার লক্ষ্য ছিল—  
 পুরবাসিগণের ক্লেশ হরণ করা । মহর্ষি বায়ীকিও এই কথাই  
 বলিয়াছেন, যথা,—সুভমাহ ততো রামস্তুরিভং তুরগোত্তমৈঃ ।  
 উদন্ত-মুখঃ প্রবাহি ত্বং রথমাহ্বায় সারথে । যুহুর্ভং তুরিভং গতা  
 নিবর্তয় রথং পুনঃ । যথা ন বিদ্যাঃ পৌরা মাং তথা কুরু  
 সমাহিতঃ ॥ ২।৪৪।২৫-২৬ ) । সেই সব পুরবাসিগণ প্রান্তঃকালে  
 উঠিয়া রামকে না দেখিয়াই হৃৎখিত হইলেন এবং রথের চক্কের  
 দ্বারা চিহ্নিত পথ লক্ষ করিতে করিতে তাহারা নগরে ফিরিয়া  
 আসিলেন । ৫৪-৫৫

গজাতীরং সমাগচ্ছন্ শৃঙ্গবেবাদ্ বিদূরতঃ ।  
 গজাং দৃষ্টা নমস্কৃত্য স্নাত্বা সানন্দমানসঃ ।  
 শিংশপাবুক্শমূলে স নিষযাদ রঘুস্তমঃ ॥ ৫৮  
 ততো গুহো জটৈঃ শৃঙ্গা রামাগমমহোৎসবম্ ।  
 সখায়ং স্বামিনং দ্রষ্টুং হর্ষাৎ তূর্ণং সমাপত্তং ॥ ৫৯  
 কলানি মধু পুষ্পাদি গৃহীত্বা ভক্তিসংবৃত্তাঃ ।  
 রামস্তাগ্রে বিনিক্ষিপ্য দণ্ডবৎ প্রাপত্তদ্ ভূবি ॥ ৬০  
 গুহমুখাপ্য তং তূর্ণং রাঘবঃ পরিষষজে ॥ ৬১  
 সংপৃষ্টকুশলো রামং গুহঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীং ।  
 ধ্যোতাহমত্ৰ মে জন্ম নৈষাদং লোকপাবনম্ ।  
 বভূব পরমানন্দঃ স্পৃষ্টা তেহঙ্গং রঘুস্তম ॥ ৬২

এদিকে স্তমস্ত্রও সাদরে দ্রুত রথ চালাইতে লাগিলেন । রাম  
 সীতার সহিত সেই সময় অভিশয় সমৃদ্ধিশালী জনপদসকল  
 দেখিতে দেখিতে শৃঙ্গবের নগরের নিকটে গজাতীরে উপস্থিত  
 হইলেন । গজা দর্শন করত নমস্কার করিয়া ও স্নান করিয়া  
 রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং শিংশপা  
 বৃক্ষের ( ১ ) মূলে বাইয়া উপবেশন করিলেন । ৫৭-৫৮

তদনন্তর গুহ লোকসকলের মুখে মহোৎসবের স্তার আনন্দ-  
 দায়ক ঈরামের আগমনবার্তা শ্রবণ করত ভক্তিবশতঃ ফল-মূল,  
 মধু ও পুষ্পাদি লইয়া সখা ও প্রভু ঈরামকে দর্শন করিবার জন্য  
 অভিশয় আনন্দসহকারে সত্তর উপস্থিত হইলেন এবং রামের  
 সম্মুখে সেই সব ফল-মূলদি রাখিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম  
 করিলেন । ৫৯-৬০

তারপর ঈরামও অতি সত্তর গুহকে উত্থাপিত করিয়া  
 তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । ৬১

পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর গুহ কৃতাজলি হইয়া রামকে  
 বলিলেন—‘আমি স্বস্ত হইলাম, অন্য আমার নিষাদজন্যও সফল  
 হইল এবং এই নিষাদকুলও সকল লোকের পবিত্রকারক  
 হইল ( কারণ, তোমার পাদপদ্ম আজ এখানেই ভূমি স্পর্শ  
 করিয়াছে । ) রঘুস্তম । আজ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া  
 আমার পরমানন্দ লাভ হইয়াছে । ৬২

( ১ ) বায়ীকিরামারণে ইন্দ্রদীবৃক্ষমূলে উপবেশনের কথা  
 বর্ণিত আছে, যথা,—

“অবিদুরে ত্বয়ং নন্দা বহুপুষ্পপ্রবালবান্ ।

সুমহানিহুদীবৃক্ষো বসামোহৈবৈব সারথে ॥” ২।৪৭।৬

নৈষাদরাজ্যমেতৎ তে কিঙ্করশ্চ রঘুন্তম ।  
 হৃদধীনং বসন্তত্র পালয়াম্মানু রঘুহর ।  
 আগচ্ছ যামো নগরং পাবনং কুরু মে গৃহম্ ॥ ৬৩  
 গৃহাণ ফলমূলানি হৃদার্থং সঞ্চিতানি মে ।  
 অমৃগহৃদীষ ভগবন্ দাসস্তেহহং শুরোন্তম ॥ ৬৪  
 রামস্তমাহ স্ত্রীতো বচনং শৃণু মে সখে ।  
 ন বেক্ষ্যামি গৃহং গ্রামং বর্ষাণি নব পঞ্চ চ ॥ ৬৫  
 দত্তমন্তোন নো ভুঞ্জে ফলমূলাদি কিঞ্চন ।  
 রাজ্যং মমৈতৎ তে সর্বং ত্বং সখা মেহতিবল্লভঃ ॥ ৬৬  
 বটকীরং সমানায় জটামুকুটমাদরায়ং ।

রঘুনাথ । তোমার কিঙ্করের এই নিষাদরাজ্য তোমারই  
 অধীন । রঘুবংশধর । তুমি এখানে বাস করিয়া আমাদের  
 পালন কর । রাম । চল, আমরা নগরে যাই । তুমি আজ  
 আমার গৃহকে পবিত্র করিয়া দাও ॥ ৬৩

তোমার অন্ত সংগৃহীত এই সব ফল-মূল গ্রহণ কর ; ভগবন্ ।  
 আমাদের অনুগ্রহ কর । শুরশ্রেষ্ঠ । আমি তোমার দাস ॥ ৬৪  
 ভদ্রনন্দর রাম অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই গৃহকে বলিলেন,—  
 সখে । তুমি আমার কথা শ্রবণ কর । আমি চৌদ্দ বৎসরকাল  
 কোন গ্রাম ও গৃহে প্রবেশ করিব না ॥ ৬৫

অন্তের প্রদত্ত ফল-মূলাদি কিছুই ভক্ষণ করিব না । তোমার  
 এই সম্পূর্ণ রাজ্য আমারই, এবং তুমি আমার অতি প্রিয়  
 সখা ॥ ৬৬

(এখানে বাম্বীকি বলিয়াছেন,—“যদিদং ভবত। কিঞ্চিৎ

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্ম-রামায়ণে অবোধ্যাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ববন্ধ লক্ষ্মণেনাথ সহিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬৭  
 জলমাত্রস্ত সম্প্রাপ্ত সীতয়া সহ রাঘবঃ ।  
 আতৃভং কুশপর্ণাদৈঃ শয়নং লক্ষ্মণেন হি ৬৮  
 উবাস তত্র নগরে প্রাসাদাগ্রে যথা পুরা ।  
 শূদ্রাপ তত্র বৈদেহ্যা পর্য্যক্ ইব সংস্কৃতে ॥ ৬৯  
 ভতোহবিদূরে পরিগৃহ্য চাপং  
 সবাণতুণীর ধনুঃ সলক্ষ্মণঃ ।

ররক্ষ রামং পরিতো বিপশ্যন্  
 গুহেন সার্কিং সশরাসনেন ॥ ৭০  
 ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 অবোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

প্রীত্যর্থমুকল্পিতম্ । সর্বং ভদ্রনন্দানামি ন হি বর্তে  
 প্রতিগ্রহে ॥ ২৪৩২০ ) তারপর লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রাম  
 বটের ক্ষীর (আটা) আনাইয়া আদর সহকারে জটীর মুকুট  
 বন্ধন করিলেন ॥ ৬৭

রাম ভদ্রনন্দর সীতার সহিত কেবল জলপান করিয়া লক্ষ্মণ  
 কর্তৃক কুশ ও পত্রাদির দ্বারা রচিত শয়নে উপবেশন  
 করিলেন ॥ ৬৮

পূর্বে তিনি যেমন প্রাসাদশিখরে বাস করিতেন, সেইরূপ  
 এখানে বাস করিলেন এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক রচিত পালঙ্কের  
 শয্যায় সীতা দেবীর সহিত নিদ্রা যাইলেন ॥ ৬৯

অতদিকে সেই সময় বাণ, তুণীর ও ধনুযুক্ত লক্ষ্মণ হস্তে ধনু  
 ধারণ করিয়া ধনুর্ধারী গৃহের সহিত অনতিদূরে থাকিয়া চারিদিক্  
 লক্ষ রাখিতে রাখিতে রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৭০



## যথোহাধ্যায়ঃ ।

[ লক্ষ্মণেন গুহায় তত্ত্বজ্ঞানোপদেশঃ, রামাদীনাং ভরদ্বাজস্ত বাস্তীকেশচাশ্রমে গমনঃ, চিত্রকূটপর্বতে অবস্থানঞ্চ । ]

সুপ্তং রামং সমালোকা গুহঃ সোহশ্রুপরিপ্লুতঃ ।

লক্ষ্মণং প্রাহ বিনয়াদ্ ভ্রাতঃ পশুসি রাঘবম ॥ ১

শয়ানং কুশপত্রৌষসন্তরে সীতয়া সহ

যঃ শেতে স্বর্ণপর্ষাদ্ স্বাস্তীর্ণে ভবনোত্তমে ॥ ২

কৈকেয়ী রামদুঃখস্ত কারণং বিধিনা কৃত্য ।

মহুরাবুদ্ধিমান্স্থায় কৈকেয়ী পাপমাচরৎ ॥ ৩

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রাহ সখে শৃণু বচো মম ।

কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্ত কশ্চ হেতুঃ সুখস্ত বা ॥ ৪

স্বপূর্বাক্রান্তকর্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৫

### যষ্ঠ অধ্যায় ।

[ লক্ষ্মণ কর্তৃক গুহকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ, রামাদির ভরদ্বাজ ও বাস্তীকির আশ্রমে গমন এবং চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান । ]

রামকে নিদ্রিত অবপোচন করত গুহ নন্দনাক্ষরার সিংহ হইয়া বিনয় সহকারে লক্ষ্মণকে বলিলেন,— ভ্রাতঃ ! রতুনন্দনকে দেখিতেছ ? ১

যিনি উত্তম রাজপ্রাসাদে সুন্দর আস্তরণে (রাজবাদিতে) আস্তীর্ণ স্বর্ণভূষিত পালঙ্কে শয়ন করেন, তিনি কুশপত্রসমূহে আস্তৃত শয্যায় সীতার সহিত শয়ন করিয়াছেন ॥ ২

বিধি কৈকেয়ীকে রামের এই দুঃখের কারণ করিয়াছেন ; কারণ, কৈকেয়ী মহুরার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া একপ পাপাচরণ করিয়াছেন ॥ ৩ ( ১ )

এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন,—সখে ! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর । কে কাহার দুঃখের কারণ হইতে পারে এবং কেই বা কাহার সুখের হেতু হয় ? যেহেতু নিজের পূর্বাক্রান্ত কর্মই এই সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৪-৫

( ১ ) এখানে গুহের শোকপ্রকাশ কথিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তীকিরামায়ণে লক্ষ্মণ শোকপ্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

“লক্ষ্মণস্তম্বাচেদং রক্ষমাণাস্তুরানয ।

নাত্র ভীতা বন্য সর্পে জাগৃমঃ কিন্তু চিন্তয়া ।

কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া ।

শক্যা নিদ্রা ময়া লক্ণং জীবিতং বা স্থানি বা ।

যো ন দেবাসুতৈঃ শক্যং প্রসোচনং সহিতৈর্ভূষি ।

ভং পশু গুহ সংবিষ্টং তুণেশু সহ ভার্যয়া ॥ ২৪৮৮-৯০

সুখস্ত দুঃখস্ত ন কোহপি দাতা

পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা

অহং করোমীতি বৃথাহভিমানঃ

স্বকর্মসূত্রপ্রথিতো হি লোকঃ ॥ ৬

সুহৃদ্বিত্রাবুদাসীনেষ্টমধ্যস্থবান্ধবাঃ ।

স্বয়মেবাচরন্ কর্ম তথা তত্র বিভাব্যাতে ॥ ৭

সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্মবশগো নরঃ ।

যদ্ যদ্ যথাগতং ততদ্ ভুক্ত্য সুস্থমনা ভবেৎ ॥ ৮

ন তে ভোগাগমে বাহ্য ন তে ভোগবিসর্জনে ।

আগচ্ছন্নথ বা গচ্ছন্ন ভোগবশগো ভবে ॥ ৯

কেইই কাহাকে সুখদান ও দুঃখদান করিতে পারে না । অত্রে আমাদের সুখ বা দুঃখ দান করিতেছে,—ইহা কুবুদ্ধি অর্থাৎ এই জ্ঞান ভ্রমপূর্ণ আর আমিই সুখাদিজনক কর্ম করিতেছি, এই অভিমান বৃথা ; ( কারণ, তাহার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই । ) যেহেতু লোক—মানুষ নিজ নিজ কৃত কর্মরূপ সূত্রের দ্বারা প্রথিত হইয়া ( বদ্ধ হইয়া ) আছে । ( ইহার তাৎপর্য্য হইল—যে রূপ সূত্রধার সূত্রসূক্তা কাঠপুতলীকে নানাভাবে সূত্র চালনা করিয়া নানাবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে, পদন্ত পুতলী কিছুই করে না ; সেইরূপ শ্রীভগবান্ কর্মরূপ সূত্র চালনার দ্বারা সুখ-দুঃখ ভোগের অনুকূল কুর্ষসমূহ করাইয়া থাকেন, কর্মরূপ সূত্রে বদ্ধ জীবের কিছুই করার নাই । ) ৬

মানুষ নিজেই নানা কর্মের আচরণ করিয়া সূত্র ( উপকার করিলে উপকারকারী ), মিত্র ( উপকার বিনা উপকারকারী ), অরি ( শত্রু ), উদাসীন ( মিত্র ও শত্রুভারহিত ), দেষ্ট ( হিংসুক ), মধ্যস্থ ( নিরপেক্ষ ) ও বাহুব ( ভ্রাতা প্রভৃতি হিতকারী )—এইরূপ আচরিত কর্মানুকূল নানাবিধ ভাব উপলব্ধি করে ( সেইরূপ সুখ-দুঃখ বিবর্তেও জানিতে হইবে ) ॥ ৭

অতএব নিজের পূর্ব জন্মান্বিত কর্মের বশীভূত মানুষ সুখই আসুক বা দুঃখই আসুক—উভয়ের মধ্যে বাহা যখন আসিবে, তখনই তাহা ভোগ করিয়া ‘নাভুক্ত্য কীরতে কশ্চ’ এই ভাব রাখিয়া সুস্থমনা হইবে অর্থাৎ শান্তচিত্ত হইবে ॥ ৮

সংসারে যে ব্যক্তি ভোগের বশীভূত নহে, সেই ব্যক্তিই ‘আমার ভোগের ( বিষয় সুখ ভোগের ) প্রাপ্তিতে কোন বাসনা নাই এবং ভোগের ভোগে অর্থাৎ ভোগপ্রাপ্তি না হইলে দুঃখ

যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্ বা যেন কেন বা :  
কৃতং শুভাশুভং কর্ম ভোজ্যং তৎ তত্র নাশ্রুত্বা ॥ ১০  
অলং হর্ববিষাদাভ্যাং শুভাশুভফলোদয়ে ।  
বিধাতা বিহিতং যদ্ যৎ তদলভ্যাং শ্রাস্তুরৈঃ ॥ ১১  
সর্বদা সুখদুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুধ্যতে ।  
শরীরং পুণ্যপাপাভ্যামুৎপন্নং সুখদুঃখবৎ ॥ ১২

হইবে, অতএব ভোগ ভ্যাগ করা উচিত—এরূপ ভোগ ভ্যাগের বাসনা নাই (বাসনৈব বন্ধনকারণমিতি ভাসঃ।); সুতরাং ভোগ আসুক—তাহাও ভাল অথবা ভোগ না আসুক—তাহাও ভাল—এরূপ মনে করিয়া ভোগবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যার ॥ ১০

যে দেশে, যে কালে, যে বাসনার, ক্রোধ, ভয়, মোহ ও লোভ-বশতঃ সে কোনও শুভ এবং অশুভ কর্ম করা হইবে, সেই দেশে সেইকালে কামনাদিবশতঃ কৃত শুভ ও অশুভের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে—ইহার কোনরূপ অশ্রুত্বা হয় না। (সুতরাং কেহ যদি সুখভোগ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে সুখভোগেরই কর্ম পূর্বে করিচাছে এবং কেহ যদি দুঃখ ভোগ করে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, সে ভৎকালীন দুঃখ ভোগেরই কর্ম পূর্বে করিয়াছে—“দৈবৈ পুরুষকারে চ কর্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা। তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌরুষদৈহিকম্ ॥” এই বাজবল্ক্যের বাক্যানুসারেও সুখ-দুঃখাদিরূপ কর্মসিদ্ধি দৈবেরই অধীন। সেই দৈব হইল—“পূর্বজন্মাজিতং কর্ম ভদ্রদৈবমিতি কথ্যতে।” ) ॥ ১০

শুভ ফল আসুক অর্থাৎ সুখলাভ হউক কিংবা অশুভ ফল আসুক অর্থাৎ দুঃখলাভ হউক—ইহাতে হর্ব বা বিষাদ করিবার কিছু নাই (সুখলাভ হইলে হর্ষ উৎফুল্ল এবং দুঃখলাভ হইলে বিষাদগ্রস্ত হইতে নাই); কারণ বিধাতা কর্মানুসারে যখন বাহার প্রাপ্তির জন্ম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা সূরাসুর সকলেরই পক্ষে অলভ্যা অর্থাৎ বিধাতা কর্তৃক লিখিত ললাট-লিখন কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১১

(সুখ-দুঃখ যে কেবল হর্ব ও বিষাদ উৎপন্ন করে, তাহাই নহে; পরন্তু ইহার দ্বারা জীব বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন।) মানুষ সর্বদা সুখ ও দুঃখের দ্বারা বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ কখনও সে পুণ্যফলে সুখ ভোগ করিতে থাকায় তাহাতেই আসক্ত থাকে, আবার কখনও পাপফলের উদয়ে দুঃখে আক্রান্ত হইয়া তাহাতেই অভিভূত থাকে। পুণ্য ও পাপের দ্বারা বেক্রপ সুখ এবং দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পুণ্য ও পাপের দ্বারা শরীরও

সুখস্থানস্তরং দুঃখং দুঃখস্থানস্তরং সুখম্ ।  
দয়মেতদ্ধি জন্তুনামলভ্যাং দিনরাত্রিবৎ ॥ ১৩  
সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্ ।  
দয়মন্তোহন্যসংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপদ্মবৎ ॥ ১৪  
তস্মাকৈর্যোগ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিযু ।  
ন হ্রস্বস্তি ন মুহুস্তি সর্বং মায়েতি ভাবনাং ॥ ১৫

উৎপন্ন হয়। (পুণ্যজন্ম ও পাপজন্ম হইল—এই শরীর। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—“শরীরকৈঃ কর্মদোষৈর্গাতি স্থাবরভ্যাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষি-যুগভ্যাং মানসৈরভ্যাজাতিভ্যাম্” ॥ ১২।৯ “ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্বকৃতৈস্তথা। প্রাপ্তবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্যায়ম্” ॥ ১১।৬৮ জীবের শরীরবিপর্যয়ে স্ব-কর্মদোষই বলবান্। ইহার দ্বারা শরীরের পাপজন্ম, স্পষ্টই প্রকীর্ণ হইতেছে, তাহা হইলে পুণ্যজন্ম কিরূপ হইল? ইহার উত্তরে—“পুণ্যাপুণ্যশ্রয়ময়ী স্থিতির্জন্তোস্তদ্ব্যোদয়ে ১১।১৭—এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের বাক্যানুসারে শরীর ধারণের জন্ম জীবের উদরে স্থিতি এবং উহা আবার পুণ্য ও অপুণ্য (পাপ)-কে অবলম্বন করিয়াই নির্জারিত হইয়াছে, অতএব মূলে “শরীরং পুণ্যপাপাভ্যাম্” এই কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা সুসঙ্গতই হইয়াছে। ) ॥ ১২

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসিবেই; যেরূপ দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিনের আগমনকে প্রতিহত করা যায় না, সেইরূপ প্রাণিগণের সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ এই উভয়কে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না (অতএব “চক্রবৎ পরিবর্ততে সুখানি দুঃখানি চ।” এরূপ অবশ্যতাবী সুখ-দুঃখের জন্ম হর্ব-বিষাদ করিতে নাই—ইহাই হইল ভাৎপর্য্য ) ॥ ১৩

সুখের মধ্যে দুঃখ থাকে আবার দুঃখের মধ্যে সুখ থাকে। এই সুখ দুঃখ উভয়ই জল ও পক্ষের দ্বারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত হয়। (সুতরাং সুখও দুঃখাত্মক বলিয়া পরিভাষ্য আর দুঃখের কথা কি বলিবার আছে? একজ্ঞ মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“সর্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ”। ) ॥ ১৪

সেইহেতু এ অগতে সব কিছুই মায়া—এরূপ নিশ্চয় করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বৈর্য্য অবলম্বন করত ইষ্টাগমে হর্ব ও অনিষ্টাগমে বিষাদগ্রস্ত হন না অর্থাৎ বিদ্বান্গণ ইষ্ট ও অনিষ্টকে তুল্যজ্ঞান করেন বলিয়া হ্রষ্ট ও বিষন্ন হন না। (এবিষয়ে শ্রীগীতার আছে,—সমদুঃখ-সুখঃ যস্যঃ সমলোকাশ্রয়কামনঃ। তুল্যপ্রিয়া-প্রিয়ো বীরস্তল্যানিন্দ্যাকসংস্তুতিঃ ॥ ১৪।২৪)

এইরূপে লক্ষণ ও গুহের কথোপকথন চলিতে চলিতেই

গুহ-লক্ষণয়োৰেবং ভাষতোৰ্বিমলং নভঃ ।  
 বভূব রামঃ সলিলং স্পৃষ্ট্বা প্রাতঃ সমাহিতঃ ।  
 উবাচ শীঘ্রং সূদৃঢ়াং নাবমানয় মে সখে ॥ ৬  
 শ্রদ্ধা রামস্ত বচনং নিষাদাধিপতিশূৰ্হঃ :  
 স্বয়মেব দৃঢ়াং নাবমানিনায় শূলক্ষণাম ॥ ১৭  
 স্বামিগ্নারুহতাং নৌকা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।  
 বাহয়ে জ্ঞাতিভিঃ সার্কমহমেব সমাহিতঃ ॥ ১৮  
 তথৈতি রাঘবঃ সীতামারোপ্য শুভলক্ষণাম ।  
 গুহস্ত হস্তাবলম্ব্য স্বয়ংকারুহদচ্যুতঃ ।  
 আযুধাদীন্ সমারোপ্য লক্ষ্মণোহপ্যারুরোহ চ ॥ ১৯  
 গুহস্তান্ বাহয়ামাস জ্ঞাতিভিঃ সহিতঃ স্বয়ম্ ।  
 গঙ্গামধ্যে গতা গঙ্গাং পার্থস্যামাস জ্ঞানকী ॥ ২০  
 দেবি গঙ্গে নমস্তুভ্যং নিবৃত্তা বনবাসতঃ ।  
 রামেণ সহিতাহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চ পূজয়ে ॥ ১১  
 সুরামাংসোপহারৈশ্চ নানাবলিভিরাদৃতা ।

আকাশ নির্মল হইল অৰ্থাৎ রাত্রি প্রভাত হইল। তখন রাম একাগ্রমনে প্রাতঃকালে জল স্পর্শ করিয়া অৰ্থাৎ প্রাতঃকালো-  
 চিত্ত শৌচ, স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া গুহকে  
 বলিলেন,—সখে। একটি সূদৃঢ় নৌকা আনয়ন কর ॥ ১৫-১৬

নিষাদরাজ গুহ রামের এই কথা শ্রবণ করত স্বয়ংই একটি  
 সর্বশূলক্ষণযুক্তা ও সূদৃঢ়া নৌকা লইয়া আসিলেন ॥ ১৭

ভারপর রামচন্দ্রকে বলিলেন,—প্রভো। তুমি সীতা ও  
 লক্ষ্মণের সহিত এই নৌকায় আরোহণ কর। আমিই জ্ঞাতিগণের  
 সহিত মিলিত হইয়া এই নৌকা একাগ্রচিত্তে বাহিত করিয়া  
 লইয়া যাইব ॥ ১৮

অচ্যুত রামচন্দ্র ‘ভাহাই হউক’ এইকথা বলিয়া শুভলক্ষণ-  
 যুক্তা সীতাকে নৌকায় আরোহণ করিয়া স্বয়ং গুহের হস্ত  
 অবলম্বন করত নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ অস্ত্রাদি  
 নৌকায় রাখিয়া ভারপর নিজে আরুহ হইলেন ॥ ১৯

জ্ঞাতিগণের সহিত স্বয়ং নিষাদরাজ গুহ তাঁহাদিগকে বাহিত  
 করিয়া লইয়া চলিলেন। অনকনন্দিনী সীতা গঙ্গার মধ্যভাগে  
 উপস্থিত হইয়া গঙ্গা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন ॥ ২০

দেবি গঙ্গে। তোমাকে নমস্কার। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত  
 বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইয়া আমি সূরা ও মাংস উপহার  
 এবং আরও অস্ত্রাভ নানাবিধ উপহার দিয়া আদর সহকারে  
 তোমার পূজা করিব। এই কথা বলিয়া নৌকা গঙ্গার পরপারে  
 যাইলে ভীরে নামিয়া ধীরে ধীরে তাঁহারা উভয়ে গমন করিতে  
 লাগিলেন ॥ ২১-২২

ইত্যুক্তা পরকূলং তৌ শনৈরুত্তীৰ্য্য জগ্মতুঃ ॥ ২২  
 গুহোহপি রাঘবং প্রাহ গমিষ্ঠ্যামি ত্বয়া সহ ।  
 অমুজ্জাং দেহি রাজেন্দ্র নো চেৎ প্রাণান্ত্যজাম্যহম্ ॥ ২৩  
 শ্রদ্ধা নৈষাদবচনং শ্রীরামস্তমথাত্ববীৎ ।  
 চতুর্দশ সমাঃ স্থিত্বা দণ্ডকে পুনরপ্যাহম্ ।  
 আযাশ্চামাদিতং সত্যং নাসত্যং রামভাষিতম্ ॥ ২৪  
 ইত্যুক্তালিঙ্গ্য তং ভক্তং সমাশ্বাস্ত পুনঃ পুনঃ ।  
 নিবর্তয়ামাস গুহং সোহপি কৃচ্ছাদ্ যযৌ গৃহম্ ॥ ২৫  
 তত্র মেধাং যুগং হত্বা পক্ত্বা হত্বা চ তে ত্রয়ঃ ।  
 ভুক্ত্বা বৃক্ষতলে স্তপ্ত্বা সূখমাসত ত্বাং নিশাম্ ॥ ২৬  
 ততো রামস্ত বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।  
 ভরত্বাজ্ঞাশ্রমপদং গত্বা বহিরূপস্থিতঃ ॥ ২৭  
 তত্রৈকং বটুকং দৃষ্ট্বা রামঃ প্রাহ চ হে বটো ।  
 রামো দাশরথিঃ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ ।  
 আস্তে বহির্বনশ্চেতি হ্যচ্যুতং মুনিসন্নিধৌ ॥ ২৮

এই সময় গুহও রাঘবকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র। আমি  
 তোমার সহিত যাইব, তুমি অনুমতি কর, অস্ত্রাশ্রম আমি প্রাণ  
 পরিভ্যাগ করিব ॥ ২৩

নিষাদরাজ গুহের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম তাঁহাকে  
 এই কথা বলিলেন—সখে। আমি দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ বৎসর  
 বাস করিয়া পুনরায় এখানে আসিব। এই আমি যাহা বলিলাম  
 তাহা সত্য, রামবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না ॥ ২৪

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র আলিঙ্গন করত সেই ভক্ত গুহকে  
 পুনঃ পুনঃ আশ্বাসদান করিয়া গুহকে নিবৃত্ত করিলেন। তখন  
 গুহও অভিকষ্টে গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৫

ভারপর তথায় পবিত্র যুগ বধ করিয়া তাহার মাংস পাক  
 করত পক মাংসের ঘারা হোম করিয়া তাঁহারা তিনজনে সেই  
 হতাবশিষ্ট মাংস ভোজন করত বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া সুখে  
 রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ॥ ২৬

ভারপর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরত্বাজ মুনির আশ্রম  
 সন্নিধানে গমন করত তথায় বহির্দেলে অবস্থান করিতে  
 লাগিলেন ॥ ২৭

অনন্তর সেই স্থানে এক ব্রহ্মচারী বালককে দেখিয়া রাম  
 তাঁহাকে বলিলেন,—বটো। মুনির নিকটে যাইয়া তুমি বল যে,  
 দশরথনন্দন রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তপোবনের বহির্দেলে  
 উপস্থিত হইরাছেন ॥ ২৮

তচ্ছ্রুত্বা সহসা গতা পাদয়োঃ পতিভো যুনেঃ ।  
 স্বামিন্ রামঃ সমাগত্য বনাদ্ বহিরবস্থিতঃ ॥ ২৯  
 সত্যার্থ্যঃ সানুজঃ শ্রীমানাহ মাং দেবসন্নিভঃ ।  
 ভরদ্বাজায় যুনেয়ৈ জ্ঞাপয়স্ব যথোচিতম্ ॥ ৩০  
 তচ্ছ্রুত্বা সহসোখায় ভরদ্বাজো মুনীশ্বরঃ ।  
 গৃহীত্বাহর্ষাঞ্চ পাণ্ডঞ্চ রামসামীপামাষয়ী ॥ ৩১  
 দৃষ্ট্বা রামং যথাক্ষায় পূজয়িত্বা সলক্ষণম্ ।  
 প্রাহ মে পর্ণালায়ং রাম রাজীবলোচন ।  
 আগচ্ছ পাদরজসো পুনীহি রঘুনন্দন ॥ ৩২  
 ইত্যুক্তো টিঙ্কমানয় সীতয়া সহ রাঘবৌ ।  
 তত্কা পুনঃ পূজয়িত্বা চকারাতিথ্যামুত্তমম্ ॥ ৩৩  
 অগ্নাহং তপসঃ পারং গতে'হস্মি তব সঙ্গমাৎ ।  
 জাতং রাম তবোদন্তং ভূতক্ষাগামিকঞ্চ যৎ ॥ ৩৪

ইতি শ্রবণ করত সেই ব্রহ্মচারী সহসা গমন করত মূনির  
 পাদযুগলে পতিত হইয়া অর্থাৎ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া  
 বলিলেন,—প্রভো! ভাৰ্য্যা ও অনুজ ভ্রাতার সহিত দেবোপম  
 পুরুষ শ্রীমান্ শ্রীরাম আশ্রমে আসিয়া তপোবনের বহির্ভাগে  
 অবস্থান করিতেছেন এবং আমার বলিলেন—তুমি গিয়া ভরদ্বাজ  
 মূনিকে আমার সংবাদ যথাযথভাবে নিবেদন কর ॥ ২৯-৩০

এই কথা শুনিবামাত্র মুনীশ্বর ভরদ্বাজ সহসা উখিত হইয়া  
 গাঢ় ও অর্ঘ্য গ্রহণ করত শ্রীরামের নিকটে আগমন  
 করিলেন ॥ ৩১

ভরদ্বাজ রামকে দর্শন করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ লক্ষণের  
 (ও সীতার) সহিত রামচন্দ্রকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন,  
 —পুনলোচন রাম! তুমি আমার পর্ণকুটীরে আগমন কর এবং  
 রঘুনন্দন! তোমার পাদযুগলের দ্বারা তাহা পবিত্র কর ॥ ৩২

এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষণকে সীতার সহিত পর্ণালায়  
 গমন করত ভক্তিসহকারে পুনরায় পূজা করিয়া উত্তম  
 অতিথি সংকল্প করিলেন ॥ ৩৩

অনন্তর মূনিবর বলিলেন,—রাম! আজ আমি তোমার  
 সহিত মিলনবশতঃ (অথবা তোমার সমাগমবশতঃ) তপস্তার  
 পারগামী হইলাম অর্থাৎ তপস্তার দ্বারা বঁাহাকে লাভ  
 করা যায় না, তোমার করুণাবশতঃ আমি সেই তোমাকেই  
 লাভ হইলাম। রাম! আমি তোমার সমস্ত ভূত (অতীত)  
 ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অবগত আছি ॥ ৩৪

জানামি ত্বাং পরাশ্রানং মায়য়া কার্যমানুষম্ ।  
 যদর্থমবতীর্ণোহসি প্রার্থিতো ব্রহ্মণ পুরা ।  
 যদর্থং বনবাসন্তে তৎ করিষ্যামি বৈ পুনঃ ॥ ৩৫  
 জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাহং জাতয়া বহুপাসনাৎ ।  
 ইতঃ পরং ত্বাং কিং বক্ষ্যে কৃতার্থোহহং রঘুত্তম ।  
 যত্বাং পশ্যামি কাকুৎস্থং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৩৬  
 রামস্তমভিবাছ্যাহং সীতালক্ষণসংযুতঃ ।  
 অনুগ্রাহ্যত্বয়া ব্রহ্মন্ বয়ং ক্ষত্রিয়বন্ধবঃ ॥ ৩৭  
 ইতি সম্ভাষ্য তেহন্তোশ্চমুষিত্বা মুনিসন্নিধৌ ।  
 প্রাভরুখায় যমুনামুত্তীৰ্ঘ্য মূনিদারকৈঃ ॥ ৩৮  
 কৃতপ্লবেন মূনিনা দৃষ্টমার্গেণ রাঘবঃ ।  
 প্রযযৌ চিত্রকূটাদ্রিং বান্দ্রীকৈর্ষত্র চাশ্রমঃ ॥ ৩৯  
 গতা রামোহথ বান্দ্রীকৈরাশ্রমমুষিসঙ্কুলম্ ।  
 নানামুগদ্বিজাকীর্ণং নিত্যপুষ্পফলাদ্বিতম্ ॥ ৪০

তুমি যে সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইয়াও মায়াবলে কৃত্রিম মনুষ্য  
 রূপ ধারণ করিয়াছ, তাহা আমি জানি। পুরাকালে ব্রহ্মা  
 প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদনুসারে যেজন তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ,  
 যেজন তোমার বনবাস এবং পরে যাহা করিবে, তৎ সমস্তই  
 আমি তোমার উপাসনাক্রান্ত জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা অবগত আছি।  
 ইহার পর আর আমি তোমাকে কি বলিব? রঘুত্তম! আজ  
 আমি কৃতার্থ হইলাম, কারণ, প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত যে  
 পরমপুরুষ তুমি, সেই তোমাকে আজ আমি প্রত্যক্ষ দর্শন  
 করিতেছি ॥ ৩৫-৩৬

সীতা ও লক্ষণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে অভিবাদন  
 করিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমরা অধম ক্ষত্রিয়, অতএব  
 আপনি আমাদের অনুগ্রহ করুন ॥ ৩৭

এইভাবে তাঁহারা পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া এবং মূনির নিকটে  
 সেই রাজি বাস করিয়া প্রাভঃকালে উখিত হইয়া মূনিবালক-  
 গণের দ্বারা বাহিত ভেলার সাহায্যে যমুনার পরপারে গমন  
 করত ভরদ্বাজমূনি-প্রদর্শিত পথে শ্রীরাম চিত্রকূট পর্বত অভিমুখে  
 প্রস্থিত হইলেন, যথায় বান্দ্রীকিমূনির আশ্রম আছে ॥ ৩৮-৩৯

তদনন্তর রাম ঋষিগণে পরিপূর্ণ, নানা যুগ ও পক্ষিদলে  
 ব্যাপ্ত, নিত্য পুষ্প ও ফলসমৃদ্ধ সংযুক্ত বান্দ্রীকির আশ্রমে  
 গমন করত তথায় মূনিশ্রেষ্ঠ বান্দ্রীকিকে উপবেশন করিয়া

তত্র দৃষ্টা সমাসীনং বান্দ্রীকিং মুনিসত্তমম ।

ননাম শিরসা রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ॥ ৪১

দৃষ্টা রামং রমানাথং বান্দ্রীকিলোকসুন্দরম ।

জানকীলক্ষ্মণোপেতাং জটামুকুটমণ্ডিতাম ॥ ৪২

কন্দর্পসদৃশাকারং কমলীয়াসুজ্জ্বলম ।

দৃষ্টেব সহ সোত্তমৌ বিশ্বয়ানিমিষেক্ষণঃ ॥ ৪৩

আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রুতলোচনঃ ।

পূজয়িত্বা জগৎপূজ্যং ভক্ত্যা হর্ষাদিত্তিরাদৃতঃ ॥ ৪৪

কলমূলৈঃ স্নমধুরৈর্ভোজয়িত্বা চ লালিতঃ ।

রাঘবঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ বান্দ্রীকিং বিনয়াস্থিতঃ ॥ ৪৫

পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানাগতাং বয়ম্ ।

থাকিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত অবনত মস্তকে  
প্রণাম করিলেন । ৪০-৪১ ( ১ )

বান্দ্রীক সেই রমানাথ ( লক্ষ্মণপতি ) লোকসুন্দর, জানকী  
ও লক্ষ্মণের সহিত যুক্ত, জটাজালের মুকুট দ্বারা বিভূষিত এবং  
সাক্ষাৎ কামদেবের দ্বারা সুন্দরাকৃতি কমলীর কমললোচন রামকে

( ১ ) বান্দ্রীকিরামায়ণে চিত্রকূটপর্ব্বতে বান্দ্রীকিসমাগম  
বৃত্তান্ত নাই । বান্দ্রীক নামের ব্যুৎপত্তি বান্দ্রীকিরামায়ণের  
ভিলকটীকাকার বলিয়াছেন—“বান্দ্রীকস্তাপত্যং পুমান্  
বান্দ্রীকিঃ” । ‘অতঃ ইঞ্, ইতি ইঞ্ প্রত্যয়ঃ । ইনি ভৃগুপুত্র  
ঋক্ষ, তবে বান্দ্রীকপত্য কি ভাবে হইলেন—যথা—বিষ্ণুপুরাণে  
—“ঋকোহভূদ্ ভার্গবস্তস্মাদ্ বান্দ্রীকির্যোহভিধীয়তে” । আবার  
অতএব দেখা যায় ইনি প্রচেতা অর্থাৎ বরুণের অপত্য, তাহা  
হইলে ইনি বান্দ্রীকের অপত্য কিরূপে হইলেন ? অত্যন্ত নিশ্চল  
ভাবে নিদারুণ ভগ্নোন্নত অবস্থায় ভৃগুপুত্র ঋক্ষ বান্দ্রীকের দ্বারা  
আবৃত্ত হন । সেই অবস্থায় বরুণ তাঁহার উপর নিরন্তর বর্ষণ  
করায়, তাহার প্রাণ্ডীর্ভাব হয় অর্থাৎ বান্দ্রীক গলিয়া গিয়া তিনি  
লোকদৃষ্টিগোচর হন, অতএব সেই ভৃগুপুত্রের পরে প্রচেতার  
অপত্যত্ব ও বান্দ্রীকের অপত্যত্বরূপে উল্লেখ অর্থাৎ তাঁহাকে  
প্রাচেতস ও বান্দ্রীকি বলিয়া বর্ণনা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ; যেমন  
গোণীপুত্র কলসীসুত ইত্যাদি ব্যবহার বহু দেখা যায় । সেই  
অন্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কথিত আছে,—“তথাব্রবীন্মহাভজা  
ব্রহ্মা লোকপতিমহঃ । বান্দ্রীকপ্রভবো যস্মাদ্ ভস্মাদ্ বান্দ্রীকি-  
রিত্যসৌ ।” আবার দস্যু রত্নাকর কঠোর তপস্তাপ্রভাবে  
‘বান্দ্রীকি’ হইয়াছেন, ইহাও লোকশ্রুতি আছে । স্বয়ং মহর্ষি  
ব্যাসদেব বান্দ্রীকি-মুখে এই অধ্যায়েই তাহা বলিবে ।

ভবন্তৌ যদি জানন্তি কিং বক্ষ্যামোহত্র কারণম্ ॥ ৪৬

যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ স্থানং বদস্ব তৎ ।

সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিৎত্র নরাম্যহম্ ॥ ৪৭

ইত্যুক্তো রাঘবেণাসৌ মুনিঃ সন্মিতমব্রবীৎ ।

ত্বমেব সর্বলোকানাং নিবাসস্থানমুত্তমম্ ॥ ৪৮

তবাপি সর্বভূতানি নিবাসসদনানি হি ।

এবং সাধারণ স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন ॥ ৯

সীতয়া সহিতশ্চেতি বিশেষং পৃচ্ছতস্তব ।

তদ্ বক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ যন্তে নিয়তমন্দিরম্ ॥ ৫০

শাস্ত্রানাং সমদৃষ্টীনাং দৃষ্টানাক্ষ জন্তুষু ।

ত্বমেব ভক্ততাং নিত্যং হৃদয়ং তেহমিহমন্দিরম্ ॥ ৫১

দর্শন করিয়া এবং বিশ্বয়ে নিনিমেষলোচনে এইভাবে তাঁহাকে  
উপস্থিত হইতে দেখিয়াই সহসা উদ্ভিত হইলেন । ৪২-৪৩

তারপর আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে পরমানন্দময় রামকে  
আলিঙ্গন করত ভক্তি সহকারে অর্ঘ্যাদির দ্বারা জগৎপূজ্য রাম-  
চন্দ্রকে পূজা করিয়া বিশেষ সমাদর করিলেন । ৪৬

তারপর স্নমধুর কল-মূলাদির ভোজন করাইয়া বিশেষ  
আপ্যায়ন করিলেন । তদনন্তর বিনীত রাঘব কৃতজ্ঞালি হইয়া  
বান্দ্রীকিকে বলিলেন । ৪৫

পিতার আজ্ঞাপালনের নিমিত্ত আমরা এই দণ্ডকারণে  
আসিয়াছি । আপনারা ত’ সবই জানেন, সুতরাং তাহার  
কারণ আর কি আপনাকে বলিব । ৪৬

অতএব বেস্থানে আমাদের বাস সুখকর হইবে, তাহা  
আমাকে আপনি বলুন । সীতার সহিত কিছুকাল আমি তথায়  
অভিবাহিত করিব । ৪৭

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে পর মুনিবর বান্দ্রীকি ঈর্ষহীন  
সহকারে বলিলেন,—রাম । তুমিই সমস্ত লোকসমূহের উত্তম  
নিবাসস্থান । ৪৮

আবার সমস্ত ভূতগ্রাম ভোমারও নিবাস স্থান অর্থাৎ তুমি  
সর্বাসুখ্যামী, সুতরাং সকল প্রাণীই তোমার নিবাসনিকেতন ।  
রঘুনন্দন । এই আমি তোমার সাধারণ বাসস্থান বলিলাম । ৪৯

যেহেতু তুমি সীতার সহিত বাস করিবার জন্য বিশেষভাবে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছ, রঘুশ্রেষ্ঠ । সেইহেতু আমি তোমার সেই  
নিরন্ত মন্দির অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাসস্থান বলিব । ৫০

যাঁহার শান্ত, সমদর্শী এবং সমস্ত দোষবর্জিত এবং সর্বদা  
তোমার ভজনা করেন, তাঁহাদের হৃদয়-মন্দিরই তোমার  
নিরন্তবাসস্থান । ৫১

ধর্মধর্মান্ পরিত্যজ্য ভামেব ভজ্যতোহনিশম ।

সীতয়া সহ তে রাম তস্ত হ্রং স্তুত্বমন্দিরম ॥ ৫১

তদ্বস্ত্রজাপকো যস্ত ভামেব শরণং গতঃ ।

নির্ঘৃন্থো নিস্পৃহস্তস্ত হৃদয়ং তে স্তুত্বমন্দিরম ॥ ৫২

নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বेषবর্জিতাঃ ।

সমলোষ্টাশ্চকনকান্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম ॥ ৫৩

ভয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্ঘঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ ।

ভয়ি সন্তুষ্টকর্ম্য যস্তদ্ব্যনন্তে শুভং গৃহম ॥ ৫৪

যো ন ঘেষ্টাপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হ্রস্বতি ।

সর্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ভাং ভজ্যন্ত্যনো গৃহম ॥ ৫৫

যড়্‌বর্গাদিবিকারান্ যো দেহে পশ্যতি নাত্মনি ।

ক্ষুৎতৃট্‌শ্চভবং হৃৎখং প্রাণবুদ্ধ্যানিরীক্ষতে ।

যে ব্যক্তি ধর্ম—বিহিত কর্ম ও অধর্ম—নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভোমারই ভজনা করে, হে রাম ! তাহার হৃদয়ই সীতার সহিত ভোমার সুখকর মন্দির ॥ ৫১

যে ব্যক্তি ভোমার মন্ত্র জপ করে, ভোমারই শরণাপন্ন হইরাছে, নির্ঘৃন্থ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদিহৃদয় সহিষ্ণু এবং বিবর-স্পৃহা বঞ্চিত, তাহার হৃদয়ই ভোমার সুখমন্দির ॥ ৫২

যাহারা অহঙ্কারশূন্য, শান্ত, রাগ দ্বेषবর্জিত এবং লোকে (মাতার চেয়ে), প্রভুর ও স্বর্গে তুল্যদৃষ্টি, তাহাদের হৃদয় ভোমার গৃহ ॥ ৫৩

ভোমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি সদা সন্তুষ্ট থাকে এবং ভোমাকে সমস্ত কর্ম (কর্মফল) যে প্রদান করে, তাহার হৃদয় ভোমার শুভ বাসস্থান ॥ ৫৪

যে অপ্রিয়কে নিন্দা করে না অর্থাৎ শোক-দুঃখাদি কষ্টদায়ক পাপ কর্মফলের ভোগকাল উপস্থিত হইলে পর দৈব বা ভাগ্যকে কটাক্ষ করিয়া নিন্দা করে না এবং প্রিয়—সুখ প্রাপ্ত হইলে হর্ষপ্রকাশ করে না ; পরন্তু এই সবই ‘মারাত্মক’ একরূপ হিঁস করিয়া ভোমার ভজনা করে, তাহার মন ভোমার গৃহ ॥ (১) ॥ ৫৫

যে ব্যক্তি অন্ন, অস্তিত্ব, বুদ্ধি, বিপরিণাম, অপকর ও নান্য—এই ছয় প্রকার বিকার দেহের বলিয়া অর্থাৎ দেহধর্ম বলিয়া

(১) এই অধ্যাত্ম-রামায়ণে বাল্মীকির এই সব বাক্য পাঠ করিলে সহজেই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার কথা স্মরণ হয় । বিশেষতঃ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ই যেন পাঠ করিতেছি—এরূপ বোধ হইবে ।

সংসারধর্মৈর্নির্মুক্তস্তস্ত তে মানসং গৃহম ॥ ৫৬

পশ্যন্তি যে সর্বগুহাশয়স্বং

ভাং চিদ্ব্যনং সত্যমনস্তমেকম ।

অলেপকং সর্বগুহং বরেণ্যং

ভেষাং হৃদয়ে সহ সীতয়া বস ॥ ৫৭

নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়োক্তাত্মনাম্

ত্বংপাদসেবাপরিনিষ্ঠিতানাম্ ।

ত্বন্মামকীর্ত্য হতকল্মষাণাম্

সীতাসমেতস্ত গৃহং হৃদয়ে ॥ ৫৮

রাম ত্বন্মামমহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথম্ ।

যৎপ্রভাবাদহং রাম ব্রহ্মবিদ্বমবাপ্তবান্ । ৬০

অহং পুরা কিরাতেষু কিরাতেঃ সহ বন্ধিতঃ ।

জন্মমাত্রাভিজ্ঞং মে শূদ্রাচাররতঃ সদা ॥ ৬১

জানেন, পরন্তু আত্মার এই সব থাকে না অর্থাৎ এই বড় ভাব বিকার আত্মধর্ম নয় বলিয়া জানেন, এইরূপ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণ-ধর্ম এবং সুখোৎপত্তি ও দুঃখকে বুদ্ধিধর্ম বলিয়া দেখে—জানেন এবং সংসার-ধর্ম অর্থাৎ সংসারজনক গুণভূত অদৃষ্ট হইতে অথবা কামাদি হইতে যে ব্যক্তি মুক্ত, তাহার মন ভোমার গৃহ ॥ ৫৬

যাহারা ভোমাকে সকলের অভ্যর্থনাক্রম ও হার অবস্থান-কারী অথবা সকল গুহা-(অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়)-রূপ আশ্রয়ে—স্থানে স্থিত, চৈতন্যরূপ, সত্য (কালত্রে অব্যবহিত), অনন্ত, অধিতীয়, সর্বগত (সর্বব্যাপক) নির্লেপক (অসঙ্গ) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, তাহাদের হৃদয়পক্ষে তুমি সীতার সহিত বাস কর ॥ ৫৭

যাহারা নিরন্তর ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে নিজেদের অভ্যর্থন ভোমাতে স্থির করিয়াছে, যাহারা ভোমার নাম কীর্তন দ্বারা নিজেদের সমস্ত পাপকে ক্ষয় করিয়া দিয়াছে, তাহাদের হৃদয়পক্ষে তুমি সীতার সহিত বাস কর ॥ ৫৮

রাম ! ভোমার নামের মহিমা কোন্ ব্যক্তি কিরূপে বর্ণনা করিবে ? রাম ! ভোমার ‘রাম’ এই যে নামের প্রভাবে আমি ব্রহ্মবিদ্ব অর্থাৎ ব্রহ্মবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছি ॥ ৬০

আমি পূর্বে কিরাভগণের মধ্যে থাকিতাম এবং কিরাভগণের সহিত আহার-বিহার করিয়া বদ্ধিত হইয়াছিলাম । কি বলিব, আমি কেবল ব্রাহ্মণকূলেই জন্মিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার সদা আচার-বিচার ও বিহারাদি সবই শূদ্রতুল্য ছিল ॥ ৬১



শূদ্রায়াং বহবঃ পুত্রা উৎপন্ন মেহজিতান্ননঃ ।

ততশ্চৌরৈশ্চ সঙ্গম্য চোরোহহমভবং পুরা ॥ ৬২

ধনুর্বাণধরো নিত্যং জীবানামন্তকোপমঃ ।

একদা মুনয়ঃ সপ্ত দৃষ্টা মহতি কাননে ।

সাক্ষান্ময়া প্রকাশস্তা জলনাক্ষমপ্রভাঃ ॥ ৬৩

তানব্ধবাং লোভেন তেষাং সর্বপরিচ্ছদান্ ।

এহীতুকামন্তত্রাহং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাক্রবম ॥ ৬৪

দৃষ্টা মাং মুনয়োহপৃচ্ছন্ কিমায়ামি বিজ্ঞাধম ॥ ৬৫

অহং তানক্রবং কিঞ্চিদাদাতুং মুনিসন্তমাঃ ।

পুত্রদারাদয়ঃ সন্তি বহবো মে বুদ্ধক্ষিতাঃ ।

তেষাং সংরক্ষণার্থ্য চরামি গিরিকাননে ॥ ৬৬

ততো মামুচুরবাণাঃ পৃচ্ছ গতা কুটুম্বকম্ ।

যো যো ময়া প্রতিদিনং ক্রিয়তে পাপসঙ্কয়ঃ ॥ ৬৭

যুয়ং তদভাগিনঃ কিং বা নেতি বেতি পৃথক্ পৃথক্ ।

আমি অজিতেন্দ্রিয় ছিলাম বলিরা এক শূদ্রার গর্ভে বহু পুত্রও উৎপন্ন করিরাছি। তারপর একদল চোরের সহিত মিশিরা পূর্বে আমি চোর হইয়া গিয়াছিলাম ॥ ৬২

সর্বদা হস্তে ধনু ও বাণ ধারণ করিরা সকল প্রাণীর পক্ষেই সমসদৃশ হইয়া উঠিরাছিলাম। সেই সময় একদিন বিশাল কাননে অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী ও প্রকাশমান সাত জন ঋষিকে আমি সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম ॥ ৬৩

তাঁহাদের সকল পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া লোভবশতঃ পশ্চাদ্ধাবন করিলাম এবং ভোমরা 'দাঁড়াও দাঁড়াও', এই কথা বলিলাম ॥ ৬৪

তখন মুনীগণ আমাকে দেখিরা বলিলেন,—বিজ্ঞাধম! তুমি আসিতেছ কেন? ৬৫

ইহাতে আমি তাঁহাদের বলিলাম,—মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি ভোমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে আসিতেছি। কারণ, আমার গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদি বহু পরিবার আছে, তাহারা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। তাহাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমি (চোর হইয়া) এই গিরিকাননে বিচরণ করিতেছি ॥ ৬৬

তখন তাহারা কোনরূপ ব্যাকুল না হইয়াই বলিলেন,—তুমি বাইরা ভোমার পরিবারবর্গকে পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা কর, আমি ভোমাদের ভরণ-পোষণের জন্য নিত্য যে যে পাপ সঙ্কর করিতেছি, ভোমরা সেই সব পাপভাগী হইবে কিনা? আমরা

বয়ং স্বাস্থ্যামহে ভাবদাগমিস্তসি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬৮

তথেষ্ট্যুক্তা গৃহং গতা মুনির্বিধ্বদীরিতম্ ।

অপৃচ্ছং পুত্রদারাদীনু তৈরুজ্জোহহং রঘুত্তম ।

পাপং তবৈব তৎ সর্বং বয়স্ত কলভাগিনঃ ॥ ৬৯

তচ্ছ্রুত্বা জাতনির্ব্বেদো বিচার্য্য পুনরাগমম্ ।

মুনয়ো যত্র তিষ্ঠন্তি কল্পণাপূর্ণমানসাঃ ॥ ৭০

মুনীনাং দর্শনাদেব শুদ্ধান্তঃকরণোহভবম্ ।

ধনুর্বাদীনু পরিভাজ্য দণ্ডবৎ পতিতোহস্ম্যহম্ ।

রক্ষধ্বং মাং মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তং নিরয়ার্ণবম্ ॥ ৭১

ইত্যগ্রে পতিতং দৃষ্ট্বা মামুচুর্মুনিসন্তমাঃ ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রশ্চে সফলং সংসমাগমঃ ।

উপদেক্ষ্যামহে তুভ্যং কিঞ্চিতেনৈব মোক্ষ্যসে ॥ ৭২

পরম্পরং সমালোচ্য দ্ববৃন্তোহয়ং বিজ্ঞাধমঃ

উপেক্ষ্য এব সদবৃন্তৈস্তথাহপি শরণং গতঃ ;

রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মোক্ষমার্গোপদেশতঃ ॥ ৭৩

সেই সময় পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই এখানে থাকিব, তুমি জিজ্ঞাসা করিরা ফিরিরা এস ॥ ৬৭-৬৮

'তাঁহাই হউক' এই কথা বলিরা গৃহে গমন করত মুনীগণ বাহা বলিরাছিলেন, তদনুসারে আমি স্ত্রী ও পুত্রগণ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলাম। রঘুত্তম, কিন্তু তাহারা বলিল—সকল পাপ তোমারই হইবে, সেই পাপকর্ম্ম করিরা যে ধনাদি উপার্জন কর, আমরা তাহারই কলভাগী হইব ॥ ৬৯

তাঁহাদের এই কথা শুনিরা আমার নির্বেদ (আত্মাবমাননা-বোধ) জন্মিল। আমি মনে মনে বিচার করিতে করিতে বথায় কল্পণাপূর্ণমানস সেই মুনীগণ রহিরাছেন, তথায় পুনরায় আসিলাম ॥ ৭০

সেই সময় মুনীগণকে দর্শন করিবারাত্র আমার চিত্ত তদ্বৎ হইল। আমি ধনু প্রভৃতি কেলিরা দিরা ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলাম এবং বলিলাম,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নরকসাগরে নিমগ্ন আমাকে আপনারা রক্ষা করুন ॥ ৭১

এইভাবে আমাকে সম্মুখে পতিত থাকিতে দেখিরা সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বলিলেন,—উঠ, উঠ, তোমার মজল হউক। সংসার আজ তোমার সফল হইয়াছে। আমরা এখন তোমাকে কিছু উপদেশ করিব, তাহারই দ্বারা তোমার মোক্ষলাভ হইবে ॥ ৭২

তারপর তাহারা পরম্পর বিচার করিরা দেখিলেন—এই বিজ্ঞাধম দ্ববৃন্ত, সুভরাং সদবৃন্ত (সজ্জন)-গণের ইহাকে যদিও উপেক্ষা করা উচিত, তথাপি সে এখন আমাদের শরণ গ্রহণ

ইত্যুক্তা। রাম তে নাম ব্যাত্যস্তাক্ষরপূর্বকম্ ।  
 একাগ্রমনসাহত্ৰৈব মরেতি জপ সর্বদা ॥ ৭৪  
 আগচ্ছামঃ পুনর্থাবহুস্তং তত্ত্বং সদা জপ ।  
 ইত্যুক্তা। প্রযযুঃ সর্বে মুনয়ো দিব্যদর্শনাঃ ॥ ৭৫  
 অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথাইকরবমঞ্জসা ।  
 জপলেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিশ্বতবানহঃ ॥ ৭৬  
 এবং বহুভিধে কালে গতে নিশ্চলরাপিণঃ ।  
 সর্বসঙ্গবিহীনস্ত বন্দ্যোকোহভূম্মোপরি ॥ ৭৭  
 ততো যুগমহত্ৰাস্তু ঋষয়ঃ পুনরাগমন ।  
 মামুচুনিজ্রমস্বেতি তন্মুখ্য তুর্গমুখিতঃ ।  
 বন্দ্যোকামিগির্ভল্লাহং নোহারাধিব ভাৱয়ঃ ॥ ৭৮  
 মামপ্যাহমুনিগণা বান্দ্যকিত্বং মুনীশ্বর ।

কিরিয়াছে, অতএব যত্নসহকারে মোক্ষমার্গের উপদেশ দিয়া ইহাকে রক্ষা করা কর্তব্য ( কিন্তু দুর্ভাগ্য বলিয়া ইহার পক্ষে যোগ সাধন বা ভক্তজ্ঞানার্জন সম্ভব নয় । সেইজন্য সহজ উপায়ে মোক্ষলাভের পথ উপদেশ করিতে হইবে ) ॥ ৭৩

হে রাম । এই কথা বলিয়া তাঁহারা তোমার 'রাম' এই নাম ব্যাত্যস্তাক্ষর করিয়া অর্থাৎ অক্ষরের বিপর্যায় ঘটাইয়া (উল্টাইয়া) 'ম-রা' এই নাম একাগ্রমনে এই স্থানেই সর্বদা জপ কর—এরূপ উপদেশ করিলেন ॥ ৭৪

আমরা পুনরায় যতকাল না কিরিয়া আসি, ততকাল তুমি সদা এই 'ম-রা' নাম জপ কর । এই কথা বলিয়া সেই সব দিব্যদর্শন মুনিগণ চলিয়া যাইলেন ॥ ৭৫

আমিও তাঁহারা বরূপ উপদেশ করিলেন, ভদ্রনুসারে সত্বর জপ আরম্ভ করিলাম । এইরূপে একাগ্রমনে জপ করিতে করিতে আমি সমুদায় বাহ্য বিষয় ভুলিয়া যাইলাম ॥ ৭৬

এইভাবে বহুদিন অভিজ্ঞাত হইলে পর আমি নিশ্চল হইয়া পড়ায় এবং সর্বসঙ্গ বিচ্যুত হওয়ার আমার উপরে বন্দ্যক (উইটিপি) হইয়া যাইল ॥ ৭৭

ভদ্রনুসারে সহজ উপায়ের পর সেই ঋষিগণ পুনরায় ভোগমন করিলেন এবং আমাকে বলিলেন,—নিজ্জাত হও । এই কথা শুনিয়াই আমি সত্বর উঠিলাম ও হিমালী হইতে সূর্য্যের নির্গমনের স্থান আমি সেই বন্দ্যক ভূগ হইতে নির্গত হইলাম ॥ ৭৮

তখন সেই মুনিগণও আমাকে বলিলেন,—মুনীশ্বর । তুমি

বন্দ্যোকাং সম্ভবো যস্মাদ্ দ্বিতীয়ং জন্ম তেহভবৎ ॥ ৭৯  
 ইত্যুক্তা। তে যযুর্দিব্যগতিং রঘুকুলোত্তম  
 অহং তে রাম নামস্ত প্রভাবাদৌদৃশোহভবম্ ॥ ৮০  
 অত্র সাক্ষাৎ প্রপশ্যামি সমীতং লক্ষ্মণেন চ ।  
 রামং রাজীবতাস্রাক্ষং ত্বাং যুক্তো নাত্র সংশয়ঃ  
 আগচ্ছ রাম ভদ্রং তে স্থলং বৈ দর্শয়াম্যহম্ ॥ ৮১  
 এবমুক্তা। মুনিঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।  
 শিষ্টোঃ পরিবৃত্তো গতা মধ্য পর্বত-গঙ্গয়োঃ ॥ ৮২  
 তত্র শালাং সুবিশীর্ণাং কারয়ামাস বাসভূঃ  
 প্রাক্-পশ্চিম-দক্ষিণোদকশোভনং মন্দিরদ্বয়ম্ ॥ ৮৩  
 জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ।  
 তত্র তে দেবসদৃশা হবসন্ ভবনোত্তমৈ ॥ ৮৪

আজ হইতে 'বান্দ্যকি' হইলে । যেহেতু তোমার উদ্ভব এই বন্দ্যক হইতে হইল, সেইহেতু ইহা তোমার দ্বিতীয় জন্ম-রূপ বলিয়া জানিও ॥ ৭৯

রঘুকুলোত্তম । এই কথা বলিয়া সেই ঋষিগণ দিব্যলোকে গমন করিলেন । রাম । আমি তোমার 'রাম' নামের প্রভাবে আজ এরূপ ( আদিকবি মহর্ষি ) বান্দ্যকি হইয়াছি ॥ ৮০

আজ আমি লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কমললোচন রাম তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি, অতএব আমি যে মুক্ত হইব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । রাম । তুমি শুণ্ডভ্রমণ কর । তোমার কল্যাণ হউক । আমি তোমাকে তোমার বাসোপযোগী স্থান দেখাইতেছি ॥ ৮১

এই কথা বলিয়া শ্রীমান্ মুনি বান্দ্যকি লক্ষ্মণের সহিত শিষ্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া পর্বত ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থলে বাসস্থান দেখাইয়া দিলেন ॥ ৮২

সেই স্থানে বাসভূমি স্থির হইল এবং একটি সুবিশীর্ণ শালা অর্থাৎ মুনিগণের বাসের জন্য এক বিশাল পর্ণশালা নির্মিত হইল । সীতা ও রাম এবং লক্ষ্মণ—ইহাদের পূর্ব ও পশ্চিম লম্বা একট এবং দক্ষিণ ও উত্তর লম্বা একটি—এই দুইটি মন্দির নির্মাণ করা হইল ॥ ৮৩

জনকনন্দিনী সীতার সহিত ও লক্ষ্মণের সহিত রাম—এই যৌবনময় তিন জন সেই দুই মন্দিরে বাস করিলেন ॥ ৮৪

বান্দীকিনা নিত্যশ্রুজিতোহয়ং

রামঃ সসৌতঃ সহ লক্ষ্মণেন ।

দেবৈর্মুনীন্দ্রেঃ সহিতো মুদান্তে

স্বর্গে যথা দেবপতিঃ স শচ্যা ॥ ৮৫

বেক্রপ স্বর্গে দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রসিদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র শচীদেবীর সহিত সানন্দে বাস করেন, সেইরূপ

শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে অখোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

### সপ্তমোহধ্যায় ।

[ সূমন্ত্রস্তাখোধ্যায়ঃ প্রত্যাগমনম্ দশরথস্ত যুত্যাঃ, মাতুলালয়তো ভরতস্তাখোধ্যাগমনঞ্চ । ]

সূমন্ত্রোহপি তদাহখোধ্যায়ঃ দিনান্তে প্রবিবেশ হ ।

বস্ত্রেণ মুখমাচ্ছাদ্য বাস্পাকুলিতলোচনঃ ॥ ১

বহিরেব রথং স্থাপ্য রাজানং দ্রষ্টুমায়মৌ ।

জয়শব্দেন রাজানং স্তুত্বা তং প্রণনাম হ ॥ ২

ভাতো রাজা নমস্তং তং সূমন্ত্রং বিহ্বলোহব্রবীৎ ।

সূমন্ত্র রামঃ কুত্রাহন্তে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৩

কুত্র ত্যক্তত্বয়া রামঃ কিং মাং পাপিনমব্রবীৎ

সীতা বা লক্ষ্মণো বাপি নির্দয়ং মাং কিমব্রবীৎ ॥ ৪

#### সপ্তম অধ্যায় ।

[ সূমন্ত্রের অখোধ্যায় প্রত্যাগমন, দশরথের যুত্যা ও মাতুলালয় হইতে ভরতের অখোধ্যায় আগমন । ]

অতদিকে সূমন্ত্রও দিনের শেষে সেই সময় অখোধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বস্ত্রের দ্বারা মুখকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং নরনন্দর বাস্পে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ১

সূমন্ত্র রাজভবনের বাহিরেই রথ রাখিয়া রাজা দশরথকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন এবং ‘রাজার জয় হউক’ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২

ভারপর রাজা দশরথ বিহ্বল হইয়া নমস্কারকারী সেই সূমন্ত্রকে বলিলেন,—সূমন্ত্র। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম এখন কোথায় আছে? ৩

তুমি রামকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? রাম পাপী আমাকে কি বলিয়াছে? সীতা কিংবা লক্ষ্মণই বা নির্দয় আমাকে কি বলিয়াছে? ৪

হা রাম। হা গুণনিধে। হা সীতে। হা প্রিয়বাদিনি। হৃৎসাগরে নিমগ্ন হইয়া আমি যে মরিতে বসিয়াছি, তাহা তোমরা কেন দেখিতেছ না? ৫

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

অখোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

মহর্ষি বান্দীকির দ্বারা নিত্য বিশেষভাবে পূজিত হইয়া সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাম তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

হা রাম হা গুণনিধে হা সীতে প্রিয়বাদিনি ।

হৃৎসাগরে নিমগ্নং মাং প্রিয়মাণং ন পশ্যসি ॥ ৫

বিলপ্যৈব চিরং রাজা নিমগ্নো হৃৎসাগরে ।

এবং মন্ত্রী রুদন্তং তং প্রাজ্ঞলির্বা কামব্রবীৎ ॥ ৬

রামঃ সীতা চ সৌমিত্রিয়মা নীতা রথেন তে ।

শৃঙ্গবেরপুরাভ্যাসে গজাকূলে বাবস্থিতাঃ ॥ ৭

গুহেন কিঞ্চিদানীতং ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ।

স্পৃষ্টা হন্তেন সম্প্রীত্যা নাগ্রহীদ্ বিসমর্জ্য তৎ ॥ ৮

এইভাবে বহুকাল বিলাপ করিয়া রাজা হৃৎসাগরে পতিত হইলেন। এইভাবে রোদনকারী সেই রাজাকে মন্ত্রী সূমন্ত্র (১) কৃতজ্ঞ হইয়া বলিলেন ॥ ৬

আমি রাম, সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে রথে করিয়া লইয়া গিয়া শৃঙ্গবের-পুরের নিকটে গজার ভীরে রাখিয়া আসিয়াছি ॥ ৭

তথায় তুমি ভোজনের জন্য ফল-মূলাদি বাহা কিছু আনিয়া ছিলেন, তাহা বন্ধুর প্রতি প্রীতিবশতঃ হস্তে স্পর্শ করিয়াই ভ্যাগ করিলেন, কিছুই গ্রহণ করিলেন না ॥ ৮

(১) সূমন্ত্র মন্ত্রী ও সারথি উভয়েই ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে বান্দীকি বলিয়াছেন,—“অষ্টাবতে বভূবুশ্চ ভৃত্যামাত্যামহীপতেঃ। তচরচ্চানুরক্তাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ। হৃদির্জরতো বিজরঃ সিদ্ধার্থোহপ্যার্যসাধকঃ। অশোকো ধর্মপালশ্চ সূমন্ত্রশ্চাঈমোহভবৎ ॥” ১।৭।২-৩

রামায়ণমঞ্জরীতে এইরূপ দেখা যায় বলা,—

“সদ্বির্জরতো বিজরঃ সিদ্ধার্থো রাজীবর্জনঃ। অশোকো ধর্মপালশ্চ সূমন্ত্রশ্চাঈমোহভবৎ ॥” ১।৪৪

বটকীরং সমানাম্য গুহেন রঘুনন্দনঃ ।

জটায়ুকুটমাবধ্য মামাহ নৃপতে স্বয়ম্ ॥ ৯

সুমন্ত্র জ্রহি রাজানং শোকস্তেহস্ত ন মৎকৃতে ।

নিকেতাদধিকং সৌখ্যং বিপিনে নো ভবিষ্যতি ॥ ১০

মাতুর্মে বন্দনং জ্রহি শোকং ভ্যজতু মৎকৃতে ।

আশ্বাসয়তু রাজানং বৃদ্ধং শোকপরিপ্লুতম্ ॥ ১১

সীতা চাক্রপরীভাক্ষী মামাহ নৃপসন্তম ।

দুঃখগদগদয়া বাচা রামং কিঞ্চিদবেক্ষতী ॥ ১২

সাত্বজং প্রণিপাতং মে জ্রহি স্বশ্রেয়াঃ পদাশুজে ।

ইতি প্ররুদতী সীতা গতা কিঞ্চিদবাঙমুখী ॥ ১৩

ততস্তেহাক্রপরীভাক্ষা নাবমাকুরুহস্তদা ।

যাবদ্ গজাং সমুত্তীর্থা গতান্তাবদহং স্থিতঃ ।

নৃপতে । তারপর রঘুনন্দন গুহের দ্বারা বটকীর (বটের আটা) আনায়েয়া জটাসমূহের মুকুট বাঁধিয়া স্বয়ং রাম আমাকে বলিলেন ॥ ৯

সুমন্ত্র । তুমি রাজাকে প্রণাম করত বলিও যে, আমার জন্ম তাঁহার যেন শোক না হয় । অবোধ্যার রাজত্ববন হইতেও অধিক সুখভোগ আমার এই বনমধ্যে হইবে ॥ ১০

আমার মাতাকে প্রণাম জানাইয়া বলিও, মা আমার জন্ম যেন শোক ভাগ করেন । বৃদ্ধ এবং শোকাক্রান্ত রাজাকে যেন সদা আশ্বাসদান করেন ॥ ১১

নৃপশ্রেষ্ঠ । অক্রপর্ণলোচনে সীতা রামের দিকে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখগদগদ বাক্যে আমাকে বলিলেন ॥ ১২ (১)

স্বজ্ঞামাতা ও স্বস্তরমহাশয়ের ত্রিচরণপঙ্কজে আমার সাত্বজ প্রণাম জানাইবেন । এই কথা বলিয়া সীতা ঈষৎ অধোমুখে কঁাদিতে কঁাদিতে চলিয়া বাইলেন ॥ ১৩

তদনন্তর তাঁহারা অক্রপর্ণনয়নে সেই সময় নৌকায় আরোহণ করিলেন । যতক্ষণ না তাঁহারা গজা পার হইয়া গমন করিলেন, আমি ততক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম । তারপর অত্যন্ত দুঃখের সহিত পুনরায় আমি কিরিয়া আসিয়াছি ॥ ১৪(২)

(১) এস্থলে বাল্মীকি বাহা বলিয়াছেন,—“জানকী তু বিনিঃস্বস্ত বাঙ্গচ্ছন্নযরা নৃপ । ভূভোগসুখচিত্তেব বীক্ষমাণা সমন্ততঃ । অদৃষ্টপূর্বব্যসনা রাজপুত্রী যশসিনী । পর্যাক্রমদনা দীনা নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ । উদীক্ষমাণা ভর্তারং যুথেন পরিত্যজাতা । যুমোচ কেবলং বাঙ্গং মাং নিবৃত্তমবেক্ষ্য সা ॥ ২১৫৮।৩৪-৩৬

ততো দুঃখেন মহতা পুনরেবাহমাগতঃ ॥ ১৪

ততো রুদন্তী কৌশল্যা রাজানমিদমব্রবীৎ ।

কৈকেয়ৈ প্রিয়ভার্যায়ৈ প্রসন্নো দত্তবান্ বরম্ ॥ ১৫

ত্বং রাজ্যং দেহি তন্ত্ৰৈব মৎপুত্রঃ কিং বিবাসিতঃ ।

কৃত্বা ত্বমেব তৎ সর্বমিদানীং কিং তু রোদিষি ॥ ১৬

কৌশল্যাবচনং শ্রুত্বা ক্ষতে স্পৃষ্ট ইবাগ্নিনা ।

পুনঃ শোকাশ্রপূর্ণাক্ষঃ কৌশল্যামিদমব্রবীৎ ॥ ১৭

দুঃখেন ত্রিয়মাণং মাং কিং পুনর্দুঃখয়ন্তস্ম ।

ইদানীমেব মে প্রাণা উৎক্রমিস্থাস্তি নিশ্চয়ম্ ।

শণ্ডোহহং বাল্যভাবেন কেনচিৎসুনিদা পুরা ॥ ১৮

পুরাহহং যৌবনোদ্ভিক্রমচাপবাণধরো নিশি ।

অচরং যুগয়াসক্তো নতান্তৌরে মহাবনে ॥ ১৯

তখন কৌশল্যাদেবী ক্রন্দন করিতে করিতে রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন,—প্রিয়ভার্য্যা কৈকেয়ীকে প্রসন্ন হইয়া বর দিয়াছ ॥ ১৫

তুমি তাহার পুত্রকে রাজা দাও, (তাহাতে আমার বলিবার কি আছে?) কিন্তু আমার পুত্রকে তুমি বনবাস পাঠাইলে কেন? তুমি নিজেই সব কিছু করিয়া এখন কিজন্য আবার রোদন করিতেছ? ১৬ (৩)

কৌশল্যার এই কথা শুনিয়া রাজার ক্ষত অঙ্গে যেন অগ্নি স্পর্ক হইল । তিনি তখন শোকাশ্রপূর্ণ নয়নে কৌশল্যা-দেবীকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৭

রামের বিরহদুঃখে আমি যতপ্রায় হইরাছি, তাহার উপর তুমি পুনরায় কেন আমাকে দুঃখ দিতেছ? (৪) নিশ্চয়ই আমার

(২) মহর্ষি বাল্মীকি এ বিষয়ে বলিয়াছেন,—“তুহেন সহ কৃৎসক ভট্টৈব দিবসং স্থিতঃ । আশ্রয়া যদি রামো মাং পুনরেবাহ্নয়েদিতি ॥” এ বিষয়ে পাশ্চাত্য অভিমত হইল—“তুহেন সার্কং ভট্টৈব স্থিতোহগ্নি দিবসান্ বহুন্ ॥”

(৩) এস্থলে দশরথের প্রতি কৌশল্যার অসুখাই প্রকাশিত হইরাছে,—“অসুখান্যগুণকীনা মৌহত্যা দমসিহুতা । দোবেক্ষণ-জাতিভেদাবজ্ঞা-ক্রোধেজিতাদিকৃৎ ॥” সাও দও ৩ ১৬৬

(৪) আর্জ-দশরথের বাক্যে কৌশল্যার চৈতন্ত উদ্ভিত হয়, তখন তিনি বলেন,—

“ইতি রাজোহতিক্রমং শ্রুত্বা দীনস্ত ভাবিতম্ । পুত্র-শোকং পরিত্যজ্য কৌশল্যা পতিবৎসল । শিরশ্চলিমাধার ভৃশং সন্তপ্তমানসা । শিরসা নৃপতেঃ পাদৌ প্রণিপত্যোদমব্রবীৎ ॥”

বাল্মীকিরামায়ণম্—২ ৬৩।৮৯

তত্রাঙ্করাত্র্যঃসময়ে মুনিঃ কশ্চিৎসূৰ্য্যাদিতঃ ।  
 পিপাসাদিভয়োঃ পিত্রোৰ্জলমানেতুযুক্ততঃ ।  
 অপূরয়জ্জলে কুন্তং তদা শব্দোহৈবস্মাহান ॥ ২০  
 গজঃ পিবতি পানীয়মিতি মদ্য মহানিশি ।  
 বাণং ধনুশ্চি সন্ধায় শব্দবেধনমক্ষিপম ॥ ২১  
 হা হতোঽস্মীতি তথাভূচ্ছব্দো মানসশূচকঃ ।  
 কস্তাপি ন কৃতো দোষো ময়া কেন হতো বিধে ।  
 প্রতীক্ৰতে মাং মাতা চ পিতা চ জলকাজ্জর্য ॥ ২২  
 তচ্ছব্দা ভয়সন্তুলন্ততোহহং পৌরুষং বচঃ ।  
 শনৈর্গত্বাথ তৎপার্শ্বে স্বামিন্ দশরথোহস্মাহম ॥ ২৩  
 অজ্ঞানতা ময়া বিদ্বন্তাতুর্হসি মাং মূনে ।  
 ইতুক্ত্বা পাদয়োস্তস্ত পতিভো গদগদাকরঃ ॥ ২৪

এখনই প্রাণ উৎক্রান্ত হইবে অর্থাৎ আমার দেহ হইতে প্রাণবায়ু উড়িয়া বাইবে। (আমি ভোমাকে আমার পূর্বের শাপপ্রাপ্ত হওয়ার এক বৃত্তান্ত বলিল—) আমি পূর্বের নিজের মূৰ্খতাবশতঃ কোন এক মুনির দ্বারা অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৮

পূর্বের আমি স্বীয় যৌবনের গর্বে উদ্ধত হইয়া যুগয়ার আসক্তিবশতঃ হস্তে ধনু ও বাণ ধারণ পূর্বক রাত্রিতে সরযু নদীর তীরে এক মগাবনে বিচরণ। (১) করিতেছিলাম ॥ ১৯

তথায় অন্ধরাত্র সময়ে কোন এক মুনি তৃফার্ত হইয়া পিপাসাপীড়িত পিতা মাতার জল আনিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি সরযু নদীর জলে কুন্তপূর্ণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে তখন জলপূরণের মহাশব্দ হইতে লাগিল ॥ ২০

সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে কোনও হস্তী জলপান করিতেছে, একরূপ মনে করিয়া ধনুতে শব্দবেধী বাণ সংযোজন করত নিক্ষেপ করিলাম ॥ ২১

তখন 'হায়, আমি নিহত হইলাম'—এরূপ মনুষ্যবাক্য শব্দ সমুৎপন্ন হইল। বিহ্বলঃ। আমি ত' কাহারও কোনও দোষ করি নাই তবে কাহার দ্বারা আমি নিহত হইলাম? জলের আকাজকা করিয়া তৃফার্ত আমার পিতা ও মাতা প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ ২২

আমি মনুষ্যকণ্ঠস্বিত সেই কথা শ্রবণ করিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বলিলাম—স্বামিন্। আমি দশরথ ॥ ২৩

(১) “এতদ্বিন্নীত্বেন কালে বর্তমানেনহমজ্ঞানে। বদ্ধা ভূর্ণো ধনুস্পাণিঃ সরযুগমগং নদীম্ ॥”—এই পাঠ কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়।

তদা মামাহ স মুনির্মা ভৈষীর্নৃপসন্তম ।  
 ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্ন হ্যং বৈশ্যোহহং তপসিস্থিতঃ ॥ ২৫  
 পিতরৌ মাং প্রতীক্ৰতে ক্ষুদ্রভূত্যাং পরিশীড়িতৌ ।  
 তয়োশ্চমদকং দেহি শীঘ্রমেবাবিচারয়ন্ ।  
 ন চেৎ হ্যং ভস্মসাৎ কুৰ্য্যাৎ পিতা মে যদি কুপ্যতি ॥ ২৬  
 জলং দদ্বা তু ভৌ নদ্যা কুন্তং সর্বং নিবেদয় ।  
 শল্যমুদ্ধর মে দেহাৎ প্রাণান্ত্যক্ষ্যামি পীড়িতঃ ॥ ২৭  
 ইত্যুক্তো মুনির্না শীঘ্রং বাণমুৎপাট্য দেহতঃ ।  
 সজলং কলসং ধ্বজা গতোহহং যত্র দম্পতী ২৮  
 অতিবুদ্ধাবদ্ধদৃশৌ ক্ষুৎপিপাসাদিতৌ নিশি ।  
 নায়াতি সলিলং গৃহ পুত্রঃ কিং বাহত্র কারণম্ ॥ ২৯  
 অনন্তগতিকৌ বুদ্ধৌ শোচৌ তুটপরিপীড়িতৌ ।  
 আবাসপক্ষতে কিং বা ভক্তিমানাবয়োঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০

মূনে। আমি না জানিরা আপনাকে বিদ্ধ করিয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। গদগদ স্বরে এই কথা বলিয়া আমি তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত হইলাম ॥ ২৪

তখন সেই মুনি আমাকে বলিলেন—নৃপবর। আপনি ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইবেন না; কারণ, ব্রহ্মহত্যা আপনাকে স্পর্শ করিবে না। আপনি যে ভাবিতেছেন—আমি ব্রাহ্মণ, তাহা নহে। তপস্যার রত আমি একজন বৈশ্য ॥ ২৫

আমার পিতা ও মাতা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আমার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি কোনও কিছু বিচার না করিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে জল প্রদান করুন; অন্তথায় আমার পিতা যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে ভস্মসাৎ করিবেন ॥ ২৬

জল প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করত সব কিছু নিবেদন করুন। আপনি আমার দেহ হইতে শল্য (বাণ) উত্তোলিত করুন। আমি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতেছি, অতএব প্রাণত্যাগ করিব ॥ ২৭

মুনি এই কথা বলিলে আমি শীঘ্র তাঁহার দেহ হইতে বাণ উৎপাটিত করিয়া জলপূর্ণ কলস ধারণ করত যথায় সেই দম্পতী রহিয়াছেন, তথায় আমি গমন করিলাম ॥ ২৮

সেই স্থানে বাইরা দেখি যে, অজ্ঞানরূপ সেই দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা রাত্রিতে ক্ষুধা এবং পিপাসার কাতর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তখন ভাবিতেছেন—আমাদের পুত্র জল লইয়া আসিতেছে না কেন? ইহার কারণ কি? ২৯

ইতি চিত্তা-বিচারো ভৌ মংপাদন্যাসজ্ঞ ধ্বনিম্ ।

ঋত্বা প্রাহ পিতা পুত্র কিং বিলম্বঃ কৃতত্বয়া ।

দেহ্যাবয়োঃ স্থপানীয়ং পিব ত্বমপি পুত্রক ॥ ৩১

ইত্যেবং লপতোভীত্যা সকাশমগমং শনৈঃ ।

পদয়োঃ প্রণিপত্যাহমক্রবৎ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩২

নাহং পুত্রত্বং ধ্যায়্য রাজা দশরথোহস্মাহম্ ।

পাপোহহং যুগয়াসক্তো রাত্রে যুগবিহিংসকঃ ॥ ৩৩

জলাবতারাদ্ দূরেহহং স্থিড়া জলগতং ধ্বনিম্ ।

ঋত্বাহহং শব্দবেধিতাদেকং বাণমখাত্যজম্ ॥ ৩৪

হতোহস্ম্যভি ধ্বনিং ঋত্বা ভয়াস্তজাহমগতঃ ।

জটা বিকীর্য পতিতং দৃষ্টোহহং মুনিদারকম্ ।

ভীতো গৃহীত্বা তংপাদৌ রক্ষ রক্ষতি চাক্রবম্ ॥ ৩৫

অঙ্ক বলিয়া আমাদের আর অভ কোনও উপায় নাই, আমরা বৃদ্ধ হইয়া শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছি এবং তুমার অভিশর কাতর হইয়াছি। আমাদের এই পুত্র আমাদের প্রতি ভক্তমান, তথাপি আমাদের উপেক্ষা করিতেছে কেন? ৩৩

তাহারা উভয়ে এইভাবে চিত্তা-ভাবনা করিতেছেন। একপ সময়ে আমার পাদসকালনোখিত ধ্বনি শ্রবণ করত পিতা বলিলেন,—পুত্র! তুমি বিলম্ব করিলে কেন? পুত্র! তুমি আমাদের লীভল পানীয় জল দাও এবং তুমিও পান কর ৩১(১)

তাহারা এই কথা বলিতেছেন, আমি ভয়ে ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকট বাইলাম। তারপর তাঁহাদের চরণদ্বয়ে প্রণত হইয়া বিনয়ের সহিত বলিলাম ৩২

আমি আপনাদের পুত্র নহি; আমি অযোধ্যার রাজা দশরথ। পাপী আমি যুগয়াসক্ত হইয়া রাত্রে যুগবধ করি ৩৩

আমি জলে নামিবার ঘাটের দূরে থাকিয়া জলের মধ্যে শব্দ শ্রবণ করত আমি শব্দবেধী বাণপ্রয়োগের স্থল বুঝিয়া শব্দবেধী নামক বাণ সত্তর নিক্ষেপ করিলাম ৩৪

সেই বাণে আহত হইয়া 'হার। আমি হত হইলাম' এরূপ ধ্বনি শ্রবণ করত ভয়ে তথায় আসিলাম। সেইস্থানে এক মুনিপুত্রকে জটা, চড়াইয়া পতিত থাকিতে দেখিয়া তাহার চরণদ্বয় ধারণ করত বলিলাম—আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ৩৫

(১) এখানে বাস্তবিক বলিয়াছেন,—

“ঋত্বৈব পদশব্দন্ত ভতো মাং সৌহৃদ্যভাবত ।

কিতে চিরান্নিতং পুত্র পানীয়ং কিপ্রমানম্ ॥”

মা ভৈরীরিতি মাং প্রাহ ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন ভে ।

মংপিত্রোঃ সলিলং দত্ত্বা নত্বা প্রার্থয় জীবিতম্ ॥ ৩৬

ইত্মাক্তো মুনিনা তেন হ্যাগতো মুনিহিংসকঃ ।

রক্ষতাং মাং দয়াযুক্তো যুবাং হি শরণং গতম্ ॥ ৩৭

ইতি ঋত্বা তু হৃৎখাতৌ বিলপ্য বহু শোচ্য তম্ ।

পতিভৌ নো স্মৃতো যত্র নয় তত্রাবিলম্বয়ন্ ॥ ৩৮

ভতো নীতো স্মৃতো যত্র ময়া ভৌ বৃদ্ধদম্পতী ।

স্পৃষ্টা স্মৃতং ভৌ হস্তাভ্যাং বহুশোহিধ বিলপতুঃ ॥ ৩৯

হা হেতি ক্রন্দমানো ভৌ পুত্রপুত্রোত্যাবোচতাম্ ।

জলং দেহীতি পুত্রোতি কিংার্থং ন দদাস্তালম্ ॥ ৪০

ভতো মামুতুঃ শীঘ্রং চিতিং রচয় ভূপতে ।

ময়া তদৈব রচিতা চিতিস্তত্র নিবেশিতাঃ ।

ত্রয়স্তত্রাগ্নিরূপংসৃষ্টো দক্ষাস্তে ত্রিদিবং যযুঃ ॥ ৪১

তখন তিনি 'মা ভৈঃ' এই কথা বলিয়া অর্থাৎ অভয় দান করিয়া বলিলেন,—আপনার ব্রহ্মহত্যার ভয় নাই। আপনি আমার মাতা ও পিতাকে জলদান করিয়া প্রণাম করত আপনার প্রাণভিক্ষা করুন ৩৬

সেই মুনি এই কথা বলিলে পর মুনিহিংসক আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আমি আপনাদের শরণ গ্রহণ করিলাম, আপনারা দয়াপরবশ হইয়া আমাকে রক্ষা করুন ৩৭

এই কথা শুনিয়া তাহারা দুঃখে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং বহু বিলাপ ও সেই পুত্রের জন্ত শোক করিয়া আমাকে বলিলেন,—যথায় আমাদের পুত্র রহিয়াছে, তথায় সত্তর আমাদের লইয়া চল ৩৮

তারপর সেই দুই বৃদ্ধদম্পতীকে আমি তাহাদের পুত্রের নিকটে লইয়া বাইলাম। তখন তাহারা উভয়ে দুই হাতে পুত্রকে ধরিয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ৩৯

তাহারা 'হার, হার' করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং 'পুত্র পুত্র' বলিতে লাগিলেন। পুত্র! আমাদের জল দাও, কিজন্ত তুমি আমাদের জল দিতেছ না? ৪০

তারপর তাহারা আমাকে বলিলেন,—ভূপতে! সত্তর একটি চিত্তা রচনা কর ৪১(২) আমি ভৎক্ষণাৎ চিত্তা রচনা করিলাম।

(২) বাস্তবিকরামায়ণে এই চিত্তা-রচনা প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য রামায়ণে এক চিত্তার পিতা-মাতার আরোহণ বৃত্তান্ত আছে, যথা—

“এবং আপং মস্তি ভস্য বিলপ্য করুণং বহু ।

চিত্তামারোপ্য দেহং ভগ্নিধ্বং স্বর্গমভ্যর্য্য ॥”

তত্র বৃদ্ধঃ পিতা প্রাহ স্বমপ্যেবং ভবিষ্যসি ।  
 পুত্রশোকেন মরণং প্রাপ্তশ্চাসে বচনাম্মম ॥ ৪২  
 স ইদানীং মম প্রাণঃ শাপকালোহনিবারিতঃ ।  
 ইত্যুক্ত্য বিললাপাথ রাজা শোকমমাকুলঃ ॥ ৪৩  
 হা রামং পুত্র হা সীতে হা লক্ষ্মণ গুণাকর ।  
 স্বদ্বিয়োগাদহং প্রাপ্তো মৃত্যুং কৈকেয়িসম্ভবম্ ।  
 বদস্নেহং দশরথঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্য দিবং গতঃ ॥ ৪৪  
 কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ তথাইচ্ছা রাজযোষিতঃ ।  
 চুক্রুশ্চ বিলেপুশ্চ উরস্তাডনপূর্বকম্ ।  
 বশিষ্ঠঃ প্রযয়ৌ তত্র প্রাতর্মন্ত্রিভিরাবৃতঃ ॥ ৪৫

তারপর সেই চিত্তামধ্যে তিনজনকে স্থাপিত করিলাম এবং চিত্তান্তে অগ্নি প্রদান করিলে তাঁহারা তিনজনে দগ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৪১

সেই মুনির পিতা-মাতার মধ্যে তথায় বৃদ্ধ পিতা আমাকে বলিলেন,—তুমিও একরূপ হইবে । তুমি আমার বাক্যে পুত্রশোকে মরণ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪২

আমার সেই অনিবার্য্য শাপকাল এখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই কথা বলিয়া রাজা শোকে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

‘হা পুত্র রাম ! হা সীতে ! হা গুণাকর লক্ষ্মণ ! তোমাদের বিরোগবশতঃ আমি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলাম । এই মৃত্যু কৈকেয়ী হইতেই আসিল । দশরথ এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ(১) করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৪৪

তখন কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অস্ত্র রাজপত্নীগণ বন্ধে কর্ণবাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং বিলাপ করিতে থাকিলেন । সেই সময় প্রাতঃকালে মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫

তারপর তৈলজ্যোতীতে দশরথের মৃতদেহ স্থাপন করিয়া দূতগণকে বলিলেন,—তোমরা অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুত যুধাঞ্জিৎ রাজার রাজধানী অভিমুখে গমন কর ॥ ৪৬(১)

তথায় প্রভাবশালী শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত অবস্থান করিতেছে । তোমরা ভরতকে বলিবে—আমার আদেশে নীচ

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বায়্যাকি বলিয়াছেন,—

“তথা স দীনঃ নরাধিপঃ প্রিয়স্ত পুত্রস্ত বিবাসসংকম্ ।

গতেহর্জরাজে শরণীয়সংস্থিতে।

অহৌ প্রিয়ং জীবিতমাত্মনস্তদা ॥”

তৈলজ্যোত্যাং দশরথং ক্ষিপ্ত্য দূতানথাব্রবীৎ ।

গচ্ছত ভরতং সাখা যুধাজিৎগরং প্রতি ॥ ৪৬

তজ্যোন্তে ভরতঃ শ্রীমান্ শত্রুঘ্নসহিতঃ প্রভুঃ ।

উচ্যতাং ভরতঃ শীঘ্রমাগচ্ছেতি মমাজয়া ।

অযোধ্যাং প্রতি রাজ্ঞানং কৈকেয়ীকপি পশ্যতু ॥ ৪৭

ইত্যুক্তাভরিতং দূতা গতা ভরতমাতুলম্ ।

যুধাজিৎ প্রণমোচ্চরিতং সাহুজং প্রতি ॥ ৪৮

বশিষ্ঠস্বাহব্রবীদ্ রাজন্ ভরতঃ সাহুজঃ প্রভুঃ ।

শীঘ্রমাগচ্ছতু পুরীময়োধ্যামবিচারয়ন্ ॥ ৪৯

অযোধ্যায় আগমন কর । অযোধ্যায় আসিয়া রাজা দশরথকে এবং কৈকেয়ীকে দর্শন কর ॥ ৪৭

বশিষ্ঠ এই কথা বলিলে সেই দূতগণ সত্তর ভরতের মাতুলগণে গমন করত যুধাঞ্জিৎকে প্রণাম করিয়া অনুজ শত্রুঘ্ন ও ভরতকে বলিল ॥ ৪৮

রাজন্ । বশিষ্ঠ আপনাকে বলিয়াছেন,—প্রভাবশালী ভরত কোনও পিচার না করিয়া আমার আদেশে অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত শীঘ্র অযোধ্যানগরেতে আগমন করুক ॥ ৪৯

(২) এ সম্বন্ধে বায়্যাকি—

“সর্বজ্ঞানাবৃত্তধারো বশিষ্ঠো ভগবানুযিঃ ।

ব্যাদিশ্য নায়ম্যামাস রাজ্ঞাভির্ভগাদিতঃ ।

তত্তত্তদ্ বিজ্ঞানীকৃত্য মন্ত্রিভিঃ সহ নিশ্চরন্ ।

কৃত্বা বশিষ্ঠো ভগবান্ প্রাপ্তকামকারণং ॥

শরীরং কোশলেস্ত্রয্য তৈলজ্যোত্যাং নিবেশ্য তৎ ।

মন্ত্রয়ামাস সহিতো মন্ত্রিভিস্তদনন্তরম্ ॥”

দূতপ্রেরণাদি বিষয়েও বায়্যাকি বলিয়াছেন,—

“ভেষ্যং তদ্ বচনং ক্রত্বা বশিষ্ঠঃ প্রভাবাচ তান্ ।

সুমন্ত্রপ্রভৃতীন্ সর্বান্ ব্রাহ্মণান্ত নিদং বচঃ ।

বোহসৌ মাতামহকূলে কুমারঃ শ্রীমতাং বরঃ ।

ভরতো বসতি ভ্রাতা শত্রুঘ্নেন গতঃ সহ ।

তমিতঃ শীঘ্রগৈর্গতা নরাঃ প্রজবিতৈর্হৈরৈঃ ।

ইহানন্ত বচনান্ পস্যাত্যভ্যবদিনঃ ॥”

পাশ্চাত্যরামায়ণে তৈলজ্যোতীতে স্থাপনাদি কার্য্য অমাত্যগণ করিয়াছেন, যথা,—

“ব্যপনিভ্যঃ সুহঃস্বর্ভাং কৌশল্যাং ব্যাবহারিকাঃ ॥

“তৈলজ্যোত্যাং তদমাত্যাঃ সংবেদ্য জনভীপতিম্ ॥”

হত্যাভ্যাপ্তোহথ ভরতভ্রিতঃ ভয়বিহ্বলঃ ।  
 আযয়ো গুরুগাধিষ্টে সত দূতৈস্ত সাত্বজঃ ॥ ৫০  
 রাজ্ঞো বা রাঘবস্তাপি হুঃখং কিঞ্চিৎপস্থিতম্ ।  
 ইতি চিন্তাপরো মার্গে চিন্তয়ন্নগরং যয়ো ॥ ৫১  
 নগরং ভ্রষ্টলক্ষ্মীকং জনসংবাসবজ্জিতম্ ।  
 উৎসবৈশ্চ পরিত্যক্তং দৃষ্ট্বা চিন্তাপরোহভবৎ ॥ ৫২  
 প্রবিশ্য রাজভবনং রাজলক্ষ্মীবিবজ্জিতম্ ।  
 অপশ্যৎ কৈকেয়ীং তত্র একামেবাসনে স্থিতাম্ ।  
 ননাম শিরসা পাদৌ মাতুর্ভুক্তিসমধিতঃ ॥ ৫৩  
 আগতং ভরতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী প্রেমসম্ভ্রমাৎ ।  
 উখায়ালিঙ্গ্য রতসং স্বাক্ষমারোপ্য সংস্থিতা ॥ ৫৪  
 মুগ্ধাবজ্জায় পপ্রচ্ছ কুশলং স্বকুলস্থা সা ।  
 পিতা মে কুশলী ভ্রাতা মাতা চ শুভলক্ষণা ।

বশিষ্ঠ কর্তৃক একরূপ আদিষ্ট হইয়া ভরত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং গুরুর আদেশানুসারে ভরত শত্রুর ও দূতগণের সহিত অযোধ্যায় আগমন করিলেন । ৫০

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—রাজার বা রাঘবের (রামের) হয় ত' কোনও হুঃখ উপস্থিত হইয়াছে । এইভাবে চিন্তাব্রিত হইয়া পথে চিন্তা করিতে করিতে নগরে গমন করিলেন । ৫১

ভগন সেই নগরকে ঘাঁহান, জনসংসদ্বিবজ্জিত এবং সর্ব-প্রকার উৎসবশূন্য দেখিয়া ভরত চিন্তিত হইলেন । ৫২

রাজলক্ষ্মীহীন রাজভবনে প্রবেশ করিলে তথায় একমাত্র কৈকেয়ীকে আসনে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন । (১) তখন ভরত ভক্তি সহকারে মাতার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন । ৫৩

কৈকেয়ী ভরতকে সমাগত দেখিয়া পেমবাগ্ৰচিতে উত্তিত হইয়া আলিঙ্গন করত স্নেহবশে নিজ ক্রোড়ে লইয়া বসাইলেন । ৫৪

তারপর মন্তক আত্মাণ করত তিনি ভরতের এবং নিজ বংশের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । পুত্র । আমার পিতা, ভ্রাতা এবং

(১) “এ বিষয়ে বাম্বাকিরামায়ণে—

“মহেন্দ্রভবনপ্রথ্যং শ্রীমদমৃতদর্শনম্ ।

প্রবিশ্ত ভবনং সৌম্য পিতরং নাত্যপমৃত ॥

অনীক্ষমাণঃ পিতরং স তত্র পিতুরালয়ে ।

অগাম নিঃসৃত্য ততো ভরতো মাতুরালয়ম্ ॥”

পাশ্চাত্ত্যরামায়ণে যথা,—

“অপশ্যন্ত ভরতঃ পিতরং পিতুরালয়ে ।

অগাম ভরতো ব্রহ্ম মাতরং মাতুরালয়ে ॥”

দিষ্ট্যা ত্বমন্ত কুশলী ময়া দৃষ্টোহসি পুত্রক ॥ ৫৫

ইতি পৃষ্টে স ভরতো মাতা চিন্তাকুলেস্ত্রিয়ঃ ।

দুয়মানেন মনসা মাতরং সমপৃচ্ছত ॥ ৫৬

মাতঃ পিতা মে কৃতান্তে একা ভূমিঃ সংস্থিতা ।

ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিত্ত্বহসি স্থিতঃ ॥ ৫৭

ইদানীং দৃশ্যতে নৈব কৃত্ত তিষ্ঠতি মে বদ ।

অদর্শনাৎ পিতুর্মহন্ত ভয়ং হুঃখঞ্চ জায়তে ॥ ৫৮

অথাহ কৈকেয়ী পুত্রং কিং হুঃখেন ভবানঘ ।

যা গতির্মশীলানামাশ্বমেধাদিয়াজিনাম্ ।

তাং গতিং গতবানন্ত পিতা তে পিতৃবৎসল ॥ ৫৯

তচ্ছ্রুত্বা নিপপাতোব্যায়ং ভরতঃ শোকবিহ্বলঃ ।

হা তাত ক গতোহসি ত্বং ত্যক্তু মাং বজ্রিনার্ণবে ।

অসমর্প্যৈব রামায় রাজ্ঞে মাং ক গতোহসি ভোঃ ॥ ৬০

শুভলক্ষণা মাতা কুলে আছেন ত' ? পুত্র । সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমি কুলের সহিত তোমাকে দেখিতে পাইলাম । ৫১(২)

মাতা কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই ভরত অভ্যন্ত চিন্তিত হইলেন । তারপর উত্তর মনে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫৬

মাতঃ । আমার পিতা কোথায় আছেন ? তুমি একাকিনী এখানে রহিয়াছ কেন ? আমার পিতা নির্জনে তোমাকে বাদ দিয়া কখনও ত' থাকেন না । ৫৭

কিন্তু এখন তাঁহাকে দেখিতে পাওঁতেছি না ; তিনি কোথায় আছেন ? আমার নিকট বল । আজ পিতাকে না দেখিয়া আমার ভর ও হুঃখ হইতেছে । ৫৮

অনন্তর কৈকেয়ী পুত্র ভরতকে বলিলেন,—নিষ্পাপ পুত্র । তোমার হুঃখের কি আছে ? পিতৃবৎসল পুত্র । অশ্বমেধযজ্ঞকারী ধার্মিক রাজাদের যে (চিরতন) গতি নির্দিষ্ট আছে, তোমার পিতা আজ সেই গতিই প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৫৯

ইহা শুনিয়া ভরত শোকে ব্যাকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । হা তাত । আমার এই হুঃখসাগরমধ্যে পরিভ্রাণ

(২) মাতার প্রশ্নে এখানে ভরত নিরুত্তর, কিন্তু বাম্বাকি-রামায়ণে ক্রত উত্তরের কথা বর্ণিত আছে, যথা—

“ইতি পৃষ্ঠোহথ কৈকেয়া ভরতো দীনমানসঃ ।

অশংস মাতুঃ স কিপ্রং গমনাগমনক্রমম্ ।

অন্ত মে দিবসাঃ সপ্ত নিঃসৃত্য গিরিরজাৎ ।

অহায়াঃ কুশলী ভাতো যুবাশ্চিন্মাতুলশ্চ মে ॥”

এবিষয়ে পাশ্চাত্ত্যরামায়ণে যথা—

“এবং পৃষ্ঠন্ত কৈকেয়া প্রিয়ং পাথিবনন্দনঃ ।

আচক্ট ভরতঃ সর্বং মাত্রে রাজীবলোচনঃ ॥”



ইতি বিহ্বলিতং পুত্রং পতিতং মুক্তমুর্দ্ধজম ।  
 উখ্যাপ্যামুজ্য নয়নৈকৈক্যেয়ী পুত্রমত্রবীং ।  
 সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে সর্বং সম্পাদিতং ময়া ॥ ৬১  
 ভামাহ ভরতভ্রাতো ম্রিয়মাণঃ কিমত্রবীং  
 ভামাহ কৈক্যেয়ী দেবী ভরতং ভয়বজ্জিতা ॥ ৬২  
 হা রাম রাম সীতেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ ।  
 বিলপন্নেব স্মৃতিরং দেহং ভ্যক্তুং দিবং যযৌ ॥ ৬৩  
 ভামাহ ভরতো হেহম্ব রামঃ সন্নিহিতো ন কিম্ ।  
 ভদানীং লক্ষ্মণো বাপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ ॥ ৬৪  
 কৈকয্যবাচ ।

রামস্ত যৌবরাজ্যার্থং পিত্রা তে সঙ্কমঃ কৃতঃ ।  
 ভব রাজ্যপ্রদানার্থং তদাং বিদ্রম্যচরম ॥ ৬৫  
 রাজ্ঞা দত্তং হি মে পূর্বং বরদেন বরহয়ম্ ।  
 যাচিৎ তদিদানীং মে ভয়োরেকেন তেহখিলম্ ।

করিয়া কোথায় গিয়াছেন? আমাকে রাজা রামের হস্তে  
 সমর্পণ না করিয়া হে পিতঃ! কোথায় গিয়াছেন? ৬০

এইভাবে শোকাক্ষয় ভূতলে পতিত মুক্তকেশ পুত্র ভরতকে  
 উখ্যাপিত করিয়া নয়নবয়ে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কৈক্যেয়ী পুত্র  
 ভরতকে পুনরায় বলিলেন—পুত্র। তুমি আশ্রিত হও, ভোমার  
 মজল হউক। আমি সব কিছুই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি। ৬১

তখন ভরত কৈক্যেয়ীকে বলিলেন, পিতা যত্নাকালে কি  
 বলিয়া গিয়াছেন? কৈক্যেয়ীদেবী নির্ভর হইয়া সেই সময় ভরতকে  
 বলিলেন। ৬২

‘হা রাম! রাম! সীতা! লক্ষ্মণ!’ এই কথা পুনঃ পুনঃ  
 বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতেই দেহ ভ্যাগ  
 করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। ৬৩

ভদনন্তর ভরত কৈক্যেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—জননি।  
 রাম কি তখন পিতার নিকটে ছিলেন না? লক্ষ্মণ বা সীতাদেবীও  
 কি সমীপে থাকেন নাই? তাঁহারা সেই সময় কোথায়  
 গিয়াছিলেন। ৬৪

কৈক্যেয়ী বলিলেন,—ভোমার পিতা রামকে যৌবরাজ্যে  
 অভিষিক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন; কিন্তু ভোমাকে  
 রাজ্যদান করাইবার জন্য আমি সেই কার্য্যে বিরুদ্ধি করি। ৬৫

পূর্বে বরদাতা রাজা আমাকে দুইটি বর দান করিয়াছিলেন।  
 (তখন তাহা আমি গ্রহণ করি নাই।) সেই বর দুইটি আমি এখন

রাজ্যং রামস্ত চৈকেন বনবাসো মুনিব্রতম্ ॥ ৬৬  
 ভতঃ সত্যপরো রাজা রাজ্যং দত্তা ভবৈব হি ।

রামং সম্প্রেষয়ামাম বনমেব পিতা ভব ॥ ৬৭

সীতাহপ্যমুগতা রামং পাতিব্রতামুপাশ্রিতা ।  
 সৌভ্রাত্রং দর্শয়ন্ রামমমুখ্যাতোহপি লক্ষ্মণঃ ॥ ৬৮

বনং গতেষু সর্বেষু রাজা তানেব চিন্তয়ন্ ।

প্রলপন্ রাম রামেতি সমার নৃপসন্তমঃ ॥ ৬৯

ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রাহত ইব ক্রমঃ ।

পপাত ভূমৌ নিঃসংজ্ঞস্তং দৃষ্টা হৃৎখিতা তদা ॥ ৭০

কৈক্যেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস শোকেন কিং ভব ।

রাজ্যে মহতি সংপ্রাপ্তে হৃৎখণ্ডাবসরঃ কৃতঃ ॥ ৭১

ইতি ক্রবন্তীমালোক্য মাতরং প্রদহম্বিবা ।

অসন্তুষ্টা হসি পাপে মে ঘোরো হৃৎ ভর্ষ্যঘাতিনি ॥ ৭২

তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। তাঁহার মধ্যে এক বরে ভোমাকে  
 সম্পূর্ণ রাজ্যদান আর অন্য এক বরে রামের মুনিব্রত অর্থাৎ মুনির  
 ভ্রাতৃত্ব পালন করিতে করিতে বনবাস। ৬৬

তাঁহার পর ভোমার পিতা সত্যপরায়ণ রাজা ভোমাকেই  
 রাজ্যদান করিয়া রামকে বনে পাঠাইয়াছেন। ৬৭

সীতা পাতিব্রত্য ব্রত অবলম্বন করিয়া রামের অনুগমন  
 করিয়াছে। লক্ষ্মণও ভ্রাতৃবাৎসল্য দেখাইয়া রামের অনুগামী  
 হইয়াছে। ৬৮

তাঁহারা সকলে বনে গমন করিলে পর রাজা তাঁহাদের চিন্তা  
 করিতে লাগিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ তারপর ‘রাম রাম’ বলিয়া প্রলাপ  
 করিতে করিতে যত্ন বরণ করিয়াছেন। ৬৯

মাতা কৈক্যেয়ীর এই কথা শুনিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূত  
 বজ্রাহত বৃক্ষের ভায় ভূতলে পতিত হইলেন। ভরতকে এপ্র  
 অবস্থায় দেখিয়া কৈক্যেয়ী হৃৎখিতা হইলেন এবং সেই সময় তিনি  
 পুনরায় এই কথা বলিলেন,—বৎস। ভোমার শোকের কি  
 আছে? বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ার ভোমার এখন হৃৎখণ্ড করিবার  
 সময় কোথায়? ৭০-৭১

মাতা কৈক্যেয়ীকে এই কথা বলিতে দেখিয়া ভরত নিজ দৃষ্টির  
 দ্বারা বেন মাতাকে দহ করিতে করিতে বলিলেন,—পাগীরসি।  
 ভোমার সহিত আলাপ করাও এখন আমার উচিত নয়।  
 ভয়করি। তুমি ভর্ষ্যঘাতিনী। ৭২

পাপে হৃদগৰ্ভজাতোহহং পাপবানস্মি সাম্প্রতম্ ।  
 অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি বিমং বা ভক্ষয়াম্যহম্ ॥ ৭৩  
 খড়্গেন বাণ চাত্মানং হৃদ্য যামি যমক্ষয়ম্ ।  
 ভৰ্তৃঘাতিনি হৃষ্টে হং কুন্তীপাকং গমিষ্যসি ॥ ৭৪  
 ইতি নির্ভর্য কৈকেয়ীং কৌশল্যাভবনং যযৌ  
 সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা মুক্তকণ্ঠা রুরোদ হ ॥ ৭৫  
 পাদয়োঃ পতিভক্ত্যা ভরতোহপি তদা রুদন্ ।  
 আলিঙ্গ্য ভরতং সাক্ষী রামমাতা যশস্বিনী ॥ ৭৬  
 কৃশাহতিদীনবদনা সাক্ষ্যেনেত্রেদমব্রবীৎ ।  
 পুত্র স্মি গতে দূরমেবং সর্বমভূদিদম্ ।  
 উক্তং মাত্ৰা শ্রুতং সৰ্বং ত্বয়া তে মাতৃচেষ্টিতম্ ॥ ৭৭  
 পুত্রঃ সন্তার্যো বনমেব যাতঃ  
 সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ ।  
 চৌরাসুরো বদ্ধকটাকলাপঃ  
 সন্ত্যজ্য মাং হৃৎসমুজ্জমগ্নাম্ ॥ ৭৮

পাপিনি । ভোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ আমি পানী  
 হইয়াছি । আমি এখন অগ্নিতে প্রবেশ করিব অথবা বিষ ভক্ষণ  
 করিব ॥ ৭৩

কিংবা খড়্গের আঘাতে আত্মহত্যা করিয়া আমি যমালয়ে  
 গমন করিব । ভৰ্তৃঘাতিনি হৃষ্টে । তুমি কুন্তীপাক-নরকে গমন  
 করিবে ॥ ৭৪

ভরত কৈকেয়ীকে এইভাবে নিদারুণ ভৎসনা করিয়া  
 কৌশল্যাদেবীর ভবনে গমন করিলেন । তিনিও ভরতকে দেখিয়া  
 উচ্চকণ্ঠে রোদন ভরিতে লাগিলেন ॥ ৭৫

সেই সময় ভরতও তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া রোদন  
 করিতে থাকিলেন । সাক্ষী যশস্বিনী কৃশতনু দীনবদনা রামমাতা  
 কৌশল্যাদেবী ভরতকে আলিঙ্গন করত অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই  
 কথা বলিলেন ॥ ৭৬

পুত্র । তুমি দূরে মাতুলালয়ে গমন করিলে পর এই সব  
 ব্যাপার হইয়াছে । ভোমার মাতা ভোমাকে নিশ্চয় সব  
 বলিয়াছে, তুমি সেই সব মাতার আচরণ তিনিয়াছ ॥ ৭৭

হৃৎসাগরে নিমগ্না আমাকে ত্যাগ করিয়া পুত্র রামচন্দ্র  
 ব্রতধন পরিধান করিয়া ও মন্তকে জটাসমূহ বাঁধিয়া ভার্য্যা সীতা  
 ও লক্ষ্মণের সহিত বনে-ই চলিয়া গিয়াছে ॥ ৭৮

হা রাম । হা রঘুবংশনাথ । তুমি পরাংপর পরমাত্মা হইয়াও  
 আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তথাপি হৃৎস আমাকে ত্যাগ

হা রাম হা মে রঘুবংশনাথ

জাতোহসি মে হং পরতঃ পরাত্মা ।

তথাপি হৃৎসং ন জহাতি মাং বৈ

বিধিবল্যায়ানিতি মে মনীষা ॥ ৭৯

স এবং ভরতো বীক্ষ্য বিলপন্তীং ভূশঃ শুচা ।

পাদৌ গৃহীত্বা প্রাহেদং শৃণু মাতর্বচো মম ॥ ৮০

কৈকেয়া যং কৃতং কৰ্ম রামরাজ্যাভিষেচনে ।

অন্যদ বা যদি জানামি সা ময়া চোদিতা যদি ।

পাপং মেহস্ত তদা মাতব্রহ্মহত্যাশতোদভবদ্ ॥ ৮১

হৃদ্য বশিষ্ঠং খড়্গেন অরুদ্বত্যা সমন্বিতম্ ।

ভূয়াস্তংপাপমখিলং মম জানামি যত্নহম্ ॥ ৮২

ইত্যেবং শপথং কৃত্বা রুরোদ ভরতশুদা ।

কৌশল্যা ভমখালিঙ্গ্য পুত্র জানামি সা শুচঃ ॥ ৮৩

এতস্মিন্মন্তরে শ্রুত্বা ভরতশ্চ সমাগমম্ ।

বশিষ্ঠো মন্ত্রিভিঃ সাক্ষিং প্রযযৌ রাজমন্দিরম্ ॥ ৮৪

করিয়া বাইতেছে না, ইহাতে আমার এই বোধই হইতেছে যে,  
 বিধিই সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ ॥ ৭৯

সেই ভরত মাতা কৌশল্যাদেবীকে অত্যন্ত শোকে বিলাপ  
 করিতে দেখিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করত বলিলেন,—মাতঃ ।  
 আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন ॥ ৮০

রামের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে কৈকেয়ী মাতা যাহা  
 করিয়াছেন, কিংবা ভৎসংক্রান্ত অন্ত কিছু যদি আমি জানিয়া  
 থাকি, বা কৈকেয়ী মাতাকে যদি এ বিষয়ে কোন প্রেরণা দিয়া  
 থাকি, তাহা হইলে মাতঃ । আমার যেন শত ব্রহ্মহত্যাজনিত  
 পাপ হয় ॥ ৮১

যদি সত্যই আমি এ বিষয়ে কিছু জানিয়া থাকি, তবে  
 দেবী অরুদ্বতীর সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠকে খড়্গের আঘাতে  
 হত্যার যে পাপ, সেই সম্পূর্ণ পাপ যেন আমার হয় । এইভাবে  
 নানা শপথ করিয়া সেই সময় ভরত রোদন করিতে লাগিলেন ।  
 তখন কৌশল্যাদেবী তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বলিলেন,—পুত্র ।  
 আমি তাহা জানি । তুমি শোক করিও না ॥ ৮২-৮৩

এই সময়ের মধ্যে ভরতের আগমন বার্তা শ্রবণ করত মন্ত্রি-  
 মণ্ডলীর সহিত বশিষ্ঠ রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।  
 তখন ভরতকে রোদন করিতে দেখিয়া বশিষ্ঠ সমাদরের সহিত  
 বলিলেন,—সত্যপরায়ণ পরাক্রমশালী জ্ঞানী প্রভু বৃদ্ধ রাজা  
 দশরথ সর্বপ্রকার পাণ্ডিবে মুখভোগ করিয়া বিপুল দক্ষিণার

রুদন্তঃ ভরতঃ দৃষ্টা বশিষ্ঠঃ প্রাহ সাদরম্ ।  
 বুদ্ধো রাজা দশরথো জ্ঞানী সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৮৫  
 ভুক্ত্বা সত্যস্বখং সর্বমিষ্টা বিপুলদক্ষিণৈঃ ।  
 অশ্বমেধাদিভির্বিজ্ঞল'ক্'। রামং সূতং হরিম্ ॥ ৮৬  
 অস্তে জগাম ত্রিদিব দেবেশ্রদ্ধাসনং প্রভুঃ ।  
 তং শোচসি বৃথৈব ত্রয়শোচ্যং মোক্ষভাজনম্ ॥ ৮৭  
 আত্মা নিত্যোহায়ঃ শুদ্ধো জ্ঞানানাদিবজিতঃ ।  
 শরীরং জড়মত্যর্থমপজিতং বিনশ্বরম্ ।  
 বিচার্যমাণে শোকস্তা নাবকাশঃ কথঞ্চন ॥ ৮৮  
 পিতা বা তনয়ো বাপি যদি মৃত্যুবশং গতাঃ ।  
 মৃত্যুস্তমশ্চোচস্তি স্বাত্মাতাড়নপূর্বকম্ ॥ ৮৯  
 নিঃসারে খলু সংসারে বিয়োগো জ্ঞানিনাং সদা ।  
 ভবেদ বৈরাগ্যাত্তু ভয়ং শাস্তিসৌখ্যং তনোতি চ ॥  
 জন্মবান্ যদি লোকে বহিঃস্থং তং মৃত্যুরষগাং ।  
 তস্মাদপরিহার্যোহয়ং মৃত্যুর্জন্মবতাং সদা ॥ ৯১  
 স্বকর্মবশতঃ সর্বভক্ষুনাং প্রভবাপ্যায়ৌ ।

সহিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের দ্বারা বহু যজ্ঞ করিয়া স্রীহরিকে পূজা  
 রামরূপে লাভ করত অস্তে দেবেশ্বরের অর্দ্ধাসন স্বর্গলোকে গমন  
 করিয়াছেন । তুমি বৃথাই তাহার জন্ত শোক করিতেছ; তিনি  
 শোকের যোগ্য নন, মোক্ষভাগী মহাপুরুষ ॥ ৮৫ ৮৬

আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ ও জন্ম-মরণাদি বজিত । আর  
 এই দেহ জড়, অতিশয় অপবিত্র ও নশ্বর । এইভাবে আত্মা ও  
 অনাত্মা বিষয়ের বিচার করিলেও কোনরূপ শোকের অবকাশ  
 থাকে না ॥ ৮৮

পিতা কিংবা পুত্র যদি মৃত্যু বরণ করে, তাহা হইলে যাহার  
 মৃত্যু, তাহারাই দেহে করাঘাত করিয়া শোক করিয়া থাকে ॥ ৮৯

অসার এই সংসারে কিন্তু প্রিয়জনদের বিয়োগ জানিগণের  
 বৈরাগ্যের কারণ এবং শক্তি ও সুখদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৯০

যদি একগণ্ডে কেহ জন্মলাভ করে, তবে তাহার মৃত্যু অবশ্যই  
 হইয়া থাকে । সেইহেতু জন্মগ্রহণকারীদেরই এই মৃত্যু সত্ত্ব  
 অপরিহার্য বলিয়া জানিবে ॥ ৯১

সমস্ত জীবগণের নিজ নিজ কর্মবশতঃ জন্ম ও বিনাশ হইয়া  
 থাকে অর্থাৎ জন্ম ও মরণ প্রাণিগণের নিজ নিজ কর্মের অধীন ;  
 ইহা জানিয়াও অজ্ঞ ব্যক্তি বাহ্যবিদগের জন্ত কেন শোক প্রকাশ  
 করে ? ৯২

বিজ্ঞানমপি বিদ্বান্ কঃ কথং শোচতি বাহুবান্ ॥ ৯২  
 ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহশো গতাঃ ।  
 শুশ্রুস্তি সাগরাঃ সর্বৈ কৈবাস্তা ক্ষণজীবিতে ॥ ৯৩  
 চলণক্রান্তলগ্নাশু বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্ ।  
 আয়ুস্ত্যজতাবেলায়াং কন্তত্র প্রত্যয়ন্তব ॥ ৯৪  
 দেহী প্রাক্তনদেহোৎকর্ষণা দেহবান্ পুনঃ ।  
 তদুদেহোৎথেন চ পুনরবৎ দেহঃ সদাশ্বন ॥ ৯৫  
 যথা ত্যজতি বৈ জীর্ণং বাসো গৃহ্যতি নূতনম্ ।  
 তথা জীর্ণং পরিত্যজ্য দেহী দেহং পুনর্ববম্ ।  
 ভজত্যেব সদা তত্র শোকস্তাবসরঃ কৃত ॥ ৯৬  
 আত্মা ন ম্রিয়তে জাতু জায়তে ন চ বর্ধতে ।  
 যড়্ভাবরহিতোহনন্তঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ ।  
 আনন্দরূপো বুদ্ধাদিসাক্ষী লয়বিবজিতঃ ॥ ৯৭  
 এক এব পরো হ্যাত্মা হৃদিতীয়ঃ সমঃ স্থিতঃ ।  
 ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা ত্যক্ত্বা োকং কুরু ত্রিয়াম্ ॥ ৯৮

দেহ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়াছে, বহু বহু সৃষ্টিও  
 ধ্বংস হইয়াছে এবং সমস্ত সাগরসকলও শুকাইয়া গিয়াছে,  
 সূতরাং ক্ষণভঙ্গুর এ জীবনে কি আশা আছে, না ? ৯৩

চকল পত্রের প্রান্তভাগে সংলগ্ন উপবিষ্ট পুরুষ ক্ষণভঙ্গুর  
 আয়ু অকালেও দেহকে ত্যাগ করিবে; যাহা, সেই আয়ুর প্রতি  
 ভোমার এত বিশ্বাস কেন ? ৯৪

দেহধারী জীব প্রাক্তন দেহে ত কর্মের দ্বারা অর্থাৎ  
 সেই কর্মের ফল ভোগের জন্ত পুনরাগ্ন দেহলাভ করে, আবার  
 এই লব্ধ দেহে অনুষ্ঠিত কর্মে অজ্ঞ দেহ প্রাপ্ত হয়; এইভাবে  
 ( কর্মচক্রের দ্বারা ) আত্মার সদা দেহ বন্ধন হইয়া থাকে ॥ ৯৫

যেদ্রুপ মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ  
 করে, সেইরূপ দেহধারী জীব ক্রমানুগত জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া  
 পুনরাগ্ন নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব তাহার জন্ত আর  
 শোকের অবসর কোথায় ? ৯৬

এই আত্মা কদাচ মরেন না, জন্মান না এবং বর্ধিত হন না ।  
 ইনি জন্ম-মরণাদি ছয় প্রকার বিকারবজ্জিত, অনন্ত, সত্য,  
 নিরীকল্প, জ্ঞানরূপ, আনন্দরূপী, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী এবং  
 লয়বজ্জিত ॥ ৯৭

এই আত্মা এক, প্রকৃতির পরবর্তী, অদ্বিতীয় এবং সর্বত্র  
 সমভাবে বিরাটমান । আত্মাকে এইরূপে দৃঢ়তাসহকারে জ্ঞাত  
 হইয়া শোক পরিহার পূর্বক কর্তব্য কার্য সম্পাদন কর ॥ ৯৮



উদ্दिश्य পিতরং তত্র ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু ।

দদৌ গবাং সহস্রাণি গ্রামান্ রত্নাঘরাণি চ ॥১০৩

অবসং স্বগৃহে তত্র রামমেবাহুচিন্তয়ন্ ।

বশিষ্ঠেন সহ ভ্রাত্রা মন্ত্ৰিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১০৪

রামেহরণ্যং প্রয়াতে সহ জনকমৃত্যু-লক্ষণাভ্যাং সুধোরং  
মাতা মে রামসৌব প্রদহতি হৃদয়ং দর্শনাদেব সন্তঃ ।

সেই দিনেই পিতার অক্ষর স্বর্গবাস কামনা করিয়া ব্রাহ্মণ-  
দিগকে বহু ধন, বহু সহস্র গো, অনেক গ্রাম, নানাবিধ রত্নসমূহ  
এবং বস্ত্রসমূহ দান করিলেন । ১০৩

ভ্রাতৃপর ভরত রামকেই চিন্তা করিতে করিতে গুরু বশিষ্ঠ  
ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ও মন্ত্ৰিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই  
অযোধ্যাতে বাস করিতে লাগিলেন । ১০৪

জনকনন্দিনী সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম ঘোরভর অরণ্যে

শ্রীমদ্রাঘবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে উদ্যমহেষ্ৱর-সংবাদপ্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

( বশিষ্ঠত্মাহুমতিং লক্ষ্মণি রাজ্যমসংগৃহেব রামমানেতুং ভরতস্ত বনগমনম্ ; )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বশিষ্ঠো মুনিভিঃ সার্কঃ মন্ত্ৰিভিঃ পরিবারিতঃ ।

রা : সত্যং দেবমভ্যাসন্নিতামবিশদৃ দিভুঃ ॥ ১

ভক্তাসনে সমাসীনশ্চতুর্মুখ ইবাপরঃ ।

আনীয় ভরতং তত্র উপবেশ্য সহাহুজম্ ॥ ২

অষ্টম অধ্যায় ।

[ বশিষ্ঠের অনুমতি পাইলেও রাজ্যগ্রহণ না করিয়াই রামকে  
কিরাইয়া আনিতে ভরতের বনগমন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন—প্রভু বশিষ্ঠ মন্ত্ৰিমণ্ডলীরদ্বারা(১)  
পরিবেষ্টিত হইয়া মুনিগণের সহিত দেবসভার দ্বার রাজসভার  
প্রবেশি হইলেন । ১

(১) এবিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণে যথা,—

সুমন্ত্রং জৈমিনিরৈব সমন্তং বিজয়ং তথা ।

মন্ত্ৰিণো নৈগগাংস্তাত্তান্ প্রধানাংস্ত তথা জনান্ ॥

(২) রাজা যদি উত্তরাধিকারীকে রাজ্যদান না করিয়া  
মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে পুরোহিত প্রভৃতিগণ সেই রাজ্য  
উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিবেন; যথা—“রাজ্যমদত্ত্বৈব রাজি

গচ্ছাম্যারণ্যমন্ত্ৰ স্থিরমভিরথিলং দূরতোহপ্যস্ত রাজ্যং  
রামং সীতাসমেতং স্মিতকৃচ্চির মুখং নিত্যমেবাহুসেবে ॥১০৫

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উদ্যমহেষ্ৱর-  
সংবাদে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭

গমন করিয়া রামসীর দ্বার মাতার সহিত আমার সাক্ষাৎকার  
হইলেই ভৎসনাং আমার হৃদয় দক্ষ হইয়া যাইত। এই সময়  
আমি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে, সম্পূর্ণ রাজ্য  
ত্যাগ করিয়া অদ্যই আমি বনে গমন করিব এবং তথায়  
সীতাদেবীর সহিত ঈষৎ হান্তে মধুরবদন রামকে নিত্য সেবা  
করিব । ১০৫

অত্রাবীদৃ বচনং দেশকালোচিতমবিন্দ্যমম্ ।

বৎস রাজ্যেহভিমেন্যামস্ত্যামন্ত্ৰ পিতৃশাসনাং ॥ ৩

কৈকেয়া। যাচিতং রাজ্যং তদর্থে পুরুষবর্ষত ।

সত্যমস্কো দশরথঃ প্রতিজ্ঞায় দদৌ কিল ।

অভিষেকো ভবতু মুনির্মিত্তপূর্বকম্ ॥ ৪

তথায় বিজয় ব্রহ্মার দ্বার আসনে উপবিষ্ট হইয়া অনুজ  
শত্রুঘ্নের সহিত ভরতকে আনয়ন করত সেই রাজসভার উপবেশন  
করাইয়া শত্রুঘ্নদন ভরতকে দেশ ও কালোচিত এই কথা  
বলিলেন,—বৎস। তোমার পিতার আদেশানুসারে আমার  
তোমাকে আজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিব । ২-৩(২)

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত । কৈকেয়ী তোমার জন্ম এই রাজ্য রাবার  
নিকট যাচঞা করিয়াছেন । সত্যপ্রতিজ্ঞ দশরথ পূর্ব্বে দুইটি বর  
দিবার জন্ম তোমার মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই  
প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য এই রাজ্য তোমাকে প্রদান করিয়াছেন ।  
যত্নে রাজপুত্রের পুরোহিত-মন্ত্ৰিভিরপি রাজ্যং দাতব্যং বৈদিক-  
লৌকিককর্মসু রাজপ্রাতিনিধাং ।” ইতি রাজনীতিরত্নাকরে ।

তচ্ছ্রুত্বা ভরতোহপ্যাহ মম রাজ্যেন কিং যুনে ॥৫  
রামো রাজাহবিরাজশ্চ বয়ং তৈশ্চৈব কিঙ্করাঃ ।  
খঃ প্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঙ্গলা ॥ ৬  
অহং যুয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা ।  
হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীম ॥৭  
কিন্তু মাং নো রমুশ্ৰেষ্ঠ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে ।  
তচ্ছ্রুত্বাভূতে গমিষ্যামি পাদচারণে দণ্ডকান্ ॥৮  
শত্রুসহিতস্তুর্যং যুয়মায়াত বা ন বা ।  
রামো যথী বনে যাতস্তথাহং বঙ্কলাশ্বরঃ ॥ ৯  
ফলমূলকৃতাহারঃ শত্রুসহিতো যুনে ।  
ভূমিশায়ী জটাধারী যাবদ্ রামো নিবর্ততে ॥ ১০  
ইতি নিশ্চিত্য ভরতস্তৃষ্ণামেবাবতস্থিবান্ ।  
সাদু সান্বিতি তং সৰ্বে প্রশংসামুর্দাদিষতাঃ ॥ ১১

সুতরাং মূনিগণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক আজই ভোমার অভিব্যেক  
কার্য সম্পন্ন করুন। বলিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরতও  
বলিলেন,— যুনে। আমার রাজ্য লইয়া কি হইবে।

কারণ, রাম হইলেন আমাদের রাজ্যধিরাজ, আমরা তাঁহারই  
সেবক মাত্র। আগামী কাল প্রভাতে আমি, আপনারা এবং  
রাক্ষসী কৈকেয়ী ব্যভীত অস্ত্র মাতৃগণ—এই আমরা সকলে সহর  
রামকে অযোধ্যায় আনিবার অস্ত্র গমন করিব। আর রাজ্যমাতা  
হইবার উচ্চাভিলাষিণী কৈকেয়ীকে আমি এখনই হত্যা  
করিব ॥ -৫৭

কিন্তু রমুশ্ৰেষ্ঠ রাম স্ত্রী হত্যাকারী মহাপাপী আমাদের সহ  
করিতে পারিবেন না। তাহা যাহা হউক, আপনারা আসুন বা না  
আসুন; আগামীকাল প্রভাতে আমি রাম বেক্ষণ বন্ধক ধারণ  
করিয়া গনে গিয়াছেন, সেইভাবে আমিও বঙ্কল বস্ত্র পরিধান  
করিয়া শত্রুদের সহিত অতি দ্রুত পাত্ৰজে(১) দণ্ডকারণ্যে গমন  
করিব। ৮-১

(১) পদব্রজেগমনের কথা বাস্তবিকরামায়ণে নাই, যথা—

“সজ্জং ভদ্রবলং জাভা ভরতো গুরুসম্মিথো।

রথং মে ভরতযেতি সূমন্ত্রং পার্শ্বতোহববৌৎ ॥” ২।৮৯।৮

“ভতঃ শ্বেতৈর্হরৈশ্চমাহার স্তন্দনোত্তমম্।

এববৌ ভরতঃ স্ত্রীমান্ রামদর্শনকাতঙ্করা ॥” ২।৯০।১

ভরত রথে করিয়াই রামের নিকট গিয়াছিলেন, ইহাই বাস্তবিক-  
রামায়ণে পাওয়া যায়।

ভতঃ প্রভাতে ভরতং গচ্ছন্তং সর্বসৈনিকাঃ ।

অনুজগ্মুঃ সূমন্ত্রেণ নোদিভাঃ সান্বকুঞ্জরাঃ ॥ ১২

কৌশল্যাধ্যা রাজদারা বশিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ ।

ছাদয়ন্তো ভুবং সৰ্বে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোহগ্রতঃ ॥ ১৩

শৃঙ্গবেরপুরং গহা গঙ্গাকূলে সমস্ততঃ ।

উবাস মহতী সেনা শত্রুস্বপরিচোদিভা ॥ ১৪

আগতং ভরতং শ্রুত্বা গুহঃ শঙ্কিতমানসঃ ।

মহত্যা সেনয়া সান্বমাগতো ভরতঃ কিম্ ॥ ১৫

পাপং কর্তুং ন বা যাতি রামস্থাবিদিতায়নঃ ।

গহা তদ্ধৃদয়ং জেয়ং যদি শুদ্ধস্তরিস্থিতি ॥ ১৬

গঙ্গাং নো চেৎ সমাকৃষ্টা নাবশ্চিষ্ঠন্ত সাযুধাঃ ।

জাতয়ো মে সময়ন্তাঃ পশ্যন্তঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ১৭

মুনিবর। যতকাল রাম এই অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন না করেন,  
ততকাল আমি শত্রুদের সহিত ফলমূল আহার করিয়া এবং  
অটা ধারণ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া  
ভরত তখন নীরব হইয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু  
তখন আনন্দসহকারে সভাসদগণ সকলেই ‘সাদু সাদু’ বলিয়া  
তাঁহার প্রশংসা করিলেন। ১০-১১

তারপর প্রাতঃকালে ভরতকে গমন করিতে দেখিয়া সূমন্ত্র  
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অশ্ব ও হস্তিগণের সহিত সমস্ত সৈন্যবৃন্দ  
তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। ১২

কৌশল্যাদি রাজপত্নীগণ এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ সকলে  
পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ভরতের পশ্চাতে পশ্চাতে, পার্শ্বে পার্শ্বে  
ও অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। ১৩

এইভাবে শৃঙ্গবেরপুরে বাইরা গঙ্গাভীরের চারিদিকে শত্রু  
কর্তৃক অনুপ্রেরিত হইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী শিবির স্থাপন  
করিল। ১৪

‘ভরত আসিয়াছেন’ এই কথা শুনিয়া গুহ মনে মনে ভীত  
হইয়া উঠিলেন এবং চিন্তা করিলেন, বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত  
ভরত আসিয়াছেন। ১৫

সুতরাং তিনি কোন পাপকার্য্য (রামকে বধ) করিতে  
বাইতেছেন কি না? কিন্তু রাম ত’ এই বৃত্তান্ত কিছুই জানেন  
না। যাহাই হউক, আমি বাইরা তাঁহার হৃদয় অতিপ্রায়

ইতি সর্বান্ সমাদিশ্য গুহো ভরতমাগতঃ ।  
 উপায়নানি সংগৃহ্য বিবিধানি বহুশ্চপি ॥ ১৮  
 প্রযয়ৌ জ্ঞাতিভিঃ সার্ব্ধং বহুভিবিবিধায়ুধৈঃ ।  
 নিবেত্তোপায়নাশ্চগ্রে ভরতশ্চ সমস্ততঃ ॥ ১৯  
 দৃষ্ট্ৱা ভরতমাসীনং সানুজং সহ মন্ত্ৰিভিঃ ।  
 চৌরাস্বরং ঘনশ্যামং জটামুকটধারিণম্ ॥ ২০  
 রামমেবাত্মশোচন্তং রাম রামেতি বাদিনম্ ।  
 ননাম শিরসা ভূমৌ গুহোহহমিতি চাতরবীং ॥ ২১  
 • শীঘ্রমুখাপ্য ভরতো গাঢ়মালিন্য সাদরম্ ।  
 পৃষ্ট্বাহনাময়মব্যগ্রঃ সখায়মিদমব্রবীং ॥ ২২  
 ভ্রাতৃত্বং রাঘবেণাত্ম সমেতঃ সমবস্থিতঃ ।  
 রামেণালিঙ্গিতঃ সার্দ্রনয়নেনামলাত্মনা ॥ ২৩  
 যথোহসি কৃতকৃত্যোহসি যৎকৃত্য পরিভাষিতঃ ।  
 রামো রাজীবপত্রাক্ষো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ॥ ২৪  
 ভক্ত রামশ্চয়া দৃষ্টন্তত্র মাং নয় শ্রুত্বত ।  
 সীতয়া সহিতো যত্র স্তম্ভস্তদৃ দর্শয়স্ব মে ॥ ২৫

বুঝিয়া আসি। যদি দেখি যে তিনি শুদ্ধহৃদয়, তাহা হইলে তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিব। যদি তাহা না হয়, তবে আমার অধীনস্থ জ্ঞাতিগণ অস্ত্রধারণ করিতে সাবধান হইয়া চতুর্দিক্ পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে নৌকাসকল সবলে ধরিত্তা রাখিবে ॥ ১৬-১৭

এইভাবে সকলকে আদেশ করিয়া গুহ ভরতের নিকট আসিলেন। প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ উপায়নসকল লইয়া বহুবিধ অস্ত্রধারী জ্ঞাতিগণের সহিত গুহ প্রস্থিত হইলেন এবং ভরতের সম্মুখে চারিদিকে উপায়নসমূহ নিবেদন করিলেন ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুজ শত্রু ও মন্ত্ৰিবর্গের সহিত উপবিষ্ট, বস্ত্রখণ্ড পরিধারী, মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ, জটাসমূহকে মুকুটের স্তার ধারণকারী, রামেরই অস্ত্র অনুশোচনাকারী, এবং ‘রাম রাম’ এই নাম গ্রহণকারী ভরতকে দেখিয়া মন্ত্ৰকের দ্বারা ভূমিতে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন—আমি গুহ (আসিয়াছি) ॥ ২০-২১

ভরত সত্ত্বর তাঁহাকে তুলিয়া সাগরে আলিঙ্গন করত মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া ধীরভাবে সখা গুহকে এই কথা বলিলেন ॥ ২২

জ্ঞাতঃ । তুমি এখানে রাঘবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান

৩৭ রামশ্চ প্রিয়তমো ভক্তিমানসি ভাগ্যবান্ ।  
 ইতি সংশ্লুভ্য সংশ্লুভ্য রামং সাক্ষ্যবিলোচনঃ ॥ ২৬  
 গুহেন সহিতস্তত্র যত্র রামঃ স্থিতো নিশি ।  
 যযৌ দদর্শ শয়নস্থলং কুশসমাস্তৃতম্ ॥ ২৭  
 সীতাভরণসংলগ্নশ্বর্ণবিন্দুভিরঙ্কিতম্ ।  
 হৃৎখসন্তপ্তহৃদয়ো ভরতঃ পর্যাদেবয়ং ॥ ২৮  
 অহোহতিশুকুমারী যা সীতা জনকনন্দিনী ।  
 প্রাসাদে রত্নপর্যাক্ষে কোমলাস্তরণে শুভে ॥ ২৯  
 রামেণ সহিতা শেতে সা কথং কুশবিষ্টরে ।  
 সীতা রামেণ সহিতা হৃৎখেন মম দোষতঃ ॥ ৩০  
 ধিঙ্ মাং জাতোহস্মি কৈকেয়াং পাপরাশিসমানতঃ  
 মল্লিমিত্তমিদং ক্লেশং রামশ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ৩১  
 অহোহতিশুকুমারী জন্ম লক্ষ্মণশ্চ মহাত্মনঃ ।  
 রামমেব সদাষেতি বনস্থমপি হৃষ্টধীঃ ॥ ৩২  
 অহং রামশ্চ দাসা যে তেষাং দাসশ্চ কিঙ্করঃ ।  
 যদি স্মাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩

করিয়াছিল এবং নির্দল হৃদয় রাম প্রেমাঙ্কপূর্ণ নয়নে তোমাঞ্চে আলিঙ্গন করিয়াছেন ॥ ২৩

লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কমললোচন রাম যখন তোমার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তখন তুমি যত ও কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছ ॥ ২৪

শ্রুত্বত। তুমি রামকে যথাস্থ দর্শন করিয়াছিলে, আমাকে তথায় লইয়া চল। সীতার সহিত তিনি যে স্থানে নিদ্রা গিয়াছিলেন, সেই স্থানও তুমি আমাকে দর্শন করাত ॥ ২৫

তুমি রামের প্রিয়তম ভক্ত এবং ভাগ্যবান্। ভরত অক্ষপূর্ণ নয়নে এইভাবে রামকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া যেখানে রাম রাজিতে বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গুহের সহিত গমন করিলেন। কুশসমূহে সমাস্ত্র এবং সীতার আভরণসমূহের স্বর্ণ-খণ্ডের দ্বারা অলঙ্কৃত শয়নস্থল ভরত যখন দর্শন করিলেন, তখন হৃৎখ সন্তপ্ত হৃদয়ে ভরত বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬-২৮

অহো! অতিশয় সুকুমারী (কোমলাঙ্গী) জনকনন্দিনী যে সীতা রাজপ্রাসাদে সুন্দর কোমল আস্তরণে (বিছানার চাদরে) আচ্ছাদিত রত্নভূষিত পালকে রামের সহিত শয়ন করিতেন, রামের সহিত সেই সীতা কিরূপে আমারই দোষে অতিশয় হৃৎখ সহকারে এই কুশল্যায় শয়ন করিয়াছেন ॥ ২৯-৩০

ভ্রাতৃর্জনানসি যদি তৎ কথয়স্ব মমাখিলম্ ।  
 যত্র তিষ্ঠতি তজ্জাহং গচ্ছাম্যানেতুমঙ্গসা ॥ ৩৪  
 গুহন্তং শুদ্ধহৃদয়ং জ্ঞাত্বা সন্তোষমব্রবীৎ ।  
 দেব স্বমেব ধ্যোত্বাহসি যন্ত তে ভক্তিরীদৃশী ॥ ৩৫  
 রামে রাজীবপত্রাক্ষে সীতায়াং লক্ষ্মণে তথা ।  
 চিত্রকূটাজিনিকটে মন্দাকিন্যাবিদূরতঃ ॥ ৩৬  
 মুনীনাশ্রমপদে রামস্তিষ্ঠতি সানুজঃ ।  
 জানক্যা সহিতো নন্দাং সুখমাস্তে কিল প্রভুঃ ॥ ৩৭  
 তত্র গচ্ছামহে শীঘ্রং গঙ্গাং তর্জুমিহাহসি ।  
 ইত্যুক্ত্বা ত্রিভুং গতা নাবঃ পঞ্চশতানি চ ॥ ৩৮  
 সমানয়ৎ সসৈন্ত্যশ্ব তর্জুং গঙ্গাং মহানদীম্ ।

হার, আমাকে দিক্। কারণ, মুক্তিমান্ পাপরাশির সমান  
 কৈকেয়ীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। (হার। হার ॥)  
 আমার জন্মই পরমাত্মা রামকে এই ক্লেশ ভোগ করিতে  
 হইরাছে ॥ ৩১

অহো। মহাত্মা লক্ষ্মণের জন্মই অভিশর সফল হইরাছে,  
 কারণ, রাম বনে বাস করিলেও সে হৃষ্টচিত্তে রামেরই অনুসরণ  
 করিতেছে ॥ ৩২

রামের বঁহারা দাস, আমি যদি তাঁহাদের দাসের কিঙ্কর  
 (সেবক) হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার জন্ম সফল হইবে,  
 ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৩

ভ্রাতঃ। রাম বখায় আছে, ইহা যদি তুমি জান, তাহা  
 হইলে সব কিছুই আমাকে বল। আমি রামকে আনিবার  
 জন্য তথায় সত্তর গমন করিব ॥ ৩৪

গুহ সেই ভরতকে শুদ্ধহৃদয় (১) জানিতে পারিয়া স্নেহের  
 সহিত এই কথা বলিলেন,—দেব। তুমিই ধন্য; কারণ, পদ্মপত্র-

(১) এখানে গুহ প্রসঙ্গ না করিয়াই ভরতের হৃদয়ের পবিত্রতা  
 জানিতে পারিলেন; কিন্তু বাস্তবিকরামায়ণে প্রসঙ্গের পর বখা,—  
 গুহের প্রসঙ্গ—

“কচিৎ হৃষ্টো ব্রজসি রামস্তাক্রিষ্টকর্মণঃ ।

অভিভীমা হি সেনেয়ঃ শঙ্ক্যং জনরতীব মে ॥”

২।১২।১৬

ভরতের উত্তর বখা,—

“মা ভূং স কালো যিক্ কঠং ন মাং শক্তিতুমহসি ।

রাঘবার্থং স হি জ্ঞাতা জ্যোতঃ পিতৃসমো মম ।

উপাবর্তন্তি ত্বং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্ ।

বুদ্ধিরতা ন তে কার্য্যা সত্যমেব ব্রবীম্যহম্ ॥

২।১২।১৮-১৯

স্বয়মেবানিনায়ৈকাং রাজনাবং গুহন্তদা ॥ ৩৯

আরোপ্য ভরতং তত্র শত্রুস্বং রামমাতরম্ ।

বশিষ্ঠঞ্চ তথান্নত্ৰ কৈকেয়ীং চান্ন্যযোষিতঃ ॥ ৪০

ভীষ্মা গঙ্গাং যয়ো শীঘ্রং ভরতাজ্ঞাশ্রমং প্রাতি ।

দূরে স্থাপ্য মহাসৈন্ত্যং ভরতঃ সানুজো যযৌ ॥ ৪১

আশ্রমে মুনিমাসীনং জলন্তমিব পাবকম্ ।

দৃষ্টা ননাম ভরতঃ সাষ্টাঙ্গমতিভক্তিভঃ ॥ ৪২

জ্ঞাত্বা দাশরথিং পীড়া পূজয়ামাস মোনিরাট্ ।

পপ্রচ্ছ কুশলং দৃষ্টা জটাবদ্ধলগ্ন রিণম্ ॥ ৪৩

রাজ্যং প্রশাসতন্তেহন্ত কিমেতদ্ বদ্ধলাদিকম্ ।

আগতোহসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতম্ ॥ ৪৪

সদৃশ বিশালনয়নশোভিত রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের উপর তোমার  
 এরূপ ভক্তি আছে। চিত্রকূট পর্বতের নিকটে মন্দাকিনীর  
 অনতিদূরে মুনিগণের আশ্রমসন্নিধানে জানকীর সহিত ও অনুজ  
 লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। প্রভু তথায় আনন্দ  
 উপভোগ করিতে করিতে সুখের সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৪৫-৪৭

আমরা তথায় শীঘ্র গমন করিব। এখানেই তোমাকে গঙ্গা  
 পার হইতে হইবে। এই কথা বলিয়া সত্তর গমন করত সৈন্যসহ  
 ভরতের গঙ্গাপারের জন্য পাঁচশত নৌকা আনিলেন। স্বয়ং গুহ  
 একাকী একটি রাজযোগ্য নৌকা আনিলেন ॥ ৫১

সেই নৌকার ভরত, শত্রুস্ব, রামমাতা কৌশল্যা ও বশিষ্ঠকে  
 আরোহণ করাইয়া এবং অন্য নৌকার কৈকেয়ী ও অন্যান্য  
 ক্রীগণকে আরোহণ করাইয়া গঙ্গা পার হইয়া ভরতাজ্ঞের  
 আশ্রমের দিকে গমন করিলেন। আশ্রম হইতে দূরে বিশাল  
 সৈন্যবাহিনীকে রাখিয়া অনুজ শত্রুস্বের সহিত ভরত আশ্রমে  
 উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

সেই আশ্রমে প্রস্থলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ভরতাজ্ঞমুণ্ডিকে  
 আসনে সমাসীন দেখিয়া ভরত অভিশর ভক্তিসংকারে তাঁহাকে  
 সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন ॥ ৪২

সেই মৌনব্রত পালনকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরতাজ্ঞ তাঁহাকে  
 দশরথের পুত্র বলিয়া জানিয়া প্রীতিসংকারে তাঁহাকে সমাদর  
 করিলেন এবং তাঁহাকে জটাবদ্ধলগ্ন দেখিয়া তাঁহার কুশল  
 জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৩

বৎস। তুমি রাজ্যশাসন করিতেছ, অথচ আজ এই বদ্ধলাদি  
 ধারণ করিয়াছ কেন? মুনিসেবিত এই নির্জন বনে তুমি কিজন্ত  
 আসিয়াছ? ৪৪



ভরদ্বাজবচঃ শ্রুত্বা ভরতঃ সাক্ষলোচনঃ ।  
 সর্বং জানামি ভগবন্ সর্বভূতায়স্থিতঃ ।  
 তথাপি পৃচ্ছসে কিঞ্চিৎ তদনুগ্রহ এব মে ॥ ৪৫  
 কৈকেয়্যা যৎ কৃতং কর্ম রামরাজ্যবিদ্যাতনম্ ।  
 বনবাসাদিকং বাপি ন হি জানামি কিঞ্চন ॥ ৪৬  
 ভবৎপাদযুগং মেহু প্রমাণং মুনিসত্তম ৪৭  
 ইত্যুক্ত্বা পাদযুগলং মূনেঃ স্পৃষ্ট্বাৰ্ত্তমানসঃ ।  
 জ্ঞাতুমর্হসি মাং দেব শুকো বাসুদেব এব বা ॥ ৪৮  
 মম রাজ্যেন কিং স্বামিন্ রামে তিষ্ঠতি রাজনি  
 কিঙ্করোহহং মুনিস্শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রস্ত শাস্ত্রতঃ ॥ ৪৯  
 অতো গতা মুনিস্শ্রেষ্ঠ রামস্ত চরণান্তিকে ।  
 পতিত্বা রাজ্যসম্ভারান্ সমপ্যাত্রেব রাঘবম্ ॥ ৫০  
 অভিষেক্যে বশিষ্ঠাষ্ট্রে পৌরজ্ঞানপটৈঃ সহ ।

ভরদ্বাজের বাক্য শ্রবণ করত ভরত অক্ষপূর্ণনয়নে বলিলেন,  
 —ভগবন্। আপনি সকল প্রাণীর অভিপ্রায় অবগত আছেন  
 (অথবা আপনি সর্বভূতের অন্তর্যামী); সুতরাং সবকিছুই  
 জানেন, তথাপি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা  
 কেবল আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই ॥ ৪৫

কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকবিষয়ক যে কার্য করিয়াছেন  
 কিংবা রামের বনবাসদি যাহা কিছু কর্ম, আমি তাহা কিছুই  
 জানি না। মুনিস্বর। আপনার শ্রীচরণযুগলই আজ আমার  
 এবিধে প্রমাণ ॥ ৪৬-৪৭

এই কথা বলিয়া ভরত দুঃখিত চিত্তে মূনির শ্রীপাদযুগল স্পর্শ  
 করিয়া বলিলেন,—মুনিসত্তম। আপনি বিচার করিয়া বলুন যে,  
 আমি শুদ্ধ (নির্দোষ) কিংবা অন্তঃ (দোষী) ॥ ৪৮

স্বামিন্। রাম রাজা থাকিতে আমার রাজ্যে কি প্রয়োজন?  
 মুনিস্শ্রেষ্ঠ। আমি শ্রীরামচন্দ্রের চিরকালের কিঙ্কর ॥ ৪৯

মুনিস্শ্রেষ্ঠ। অতএব আমি গমন করত শ্রীরামের শ্রীচরণ  
 সমীপে পতিত হইয়া এবং সেখানেই রাঘবকে রাজ্যভার সমর্পণ  
 করিয়া পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের সহিত বশিষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা  
 তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। সেই রমানাথ (লক্ষ্মীপতি)  
 রামকে অবোধ্যায় লইয়া যাইব এবং আমি দাস হইয়া অতি  
 নীচের ভাৱ তাঁহার সেবা করিব ॥ ৫০-৫১

ভরত কর্তৃক কথিত এই বাক্য মূনি ভরদ্বাজ শ্রবণ করত  
 বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক মস্তক আশ্রয়  
 করিয়া প্রশংসা করিলেন ॥ ৫২

বৎস। আমি পূর্বেই জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা এই ভাবী বৃত্তান্ত

নেত্রেহবোধ্যায় রমানাথং দাসঃ সেবেহভিনীচবৎ ॥ ৫১  
 ইত্যাদৌরিতমার্কণ্য ভরতস্ত বচো মূনিঃ ।

আলিঙ্গ্য মূধ্যাব্রাজ্য প্রশংসং সবিষ্ময়ঃ ॥ ৫২

বৎস জ্ঞাতং পুত্রৈবৈতদ্বিষ্ণুং জ্ঞানচক্ষুযা ।

মা শুচত্বং পরো ভক্তঃ শ্রীরামে লক্ষ্মণাদপি ॥ ৫৩

আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি সসৈশ্চাত্ত ভবানঘ ।

অত্র ভুক্ত্বা সসৈশ্চাত্তং খো গন্তা রামসম্মিধিম্ ॥ ৪

যথা জ্ঞাপয়তি ভবাংস্তথেষতি ভরতোহব্রবীৎ ।

ভরদ্বাজত্বপঃ স্পৃষ্টা মৌনী হোমগৃহে স্থিতঃ ॥ ৫১

দধ্যৌ কামত্বাং কামবর্ষিণীং কামদৌ মূনিঃ ।

অমৃজৎ কামধূক্ সর্বং যথাকামমলৌকিকম্ ॥ ৫৬

ভরতস্ত সসৈশ্চাত্ত যথেষ্টঞ্চ মনোরথম্ ।

যথা ববর্ষ সকলং তৃপ্তান্তে সর্বসৈনিকঃ ॥ ৫৭

অবগত আছি। তুমি শোক করিও না, লক্ষ্মণ অপেক্ষা তুমিই  
 শ্রীরামের শ্রেষ্ঠ ভক্ত ॥ ৫৩

নিষ্পাপ ভরত। সৈন্তের সহিত তোমার আমি অতিথি-  
 সেবা করিতে ইচ্ছা করি। অদ্য সসৈন্তে তুমি ভোজন করিয়া  
 আগামী কাল রামের নিকটে গমন করিবে ॥ ৫৪

তখন ভরত বলিলেন, আপনি যাহা আশী করিবেন, তাহাই  
 পালন করিব। ইহার পর ভরদ্বাজ মূনি জল স্পর্শ করিয়া  
 মৌন অবলম্বন করত হোমগৃহেই অবস্থান করিলেন ॥ ৫৫

কামনা পূরণকারী মূনি অভিলষিত বস্তু বর্ষণকারিণী কামধ্বা  
 (১) অর্থাৎ কামধেনুকে ধ্যান করিলেন। তখন সেই কামধেনু  
 অলৌকিক সমস্ত অভিলষিত বস্তু সমূহ মূনির ইচ্ছানুসারে স্থলন  
 করিলেন ॥ ৫৬

সসৈন্ত ভরতের বাহাতে সমস্ত মনোরথ অভিপ্রাণানুসারে  
 পূর্ণ হয়, তদনুযায়ী সেই কামধেনু তখন সব কিছুই বর্ষণ  
 করিলেন। ইহাতে সমস্ত সৈন্তগণই তৃপ্ত হইল ॥ ৫৭

(১) এই অধ্যায়রামায়ণে অতিথিসংস্কারের এক ভরদ্বাজের  
 কামধেনুর ধ্যানের কথা বর্ণনা আছে, কিন্তু বাস্তবিকরামায়ণে  
 বিশ্বকর্ষাকে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা—

“অগ্নিশালাং প্রবিশ্যথ পীতাপঃ পরিমৃশ্য চ।

আতিথ্যার্থী ভরদ্বাজো বিশ্বকর্ষাণমাহ্বয়ং ।

আহুয় বিশ্বকর্ষাণং স্বয়ং তৃষ্ঠারমব্রবীৎ ।

আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তৎ তু মে সংবিদীরতাম্ ॥”

বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাহং শান্তদৃষ্টেন কর্মণা ।  
 পশ্চাৎ সসৈশ্চ ভরতঃ তর্পয়ামাস যোগির্যট্ ॥ ৫৮  
 উষিত্বা দিনমেকান্ত আশ্রমে স্বর্গসন্নিভে ।  
 অভিবাণ্ড পুনঃ প্রাভর্তরধাজং সহানুজঃ ।  
 ভরতস্ত কৃতানুজঃ প্রয়যৌ রামসন্নিধিম্ ॥ ৫৯  
 চিত্রকূটমগ্রাপ্য দূরে সংস্থাপ্য সৈনিকান্ ।  
 রামসন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রয়যৌ ভরতঃ স্বয়ম্ ॥ ৬০  
 শত্রুঘ্নেন স্তমজ্ঞেণ গুহেণ চ পরস্তপঃ ।  
 তপস্বিমণ্ডলং সর্বং বিচিষ্টানো চ্যবর্ত্তত ॥ ৬১  
 অদৃষ্টৌ রামভবনমপৃচ্ছদৃষিমণ্ডলম্ ।  
 কৃতাহহস্তে সীতয়া সার্কং লক্ষ্মণেন রঘুস্তমঃ ॥ ৬২

মুনিরাজ ভরতাজ সর্ব্যাগ্রে বশিষ্ঠকে শাস্ত্রবিহিত কর্মের  
 দ্বারা পূজা করিয়া পরে সৈন্তগণের সহিত ভরতের তৃপ্তি সাধন  
 করিলেন । ৫৮

স্বর্গোপম সেই আশ্রমে একদিন বাস করিয়া অনুজ শত্রুঘ্নের  
 সহিত ভরত প্রাতঃকালে ভরতাজ মুনিকে প্রণাম করিয়া ঈহারা  
 অনুমতি গ্রহণ করত রামসমীপে গমন করিলেন । ৫৯

ভারপর চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হইয়া সৈন্তদিগকে দূরে  
 সংস্থাপিত করিয়া রামদর্শনাভিলাষী ভরত স্বয়ং গমন করিলেন ।  
 শত্রুঘ্ন, স্তমজ্ঞ ও গুহকে সঙ্গে লইয়া ভরত সমস্ত তপস্বিহানসমূহ  
 অন্বেষণ করত রামভবন দেখিতে না পাইয়া অধিগণকে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন—সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রঘুস্তম রাম কোথায়  
 আছেন ? ৬০-৬২

শ্রীমন্মুনি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্ম রামায়ণে

উচুরগ্রে গিরেঃ পশ্চাদ্ গজায়া উত্তরে তটে ।  
 বিবিক্তং রামসদনং রম্যং কাননমণ্ডিতম্ ॥ ৬৩  
 সফলৈরাশ্রপনসৈঃ কদলীষণ্ডসংবৃতম্ ।  
 চম্পকৈঃ কোবিদারৈশ্চ পুন্নাগৈর্গব্ধলৈস্তথা ॥ ৬৪  
 এবং দলিতমালোক্য মুনিভির্ভরতোগ্রতঃ ।  
 হর্ষাদ্ যযৌ রঘুশ্রেষ্ঠভবনং মন্ত্রিণা সহ ॥ ৬৫  
 দদর্শ দূরাদতিভানুরং শুভং  
 রামস্ত গেহং মুনিবৃন্দসেবিতম্ ।  
 বৃক্ষাগ্রসংলগ্নশুবঙ্কলাজিনং  
 রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ ॥ ৬৬  
 ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উদ্যমহেষ্ৱরসংবাদে  
 অষোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮

তখন ঠাহারা বলিলেন,—এই যে সম্মুখে পর্বতের পশ্চাদ্-  
 ভাগে মন্দাকিনী নদীর উত্তর তীরে ফলশালী আম, পনস  
 (কাঁটাল), এবং প্রভূত চম্পক, কোবিদার ও পুন্নাগ বৃক্ষসমূহে  
 রমণীয়, কদলীবৃক্ষশ্রেণীতে আবৃত ও বনবিভূষিত রামভবন  
 দেখা বাইতেছে ॥ ৬৩-৬৪

ভরত সম্মুখে মুনিগণ কর্তৃক প্রদর্শিত রঘুশ্রেষ্ঠ রামের ভবন  
 অবলোকন করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া মন্ত্রী স্তমজ্ঞের সহিত তথায়  
 গমন করিলেন ॥ ৬৫

অনুজ শত্রুঘ্নের সহিত ভরত দূর হইতে দেখিলেন,—অভিশয়  
 ভাষর, মুনিবৃন্দসেবিত ও সুন্দর রামের গৃহ রামের দ্বারা পরম  
 রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে এবং সে স্থানের বৃক্ষসকলের শাখাগ্র-  
 ভাগে উত্তম বঙ্কল ও অজিন ( যুগচর্চ ) বাঁধা আছে ॥ ৬৬

অষোধ্যাকাণ্ডে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরামেণ সহ ভরতস্ত মিলনং কথোপকথনঞ্চ, শ্রীরামস্ত পাছকে গৃহীত্বা নন্দিগ্রামে ভরতস্ত রাজ্যস্থাপনম্,  
শ্রীরামস্তাশ্রমেনরাশ্রমে গমনঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ :

অথ গতাশ্রমপদসমীপং ভরতো মুদা ।

সীতারামপদৈশু ক্তং পবিত্রমতিশোভনম্ ॥ ১

স তত্র বজ্রাঙ্কুশবারিজাঞ্চিত-

ধ্বজাদিচিহ্নানি পদানি সর্বতঃ ।

দদর্শ রামস্ত ভুবোহতিমঙ্গলা-

শ্রুচেষ্টয়ং পাদরজঃশু সানুজঃ ॥ ২

অহৌ শ্রুত্বোহহমমুনি রাম-

পদারবিন্দাঙ্কিতভূতলানি ।

পশ্যামি যং পাদরজো বিমৃগ্যং

ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিভিষ্চ নিত্যম্ ॥ ৩

ইত্যদভূতপ্রেমরসাপ্ততাশয়ো

বিগাঢ়চেতা রঘুনাথভাবেন ।

আনন্দজাশ্রুস্পিতস্তনাস্তরঃ

শনৈরবাশ্রমসন্নিধিং হরেঃ ॥ ৪

নবম অধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীরামের সহিত ভরতের মিলন ও কথোপকথন, শ্রীরামের পাছকায় লইয়া নন্দিগ্রামে ভরতের রাজ্য স্থাপন এবং শ্রীরামের অশ্রমনির আশ্রমে গমন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—অনন্তর ভরত আনন্দ সহকারে সীতা-রামের পদচিহ্নসমূহে যুক্ত, অতএব পবিত্র, অতিশয় সৌন্দর্য্যময় শ্রীরামের আশ্রমস্থান সমীপে গমন করত তথায় ভুবনের অতি মঙ্গলকর বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মযুক্ত ধ্বজাদিরেখাঙ্কিত শ্রীরামের পদচিহ্নসমূহ সর্বত্র দেখিতে পাইলেন । তখন সেই ভরত অনুজ শক্রয়ের সহিত সেই সব পদগুলির উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । ১-২

তারপর ভরত বলিলেন—অহো ! অতিশয় ধন্য হইলাম ; কারণ, যাহার পদগুলি ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋতসিকল সমুদয় অন্বেষণ করেন, সেই শ্রীরামের পাদপদ্মচিহ্নযুক্ত এই আশ্রমভূমি-সমূহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি । ৩

এইরূপ অন্তত প্রেরসে পরিপ্লুতহৃদয় এবং শ্রীরামচন্দের ভাবনায় অভিভূতচিত্ত ভরত আনন্দাশ্রমবারায় নিজ বক্ষঃস্থল প্রাণিত করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীহরি রামচন্দের আশ্রমপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন । ৪

তিনি তথায় নবদুর্বাদলস্তম্, আয়তলোচন, জটাক্রপ

স তত্র দৃষ্ট্বা রঘুনাথমাস্থিতং

দুর্বাদলশ্যামলমায়তলক্ষণম্ ।

জটাকিরীটং নববঙ্কলাশ্রয়ং

প্রসন্নবস্ত্রং তরুণাকর্ণচ্যুতিম্ ॥ ৫

বিনোদয়ন্তং জনকাত্মজাং শুভাং

সৌমিত্রিণা সেবিতপাদপঙ্কজম্ ।

তদাভিহৃদ্রাব রঘুন্তমং শুচা

হর্ষাচ্চ তৎপাদবুগং হরাগ্রহীৎ ॥ ৬

রামস্তমাকৃশ্ণ সুদীর্ঘবাহ-

দৌভ্যাং পরিশ্রুজ্য সিমিঞ্চ নেত্রজৈঃ ।

জলৈরথাক্ষোপরি সন্মাবেশয়ং

পুনঃ পুনঃ সম্পরিশ্রবজ্ঞে বিভূঃ ॥ ৭

অথ তা মাতরঃ সর্বাঃ সমাজগ্নুস্তরাশ্চিতাঃ ।

রাঘবং ত্রুটুকামান্তান্তমার্ত্তা গৌর্যথা জলম্ ॥ ৮

কিরীটধারী, নুতন বঙ্কল বস্ত্রপরিধারী, নবোদিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মঙ্গলময়ী জনকনন্দিনী সীতাকে অবলোকনকারী, সুমিত্রাকুমার লক্ষণ কর্তৃক সেবিতচরণকমল ও প্রসন্নবদন শ্রীরামকে অবস্থান করিতে দেখিয়া সেই সময় রামের নিকট দৌড়াইয়া যাইলেন এবং শোকে ও হর্ষাভিষয়ে সত্তর শ্রীরামের চরণযুগল ধারণ করিলেন(১) । ৫-৬

সুদীর্ঘবাহ (আজানুল্লিখিতবাহ) শ্রীরাম তখন ভরতকে টানিয়া লইয়া দুই বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করত নয়নজলে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন । তারপর বিভূ শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে ক্রোড়ে বসাইয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । ৭

তদনন্তর সেই সব রামমাতৃগণ তৃণাণীড়িতা গাভী বেরূপ হরাসহকারে জলের দিকে গমন করে, তদনুরূপ রামকে দর্শন করিবার অভিলাষে সত্তর উপস্থিত হইলেন । ৮

(১) এহলে বাস্তবিক বলিয়াছেন,—

“ইত্যাসৌ বিলপন্ দীনঃ প্রথিরমুখপঙ্কজঃ ।

পাদাবুগেভ্য রামস্ত প্রাপভদ্ ভরতোঃ বশী ।

দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ ।

উক্তার্থোক্তি সঙ্কদীনঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন ।

বাপ্পাপিহিতকণ্ঠো হি রামং প্রেক্ষ্য বশয়িনম্ ।

আর্যোভ্যেবং সমাভাব্য ব্যাহর্ত্তুং ন শলাক সঃ ॥”

রামঃ স্বমাতরং বীক্ষ্য ক্রতমুখায় পাদয়োঃ ।  
 ববন্দে সাক্ষাৎ পুত্রমালিঙ্গ্যাতীব হৃৎখিতা ॥ ৯  
 ইতরাশ্চ তথা নভা জননী রঘুনন্দনঃ ।  
 ততঃ সমাগত্য দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০  
 সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ ধাত্যাহস্মীতি পুনঃ পুনঃ ।  
 যথাইমুপবেশ্যাহ সর্বানুব রঘুদত্তঃ ॥ ১১  
 পিতা মে কুশলী কিং বা মাং কিমাহাতিহৃৎখিতঃ ॥ ১২  
 বশিষ্ঠন্তমুবাচেদং পিতা তে রঘুনন্দন ।  
 তদ্বিয়োগাভিতপ্তাত্মা হ্যামেব পরিচিন্তয়ন্ ।  
 রাম রামেতি সঁতেতি লক্ষ্মণেতি মমার হ ॥ ১৩

তখন রাম নিজ মাতা কৌশল্যাদেবীকে দেখিয়া ক্রত উখিত হইয়া তাঁহার পাদযুগলে প্রণাম করিলেন । অশ্রুপূর্ণ নয়নে অত্যন্ত হৃৎখিতা কৌশল্যাদেবী শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিলেন । ৯

তাঁহার পর রঘুনন্দন রাম অত্যন্ত মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে উপস্থিত দর্শন করত তাঁহাকে সাক্ষাৎ(১) প্রণাম পূর্বক পুনঃ পুনঃ বলিলেন—‘আমি যত্ন হইলাম, আমি যত্ন হইলাম’ । তদনন্তর রঘুংগধর শ্রীরামচন্দ্র সকলকে যথাযথ ভাবে বসাইয়া তাঁহাদের সকলকেই বলিলেন । ১০-১১

আমার পিতা কুশলে আছেন ত? অথবা অভিযত্ন হৃৎখিত তিনি আমাকে কি বলিয়াছিলেন? তখন বশিষ্ঠ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—রঘুনন্দন । তোমার পিতা তোমার বিরোগে অত্যন্ত গরিতক্ৰান্ত হইয়া তোমাকেই বিশেষভাবে চিন্তা করিতে করিতে ‘রাম । রাম । সীতা । লক্ষ্মণ ।’ এই কথা বলিতে বলিতে যত্নবরণ করিয়াছেন (১) ॥ ১২-১৩

(১) সাক্ষাৎ প্রণাম যথা—

“পদভ্যাং করাত্যাং জানুভ্যাং মুরসা শিরসা দৃশ্য ।  
 বচসা মনসা চেতি প্রণামোহস্টোজ ইরিভঃ ॥”

(২) এই অধ্যায়রামায়ণে রামকে পিতৃবিরোগের কথা বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে আছে ভরত বলিয়াছেন,—

“হ্যামেব শোচৎস্বব দর্শনেপ্-স্বস্ত্যযোব সজ্ঞামনিবার্য বৃদ্ধিম্ ।  
 যয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্মত্বদর্শমেবাস্তমিতঃ পিতা নঃ ॥”

২।১০১।৭০

\* \* \* \*

“আর্য্য রাজ্যং পরিভ্রাজ্য কৃতা কর্ম সুহৃদ্রম্ ।

গতঃ স্বর্গং মহারাজঃ পুত্রশোকোভিপীড়িতঃ ॥”

২।১১০।৫

শ্রুত্বা তৎ কর্ণশূলাভং গুরোর্বচেনমঞ্জসা  
 হা হতোহস্মীতি পতিতো রুদন্ রানঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ১৪  
 ততোহহু রুরুহঃ সর্বা মাতরশ্চ তথাহপরে ।  
 হা তাত মাং পরিভ্রাজ্য ক্ গতোহসি ঘৃণাকর ।  
 অনাথোহস্মি মহাবাহো মাং কো বা পালয়েদিতঃ ॥ ১৫  
 সীতা চ লক্ষ্মণশ্চৈব বিলেপতুরতো ভৃশম্ ॥ ১৬  
 বসিষ্ঠং শাস্তবচনৈঃ শময়ামাস তাং শুচম্ ।  
 ততো মন্দাকিনীং গতা স্নাত্বা তে বীতকল্মষাঃ ॥ ১৭  
 রাজ্ঞে হৃদ্বর্জলং তত্র সর্বে তে জলকান্ডক্ষিণে ।  
 পিণ্ডান্নির্বাণয়ামাস রামো লক্ষ্মণমংযুতঃ ॥ ১৮  
 ইজুদীফলপিণ্যাকরচিতান্ মধুসপ্ততান্

কর্ণের শূলরূপ সেই গুরুবাক্য শ্রবণ করত রাম ও লক্ষ্মণ রোদন করিতে করিতে ‘হা । হতোহস্মি’ এই কথা বলিয়া পতিত হইলেন । ১৪

তারপর সকল মাতৃগণ ও অত্যন্ত সকলে রোদন করিতে লাগিলেন । হা পিতা! দয়াময়! আমাকে পরিভ্রাণ করিয়া কোথায় গিয়াছেন? মহাবাহো! আজ আমি অনাথ হইলাম । অতঃপর আমাকে কে লালন-পালন করিবে? সীতা এবং লক্ষ্মণও এই সময় অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন । ১৫-১৬

তখন বশিষ্ঠ শান্ত বাক্যসমূহে তাঁহাদের শোক অপনোদন করিলেন । তদনন্তর তাঁহারা সকলে গজায় ষাইয়া স্নান করত পবিত্র হইলেন । রামচন্দ্রাদি সকলে জলাকান্ডকী রাজ্য দশরথকে জলদান অর্থাৎ তাঁহার ভূর্পণ করিলেন । লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র ‘আমাদের বাহা অন্ন, পিতৃগণেরও তাহাই অন্ন, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে’(৩) এই কথা বলিয়া হৃৎখে ও অশ্রু-পূর্ণনয়নে ইজুদীফলের পিণ্যাকের দ্বারা রচিত পিণ্ডসকল মধু-সিক্ত করিয়া পিতার উদ্দেশে প্রদান করিলেন । তারপর পুনরায়

(৩) এই পিণ্ডদান বিষয়ে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

“ততো মন্দাকিনীতীরে শুচৌ দেশে নরাধিপঃ ।

পিণ্ডান্যবর্তয়ং শ্রীমান্ নিবাণং ভ্রাতৃভিঃ সহ ।

ঐজুদং বদরোন্নিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্কৃতং ।

ন্যূপ্য রামঃ সুহৃৎখার্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ।

ইদং ভূক্ত মহারাজ প্রীতো বদশনা বয়ম্ ।

বদয়ঃ পুরুষো নুনং তদন্নঃ পিতৃদেবতাঃ ॥

২।১১।১০৪-১০৬

বয়ঃ যদমাঃ পিতরন্তদমাঃ স্মৃতিনোদিভাঃ ॥ ১৯  
 ইতি হুঃখাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পুনঃ স্নাত্বা গৃহং যযৌ ।  
 সৰ্বে কুদিত্বা স্মৃতিরং স্নাত্বা ঙ্গুস্তথাশ্রমম্ ॥ ২০  
 তস্মিন্স্থ দিবসে সৰ্বে উপবাসং প্রচক্ৰিরে ।  
 ততঃ পরেজুবিমলে স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে ।  
 উপবিষ্টং সমাগম্য ভরতো রামমব্রবীৎ ॥ ২১  
 রাম রাম মহাভাগ স্বাশ্বানমভিষেচয় ॥ ২২  
 রাজ্যং পালয় পিত্র্যং তে জ্যেষ্ঠত্বং মে পিতা যথা ।  
 ক্ষত্রিয়ানাং যং ধৰ্মো যং প্রজাপরিপালনম্ ॥ ২৩  
 ইষ্টা যজৈর্বহুবিধৈঃ পুত্রানুৎপাদ্য তন্তুবে ।  
 রাজ্যে পুত্রং সমারোপ্য গমিস্থসি ততো বনম্ ॥ ২৪  
 ইদানীং বনবাসস্য কালো নৈব প্রমীদ মে ।  
 মাতুৰ্মে হৃক্ষতং কিঞ্চিৎ স্মতুৰ্ং ন হঁসি পাহি নঃ ॥ ২৫  
 ইত্যুক্তা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্তাধায় ভক্তিতঃ ।  
 রামস্য পুরতঃ সাক্ষাদ্ দণ্ডবৎ পতিতো ভূবি ॥ ২৬  
 উখাপ্য রাঘবং শীঘ্রমারোপ্যাহেতিভক্তিতঃ ।

স্নান করত আশ্রমগৃহে ফিরিয়া আসিলেন । অশ্রান্ত সকলেও  
 বহুক্ষণ রোদন করিয়া স্নান করত আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৭-২০  
 তারপর সেই দিনে সকলেই উপবাস করিয়া রহিলেন ।  
 ভদনন্তর পরদিবসে পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়া আশ্রমে  
 আগমন করত উপবিষ্ট শ্রীরামকে ভরত বলিলেন ॥ ২১

মহাভাগ রাম । রাম ! আপনি নিজেকে রাজ্যে অভিষিক্ত  
 করান ॥ ২২

আপনার পৈতৃক রাজ্য আপনি স্বয়ং পালন করুন । আপনি  
 আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব আপনি পিতৃভৃত্য । ক্ষত্রিয়গণের  
 ইহাই ধর্ম যে প্রজাপালন করা ॥ ২৩

বহুবিধ বস্তুকর্ষের অনুষ্ঠান করিয়া বংশধারা রক্ষার জন্ত  
 পুত্রসকল উৎপাদন করিয়া এবং পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া  
 ভ্রাতার পর বনে গমন করিবেন ॥ ২৪

এখন বনবাসের সময়ই নয়, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন  
 হউন । আমার মাতা বাহা কিছু হৃক্ষ করিয়াছেন, সেই সব  
 স্মরণ করিবেন না, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৫

এই কথা বলিয়া ভক্তিভরে ভ্রাতা রামের চরণদ্বয়ে মস্তক

উবাচ ভরতঃ রামঃ স্নেহার্জনয়নঃ শনৈঃ ॥ ২৭  
 শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ত্বয়োক্তং যদুত্থৈব তৎ ।  
 কিন্তু মামব্রবীৎ ততো নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ২৮  
 উষিহা দণ্ডকারণ্যে পুরং পশ্চাৎ সমাশিষ ।  
 ইদানীং ভরতায়ৈদং রাজ্যং দত্তং ময়াহখিলম্ ॥ ২৯  
 ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তং রাজ্যং দত্তং তুথৈব হি ।  
 দণ্ডকারণ্যরাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তুথৈব চ । ৩০  
 অতঃ পিতুর্বচঃ কার্ধ্যমাণাভ্যামতিযত্নতঃ ।  
 পিতুর্বচনমুল্লজ্জ্বা স্বতন্ত্রো যশ্চ বর্ততে ।  
 স জীবন্তেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজৎ ৩১  
 তস্মাদ্রাজ্যং প্রশাধি ত্বং বয়ং দণ্ডকপালকাঃ ।  
 ভরতশ্চব্রবীদ্রামং কামুকো মৃঢ়শীঃ পিতা ॥ ৩২  
 স্ত্রীজিতো ভ্রাতুঃসদয় উন্মত্তো যদি বক্ষ্যতি ।  
 তৎ সত্যমিতি ন গ্রাহ্যং ভ্রাতৃবাক্যং যথা স্মদীঃ ॥ ৩৩  
 শ্রীরাম উবাচ ।  
 ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ক্রয়াম কামৌ নৈব মৃঢ়শীঃ ।  
 পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্মৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ ॥ ৩৪

রাখিয়া রামের সম্মুখে ভূতলে সাক্ষাৎ দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥২৬

তখন রঘুবংশধর রাম অভিশয় সমাদরের সহিত শীঘ্র তাঁহাকে  
 উখাপিত করিয়া এবং ক্রোড়ে বসাইয়া স্নেহার্জননে ধীরে ধীরে  
 ভরতকে বলিলেন ॥২৭

বৎস ! আমি বাহা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর । তুমি যে  
 কথা বলিলে, তাহা যথার্থই ; কিন্তু পিতা আমাকে বলিয়াছেন—  
 চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া পরে তুমি এই অব্যবহা-  
 নগরীতে প্রবেশ করিবে । এখন আমি ভরতকে এই সম্পূর্ণ রাজ্য  
 প্রদান করিয়াছি ॥ ২৮-২৯

অতএব পিতা যে ভোমাকেই রাজ্য প্রদান করিয়াছেন,  
 তাঁহার বাক্যেই তাঁহার স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে ।  
 সেইভাবে এই দণ্ডকারণ্যের রাজ্য পিতা আমাকে প্রদান  
 করিয়াছেন ॥ ৩০

সেই হেতু আমাদের উভয়ের পক্ষেই এই পিতৃবাক্য পালন  
 করা উচিত, কারণ, যে ব্যক্তি পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া  
 নিজের ইচ্ছার বশীভূত হইয়া অর্থাৎ স্বার্থপরবশ হইয়া কার্য  
 করে, সেই ব্যক্তি জীবিত অবস্থাতেই মৃত বলিয়া জানিবে এবং  
 দেহান্তে নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩১

অসত্যাদ্ ভীতিরধিকা মহতী নরকাদপি  
করোমীত্যহমপোতৎ সত্যং কষ্টে প্রতিক্রমতম্ ॥ ৩৫  
কথং বাক্যমহং কুৰ্য্যামসত্যং রাঘবোহপি সন্ ।  
ইতীরিতং সমাকৰ্ণ্য রামশ্চ ভরতোহব্রবীৎ ॥ ৩৬  
তথৈব চীরবসনো বনে বৎসামি শ্রুতত ।  
চতুর্দশ সমাশ্রুত রাজ্যং কুরু যথামুখম্ ॥ ৩৭  
শ্রীরাম উবাচ ।

পিত্রা দত্তং তবৈবৈতদ্রাজ্যং মহ্যং বনং দদৌ ।  
বাত্যয়ং যত্নহং কুৰ্য্যামসত্যং পূর্ববৎ স্থিতম্ ॥ ৩৮  
ভরত উবাচ ।

অহমপ্যাগমিষ্যামি সেবে ত্বাং লক্ষ্মণো যথা ।

নো চেৎ প্রায়োপবেশেন ত্যজ্যাম্যেতৎ কলেবরম্ ॥ ৩৯

সেই কারণে তুমি অযোধ্যার রাজ্য প্রশাসন কর, আর আমরা এই দণ্ডকারণ্য পরিপালন করিব। তখন ভরত রাম-চন্দ্রকে এই কথা বলিলেন,—পিতা কামুক, মূঢ়বুদ্ধি, ক্রীড়িত, ভ্রান্তচিত্ত ও উন্মত্ত অবস্থাতেও যদি কোনও কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি সেই পিতৃবাক্যকে ‘সত্য’ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? যেহেতু চিন্তাশীল বিদ্বান্ ব্যক্তি বলেন যে, ভ্রান্ত ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য নহে ॥ ৩২-৩৩

শ্রীরাম বলিলেন,—পিতা প্রীতশীতুত, কামুক ও মূঢ়বুদ্ধি হইয়া এই কথা বলেন নাই; তিনি সত্যবাদী ছিলেন, পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়েই কৈকেয়ীকে বরদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ॥ ৩৪

যাহারা মহৎ ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সভ্যচ্যুতিই নরক হইতেও অধিক ভয় হইয়া থাকে। আর আমিও ‘ইহা করিব’ এইরূপ সত্য করিয়া কাহারও নিকট যদি প্রতিশ্রুতি করিয়া থাকি, তবে রঘুংশে অশ্রুলাভকারী সেই রাম হইয়া আমিই বা কি করিয়া আমার প্রতিশ্রুত বাক্যকে অসত্য করিব? রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত বলিলেন ॥ ৩৫-৩৬

শ্রুতত। আমি আপনাদি এতিনিধি হইয়া আপনাদিই ভার চীরবস্ত্র ধারণ করত চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিব, আর আপনি যথামুখে রাজ্য পরিপালন করুন ॥ ৩৭

শ্রীরাম বলিলেন,—পিতা ভোমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, আমাকে এই বন দান করিয়াছেন, আমি যদি ইহার বিপরীত করিয়া পরিবর্তন করি, তাহা হইলে সেই সভ্যচ্যুতিই

ইতোবা নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানান্তৌর্গ্য চাতপে ।  
মনসাহপি বিনিশ্চিত্য প্রাণমুখোপবিবেশ সঃ ॥ ৪০  
ভরতস্তাতিনির্বন্ধং দৃষ্টা রানোহর্তিবিস্মিতঃ ।  
নেত্রান্তসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ ॥ ৪১  
একান্তে ভরতং প্রাহ বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ ।  
বৎস গৃহ্য লগ্নুধেদং মন বাক্য্যং শ্রুনিশ্চিতম্ ॥ ৪২  
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণা যাচিতঃ পুরা ।  
রাবণশ্চ বধার্থায় জাতো দশরণাভুজঃ ॥ ৪৩  
যোগমায়াহপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী ।  
শেষোহপি লক্ষ্মণো জাতো রামমঃষতি সর্বদা ॥ ৪৪  
রাবণঃ হস্তকামান্তে গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।

পূর্বের ভার রহিয়া যাইল ॥ ৩৮

ভরত বলিলেন,—আমিও বনে আসিব, লক্ষ্মণ বেক্রপ আপনাদি সেবা করিতেছে, আমিও সেইরূপ আপনাদি সেবা করিব। নতুবা প্রায়োপবেশন করিয়া এই দেহ পরিভাগ করিয়া দিব ॥ ৩৯

এই কথা বলিয়াই ভরত সেইরূপ নিশ্চয় করত কুশসমূহ রৌদ্রযুক্ত ভূতলে বিছাইয়া মনে মনে দেহভাগের সঙ্কল্প করত পূর্বমুখে উল্লিখিত হইলেন ॥ ৪০

ভরতের এতাদৃশ আগ্রহাভিলাষ লক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন রঘুনন্দন রাম নরনের দ্বারা গুরু বশিষ্ঠকে ইজিত করিলেন ॥ ৪১ (১)

(১) বাস্তবিকরামায়ণে রামেরই বাক্যে ভরতের প্রায়োপবেশন উল্লিখিত, যথা—

“পুনরুক্তং ব্রবীমি ত্বাং ভরত প্রতিগম্যতাম্ ।  
ইহাবশ্যং হি বস্তব্যং প্রতিজ্ঞাং ব্রহ্মতা ময়া ।  
শাপিতঃ স্বয়ংসি ময়া কিমর্থমবলম্ব্যসে ।  
সম্যগুচ্ছরিমে সর্বং সুস্থণো নো হিৈতঃশিখঃ ।  
কিমম্ম্যংস্তে পরিক্রিশ্ণ ভরত প্রতিগম্যতাম্ ।  
মহার্ণবঃ শোষয়িতুং ভবেচ্ছক্যো নদীপতিঃ ।  
বিদ্যো বা বসুধাকীর্ণঃ শকাশালয়িতুং ক্রিভেঃ ।  
অহং তু শাসনং বীর ন করিষ্যেহনৃতং পিতৃঃ ।  
এতচ্চ এভিজানামি সত্যেন চ লপাম্যহম্ ।  
এতচ্চৈবোভয়ং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্চ রাঘব ।  
এবং তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ পাখিবাখ্যজঃ ।  
বিবর্ণবদনো ভূত্বা পরং দৈতমুপাগতঃ ।

কৈকেয়ী বরদানাদি যদ যমিষ্ঠরভাষণম ॥৪৫  
 সর্বং দেবকৃতং নো চেদেবং সা ভাষতে কথম।  
 তস্মাৎ ত্যজাগ্রহং তাত রামশ্চ বিনিবর্তনে ॥৪৬  
 নিবর্তনং মহাসৈন্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পুরম্।  
 রাবণং সকুলং হত্বা শীঘ্রমেবাগমিষ্ঠ্যতি ॥৪৭  
 ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং ভরতো বিশ্বয়ামিতিঃ।  
 গত্বা সমীপং রামশ্চ বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ ॥৪৮  
 পাণ্ডকে দেহি রাজেন্দ্র রাজ্যায় তব পুঞ্জিতে।  
 ভয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব ॥৪৯  
 ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডকে দিব্যো যোজয়ামাস পাদয়োঃ।

তাহার পর জ্ঞানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ একান্তে ভরতকে বলিলেন,—বৎস! আমার বাক্যের দ্বারা তুমি এক সুনিশ্চিত ও গোপনীয় তত্ত্ব শ্রবণ কর ॥৪২

রাম হইলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ; ব্রহ্মা তাঁহার নিকট রাবণকে বধ করিবার জন্ত পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি দশরথের পুত্র ‘রাম’ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। যোগমায়ার স দর্শনশ্রীঃ তস্মাদ্ উথায় ভরতস্তদা।

উপস্থ্যাদকং বীরো বাক্যমেভদ্বাচ হ ॥১১২১৪-১০

মুনিগণের উপদেশে ও রামের বাক্যে ভরত যদ্যে প্রভ্যাগমনের স্থির করেন,—

“ভতো মুনিগণাঃ সর্ব্বে দশগ্রীববধৈষণাঃ।  
 ভরতং রাজশ দুল্লমচ্যুস্তে খ-গতা বচঃ।  
 কুলে জাত মণাপ্রাজ্ঞ মহাব্রত মহাশয়ঃ।  
 গ্রাহ্যং রামশ্চ বচনং পিতরং যদ্যেবকসে।  
 তেনানুগমিমং রামং বরমিচ্ছামহে পিতৃঃ।  
 সত্যপ্রতিপত্তং কৈকেয়্যাং স্বংসং পিতরকৃতং ॥”

২।১২২।৪-৬

ভরতের প্রভ্যাগমনের জন্ত পুনরায় রামবাক্য—

“শাপিতোহসি ময়া বীর সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।  
 ন চ ত্বামভিভাষেয়ং যদ্যেবোধ্যাং ন গচ্ছসি ॥”

২।১২৩।১০

অবোধায় প্রতিগমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভরত বলিলেন,—

“এবমুক্তস্ত ভরতঃ প্রমুখ্যাক্রোহতঃ মুখম্।  
 পূর্ব্বমুক্ত্বা প্রদাদেতি রাঘবং স ভতোহব্রবীৎ।  
 অলং শপ্তেন বাস্তামি যদ্যেবং পরিভপ্যসে।  
 অহং হি জীবিতেনাপি প্রিয়ং কুর্য্যাং তব প্রভো ॥”

২।১২৩।১১-১১

রামশ্চ তে দদৌ রামো ভরতায়াত্তিভুক্তিতঃ ॥ ৫০

গৃহীত্বা পাণ্ডকে দিব্যে ভরতো রত্নভূষিতে।

রামং পুনঃ পরিক্রম্য প্রণাম পুনঃ পুনঃ ॥৫১

ভরতং পুনরাহেদং ভক্ত্যা গদগদয়া গিরা।

নব পঞ্চসমাস্তে তু প্রথমে দিবসে যদি ॥৫২

নাগমিষ্ঠ্যসি চেজ্যাম প্রবিশামি মহানলম্।

বাটমিত্যেব তং রামো ভরতং সন্ধ্যাবর্ত্তয়ৎ ॥৫৩

সসৈন্যঃ সশশিষ্ঠশ্চ শক্রস্বসহিতঃ স্তবীঃ।

মাতৃভির্মিত্তিভিঃ সার্ব্ধং গমনায়োপচক্রমে ॥৫৪

জনকনন্দিনী ‘সীতা’ রূপে অনলাভ করিয়াছেন। আর শেষ নাগ অনন্তদেবও ‘লক্ষ্মণ’ রূপে অন্ত গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা এই রামের অনুগমন করিতেছেন ॥ ৪৩-৪৪

রাবণকে বধ করিবার জন্ত তাঁহার অংশুই গমন করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কৈকেয়ী ‘বরদানাদি অর্থাৎ পূর্ব্বে প্রদত্ত বরদান দশরথের নিকট প্রার্থনা প্রভৃতি যে যে নিষ্ঠুর বাক্যসকল বলিয়াছেন, তৎসমস্তই দেবকৃত বলিয়া জানিবে; অতথায় কৈকেয়ী এইভাবে কখনও বলিতে পারেন কি? বৎস! অতএব রামকে প্রতি নিবৃত্ত করিবার আশ্রয় পরিত্যাগ কর ॥ ৪৫-৪৬

তুমি বিশাল সৈন্যবাহিনী ও ভ্রাতা শক্রদের সহিত অবোধায় নগরীতে প্রভ্যাবর্ত্তন কর। রাম সবংশে রাবণকে বধ করিয়া শীঘ্রই ওভাগমন করিবে ॥ ৪৭

শুক্র বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত বিস্মিত হইলেন এবং বিশ্বাসে বিস্ময়িতমনন হইয়া রামসমীপে গমন করত বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! রাজ্যপালন করিবার সামর্থ্যভাভের জন্ত অগণপুঞ্জিত আপনার এই পাণ্ডকাযুগল প্রদান করুন। (১)

(১) পাণ্ডকাযুগল গ্রহণবিষয়ে মহাবি বান্দীকি—

এভস্মিন্নন্তরে শিষ্ঠাঃ শরভঙ্গস্য বীমতঃ।

উপায়নমনুপ্রাপ্তা গৃহীত্বা কুশপাণ্ডকে ॥”

“তে গৃহীত্বা তু ভরতঃ পাণ্ডকে মুনিব্রজতে।

রাঘবস্তাত্ত পাদাত্যামদদৎ কুশপাণ্ডকে।

অব্রবীচ্চ তদা বাক্যং জনোদৈঃ পরিবারিতঃ।

বশিষ্ঠো বাক্যকুশলো দৈন্তং হর্ষকং স্বয়ম্।

অধিরোপ্যার্য্যপাদাত্যামিমে গৃহীত্ব পাণ্ডকে।

এতে হি সর্ব্বলোকস্ত যোগক্ষেমং করিস্থতঃ ॥”

২।১২৩।১৬, ১৮-২০

কৈকেয়ী রামমেকান্তে শ্রবশ্চৈত্রলাকুলা ।  
 প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তব রাজ্যাভিষাতনম্ ॥ ৫৫  
 কৃতং ময়া দ্বষ্টধিয়া মায়য়া তে বিমোহিতা ।  
 ক্ষমস্ব মম দৌরাভ্যায় ক্ষমাসারি হি সাধবঃ ॥ ৫৬  
 হং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।  
 মায়ামানুষ্যরূপেণ মোহয়স্যখিল জগৎ ।  
 ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধবসাদু বা ॥ ৫৭  
 তদধীনমিদং বিশ্বমশ্বতত্ত্বং কেরোতি কিম্ ।  
 যথা কৃত্রিমনর্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া ॥ ৫৮  
 তদধীনা তথা ময়া নর্তকৌ বহুরূপিণৌ ।  
 ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং দেবকার্য্যং করিষ্যতা ॥ ৫৯  
 পাশিষ্ঠং পাপমনসা কর্মাচরমরিন্দম ।  
 অত্র প্রভীতোহসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ ॥ ৬০  
 পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত জগন্নাথ নমোহস্তু তে ।

আপনার আগমন কাল পর্য্যন্ত আমি ইহাদের সেবা করিব । ৪৮-৪৯

এই কথা বলিয়া ভরত এক ঘোড়া দিয়া পাহুকা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদযুগলে পরাইয়া দিলেন এবং রামচন্দ্রও তাঁহাকে সেই পাহুকাযুগল প্রদান করিলেন । তখন ভরত অভিশয় ভক্তি সহকারে রত্নভূষিত দিব্য পাহুকাযুগল গ্রহণ করিয়া রামকে পুনরায় প্রদক্ষিণ করত পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন । ৫০-৫১

তারপর ভরত গদগদবাক্যে শ্রীরামকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—চতুর্দশ বৎসরের শেষে পঞ্চদশবৎসর আরম্ভের প্রথম দিনেই যদি আপনি না আগমন করেন, তাহা হইলে আমি কিস্ত মহানলে প্রবেশ করিব । আচ্ছা, তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া শ্রীরাম ভরতকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি করিলেন । ৫২-৫৩

তখন স্মৃতি ভরত মাৎসর্য, বলিষ্ঠ, শক্রহ, মন্ত্রিবর্গ ও সৈন্ত-বাহিনী সহ অযোধ্যায় গমন করিবার জন্ত উদ্যোগী হইলেন । ৫৪

অতদিকে কৈকেয়ী নির্জনে নেত্রবারিতে পরিপ্লুত হইতে হইতে রামকে কৃতপ্রাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—হে রাম ! আমি হুর্দ্ভি ও তোমার মায়ার মোহিত হইয়া তোমার রাজ্য প্রাপ্তিতে বিরহভক্তি করিয়াছি, তুমি আমার এই দৌরাভ্যায় ক্ষমা কর ; কারণ ; সাধুগণ হইলেন ক্ষমাসার । ৫৫-৫৬

হিঙ্কি শ্বেহময়ং পাশং পুত্র-বিস্তাদিগোচরম্ ॥ ৬১  
 হৃজ্জ্ঞানামলবদ্ভুগেন স্বামহং শরণং গতা ।  
 কৈকেয়্যা বচনং শ্রুত্বা রামঃ সশ্মিতমস্ত্রবীৎ ॥ ৬২  
 যদাহ মাং মহাত্মাগে নানুতং সত্যমেব তৎ ।  
 ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্তৃদ্যুঃ বিনির্গতা ॥ ৬৩  
 দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থমহং দোষঃ কুতস্তব ।  
 গচ্ছ হং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ৬৪  
 সর্বত্র বিগতশ্বেহা মদন্তত্যা মোক্ষ্যসেহচিরাৎ ।  
 অহং সর্বত্র সমদৃগ্ দেষ্টো বা শ্রিয় এব বা ॥ ৬৫  
 নাস্তি মে কল্পকশ্চৈব ভজতোহহুতজামাহম্ ।  
 মন্মায়ামোহিতধিয়ো হে অশ্ব মনুজাকৃতিম্ ॥ ৬৬  
 সুখহঃখাত্মগুগতং জানন্তি ন তু তত্বতঃ ।  
 দিষ্ট্যা মদগোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহম্ ॥ ৬৭  
 অরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপাসে ন চ কর্মভিঃ ।

তুমি সনাতন অব্যক্ত সাক্ষ্যং পরমাত্মা বিষ্ণু । মায়ার মানুসরূপ ধারণ করত অখিল জগৎকে মোহিত করিতেছ । তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মানুষ সংকার্য্য ও অসং কার্য্য করিয়া থাকে । ৫৭

এই দৃশ্যমান চরাচর জগৎ তোমার অধীনে অবস্থিত ; সুতরাং অস্বাধীন এই জগৎ কি করিতে পারে ? যে রূপ বাজিকরের ইচ্ছানুসারে পোপনে সূত্র পরিচালনার দ্বারা পুতুলের নর্তকী-সকল নৃত্য করিতে থাকে, সেইরূপ বিভিন্ন বহুরূপধারিণী মায়ার তোমার অধীনত্বা হইয়া নৃত্য করিতেছে । হে অরিন্দম রাম ! তুমিই দেবকার্য্য সাধন করিবার জন্ত আমাকে প্রেরণা দিয়াছিলে, সেই কারণে আমি পাপযুক্ত মনে ভাদৃশ পাপ কার্য্য করিয়াছি । তুমি দেবগণেরও অগোচর হইলেও আজ আমার নিকট তুমি প্রতিভাত হওয়ার আমি তোমাকে চিনিতে সমর্থ হইয়াছি । ৫৮-৬০

হে বিশ্বেশ্বর । হে অনন্ত । হে জগন্নাথ । তুমি আমাকে রক্ষা কর । আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি । তোমার স্বরূপজ্ঞানরূপী নির্মল খড়্গের দ্বারা আমার পুত্র ও বনাদিবিষয়ক স্নেহযুক্ত বন্ধন ছেদন কর । আমি তোমার শরণাগত হইলাম । কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ঈশংহাস্য সূতোভিত বদনে এই কথা বলিলেন । ৬১-৬২

মহাসৌভাগ্যবতি মাভঃ । তুমি আমাকে যাহা বলিলে তাহা মিথ্যা নয়, সত্যই । দেবকার্য্যসম্পাদনের জন্ত আমি



ইত্যুক্তা সা পরিক্রম্য রামং সানন্দবিশ্ময়া ॥ ৬৮

প্রণম্য শতশো ভূমৌ যযৌ গেহং মুদাষিতা ।

ভরতস্ত সহামতৌর্মা তৃতিপুং রুণা সহ ॥ ৬৯

অবোধ্যামগমচ্ছীত্ব রামমেবাহুচিস্তয়ন্ ।

পৌরজানপদান্ সর্বানয়োধ্যায়ামুদারযীঃ ।

স্থাপয়িত্বা যথাশ্রায়ং নন্দিগ্রামং যযৌ স্বয়ম্ ॥ ৭০

তত্র সিংহাসনে নিত্যং পাত্ৰকে স্থাপ্য ভক্তিতঃ ॥ ৭১

পূজয়িত্বা যথা রামং গন্ধপুষ্পাঙ্কতাদিভিঃ ।

রাজোপচারৈরখিলৈঃ প্রত্যহং নিয়তব্রতঃ ॥ ৭২

ফলমুলাশনো দাস্তো জটাবল্লভধারকঃ ।

অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥ ৭৩

রাজকার্য্যাশি সর্বাণি যাবন্তি পৃথিবীভলে ।

তানি পাত্ৰকরোঃ সমাঙ্ নিবেদয়তি রাঘবঃ ॥ ৭৪

যে বানী প্রেরণ করিয়াছিলাম, সেই বানীই তোমার মুখ দিয়া  
বিনির্গত হইয়াছে, অতএব ইহাতে তোমার দোষ কোথায় ?  
তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, দিবানিলি সতত আমার ভাবনা করিতে  
করিতে সর্বত্র স্নেহমুক্ত হও, তাহা হইলেই আমার ভক্তি লাভ  
করিবে। আমি সর্বত্র সমদর্শী; বেক্রপ মায়ারী পুরুষের নিজ  
মায়াকৃত বস্তুর উপর ঘেব বা স্নেহ থাকে না, সেইরূপ আমারও  
কাহারও প্রতি ঘেব বা স্নেহ নাই। বেক্রপ কল্পবৃক্ষ প্রার্থনা-  
কারীর কেবল প্রার্থনাই পূরণ করে, সেইরূপ যে ব্যক্তি আমার  
ভজনা করে, আমিও তাহাকেই ভজনা করি। মাতঃ! আমার  
মায়ার দ্বারা মোহিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমাকে মনুষ্যাকৃতি সুখ-  
দুঃখাদির অনুগামী একজন সাধারণ মানুষ ভাবিয়া থাকে,  
তাহারা বাস্তবিক আমার স্বরূপ জানিতে পারে না। আমার  
সংসারনাশক স্বরূপ জ্ঞান ভাগ্যক্রমে তোমার লাভ  
হইয়াছে। ৬৩-৬৭

আমাকে স্মরণ করিতে করিতে তুমি গৃহে অবস্থান কর,  
ইহাতে তুমি সুখ-দুঃখাদিজনক কর্মসমূহে লিপ্ত হইবে না।  
শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর কৈকেয়ী আনন্দ ও বিশ্বাসের সহিত  
রামকে ভূমিতে শত শত বার প্রণাম করিয়া আনন্দে গৃহে গমন  
করিলেন। ভরতও রামকেই চিত্তা করিতে করিতে যন্ত্রিমণ্ডলী,  
মাতৃগণ ও গুরুদেবের সহিত সত্বর অবোধ্যায় প্রত্যাগমন  
করিলেন। উদারবুদ্ধি ভরত পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলকে

গণয়ন্ দিবসান্তেব রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া ।

স্থিতো রামাপিতৃমনাঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মমূনির্ষথা ॥ ৭৫

রামস্ত চিত্রকূটাজৌ বসন্ মুনিভিরাবৃতঃ ।

সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি কক্ষিং কালমুপাবসৎ ॥ ৭৬

নাগরাস্ত সদা যান্তি রামদর্শনলালসাঃ ।

চিত্রকূটস্থিতং জ্ঞাত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৭৭

দৃষ্ট্বা ভঙ্জনসম্বাধিং রামস্তত্যাজ তং গিরিম্ ।

দণ্ডকারণ্যগমনে কার্য্যমপ্যমুচিস্তয়ন্ ॥ ৭৮

অবগাং সীতয়া ভ্রাত্রা যত্নেত্রাশ্রমমুত্তমম্ ।

সর্বত্র সুখসংবাসং জনসম্বাধবজিতম্ ॥ ৭৯

গত্বা মুনিমুপাসীনং ভাসয়ন্তং তপোবনম্ ।

দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ রামোহহমভিবাদয়ে ॥ ৮০

পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানহমাগতঃ ।

বনবাসমিষণাপি যত্নোহহং দর্শনাস্তব ॥ ৮১

যথাবোধ্য স্থানে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং নন্দিগ্রামে গমন  
করিলেন। ৬৮-৭০

তথায় সিংহাসনে পাত্ৰকাষুগল স্থাপিত করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও  
অঙ্কতাদির দ্বারা ভক্তিসংহারে রামের দ্বায় এই পাত্ৰকা-  
ষুগলকেও প্রত্যহ রাজোচিত উপকরণসমূহে পূজা করত তখন  
ভরত এবং শত্রুঘ্ন নিয়তব্রত, ফলমূলভোজী, লিভেলিয়, জটাবল্লভ  
ধারী এবং ভূশযায় শয়নকারী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে  
লাগিলেন। ৭১-৭৩

রঘুবংশজাত ভরত পৃথিবীতে যত কিছু রাজকার্য্যসকল  
উপস্থিত হইত, তৎসমস্তই শ্রীপাত্ৰকাসমাপে(১) বিশেষভাবে  
নিবেদন করিতেন। ৭৪

রামের আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া দিনসকল গণনা করিতে  
করিতে ভরত রামেই মন সমর্পণ করত সাক্ষাৎ ব্রহ্মবির দ্বায়  
অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭৫

অতদিকে রাম চিত্রকূট পর্বতে মুনিগণের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া  
বাস করিতে করিতে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত কিছুকাল তথায়  
অবস্থান করিলেন। ৭৬

(১) এই পাত্ৰকাষুগলের নিকট নিবেদন-সম্বন্ধে বান্দ্রীকি—

“পাত্ৰকে কৃতিবিচ্যাপ নন্দিগ্রামে বসন্তদা ।

ভরতঃ শাসনং সর্বং পাত্ৰকাভ্যাং ভবেদয়ৎ ॥”

শ্রদ্ধা রামস্ত বচনং রামং জ্ঞাহা হরিং পরম্ ।  
 পূজয়ামাস বিধিবদ্ ভক্ত্যা পরময়া মুনিঃ ॥ ৮২  
 বৈষ্ণুঃ কলৈঃ কৃতাতিথ্যমুপবিষ্টং রঘুত্তমম্ ।  
 সীতাঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সন্তুষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮৩  
 ভাৰ্য্যা মেহতীব সংবৃদ্ধা হৃদস্থয়েতি বিশ্রুতা :  
 তপশ্চরন্তী স্মৃচিরং ধর্মজ্ঞা ধর্মবৎসলা ॥ ৮৪  
 অস্তত্তিষ্ঠতি তাং সীতা পশ্যত্বিরিনিমূদন ।  
 তথেষতি জানকীং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৮৫  
 গচ্ছ দেবীং নমস্কৃত্য শীঘ্রমেহি পুনঃ শুভে ।  
 তথেষতি রামবচনং সীতা চাপি তথাহকরোৎ ॥ ৮৬

রামকে চিত্রকূট পর্বতে অবস্থিত জানিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের  
 সহিত রামকে দর্শন করিবার বাসনার সদা নগরবাসিগণ গমন  
 করিতে লাগিলেন । ৭৭

কিন্তু রাম দণ্ডকারণ্যে গমনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া  
 এবং সেই জনসাধারণের বিশেষ সমাগম লক্ষ্য করিয়া সেই চিত্র-  
 কূট পর্বত ভ্যাগ(১) করিয়া চলিয়া যাইলেন । ৭৮

শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সর্বত্র মুখে বাসোপবোধী  
 জনসমাগমবিক্ষিত মহর্ষি অজির আশ্রমে গমন করিলেন । ৭৯

ভংগ গিয়া তপোবন আলোকিত করিয়া উপবিষ্ট মুনিকে  
 দণ্ডং প্রণাম করিয়া বলিলেন—আমি রাম, আপনাকে  
 অভিষাদন করিতেছি । ৮০

পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আমি দণ্ডকারণ্যে আগমন  
 করিয়াছি । এই বনবাসস্থলে আপনার দর্শন লাভ করত আমি  
 বশ হইয়া যাইলাম । ৮১

(১) চিত্রকূটপর্বত পরিভ্যাগ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—

“রাঘবস্ত প্রাভেষু তপস্বিষু চ চিত্রতনু ।  
 ন ভজারোচনদ্ বাসং কার্ণবৈবহতিভূতদা ।  
 মল্লৈহ ভরতো দৃষ্টো যাতুরো নাগরাস্থতা ।  
 মহান্ মে হৃদয়ে তাপস্তান্ নিভ্যমনুশেচতঃ ।  
 কৃৎস্নাবরনিবেশে তু ভেন চেহ নিবেশিতে ।  
 হর-হস্তিকরীষাভ্যামপমর্দঃ কৃতো মহান্ ।  
 তস্মাদিত্য গচ্ছাম ইতি নিশ্চিত্য রাঘবঃ ।  
 প্রাতিষ্ঠত স বৈদেহ্য লক্ষ্মণেন চ ধীমতা ।”

দণ্ডং পতিতামগ্রে সীতাং দৃষ্ট্বাহতিহৃষ্টধীঃ ।

অনসূয়া সমালিঙ্গ্য বৎসে সীতেতি সাদরম্ ॥ ৮৭

দিব্যে দদৌ কুণ্ডলে ধ্ব নিমিতে বিধ্বকর্মণা ।

হৃকূলে ধ্ব দদৌ তস্মৈ নির্মলে ভাস্করঃসুতা ॥ ৮৮

অঙ্গরাগন্ধ সীতায়ৈ দদৌ দিব্যং শুভাননা ।

ন ত্যাক্যতেহঙ্গরাগেণ শোভা হাং কমলাননে ॥ ৮৯

পাতিব্রত্যাং পুরস্কৃত্য রামমহেহি জানকি

কুশলী রাঘবো যাতু হয়া সহ পুনর্গৃহম্ ॥ ৯০

ভোজয়িত্বা যথাশ্রায়ং রামং সীতাসমম্বিতম্ ।

লক্ষ্মণঞ্চ তদা রামং পুনঃ প্রাহ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৯১

মুনিবর অজি রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামকে পরমেশ্বর  
 হরি বলিয়া আনিতে পারিয়া বিধি অনুসারে পরম ভক্তির সহিত  
 তাঁহাকে পূজা করিলেন । ৮২

সন্তুষ্ট মুনি বনজাত কলসমূহের দ্বারা কৃত অতিথিসংকার  
 প্রাপ্ত হইয়া উপবিষ্ট রঘুত্তম রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে এই কথা  
 বলিলেন । ৮৩

আমার অনসূয়া(২) নামে বিখ্যাত ভাৰ্য্যা এখন অভ্যস্ত বৃদ্ধা  
 হইয়া গিয়াছেন । ধর্মজ্ঞা ও ধর্মবৎসলা অনসূয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া  
 তপস্তা করিতেছেন । ৮৪

হে শত্রুসূদন রাম ! তিনি আশ্রমের অভ্যন্তরে আছেন,  
 সীতা গিয়া তাঁহাকে দর্শন করুন । তখন রাজীবলোচন  
 (পদ্মলোচন) রাম ‘ভাহাই হউক’ বলিয়া সীতাকে  
 বলিলেন । ৮৫

তবে । তুমি যাও, দেবী অনসূয়াকে নমস্কার করিয়া সত্ত্বর  
 আগমন কর । আজ্ঞা, ভাহাই হউক এই কথা বলিয়া রামবাক্য  
 পালন করিবার জন্ত সীতাদেবীও ভাহাই করিলেন । ৮৬

(২) অনসূয়াসম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকি,—

“রামায় চাচচকে তাং ব্রাহ্মণীং ব্রহ্মচারিণীম্ ।

মৌনেন তপসা যুক্তাং নির্যমৈশ্চাপানুত্তমৈঃ ।

দশ বর্ষসহস্রাণি যয়া তপ্তং মহৎ তপঃ ।

অনসূয়া পুরা ভাত ইয়ং যাত্তেব তেহনঘ ।

দশবর্ষাণ্যনাতৃক্যা দন্তে লোকে নিরন্তরম্ ।

যয়া মূল-কলং সৃষ্টং জাহবী চ প্রবত্তিতা ।

দেবকার্য্যানিমিত্তক যয়া সঙ্করমাণরা ।

দশরাত্নং কৃতা রাজিঃ সেরং যাত্তেব তেহনঘ ।”

রাম হমেব ভুবনানি নিধায় তেষাং

সংরক্ষণায় স্মরমাত্মমতির্থাগাদৌন ।

দেহান্ বিভাষি ন চ দেহগুণৈবিলিপ্ত-

ত্বন্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া ॥২২

সীতাদেবীকে সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণামের অন্তর্য্যামে পতিতা দেখিয়া দেবী অনসূয়া অভিশয় হৃষ্টচিত্তে ( তাঁহাকে উপাসিতা করিয়া ) আলিঙ্গন করত 'বৎসে । সীতে ।' এই কথা বলিয়া সাধরে সম্বোধন করিলেন ॥ ৮৭

ভক্তিমতী অনসূয়া সীতাদেবীকে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নিশ্চিত দুইটি দিব্য কুণ্ডল প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে দুইটি নির্মল বস্ত্রও দান করিলেন ॥ ৮৮

সুবদনা অনসূয়া সীতাকে দিব্য অঙ্গরাগণ্ড প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—কমলনয়নে সীতে । এই অঙ্গরাগণ্ডের দ্বারা তোমার অঙ্গের গোভা কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিরা যাইবে না ॥ ৮৯

জানকি । পাত্ৰিত্ব অনুসরণ করিরা অর্থাৎ পতি-নারায়ণ ভ্রাতৃদ্বয়ের তুমি রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিরা জানিবে ।

ঋমন্মহর্ষি বেদবাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ ।

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

অযোধ্যাকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ॥২

সম্পূর্ণমিদমযোধ্যাকাণ্ডম্ ।

তোমার সহিত রাম সঙ্কুলে পুনরায়গৃহে গমন করুক । ১০

ভারপর যথাযথ রীতি অনুসারে সীতাদেবীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে ভোজন করাইয়া কৃতজ্ঞতা হইয়া পুনরায় রামকে বলিলেন । ১১

হে রাম । তুমিই চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করিরা সেই সব ভুবন ( লোক--ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই উর্দ্ধতন সপ্তলোক এবং অতল, বিভল, সূতল, তালাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল—এই অবতল সপ্ত লোক ) সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য দেবতা, মনুষ্য এবং পশু প্রভৃতি ত্রিষাক্ প্রাণিবর্গের দেহসমূহ ধারণ ( অথবা পালন ) করিরাছ ; তুমি স্বয়ং দেহ-গুণের দ্বারা লিপ্ত থাক না । অধিক কি বলিব । দেবাদি সকল প্রাণীর মোহকারিণী এই মায়াও তোমাকে ভয় পান ॥ ১২

## অরণ্যকাণ্ড প্রথমোধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীরামশ্রীদশকারণ্যগমনম্, বিরামেন সহ পরিচিতিঃ, বিরামোক্ষণঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ তত্র দিনং স্থিত্বা প্রভাতে রঘুনন্দনঃ ।  
স্রাজা মুনিং সমামন্ত্র্য প্রয়াণায়োপক্রমে ॥ ১  
মুনে গচ্ছামহে সৰ্বে মুনিমণ্ডলমণ্ডিতম্ ।  
বিপিনং দশকং যত্র ভ্রমাজ্জাতুমিহাসি ॥ ২  
মার্গপ্রদর্শনার্থায় শিষ্যানাজ্ঞপ্তুমহিসি ।  
শ্রদ্ধা রামশ্চ বচনং প্রহস্ত্যাত্রির্মহাযশাঃ ॥ ৩  
সর্বত্র মার্গত্রেষ্ঠা হং তব কো মাদর্শকঃ ।  
তথাপি দর্শয়িষ্যন্তি তব লোকানুসারিণঃ ॥ ৪  
ইতি শিষ্যান্ সনাদিষ্ট্য স্বয়ং কিঞ্চিস্তম্বগাং ।  
রামেন বারিতঃ শ্রীভ্যা অত্রিঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ৫  
ক্রোশমাত্রং ততো গতা দদর্শ মহতীং নদীম্ ।  
অত্রৈঃ শিষ্যানুবাচেনঃ রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৬

### অরণ্যকাণ্ড ।

#### প্রথম অধ্যায় ।

[ শ্রীরামের দশকারণ্যে গমন, বিরামের সহিত পরিচয় ও বিরাম-মোক্ষণ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর রঘুবংশের আনন্দবর্দ্ধক শ্রীরাম মহর্ষি অত্রির আশ্রমে সেই দিন থাকিয়া প্রভাতে স্নান (ও সঙ্ঘাবন্দনাদি) করিবার পর অতঃপর গমনের জন্য মুনির নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে উদ্যোগী হইলেন । ১

মুনে । আমরা সকলে যেস্থান মুনিমণ্ডলবিভূষিত, সেই দশকারণ্যে গমন করিব, আপনি আমাদের গমনের অনুমতি প্রদান করুন । ২

দশকারণ্যে যাইবার পথ-প্রদর্শনের জন্য আপনি শিষ্যদিগকে আদেশ দিন । রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা অত্রি ঈষৎ হাস্য করত বলিলেন,—রাম । তুমিই সকলের পথপ্রদর্শক, তোমার আবার পথপ্রদর্শক কে হইবে? তবে তুমি এখন মনুষ্য-রূপ ধারণ করত লোকব্যবহারের অনুসরণ করিতেছ বলিয়া শিষ্যগণ পথ প্রদর্শন করিবে ॥ ৩ ৪

এই কথা বলিয়া শিষ্যদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে আদেশ করত স্বয়ং কিছু দূর রামের অনুগমন করিলেন । তারপর রাম

নত্যাঃ সন্তরণে কচ্চিৎপায়ে বিস্ততে ন বা ।  
উচুস্তে বিস্ততে নৌকা সূদৃঢ়া রঘুনন্দন ॥ ৭  
তারয়িষ্যামহে যুগ্মান্ বয়মেব ক্ষণাদিহ ।  
ততো নাবি সমারোপা সীতাং রাঘব-লক্ষণৌ ॥ ৮  
ক্ষণাৎ সন্তরয়ামাস্তুর্নদীং মুনিকুমারকাঃ ।  
রামাভিনন্দিতাঃ সৰ্বে জগ্মুর্ত্রেয়শাশ্রমম্ ॥ ৯  
তাবেত্য বিপিনং ঘোরং বিল্লীকঙ্কারনাদিতম্ ।  
নানামৃগগণাকীর্ণং সিংহব্যাঘ্রাদি-বীষণম্ ॥ ১০  
রাক্ষসৈর্ঘোররূপৈশ্চ সেবিতং রোমহর্ষণম্ ।  
প্রবিশ্য বিপিনং ঘোরং রামো লক্ষণমব্রবীৎ ॥ ১১  
উতঃ পরং প্রযত্নেন গন্তব্যং সহিতেন মে ।  
যুগ্মগুণেন সংযোজ্য শরানপি করে দধৎ ॥ ১১

কর্তৃক নিবারিত হইয়া অত্রিমুনি প্রীতমনে নিজ ভবনে গমন করিলেন । ৫

এদিকে পদ্মলোচন রাম এক ক্রোশ পথ গমন করিয়া এক বিশাল নদী দেখিতে পাইলেন এবং অত্রি মুনির শিষ্যদিগকে এই কথা বলিলেন । ৬

এই নদী সন্তরণ করিবার কোনও উপায় আছে কিনা? তখন তাঁহারা বলিলেন,—রঘুনন্দন । সুদৃঢ়া নৌকা আছে । ৭

আমরা ক্ষণকালের মধ্যেই আপনাদিগকে নদী পার করাইয়া দিব । তদনন্তর নৌকা মধ্যে সীতা, রাম ও লক্ষণকে আরোহণ করাইয়া সেই মুনিকুমারগণ ক্ষণকালের মধ্যেই নদী পার করিয়া দিলেন । তারপর রাম কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া গমনের সম্মতি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা সকলে অত্রিমুনির আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন । ৮-৯

অতঃপর রাম ও লক্ষণ বিল্লিগণের কঙ্কার-রবে নিনাদিত, নানাবিধ মৃগগণে পরিব্যাপ্ত, সিংহ ও ব্যাঘ্রাদির দ্বারা ভরস্কর, ঘোররূপবানী রাক্ষসবৃন্দের দ্বারা সেবিত, অতএব রোমহর্ষণকর ঘোরতর বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া সেই ভরস্কর বনে প্রবেশ করত রাম লক্ষণকে বলিলেন । ১০ ১১

অগ্রে বাস্তামাহং পশ্চাৎ ভ্রমেষহি ধনুর্ধরঃ ।

আবয়োর্মধ্যগা সীতা মায়োবাক্স-পরাজুনোঃ ॥ ১৩

চক্ষুশ্চারয় সর্বত্র দৃষ্টং রক্ষোভয়ং মহৎ ।

বিভ্রতে দণ্ডকারণো শ্রুতপূর্বমরিন্দমঃ ॥ ১৪

ইতোবাং ভাষমাণো ভৌ জগ্ধুঃ সার্ব্বজ্ঞো যাজ্ঞনম

তত্রৈকা পুষ্করিণ্যন্তে কঙ্করকুমুদোৎপলৈঃ ॥ ১৫

অমুজৈঃ শীতলোদেন শোভমানা বাদৃশ্যত ।

তৎসমীপমখো গম্বা পীড়া তৎসলিলং শুভম ॥ ১৬

উষ্মন্তে সলিলাভ্যামে ক্রণং ছায়ামুপাশ্রিতাঃ ।

ততো দদৃশুরায়ান্তং মহাসত্ত্বং ভয়ানকম্ ১৭ ॥

করালদংষ্ট্রবদনং ভীষণস্তং স্বগজিভৈঃ ।

বামাংসে শ্মশ্রুলাগ্রাণিধানেকমানুষম্ ॥ ১৮

ভক্ষয়ন্তং গজব্যাক্রমহিষং বনগোচরম্ ।

জ্যারোপিতং ধনুর্ধ্বা রামো লক্ষ্মণত্রয়ীং ॥ ১৯

ভাঃ। অতঃপর অতিশয় যত্নসহকারে অর্থাৎ বিশেষ সাবধানতার সহিত আমার সঙ্গে তোমাকে বাইতে হইবে। ধনুতে গুণ সংযোজন করিয়া এবং হস্তে বাণসমূহ ধারণ করিয়া আমি অগ্রে অগ্রে বাইব, তুমি পশ্চাতে থাকিয়া ধনু ধারণ করত আমার অনুগমন করিবে।

যে রূপ মারা আত্মা ও পরমাত্মা—এই উভয়ের মধ্যভাগে অবস্থান করে, সেইরূপ সীতা আমাদের উভয়ের মধ্যভাগে অবস্থান করিয়া গমন করিবে ১১২-১৩

অরিন্দম (শত্রুদমন) লক্ষ্মণ। চারিদিকে সর্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বাইবে; কারণ, এই দণ্ডকারণ্যে ভীষণ রাক্ষস-গণের ভয় আছে, ইহা আমি পূর্বেই শুনিয়াছি। ১৪

এইভাবে উভয়ে কথাবার্তা বলিতে বলিতে অর্দ্ধযোজন পথ গমন করিলেন। তারপর তখন এক পুষ্করিণী আছে দেখিতে পাইলেন। এই পুষ্করিণী কঙ্কর, কুমুদ (শালুক), উৎপল (পদ্মকঙ্কর) ও কমলদলে সুশোভিতা এবং শীতল জলে পরিপূর্ণা রহিয়াছে, দেখা যাইল। শুদনন্তর তাঁহারা সকলে সেই পুষ্করিণীর নিকটে গমন করিয়া তাহারা নির্মল জল পান করত জলসমীপে ভীরবর্তী বৃক্ষের ছায়ার বাইরা কণকাল উপবেশন করিয়া নানারূপ আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—মহাবল, ভয়ানক, করাল দন্ত ও মুখযুক্ত, নিজের গর্জনে অস্তের ভয় উৎপাদনকারী, বাসভাগে শূলের অগ্রে অনেক মানুষকে গ্রাসিত করিয়া স্থাপিত,

পশ্চাৎ প্রাতর্মহাকায়ে রাক্ষসোহয়মুপাগতঃ ।

আয়াত্যাঃ মুখং নোহগ্রে ভীকরণং ভয়মাবহন ॥ ২০

সজ্জীকৃতধনুস্তিষ্ঠ মা ভৈর্জনকনন্দিনি ।

ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় স্থিতো রাম ইবাচলঃ ॥ ২১

স তু দৃষ্ট্বা রমানাথং লক্ষ্মণং জানকীং তদা ।

অট্টহাসং ততঃ কৃত্বা ভীষয়ন্নিদমত্রবীং ॥ ২২

কৌ সুবাং বাণতুণীরজ্জটাবন্ধলধারিণৌ ।

মুনিবেশবরৌ বালৌ জ্ঞোসহায়ৌ শূর্য্যদৌ ॥ ২৩

শুন্দরৌ বত মে বক্তুপ্রবিষ্টকবলোপমৌ ।

কিমর্থমাগতৌ ঘোরং বনং ব্যালনিষেবিতম্ ॥ ২৪

শ্রুত্বা রক্ষোবচো রামঃ শ্রয়মান উবাচ ভম্ ।

অহং রামস্তয়ং ভ্রাতা লক্ষ্মণো মম সম্মতঃ ॥ ২৫

এষা সীতা মম প্রাণবল্লভা বনমাগতাঃ ।

পিতৃবাক্যং পুরস্কৃত্য সংক্ষার্য্যং ভবাদৃশাম্ ॥ ২৬

হস্তী, ব্যাঘ্র ও মহিষ ভক্ষণরত ও বনচর এক রাক্ষস আসিতেছে। তখন রাম ওনারোপিত ধনু হস্তে ধারণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১৫-১৯

ভাঃ। দেখ, বিশালদেহ এই এক রাক্ষস উপস্থিত হইয়াছে। ভীকরণের ভয় উৎপাদন করিতে করিতে এই রাক্ষস আমাদের দিকে মুখ করিয়া আমাদের সম্মুখেই আসিতেছে। ২০

তুমি ধনুতে গুণ যোজন করিয়া অবস্থান কর। জনক-নন্দিনি। ‘মাতৈঃ,—তুমি ভীত হইও না। শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিয়া বাণ গ্রহণ করত যেন নিশ্চল হইয়া অথবা অচল পর্বতের স্থায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

সেই রাক্ষস রমানাথ (লক্ষ্মীপতি) রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীকে দেখিয়া অট্টহাস্য করত ভয় দেখাইয়া তারপর এই কথা বলিলেন। ২২

কে তোমরা দুইজন বালক? একদিকে বাণ ও তুণীর ধারণ করিয়াছ, আবার অট্টধারণ করিয়া বন্ধল পরিধান করিয়াছ? মুনিবেশও ধারণ করিয়াছ, আবার সঙ্গে একজন জ্ঞানলোকও রাখিয়াছ। তোমরা অতিশয় পর্বের গর্বিত হইলেও তোমাদের রূপ সুন্দর। তোমরা আমার মুখে প্রবিক্ত গ্রাসের তুল্য। হিংস্র জন্তুগণে পরিব্যাপ্ত এই ভয়ঙ্কর বনে তোমরা কি লজ্জা আনিয়াছ? ২৩-২৪

শ্রদ্ধা তদ্রামবচনমট্টহাসমখ্যাকরোৎ ।  
 ব্যাদায় বক্তুং বাহুভ্যাং শূলমাদায় সত্বরঃ ॥ ১৭  
 মাং ন জানাসি রাম ইং বিরোধং লোকবিশ্রুতম্ ।  
 মন্তয়াম্মুনয়ঃ সর্বং ত্যক্তু। বনমিতো গতাঃ ॥ ১৮  
 যদি জীবিতুমিচ্ছাস্তি ত্যক্তু। সীতাং নিরাসুখো ।  
 পলায়তং ন চেষ্টাস্ত্রং ভক্ষয়ামি সুবামহম্ ॥ ১৯  
 ইত্যক্তু। রাক্ষস সীতামাদাতুমভিহুঙ্কবে ।  
 রামশিচ্ছেদ তদ্বাহু শরেণ প্রহসন্নিব ॥ ২০  
 ততঃ ক্রোধপরীতাত্মা ব্যাদায় বিকটং মুখম্ ।  
 রামমভ্যাজবজ্রামশিচ্ছেদ পরিধাবতঃ ।  
 পদদ্বয়ং বিরোধস্ত তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ২১  
 ততঃ সর্প ইবাস্তেন গ্রাসিতুং রামমাপত্তৎ ।  
 ততোহর্জ্জ্জ্বলাকারেণ বাণেনাস্ত মহচ্ছিরঃ ॥ ২২  
 চিচ্ছেদ রুধিরৌঘেন পপাত ধরণীতলে ।  
 ততঃ সীতা সমালিঙ্গ্য প্রঃশংস রঘুশ্রমম্ ॥ ২৩  
 ততো হৃন্দুভয়ো নেহুর্দিবি দেবগণাদিতাঃ ।

রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে রাম তাহাকে বলিলেন—আমি রাম এবং ইনি আমার প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ॥ ২৫

আর ইনি আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা সীতা । পিতৃব্যাককে সমাদর করিয়া তোমাদের ভায় দুইদিককে লিঙ্গা (দণ্ড-গানের জন্ত আমরা বনে আসিয়াছি ॥ ২৬

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস অট্টহাস্য করিতে লাগিল । তারপর মুখ বিস্তার করিয়া ডরাসহকারে দুই বাধতে শূল ধারণ করত বলিল—রাম । তুমি আমাকে জান না । আমি লোকবিখ্যাত মহারাক্ষস বিরোধ । (১) আমার ভয়ে সমস্ত মূনিগণ এই দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ॥ ২৭-২৮  
 যদি তোমাদের জীবিত থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সীতাকে ত্যাগ করিয়া নিরস্ত্র হইয়া তোমরা দুইজনে পলায়ন কর, নতুবা আমি তোমাদের দুইজনকেই সত্বর ভক্ষণ করিব ॥ ২৯

এই কথা বলিয়া রাক্ষস সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্ত তাঁহার দিকে ধাবিত হইল । কিন্তু রাম যেন হাস্য করিতে করিতে অতি সহজেই তাহার দুই বাহু বাণের দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৩০

তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্ত রাক্ষস বিরোধ বিকট মুখ বিস্তার

(১) বিরোধের পরিচয়প্রসঙ্গে ব্যাক্যিক,—

“পুত্রঃ কিলাহং কালস্ত মাতা মম শতহুদা ।

বিরোধ ইতি মায়াহঃ পৃথিব্যাং সর্বরাক্ষসাঃ ॥” ৩১।২০

ননুতুচ্চাপ্সরঃসজ্জা জগুর্গন্ধর্বকিন্নরাঃ ॥ ৩৪

বিরোধকায়াদতিশুল্লরাকৃতি-

বিভ্রাজমানো বিমলাশ্রবাতঃ ।

প্রতপ্তচামীকরচারুভূষণে।

ব্যদ্যশ্রুতাত্রে গগনে রবির্বিধা ॥ ৩৫

প্রণম্য রামং প্রণতান্তিহারিণং

ভবপ্রবাহোপরমং ঘৃণাকরম্ ।

প্রণম্য ভূয়ঃ প্রণনাম দণ্ডবৎ

প্রপন্নদর্বাতিহরং প্রসন্নধীঃ ॥ ৩৬

বিরোধ উবাচ ।

শ্রীরাম রাজীবদলায়তাক্ষ

বিভ্রাজরোহহং বিমলপ্রকাশঃ ।

ত্বর্বাসমাহকারণকোপমুস্তিনা

শপ্তঃ সোহিহু বিমোচিতত্বয়া ॥ ৩৭

ইতঃ পরং ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ

শ্রুতিঃ সদা মেহস্ত ভবোপশান্তয়ে ।

ত্বগ্নাসংকীর্ণনমেব বাণী

করোতু মে কর্ণপুটঃ ত্বদীয়ম্ ॥ ৩৮

করিয়া রামের দিকে ধাবিত হইল । রাম সেই সময় ধাবমান রাক্ষসের পদদ্বয় ছেদন করিলেন । ইহা শুখন যেন এক অস্ত্রুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৩৯

তারপর বিরোধ মুখের দ্বারা রামকে গ্রাস করিবার জন্ত সর্পের ভায় অর্থাৎ সর্পিল গতিতে রামের দিকে বাইতে লাগিল । তখন রাম অর্জ্জ্জ্বলাকার বাণের দ্বারা রাক্ষসের বিশাল মস্তক ছেদন করিলেন । সেই ছিন্ন মস্তক রুধিরধারার সহিত ভূতলে পতিত হইল । তারপর সীতাদেবী রামকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২-৩৩

তদনন্তর স্বর্গে দেবগণবাদিত হৃন্দুভিসমূহ নিনাদিত হইতে লাগিল, অশ্রুগগন হ্রষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ সানন্দে গান করিতে লাগিল ॥ ৩৪

এই সময় বিরোধের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া অভিশর সুল্লরাকার, দেদীপ্যমান, নির্মল বস্ত্রপরিহিত, তপস্বর্ণের সুল্লর আভরণসমূহে বিভূষিত এবং গগনে সূর্য্যের ভায় রামের অঙ্গে এক পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ৩৫

প্রণতজনের ব্যথাহানী রামকে প্রণাম করিয়া প্রসন্নচিত্ত সেই পুরুষ পুনরায় সংসারপ্রবাহের উপশমকারী দয়ার আকর শ্রীরামকে প্রণাম করত, শরণাগত হইলে যিনি শরণাগতের সমস্ত দুঃখ হরণ করেন, সেই রামকে আবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬

কথ্যমুতং পাতু করত্বয়ং তে

পাদারবিন্দার্চনমেব কুৰ্য্যাৎ ।

শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং

করোতু নিত্যং ভবদীয়মেব ॥ ৩৯

নমস্তুভ্যাং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে ।

আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেষসে ॥ ৪০

প্রপন্নং পাহি মাং রাম যাত্নামি ত্বদমুজয়া ।

দেবলোকং রঘুশ্রেষ্ঠে মায়া মাং মাবুণোতু তে ॥ ৪১

ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন প্রসন্নো রঘুনন্দনঃ ।

দদৌ বরং তদা প্রীতো বিরামায় মহামতিঃ ॥ ৪২

ভারপর বিরামের দেহ হইতে বহির্গত সেই পুরুষ বলিলেন,—পদ্মপত্রের ভায় আরতনয়ন জীরাম । আমি বিমলপ্রকাশ নামে এক বিদ্যাবর । অকারণ কোপমুক্তি অর্থাৎ যিনি কারণে ও অকারণে কোপ করিয়া থাকেন, সেই দুর্ভাসামুনি পূর্বে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, আজ আপনি আমাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিলেন । ৩৭

ইহার পর হইতে সংসার-শাতির জন্ত আপনার জীৱণার-বিন্দুগলে আমার সদা শ্রুতি হউক অর্থাৎ আপনার জীৱণার-বিন্দুগলে যেন সর্বদা আমার স্মরণে থাকুক । আমার বাণী যেন কেবল আপনার নাম কীর্তন করে, আমার হস্তধর যেন কেবল আপনার জীৱণপদ্মই অর্জনা করে এবং আমার মস্তক যেন এইরূপ আপনার শ্রীপাদযুগলই নিত্য প্রণাম করে । ৩৮-৩৯

হে ভগবন্ । আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তি-রূপ, আপনি আত্মারাম, রাম, সীতারাম ও বিশ্ববিভাভা, আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪০

হে রাম । আমি আপনার শরণাগত সেবক, আমাকে পরিজ্ঞাপ করুন । আপনার আদেশ পাইলে আমি এখন স্বহান

শ্রীমদ্ভগবৎ বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে অরণ্যাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

• বিরামবর প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায় (৩৮৮০-৭ শ্লোক প্রকৃত্য), বিরাম প্রথমে লক্ষ্মণের সহিত পরে রামের সহিত যুদ্ধ করে । পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে প্রথমে রামের সহিত পরে রাম-লক্ষ্মণ উভয়ের সহিত যুদ্ধ বর্ণিত আছে । বাল্মীকিরামায়ণে বিরাম সীতাকে হরণ করিয়া রামের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করে । অধ্যাক্ষরামায়ণের ৩০ শ্লোক হইতে বর্ণিত যুদ্ধভাগ বাল্মীকিরামায়ণে নাই । বাল্মীকি রামায়ণে বিরামবরের বর্ণনা অন্তরূপে দেখা যায় । তথায় রামবাণে ভূপতিত বিরামের অনুরোধেই বিরামকে গর্তে নিক্ষেপ করা হয় ।

গচ্ছ বিভাধর্য্যশেষমায়াদৌষগুণা জিতাঃ ।

ত্বয়া মদদর্শনাৎ সন্তো মুক্তো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥ ৪৩

মন্তুক্তিহর্লভা লোকে জাতা চেমুক্তিদা যতঃ ।

অন্তত্বং ভক্তিসম্পন্নঃ পরং যাহি মমাজয়া ॥ ৪৪

রামেণ রক্ষোনিধনং সুখোরং

শাপাদ্ বিমুক্তির্বরদানমেবম ।

বিভাধরত্বং পুনরেব লব্ধং

রামং গুণয়েতি নরোহখিলার্থান্

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে

অরণ্যাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১\*

দেবলোকে গমন করিব । রঘুশ্রেষ্ঠ । আপনার মায়া যেন আমাকে আর কখনও আচ্ছন্ন না করে ॥ ৪১

বিরামদেহ-নিঃসৃত সেই দিব্য পুরুষ কর্তৃক এইভাবে নিবেদিত হইলে পর ইহার দ্বারা মহামতি রাম প্রসন্ন হইয়া সেই সময় বিরামকে প্রীতিসহকারে বর দান করিলেন ॥ ৪২

ভারপর বলিলেন,—বিদ্যাবর । তুমি এখন যাও । তুমি আমার দর্শনমাত্রেরই মায়ার নিখিল দৌষসমূহ-রূপ গুণসকল অন্ন করিয়া লইয়াছ । তুমি এখন জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইলে ॥ ৪৩

আমার ভক্তি অতিশয় গুরুত্ব, কিন্তু সেই ভক্তি যদি উপহার হয়, তবে সে মুক্তিদান করে । অন্তত্বং তুমি যখন ভক্তি লাভ করিয়াছ, তখন শ্রেষ্ঠ লোকে গমন কর অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হও ॥ ৪৪

যে মানব রাম কর্তৃক ভরতের বিরামরাক্ষসের নিধন, তাহাকে শাপ হইতে মুক্তিদান, এইরূপ বরদান এবং রাক্ষসের পুনরায় বিদ্যাবরত্বপ্রাপ্তি—ইহা পাঠ করে, সেই মানব সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৫

## দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীরামেণ শরভঙ্গমুনে দর্শনদানম, মুনের্দেহত্যাগঃ, শ্রুতীক্ষ্মমুনেরাশ্রমে প্রারামশ্চ গমনঞ্চ

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিরোধে স্বর্গতে রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।

জগাম শরভঙ্গম বনং সর্বপুখাবহম ॥ ১

শরভঙ্গমতো দৃষ্টৌ রামং সৌমিত্রিণা সহ ।

আয়াস্তং সীতয়া সাক্ষিঃ সঙ্কমাত্ৰাখিতঃ শ্রুতীঃ ॥ ২

অভিগম্য শ্রুসম্পূজ্য দ্বিষ্টৈরেশুপবেশয়ৎ ।

আতিথ্যমকরোং ভোবাং কন্দমূলফলাদিভিঃ ॥ ৩

শ্রীত্যাঃ শরভঙ্গোহপি রামং ভক্তপরায়ণম্ ।

বহুকালমিহৈবাসং ভপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪

তব মন্দর্শনাকাজ্ঞী রাম ত্বং পরমেশ্বরঃ ।

অদ্য মন্তপসঃ সিদ্ধং যৎ পুণ্যং বহু বিদ্যাতে ।

তৎ সর্বং তব দাস্তামি ততো মুক্তিং ব্রজাম্যহম ॥ ৫

সমর্প্য রামশ্চ মহৎশুপুণ্য-

ফলং বিবিক্তঃ শরভঙ্গযোগী ।

চিতিং সমারোপয়দগ্রমেষং

রামং সমীতং সহসা প্রণম্য ॥ ৬

### দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[ শ্রীরামকর্তৃক শরভঙ্গ মুনিকে দর্শনদান ও মুনির দেহত্যাগ এবং শ্রুতীক্ষ্ম মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—বিরোধ স্বর্গে গমন করিবার পর শ্রীরাম লক্ষণ ও সীতার সহিত শরভঙ্গমুনির সর্বপ্রকার সুখদায়ক বনে (ভপোবনে) গমন করিলেন । ১

তখন শ্রুতী (উত্তম ধ্যানপরায়ণ) শরভঙ্গমুনি সুমিত্রানন্দন লক্ষণ ও সীতার সহিত শ্রীরামকে আগমন করিতে দেখিয়া সমগ্রমে উত্তিত হইলেন । ২

তিনি শ্রীরাম প্রভৃতির নিকটে গমন করত বিশেষভাবে অর্জনা করিয়া আসনে বসাইলেন এবং কন্দ, মূল ও ফলাদির দ্বারা তাঁহাদের অতিথিসংকার করিলেন । ৩

ভারপর শরভঙ্গমুনি ভক্তিপরায়ণ শ্রীরামকে প্রীতিসহকারে বলিলেন—প্রভো । ভপস্যার সঙ্কল্প করিয়া আমি বহুকাল যাবৎ এইখানেই অবস্থান করিতেছি । ৪

তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াই রহিয়াছি; কারণ, হে রাম । তুমি পরমেশ্বর । আজ আমার ভপস্যা সিদ্ধ অর্থাৎ ফলবতী হইল । ভপস্যার দ্বারা সঞ্চিত আমার যে বহু পুণ্য আছে, আজ আমি তৎসমস্তই তোমাকে প্রদান করিব এবং তদনন্তর আমি মুক্তিলাভ করিব । ৫

ধ্যায়ংষ্টিরং রামমশেষস্বংস্থং

দূর্বাদলশ্যামলমশুভ্রাক্ষম ।

চীরাশ্বরং শ্রুতীক্ষ্মটাকলাপং

সীতাসহায়ং সহলক্ষণং তম ॥ ৭

কো বা দয়ালু শ্রুতিকামধেজু-

রন্যো জগত্যাং রঘুনায়কদহো ।

শ্রুতো ময়া নিত্যমনশ্চভাজা

জ্ঞাত্বা শ্রুতিং মে স্বয়মেব জাতঃ ॥ ৮

পশ্যদ্বিদানীং দেবেশো রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।

দক্ষ্যু স্বদেহং গচ্ছামি ব্রহ্মলোকমকল্মষঃ ॥ ৯

অযোধ্যাধিপতির্মহেশ্ব হৃদয়ে রাঘবঃ সদা ।

যদ্ব বামাক্ষে স্থিতা সীতা মেঘশ্চৈব তড়িত্ততা ॥ ১০

ইতি রামং চিরং ধ্যাত্বা দৃষ্টৌ চ পুরতঃ স্থিতম্ ।

প্রজ্জাল্য সহসা বহিঃ দক্ষ্যু পঞ্চাশ্রকং বপুঃ ।

দিবাদেহধরঃ সাক্ষাদ্ যযৌ লোকপতেঃ পদম্ ॥ ১১

যোগী শরভঙ্গ বিরক্ত অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া ভপস্যালব্ধ উত্তম মহাপুণ্য ফল শ্রীরামকে সমর্পণ করিয়া সীতাদেবীর সহিত অগ্রমের শ্রীরামকে প্রণাম করত সহসা চিত্তার আরোহণ করিলেন । ৬

তদনন্তর শরভঙ্গমুনি সকলের হৃদয়স্থিত অর্থাৎ সর্বান্তর্ধ্যামী, দূর্বাদলশ্যাম, সুন্দর জটাসমূহে বিভূষিত, চীরাবসনধারী, সীতা ও লক্ষণের সহিত বিরাজিত সেই কমললোচন রামকে ধ্যান করিতে করিতে বলিলেন—অহো । জনতে স্মরণমাত্রেই কামধেনুর তার কামনা পূরণকারী দয়ালু রঘুনাথ শ্রীরাম ব্যতীত আর কে আছে? আমি নিত্য অনন্তচিত্তে ইহাকে স্মরণ করিয়াছি । আমার সেই স্মরণ জাত হইয়া য়ংই আমার নিকট ভোগমন করিয়াছেন । ৭-৮

এখন আমার প্রভু দেবেশ্বর দাশরথি রাম অবলোকন করুন—আমি স্বদেহ দক্ষ করত নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব । ৯

যাঁহার বামকোণে মেঘের কোণে বিদ্যমানতার তার সীতা-দেবী অবস্থান করিতেছেন, সেই অযোধ্যাধিপতি রঘুবংশভূষণ শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা আমার হৃদয়ে বাস করুন । ১০

এইভাবে শ্রীরামকে বহুক্ষণ ধ্যান করিয়া এবং নিজ সমুদ্রের শ্রীরামকে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া সহসা অগ্নি প্রজ্জালিত



ততো মুনিগণাঃ সৰ্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।  
 অজগ্মুঃ স্বৰ্গং জ্যেষ্ঠং শরভঙ্গনিবেশনম্ ॥ ১২  
 দৃষ্ট্বা মুনিসমূহং তং জ্ঞানকৌশলমঙ্গলাঃ ।  
 প্রণেমুঃ সহসা ভূমৌ মায়ামাভুস্বরূপিণঃ ॥ ১৩  
 আশীর্ভিরভিনন্দ্যথ রামং সৰ্বদ্বাদি স্থিতম্ ।  
 উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সৰ্বে ধনুর্বাণধরং হরিম্ ॥ ১৪  
 ভূমেৰ্ভারাবতায় জাতোহসি ব্রহ্মণাহিতিতঃ ।  
 জানীমস্বাং হরিং লক্ষ্মীং জ্ঞানকীং লক্ষ্মণং তথা ॥ ১৫  
 শেষাশং শম্ভুচক্রে ধ্বংসভরতং সামুজং তথা ।  
 অতশ্চাদাবুযীণাং ত্বং ত্বং মোক্ষুমিহাহসি ॥ ১৬  
 আগচ্ছ যামো মুনিসেবিতানি  
 বনানি সৰ্বাণি রঘুসুতম ক্রমাৎ ।

করত পঞ্চভূতাত্মক দেহ দক্ষ করিয়া দিব্য দেহ ধারণ পূর্বক  
 শরভঙ্গ অগংপতির ধামে গমন করিলেন । ১১

তদনন্তর দণ্ডকারণ্যবাসী সমস্ত মুনিগণ (১) শ্রীরামচন্দ্রকে  
 দর্শন করিবার জন্য শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে আগমন  
 করিলেন । ১২

সেই সমস্ত মুনিবৃন্দকে দর্শন করিয়া মায়াবলে মনুষ্যরূপধারী  
 জনকনন্দিনী সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ ভূতলে তাঁহাদিগকে  
 প্রণাম করিলেন । ১৩

তখন সেই সব মুনিগণ আশীর্বাদের দ্বারা রামকে অভি-

(১) যে সব মুনিগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম  
 বান্দ্যকিরামারণে পাণ্ডুরা বার,—যথা,

“বৈধানসা বালখিল্য” ঋষয়েহৈত্র মরীচিপাঃ ।  
 অক্ষুট্টা সুবহবঃ পর্ণাহারাস্ত ভাপসাঃ ।  
 দম্ভোলুখলিনৈশ্চৈব দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।  
 কেচিচ্চ সলিলহারা জলিতানলবর্চসঃ ।  
 অজাবকাশিনশ্চাত্তে কেচিৎ স্থভিলশালিনঃ ।  
 উপবাসরভাশ্চৈব জলে কল্লাভবাসিনঃ ।  
 তপোরতা মহাআনঃ কেচিৎ পঞ্চতপোহরিভাঃ ।  
 চতুর্মাসকৃতাহারা নিরাহারাস্তথাপরে ।  
 বৃক্ষাগ্রসক্তপাদাস্ত সদা বাক্শিরসঃ স্থিতাঃ ।  
 অনাশ্রিতাঃ কর্ণকলমালিতাস্তাপরে তথা ।  
 স্থিতা বসুমতীকাত্তে কৃষ্টৈকাদৃষ্ঠপীড়িতাম্ ।

জ্যেষ্ঠং শ্রমিজ্ঞানুভ-জ্ঞানকীভ্যাং

তদা দয়াশ্রয়ং দৃঢ়া ভবিষ্যতি ॥ ১৭

ইতি বিজ্ঞাপিতো রামঃ কৃতাজলিপুটো বিভূঃ ।

জগাম মুনিভিঃ সার্বং জ্যেষ্ঠং মুনিবনানি সঃ ॥ ১৮

দদর্শ তত্র পতিতান্যনেকানি শিরাংসি সঃ ।

অস্থিতুতানি সৰ্বত্র রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৯

অস্থীনি কেষামেতানি কিমর্থং পতিতানি বৈ ।

তমুচ্মুনয়ো রাম ঋণীণাং মন্তকানি হি ॥ ২০

রাক্ষসৈর্ভক্তিভানৌশ প্রমত্তানাং সমাধিতঃ ।

অপ্রাযত্যাং মুনীনাং তে পশ্যন্তোহনুচরন্তি হি ২১

শ্রদ্ধা বাক্যং মুনীনাং স ভয়দৈন্ত্যসমঘিভম্ ।

প্রতিজ্ঞামকরোদ্রামো বথায়্যশেষরক্ষদাম্ ॥ ২২

নন্দিত করিয়া সর্বাভ্যর্থ্যামী ধনুর্বাণধারী শ্রীহরিকে কৃতাজলি  
 হইয়া বলিলেন । ১৪

ভগবন। পৃথিবীর ভার হরণের জন্য আপনি অক্ষার  
 প্রার্থনার অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা জানি—আপনি সাক্ষাৎ  
 শ্রীহরি, জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মীদেবী, লক্ষ্মণ শেবাভতার, ভরত  
 শম্ভাবতার এবং শক্রয় চক্রাবতার; অতএব সর্ব গ্রে ঋণিগণের  
 দ্বংস আপনি মোচন করুন । ১৫ ১৬

হে রঘুপুত্র। আপনি আগমন করুন, মুনিগণ সেবিত সকল  
 অরণ্য ক্রমে ক্রমে দর্শন করিবার জন্য শ্রমিজ্ঞানন্দন লক্ষ্মণ ও  
 জনকহৃদিতা সীতার সহিত আমরা গমন করি। তাহা হইলেই  
 আমাদের প্রতি আপনার প্রগাঢ় দয়া করা হইবে । ১৭

সেই মুনিগণ এইরূপে নিজেদের অভিপ্রায় নিবেদন করিলে  
 পর সেই বিভূ শ্রীরাম কৃতাজলিপুটে মুনিগণের সহিত মুনি-  
 সেবিত বনসমূহ দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন । ১৮

রাম সেই বনভূমিতে সর্বত্র অস্থিতাবশিষ্ট বহু মন্তক  
 পতিত থাকিতে দেখিলেন । তখন রাম এই কথা বলিলেন । ১৯

কাহাদের এই সব অস্থি? কেনই বা এখানে পতিত  
 রহিয়াছে? ইহাভে মুনিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—রাম। এসমস্ত  
 রাক্ষসগণভক্তি ঋণিগণের মন্তক। পরমেশ্বর। অসমাহিত-  
 চিত্ত ঋণিগণের অপবিত্রতা অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই  
 রাক্ষসেরা এই সব বনে বিচরণ করে । ২০-২১

সেই রামচন্দ্র মুনিগণের এইরূপ ভয় ও কাতরতা পূর্ণ বাক্য  
 শ্রবণ করত সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা  
 করিলেন । ২২

পূজ্যমানঃ সদা তত্র মুনিভির্বনবাসিভিঃ ।  
 জনক্যা সহিতো রাম লক্ষ্মণেন সমব্ধিতঃ ॥ ২৩  
 উবাস কতিচিৎ তত্র বর্ষাণি রঘুনন্দনঃ ।  
 এবং ক্রমেণ সম্পশ্চক্ষুঃষীণামাশ্রমান্ বিভুঃ ॥ ২৪  
 স্মৃতীক্ষুশ্রাশ্রমং প্রাগাৎ প্রখ্যাতমুষিসঙ্কুলম্ ।  
 সর্বভূগুণসম্পন্নং সর্বকালসুখাবহম্ ॥ ২৫  
 রামমাগতমাকর্ণ্য স্মৃতীক্ষুঃ স্বয়মাগতঃ ।  
 অগন্তিশিষ্টো রামস্ত মজ্জোপাসনভংপরঃ ।  
 বিধিবৎ পূজয়ামাস তক্তুংকষ্টিতলোচনঃ ॥ ২৬

স্মৃতীক্ষু উবাচ ।

ত্বম্বজ্জাপাহমনস্তগুণাপ্রমেয়  
 সীতাপতে শিববিরঞ্চিসমাপ্রিতাঙ্গে । ।  
 সংসারসিদ্ধতরুণামল-পোতপাদ  
 রামাভিরাম সত্ততং তব দাসদাসঃ ॥ ২৭  
 মামহু সর্বভূগুণমবিগোচরস্তং  
 ত্বম্বায়য়া স্মৃতকলত্রগৃহাংকুপে ।

সেই বনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা  
 বনবাসী মুনিগণ কর্তৃক পূজিত হইতে হইতে কয়েক বৎসর  
 উদ্যম বাস করিলেন । বিভু রঘুনন্দন রাম এইরূপে ক্রমে ক্রমে  
 ঋষিগণের আশ্রমসমূহ পরিদর্শন করিতে করিতে প্রখ্যাত বহু  
 ঋষিতে পরিব্রাজ্য, সকল ঋতুগুণসম্পন্ন এবং সর্বকালেই সুখদায়ক  
 স্মৃতীক্ষু মুনির সুপ্রসিদ্ধ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২৩-২৫

অগস্ত্যমুনির শিষ্য রামমন্ত্ৰের উপাসক স্মৃতীক্ষু মুনি 'রাম  
 ত্যাগমন করিয়াছেন' শ্রবণ করিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং  
 ভক্তিপূর্ণ নয়নে শ্রীরামকে দর্শন করত বিধি অনুসারে তাঁহার  
 পূজা করিলেন ॥ ২৬

তাঁরপর স্মৃতীক্ষু মুনি বলিলেন,—পরম রমণীয় সীতাপতি  
 রাম ! তুমি অনন্ত গুণসম্পন্ন ও অপ্রমেয় (দেশ কালানুগরিচ্ছন্দ  
 বা প্রত্যক্ষাদি পক্ষপ্রমাণগম্য) । শিব এবং ব্রহ্মা তোমার  
 ঈশ্বর্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন ; কারণ, তোমার এই চরণ-  
 স্পর্শ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নির্মল তরলী । আমি তোমার  
 মন্ত্ররূপে নিরত আছি এবং সত্তত তোমার দাসাদাস ॥ ২৭

করুণাময় প্রভো ! তুমি সর্বলোকের অগোচর হইয়াও  
 তোমারই মন্ত্রাবশেষ আমাকে পুত্র, ভাৰ্য্যা ও গৃহরূপ অন্ধকারময়  
 রূপে নিমগ্ন দেখিয়া এবং মলকৃত যে পুঙ্গুলপিণ্ড অর্থাৎ দেহ,

মগ্ন নিরীক্য মলমুদগলপিণ্ডমোহ-  
 পাশানুবদ্ধহৃদয়ং স্বয়মাগতোহসি ॥২৮  
 হং সর্বভূতহৃদয়েষু কৃতালয়োহপি  
 ত্বম্বজ্জাপাবিমুখেষু তনোষি মায়াম্ ।  
 ত্বম্বজ্জসাধনপরেষপয়াতি মায়ী  
 সেবানুরূপফলদোহসি যথাহমরাগঃ ॥২৯  
 বিশ্বস্ত সৃষ্টিলয়সংস্থিতিহেতুরেক-  
 হং মায়য়া ত্রিগুণয়া বিধিরীশ-বিষ্ণু ।  
 ভাসীশ মহিভবিয়াং বিবিধাকৃতিস্তং  
 যদ্বদরবিঃ সলিলপাত্রগতো হ্যনেকঃ ॥ ৩০  
 প্রত্যক্ষতোহহু ভবতশ্চরণারবিন্দং  
 পশ্যামি রাম তপসঃ পরতঃ স্থিতস্তা ।  
 দৃগ্ৰূপতত্ত্বমসভামবিগোচরেহপি  
 ত্বম্বপুত্ৰহৃদয়েষু সদা প্রসন্নঃ ॥ ৩১  
 পশ্যামি রাম তব রূপমরূপিণোহপি  
 মায়াবিড়ম্বনকৃতং সনাত্ন্যবেশম্ ।  
 কম্পকোটিশ্চুভগং কমনীয়চাপং  
 বাণং দয়ার্জহৃদয়ং স্মিতচাকুবজ্জুম ॥৩২

সেই দেহের প্রতি মোহপাশে আবদ্ধচিত্ত আনিয়া তুমি স্বয়ংই  
 এই দাসের নিকট শুভাগমন করিয়াছ ॥ ২৮

ভগবন্ ! তুমি সর্বভূতের হৃদয়ে বাস করিয়াও বাহারা  
 তোমার মন্ত্রজপাদি তোমার আরাধনাবিমুখ, তাহাদিগের প্রতি  
 মায়ী বিস্তার কর ; কিন্তু বাহারা তোমার মন্ত্রজপাদি সাধন-  
 পরায়ণ, মায়ী তাঁহাদিগকে পরিহার করেন । সুরতরু বেক্রপ  
 আশ্রিতদিগকে প্রাৰ্ণনারূপ ফলদান করে, তুমিও সেইরূপ নিজ  
 সেবকগণকে সেবানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৯

এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ তুমিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি  
 ও প্রলয়ের হেতু । হে সর্বনিয়ামক পরমেশ্বর ! বেক্রপ নানা  
 জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য অনেক বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ  
 তুমি বাহাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, সেই সব ব্যক্তির নিকট সত্ত্ব, রজঃ  
 ও তমঃ—এই তিন গুণময়ী মায়ার দ্বারা বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর—  
 এইরূপ বিবিধাকৃতি রূপে প্রতিভাত হও ॥ ৩০

হে রাম ! তমঃ অর্থাৎ সংসারের পরপারে অথবা প্রকৃতির  
 পরপারে স্থিত তোমার ঈশ্বর্যকমল আজ আমি সাক্ষাৎ দর্শন  
 করিতেছি । তুমি অসদ্ব্যক্তিরূপের দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেও  
 বাহারা তোমার মন্ত্রজপাদি সাধন দ্বারা পুত্ৰচিত্ত হইয়াছেন,

সীতাসমেতমজিনাস্বরমপ্রধ্বজং

সৌমিত্রিণা নিয়তসেবিতপাদপদ্মম্ ।

নীলোৎপলছাতিমনন্তগুণং প্রশান্তং

মস্তাগধেয়মনিশং প্রণমামি রামম্ ॥ ৩৩

জানন্তু রাম তব রূপমশেষদেশ-

কালাহ্যাপ ধিরহিতঃ স্বনচিৎপ্রকাশম্ ।

প্রত্যক্ষভোইত্ত্ব মম গোচরমেতদেব

রূপং বিভাভু হৃদয়ে ন পরং বিকাঙ্ক্ষে ॥ ৩৪

ইত্যেবং স্তবস্তস্ত রামঃ সস্মিতমববৌৎ ।

মুনে জানামি তে চিত্তং নির্মলং মহাপাসনাং ॥ ৩৫

তীহাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন স্বাক অর্থাৎ তীহাদিগকে দর্শনদান করিয়া থাক। 'ন দৃষ্টেঈর্জ্যস্তারং পশ্যেঃ' এই শ্রুতিবাক্যানুসারে যদিও নিবিশেষ ব্রহ্মরূপ তোমার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না, তথাপি সত্ত্ব তোমার উপাসনা করিয়া চিত্তের একাগ্রতাবলম্বিতঃ সেই উপাসনাই তোমার সাক্ষাৎকারের হেতু হইয়া থাকে ; যথা—

“নিবিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্তৃমনীশ্বরঃ ।

যে মন্মন্তেষ্টনুকম্প্যন্তে সবিশেষবিরূপণৈঃ ।

বশীকৃত্তে মনস্তেষাং সত্ত্বব্রহ্মলীলনাং ।

তদেবাধিভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিব্রহ্মনম্ ॥” ৩১

হে রাম ! তুমি অরূপ হইলেও আর আমি মায়াচ্ছলে পরিগৃহীত, উত্তম মনুষ্য বেশধারী ; রমণীয় ধনু ও বাণধারী, কোটি কন্দর্প (কামদেব) হইতেও সৌন্দর্য্যশালী, দয়ার্জ্জচিত্ত, ঈশদৃশ্য মধুরবদন রূপ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত দর্শন করিতেছি ॥ ৩২

যিনি মৃগচর্য্যরূপ বদনধারী, অপ্রধ্ব্য অর্থাৎ কোনরূপেই বাঁহাকে বোধগম্য করা যায় না, সুমিহানন্দন লক্ষণ সর্বদা বাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, নীলোৎপলতুল্য কাস্তিমান, অনন্ত গুণে বিভূষিত, প্রশান্ত এবং আমার ভাগ্যের ফলরূপে উপস্থিত, সেই সীতাসহিত শ্রীরাঃচন্দ্রকে আমি সত্ত্ব প্রণাম করি ॥ ৩৩

রাম ! বাঁহারা তোমাকে বাক্য ও মনের অতীত, শুদ্ধ চৈতন্ত-রূপ এবং দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া জানেন, তীহারা তাহাই জানুন, কিন্তু আমি তাহা কোন রূপেই আকাজক করি না, কেবল আজ এই যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ

অভোহহমাগতো ভ্রুং মদুতে নাশ্যসাধনম্ ।

মন্মন্তোপাসকা লোকে মামেব শরণং গতঃ ॥ ৩৬

নিরপেক্ষা নাশ্যগতান্তেষাং দৃশ্যোহহমস্বহম্ ।

ভোজমেতৎ পঠেদ্ যন্ত ত্বংকৃতং মৎপ্রিয়ং সদা ॥ ৩৭

মন্তুক্তির্মে ভবেত্তস্ত জ্ঞানঞ্চ বিমলং ভবেৎ ।

ত্বং মমোপাসনাদেব বিমুক্তোহসীহ সর্বতঃ । ৩৮

দেহান্তে মম সাযুজ্যং লপ্ত্বাসে নাত্র সংশয়ঃ ।

গুরুং তে ভ্রুংমিচ্ছামি হৃগন্তাং মুনির্নায়কম্ ।

কিঞ্চিৎ কালং তত্র বস্তুং মনো মে ত্বরয়ত্যলম্ ॥ ৩৯

শ্রুতীক্কেহপি তথেষ্ট্যাহ খো গমিষ্যসি রাঘব ।

অহমপ্যাগমিষ্যামি চিরাদৃষ্টো মহামুনিঃ ॥ ৪০

দর্শন করিতেছি, এই রামরূপই আমার হৃদয়ে সদা বিরাজিত থাকুন ॥ ৩৪

এইরূপে স্তবকারী সেই মুনির নিকট শ্রীরাম ঈশ্বর গঙ্গা সহকারে বলিলেন,—মুনে ! আমার আরাধনা করিয়া তোমার চিত্ত যে নির্মল হইয়াছে, তাহা আমি জানি ॥ ৩৫

সেই হেতু আমি তোমাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। আমি ব্যতীত অন্য কোন সাধন অর্থাৎ মোক্ষহেতু নাই ( “তমেব বিদিত্ত্বাত্মনুমেতি নাত্তঃ পশ্বা বিদ্যতেহয়নার ।” —শ্বেতাশ্বতর ৩ ৩৮), সেই কারণে বাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া আমার মন্তোপাসনা করে এবং আমাঃই শরণাগত থাকে ও অন্য কোন মূর্তির উপাসনা করে না, আমি সত্ত্ব তাহাদের নয়নগোচর হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার প্রিয় তোমার কৃত এই ভোজ সর্বদা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তির আমার প্রতি উত্তম ভক্তি ও নির্মল জ্ঞান লাভ হইবে। তুমি আমার উপাসনাতেই সর্বতোভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছ ॥ ৩৬-৩৮

তুমি দেহাংশান হইলে পর আমার সহিত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমি তোমার গুরু মুনিস্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তীহার ভগোবনে কিছুকাল বাস করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৯

তখন সুভীক্স মুনি 'তাহাই হইবে' বলিয়া কহিলেন—রাঘব ! আগামী কাল তুমি গমন করিবে। আমিও বহুকাল হইল মহামুনিকে দেখিয়াছি, অতএব আমিও তথায় গমন করিব ॥ ৪০

অথ প্রভাতে মুনির্নাম সমেতো

রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন ।

অগস্ত্যসন্ত্যাক্ষণলোলমানসঃ

শনৈরগস্ত্যাসুজ্জমন্দিরং যযৌ ॥৪১

ভদ্রনভর পরদিবস প্রভাতকালে সুভীক্ষ মুনি, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যমুনির সহিত সন্ত্যাক্ষণ করিবার

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমামহেশ্বর-

সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

জন্ত ব্যগ্রমনা হইয়া অগস্ত্যানুজের আশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪১

শ্রীমদ্বহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ব অধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

## তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

( শ্রীরামস্যাগস্ত্যশ্রমগমনঃ, তত্র বাসন্ত )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ রামঃ সুভীক্ষেন জ্ঞানক্যা লক্ষ্মণেন চ ।

অগস্ত্যাসুজ্জম্মানং মধ্যাহ্নে সমপত্তত ॥ ১

তেন সম্পূজিতঃ সমাগং ভুক্ত্বা মূলফলাদিকম্ ।

পরেত্যাঃ প্রাতরুথায় জগ্মুস্তেহগস্ত্যমণ্ডলম্ ॥ ২

সর্বভূফলপুষ্পাঢ্যং নানামৃগগণৈর্ভূতম্ ।

পক্ষিসমৈশ্চৈব বিবিধৈর্নাদিতং নন্দনোপমম্ ॥ ৩

ব্রহ্মসিভির্দেবসিভিঃ সেবিতং মুনিমন্দিরৈঃ ।

সর্বভোহলঙ্কৃতং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মলোকমিবাগরম্ ॥ ৪

বহিরেবাত্মমস্তাথ স্থিত্বা রামোহব্রবীশ্মুনিম্ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

[ শ্রীরামের অগস্ত্যশ্রমে গমন ও তথায় বাস । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ভাতার পর শ্রীরাম সুভীক্ষ, জনকসুতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মধ্যাহ্নকালে অগস্ত্যের কনিষ্ঠভাতা অগ্নিজিহ্বের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । ১

তথায় অগ্নিজিহ্বের দ্বারা বিবিধ অনুসারে পুজিত হইয়া শ্রীরাম ভাতার প্রদত্ত ফলমূল ভোজন করত সেই দিন বাস করিলেন । অনন্তর পরদিনে প্রাতঃকালে উখিত হইয়া ভাতার অগস্ত্যের ভূপোবনে গমন করিলেন । ২

মহামুনি অগস্ত্যের এই ভূপোবন সমস্ত ঋতুর ফল-পুষ্প সমৃদ্ধ, নানাবিধ মৃগ ( বা পশু )-গণে পরিপূর্ণ, বিবিধ পক্ষিসজ্জের নাদে নিনাদিত, নন্দনকাননভূষা, ব্রহ্মসি ও দেবসিগণের দ্বারা সেবিত, মুনিমন্দিরসমূহে সর্বভোভাবে সুশোভিত এবং সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় অবস্থিত ছিল । ৩-৪

শ্রীরাম আশ্রমের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া মুনিকে

সুভীক্ষ গচ্ছৎ স্বং শীঘ্রমাগতং মাং নিবেদয় ॥ ৫

অগস্ত্যমুনিবর্ষ্যায় সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।

মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা সুভীক্ষঃ প্রযযৌ গুরোঃ ॥ ৬

আশ্রমং তুরয়া তত্র ঋষিসম্মানসমাবৃতম্ ।

উপবিষ্টং রামভক্তৈর্বিশেষণ সমাযুক্তম্ ॥ ৭

ব্যাখ্যান্তরামমন্ত্রার্থং শিষ্যোভ্যশ্চাতিভক্তিভঃ ।

দৃষ্ট্বাগস্ত্যং মুনিশ্রেষ্ঠং সুভীক্ষঃ প্রযযৌ মুনেঃ ॥ ৮

দণ্ডবৎ প্রণিপত্যা হ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ ।

রামো দাশরথিব্রহ্মন্ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।

আগতো দর্শনার্থং তে বহিস্তিষ্ঠতি সাক্ষলিঃ ॥ ৯

বলিলেন,—সুভীক্ষ । আপনি গমন করুন এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত আমার আগমনসংবাদ মুনিবর অগস্ত্যকে নিবেদন করুন । তখন সুভীক্ষ ‘মহা অনুগ্রহ’ এই কথা বলিয়া গুরু অগস্ত্যের নিকট গমন(১) করিলেন ॥ ৫-৬

তুরা সহকারে আশ্রমে বাইরা তথায় রামভক্তিপরায়ণ ঋষিযুগের দ্বারা বিশেষভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—সংবাদ জানাইবার জন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণকে আশ্রমে পাঠাইলেন, যথা—

স্থিতত্বমরমঙ্কশো মহাবলপরাক্রমঃ ।

রাঘবঃ সহ বৈদেহ্য লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ।

সংপ্রাপ্তাঃ স্মাশ্রমপদং সৌমিত্রে প্রবিশাগ্রতঃ ।

নিবেদয় চ মাং প্রাপ্তমুঘরং সহ সীতয়া ।

স প্রবিশাস্রমপদং লক্ষ্মণো রাঘবাজ্ঞয়া ।

অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ বাক্যমেতদ্বাচ হ ।

রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠন্তু সুভো বলী ।

রামো নাম মহাত্মা মুনিং দ্রষ্টুমিহেচ্ছতি ॥ ৩।১৮।১-৪

অগ্ন্য উবাচ

শীতমানয় ভজং তে রামং মম হৃদি স্থিতম্ ।  
তমেব ধ্যায়মানোহহং কাঙক্ষমাণোহত্র সংস্থিতঃ ॥ ১৮  
ইত্যুক্ত্বা স্বয়মুখায় মুনিভিঃ সহিতো দ্রুতম্ ।  
অভ্যয়াৎ পরয়া ভক্ত্যা গতা রামমথাত্রবীৎ ॥ ১৯  
আগচ্ছ রাম ভজং তে দিষ্টা তেহস্ত সমাগমঃ ।  
প্রিয়াতিথির্মম প্রাপ্তোহস্থস্ত মে সফলং দিনম্ ॥ ২০  
রামোহপি মুনিমায়ান্তং দৃষ্টা হর্বসমাকুলঃ ।  
সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি দণ্ডবৎ পতিতো ভূবি ॥ ২১  
দ্রুতমুখাপ্য মুনিরাড়্ রামমালিন্য ভক্তিতঃ ।  
তদুগাত্পর্শজাহ্নুদম্রবল্লভজলাকুলঃ ॥ ২২

এবং শিতদিগকে অভিশয় ভক্তিসহকারে রামমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন এই অবস্থায় মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্ন্যাকে দর্শন করত মুগ্ধ মুনির নিকট গমন করিলেন ॥ ১৮

মুগ্ধ ধ্যানপরায়ণ মুগ্ধীকৃত গুরু অগ্ন্যাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত বিনয়বান হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্ । দশরথনন্দন রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে দর্শন করিবার জন্য ত্তভাগমন করিয়াছেন । তিনি কৃতাজলি হইয়া এখন আশ্রমের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৯

অগ্ন্য বলিলেন—যাঁহাকে আমি সন্তত ধ্যান করিতেছি এবং যাঁহার দর্শন কামনা করিয়া আমি এখানে অবস্থান করিতেছি, সেই রামকে সত্ত্বর লইয়া এস ॥ ২০

এই কথা বলিয়া অগ্ন্য স্বয়ং উদ্বিগ্ন হইয়া মুনিগণের সহিত দ্রুত রাম অভিযুখে গমন করিলেন এবং পরম ভক্তিসহকারে গমন করিয়া রামকে দর্শন করিবার পর বলিলেন ॥ ২১

রাম । তুমি আগমন কর, তোমার মজল হউক । আমার সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য তোমার ত্তভাগমন হইয়াছে । তুমি প্রিয় অভিধিক্রমে উপস্থিত হইয়াছ, আজ আমার দিন সফল হইল ॥ ২২

(১) প্রাচ্য বায়ীকি রামায়ণে এখানে অগ্ন্যের বিশেষ বর্ণনা দেখা যায়,—

ভং দৃষ্ট্বা চোগ্রতপসং প্রস্থলভমিবানলম্ ।  
অগ্ন্যাস স মুনিশ্রেষ্ঠং রামো লক্ষ্মণমত্রবীৎ ।  
অন্নমগ্নিরন্নং সৌম এব ধর্মঃ সনাতনঃ ।  
অন্নানিহাগতানেষ নিরুমাভ্যুপগচ্ছতি ।  
ঔদার্য্যোপাবগচ্ছামঃ সোহগন্ত্যোহন্নং ন সংশয়ঃ ।  
নিধানং তপসামেব তেজোরশিবিভাবসোঃ ।

গৃহীত্বা রামমেকেন করেণ রত্ননন্দনম্ ।  
জগাম আশ্রমং হ্রষ্টো মনসা মুনিপূজকঃ ॥ ২৩  
সুখোপবিষ্টং সম্পূজ্য পূজয়া বহুবিস্তরম্ ।  
ভোজয়িত্বা যথাশ্রায়ং ভোজৈর্বনৈরনেকধা ॥ ২৪  
সুখোপবিষ্টমেকাশ্বে রামং শশিনিভাননম্ ।  
কৃতাজলিরুবাচেদমগন্ত্যো ভগবানুষিঃ ॥ ২৫  
ভদাগমনমেবাহং প্রতীক্ষ্য সমবস্থিতঃ ।  
যদা ক্ষীরদমুদ্রাস্তে ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ॥ ২৬  
ভূমেভারাপমুদ্রার্থং রাবণস্ত বধায় চ ।  
তদাদি দর্শনাকাঙক্ষী ভব রাম তপশ্চরন্ ।  
বসামি মুনিভিঃ সার্বং ত্বামেব পরিচিস্তয়ন্ ॥ ২৭

রামও মুনিকে আগমন করিতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন(১) ॥ ২০

তখন মুনিরাজ অগ্ন্য সত্ত্বর রামকে উপাশিত করিয়া ভক্তি-ভরে আলিঙ্গন করত তাঁহার অজস্র্পর্শজনিত আনন্দাশ্রুতে শবির নয়নধর্য পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২১

মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্ন্য নিজ এক হস্তে রামের হস্ত ধারণ করিয়া রত্ননন্দনকে সঙ্গে লইয়া আনন্দান্বিত মনে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২২

সুখে উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে মহা আড়ম্বরের সহিত বিশেষভাবে পূজা করিয়া বনজাত নানাবিধ ফল-মুলাদি যথাবিধি বহুবার ভোজন করাইয়া (সীতা ও লক্ষ্মণকেও যথায়থভাবে সমাদর-সহকারে ভোজন করাইয়া) নির্জনস্থানে চন্দ্রবদন অীরামচন্দ্রকে সুখে উপবেশন করাইয়া ভগবান্ (ষোড়শমুখাশালী ও জ্ঞানবান্) মহর্ষি অগ্ন্য কৃতাজলি হইয়া রামকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৩-২৫

রাম । পূর্বে যখন ক্ষীরসাগরের তীরে(২) ব্রহ্মা ভূতার হরণের জন্য ও রাবণের বধের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই

(২) বায়ীকিরামায়ণে অন্তরূপে দেখা যায় । দশরথের যজ্ঞ অযোধ্যায় ভগবান্ অীবিষ্ণু উপস্থিত হইলে পর তথায় ব্রহ্মা ও অন্তাত্ত দেবগণ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন,—

“এতশ্রমন্তরে বিষ্ণুস্তজ্ঞাপাদ্ ভগবান্ স্বয়ম্ ।  
ব্রহ্মণা মনসা ধ্যাততদ্বধারামিতহাতিঃ ।  
অত্রবীৎ ভং ততো ব্রহ্মা বিষ্ণুং দেবগণৈঃ সহ ॥”

সৃষ্টে: প্রাগেক এবাসীনিবিকল্পোহম্পাধিক: ।  
 তদাশ্রয়া ত্বয়িয্যা মায়া তে শক্তিরূচ্যতে ॥ ২০  
 তামেব নিগুণং শক্তিরাবৃণোতি যদা তদা ।  
 অব্যাকৃতমিতি প্রাহর্বেদাস্তপরিণিষ্ঠিতা: ॥ ২১  
 মূলপ্রকৃতিরিত্যেকে প্রাহর্যায়ৈতি কেচন ।  
 অবিজ্ঞা সংসৃতির্বন্ধ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে ॥ ২২  
 ত্বয়া সংকোভ্যমাণা সা মহন্তত্বং প্রাপ্নুযতে ।

সময় হইতে আমি তোমার আগমনের ও তোমার দর্শনের  
 প্রতীক্য করিতে করিতে ভগ্নোন্নত হইয়া মূনিগণের সহিত  
 তোমার চিত্তা করিতে করিতে এ স্থানে বাস করিতেছি ॥ ১৮-১৯  
 রাম ! সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালে একমাত্র তুমিই ছিলে ;  
 কারণ, তুমি নির্বিকল্প—অঐষত ('শিবমঐষতং চতুর্থং মততে'—  
 —ইতি ভ্রুতে:) অর্থাৎ প্রকৃতিও তোমার মধ্যে লীন থাকায়  
 বিকল্পরূপ সকল প্রপঞ্চরহিত এবং নিরূপাধিক—দ্রষ্টৃহাদি সমস্ত  
 উপাধিহীন । বর্তমানকালে পরিতৃপ্তমান অগংপ্রপঞ্চে তোমাকে  
 আশ্রয় করিয়া অবস্থিতা ও তোমাকে বিবরণ করিয়া বিরাজমানা  
 এই যে মায়া, ইহাকেই তোমার শক্তি বলা হয় ॥ ২০

এই তোমার মার্যাক্রপা শক্তি জগতীভ পরমায়া তোমাকেই  
 আবরণ করিয়া যখন অবস্থান করে, তখন সেই মার্যাকে  
 বৈদান্তিকগণ 'অব্যাকৃত' অর্থাৎ প্রধান বলিয়া থাকেন ॥ ২১

তোমার এই আবরণরূপা শক্তিকে কেহ কেহ (সাংখ্যবিদগণ)  
 মূলপ্রকৃতি ('মূলপ্রকৃতিরিকৃতির্মহাদাতা: প্রকৃতিবিকৃত: সপ্ত ।  
 ষোড়শকন্ত বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতি: পুরুষ:'—সাংখ্য-  
 কারিকা ।) এবং কেহ কেহ (পৌরাণিকগণ) 'মায়া' বলিয়া  
 অভিহিত করেন । আবার কেহ কেহ 'অবিদ্যা' 'সংসার' ও  
 'বন্ধ' ইত্যাদি বহু নামে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ২২

তোমার দ্বারা সংকোভিত হইয়া অর্থাৎ—বিকার প্রাপ্ত হইয়া  
 সেই মায়া প্রথমে 'মহন্তত্ব'কে উৎপন্ন করে । ("সবিকারং  
 প্রধানং তু মহং তত্বমজারত । মহানিতি বভ: খ্যাতির্লোকানাং  
 জারতে: সদা ॥ মন্তপুত্রাণ—৬।১৭) এবং তোমারই দ্বারা  
 প্রেরিত হইয়া মহন্তত্ব হইতে 'অহঙ্কার' উৎপন্ন হইয়াছে ।  
 (অহঙ্কার—'আমি' 'আমার' ইত্যাকার অভিমানরূপ অভ:করণ  
 বৃত্তি "অহঙ্কারোহভিমানস্ত কৰ্ত্তা মতা চ স দ্বভ:—ইতি কোর্শে  
 পূর্বভাগ: ৫।২১) ॥ ২৩

(জিগণাশ্রিকা মায়া হইতে মহন্তত্ব উৎপন্ন হওয়ার মহন্তত্ব  
 জিগণাশ্রক, এইরূপ জিগণাশ্রক মহন্তত্ব হইতে অহঙ্কার উদ্ভূত  
 হওয়ার সেই অহঙ্কারও জিগণাশ্রক) । মহন্তত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত

মহন্তত্বাদহঙ্কারত্বয়া সঙ্কোদিভাদভূৎ ॥ ২৩

অহঙ্কারো মহন্তত্বসংবৃত্তিবিবোধভবৎ ।

সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চৈতি ভগ্যতে ॥ ২৪

তামসাং স্মৃত্তম্মাত্ৰাণ্যাসন্ ভূতাত্ত: পরম্ ।

স্থূলানি ক্রমশো রাম ক্রমোত্তরগুণানি হি ॥ ২৫

রাজসানীশ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মন: ।

তেভ্যোহভবৎ স্মৃত্তরূপং লিঙ্গং সর্বগতং মহৎ ॥ ২৬

অহঙ্কার ত্রিবিধ অর্থাৎ অহঙ্কারের উপাদানকারণ মহন্তত্ব এবং  
 সেই মহন্তত্ব আবার ত্রিগুণাশ্রক বলিয়া তাহার কার্যভূত  
 অহঙ্কার ত্রিবিধ । সেই অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই  
 তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয় । (বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়,—  
 "সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্" ।) ১।২।৩৩ । মহান্  
 ত্রিবিধ বলিয়া তাহার কার্যরূপ অহঙ্কারও ত্রিবিধ ॥ ২৪

রাম ! এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে তামস অহঙ্কার হইতে  
 শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভগ্নাত্ম—সূক্ষ্মপাকীকৃত  
 ভগ্নাত্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই সূক্ষ্মভগ্নাত্ম হইতে আকাশ, বায়ু,  
 তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ স্থূলভূত ক্রমে অধিক গুণবিশিষ্ট  
 হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে । (এখানে প্রথমে পক্ষীকরণ বলা  
 হইতেছে সম্পূর্ণ আকাশকে দুইভাগ করিয়া অর্থাৎ বোলজানা  
 আকাশকে আটআনা আটআনা করিয়া দুই ভাগ করিয়া  
 পুনরায় একটি আটআনা ভাগকে দুইআনা করিয়া চারভাগ  
 করিবে । এই দুইআনা করিয়া যে চারভাগ হইল, সেই ভাগ  
 চারটি আকাশকে বাদ দিয়া অত্র চারটি ভূত অর্থাৎ বায়ু, তেজ,  
 জল ও পৃথিবী—এই চারটিতে মিশ্রণ করিতে হইবে । এইরূপ  
 বায়ুকে প্রথমে দুইভাগ করিয়া, একভাগকে পুনরায় চার ভাগ  
 করিয়া বায়ু বাদ দিয়া অত্র চার—আকাশ, তেজ, জল ও  
 পৃথিবীতে মিশ্রণ করিতে হইবে । অতঃপর তেজকে দুইভাগ  
 করিয়া একভাগকে পুনরায় চারভাগ করত আকাশ, বায়ু, জল  
 ও পৃথিবীতে সেই চারভাগ মিশ্রণ করিবে । তারপর জলকে  
 দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগকে পুনরায় চারভাগ করত আকাশ,  
 বায়ু, তেজ ও পৃথিবীতে সেই চারভাগ মিশ্রণ করিবে । তদনন্তর  
 পৃথিবীকে প্রথমে দুই ভাগ করিয়া পরে সেই অর্ধভাগকে আবার  
 চার ভাগ করত আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল চারভূতে উক্ত চার  
 ভাগ সংযোজন করিবে । ইহাকেই বলে পক্ষীকরণ ।) (সূক্ষ্ম-  
 ভগ্নাত্ম বলিতে বুঝায়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধভগ্নাত্ম ।  
 এই পঞ্চ সূক্ষ্মভগ্নাত্মসমূহ হইতে স্থূল ভূতসকল আকাশ, বায়ু,  
 তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয় ।

ততো বিরাট্‌ সমুৎপন্নঃ স্কুলাদ্‌ ভূতকদম্বকাং ।

বিরাজঃ পুরুষাং সর্বং জগৎ স্হাবর-জঙ্গমম্‌ ।

দেব-তীৰ্থ্যঙ্-মনুষ্যাস্চ কালকর্মক্রমেণ তু ॥ ২৭

স্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগৎসর্গস্ত কারণম্‌ ॥ ২৮

আকাশাদিক্রমে উল্লিখিত এই পঞ্চ ভূত আবার ক্রমান্বয়ে অধিক গুণসম্পন্ন; যথা—ভূত সৃষ্টির ক্রম ও ক্রমান্বয়ে গুণবিভাগ,—মহান্‌ হইতে অহঙ্কার, ভাসস অহঙ্কার হইতে শব্দভঙ্গ্যাজ, শব্দধারা আকাশ এবং এই আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ; আকাশ হইতে স্পর্শভঙ্গ্যাজ, স্পর্শধারা বায়ু ও এই বায়ুর অসাধারণ গুণ স্পর্শ এবং কারণায়ন-বশতঃ শব্দও বায়ুর গুণ, অতএব ক্রমানুসারে বায়ুর দুইটি গুণ শব্দ ও স্পর্শ; বায়ু হইতে রূপভঙ্গ্যাজ, রূপের ধারা ভেদ এবং ভেদের অসাধারণ গুণ রূপ, কারণগুণের পরস্পরাধারবশতঃ শব্দ ও স্পর্শও ভেদের গুণ, অতএব ভেদের শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—এই তিনটি গুণ; ভেদ হইতে রসভঙ্গ্যাজ, রসের ধারা জল এবং জলের অসাধারণ গুণ রস, পূর্বের স্তায় কারণগুণায়নবশতঃ জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চার গুণ, জল হইতে গন্ধভঙ্গ্যাজ, গন্ধের ধারা পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর অসাধারণ গুণ গন্ধ, পূর্ববৎ কারণগুণায়নবশতঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চগুণ পৃথিবীর।) রাজস অহঙ্কার হইতে (রাজস অহঙ্কার উপাদানের ধারা) ইঞ্জিরবর্গ উদ্ভূত হইয়াছে। (এই ইঞ্জিরবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—১। কর্মেঞ্জির—বাক্‌, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেঞ্জির। ২। জ্ঞানেঞ্জির—চক্ষু, শ্রোত্র, হৃৎ, রসনা ও ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জির। এই দশ ইঞ্জিরের মধ্যে কর্মেঞ্জিরসকলের বৃত্তি হইল—বচন (কথা বলা), আদান (গ্রহণ), বিহরণ, আনন্দ ও উৎসর্গ (মলত্যাগ) এবং জ্ঞানেঞ্জিরসকলের বৃত্তি হইল—সবিকল্পক ও নিবিকল্পক—এই উভয় জ্ঞানরূপা বৃত্তি। সবিকল্পক জ্ঞান হইল—শাস্ত্র-উপনিষদে জাগতিক সর্বপদার্থ জ্ঞান আর নির্বিকল্পক জ্ঞান সাধনালব্ধ সমাধিগম্য ব্রহ্মজ্ঞান।) সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইঞ্জিরাবিষ্ঠাভা দেবগণ ও মন উৎপন্ন হইয়াছে। (ইঞ্জিরাবিষ্ঠাভা দেবগণ—“দিগ্‌-বাতার্ক-প্রচেতোহস্মি-বহৌজোপেন্দ্র-মিত্রকাঃ ।” ঐমদ্ভাগবত ২.৬।১০) পূর্বোক্ত মাত্রা, মহান্‌, অহঙ্কার, পঞ্চভঙ্গ্যাজ, পঞ্চভূত ও ইঞ্জিরবর্গ হইতে লিঙ্গ সমষ্টিদেহ লিঙ্গ শরীর, ইহা সূত্ররূপ অর্থাৎ পটসূত্রবৎ সর্বানুসূত, অতএব সর্বগত; সূত্ররূপ মহৎ—মহত্ত্ব মহদপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ মাত্রা, মহৎ ও সূক্ষ্মভঙ্গ্যাদি অহঙ্কারের কার্য্য হইতে সূক্ষ্ম সমষ্টিরূপ

সদ্বাদ বিষ্ণুস্বমেবাস্ত পালকঃ সন্তিরুচ্যতে ।

লয়ে রুদ্রস্বমেবাস্ত স্বায়াগুণভেদতঃ ॥ ২৯

জাগ্রৎস্বপ্নশূণ্যাত্মা বৃত্তয়ো বুদ্ধিজ্ঞা গুণাঃ ।

ভাসাং বিলক্ষণো রাম স্বং সাক্ষী চিন্ময়োহব্যয়ঃ ॥ ৩০

হিরণ্যগর্ভরূপ লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়। ইহাকেই সূত্র বল হয়। ২৫-২৬

এই সূত্র হইতেই সূত্র সমষ্টিরূপ বিরাট্‌ (১) পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই বিরাট্‌ পুরুষ হইতে স্বাবর (অচর) ও অজর (চর)-ময় সম্পূর্ণ জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দেবতা, তীৰ্থ্যাক্‌ (কীটাদি) ও মনুষ্যরূপ জন্ম পদার্থ কাল এবং কর্মানুসারে অর্থাৎ কাল ও অসৃষ্টির বশবর্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। হে রাম! তুমি কখনও রজোগুণ অবলম্বন করিরা ব্রহ্মা হইরা এই জগতের কারণ হইরাছ অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টি করিরাছ। ২৭-২৮

মহাযোগ বলেন—তুমিই সত্ত্বগুণ আশ্রয় করত সেই সূত্র জগতের পালন কর, অতএব তুমিই জগতের পালক। প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে তুমি ভোমার মাত্রা গুণানুসারে ভযোগ অবলম্বন করিরা রুদ্ররূপ ধারণ করত সম্পূর্ণ জগতের সংহার কর। ২৯

রাম! যে কালে প্রাণিগণের বুদ্ধি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে, সেই কালে তাহাদের জাগ্রদবস্থায়, (২) এইরূপ প্রাণিগণের বুদ্ধি রজোগুণ অবলম্বন করিলে, তাহাদের স্বপ্নাবস্থা এবং ভযোগ অবলম্বন করিলে, তাহাদের সুশুপ্তি অবস্থা হইরা থাকে। তুমি কিন্তু এ সবার বিলক্ষণ, অতএব তুমি সাক্ষী, চিন্ময় ও অব্যয় অর্থাৎ তুমি স্বাক্ষিরূপ হইরা তাহাদের এই সব জাগ্রাদি অবস্থা অবলম্বন করিতেছ, কারণ তুমি চৈতন্তময় নিত্য ব্রহ্মরূপ। ৩০

(১) “স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।

আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্ডে সমবর্তত ।”

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ অঃ ৪ সৌক

“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাণ্ডে”

—ঋক্‌সংহিতা ১০।১২১

(২) “সদ্বাদ্‌ জাগরণং বিদাদ্‌ রজসঃ স্বপ্নমাদিশেণ ।

প্রাণাং ভমসা জতোত্তরীরং ত্রিহু সততম্‌ ।”

‘বুদ্ধেজাগরণং নিদ্রা সুশুপ্তিরিতি তৃত্বয়ঃ’ ।

—ভাগবত ১১।২৫।১১

সৃষ্টিলাভং যদা কৰ্ত্তৃমীহসে রতুনন্দন ।  
 অঙ্গৌকরোষি মায়াং ত্বং তদা বৈ গুণবানিষ ॥ ৩১  
 রাম মায়া বিধা ভাতি বিভাহবিভেতি তে সদা ।  
 প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৩২  
 নিবৃত্তিমার্গনিরতা বেদান্তার্থবিচারকাঃ ।  
 ত্ত্বস্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ শ্রুতাঃ ॥ ৩৩  
 অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চ তে ।  
 বিদ্যাহত্যাশরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্ত এব হি ॥ ৩৪  
 লোকে ত্ত্বস্তিনিরতাস্থম্ভ্রোপাশকাস্চ যে ।  
 বিদ্যা প্রাত্তর্ভবেৎ তেষাং নেতরেযাং কদাচন ॥ ৩৫  
 অতত্ত্বস্তিসম্পন্না মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ।  
 ত্ত্বস্ত্যমৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেহপি নো ভবেৎ ॥ ৩৬  
 কি রাম বহনোক্তেন সারং কিঞ্চিদ্ ব্রবীমি তে ।  
 সাধুসঙ্গতিরেবাত্র মোক্ষহেতুরুদাস্ততঃ ॥ ৩৭  
 সাধবঃ সমচিত্তা যে নিঃস্পৃহা বিগঠৈষণাঃ ।

রতুনন্দন। যখন তুমি অগৎ সৃষ্টির লীলা করিতে ইচ্ছা কর, তখন তুমি মায়াকে গ্রহণ কর, সেইহেতু তুমি নিঃস্পৃহ হইলেও গুণবান পুরুষের দ্বারা প্রকাশিত হয় ॥ ৩১

রাম। এই তোমার মায়া দুই প্রকার; এক বিদ্যা ও অপর অবিদ্যা। বাহারা অবিদ্যার বশবর্তী, তাহারা প্রবৃত্তিমার্গরত হয়; (অতএব মুক্তি লাভ করিতে পারে না—ক্রমশঃ সংসার-বন্ধনগ্রস্ত হয়।) কিন্তু যাহারা বিদ্যার বশবর্তী, তাহারা নিবৃত্তিমার্গে রত হইয়া তোমার প্রতি ভক্তি লাভ করেন এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারপরায়ণ হইয়া বিদ্যাময় হইয়া যান। বাহারা অবিদ্যার বশীভূত, তাহারা সদা 'সংসারী' বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু যাহারা বিদ্যাভ্যাসে নিরত, তাহারা ই 'নিত্যমুক্ত' বলিয়া কথিত হন ॥ ৩২-৩৪

অগতে যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিমান হইয়া তোমার মন্ত্রের উপাসনা করেন, তাহাদেরই বিদ্যালাভ হয়, অত ব্যক্তি-গণের কোনরূপেই এই বিদ্যালাভ হয় না, অতএব অগতে যাহারা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তাহারা মুক্তি লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥

তোমার ভক্তিরূপ অমৃতহীন ব্যক্তিগণের স্বপ্নেও মোক্ষলাভ হয় না। রাম। এবিষয়ে আর বহু কথা বলিয়া কি হইবে? কিছু সার কথা তোমার নিকট বলিব। সাধু-সঙ্গই (১) মোক্ষের হেতু বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৫-৩৭

(সাধু কাঁহার? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—) যাহারা সম্পদে

দাস্তাঃ প্রশান্তাশ্রমস্তা নিবৃত্তাখিলকামনাঃ ।  
 ইষ্টপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ সমাঃ সঙ্গবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৮  
 সন্ন্যস্তাখিলকর্মাণঃ সর্বদা ব্রহ্মতৎপরাঃ ।  
 যমাদিগুণসম্পন্নাঃ সন্তুষ্টা যেন কেনচিৎ ॥ ৩৯  
 সংসঙ্গমো ভবেদ্ যদ্বি ত্বৎকথাশ্রবণে রতিঃ ।  
 সমুদেতি ততো ভক্তিশ্রয়ি রাম সনাতনে ॥ ৪০  
 ত্ত্বস্ত্যাবুপপন্নায়ং বিজ্ঞানং বিপুলং শ্রুতম্ ।  
 উদেতি মুক্তিমার্গোহয়মাদ্যশ্চতুরসেবিতঃ ॥ ৪১  
 তস্মাত্ত্রাঘব সন্তুষ্টিশ্রয়ি মে প্রেমলক্ষণা ।  
 সদা ভূয়াক্ষরে সঙ্গত্বস্ত্যু-ক্তেযু বিশেষতঃ ॥ ৪২  
 অদ্য মে সফলং জন্ম ভবৎসম্পর্শনাদভূৎ ।  
 অদ্য মে ক্রতবঃ সর্বৈ বভূবুঃ সফলাঃ প্রভো ॥ ৪৩  
 দীর্ঘকালং ময়া তপ্তমনশ্চমতিনা তপঃ ।  
 তস্মৈহ তপসো রাম ফলং তব যদচনম্ ॥ ৪৪  
 সদা মে সীতয়া সাক্ষিৎ হৃদয়ে বস রাঘব ।  
 গচ্ছতন্তিষ্ঠতো বাহপি শ্রুতিঃ শ্রান্তে সদা ত্বয়ি ॥ ৪৫

ও বিপদে সমচিত্ত, নিঃস্পৃহ, নিরীহ, সংযমপরায়ণ, প্রশান্ত, ভক্ত (ভজনশীল), সমস্ত কামনাশূন্য, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সমভাবে পর, সঙ্গবিবর্ত্তিত, বিবি তনুসারে কর্ত্তব্যসম্মান গ্রহণ করিয়াছেন, সর্বদা ব্রহ্মচিহ্নাপরায়ণ, যমাদি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি) গুণসম্পন্ন এবং বদুচ্ছাপ্রাপ্ত বস্ততে সন্তুষ্ট, তাহারা সাধু ॥ ৩৮-৩৯

যদি সংসঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে তোমার কথা শ্রবণে (ভক্তকথা শ্রবণে) অনুরাগ জন্মে। রাম। সেই অনুরাগ হইতে সনাতন পরম পুরুষ তোমাতে ভক্তি লাভ হয় ॥ ৪০

তোমার প্রতি ভক্তি লাভ হইলে পর প্রত্যক্ষ পরম বিজ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভূতি প্রাপ্তি হয়, ইহাতে মুক্তিলাভ হয়। চতুর-সেবিত অর্থাৎ আপ্তজন সেবিত এই মুক্তিমার্গই প্রধান বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪১

রাঘব। তোমার প্রতি যে সদ্ভক্তি অর্থাৎ একনিষ্ঠা প্রেম-রূপা ভক্তি, সেই ভক্তি আমার লাভ হউক। হে হরে। বিশেষতঃ তোমার ভক্তগণের যে সঙ্গ, তাহাও যেন আমি প্রাপ্ত হই—এই প্রার্থনা তোমার নিকট করিতেছি ॥ ৪২

(১) এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়,—

“সংযোগঃ সংস্বতেহেতুরসংসু বিহিতো যিরা ।

স এব সাধুহু কতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥”



ইতি স্তুত্বা রমানাথমগন্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।  
 দদৌ চাপং মহেশ্বেণ রামার্থে স্থাপিতং পুরা ॥ ৪৬  
 অক্ষয়ৌ বাণভূগীরৌ খড়্গো রত্নবিভূষিতঃ ।  
 জহি রাঘব ভূতারভূতং রাক্ষসমণ্ডলম্ ॥ ৪৭  
 যদর্থমবতীর্ণোহসি মায়য়া মনুজাকৃতিঃ ।  
 ইতো যোজনযুগ্মে তু পুণ্যকাননমণ্ডিতঃ ।  
 অস্তি পঞ্চবটী নাম্না আশ্রমো গোতমীতটে ॥ ৪৮  
 নেতব্যস্তত্র তে কালঃ শেযো রঘুকুলোদ্বহ ।

আজ তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিরা আমার জন্ম সকল  
 হইয়াছে। প্রভো! তোমার দর্শনে আমার বাণ-যজ্ঞ সকলও  
 সফল হইয়াছে। ৪৬

রাম! আমি দীর্ঘকাল অনভ্যস্তিতে যে ভগ্নতা করিয়াছি,  
 সেই ভগ্নতারই এই ফল যে, এখানে তোমাকে পূজা করা  
 অর্থাৎ এই পূজা করিবার সৌভাগ্য পাওয়া। ৪৭

হে রাঘব! তুমি সীতা দেবীর সহিত সর্বদা আমার হৃদয়ে  
 বাস কর এবং আমার গমন বা অবস্থান—এই সব সময়েই যেন  
 আমি তোমাকে স্মরণ করিতে পারি। ৪৮

মুনিস্ৰেষ্ঠ অগস্ত্য এইভাবে রমানাথ ঈরামের ভব করিয়া  
 পুরাকালে রামকে প্রদান করিবার জন্ত মহেশ্বর কর্তৃক স্থাপিত  
 ধনু (১) রামকে প্রদান করিলেন। ৪৬

রাঘব! এই দুই অক্ষর বাণ ও তুণীর এবং এই রত্নভূষিত  
 খড়্গ গ্রহণ কর। পৃথিবীর ভারবরূপ রাক্ষসমণ্ডলকে তুমি  
 সংহার কর। ৪৭

বাহার জন্ত আজ তুমি মায়ার দ্বারা মনুষ্যাকারে অবতীর্ণ  
 হইয়াছ। এখানে হইতে দুই বোজন (ক্রোশচতুর্ভুজকে বোজন  
 বলে।) পথ দূরে পুণ্য কানন-শোভিত দৌভমী (গোদাবরী)  
 নদীর তীরে পঞ্চবটী নামে এক আশ্রম আছে। ৪৮

রঘুবংশধর রাম! তথায় তুমি অবশিষ্ট কাল অভিবাহিত

ঈশ্বরহবি বেদবাসপ্রণীত ঈশদ্ব্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে অরণ্যাকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তত্রৈব বহুকার্য্যাণি দেবানাং কুরু সংপত্তে ॥ ৪৯

শ্রুত্বা তদাহগন্ত্যনুভাষিতং বচঃ

স্তোত্রক তত্ত্বার্থসমম্বিতং বিভূঃ ।

মুনিং সমাভ্যাত্ত মুদাহবিতো যযৌ

প্রদশিতং মার্গমশেষবিছরিতঃ ॥ ৫০

ইতি ঈশদ্ব্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

অরণ্যাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

কর। সংপত্তে (সম্পন্নপালক ভগবন্।) সে-স্থানেই তুমি  
 দেবভাগ্যের বহুতর কার্য্য সম্পাদন কর। ৪৯

সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী ঈহরি অগস্ত্যকথিত বাক্য এবং তৎকৃত  
 ভক্তপূর্ণ স্তোত্র শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মুনী  
 অগস্ত্যকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার প্রদশিত পথে গমন  
 করিলেন। ৫০

(১) এই ধনু প্রভৃতি দানপ্রসঙ্গে বাল্মীকি—

‘ধনুর্বরমিদং দিব্যং বজ্রহেমপরিষ্কৃতম্ ।

বৈকবং পুরুষব্যাভ্র নিমিত্তং বিশ্বকর্ম্মণা ॥

অমোঘা ইববশ্চেষ্টে ব্রহ্মদত্তাঃ সুভেজসঃ ।

দত্তা মহং মহেশ্বেণ তুণৌ চাক্ষরসারকৌ ॥

সংপূর্ণৌ নিশিতৈর্বাণৈর্জগদুত্তিরিব পরশৈঃ ।

মহাকোষনিবাসী চ মহামির্হেমবিগ্রহঃ ॥

(১১৮১৩৭-৩৯)

বাল্মীকিরামায়ণে রামকেই দান করিবার বিষয় স্পষ্ট  
 উল্লেখ আছে,—

‘পুরা চোক্তোহহমিজেণ সহজাক্ষেণ রাঘব ।

যদা রাম ইহাগচ্ছৎ তস্মৈ দেবমিদং ধনুঃ ॥”

(৩১৮১৩২)

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ॥

( জটায়ুস্য সহ শ্রীরামস্য সাক্ষাৎকারঃ, শ্রীরামেণ লক্ষ্মণায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভদ্রসূচ্যোপদেশশ্চ )

শ্রীমহাদেব উবাচ

মার্গে ব্রজন্ দদর্শাথ শৈলশৃঙ্গমিব স্থিতম্ ।  
বৃদ্ধং জটায়ুসং রামঃ কিমেতদিত্তি বিস্মিতঃ ॥ ১ ।  
ধনুর্মানয় সৌমিত্রে রাক্ষসোহয়ং পুরঃ স্থিতঃ ।  
ইত্যাহ লক্ষ্মণং রামো হনিষ্ঠাম্যাবিশুক্কম ॥ ২  
তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং গৃধ্ররাজ্ ভয়পীড়িতঃ ।  
বধাহৌহহং ন তে রাম পিতৃস্তুহং প্রিয়ঃ সখা ॥ ৩  
জটায়ুর্নাম ভজং তে গৃধ্রোহহং প্রিয়কৃৎ তব ।

### চতুর্থ অধ্যায় ।

[ জটায়ুর সহিত শ্রীরামের সাক্ষাৎকার এবং লক্ষ্মণকে শ্রীরামের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভদ্র উপদেশ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ভদ্রনন্দন শ্রীরাম পথে বাইতে বাইতে পর্ত্ত শিখরের দ্বার অবস্থিত বৃদ্ধ জটায়ুকে দেখিলেন এবং ‘ইহা কি’ এই ভাবিয়া বিস্মিত (১) হইলেন । ১

স্মিতানন্দন লক্ষ্মণ! আমাদের সম্মুখে এই এক রাক্ষস অবস্থান করিতেছে, ধনু আনয়ন কর, আমি ঋষিভক্ক এই রাক্ষসকে বধ করিব—এই কথা লক্ষ্মণকে শ্রীরাম বলিলেন ॥ ২

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ু ভয়পীড়িত হইয়া বলিল,—রাম! আমি তোমার বধযোগ্য নহি, আমি তোমার পিতা দশরথের প্রিয় সখা । আমি জটায়ু নামে এক গৃধ্র পক্ষী তোমার প্রিয়কারী । তোমারই প্রিয় কামনা করিয়া

(১) পাশ্চাত্য বাল্মীকি রামায়ণেও ইহা দেখা যায়, কিন্তু সেস্থলে ধনু আনয়নাদি নাই এবং প্রাচ্য রামায়ণে রাক্ষসজন্মও দেখা যায় না । পাশ্চাত্যে—

অথ পঞ্চবটীং গচ্ছন্তত্তরা রঘুনন্দনঃ ।

আসসাদ-মহাকায়ং গৃধ্রং ভীমপরাক্রমম্ ।

তং দৃষ্ট্বা ভৌ মহাভাগৌ বনস্থং রাম-লক্ষ্মণৌ ।

যেনান্তে রাক্ষসং পক্ষিং ক্রবাণৌ কো ভবানিতি ॥

৩।৪।১-২

প্রাচ্যে—

পঞ্চবটীং তু গচ্ছন্তত্তরা রঘুনন্দনম্ ।

আসসাদ মহান্ গৃধ্রো জটায়ুরিতি বিস্মিতঃ ।

স রামং লক্ষ্মণা বাচা সৌম্যয়া প্রীরমানরা ।

উবাচ বৎস মাং বিদিত্ব বনস্থং পিতৃরাজনঃ ।

৩।১০।১-২

পঞ্চবটীমহং বৎস্তে তবৈব প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৪

যুগয়ায়াং কদাচিত্তু প্রয়াতে লক্ষ্মণেহপি চ ।

সীতা জনককন্যা মে রক্ষিতব্য প্রযত্নতঃ ॥ ৫

শ্রদ্ধা তদ গৃধ্রবচনং রাম সন্তোহমব্রবীৎ ॥ ৬

সাধু গৃধ্র মহারাজ তথৈব কুরু মে প্রিয়ম্ ।

অত্রৈব মে সমীপস্থা নাভিদূরে বনে বসন্ ॥ ৭

ইত্যামস্তা তমালিক্য যযৌ পঞ্চবটীং প্রভুঃ ।

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া রঘুনন্দনঃ ॥ ৮

আমি এই পঞ্চবটীতে বাস করিতেছি ॥ ৩-৪

কোন সময়ে তুমি এবং লক্ষ্মণও যুগয়া করিতে যাইলে আমি জনকনন্দিনী সীতাকে পরম যত্নের সহিত রক্ষা করিব । গৃধ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম স্নেহসহকারে তাহাকে বলিলেন ॥ ৫-৬

মহারাজ গৃধ্র! উত্তম কথা, তুমি তোমার কথানুসারেই আমার প্রিয় কার্য্য কর । (২) তুমি এখানেই বনে অনভিদূরে বাস করিতে করিতে আমার সমীপে থাক । ৭

(২) এস্থলে জটায়ুকে রাখিয়া শ্রীরাম পঞ্চবটীতে গমন করিলেন, এই কথা আছে ; কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে জটায়ুকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাম পঞ্চবটীতে গমন করিলেন, ইহাই কথিত হইয়াছে,—

“স ভজ সীতাং পরিদায় মৈথিলীং

সহৈব তৈনাভিবলেন পক্ষিণা ।

অগাম পঞ্চাবটীমশ্রমং ভতো

জটায়ুবা ভেন সমেত্য বীর্য্যবান্ ॥” ৩।২।৩৭

কথাঃ কথরভক্ত্য সহ ভ্রাতা মহাত্মনঃ ।

গৃধ্ররাজঃ সমাগম্য রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ।

মহেষাস মহাভাগ মহাবল মহাভূজ ।

আপৃচ্ছ ভাং নরশ্রেষ্ঠ গমিষ্ঠামি স্বমালয়ম্ ॥ ৩।২।৪-৫

“ভয়বাচ ভতো রামো লক্ষ্মণক খগেশ্বরম্ ।

গম্যভাং পতগশ্রেষ্ঠ পুনঃ সন্দর্শনায় নঃ ।

গৃধ্ররাজে গতে ভগ্নিন্ রাঘবঃ প্রিয়দর্শনঃ ।

পর্ণশালামুপাগম্য প্রাশিশং সহ সীতরা । ৩।২।৮-৯

এই উল্লিখিত বাল্মীকিরামায়ণের শ্লোকচতুষ্টয়ের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চবটীর আজন্ম হইতেই জটায়ু শ্রীরামের আজ্ঞা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে ।

গঙ্গা তে গৌতমীতীরং পঞ্চবট্যাং সুবিস্তরম্ ।  
 মন্দিরং কারয়ামাস লক্ষ্মণেন সুবুদ্ধিনা ॥ ৯  
 তত্র তে শ্রবসন্ সর্বং গঙ্গয়া উত্তরে তটে ।  
 কদলীপনসাত্তাদিকলবৃক্ষসমাকুলে ॥ ১০  
 বিবিস্তে জনসম্বাধবর্জিতে নীরুজস্থলে ।  
 বিনোদয়ন্ জনকজাং লক্ষ্মণেন বিপশিতা ॥ ১১  
 অধ্যবাস সুখং রামো দেবলোক ইবামরঃ ।  
 কন্দমূলফলাদীনি লক্ষ্মণোহুদ্দিনং তয়োঃ ॥ ১২  
 আনীয় প্রদদৌ রামসেবাভংগপরমানসঃ ।  
 ধনুর্বাণধরো নিত্যং রাত্রৌ জাগতি সর্বতঃ ॥ ১৩  
 স্নানং কুর্বন্তাহুদ্দিনং ত্রয়স্তে গৌতমীজলে ।  
 উভয়োর্মধ্যাগা সীতা কুরুতে চ গমাগমৌ ॥ ১৪  
 আনীয় সলিলং নিত্যং লক্ষ্মণঃ প্রীতমানসঃ ।

এই কথা বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করতঃ প্রভু রঘুনন্দন রাম সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে গমন করিলেন । ৮

তাঁহারা গৌতমী (গোদাবরী) (১) নদীর তীরে বাইরা ঈরামচল সুমতি লক্ষ্মণকে দিয়া পঞ্চবটীতে এক সুবিশাল মন্দির নির্মাণ করাইলেন । ৯

সেখানে তাঁহারা সকাল গলার উত্তর তীরে কদম্ব, পনস (কাঁঠাল) ও আত্মাদি ফলশোভিত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ, নির্জন, লোকোপশ্রবরহিত ও রোগহীন (স্বাস্থ্যকর) স্থানে মহামতি লক্ষ্মণের সহিত জনকনন্দিনী সীতার মনোরঞ্জন করিতে করিতে রাম দেবলোকে দেবতার ভাৱ সুখে বাস করিতে লাগিলেন । ঈরামের সেবার ভংগরচিত্ত লক্ষ্মণ প্রতিদিন ঈরাম ও সীতার ভোজনের জন্ত কন্দ (শাকালু প্রভৃতি), মূল (মূলকাদি) ও ফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিতেন ।

(১) গৌতমী নদী যে গোদাবরী, তাহা বাল্মীকিরামায়ণে স্পষ্টই দেখা যায়,—

“ইরমাদিত্যসঙ্কটৈঃ পশ্চৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ ।

অনুরে দৃষ্টতে রম্যা পুণ্যা গোদাবরী সরিৎ ॥ ৩.২১।১১

এই স্লোকেরই মন্দির শব্দে পরশালা বুঝিতে হইবে, তাহা যথা বাল্মীকিরামায়ণে—

পরশালাং স মতিমাংসকার বিপুলাং তদা ।

মনোজ্ঞাং রাঘবস্বার্থে প্রেক্ষণীয়াং মনোরমাম্ ॥ ৩।২১।২০

সেবতেহহরহঃ প্রীত্বা এবমাসন্ সুখং ত্রয়ঃ ॥ ১৫  
 একদা লক্ষ্মণো রামসেকান্তে সমুপস্থিতম্ ।  
 বিনয়াবনতো ভৃঙ্গা পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৬  
 ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি মোক্ষসৌকান্তিকীং গতিম্ ।  
 ত্বন্তুঃ কমলপত্রাক সঙ্ক্ৰপাদ বক্তুমর্হসি ॥ ১৭  
 জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ভক্তিবৈরাগ্যবৃহিতম্ ।  
 আচক্ষ মে রঘুশ্রেষ্ঠ বক্তা নাশ্রোহস্তি ভূতলে ॥ ১৮  
 ঈরাম উবাচ ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস গুহ্যাদ গুহ্যতমং পরম্ ।  
 যদ বিজ্ঞায় নরো জহ্মাং সতো বৈকল্লিকং ভ্রমম্ ॥ ১৯  
 আদৌ মায়াস্বরূপং তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্ ।  
 জ্ঞানশ্চ সাধনং পশ্চাজ্জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতম্ ।  
 জ্ঞেয়ঞ্চ পরমানন্দং যজ্জ্জাতীয়া মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ২০

এবং প্রত্যহ ধনু ও বাণ ধারণ করত সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরিত থাকিতেন । ১০-১৩

ইঁহারা দিনজনে প্রতিদিন গৌতমী নদীর তলে স্নান করিতেন এবং রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যভাগে থাকিয়া সীতাদেবী গমনাগমন করিতেন । ১৭

লক্ষ্মণ নিত্য আনন্দিত মনে নদীর জল আনিয়া সেবা করিতে লাগিলেন । এইরূপে তাঁহারা দিনজনেই প্রফুল্লচিত্তে সুখেই বাস করিতে লাগিলেন । ১৫

একদিন লক্ষ্মণ পরমেশ্বর রামকে নির্জন স্থানে উপবেশন করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ১৬

ভগবন্ । কমলপত্রাক রাম । আমি আপনার নিকট হইতে মোক্ষের ঐকান্তিকী গতি অর্থাৎ মোক্ষলাভের মুখ্য কারণ তনিতে ইচ্ছা করি । আপনি সংক্ষেপে উহা আমাকে বলুন । ১৭

রঘুশ্রেষ্ঠ । ভক্তি ও বৈরাগ্যের পরিবর্দ্ধক বিজ্ঞানের অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতির ( কিংবা নিদিধ্যাসনজনিত আত্মসাক্ষাৎকার) সহিত জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত মোক্ষলাভের কারণ ( কিংবা মননাদির রূপ ) আমাকে বলুন ; কারণ, আপনি ব্যতীত এ বিষয়ে বক্তা এই ভূতলে আর জন্ত কেহ নাই । ১৮

ঈরাম বলিলেন,—বৎস । শ্রবণ কর—আমি তোমাকে গুহ্য হইতেও অতিগুহ্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা বলিব, বাহা জ্ঞাত হইয়া মানুষ অলীক জাগতিক ভ্রম ত্যাগ করিতে পারিবে । ১৯

অনায়াসে শরীরাদিবাবুদ্ধি যাহা ভবেৎ ।  
 সৈব মায়া ভূয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্পাতে ॥ ২১  
 রূপে যে নিশ্চিতে পূর্ব মায়ায়াঃ কুলনন্দন ।  
 বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কল্পয়েজ্জগৎ ॥ ২২  
 লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মপৰ্য্যন্তং সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মবিভেদতঃ ।  
 অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৩  
 মায়ায়া কল্পিতং বিশ্বং পরমায়া নি কেবলে ।  
 রজ্জৌ ভূজঙ্গবদ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ॥ ২৪  
 জ্ঞায়তে দৃশ্যতে যদ যৎ স্বর্ঘ্যতে বানরৈঃ সদা ।  
 অসদেব হি তৎ সর্বং যথা স্বপ্ন-মনোরথো ॥ ২৫  
 দেহ এব হি সংসারবৃক্ষমূলং দৃঢ়ং শ্রুতম্ ।  
 তন্মূলঃ পুত্রদারাদিবন্ধঃ সোহপ্যান্যথাশ্রমঃ ॥ ২৬  
 দেহস্ত স্তূল-ভূতানাং পঞ্চ তন্মাত্রাপঞ্চকম্ ।  
 অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি তথা দশ ॥ ২৭  
 চিদাভাসো মনশ্চৈব মূলপ্রকৃতিরিব চ ।

প্রথমে আমি তোমাকে মায়া রূপ বলিব, তারপর জ্ঞান সাধন, তদনন্তর বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান এবং পরে জ্ঞেয়রূপ পরমায়া রূপে বলিব, বাহ্য জানিয়া ভর হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ২০

শরীরাদিকে অনায়া বলে, সেই শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাই মায়া। এই মায়ারই দ্বারা সংসার পরিকল্পিত হয় ॥ ২১

বংশের আনন্দবর্জন লক্ষণ। পূর্ব ইহতেই মায়ার দুইটি রূপ নিশ্চিত আছে। এক—বিক্ষেপা মায়া (শক্তি), অত্র—আবরণা মায়া। এই দুই মায়ার মধ্যে প্রথম মায়া (বিক্ষেপরূপা) মহত্ত্বাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত স্তূল ও সূক্ষ্মভেদে অগণকে সৃষ্টি করে এবং অপর মায়া (আবরণরূপা) সমুদয় জ্ঞান ও রূপকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে ॥ ২২-২৩

তখন সেই মায়াকল্পিত বিশ্ব কেবল পরমায়ার আভিভাষিতঃ (১) রজ্জুতে সর্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়; কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব বিচার করিলে পর আর কিছুই থাকে না ॥ ২৪

সমস্ত মনুজগণ সদা বাহ্য বাহ্য শ্রবণ করে, দর্শন করে বা মগ্ন করে, তৎসমস্তই যখন দৃষ্ট বস্তুরই দ্বারা মিথ্যা (অথবা যথের দ্বারা ও মনোবাসনার দ্বারা মিথ্যা) ॥ ২৫

দেহই সংসাররূপ বৃক্ষের দৃঢ় মূল বলিয়া কথিত, পুত্র-স্ত্রী প্রভৃতি যে বন্ধন, তাহাই দেহের মূল, অত্যাশ্রয় অর্থাৎ দেহ না

\* বিক্ষেপশক্তিলিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডাৎ অগৎ সূচ্যেৎ ।

অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।

এতৎ ক্ষেত্রমিতি জ্ঞেয়ং দেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৮  
 এতৈবিলক্ষণো জীবঃ পরমায়া নিরাময়ঃ ।

তত্ত্ব জীবন্ত বিজ্ঞানে সাধনাশ্রমি মে শৃণু ॥ ২৯

জীবন্ত পরমায়া চ পর্য্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ ।

মানাতাবস্তথা দেহে হিংসাদিপরিবর্জনম্ ॥ ৩০

পরাক্ষেপাদিসহনং সর্বত্রাবকতা তথা ।

মনোবাক্যায়সম্বৃত্ত্যা সদ্গুরোঃ পরিশেষণম্ ॥ ৩১

বাহ্যভ্যন্তরসংস্কৃতিঃ স্থিরতা সংক্রিয়াদিষু ।

মনোবাক্যায়দগুশ্চ বিষয়মু নিরীহতা ॥ ৩২

নিরহঙ্কারতা জন্ম-জরাভ্যালোচনং তথা ।

অসক্তিঃ স্নেহশূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিষু ॥ ৩৩

ইষ্টানিষ্টাগমে নিত্যং চিন্ত্য সমতা তথা ।

ময়ি সর্বাশ্বকে রামে ছনশ্রুবিষয়া মতিঃ ॥ ৩৪

জনসম্বাধরহিত-শুদ্ধদেশনিষেবণম্ ।

প্রাকৃতৈর্জনসঙ্গৈশ্চ ছরতিঃ সর্বদা ভবেৎ ॥ ৩৫

যাকিলে পুত্র-স্ত্রী প্রভৃতি আত্মার আর কি হইতে পারে ॥ ২৭

পক্ষীকৃত আকাশাদি পক্ষভূতকে স্থল দেহ, পক্ষ তন্মাত্র অহঙ্কার, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয়, ও মন—এই মিলিত অষ্টাদশাশ্বক ভবকে লিঙ্গ দেহ—চিন্ময় সূক্ষ্মদেহ এবং মূল প্রকৃতি ঐশ্বর দেহ; এই সবকে ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে এবং ইহারাই দেহ নামে কথিত ॥ ২৭-২৮

এইসব হইতে বিলক্ষণ ( ভিন্ন ) জীব। এই জীব সর্বোপশ্রব-মুক্ত পরমায়া। আমি সেই জীবের বিজ্ঞানবিষয়ে কিছু সাধন বলিব, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২৯

জীব ও পরমায়া—ইহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিবে না, কারণ ইহার উভয়ে মূখ্যতঃ এক। দেহে অভিমান, দত্ত, হিংসাদি মানসিক বৃত্তি সর্বদা পরিবর্তন করিবে ॥ ৩০

অপরের দ্বারা কৃত নিন্দা সহন, মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা ভক্তিসহকারে সদ্গুরুর সেবা, বাহ্য ও আন্তর শৌচ, সংকর্ষাদিতে হৈর্যা, মন, বাক্য ও দেহকে সংযত রাখা কিংবা মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা কাহাকেও আঘাত না করা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ বিষয়ে নিশ্চেষ্টে থাকি, অহঙ্কার ত্যাগ করা, জন্ম ও বার্কক্যাদি বিষয়ে আলোচনা, পুত্র, স্ত্রী, ও ধনাদিতে স্নেহ না করা এবং আসক্তি না রাখা, ইষ্ট ও অনিষ্ট আসিলে পর চিন্তে সমভাব পোষণ করা, অত্র বিষয়ে মতি না রাখিয়া একমাত্র সর্বাশ্ব রাম আমাতে মতি স্থির রাখা, জনতাশ্রুত পবিত্র স্থানে বাস করা, সদা প্রাকৃত জনসমূহের সহিত সহবাসে অনুরাগ না রাখা, সমস্ত আত্মজ্ঞানে উদ্যোগী হওয়া এবং সময়ে

(১) আতিবিপর্যায়জ্ঞানং বিধা সাপি নিগদতে ।

অতশ্চৈ তত্ত্বরূপা সা তশ্চৈ চাত্ত্বরূপিনী ।

আত্মজ্ঞানে সদোদযোগে বেদান্তার্থাবলোকনম্ ।  
 উক্তৈরেতৈর্ভবেজ্জ্ঞানং বিপরীতৈর্বিপর্যয়ঃ ॥ ৬৬  
 বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ ।  
 চিদাত্মাহং নিত্যশুদ্ধো বুদ্ধ এবৈতি নিশ্চয়ম্ ॥ ৩৭  
 যেন জ্ঞানেন সংবেত্তি ভজ্জ্ঞানং নিশ্চিতঞ্চ মে ।  
 বিজ্ঞানঞ্চ তদৈবৈতৎ সাক্ষাদমুভবেদ যথা ॥ ৩৮  
 আত্মা সর্বত্র পূর্ণঃ স্খাচ্চিদানন্দাত্মকোহব্যয়ঃ ।  
 বুদ্ধ্যাহুপাধিরহিতঃ পরিণামাদিবর্জিতঃ ॥ ৩৯  
 স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ ভাসয়ন্নপাবৃত্তঃ ।  
 এক এবাধিতীয়শ্চ সত্য-জ্ঞানাদিলক্ষণঃ ॥ ৪০  
 অসঙ্গঃ স্বপ্রভো ব্রহ্মা বিজ্ঞানেনাবগম্যতে ॥ ৪১  
 বিচার্য্যশাস্ত্রোপদেশাদৈক্যজ্ঞানং যদা ভবেৎ ।  
 আত্মনোজীবপরয়োর্মূলাবিদ্যা তদৈব হি ॥ ৪২  
 লীয়েতে কার্য্যকরণৈঃ সত্বেব পরমাত্মনি ।  
 সাহবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা হ্যপচারোহহমাত্মনি ॥ ৪৩

সময়ে বেদান্তপ্রতিপাদ ভক্তের আলোচনা—এইসব কথিত সাধন-সমূহের দ্বারা জ্ঞানলাভ হইবে, কিন্তু ইহার বিপরীত আচরণে বিপরীত ফললাভ হইবে অর্থাৎ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইরা পড়িবে । ৩১-৩৬

আত্মা বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ ও অহঙ্কার হইতে বিলক্ষণ (অতিরিক্ত) চিৎস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ এবং বুদ্ধ—এইরূপ হির বোধই জ্ঞান । ৩৭

যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে এইভাবে সম্যক্ জ্ঞাত হওরা যায়, তাহাই জ্ঞান—ইহাই আমার হির সিদ্ধান্ত । তাহাই হইল বিজ্ঞান, যখন উক্ত আত্মা সাক্ষাৎ অনুভব হইবে । ৩৮

আত্মা সর্বত্র পূর্ণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অব্যয়, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিরহিত অর্থাৎ নিরূপাদি, পরিণামাদিবর্জিত, স্বপ্রকাশের দ্বারা দেহাদির প্রকাশক, নির্লিপ্ত, এক, অধিতীয়, সত্যজ্ঞান-স্বরূপ, অসঙ্গ, স্বয়ংপ্রকাশ এবং ব্রহ্মা (সাক্ষিস্বরূপ) । বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে এইরূপে জানা যায় । আচার্য্য ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য (অভেদ) জ্ঞান লাভ হইবে, তখন মূল অবিদ্যা স্থূল ও ইন্দিরাদিরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের সহিত পরমাত্মার লীন হইরা যাইবে । এই মূল অবিদ্যালয়ের অবস্থাকেই 'মুক্তি' বলিয়া অভিহিত করা হইরাছে । নিত্যজ্ঞানরূপ আত্মার মুক্তি, ইহা উপচার-

ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন ॥ ৪৪

জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যসহিতং মে পরাজ্ঞান ।

কিস্তেতদ্ দূর্লভং মন্ত্রে মন্ত্রিত্বিমুখাত্মনাম্ ॥ ৪৫

চক্ষুশ্চামপি যথা রাত্নৌ সমাগ্ ন দৃশ্যতে ।

পদং দীপসমেতানাং দৃশ্যতে সমাগেব হি ॥ ৪৬

এবং মন্ত্রিত্বিক্তানামাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে ।

মন্ত্রক্লেঃ কারণং কিঞ্চিদ বক্ষ্যামি শৃণু তত্বতঃ ॥ ৪৭

মন্ত্রসঙ্কেদে মৎসেবা মদভক্তানাং নিরন্তরম্ ।

একাদশ্যুপবাসাদি মম পর্বাহুমোদনম্ ॥ ৪৮

মৎকথাশ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্বদা রতিঃ ।

মৎপূজাপরিনিষ্ঠা চ মম নামাহুকীর্তনম্ ॥ ৪৯

এবং সত্তত্ত্বজ্ঞানং ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

যয়ি সঞ্জায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্ট্যতে ॥ ৫০

অতো মন্ত্রিত্বিক্তশ্চ জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ ।

বৈরাগ্যঞ্চ ভবেচ্ছীত্রং ততো মুক্তিমবাপ্তুয়াৎ ॥ ৫১

বশতঃ বুঝিতে হইবে । কারণ, আত্মা বহু নন বলিয়া উহার মোক্ষই অপ্রসঙ্গ হইরা যায় । (১) রঘুনন্দন । পরমাত্মা আমার এই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত মোক্ষস্বরূপ ভোমাকে আমি বলিলাম । কিন্তু বাহারা আমার ভক্তিমুখ, তাহাদের এই মোক্ষলাভ করা দূর্লভ বলিয়াই আমি মনে করি । ৩১-৪৫  
 স্বরূপ চক্ষুশ্চামপি ব্যক্তিগণও রাত্নিতে (অন্ধকারবশতঃ) সম্যক্ (স্পষ্ট) দেখিতে পার না, কিন্তু দীপ সহযোগ হইলে পর স্পষ্ট দেখিতে পার, সেইরূপ আমার ভক্তিসহযোগে ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণ আত্মাকে সম্যক্ প্রত্যক্ষ করে । এখন আমি আমার ভক্তিলাভের প্রকৃত কিছু কারণ ভোমাকে বলিব, শ্রবণ কর । ৪৬-৪৭

আমার ভক্তগণের সঙ্গ করা, আমার সেবা করা, নিরন্তর আমার ভক্তগণের আলোচনা করা, একাদশীতে উপবাস, রামনবমী প্রভৃতি আমার পর্বদিনের অনুমোদন অর্থাৎ পর্বদিনে আমার উৎসব পালন করা, আমার কথা শ্রবণ, পাঠ ও ব্যাখ্যার

(১) বহুো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা শুনতো মে ন বস্ততঃ ।

গুণস্য মারামূলভার মে মোক্ষা ন বন্ধনম্ ।

অজ্ঞানসংজ্ঞা ভববন্ধমোক্ষো

দ্বৌ নাম নাতৌ স্ত অজ্ঞাতাবাং ।

ঐভাগবত ।

কথিতং সর্বমেতৎ তে তত্ত্বং প্রস্নাহুসারতঃ ।

অগ্নিন্ মনঃ সমাধায় যত্তিষ্ঠেৎ স তু মুক্তিভাক্ ॥ ৫২

ন বক্তব্যমিদং যদ্ব্যস্ত্যস্ত্যক্তিবিস্থায় হি ।

মন্তুস্তায় প্রদাতব্যমাহুমাপি প্রযত্নতঃ ॥ ৫৩

য ইদম্ পঠেমিত্যং শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতঃ ।

অজ্ঞানপটলধ্বাস্তং বিধুয় পরিমুচ্যতে ॥ ৫৪

সৰ্বদা অনুরাগ, আমার পূজার একান্ত নিষ্ঠা এবং আমার নাম-কীর্তন—এইভাবে বাহারা সত্ত্ব জ্ঞানের সহিত যুক্ত থাকে, তাহাদের আমাতে সৰ্বা অব্যক্তিচারিণী (অনতা) ভক্তি লাভ হয়; তাহার পর আর কি অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাহারা সব কিছুই লাভ করে। ৪৮-৫০

অতএব যে ব্যক্তি আমার ভক্তিপরায়ণ, তাহার সত্ত্ব জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ হয় এবং তাহার পর মুক্তি লাভ করে। ৫১

লক্ষণ! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি তোমাকে সব কিছুই বলিলাম; মৎকথিত এই সাধনসমূহে যে ব্যক্তি মনোনিবেশ করিয়া আমার আরাধনার নিরত থাকে, সেই ব্যক্তিই মুক্তিভাগী হয়। ৫২

যে ব্যক্তি আমার ভক্তিবিশুদ্ধ, তাহাকে কোনরূপেই শ্রীমদ্ব্যখ্যায় বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ব্যখ্যায়-রামায়ণে উমা-

ভক্তানাং মম যোগিনাং সুবিমলস্বাস্থ্যভিশাস্ত্রান্নাং  
মৎসেবাভিন্নতাশ্চান্নাঞ্চ বিমলজ্ঞানাত্মনাম্ সর্বদা ।

সঙ্গং যঃ কুরুতে সদোত্তমমতিঃ সংসেবনানন্তরী-

মৌকন্তুশ্চ করে স্থিতাহমনিশং দৃশ্যো ভবে নান্তথা ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদ্ব্যখ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃধ্যায়ঃ ॥ ৬

মৎকথিত এই সাধন বলিবে না; কিন্তু যে আমার ভক্ত, তাহাকেই যত্নের সহিত নিজের নিকট আহ্বান করিয়া আনিয়া আমার এই উপদেশ তাহাকে প্রদান করিবে। ৫৩

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে নিত্য আমার এই উপদেশ পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাশিকে বিধ্বস্ত করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। ৫৪

যে সব ব্যক্তি আমার ভক্ত, যোগযুক্ত, অভিশয় বিমলচিত্ত, শান্ত, নির্মলাভঃকরণ, আমার সেবার নিরত ও পরম জ্ঞানী, যে মানুষ সৰ্বা উত্তমযুক্ত বৃত্তিতে ও অনন্তচিত্তে সংপূর্ণবের সেবার নিরত থাকিয়া তাহাদের সঙ্গ করে, আমি তাহার দর্শনপথে অবস্থান করি এবং মোক্ষ তাহার করস্থিত বলিয়া জানিবে, কোনরূপেই ইহার অস্তথা হয় না। ৫১

মহেশ্বর সংবাদে অরণ্যকাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

## পঞ্চমোইধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীরামসমীপে শূর্ণপথায় আগমনম্, লক্ষণদ্বারা শূর্ণপথায় নাসা-কর্ণচ্ছেদনম্, খরাদি-রাক্ষসৈঃ সহ রামস্ত যুদ্ধম্, রাক্ষসবিনাশঃ, শূর্ণপথায় লঙ্কাগমনম্, রাবণসমীপে স্বস্তা ছুরবস্ত্রাবর্ণনঞ্চ

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তস্মিন্ কালে মহারণ্যে রাক্ষসী কামরূপিণী ।

বিচচার মহাসত্বা জনস্থাননিবাসিনী ॥ ১

একদা গৌতমীতরে পঞ্চবট্যাঃ সমীপতঃ ।

### পঞ্চম অধ্যায়

[ শ্রীরামসমীপে শূর্ণপথার আগমন, লক্ষণ কর্তৃক শূর্ণপথার নাসা-কর্ণচ্ছেদন, খরাদি রাক্ষসগণের সহিত রামের যুদ্ধ ও রাক্ষসবিনাশ, শূর্ণপথার লঙ্কাগমন ও রাবণের নিকট নিজের দরবস্থা বর্ণন। ]

যে সময় রাম, সীতা ও লক্ষণ পঞ্চবটীতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় জনস্থানবাসিনী যেজ্জার নানাবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ মহাপরাক্রমশালিনী এক রাক্ষসী (১) সেই মহাবনমধ্যে বিচরণ করিতেছিল। ১

পদ্মবজ্রাঙ্কুশাঙ্কানি পদানি জগতীপতে: ॥ ২

দৃষ্ট্বা কামপরীতাত্মা পদসৌন্দর্য্যমোহিতা ।

পশ্যন্তী সা শনৈরায়াদ্ রাঘবস্ত নিবেশনম্ ॥ ৩

একদিন গৌতমী নদীর তীরে পঞ্চবটীর সমীপে অগংপতি শ্রীরামচঞ্জের ধর্ম, বজ্র ও অঙ্কুশালঙ্কৃত পদচিহ্নসকল দেখিয়া কামলুপচিত্তা হইয়া মুগ্ধচিত্তে পাদসৌন্দর্য্যচিহ্ন দেখিতে দেখিতে

(১) রাক্ষসী আগমনসম্বন্ধে মহর্ষি বাজীকি—

“ভং দেশং রাক্ষসী কাচিদাঙ্গগাম যদৃচ্ছয়া ।

সাত্ত শূর্ণপথা নাম দশগ্রীবস্ত রক্ষসঃ ।

ভগিনী রামমাগম্য দদর্শ জিহ্বাপময়ম্” ১০.২০১-১২-১৩

ভজ সা তং রমানাথং সীতয়া সহ সংস্থিতম্ ।  
কন্দর্পসদৃশং রামং দৃষ্টা কামবিমোহিতা ॥ ৪  
রাক্ষসী রাঘবং প্রাহ কস্ত্বং কঃ কিমাত্মনাম্ ।  
বুজো জটাবন্ধলাভৈঃ সাধ্যং কিং তেহজ মে বদ ॥ ৫  
অহং শূর্ণপথা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।  
ভগিনী রাক্ষসেশ্বর্য্য রাঘবস্য মহাম্বনঃ ॥ ৬  
থরেণ সহিতা ভ্রাতা বসাম্যত্রৈব কাননে ।  
রাজা দত্তক মে সর্বং মুনিভক্ষা বসাম্যহম্ ॥ ৭  
হাস্ত বেদিতুমিচ্ছামি বদ মে বদতাং বর ।  
তামাহ রামনামাহমযোধ্যাধিপতেঃ সূতঃ ॥ ৮  
এষা মে সুন্দরী ভার্য্যা সীতা জনকনন্দিনী ।  
স তু ভ্রাতা কনীয়ান্ মে লক্ষণোহভীব সুন্দরঃ ॥ ৯

বীরে বীরে সেই রাক্ষসী ঈরামের ভবনে (১) আগিয়া উপস্থিত  
হইল ॥ ২-৩

এই রাক্ষসী ভাষার সীতাদেবীর সহিত অবস্থিত, কামদেবভূলা  
কমনীয়কান্তি রম্যপতি ঈরামকে দেখিয়া কামমোহিতা হইয়া  
উঠিল ॥ ৪

তখন রাক্ষসী রাঘবকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাহার পুত্র ?  
তোমার নাম কি ? কিহেতু জটাবন্ধলাদি ধারণ করিয়া আশ্রমে  
বাস করিতেছ ? এখানে তোমার কি প্রয়োজন ? আমার  
নিকট ইহা বল ॥ ৫

আমি শূর্ণপথা নামে রাক্ষসী, যেচ্ছার নানারূপ ধারণ  
করিতে পারি এবং রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাঘবের আমি  
ভগিনী ॥ ৬

ভ্রাতা থরের সহিত আমি এই বনে বাস করি । রাজা  
রাঘব আমাকে এই সম্পূর্ণ বন দান করিয়াছেন । আমি

(১) ঈরামের নিকট শূর্ণপথা উপস্থিত হইলে উত্তরের  
বর্ণনার মহর্ষি বাল্মীকি,—

“ভং দৃষ্টা দেবসঙ্কশং রাক্ষসী মদনার্জিতা ।  
প্রকৃত্য চৈব ধ্বংসী হংসীলা হংসচারিণী ।  
দৃষ্টলীনা দুরাসেবা কেবলং স্ত্রী তু সা শূভা ।  
সুযুগং ধর্ম্মধী রামং ব্রতপার্ব্বং মহোদরী ।  
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং ভাস্করজলা ।  
অভিরূপং বিরূপা সা সুবরং ভৈরববন্য ।  
ভরুণং দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণং বামভাবিনী ।  
ভং ভারতং ধ্বংসং প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা ॥ ০ ২০।১৪-১৭

কিং কৃত্যং তে ময়া ক্রুহি কার্ধ্যং ভুবনসুন্দরি ।  
ইতি রাম বচঃ শ্রুত্বা কামার্ত্তা সাহস্রবীদিদম্ ॥ ১০  
এহি রাম ময়া সার্থং রমস্ব গিরিকাননে ।  
কামার্ত্তাহং ন শঙ্কামি ত্যক্তুং হ্যং কমলেক্ষণম্ ॥ ১১  
রামঃ সীতাং কটাক্ষেণ পশ্যন্ সম্ভিতমস্ত্রবীং ।  
ভার্য্যা মমৈষা কল্যাণী বিদ্যাতে ছনপায়িনী ॥ ১২  
হস্ত সাপদ্ব্যহঃখেন কথং স্থাস্তসি সুন্দরি ।  
বহিরাস্তে মম ভ্রাতা লক্ষণোহভীব সুন্দরঃ ॥ ১৩  
তবাহুরূপো ভবিতা পতিস্তেনৈব সঞ্চর ।  
ইতু্যক্তা লক্ষণং প্রাহ পতির্মৈ ভব সুন্দর ॥ ১৪  
ভ্রাতুরাজ্যং পুরকৃত্য সঙ্গচ্ছাবোহস্ত মা চিরম্ ।  
ইত্যাহ রাক্ষসী ঘোরা লক্ষণং কামমোহিতা ॥ ১৫

এখানে মুনিগণকে ভক্ষণ করি ও বাস করি ॥ ৭

বাগ্মিপ্রবর । আমি তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা  
আমাকে বল । তখন রাম সেই রাক্ষসীকে বলিলেন,—আমি  
অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র, আমার নাম—রাম ॥ ৮

এই সুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা এবং এই  
অভিশয় সুন্দর পুরুষ লক্ষণ, সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥ ৯

ভুবনসুন্দরি । আমাকে তোমার কোন্ কার্য্য সাধন  
করিতে হইবে, তাহা বল । রামের এই কথা শ্রবণ করত  
কামার্ত্তা হইয়া সেই রাক্ষসী ইহা বলিল ॥ ১০

রাম । তুমি আমার সহিত আগমন কর এবং এই গিরি-  
কাননে আমার সহিত রমণ কর । আমি অত্যন্ত কামপীড়িতা  
হইরাছি । কমললোচন । অন্তএব আমি তোমাকে কোন  
রূপেই ত্যাগ করিতে পারিব না ॥ ১১

তখন রাম কটাক্ষপাতে সীতাকে দেখিতে দেখিতে ইয়া  
হাস্তবদনে রাক্ষসীকে বলিলেন,—সুন্দরি । আমার এই কল্যাণ  
করী ভার্য্যা সীতা রহিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করা আমার চিত্ত  
নহে ; তুমি আমাকে পতি করিয়া কেন সারা জীবন সপত্নীকৃত  
জনিত জ্বালায় হঃখভোগ করিতে বাইবে । বরং বাহিরে আমার  
ভ্রাতা লক্ষণ রহিয়াছে, সে অভিশয় সুন্দর এবং তোমার বোধ্য  
পতি হইবে, এতএব তাহাকেই পতি করিয়া তুমি এই বনে বিচরণ  
কর । ঈরাম এই কথা বলিলে পর সেই রাক্ষসী লক্ষণকে  
বলিল—হে সুন্দর । তুমি আমার পতি হও ॥ ১২-১৪

তোমার ভ্রাতার আজ্ঞা মানিয়া আজ আমরা উভয়ে পতি-  
পত্নীরূপে মিলিত হইব, বিলম্ব করিও না । সেই ভয়ঙ্করী  
রাক্ষসী কামমোহিতা হইয়া লক্ষণকে এই কথা বলিল ॥ ১৫

তামাহ লক্ষণঃ সাক্ষি দাসোহহং তস্য বীমতঃ ।  
 দাসী ভবিষ্যসি বৃদ্ধ ততো হুঃখতরং হু কিম্ ॥ ১৬  
 তমেব গচ্ছ তত্রং তে স তু রাজাহখিলেশ্বরঃ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা পুনরপ্যাগাদ্ রাঘবং হৃষ্টমানসা ॥ ১৭  
 ক্রোধাদ্ রাম কিমর্থ মাং ভ্রাময়ন্তনবস্থিতঃ ।  
 ইদানীমেব তাং সীতা ভক্ষয়ামি তবাশ্রিতঃ ॥ ১৮  
 ইত্যুক্ত্বা বিকটাকারা জানকীমমুখাবতী ।  
 ততো রামাক্ষয়া খড়্গমাদায় পরিগৃহ্য তাম্ ॥ ১৯  
 চিচ্ছেদ নাসাং কর্ণে চ লক্ষণো লঘুবিক্রমঃ ।  
 ততো যোরধ্বনিং কৃতা রুধিরাক্তবপুর্জতম্ ॥ ২০  
 ক্রন্দমানা পণাতাশ্চৈ খরস্ত পুরুষাক্ষরা ।  
 কিমেতদিতি তামাহ খরঃ খরভরাক্ষরঃ ॥ ২১  
 কেতনৈবং কারিতাহসি হং যুভ্যোর্বক্তা হুবন্তিনা ।

তখন লক্ষণ সেই রাক্ষসীকে বলিলেন,—সাক্ষি! আমি সেই ভটিমান্ ঈরামের দাস, সুতরাং আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিলে তোমাকে দাসী হইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা অধিক হুঃখের আর কি হইতে পারে? ১৬

অতএব তুমি সেই রামেরই নিকট গমন কর, কারণ, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর রাজা রামচন্দ্র, ইহাতে তোমার পরম কল্যাণই হইবে। লক্ষণের এই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসী হৃষ্টমনে পুনরায় রামের নিকট আসিল ॥ ১৭

তারপর ক্রোধবশতঃ রামকে বলিল—রাম! তুভি অব্যব-  
 হিতচিত্ত হইয়া কেন আমাকে দুরাইতেছ? আমি এখনই তোমার সম্মুখে এই সীতাকে ভক্ষণ করিব ॥ ১৮

এই কথা বলিয়া সেই রাক্ষসী বিকটাকার ধারণ করত সীতার দিকে ধাবিত হইল। তখন ক্রুত পরাক্রমশালী লক্ষণ রামের আজ্ঞানুসারে খড়্গ গ্রহণ করিয়া রাক্ষসীকে সবলে ধারণ করত তাহার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন করিলেন। (১) তখন সেই কর্ণভাষিণী রাক্ষসী রক্তাভবেহে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে খরের সম্মুখে বাইয়া পতিত হইল। অতি

(১) নাসা-কর্ণচ্ছেদনবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে—

“ইত্যুক্তো লক্ষণঃ ক্রুদ্ধস্ত রামস্ত পততঃ ।

খড়্গেন তস্তাচ্চিচ্ছেদ কর্ণ-নাসাং নিগৃহ্য তাম্ ॥”

৩১৪৪২২

বদ মে তং বধিষ্ঠামি কালকল্পমপি ক্ষণাৎ ॥ ২২  
 তমাহ রাক্ষসী রামঃ সীতালক্ষণসংযুতঃ ।  
 দণ্ডকং নির্ভয়ং কুর্বায়াস্তে গোদাবরীতটে ॥ ২৩  
 মামেবং কৃতবাস্তস্ত জ্ঞাতা তেনৈব চোদিতঃ ।  
 যদি হং কুলজাতোহসি বীরোহসি জহি তৌ রিপু ॥ ২৪  
 তয়োস্ত রুধিরং পাস্যে ভক্ষয়ে তৌ স্মৃদ্যমৌ । ।  
 নো চেৎ প্রাণান্ পরিভ্যজ্য যাস্তামি যমসাদনম্ ॥ ২৫  
 তচ্ছ্রুত্বা হরিতং প্রাগাৎ খরঃ ক্রোধেন মুচ্ছিতঃ ।  
 চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ ॥ ২৬  
 চোদয়ামাস রামস্ত সমীপং বধকাঙক্ষ্য ।  
 খরশ্চ ত্রিশিরাশ্চৈব দুষণশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥ ২৭  
 সর্বৈ রামং যয়ুঃ শীঘ্রং নানাপ্রহরণোদতাঃ ।  
 ক্ষুধা কোলাহলং তেষাং রামঃ সৌমিত্রিমত্ৰবীৎ ॥ ২৮

ভয়ঙ্করবরে গর্জনকারী খর সেই রাক্ষসীকে বলিল—  
 এ-কি? ১৯-২১

কোন ব্যক্তিঃস্তুত্বের মুখে পতিত হইবার ভয় তোমাকে এক্ষণ বিকটাকার করিয়া দিরাছে? তুমি তাহার নাম বল, সে যদি কালসদৃশও হয়, তাহা হইলেও ক্ষণকালের মধ্যে আমি তাহাকে বধ করিব ॥ ২২

তখন রাক্ষসী শূর্ণপথা খরকে বলিল—সীতা ও লক্ষণের সহিত রাম গোদাবরী নদীর তীরে দণ্ডকারণ্যকে রাক্ষস-ভর মুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছে ॥ ২৩

তাহার জ্ঞাতা লক্ষণ তাহারই প্রেরণায় আমাকে এইরূপ করিরাছে। যদি তুমি রাক্ষসকূলে জন্মিয়া থাক এবং বীর হও, তাহা হইলে এই দুই রাক্ষসদ্বয়কে বধ কর ॥ ২৪

আমি তাহাদের দুইজনের রক্ত পান করিব এবং সেই দুই অভ্যন্ত অহঙ্কারীকে ভক্ষণ করিব। আর যদি তুমি বধ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন করিব ॥ ২৫

এই কথা শুনিয়া খর ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া ক্রুত গমন করিল এবং ভয়ঙ্কর চৌদ্ধ হাজার রাক্ষসকে রামের বধের আশায় রামসমীপে প্রেরণ করিল। খর, ত্রিশিরাঃ ও দুষণ—এই তিন রাক্ষস সকলেই নানা অস্ত্রসমূহ উত্তোলিত করিয়া শীঘ্র রামের নিকট গমন করিল। তাহাদের সেই কোলাহল শ্রুতি শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষণকে বলিলেন ॥ ২৬-২৮



প্রায়তে বিপুলঃ শব্দে নুনমায়ান্তি রাক্ষসাঃ ।  
 ভবিষ্যতি মহৎ বৃদ্ধং নুনমন্ত ময়া সহ ॥ ২৯  
 সীতাং নীড়া গুহাং গতা তত্র তিষ্ঠ মহাবল ।  
 হস্তমিচ্ছাম্যহং সর্বান্ রাক্ষসান্ ঘোররূপিণঃ ॥ ৩০  
 অত্র কিঞ্চিন্ন বক্তব্যং শাপিতোহসি মমোপরি ।  
 তথেষতি সীতামাদায় লক্ষ্মণো গহ্বরং যযৌ ॥ ৩১  
 রামঃ পরিকরং বদ্ধ্বা ধনুর্নাদায় নিষ্ঠুরম্ ।  
 তুণীরাবক্ষ্যশরৌ বদ্ধ্বা যজ্ঞোহভবৎ প্রভুঃ ॥ ৩২  
 তত্র আগত্য রক্ষাংসি রামস্যোপরি চিহ্নিনুঃ ।  
 আবুধানি বিচিত্রাণি পাষণান্ পাদপানপি ॥ ৩৩  
 তানি চিচ্ছেদ রামোহপি লীলয়া ভিলশঃ ক্রণাৎ ।  
 ততো বাণসহশ্রেন হত্বা তান্ সর্বরাক্ষসান্ ॥ ৩৪

লক্ষ্মণ । প্রত্যু কোলাহল তনা বাইভেছে, নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ আসিতেছে; সুতরাং আমার সহিত অবশ্যই তাহাদের মহাযুদ্ধ হইবে ॥ ২৯

মহাবল । তুমি সীতাকে নিয়া গুহার গিয়া তথায় অবস্থান কর । (১) আমি ভরুকের রূপধারী সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩০

এবিষয়ে আমার উপরে তুমি কোনও কিছু বলিও না, আমার দিবা রহিল । 'তাহাই হউক' বলিয়া লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া গুহার অভ্যন্তরে গমন করিলেন ॥ ৩১

অত্ৰদিকে প্রভু রাম বৃদ্ধপরিকর হইয়া কঠোর ধনু গ্রহণ করত অক্ষর বাণ ও তুণীরঘর বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্ত সচেষ্ট হইলেন ॥ ৩২

তারপর তথায় রাক্ষসগণ আসিয়া রামের উপরে বিচিত্র অস্ত্র, প্রস্তর ও বৃক্ষসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৩

রামচন্দ্রও ক্ষণকালের মধ্যেই সেই সমস্ত অস্ত্র ভিল ভিল করিয়া ছেদন করিলেন । তারপর সহস্র বাণের দ্বারা সেই সব রাক্ষসগণকে বধ করিয়া রঘুভ্রম রাম অর্দ্ধ প্রহরকালের মধ্যে রাক্ষস খর, ত্রিশিরা ও দুষণকে এবং অত্র সব রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

(১) রাক্ষসগণকে আসিতে দেখিয়া মহর্ষি বায়্যাকি বাহা বলিয়াছেন,—

“তান্ দৃষ্ট্বা রাবণঃ কুরান্ রাক্ষসাংস্তাক রাক্ষসীম্ ।

অত্রবীদ্ ভাতরং রামো লক্ষ্মণং দৌণ্ডতেজসম্ ।

মূহুর্ভুং ভব সৌমিত্রে বৈদেহ্যঃ প্রত্যনন্তরঃ ।

বাবরিস্থি রক্ষাংসি ঘোরাণীমানি সংযুগে ॥”

৩২৬১৩৪

খরং ত্রিশিরসৈকেব দুষণকৈব রাক্ষসম্ ।  
 জঘান প্রহরার্ধেন সর্বানৈব রঘুভ্রমঃ ॥ ৩৫  
 লক্ষ্মণোহপি গুহামধ্যাং সীতামাদায় রাঘবে ।  
 সমর্য্য রাক্ষসান্ দৃষ্ট্বা হতান্ বিস্ময়মায়যৌ ॥ ৩৬  
 সীতা রামং সমালিঙ্গ্য প্রসন্নমুখপঙ্কজা ।  
 শত্রুত্রণানি চাক্ষেযু মমার্জ জনকাশ্রুজা ॥ ৩৭  
 সাহপি হত্বাব দৃষ্ট্বা তান্ হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।  
 লঙ্কাং গতা সভামধ্যে ক্রোশন্তী পাদসন্নিধৌ ॥ ৩৮  
 রাবণস্ত পপাভোর্য্যাং ভগিনী তস্ত রক্ষসঃ ।  
 দৃষ্ট্বা তাং রাবণঃ প্রাহ ভগিনীং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৩৯  
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসে ত্বং বিরূপকরণং ভব ।  
 কৃতং শত্রুণ বা ভক্ত্রে যমেন বরুণেন বা ।  
 কুবেরেণাথ বা ক্রুহি ভাস্মীকুর্য্যাং ক্ষণেন ভম ॥ ৪০

তদনন্তর লক্ষ্মণও গুহামধ্য হইতে সীতাকে লইয়া রাঘবের নিকট সমর্পণ করত সমস্ত রাক্ষসগণকে নিহত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৩৬

তখন জনকনন্দিনী সীতা বিকসিতপদ্মদৃশ প্রসন্নবদনে রামকে আলিঙ্গন করত তাঁহার অঙ্গসমূহে অত্নকৃতভাবে হস্তমার্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

অত্ৰদিকে রাক্ষসী শূর্ণপথা রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণকে নিহত দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল এবং লঙ্কায় গিয়া রাক্ষস রাবণের সেই ভগিনী রাবণের পাদসন্নিধৌ, (২) সভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে

(২) লঙ্কায় শূর্ণপথা উপস্থিত হইলে মহর্ষি বায়্যাকি রাবণের বর্ণনা বহু শ্লোকের দ্বারা করিয়াছেন । তাঁহার বর্ণনামূলক শ্লোকসমূহের মধ্যে কয়েকটি শ্লোক এখানে পরম উপযোগী বিবেচনায় উল্লিখিত হইল,—

“আজগাম সমুদ্রিগা লঙ্কাং রাবণপালিতাম্ ।

সা দদর্শ বিমানাগ্রে রাবণং লোকরাবণম্ ।

সহোপবিষ্টং সচিবৈর্মরুদভিরিব বাসবম্ ।

আসীনং সূর্যাসঙ্কাশে কাকনে পরমাসনে ।

রুদ্রবেদীগতং দেবং জলভমিব পাবকম্ ।

দশান্তং বিংশতিভুজং দর্শনীন্নপরিচ্ছদম্ ।

ভাস্মাকং বিপুলোরুহং রাজলক্ষণলক্ষিতম্ ।

সিদ্ধকীমুদসদৃশং ভগ্নকাকনভূষণম্ ।

সুভূজং শেখরবদনং মহান্তং পর্বতোপমম্ ।

দেবদানববক্ষাণামৃষীণাঞ্চ মহাশ্রুতাম্ ।

অজেন্নং সমরে শূরং ব্যাভাননমিবাতকম্ ।

দেবানুরবিমর্দেযু বজ্রাশনিকৃতভ্রমম্ ।

৩১৩৬১৩

রাক্ষসী শুম্বাচেদং স্বং প্রমত্তো বিমূঢ়ধীঃ ।  
 পানাসক্তঃ স্ত্রীবিভ্রিতঃ যশঃ সর্বত্র লক্ষ্যসে ॥৪১  
 চারচক্ষুর্বিহীনস্বং কথং রাজা ভবিষ্যসি ।  
 খরশ্চ নিহতঃ সন্তুখ্যে দুষণস্তিশিরাস্তথা ॥ ৪২  
 চতুর্দশহস্ত্রাণি রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্ ।  
 নিহতানি ক্ষণেনৈব রামেণানুরশক্রণা ॥ ৪৩  
 জনস্থানমশেষেণ মুনীনাং নির্ভয়ং কৃতম্ ।  
 ন জানাসি বিমূঢ়মত এব ময়োচ্যতে ॥৪৪

রাবণ উবাচ ।

কো বা রামঃ কিমর্থং বা কথং তেনানুরা হতাঃ ।  
 সম্যক্ কথয় মে তেষাং মূলঘাতং করোম্যহম্ ॥ ৪৫

শূর্ণগধোবাচ ।

জনস্থানাদহং যাতা কদাচিদ্ গোভমীতটে ।  
 তত্র পঞ্চবটী নাম পুরা মুনিজনাত্ময়া ॥ ৪৬

কাদিতে কাদিতে ভূতলে পতিত হইল। রাবণ সেই ভগিনী  
 শূর্ণগধাকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া বলিল । ৩৮-৩৯

বৎসে তুমি উঠ উঠ ; ভয়ে । ইন্দ্র, যম, বরুণ, বা কুবের কে  
 তোমাকে এইভাবে বিরূপ করিয়াছে বল। আমি তাহাকে  
 কণকালের মধ্যে ভস্মীভূত করিব । ৪০

তখন রাক্ষসী শূর্ণগধা সেই রাবণকে বলিল—তুমি প্রমত্ত,  
 মূঢ়বুদ্ধি, পানাসক্ত ও জ্ঞেয় ; তুমি সর্বত্র যশস্বৎ (বাঁড়ের তার)  
 পরিলক্ষিত হইতেছ । ৪১

তুমি চরকুপ চক্ষুশূন্য, (সেইজন্য কোথায় কি হইতেছে, তাহা  
 জানিতে পারিতেছ না), অতএব তুমি রাজা কিভাবে হইবে  
 অর্থাৎ রাজ্যরক্ষা কিরূপে করিবে? আজ যুদ্ধে খর, দুষণ ও  
 জিশির নিহত হইয়াছে । ৪২

চৌদ হাজার বিশালদেহ রাক্ষসকে অনুর-শক্র রাম কণ-  
 কালের মধ্যেই বধ করিয়াছে । ৪৩

এই সব রাক্ষসগণকে বধ করিয়া রাম সম্পূর্ণ জনস্থানকে  
 মুনিদিগের পক্ষে ভয়মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তুমি এ সব কিছুই  
 জান না, সেইজন্য আমি তোমাকে বিমূঢ় বলিতেছি । ৪৪

রাবণ বলিল,—রাম কে? কি জন্য কিরূপেই বা রাক্ষসগণকে  
 সে বধ করিয়াছে? তুমি ইহা সবিস্তরে বল, আমি তাহাকে  
 সমূলে বিনষ্ট করিব । ৪৫

তত্রাশ্রমে ময়া দৃষ্টো রামো রাজীবলোচনঃ ।  
 ধনুর্বাণধরঃ স্ত্রীমান্ জটাবন্ধলনহিতঃ ॥ ৪৭  
 কনীয়ানহুজস্তশ্চ লক্ষ্মণোহপি তথাবিধঃ ।  
 তথাভার্য্যা বিশালাক্ষী রূপিণী ত্রীনিবাপরা ॥৪৮  
 দেবগন্ধর্বনাগানাং মনুষ্যাণাং তথাবিধা ।  
 ন দৃষ্টা ন শ্রুতা রাজন্ ত্রোত্তমস্তী বনং শুভা ॥ ৪৯  
 আনেতুমহমুদযুক্তা তং ভার্য্যার্থং তবানঘ ।  
 লক্ষ্মণো নাম তদ্ ভ্রাতা চিচ্ছেদ মম নাসিকাম্ ॥ ৫০  
 কর্ণৌ চ চোদিতস্তেন রামেণ স মহাবলঃ ।  
 ততোহহমতিদুঃখেন রুদন্তী খরমম্বগাম্ ॥ ৫১  
 সোহপি রামঃ সমাসাদ্য যোদ্ধুং রাক্ষসযুগলৈঃ ।  
 ততঃ ক্ষণেন রামেণ তেনৈব বলশালিনা ॥ ৫২  
 সর্বৈ তেন বিনষ্টা বৈ রাক্ষসা ভৌমবিক্রমাঃ ।  
 যদি রামো মনঃ কুর্ঘ্যাৎ ত্রৈলোক্য' নিমিষার্থতঃ ॥৫৩

শূর্ণগধা বলিল,—আমি কোনও এক সময়ে জনস্থান হইতে  
 গোভমী নদীর তীরে বাইতেছিলাম, খবার পূর্বে মুনিগণের  
 আশ্রয়রূপ পঞ্চবটী নামে এক বন আছে । ৪৬

সেইস্থানে আশ্রমে কমললোচন, ধনুর্বাণধারী, জটাবন্ধল-  
 নহিত ও পরম সৌন্দর্য্যশালী রামকে আমি দর্শন করি । ৪৭

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামেই তার দর্শনীর। তাহার  
 ভার্য্যা বিশাললোচনা সৌভাগ্যবতী লক্ষ্মীদেবীর সদৃশ রূপবতী । ৪৮

রাজন্! দেব, নাগ ও মনুষ্যগণের মধ্যে সেইরূপ পরমা  
 সুন্দরী রমণী কখনও দেখিনাই এবং সেক্ষণ রমণীর কথা শুনিও  
 নাই। সেই কল্যাণময়ী রমণী বনকে আলোকিতা করিয়া  
 অবস্থান করিতেছে । ৪৯

নিষ্পাপ রাজন্! আমি সেই রমণীকে তোমার ভার্য্যার  
 জন্য জানিতে উদ্ভূত হই, কিন্তু লক্ষ্মণ নামে সেই রামের ভ্রাতা  
 মহাবল রামের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার নাসিকা ও কর্ণধর  
 ছেদন করিয়া দিয়াছে। ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখে কাদিতে  
 কাদিতে খরের নিকটে গমন করি । ৫০-৫১

রাক্ষসযুগপতিগণের সহিত সেই খরও রামের নিকট বাইরা  
 যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তদনন্তর বলশালী রাম কণকালের মধ্যেই  
 সেই সব ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়াছে।  
 এই রাম যদি মনে করে, প্রভো! আমার বোধ হয়, সে অর্দ্ধ  
 নিমিষের মধ্যেই ত্রিভুবনকে ভস্মীভূত করিতে পারে, ইহাতে

ভয়ীকুৰ্খ্যাম সন্দেহ ইতি ভাতি মম প্রভো ।  
 যদি সা তব ভাৰ্য্যা স্তাৎ সকলং তব জীবিতম ॥ ৫৪  
 অতো যত্নশ্চ রাজেন্দ্র যথা তে বল্লভা ভবেৎ ।  
 সীতা রাজীবপদ্মাক্ষী সৰ্বলোকৈকমুন্দরী ॥ ৫৫  
 সাক্ষাদ্ রামস্ত পুরতঃ স্তাতুং ত্বং ন ক্ষমঃ প্রভো ।  
 মায়ায়া মোহয়িত্বা তু প্রাপ্ত্বাসে তাং রঘুসুতম ॥ ৫৬  
 ঋত্বা তৎ সূক্তবাক্যৈশ্চ ধনমানাদিভিস্তথা ।  
 আশ্বাস্ত ভগিনীং রাজা প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্ ।  
 তত্র চিন্তাপরো ভূত্বা নিদ্রাং রাজৌ ন লঙ্ঘন ॥ ৫৭  
 একেন রামেণ কথং মনুষ্য-  
 মাত্রেণ নষ্টঃ সৰলঃ খরো মে :  
 ভ্রাতা কথং মে বলবীৰ্য্যদৰ্প-  
 যুতো বিনষ্টো বভূব রাঘবেণ ॥ ৫৮

কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রমণী যদি তোমার ভাৰ্য্যা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সকল হইয়া যাইবে। ৫২-৫৪

রাজেন্দ্র। অতএব তুমি চেষ্টা কর, বাহাতে সে তোমার প্রিয়া হয়; কারণ, কমলপত্র-সদৃশ আরভলোচনা এই সীতা সমস্ত লোকসমূহের মধ্যে একমাত্র সুন্দরী রমণী। ৫৫

প্রভো। তুমি সাক্ষাৎ রামের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না, তাহাকে মারাম মোহিত করিতে পারিলে কিন্তু রঘুকুলের শ্রেষ্ঠ রমণী সেই সীতাকে তুমি লাভ করিতে পারিবে। ৫৬

রাজা রাবণ সেই কথা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্য, ধন ও মানাদির দ্বারা ভগিনী সুপ্নপথকে আশ্রিত করিয়া নিজ গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু ভবার চিন্তায়িত হইয়া রাজিতে নিদ্রা যাইতে পারিল না। ৫৭

রঘুবংশজাত রাম একাকী সামান্ত মানুষ হইয়া কিরূপে আমার ভ্রাতা বীৰ্য্যদৃষ্ট খরকে সসৈন্তে বিনষ্ট করিল?

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

যদ্ বা ন রামো মনুষ্যং পরেশো  
 মাং হস্তকামঃ সৰলং বলৌঘৈঃ ।  
 সম্প্রার্থিতোহয়ং ক্রোধিণেন পূৰ্বং  
 মনুষ্যরূপোহদ্য রঘোঃ কুলেহভূৎ ॥ ৫৯  
 বধ্যো যদি স্তাং পরমাত্মনাহং  
 বৈকুণ্ঠরাজ্যং পরিপালয়েহহম্ ।  
 নো চেদিদং রাক্ষসরাজ্যমেব  
 ভোক্ষ্যে চিরং রামমতো ব্রজামি ॥ ৬০  
 ইথং বিচিন্ত্যাখিলরাক্ষসেস্ত্রো  
 রামং বিদিত্বা পরমেশ্বরং হরিশ্চ  
 বিরোধবুদ্ধ্যেব হরিশ্চ প্রয়ামি  
 ক্রতং ন ভক্ত্যা ভগবান্ প্রসীদেৎ ॥ ৬১  
 ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে  
 অরণ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

আশ্চর্য্য। ৫৮

কিংবা এই রাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গবাহিনীর সহিত সসৈন্ত আমাকে বিনাশ করিবার জন্য পূর্বের ব্রজা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পরমেশ্বর এখন মনুষ্যরূপ ধারণ করত রঘুবংশে অবতীর্ণ হইরাছেন। ৫৯

পরমাত্মা রাম যদি আমাকে বধ করেন, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠরাজ্য পালন করিব অর্থাৎ সাম্রাজ্য মুক্তি লাভ করিব। তাহা না হইলে আমি চিরকাল এই রাক্ষসরাজ্য ভোগ করিব, অতএব শক্রভাবেই রামের নিকট আমি গমন করি। ৬০

এইভাবে সবিবেচন চিন্তা করিয়া সমস্ত রাক্ষসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাবণ রামকে পরমেশ্বর জীহরি বলিয়া জানিয়া ভাবিল— আমি বিরোধ বুদ্ধিতেই হরির নিকট যাইব, কারণ, ভগবান্ ভক্তির দ্বারা ক্রত প্রসন্ন হন না। ৬১

## ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

[ মারীচশ্চ সমীপে রাবণশ্চ গমনম্, তত মারীচেন সহালাপঃ, মারীচশ্চ মায়াযুগমুত্তিধারণঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিচিষ্টোবাং নিশায়াং স প্রভাতে রথমাস্থিতঃ ।  
রাবণো মনসা কার্য্যমেকং নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্ ॥ ১  
যযৌ মারীচসদনং পরং পারমুদযুতঃ ।  
মারীচস্তত্র মুনিবজ্জটাবঙ্লধারকঃ ॥ ২  
ধ্যায়ন্ হৃদি পরাত্মানং নিষ্ঠুৰ্ণং গুণভাসকম্ ।  
সমাধিবিরমেহপশ্যদ্ রাবণং গৃহমাগতম্ ॥ ৩  
ক্রতমুখায় চালিক্য পুঞ্জয়িত্বা যথাবিধি ।  
কৃতান্তিধ্যং সুখাসীনং মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪  
সমাগমনমেতৎ তে রথেনৈকেন রাবণ ।  
চিন্তাপর ইবাভাসি হৃদি কার্য্যং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৫  
ক্রহি মে ন হি গোপ্যক্ষেণ করবাণি তব প্রিয়ম্ ।  
ত্বায়াং চেদ ক্রহি রাজেন্দ্র বৃজিনং মাং স্পৃশেন্ন হি ॥ ৬

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মারীচের নিকট রাবণের গমন, তথায় মারীচের সহিত  
আলাপ এবং মারীচের মায়াযুগ মুত্তিধারণ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । রাক্ষসরাজ বুদ্ধিমান্ রাবণ  
রাত্রিকালে এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে এক কার্য্য স্থির  
করত প্রভাতকালে রথে আরোহণ করিল ॥ ১

ভারপর সাগরের পরপারে স্থিত মারীচভবনে রাবণ গমন  
করিল । তথায় জটী ও বঙ্লধারী মারীচ মুনির তায় নিষ্ঠুৰ্ণ  
গুণভাসক পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে সমাধি-  
মগ্ন ছিল । সমাধি ভঙ্গ হইলে মারীচ রাবণকে গৃহে উপস্থিত  
দর্শন করিল ॥ ২-৩

তখন মারীচ সত্বর উখিত হইয়া আলিঙ্গন করত যথাবিধি  
পূজা করিয়া রাবণের অভিধি সংকার করিল এবং সুখে আসনে  
উপবেশন করিলে মারীচ রাবণকে এই কথা বলিল ॥ ৪

রাবণ । তুমি একমাত্র রথে করিয়াই আগমন করিয়াছ  
এবং হৃদয়ে কোনও কার্য্য চিন্তা করিতে থাকিলে তুমি চিন্তাবিত  
বলিয়া আমার বোধ হইতেছে ॥ ৫

যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে আমার নিকট বল ।  
রাজেন্দ্র । যদি তোমার কার্য্য করিলে আমাকে পাপস্পর্শ না

রাবণ উবাচ

অস্তি রাজা দশরথঃ সাকেষাধিপতিঃ কিল ।

রামনামা শ্রুতন্তশ্চ জ্যেষ্ঠঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৭

বিবাসয়ামাস শ্রুতং বনং বনজনপ্রিয়ম্ ।

ভার্য্যা সহিতং ভ্রাতা লক্ষ্মণেন সমস্থিতম্ ॥ ৮

স আস্তে বিপিনে ঘোরে পঞ্চবট্যাশ্রমে শুভে ।

তশ্চ ভার্য্যা বিশালাক্ষী সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৯

রামো নিরপরাধাশ্চৈব রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্ ।

থরঞ্চ হত্বা বিপিনে স্মৃগমাশ্চে বিনির্ভয়ঃ ॥ ১০

ভগিন্যা মে শূৰ্পণখ্যা নির্দোষায়াশ্চ নাসিকাম্ ।

কর্ণো চিচ্ছেদ দুষ্টাত্মা বনে তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥ ১১

অভয়য়া সহায়েন গত্বা তৎপ্রাণবল্লভাম্ ।

আনয়িষ্যামি বিপিনে রহিতে রাঘবেণ তাম্ ॥ ১২

তন্ত মায়াযুগো ভূত্বা ত্বাশ্রমাদপনেষ্যমি ।

রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চৈব তদা সীতাং হরাম্যহম্ ॥ ১৩

করে এবং তোমার কার্য্য যদি ভারসম্পন্ন হয়, তবে আমি তোমার  
প্রিয় কার্য্য করিব ॥ ৬

রাবণ বলিল,—অযোধ্যাপতি দশরথ নামে এক রাজা  
ছিলেন । তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সত্যপরাক্রমশালী রাম ॥ ৭

বনবাসী মুনিগণের প্রিয় সেই পুত্র রামকে ভার্য্যা সীতা  
ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনে নির্বাসিত করিয়াছেন ॥ ৮

সেই রাম এখন ঘোর বনে স্থিত পঞ্চবটীর সৌন্দর্য্যমগ্ন  
আশ্রমে বাস করিতেছেন । তাঁহার বিশাললোচনা ভার্য্যা সীতা  
ভূবনমোহিনী সুন্দরী ॥ ৯

তাঁহার কোনও অপরাধ না করিলেও রাম আমার অনুচর  
ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণকে এবং থরকে বধ করিয়া সেই  
কাননে নির্ভয় হইয়া সুখের সহিত বাস করিতেছেন ॥ ১০

আমার ভগিনী শূৰ্পণখা তাঁহার কোনও দোষই করে নাই,  
তথাপি এই দুষ্টাত্মা রাম তাহার নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছেদন  
করাইয়া দিয়াছেন এবং নির্ভয়ে সেই বনে অবস্থান  
করিতেছেন ॥ ১১

অতএব আমি তথায় গমন করিয়া তোমার সাহায্যে রাম  
যখন বনে থাকিবেন না, সেই সময়ে তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভার্য্যা  
সীতাকে হরণ করিয়া আনিব ॥ ১২

যন্ত তাবৎ সহায়ং মে কৃতা স্বাস্তিসি পূর্ববৎ ।  
 ইত্যেবং ভাষমাণং তৎ রাবণং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ ।  
 মারীচঃ প্রাহ তৎ ভীতশ্চিন্তয়ন্ রামবিক্রমম্ ॥ ১৪  
 কেনেদমুপদিষ্টং তে মূলঘাতকরং বচঃ ।  
 স এব শত্রুর্বধ্যাশ্চ যন্তুশাশং প্রেতীকৃতে ॥ ১৫  
 রামস্ত পৌরুষং শ্রুত্বা চিন্তমত্ৰাপি রাবণ ।  
 বালোহপি মাং কৌশিকস্ত যন্তুসংরক্ষণায় সঃ ॥ ১৬  
 আগতস্ত্রিমুণৈকেন পাণ্ডয়ামাস সাগরে ।  
 যোজনানাং শতং রামস্তদাদি ভয়বিহ্বলঃ । ১৭  
 শ্রুত্বা শ্রুত্বা তদৈবাহং রামং পশ্যামি সর্বতঃ ॥ ১৮  
 দণ্ডকেহপি পুনরপ্যহং বনে  
 পূর্ববৈরমহুচিন্তয়ন্ হৃদি ।

ভীক্ষুশৃঙ্গমুগরূপমেকদা  
 মাদৃশৈর্বহুভিরাবৃতোহভ্যায়াম্ ॥ ১৯  
 রাঘবং জনকজাসমম্বিতং  
 লক্ষ্মণেন সহিতং ত্বরাদিতঃ ।  
 আগতোহহমথ হস্তমুত্ততো  
 মাং বিলোক্য শরমেকমক্ষিপৎ ॥ ২০  
 তেন বিদ্ধহৃদয়োহহমুদ্ব্রজম্  
 রাক্ষসেন্দ্রে পতিতোহস্মি সাগরে ।

তুমি মায়ায়ূপ হইয়া সেই আশ্রম হইতে রামকে ও লক্ষ্মণকে  
 বধন দূরে সরাইয়া লইয়া বাইবে, তখন আমি সীতাকে হরণ  
 করিব ॥ ১৩

তারপর তুমি আমার সহায়তা করিয়া পূর্বের ভায় অবস্থান  
 করিবে। রাবণকে এই কথা বলিতে দেখিয়া মারীচ বিস্মিত  
 হইল এবং রামের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিয়া মারীচ ভীত  
 হইয়া রাবণকে বলিল ॥ ১৪

তোমাকে কোন্ ব্যক্তি সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইবার জন্য  
 এইরূপ বাক্য উপদেশ করিয়াছে? যে ব্যক্তি তোমাকে এইভাবে  
 বিনষ্ট করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, সেই ব্যক্তি তোমার  
 শত্রু এবং বধযোগ্য ॥ ১৫

রাবণ! রামের পুরুষকার অর্থাৎ পরাক্রম স্মরণ করিয়া  
 আমার চিত্ত অত্যাঁপি ভয়ে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। সেই  
 রাম বালক হইয়াও কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের বজ্র রক্ষা করিবার  
 জন্য বনে আসিয়াছিলেন। তখন আমাকে একটিমাত্র বাণের  
 দ্বারা শতযোজন দূরে হিত সাগরে পাতিত করিয়াছিলেন।  
 তদবধি আমি ভয়বিহ্বল হইয়া সেই রামকে স্মরণ করিতে  
 করিতে চতুর্দিক্ কেবল রামমন্ত্র দেখিতেছি ॥ ১৬-১৮

তৎ প্রভৃত্যহমিদং সমাশ্রিতঃ  
 স্থানমুক্তিতমিদং ভয়াদিতঃ ॥ ২১  
 রামমেব সততং বিভাবয়ে  
 ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ ।  
 রাজরত্নরমণীরথাদিকং  
 শ্রোত্রয়োর্বদি গতং ভয়ং ভবেৎ ॥ ২২  
 রাম আগত ইহেতি শক্যা  
 বাহুকার্য্যমপি সর্বমভ্যজম্ ।  
 নিজয়া পরিবৃত্তো যদা স্বপে  
 রামমেব মনসাহুচিন্তয়ন্ ॥ ২৩  
 স্বপ্নদৃষ্টিগতরাঘবং তদা  
 বোধিতো বিগতনিদ্রমাস্থিতঃ ।  
 তদু ভবানপি বিমুচ্য চাগ্রহং  
 রাঘবং প্রতি গৃহং প্রয়াহি ভোঃ ॥ ২৪  
 রক্ষ রাক্ষসকুলং চিরাগতং  
 তৎশ্রুতৌ সকলমেব নশ্যতি ।  
 তব হিতং বদতো মম ভামিতং  
 পরিগৃহাণ পরাত্মনি রাঘবে ॥ ২৫  
 ত্যজ বিরোধমতিং তজ্জ ভক্তিতঃ  
 পরমকারুণিকো রঘুনন্দনঃ ।

একদিন আমি রামের পূর্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া পুনরায়  
 আমার ভায় মায়াবী বহু রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া ভীক্ষুশৃঙ্গ  
 মুগরূপ ধারণ করত দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলাম ॥ ১৯

আমি ত্বরাসহকারে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বধ  
 করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে রাম আমার  
 দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২০

রাক্ষসেন্দ্রে। সেই বাণ আসিয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল।  
 তখন আমি বাণবেগে উপরে উড়িতে উড়িতে আসিয়া  
 সাগরে পতিত হইলাম। সেই সময় হইতে আমি ভয়ানক হইয়া  
 এই উদ্বেগরহিত স্থান আশ্রয় করিয়া এখানে নির্ভয়ে বাস  
 করিতেছি ॥ ২১

অতঃ কথা আর কি বলিব? সেই সময় হইতে আমার এমন  
 ভয় হইয়া গিয়াছে যে, ভোগসাধন রাজ্য, রত্ন, রমণী, রথ-  
 প্রভৃতিরও নাম শ্রবণ করিলে ইহাদের আশ্রয় অক্ষরে 'র' থাকার  
 অভ্যস্ত ভীত হইয়া ভয়ে আমি রামকেই চিন্তা করি ॥ ২২

রাম এই বনে আসিয়াছেন, এই ভয়ে আমি বাহিরের সকল  
 কার্য্যই পরিত্যাগ করিয়াছি। অধিক কি বলিব। আমি

অহমশেষমিদং মূনিবাক্যতোহ—

শৃণ্বমাদিবুগে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬

ব্রহ্মণাশিত উবাচ তং হরিঃ

কিং তবোক্তিভমহং করবাণি তং ।

ব্রহ্মণোক্তমবিন্দলোচন

তং প্রয়াহি ভূবি মাহুযং বপুঃ ।

দশরথাজ্জ্ঞাতাবমঞ্জসা

জহি রিপুং দশকন্ধরমাহবে ॥ ২৭

অতো ন মাহুযো রামঃ সাক্ষ্মারায়ণোহব্যয়ঃ ।

মায়ামাহুযবেশেন বনং যাতোহতিনির্ভয়ঃ ॥ ২৮

ভূতারহরণার্থায় গচ্ছ তাত গৃহং শূখম্ ॥ ২৯

শ্রুত্বা মারীচবচনং রাবণঃ প্রত্যভাষত ।

পরমাত্মা যদা রাম প্রাশিতো ব্রহ্মণা কিল ॥ ৩০

মাং হস্তং মাহুযো ভূত্বা যত্নাদ্ যদি সমাগতঃ ।

করিশ্রুত্যাচিরাদেব সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ॥ ৩১

নিদ্রিত হইয়া যখন স্বপ্ন দেখি, তখন এই স্বপ্নে আমি রামকেই দেখি এবং রামকেই মনে মনে চিন্তা করি ॥ ২৩

আবার কখনও স্বপ্নে রামকে দেখিয়াই বীতনিদ্র হইয়া ভয়ে জাগিয়া অবস্থান করি, অতএব তুমিও রামচন্দ্রের প্রতি এরূপ হ্রাশ্রহ ভ্যাগ করিয়া গৃহে প্রস্থান কর ॥ ২৪

তুমি দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত ব্রাহ্মসঙ্কলকে রক্ষা কর। রামের শত্রুতার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি আক্রোশ করিলে সকলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তোমার হিতভাখী আমার কথা তুমি পালন কর। পরমাত্মা রামচন্দ্রে তুমি বিরুদ্ধ ভাব পরিভ্যাগ কর এবং ভক্তিভাবে তাঁহাকে ভজন্য কর; এই বহুদায়ক রাম পরম কারুণিক, তিনি তোমার করুণা করিবেন। আমি মহামুনি নারদের মুখে এই সব কথা শুনিয়াছি যে, সত্য যুগে ব্রহ্মার দ্বারা প্রাশিত হইয়া পরমেশ্বর শ্রীহরি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—তোমার অভীষ্ট কর্ম কি? আমি তাহা সম্পাদন করিব। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কমললোচন হরে। আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে গমন করুন। দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি সত্ত্ব দশানন রাবণকে বধ করুন ॥ ২৫-২৭

অতএব রাম মানুষ নন, সাক্ষাৎ অবিনাশী পরমাত্মা দারায়ণ। ভূতারহরণের জন্য মাহুযবেল মনুষ্যবেশ ধারণ

অতোহহং যত্নতঃ সীতামানেজ্ঞাম্যেব রাঘবাৎ ।

বধে প্রাপ্তে রণে বীর প্রাপ্ত্যামি পরমং পদম্ ॥ ৩২

যদ্বা রামং রণে হত্বা সীতাং প্রাপ্ত্যামি নির্ভয়ঃ ।

অতোত্তিষ্ঠি মহাভাগ বিচিত্রযুগরূপধৃক্ ॥ ৩৩

রামং সলক্ষণং শীঘ্রমাত্মমাদতিদুরতঃ ।

আকৃষ্ট গচ্ছ স্বং শীঘ্রং শূখং তিষ্ঠি যথা পুরা ॥ ৩৪

অতঃপরং চেদ্ যৎ কিঞ্চিদ্ব্যবসে মদ্বিভীষণম্ ।

হনিজ্ঞাম্যসিনানেন জ্বামত্রেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫

মারীচস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা স্বাত্মন্যেবাষচিন্তয়ৎ ।

যদি মাং রাঘবো হত্বাং তদা মুক্তো ভবার্ণবাৎ ।

মাং হত্বাদ্ যদি চেদ্ভট্টস্তদা মে নিরয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৩৬

ইতি নিশ্চিত্য মরণং রামাহুযায় বেগতঃ ।

অত্রবীদ্ রাবণং রাজন্ করোম্যাজ্ঞাং তব প্রভো ॥ ৩৭

ইতুক্ত্বা রথমাস্থায় গতৌ রামাশ্রমং প্রতি ।

সুদক্ষাশুনদপ্রথ্যো যুগোহভূদরৌপ্যবিন্দুকঃ ॥ ৩৮

রত্নশৃঙ্গো মণিখুরো নীলরত্নবিলোচনঃ ।

করিয়া সেই পরমেশ্বর একান্ত নির্ভয় হইয়াই বনে আসিয়াছেন। তাহা। রামের সহিত শত্রুতা ত্যাগ করিয়া সুখে গৃহে গমন কর ॥ ২৮-২৯

মারীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ প্রত্যুত্তরে বলিল, যখন ব্রহ্মার প্রাধিকার পরমাত্মা রাম আমাকে বধ করিবার জন্য যত্ন সহকারে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া এই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন অচিরেই তিনি স্বকার্য সম্পাদন করিবেন; কারণ, পরমেশ্বর হইলেন সত্যসঙ্কল্প—তাঁহার সঙ্কল্প কখনও অতথা হয় না ॥ ৩০-৩১

অতএব আমি বিশেষ যত্নসহকারে রাঘবের নিকট হইতে সীতাকে আনয়ন করিবই। বীর। ইহাতে যদি আমার বিনাশও হয়, তাহা হইলে আমি পরমপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইব ॥ ৩২

অথবা রামকে যুদ্ধে বধ করিয়া নির্ভয় হইয়াই সীতাকে লাভ করিব। মহাভাগ। অতএব তুমি উঠ এবং বিচিত্র যুগ-রূপ ধারণ কর ॥ ৩৩

তুমি সত্ত্ব লক্ষণের সহিত রামকে আশ্রম হইতে অতি দূর-দেশে লইয়া গমন কর। তুমি শীঘ্র যাও; আমার কার্য শেষ করিয়া তুমি পূর্বের স্থান সুখে বাস করিবে ॥ ৩৪

অতঃপর তুমি যদি আমার ভয়জনক অস্ত্র কিছু কথা বল,

বিদ্যাংপ্রভো বিমুক্তাস্তো বিচচার বনান্তরে ॥ ৩৯

রামাশ্রমপদস্তান্তে সীতাধৃষ্টিপথে চরন্ ॥ ৪০

ক্লগ্ধ ধাবত্যথ তিষ্ঠতে ক্লগ্

সমীপমাগত্য পুনর্ভয়াবৃতঃ ।

তবে এই অসির ঠারা তোমাকে এখানেই বধ করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৫

তখন মারীচ রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিজে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—যদি রাম আমাকে বধ করেন, তাহা হইলে আমি এই ভবসাগর হইতে মুক্ত হইয়া যাইব; আর যদি এই দুই রাবণ আমাকে বধ করে, তবে আমাকে অবশ্যই নরকে বাইতে হইবে। সুতরাং রাম হইতে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, এই চিন্তা করিয়া সবেগে উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণকে বলিল,—প্রভো! রাজন্! আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৩৬-৩৭

এই কথা বলিয়া মারীচ রথে আরোহণ করত রামাশ্রম অভিমুখে গমন করিল। তদনন্তর শুদ্ধ স্বর্ণসদৃশ বর্ণযুক্ত,

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদাধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে অরণ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

### সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

[ সীতাং প্রতি রামস্ত নির্দেশঃ, মায়ামৃগবিনাশঃ, সীতাহরণম্, জটায়ুসঃ পক্ষচ্ছেদশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ রামোহপি তৎ সর্বং জ্ঞাত্বা রাবণচেষ্টিতম্ ।

উবাচ সীতামেকান্তে শৃণু জানকি মদ্বচঃ ॥ ১

রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেহন্তিকম্ ।

### সপ্তম অধ্যায় ।

[ সীতার প্রতি শ্রীরামের নির্দেশ, মায়ামৃগবধ, সীতাহরণ ও জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ । ]

অনন্তর শ্রীরামও সেই সমস্ত রাবণের চেষ্টা জানিয়া একান্তে সীতাকে বলিলেন,—জানকি! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ১

রাবণ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বেশে তোমার নিকট আসিবে। তুমি তোমার আকৃতিকে ছারাক্রপে বাহিরে রাখিয়া নিজে কুটীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর ॥ ২

তারপর আমার আজ্ঞায় অগ্নিতে অদৃশ্যরূপে এক বৎসর অবস্থান কর। মজলমলি সীতে! রাবণের বিনাশ হইলে পর তুমি পূর্বের ভায় আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩

রামকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতাদেবীও তথায় তাহাই

এবং স মায়ামৃগবেশরূপধ্বক্

চচার সীতাং পরিমোহয়ন্ খলঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমদাধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে অরণ্য-  
কাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

অজ্ঞে রৌপ্যের বিন্দু পরিশোভিত, রত্নময় শৃঙ্গবিরাড়িত, মণিময় শুরভূষিত, নীলরত্নরচিত নয়নযুক্ত এবং বিদ্যাংতুল্য প্রভাবিশিষ্ট সুন্দরবদন এক মৃগরূপ ধারণ করিয়া সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮-৩৯

রামের আশ্রমের সন্নিকটে সীতার দৃষ্টিপথে বিচরণ করিতে করিতে সেই মায়ারূপী বর্ণমৃগ কখনও ধাবিত হয়, কখনও অবস্থান করে এবং কখনও বা নিকটে আসিয়া ভীত হয়। এই-ভাবে সেই খল মারীচ মায়ার মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে মোহিত করিতে করিতে সেই রামাশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৪০-৪১

তস্ত চ্ছায়াং তদাকরাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ ॥ ২

অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া ।

রাবণস্ত বধান্তে মাং পূর্ববৎ প্রাপ্ত্বাস্মে শুভে ॥ ৩

ঋত্বা রামোদিত্যং বাক্যং সাপি তত্র তথাকরোৎ ।

মায়াসীতাং বহিঃ স্থাপ্য স্বয়মন্তর্দধেহনলে ॥ ৪

করিলেন। তিনি মায়াসীতাকে বাহিরে রাখিয়া স্বয়ং অগ্নিতে অন্তর্হিত হইলেন (১) ॥ ৪

(১) এই সপ্তমাধ্যায়ে ১ শ্লোক হইতে ৪ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত সংবাদ ভাগবত ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত সংবাদ হইতে ভিন্ন।

“রক্ষোহধমেন বৃকবদ্ বিপিনেহসমক্

বৈদেহরাজদুহিতর্যমাপিতারাম্ ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১০।১১

“রাবণোহপ্যহরণং সীতাং হত্বা গুপ্তং জটায়ুসম্ ॥”

অগ্নিপুরাণ—৮।১৭

এবিষয়ে অধ্যাত্মরামায়ণের আদিকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বিবৃত আলোচনা করা হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রে প্রকাশিত অধ্যাত্মরামায়ণের ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মায়াসীতা তদাপশ্যন্মৃগং ময়াবিনিমিত্তম্ ।  
 হসন্তী রামমভোত্য প্রোবাচ বিনয়াধিতা ॥ ৫  
 পশ্য রাম মৃগং চিত্রং কনকং রত্নভূষিতম্ ।  
 বিচিত্রবিন্দুভিৰুক্তং চরন্তমকুতোভয়ম্ ॥ ৬  
 বন্ধা দেহি মম ক্রীড়ামৃগো ভবতু সুন্দরঃ ।  
 তথেষতি ধনুর্দাদায় গচ্ছন লক্ষণমব্রবীৎ ॥ ৭  
 রক্ষ ভ্রমতিযত্নেন সীতাং মৎপ্রাণবল্লভাম্ ।  
 মায়িনঃ সন্তি বিপিনে রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৮  
 অতোহত্রাবহিতঃ সাক্ষীং রক্ষ সীতামনিমিত্তাম্ ।  
 লক্ষণো রামমাহেদং দেবায়ং মৃগরূপধৃক্ ।  
 মারীচোহত্র ন সম্প্রহ এবভূতো মৃগঃ কুতঃ ॥ ৯  
 শ্রীরাম উবাচ ।

যদি মারীচ এবায়ং তদা হস্মি ন সংশয়ঃ ।  
 মৃগশ্চেদানয়িষ্যামি সীতাবিশ্রামহেতবে ॥ ১০  
 গমিষ্যামি মৃগং বন্ধা হ্যানয়িষ্যামি সত্বরঃ ।

সেই সময়ে মায়াসীতা মারীচিৎ একটি মৃগ দেখিলেন ।  
 তখন হাসিতে হাসিতে মারীচীতা রামের সম্মুখে বাইরা  
 বিনয়সহকারে বলিলেন ॥ ৫

রাম । রত্নভূষিত এই এক বিচিত্র বর্ণময় মৃগ দর্শন কর ।  
 ইহার পাতের চারিদিকে ক্রিপা বিন্দু বিন্দু চিহ্ন আছে এবং  
 নির্ভর হইয়া সে এই বনে বিচরণ করিতেছে ॥ ৬

তুমি এই মৃগটিকে বাঁধিয়া আমাকে প্রদান কর । এই সুন্দর  
 মৃগ আমার ক্রীড়ামৃগ (ক্রীড়াসহচর মৃগ) হউক । তখন রাম  
 'তাঁহাই হউক' বলিয়া ধনু গ্রহণ করত বাইতে বাইতে লক্ষণকে  
 বলিলেন ॥ ৭

লক্ষণ । তুমি অতিশয় যত্নসহকারে আমার প্রাণপ্রিয়  
 সীতাকে রক্ষা কর ; কারণ, এই বনে ঘোরদর্শন মারীচী  
 রাক্ষসগণ বাস করে ॥ ৮

অতএব তুমি বিশেষ সাবধানে থাকিয়া অনিদিষ্টা সাক্ষী  
 সীতাদেবীকে রক্ষা কর । তখন লক্ষণ রামকে বলিলেন,—  
 দেব । মারীচী মারীচ মৃগরূপ ধারণ করিয়া নিশ্চয়ই এখানে  
 আসিয়াছে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ; অতথায় একমুখ মৃগ  
 কোথা হইতে আসিবে ? ৯

শ্রীরাম বলিলেন,—লক্ষণ । যদি এই মৃগ মারীচ হয়, তবে  
 আমি তাহাকে নিঃসংশয়ে বধ করিব ; আর যদি সত্যই মৃগ হয়,

তৎ প্রযত্নেন সন্তীৰ্ণ সীতাসংরক্ষণোদ্যতঃ ॥ ১১  
 ইত্যুক্ত্য প্রযয়ৌ রামো মায়ামৃগমহুদ্রুতঃ ।

মায়া যদাশ্রয়া লোকমোহিনী জগদাকৃতিঃ ॥ ১২  
 নিবিকারশ্চিদাত্মাপি পূর্ণোহপি মৃগমখগাৎ ।

ভক্তানুকম্পী ভগবানিতি সত্যং বচো হরিঃ ॥ ১৩  
 কর্তুং সীতাপ্রিয়ার্থায় জ্ঞানমপি মৃগং যযৌ ।

অত্থা পূর্ণকামস্ত রামস্ত বিদিতাত্মনঃ ॥ ১৪

মৃগেণ বা ত্রিয়া বাপি কিং কার্যং পরমাত্মনঃ ।

কদাচিদৃ দৃশ্যতেহত্যায়ে ক্ষণং ধাবতি লীয়তে ॥ ১৫  
 দৃশ্যতে চ ততো দূরাদেবং রামমপাহরৎ ।

ততো রামোহপি বিজ্ঞায় রাক্ষসোহয়মিতি স্মৃটম্ ॥ ১৬  
 বিব্যাহ শরমাদায় রাক্ষসং মৃগরূপিণম্ ।

পপাত রুধিরাক্তাস্তো মারীচঃ পূর্বরূপধৃক্ ॥ ১৭

হা হতোহস্মি মহাবাহো ত্রাহি লক্ষণ মাং দ্রুতম্ ।

তাঁহা হইলে সীতার বিনোদনের জন্য ইহাকে ধরিয়া  
 আনিব ॥ ১০

আমি গমন করিব এবং সত্বর মৃগটিকে ধরিয়া লইয়া আসিব ।  
 তুমি ততকাল সীতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে উদ্যোগী  
 হইয়া সাবধানে অবস্থান কর ॥ ১১

এই কথা বলিয়া রাম মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন ।  
 লোকমোহিনী জগদাকৃতির পরিণতা মায়া বাঁহার আশ্রয়ে  
 অবস্থান করিতেছেন, সেই নিবিকার জ্ঞানময় পূর্ণরূপ রাম  
 হরিণের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, ইহাতে 'ভগবান্ শ্রীহরি য়ে  
 ভক্তবৎসল' এই কথাই সত্য হইয়া প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১২-১৩

'ইহা মৃগ নহে, মারীচ রাক্ষস'—এই কথা জানিয়াও এই  
 রাম সীতার প্রিয় করিবার বাসনায় গমন করিলেন ; তাঁহা না  
 হইলে পূর্ণকাম বিদিতম্বরূপ পরমাত্মা শ্রীরামের মৃগের দ্বারাই  
 বা কি হইবে ? শ্রীর দ্বারাই বা কি প্রয়োজন সাধিত হইবে ?  
 এদিকে সেই মৃগ কখনও রামের নিকটে দৃষ্ট হইল, কখনও বা  
 অদৃষ্ট হইয়া বাইল এবং কখনও বা দূর হইতে দেখা বাইতে  
 লাগিল (১) । এইভাবে সেই মায়ামৃগ রামকে দূরে সরাইয়া

(১) মায়ামৃগের কার্যবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণের অনুশ্রব  
 বর্ণনা এস্থলে প্রদত্ত হইল—

“আবধ্য কবচং চৈব প্রহর্যাব বনে মৃগম্ ।

মনোমারুতবেগচ্চ মারীচঃ প্রোদ্রবদ্ বনে ॥



ইত্যুক্তা রামবদ্বাচা পপাত কুধিরাশনঃ ॥১৮  
 যন্নাভাজোহপি মরণে শ্মৃতা তৎসাম্যাপ্পুয়াং ।  
 কিমুভাঞ্জে হরিং পশ্যাৎস্তেনৈব নিহতোহশ্বরঃ ॥ ১৯  
 তদদেহাছখিতং ভেজঃ সর্বলোকেশ পশ্যতঃ ।  
 রামমেবাবিশদ দেবা বিস্ময়ং পরমং যয়ুঃ ॥ ২০  
 কিং কৰ্ম কুড়া কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ ।  
 অথবা রাঘবশ্চায়ং মহিমা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১  
 রামবাণেন সংবিদ্ধঃ পূৰ্বং রামমহুশ্মরন্ ।

ভয়াং সর্বং পরিত্যজ্য গৃহবিত্তাদিকঞ্চ যৎ ॥ ২২

লইয়া বাইল। তদনন্তর রামও 'এই যুগ মারীচ রাক্ষস' ইহা  
 স্পষ্টে অবগত হইয়া একটি বাণ গ্রহণ করত যুগরূপী রাক্ষস  
 মারীচকে বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে মারীচ রক্তাশ্লুত বদনে  
 পূৰ্বরূপ ধারণ করত ভূতলে পতিত হইল ॥১৮-১৭

তদনন্তর রক্তাশ্লুতবদন মারীচ 'মহাবাহো! লক্ষ্মণ! আমি  
 হত হইলাম, তুমি সত্ত্বর আসিরা আমাকে রক্ষা কর' অবিকল  
 রামের দ্বারায় এই কথা বলিয়া (১) পতিত হইল অর্থাৎ  
 প্রাণত্যাগ করিল ॥ ১৮

অজ্ঞান মানুষও মরণকালে বাঁহীর নাম স্মরণ করিয়া তৎসাম্য  
 (সাম্যুজ্য) লাভ করে, আর সেই ঋহিরিকে সম্মুখে দর্শন  
 করিতে করিতে তাঁহারই দ্বারা নিহত এই মারীচ অশ্বরের কথা  
 আর কি বলিব? অর্থাৎ মারীচ সাম্যুজ্য মুক্তি লাভ করিল ॥ ১৯

তখন সকল লোকের সাক্ষাতেই সেই মারীচের দেহ হইতে

নাভিদুরেণ তং রামো গচ্ছতমনুগচ্ছতি ।

স চ রামভরোষিণো মারীচো দত্তকে বনে ।

বভূবাহুহিতস্তত্র কণাং পুনরদৃশত ।

এবোহন্নমরমেতীতি বেগবান্ রাঘবো যবো ।

মুহূর্তাদেব দদৃশে মুহূর্তান প্রকাশতে ।

অভিবৃত্ত ইন্দ্রাসান্নোভয়ন্ স রঘুতমম্ ।

কচিদদৃষ্টঃ কচিন্নষ্টঃ কচিৎ জাসাচ্চ বিকৃতঃ ।

কচিৎস্থিতঃ কচিল্লীনঃ কচিদ্ বেগেন নিঃসৃতঃ ।

ভয়েন মহভাজনো মারীচো যাতি কাননে ।

তমপশ্যৎ ততো রামস্তত্র যাতমিবাশ্রিতঃ ।

মান্নামৃগং প্রত্নবস্তং ধনুর্নান্য্য ক্রোধনঃ ।

তমাপত্যন্তং সংপ্রেক্ষ্য রাঘবং ধরিনং যুগং ।

অভহিতো মুহূর্ত্বা পুনঃ সন্দর্শয়ত্যপি ।

দদৃশে মুহূর্তাসম্মে মুহূর্ত্বাদদৃশত ।

দর্শনাদর্শনেনৈবমপাকর্ষং স রাঘবম্ ।

হৃদি রামং সদা ধ্যাওয়া নিধু'ভাশেষকল্মষঃ ।

অস্তে রামেণ নিহতঃ পশ্যান্ রামমবাপ সঃ ॥ ২৩

দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্মিকোহপি বা ।

ভ্যজন্ কলেবরং রামং শ্মৃতা যাতি পরং পদম্ ॥ ২৪

ইতি তেহৈশ্বোনিয়াভাষ্য ততো দেবা দিবং যয়ুঃ ।

রামস্তচ্ছিত্তয়ামাস ত্রিয়মাণোহশ্বরাধমঃ ॥ ২৫

উদ্ধিত এক ভেজ রামেরই মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে তথায়  
 তখন সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ২০

মুনিহিংসক সেই পাপী রাক্ষস কি কৰ্ম করিয়া আজ কি  
 লাভ করিল? অথবা ইহা কেবল রামেরই মহিমা—এ বিষয়ে  
 কোনও সংশয় নাই ॥ ২১

রামবাণের দ্বারা বিশেষভাবে বিদ্ধ হইয়া মারীচ পূৰ্ব হইতে  
 রামকে স্মরণ করিতে করিতে ভয়ে গৃহ-বনাদি বাহা কিছু ছিল,  
 সেই সব কিছুই পরিত্যাগ করত শ্মরণে সদা রামকে ধ্যান করিয়া  
 সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বাইল, অভিমকালে রামের দ্বারা  
 নিহত হইয়া রামকেই দর্শন করিতে করিতে সেই রাক্ষস রামকে  
 প্রাপ্ত হইল ॥ ২২-২৩

জ্ঞান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, রাক্ষস, পাপী কিংবা ধার্মিকও  
 যদি রামকে স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই  
 ব্যক্তি পরম পদ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৪

এইভাবে তাঁহার পরস্পর আলোচনা করিয়া দেবতাগণ  
 সকলে স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে রাম চিন্তা করিলেন—  
 এই অশ্বরাধম মারীচ যত্নাকালে 'হা লক্ষ্মণ' এইভাবে আমার

অবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধাবন্তং ধনুপ্পাণির্মহাবনে ।

দৃশ্তমানমদৃশক বনোদ্দেশেষু কেমুচিং ।

ছিন্নাজৈরিব সংবীতং শরদীবেন্দুমণ্ডলম্ ।

৩৫০.৩-১২

(১) রামের দ্বারায় বাক্য বলিবার কারণপ্রসঙ্গে মহাবি  
 বাস্ম্যাকি,—

“রামস্ত সদৃশং ব্যক্তং শরমালদ্য পাপকুৎ ।

হা লক্ষ্মণেতি চুক্ৰোশ জায়ষেতি মহাবনে ।

অতকালেহপি সংপ্রাপ্তে তস্য বুদ্ধিরভূদিদম্ ।

শরমেভ্যং যদি শ্রুত্বা লক্ষ্মণং প্রেরয়েদিহ ।

সীতা যুজেন মনসা ভর্তৃন্নেহসমুৎসুকা ।

ততো লক্ষ্মণহীনাং তং রাঘবো বৈ শরৈদিতি ॥”

৩৫০।১২-১৪

হা লক্ষ্মণেতি মদ্বাক্যমমুর্ক্বন মমার কিম্ ।  
 ক্রুদ্বা মদ্বাক্যসদৃশং বাক্যং সীতাপি কিং ভবেৎ ॥ ২৬  
 ইতি চিন্তাপরীতাত্মা রামো দূরান্ন্যবর্তত ।  
 সীতা তস্তাষিতং ক্রুদ্বা মারীচস্ত হরান্মনঃ ॥ ২৭  
 তীতাহতিদুঃখসংবিগ্না লক্ষ্মণস্থিদমব্রবীৎ ।  
 গচ্ছ লক্ষ্মণ বেগেন ভ্রাতা তেহমুরপীড়িতঃ ॥ ২৮  
 হা লক্ষ্মণেতি বচনং ভ্রাতুস্তে ন শৃণোষি কিম্ ।  
 তামাহ লক্ষ্মণো দেবি রামবাক্যং ন তদ্ববেৎ ॥ ২৯  
 যঃ কশ্চিদ্রাক্ষসো দেবি ত্রিয়মাণোহব্রবীদ্ বচঃ ।  
 রামত্ৰৈলোক্যমপি যঃ ক্রুদ্ধো নাশয়তি ক্ষণাৎ ।  
 স কথং দীনবচনং ভাষতেহমরপূজিতঃ ॥ ৩০  
 ক্রুদ্বা লক্ষ্মণমালোক্য সীতা বাম্পবিলোচনা ॥ ৩১  
 প্রাহ লক্ষ্মণ হবুর্দ্ধে ভ্রাতুর্ব্যসনমিচ্ছসি ।  
 প্রেষিতো ভরতেনৈব রামনাশাভিকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৩২  
 মাং নেতুমাগতোহসি হং রামনাশ উপস্থিতে ।  
 ন প্রাপ্ত্যসে ত্বং মামগ্ন পশ্য প্রাণাংস্ত্যজ্যামাহম্ ॥ ৩৩

কথার অনুসরণ করিয়া মরিলা কেন? আমার বাক্যের ভার  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা কত না উদ্বিগ্ন হইবে? এইরূপ  
 চিন্তিতমনে রাম বহু দূর হইতে নিবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন  
 করিতে লাগিলেন। এদিকে সীতা হরায়া মারীচের সেই  
 রামবদ্ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা হইলেন এবং দুঃখে অত্যন্ত  
 উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন,—লক্ষ্মণ। তুমি  
 সবেগে গমন কর; তোমার ভ্রাতা অসুরকর্তৃক আক্রান্ত  
 হইরাছেন ॥ ২৫-২৮

তোমার ভ্রাতার ‘হা লক্ষ্মণ’ বলিয়া আর্তনাদ তুমি কি  
 শুনিতে পাও নাই? তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি।  
 উহা কখনই রামবাক্য হইতে পারে না ॥ ২৯

(১) বাগ্মীকিরামায়ণে এই প্রসঙ্গে সীতার প্রতি লক্ষ্মণের  
 উক্তি,—

“দেবি। দেব-মনুষ্যেযু গচ্ছক-পতগেষু চ ।  
 রাক্ষসেযু পিশাচেযু কিমরেশ্বরগেষু চ ।  
 দানবেযু চ ঘোরেষু বিদতে ন চ শোভনে ।  
 যো রামঃ প্রতিযুধ্যত মহেন্দ্রমিব মানুযঃ ।  
 অবধ্যঃ সমরে রামো নৈবং ত্বং বক্তৃদম্হসি ।  
 নোৎসাহে ত্বাং বিরহিত্বং শৃণুহং রাঘবং বিনা ॥

৩।৫১।১৫-১৭

ন জানাতীদৃশং রামস্তাং ভাৰ্য্যাহরণোত্তমম্ ।  
 রামাদস্তাং ন স্পৃশামি ত্বাং বা ভরতমেব বা ॥ ৩৪  
 ইত্যুক্ত্বা বধ্যমানা সা স্ববাহভ্যাং রুরোদ হ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ কর্ণে পিধায়াতীৰ দ্বঃখিতঃ ॥ ৩৫  
 মামেবং ভাষসে চণ্ডি ধিক্ ত্বাং নাশমুপৈষ্যামি ।  
 ইত্যুক্ত্বা বনদেবীভ্যাঃ সমর্প্য জনকাত্মজাম্ ॥ ৩৬  
 যযৌ দ্বঃখাতিসংবিগ্নো রামমেব শনৈঃ শনৈঃ ।  
 ততোহস্তরং সমালোক্য রাবণো ভিক্ষুবেশধৃক্ ॥ ৩৭  
 সীতাসমীপমগমৎ ক্ষুরদদণ্ডকমণ্ডলুঃ ।  
 সীতা তমবলোক্যাত্ত নত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৮  
 কন্দমূলফলাদীনি দত্ত্বা স্বাগতমব্রবীৎ  
 মূনে ভুঙ্ক্ষু ফলাদীনি বিশ্রমস্ব যথামুখম্ ॥ ৩৯

দেবি। নিশ্চয়ই কোনও রাক্ষস যুদ্ধকালে ঐ কথা উচ্চারণ  
 করিয়াছে। যে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিভুজনকে  
 ধ্বংস করিতে পারেন, সেই দেবপুজিত একরূপ কাতরতাপূর্ণ  
 বাক্য বলিবেন কেন? (১) ॥ ২০

তখন সীতা ক্রুদ্বা হইয়া লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করত অশ্রু-  
 পূর্ণ নয়নে বলিলেন,—ধর্ম্ভক্তি লক্ষ্মণ। তুমি ভ্রাতার বিপদ  
 কামনা করিতেছ? বুঝিরাছি, রামের বিনাশ অভিলাষ  
 করিয়া ভরতই তোমাকে পাঠাইয়াছে ॥ ৩১-৩২

রাম বিনষ্ট হইলে পর তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে বনে  
 আসিরাছ, কিন্তু তুমি আমাকে আজ গ্রহণ করিতে পারিবে  
 না; দেখ, আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিতেছি ॥ ৩৩

তুমি যে এইভাবে তাঁহার ভাৰ্য্যাহরণ করিতে উদ্যত হইয়া,  
 ইহা রাম জানিতে পারেন নাই, কিন্তু তুমি ইহা জানিও যে,  
 আমি রাম ভিন্ন তোমাকে বা ভরতকে স্পর্শও করিব না ॥ ৩৪

এই কথা বলিয়া সীতা নিজ হস্তধর দ্বারা বন্ধে করাঘাত  
 করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ দুই  
 হস্তে নিজের কর্ণধর আচ্ছাদিত করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া  
 বলিলেন,—চণ্ডি (ক্রোধপরায়ণ)। তুমি আমাকে একরূপ কথা  
 বলিলে? তোমাকে ধিক্। আমার মনে হয়, অতঃপর তুমি  
 নাশপ্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ বনদেবীগণের (২)

(২) বনদেবীগণকে লক্ষ্মণবাক্য বাগ্মীকিরামায়ণে—

গচ্ছামি যত্র কাংক্বেষঃ স্তিত্তি তেহস্ত বরাননে ।

রুক্মত্ব ত্বাং বিশালাকি সমদ্রা বনদেবতাঃ ॥ ৩।৫১।৩৭

ইনাদৌমেব ভর্তা মে হাগমিষ্যতি তে প্রিয়ম্ ।  
করিষ্যতি বিশেষণ ভিষ্ঠং যদি রোচতে ॥ ৪০

ভিক্ষুর্বাচ ।

ক। হং কমলপত্রাঙ্গি কো বা ভর্তা তবানঘে ।  
কিমর্থমত্র তে বাসো বনে রাক্ষসসেবিতো ।  
ক্রহি ভদ্রে ততঃ সর্বং স্ববৃন্তান্তং নিবেদয় ॥ ৪১

সীতোবাচ ।

অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ।  
তস্ত্য জ্যেষ্ঠশ্রুতো রামঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ৪২  
তস্ত্যাহং ধর্ম্যতঃ পত্নী সীতা জনকনন্দিনী ।  
তস্ত্য ভ্রাতা কনীয়াংশ্চ লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৪৩  
পিতুরাজ্যং পুরস্কৃত্য দণ্ডকে বস্তুমাগতঃ ।  
চতুর্দশ সমাশ্বাস্ত জাতুমিচ্ছামি মে বদ ॥ ৪৪

নিকট জনকনন্দিনী সীতাকে সমর্পণ করিয়া হৃৎখে অভ্যন্ত উষ্ণ হইয়া ধীরে ধীরে রামেবই অভিযুখে গমন করিলেন। তদনন্তর রাবণ উপযুক্ত সময় (৩) পাইয়া ভিক্ষুকবেশ ধারণ করিল। ৫৫-৩৭

হস্তে সুদৃঢ় দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ভিক্ষুকবেশী রাবণ সীতার নিকট গমন করিল। সীতা তাহাকে দেখিয়া সত্তর প্রশংসাপূর্বক ভক্তিভরে যথাবিধি পূজা করিয়া কন্দ মূল-ফলাদি প্রদান করত 'স্বাগত' প্রদ্ব করিলেন। তারপর বলিলেন,— মনে। আপনি এই সব ফলাদি ভোজন করুন এবং যথাসুখে বিশ্রাম করুন। ৩৮-৩৯

এখনই আমার স্বামী আসিবেন এবং বিশেষ করিয়া আপনার প্রিয় কার্য্য করিবেন। যদি আপনার অভিক্রটি হয়, তবে এইস্থানে বাস করুন। ৪০

ভিক্ষুক বলিল,—পদ্মপত্রজুলা আরতলোচনে। তুমি কে? নিষ্পাণে। তোমার স্বামীই বা কে? কি জন্তই বা তোমরা এই রাক্ষসসেবিত বনে বাস করিতেছ? তুমি এই সব আমাকে বল। ভাদ্র। তোমার নিজের বৃত্তান্ত আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৪১

(৩) সুযোগসন্ধানী রাবণের অভিপ্রায়সম্বন্ধে মহর্ষিবাল্মীকি,

“এতদন্তরমাসাদ দশগ্রীবাঃ প্রভাপবান্ ।

অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাটুং দদা ॥” ৩।৫২।৪

ভিক্ষুর্বাচ ।

পৌলস্ত্যভনয়োহহস্ত রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।  
হংকামপরিভ্রোহহং হাং নেতুং পুরমাগতঃ ॥ ৪৫  
মুনিবেশেন রামেণ কিং করিষ্যামি মাং ভজ ।  
ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ ময়া সার্কং ত্যজ হৃৎখং বনোন্তবম্ ॥ ৪৬  
ক্রহা তদ্বচনং সীতা ভীতা কিঞ্চিৎবাচ তম্ ।  
যথোবং ভাষসে মাং হং নাশমেয্যামি রাঘবাং ॥ ৪৭  
আগমিষ্যতি রামোহপি ক্ষণং ভিষ্ঠং সহানুজঃ ।  
মাং কো ধর্ম্যিতুং শক্তো হরেত্বাধ্যাং শশো যথা ॥ ৪৮  
রামবানৈবিত্তিমন্তুং পতিষ্যামি মহীতলে ।  
ইতি সীতাবচঃ ক্রহা রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৪৯  
স্বরূপং দর্শয়ামাস মহাধর্ম্যতঃসম্মিতম্ ।  
দশাশ্তং বিংশতিভূজং কালমেঘসমুচ্ছিতম্ ॥ ৫০  
তদ দৃষ্ট্বা বনদেবাশ্চ ভূতানি চ বিতত্রস্তঃ ।

শ্রীসীতা বলিলেন,—শ্রীমান্ মহারাজ দশরথ অযোধ্যার অধিপতি। তাহার সর্বমূলক্ষণসম্পন্ন পোষ্ট পুত্র হইলেন—রাম। ৪২

আমি সেই রামের ধর্ম্যপত্নী জনকনন্দিনী সীতা। রামের ভ্রাতৃবৎসল কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম লক্ষ্মণ। ৪৩

রাম পিতা দশরথের আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত (ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভাৰ্য্যা আমার সহিত) চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে বাস করিবার জন্ত এই বনে আসিয়াছেন। আমি আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা আমাকে বলুন। ৪৪

ভিক্ষুক বলিল,—আমি পুলস্ত্যনন্দন বিশ্বশ্রবার পুত্র এবং রাক্ষসগণের রাজা, আমার নাম রাবণ। আমি তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কামতপ্ত হইয়াছি, সেইজন্ত তোমাকে আমার নগরে লইয়া বাইতে তোমার নিকট আসিয়াছি। ৪৫

মুনিবেশধারী রামকে লইয়া তুমি কি করিবে? অথবা মুনিবেশধারী রামের দ্বারা তোমার কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? তুমি আমাকে ভজনা কর এবং আমার সহিত সমস্ত ভোগসকল উপভোগ কর, এই বনজাত হৃৎখ অর্থাৎ এই বনে বাস করিবার ক্রেশ পরিভাগ কর। ৪৬

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা ভীতা হইলেন এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন,—তুমি যদি একরূপ কুংকা বল, তাহা হইলে রাম হইতে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ রাম তোমাকে বধ করিবেন। ৪৭

ততো বিদার্য ধরণীং নৈধক্কৃত্য বাহুভিঃ ॥ ৫১

তোলয়িত্বা রথে ক্ষিপ্ত্বা যযৌ ক্ষিপং বিহায়স।

হা রাম হা লক্ষ্মণেতি রুদন্তী জনকাঅজ্ঞা ॥ ৫২

ভয়োদ্বিগমনা দীনা পশুস্তী ভুবমেব সা।

ঋত্বা তৎক্রান্তিতং দীনং সীতায়ঃ পক্ষিসত্তমঃ ॥ ৫৩

জটাবুকুখিতঃ শীঘ্রং নগাগ্রাং তীক্ষ্ণতুণ্ডকঃ।

তিষ্ঠেতিতি তং প্রাহ কো গচ্ছতি মমাগ্ৰতঃ ॥ ৫৪

মুখিত্বা লোকনাথস্ত ভাৰ্য্যাং শূন্যাদ বনালয়াং।

শুনকো মন্ত্রপুতং ত্বং পুরোডাশমিবাবধরে ॥ ৫৫

ইতাক্ত্বা তীক্ষ্ণতুণ্ডেন চূর্ণয়ামাস তদ্রথম।

বাহান্ বিভেদ পাদাভ্যাং চূর্ণয়ামাস তদ্রথঃ ॥ ৫৬

ততঃ সীতাং পরিত্যজ্য রাবণঃ খড়্গাদাদে।

রাম ভাঙার সহিত এখনই আসিবে, তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর। সিংহের ভাৰ্য্যাকে বৈরূপ শশ (খড়্গোস) ধ্বংস করিতে পারে না, সেইরূপ আমাকে কে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে? ৫৮

তুমি রামের বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। রাবণ সীতার এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল(১) এবং কালমেঘতুল্য ক্রান্তিমান্, বিংশতি বাহুযুক্ত, দশবদনবিশিষ্ট এবং বিশালপর্কভসমূহ নিজের স্বরূপ দেখাইল। ৫৯-৬০

ভাঙার সেই রূপ দেখিয়া বনদেবীগণ এবং সমস্ত ভূতবৃন্দ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তারপর রাবণ নিজ নথসমূহের দ্বারা ভূমি বিদারিত করিয়া(২) বাহুসকলের দ্বারা সেই ভূমিসহ সীতাকে

(১) রাবণের রূপান্তরগ্রহণ বিষয়ে বায়ীকিরামায়ণে,—

“সীতারান্তদ্বচঃ ঋত্বা দশগ্রীবঃ প্রভাপবান্।

হন্তে হন্তং বিনিম্ভিষ্য চকার সুমহদ্বৈবপুঃ।

স পরিত্যজকচ্ছদা মহাকায়শিরোধরঃ।

প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।

সদঃ সোম্যং পরিত্যজ্য ভিক্ষুরূপং নিশাচরঃ।

স্বং রূপং কালরূপাভং ভেজে বৈশ্রবণান্জঃ।

মহাললাটো রক্তাক্ষো বৃষ্ণোরক্তো মহাভূজঃ।

সিংহবংস্ত্রৌ বৃষক্কচ্ছিত্রাজো দীপ্তমূৰ্ধজঃ।

রূপঃ সংহৃষ্টবোমাজঃ কৃষ্ণাঞ্জনগিরিপ্রভঃ।

রক্তাধরধরো ঘোরস্তপ্তকাক্ষনকুণ্ডলঃ। ৩৫৫।১-৫

(২) নথের দ্বারা ভূবিদারণের কারণ হইলে—নলকুবর রাবণকে অভিলাপ দিয়াছিলেন যে, অস্তঃপর তুমি যদি কোনও পরত্রীকে কামবশে স্পর্শ কর, ভাঙা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে।

চিচ্ছেদ পক্ষৌ সামর্থ্যঃ পক্ষিরাভ্যস্ত ধীমতঃ ॥ ৫৭

পপাত কিঞ্চিচ্ছেষণে প্রাণেন ভুবি পক্ষিরাট।

পুনরন্যরথেনাস্ত সীতামাদায় রাবণঃ ॥ ৫৮

ক্রোশন্তী রাম রামেতি ত্রাতারং নাধিগচ্ছতী।

হা রাম হা জগন্নাথ মাং ন পশ্যসি ত্বঃখিতাম্ ॥ ৫৯

রক্ষসা নীয়মানাং স্বাং ভাৰ্য্যাং মোচয় রাঘব।

হা লক্ষ্মণ মহাভাগ ত্রাহি নামপরাধিনীম্ ॥ ৬০

বাক্ষশরণেহতত্বং মে ক্ষন্তুমর্হসি দেবর।

ইত্যেবং ক্রোশমানাং তাং রামাগমনশঙ্কয়া ॥ ৬১

জগাম বায়ুবেগেন সীতামাদায় সহরঃ।

বিহায়স। নীয়মানা সীতাপশ্যদধোমুখী ॥ ৬২

পর্বতাগ্রে স্থিতান পক্ষ বানরান্ বারিজাননা।

তুলিয়া রথে ক্ষেপণ করত আকাশপথে দ্রুত গমন করিতে লাগিল। তখন সেই জনকনন্দিনী সীতা ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করত ‘হা রাম! ‘হা লক্ষ্মণ’ এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড পক্ষিগণে সীতায় শীঘ্র পর্বতশিখর হইতে আকাশমার্গে উখিত হইয়া ‘দাঁড়াও, দাঁড়াও’ এই কথা সেই রাবণকে বলিল। আমার সম্মুখে শূন্য বনগৃহ হইতে জগন্নাথ রামের ভাৰ্য্যাকে হরণ করিয়া কে যাইতেছে? তুমি কুকুর হইয়া দেখিতেছি যে, স্বজ্ঞে মন্ত্রপুত পুরোডাশ ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে? ৫১-৫৫

এই কথা বলিয়া সেই জটাবু নিজের তীক্ষ্ণ চক্ষুর দ্বারা রাবণের রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল, পাদদ্বয়গলের দ্বারা বাহন-সেইজন্ত সীতাদেবীকে স্পর্শ না করিয়া রাবণ সীতাদেবী যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানের যুক্তিকা সহ সীতাকে তুলিয়াছিল। এই ভূবিদারণ প্রসঙ্গ বায়ীকিরামায়ণে নাই। তথ্য সীতা গ্রহণপ্রকার কথা,—

“বৈদেহীং রাবণঃ ক্রুদ্ধো নির্দহ্মিব রাক্ষসঃ।

সর্বোদ সীতাং পদ্মাক্ষীং মূৰ্ধন্যেযু করেণ সঃ।

উর্বোস্ত দক্ষিণেনৈনামগ্রহীং পানিনা শুভাম্।

স। গৃহীত। বিচুক্ৰোশ রাক্ষসেন বলীয়সা।”

৩।৫৫।২৬-২৭

বায়ীকিরামায়ণে সীতাহরণের সময়ও উল্লিখিত আছে যথা—

“অর্জরাজ্যদিবসে অর্জচক্রাঙ্গিতাক্ষরে।

রক্ষো জগ্রাহ বৈদেহীং শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব।”

৩।৫৫।৩০

উত্তরীয়ার্দ্ধখণ্ডেণ বিমুচ্যাত্তরণাদিকম্ ॥ ৬৩

বন্ধু চিক্কেপ রামায় কথয়ন্তি পর্বতে ।

ততঃ সমুদ্রমুদ্রজ্য লঙ্কাং গতা স রাবণঃ ॥ ৬৪

সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং রাবণের ধনু খণ্ড খণ্ড করিয়া(১) ফেলিল ॥ ৫৬

তখন রাবণ সীতাকে ত্যাগ করিয়া হস্তে খড়্গ ধারণ করিল এবং অভিশয় অমর্যবশতঃ বুদ্ধিমান পক্ষিরাজ অট্টাদ্বয় দুই পক্ষ ছেদন করিল ॥ ৫৭

ইহাতে পক্ষিরাজ অট্টাদ্বয় কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট প্রাণের সহিত ভূতলে পতিত হইল। এদিকে রাবণ সীতাকে গ্রহণ করত পুনরায় অস্ত্র এক রথে করিয়া(২) সত্বর গমন করিল। তখন সীতা ‘রাম, রাম’ বলিয়া উঠিলেঃষের ক্রন্দন করিতে থাকিলেও কাহাকেও রক্ষকরূপে পাইলেন না। ইহাতে হুঃখিতা হইয়া সীতা ‘হা রাম। হা অগ্ন্যাকাণ্ড ॥ আমাকে যে এই রাক্ষস হরণ করিয়া লইয়া বাইতেছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না কেন?

(১) ধনু, বাহন ও রথাদি ধ্বংসকরা বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—

ভভোহস্য সশরং চাপং মণি-মুক্তাবিভূষিতম্ ।

চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জনপদগেশ্বরঃ ॥” ৩।৫৬ ৪৪

কামগন্ত মহাবীরং চক্রবর্ত্তভূষণম্ ।

মণি-হেমবিচিহ্নাঙ্গং বভঞ্জনমহাশরম্ ॥

সমাক্ষিপ্য রথং ভ্রম্যৎ সারথিং পদগেশ্বরঃ ।

গজাঙ্কুশনিভেনাত্ত দারশিত্য পদাসৃজৎ ॥”

৩।৫৬।৪৯-৫০

এই অবস্থায় রাবণের কার্য্যবর্ণনা এসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে—

“স ভগ্নধরা বিরথো হতাস্থো হতসারথিঃ ।

অক্লেদাদ্য বৈদেহীং পপাত ভূবি রাবণ ॥ ৩।৫৬।৫১

এই অধ্যায়রামায়ণে খড়্গের দ্বারা পক্ষাদি ছেদন উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভেদে বাল্মীকিরামায়ণে রাবণের দ্বারা ও খড়্গের দ্বারা—এই দুই প্রকারে পক্ষাদি ছেদন বর্ণিত আছে, বথা প্রাচ্যো,—

“ভস্য প্রমত্তমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ ।

পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বক চিচ্ছেদোদ্যম্য সারকম্ ॥”

৩.৫৭।৩১

পাশ্চাত্যো—

ভস্য বীৰ্য্যচ্ছমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ ।

পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বৌ চ খড়্গমুদ্রজ্য সোহচ্ছিন্নঃ ॥”

স্বাস্তঃপুরে রহন্তে তামশোকবিপিনেহক্ৰিপং ।

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত্তাং মাতৃবুধ্যানুপালয়ন্ ॥ ৬৫

রাবণ। তোমরা ভার্য্যাকে তুমি মুক্ত কর। হা মহাভাগ লক্ষ্মণ। আমি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি বটে, তথাপি তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি বাণ্যাকাণ্ডের দ্বারা তোমাকে আঘাত করিয়াছি, দেবর। তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর।’ সীতাকে এইভাবে উঠিলেঃষের ক্রন্দন করিতে দেখিয়া রাবণ রামের আগমনভয়ে ভীত হইল এবং সীতাকে লইয়া সত্বর বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। রাবণ যখন সীতাকে আকাশ-পথে লইয়া বাইতেছিল, তখন কমলবদনা সীতা অধোমুখ করিয়া পর্বতের শিখরে স্থিত পাঁচটি বানরকে দেখিতে বাইলেন। তখন সীতা নিজের আভরণাদি উন্মোচন করিয়া উত্তরীরে অর্দ্ধভাগে বন্ধন করত ‘রামকে বলিও’ এই কথা বলিয়া(৩) পর্বতে নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর সেই রাবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় বাইয়া প্রথমে নিজের স্বাস্তঃপুরে এবং পরে নির্জন স্থানে অশোকবনে (৪) সীতাকে স্থাপন করিল এবং তথায় রাক্ষসীদিগকে সীতার চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়া সীতাকে মাতার দ্বারা প্রতিপালন করিতে লাগিল ॥ ৫৮-৬৫

(২) বাল্মীকিরামায়ণে অস্ত্র রথের কথা উল্লিখিত হয় নাই বথা—

“স তু ভাং রাম রামেতি ক্রদন্তীং লক্ষ্মণেতি চ ।

অগ্ন্যাকাশমাদায় রাবণো জনকান্বজাম্ ॥” ৩।৫৮ ১৮

(৩) অলঙ্কারাদি নিক্ষেপবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণ,—

“হিরমাণা তু বৈদেহী কচিনাথমপশ্যতী ।

দদর্শ গিরিশৃঙ্গস্থানু পক্ষ বানরপুঞ্জবান্ ।

ভেবাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌবেরং কনকপ্রভম্ ।

উত্তরীরং বরারোহা ততাত্তাভরণানি চ ।

মুখোচ যদি রামস্য শংসেয়ুরিতি জানকী ॥ ৩।৬০।৫-৭

(৪) সীতাদেবীকে স্থাপনা বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে কোনও মতান্তর নাই,—

“স প্রবিশ্ত পুরীং লঙ্কাং সুবিভক্তমহাপথাম্ ।

নিদধে রাবণঃ সীতাং মন্যো মন্যামিবাশুরঃ ॥ ৩ ৫৪।১৩

আনয়ন্তং বনং সীতাং বভাং গজবধূমিব ।

ইতি প্রতিসমাধিকী রাক্ষস্যো রাবণেন ভাঃ ।

অশোকবনিকাং অগ্নদুর্মৈথিলীং পরিগৃহ্য তাম্ ॥

৩।৬২.৫৪-৫৫

কুশাভিদীনা পরিকর্মবজ্জিতা

ত্ব খেন শুষাদ্‌বদনাভিবিহ্বলা ।

হা রাম রামেতি বিলপ্যমানা

সীতা স্থিতা রাক্ষসবৃন্দमध्ये ॥ ৬৬

তখন সীতা কুশা হইয়া পড়িলেন এবং অভিশপ্ত দীনভাবাপন্ন হইলেন। তিনি সেই সময় শরীর সংস্কারাদি কোন কর্মই করিতেন না, দুঃখে তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া যাইল। ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া ‘হা রাম, হা রাম’ এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতা এইভাবে তখন সেই

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

রাক্ষসীদিগের (১) মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬

(১) রাক্ষসীদিগের মধ্যে বাম্পীকিরামায়ণের অনুকূল ব্যাখ্যা—

“সীতা শোকপরীতাত্মা মৈথিলী জনকাত্মজা ।

রাক্ষসীনাং বশং প্রাপ্তা ব্যাত্রীণাং হরিশী যথা ।

৩৬২।৩৭

শ্রীমদ্রহস্য বেদবাসপ্রণীত শ্রীমদ্বাখ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

[ জটায়ুযো মোক্ষলাভবর্ণনম্ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রামো মায়াবিনং হত্বা রাক্ষসং কামরূপিণম্ ।

প্রভস্বে স্বাশ্রমং গন্ত্য ততো দূরাদ্‌ দদর্শ তম ॥ ১

আয়াস্ত্যং লক্ষ্মণং দীনং মুখেন পরিশুশ্রুতা ।

রাববশ্চিস্তুয়ামাস স্বাত্মহ্রেষ মহামতিঃ ॥ ২

লক্ষ্মণস্ত ন জ্ঞানতি মায়াসীতাং ময়া কৃতাম্ ।

জ্ঞাত্বাপ্যেণং বক্ষ্যিষ্যে শোচামি প্রাকৃতো যথা ॥ ৩

যদ্যহং বিরতো ভূত্বা তুষ্ণীং স্থাস্যামি মন্দিরে ।

তদা রাক্ষসকোটীনাং বধোপায়ঃ কথং ভবেৎ ॥ ৪

অষ্টম অধ্যায় ।

[ জটায়ুর মোক্ষলাভ বর্ণন । ]

শ্রীরাম ইচ্ছানুসারে বহুরূপধারী মায়াবী রাক্ষস মারীচকে বধ করিয়া নিজের আশ্রমে অভিমুখে গমন করিলেন। তদনন্তর তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন,—লক্ষ্মণ শুষ্কবদনে দীনচিতে আসিতেছেন। তখন মহামতি রঘুনন্দন রাম নিজেকে নিজেই এরূপ চিত্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ২

আমি যে মায়াসীতা রচনা করিয়াছি, লক্ষ্মণ কিন্তু তাহা জানে না। বাহাই হউক, আমি সব কিছুই জানিয়াও প্রাকৃত সাধারণ মানুষের ভায় প্রবক্তা করিয়া লক্ষ্মণের নিকট শোক প্রকাশ করিব ॥ ৩

২ ৭ আমি এখন সীতার জন্য শোক প্রকাশাদি না করিয়া

যদি শোচামি তাং ত্বংসন্তপ্তঃ কামুকো যথা ।

তদা ক্রমেণাহুচিহ্নন্‌ সীতাং যাস্যেহমুরালয়ম্ ।

রাবণং সকুলং হত্বা সীতামগ্নৌ স্থিতাং পুনঃ ॥ ৫

ময়েব স্থাপিতাং নীত্বা যাতোহযোধ্যামতস্ত্রিতঃ

অহং মনুজ্যভাবেন জাতোহস্মি ব্রহ্মণাধিতঃ ॥ ৬

মনুজ্যভাবমাপন্নঃ কঞ্চিং কলং বসামি কৌ ।

ততো মায়ামনুজ্যস্ত চরিতং মেহমুশৃণুতাম্ ॥ ৭

মুক্তিঃ স্তাদপ্রয়াসেন মুক্তিমার্গাহুবন্তিনাম্ ।

নীচবে আশ্রমে অবস্থান করি, তাহা হইলে আর কোন্‌ উপায়েই বা কোটি কোটি রাক্ষসকে বধ করিব ? ৪

যদি আমি সম্প্রতি কামুক মানুষের ভায় দুঃখসন্তপ্ত হইয়া শোকপ্রকাশ করিতে থাকি, তাহা হইলে সীতা অশ্রবণের হলে ক্রমে ক্রমে আমি অসুর (রাক্ষস)-নিবাসে গমন করিতে পারিব। ভায়পর নিরলস হইয়া রাবণকে সবংশে ধ্বংস করত আমার দ্বারা স্থাপিতা অগ্নিতে অবস্থিতা সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় গমন করিব। ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে আমি মনুজরূপ ধারণ করত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছি ॥ ৫-৬

মনুজ্যভাব আশ্রয় করিয়া আমি কিছুকাল এই পৃথিবীতে বাস করিব। অতএব সংসারে আমার মনুজ-চরিত অর্থাৎ এই রাম অবতারে আচরিত লীলাসমূহ যাহারা ভক্তি মার্গানুসারী হইয়া শ্রবণ করিবে, তাহারা অনার্যসেই মুক্তি লাভ করিতে

নিশ্চিন্ত্যেব তদা দৃষ্টা লক্ষ্মণদমব্রবীৎ ॥ ৮  
 কিমর্থমাগতোহসি ত্বং সীতাং ত্যক্ত্বা মম প্রিয়াম্ ।  
 নীতা বা ভক্তিতা বাপি রাক্ষসৈর্জনকাজ্জা ॥ ৯  
 লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ সীতায়্য হর্বচো রুদন্ ।  
 হা লক্ষ্মণতি বচনং রাক্ষসোক্তং শ্রুতং তয়া ॥ ১০  
 তদ্বাক্যসদৃশং শ্রুত্বা মাং গচ্ছেতি ত্বরাহব্রবীৎ ।  
 রুদন্তী সা ময়া প্রোক্তা দেবি রাক্ষসভাষিতম্ ।  
 নেনং রামশ্চ বচনং স্বস্থা তব শুচিস্মিতে ॥ ১১  
 ইতোব্যং সাস্ত্বিতা সাধ্বী ময়া প্রোবাচ মাং পুনঃ ।  
 যত্নতঃ হর্বচো রাম ন বাচ্যং পুরতন্তব ॥ ১২  
 কর্ণে পিধায় নির্গত্য যাতোহহং ত্বাং সমীক্ষিতুম্ ।  
 রামস্তু লক্ষ্মণং প্রাহ তথাপ্যনুচিৎ কৃতম্ ॥ ১৩  
 ত্বয়া স্ত্রীভাষিতং সত্যং কুহা ত্যক্ত্বা শুভাননাম্ ।  
 নীতা বা ভক্তিতা বাপি রাক্ষসৈর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪

সমর্থ হইবে। একরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিয়া শ্রীরাম সেই সময় লক্ষ্মণকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন। ৭৮

ভাষ্যঃ। তুমি আমার প্রিয়া সীতাকে ত্যাগ করিয়া কিমত আসিতেছ? তাহা হইলে কি সেই জনকনন্দিনীকে রাক্ষসগণ লইয়া গিয়াছে কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে? ৯

তখন লক্ষ্মণ কৃতাজলি হইয়া রোদন করিতে করিতে সীতার হর্বাক্যের কথা বলিলেন। ‘হা লক্ষ্মণ!’ রাক্ষসকথিত এই বাক্য তিনি (সীতা) শ্রবণ করিলেন। ১০

ভোমার বাক্যের ভায় সেই রাক্ষস বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি বাগ্ন হইয়া আমাকে বলিলেন—লক্ষ্মণ! তুমি গমন কর। রোদনপরায়ণা তাঁহাকে আমি বলিলাম,—দেবি! ইহা রাক্ষসের বাক্য, এই বাক্য রামের নহে; অতএব শুচিস্মিতে। আপনি স্বস্থা হউন অর্থাৎ কোন চিন্তা না করিয়া বৈর্য্য অবলম্বন করুন। ১১

এইভাবে সাধ্বী সীতাদেবীকে আমি সান্ত্বনা দান করিলেও তিনি আমাকে পুনরায় যে হর্বাক্য বলিয়াছেন, হে রাম! আমি তাহা আপনাতঃ সন্দেহে বলিতে পারিব না। ১২

ভারপর আমি (কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া) হুই হস্তে কর্ণধর আচ্ছাদিত করিয়া পর্ণশালা হইতে নির্গত হইয়া ভোমাকে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—তথাপি তুমি অনুচিত কার্য্যই করিয়াছ। ১৩

তুমি স্ত্রীজনের বাক্যকে সত্য মনে করিয়া সেই সুবদনাকে

ইতি চিন্তাপরো রামঃ স্বাশ্রমং ত্বরিতো যয়ো ।  
 তত্রাদৃষ্টা জনকজাং বিলম্বাপাতিত্বাখিতঃ ॥ ১৫  
 হা প্রিয়ে ক গত্যসি ত্বং নাসি পূর্ববদাত্মমে ।  
 অথবা মদ্বিমোহার্থং লীলয়া ক বিলীয়সে ॥ ১৬  
 ইত্য্যচিহ্নং বনং সর্বং নাপশ্যজ্জানকীং তদা ।  
 বনদেব্যঃ কৃতঃ সীতাং ত্রুৎস্ত মম বল্লভাম্ ॥ ১৭  
 যুগাশ্চ পক্ষিণো বৃক্ষা দর্শয়ন্ত মম প্রিয়াম্ ।  
 ইতোব্যং বিলপয়েব রামঃ সীতাং ন কুত্রচিৎ ॥ ১৮  
 সর্বজ্ঞঃ সর্বদৃগ্ ব্যাপী নাপশ্যত্ৰঘুনন্দনঃ ।  
 আনন্দোহপ্যায়শোচৎ তামচলোহপ্যানুধাবতি ॥ ১৯  
 নির্মমো নিরহঙ্কারোহপ্যখণ্ডানন্দরূপবান্ ।  
 মম জায়েতি সীতেতি বিলম্বাপাতিত্বাখিতঃ ॥ ২০  
 এবং মায়ামনুচরঙ্গসক্তোহপি রঘুতমঃ ।  
 আসক্ত ইব মৃঢ়ানাং ভাতি তদ্ববিদাং ন হি ॥ ২১

ত্যাগ করিয়াছ। এই সময়ের মধ্যে সেই সীতাকে রাক্ষসগণ লইয়া গিয়াছে কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ১৪

এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইয়া শ্রীরাম অতিশ্রুত নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় জনকনন্দিনী সীতাকে না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৫

হা প্রিয়ে। তুমি কোথায় গিয়াছ? তুমি পূর্বের ভায় এখন আশ্রমে অবস্থান করিতেছ না কেন? অথবা আমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য লীলাচ্ছলে কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছ? ১৬

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বনমধ্যে জানকীকে অন্বেষণ করিয়াও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বনদেবী ও বহু পশু-পক্ষিগণকে লিঙ্কাসা করিলেন,—বনদেবীগণ! আমার প্রাণপ্রিয়া সীতা কোথায়? তাহা আমাকে বলুন। ১৭

পশু, পক্ষী ও বৃক্ষসকল। ভোমরা আমার প্রিয়া সীতাকে দেখাও। সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বব্যাপী রঘুনন্দন রাম সীতাদেবীকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া এইরূপ বহু বিলাপ করিলেন। তিনি আনন্দময় পরমপুরুষ হইয়াও সেই সময় শোক করিতে লাগিলেন এবং অচল—নিরাকার অঙ্গরূপ হইয়াও তখন সীতাদেবীগণের চারিদিকে অনুধাবন করিতে লাগিলেন। ১৮-১৯

মমতাশূভ, নিরহঙ্কার পূর্ণানন্দরূপ হইয়াও রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম ‘আমার আরা সীতা’ এরূপ বলিতে বলিতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। ২০

এবং বিচিন্ সকলং বনং রামঃ সলক্ষণঃ ।  
 ভগ্নরথং ছত্রচাপং কুবরং পতিতং ভূবি ॥ ১২  
 দৃষ্ট্ৱা লক্ষণমাহেদং পশ্য লক্ষণ কেনচিৎ ।  
 নীয়মানং জনকজ্ঞাং তং জিত্বাশ্চো জহার তাম্ ॥ ১৩  
 ভতঃ কঙ্কিষুবো ভাগং গতা পর্বতসন্নিভম্ ।  
 রুধিরাক্তং বপুদৃষ্ট্ৱা রামো বাক্যগথাত্মকং ॥ ১৪  
 এষ বৈ ভক্ষয়িত্বা তাং জ্ঞানকীং শুভদর্শনাম্ ।  
 শেতে বিবিক্তেহতিতৃপ্তঃ পশ্য হস্মি নিশাচরম্ ॥ ১৫  
 চাপমানয় শীঘ্রং মে বাণঞ্চ রঘুনন্দন ।  
 তচ্ছ ৱা রামবচনং জটায়ুঃ প্রাহ ভীতবৎ ॥ ১৬  
 মাং ন মারয় ভদ্রং তে ত্রিয়মাণং স্বকর্মণা ।  
 অহং জটায়ুস্তে ভাৰ্য্যাহারিণং সমুজ্জ্বতঃ ॥ ১৭  
 রাবণং ভদ্র যুদ্ধং মে বভূবারিবিমর্দন ।

রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম বাস্তবিক কোনও বিষয়ে আসক্ত না হইলেও যুদ্ধ অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট বিষয়াসক্ত বলিয়াই প্রতিভাত হন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের নিকট সেইরূপ প্রতিভাত হন না ॥ ১১

এইভাবে রাম লক্ষণের সহিত সমস্ত বনভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে একস্থানে গুপ্ত রথ, ছত্র, ধনু ও রথের কুবর ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া লক্ষণকে বলিলেন,—লক্ষণ! কোনও একজন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া বাইতেছিল, সেই সময় অস্ত্র একজন আসিয়া তাহাকে পরাভিত করত সেই সীতাকে হরণ করিয়াছে ॥ ১২-১৩

ভদনন্তর শ্রীরাম বনভূমির কোনও এক ভাগে বাইয়া রক্তাক্ত-দেহ এবং পর্বতভূম্য বিশালকায় জটায়ুকে দেখিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১৪

(১) বাল্মীকিরামায়ণে জটায়ুর অবস্থার বৈচিত্র্য এবং রামের কোপ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এতলে উল্লিখিত হইল,—“ভতঃ পর্বতভূতাত্মং ত্রিপদকং বিজোত্তমম্ । দদর্শ পতিতং ভূমৌ কতজার্জং জটায়ুম্ ॥ তং দৃষ্ট্ৱা গিরিশঙ্কশং রামো লক্ষণমব্রবীৎ । অনেন সীতা বৈদেহী ভক্ষিতা ন সংশয়ঃ ॥ গৃধ্ররূপমিদং রক্ষো ব্যক্তং ভ্রমতি কাননে । ভক্ষয়িত্বা বিশালাকীং সীতামাস্তে বথাস্থম্ ॥ এনং হনিষ্যে দীপ্তাগ্নৈঃ শীঘ্রং বাটনরজিগ্নৈঃ ॥ জাতরোষঃ সহস্রাক্ষো বজ্রেনেব মহাচলম্ ॥”

তস্ত বাহান্ রথং চাপং ছিত্বাহং তেন ঘাতিতঃ ॥ ১৮  
 পতিতোহস্মি জগন্নাথ প্রাণান্ত্যক্ষ্যামি পশ্য মাম্ ।  
 তচ্ছ ৱা রাবণো দীনং কণ্ঠপ্রাণং দদর্শ হ ॥ ১৯  
 হস্তাভ্যাং সংস্পৃশন্ রামো দ্ব্যখাশ্চবৃত্তলোচনঃ ॥ ২০  
 জটায়ো জ্রহি মে ভাৰ্য্যা কেন নীতা শুভাননা ।  
 মৎকার্যার্থং হতোহসি ভ্রমতো মে প্রিয়বান্ধবঃ ॥ ২১  
 জটায়ুঃ সন্নয়া বাচা বস্ত্রাদুরক্তং সমুদ্রমন্ ।  
 উবাচ রাবণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ॥ ২২  
 আদায় মৈথিলীং সীতাং দক্ষিণাভিমুখে যায়ো ।  
 ইতো বক্তুং ন মে শক্তিঃ প্রাণান্ত্যক্ষ্যামি তেহগ্রতঃ ॥ ২৩  
 দিষ্ট্যা দৃষ্টোহসি রাম তং ত্রিয়মাণেন মেহনঘ ।  
 পরমাত্মাহসি বিমুত্তুং মায়ামমুজ্জরপথক্ ॥ ২৪  
 অন্তকালেহপি দৃষ্ট্ৱা ত্বাং মুক্তোহহং রঘুনন্দন ।  
 হস্তাভ্যাং স্পৃশ মাং রাম পুনর্থাশ্চ্যামি তে পদম্ ॥ ২৫

এই রাক্ষসই সেই শুভদর্শনা জনকনন্দিনী সীতাকে ভক্ষণ করিয়া অভিশর ভূতলাভ করত এই নির্জন স্থানে শয়ন করিয়া রহিয়াছে । (১) রঘুনন্দন লক্ষণ। তুমি শীঘ্র আমার ধনু ও বাণ আনয়ন কর, আমি নিশাচরকে বধ করিব । এই রামবাক্য শ্রবণ করিয়া জটায়ু বেন ভীত হইয়া বলিল ॥ ২৫-২৬

রাম। তুমি আমাকে মারিও না। তোমার কল্যাণ হউক। আমি নিজ কর্মের দ্বারাই মগ্নিতে বসিয়াছি। আমি জটায়ু, তোমার ভাৰ্য্যাপহারী রাবণের আমি পশ্চাত্তাপন করি। শত্রুনাশন। তথায় রাবণের সহিত আমার যুদ্ধ হয়। আমি তাহার বাহনসকল, রথ ও ধনু ছেদন করিলে সেই রাবণ আমাকে প্রত্যাঘাত করিয়াছে ॥ ২৭-২৮

জগন্নাথ। সেই কারণে আমি ভূতলে পতিত হইয়াছি। আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুমি আমাকে কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন কর। এই কথা শুনিয়া রাম কণ্ঠাগতপ্রাণ দীন জটায়ুকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

ভাগবত রাম হৃষিত হইয়া অক্ষপূর্ণনয়নে দুই হস্তে জটায়ুকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—জটায়ু, তুমি বল, আমার ভাৰ্য্যা সুবদনা সীতাকে কে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? তুমি বেহেতু আমার কার্য্য করিবার অস্ত্র নিহত হইয়াছ, অতএব তুমি আমার প্রিয়বান্ধব ॥ ৩০-৩১

তখন জটায়ু মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে অবসর অর্থাৎ অস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন,—রাম। ভগ্নরথ পরাক্রমশালী



তথেষ্ঠি রামঃ পম্পর্শ তদঙ্গং পণিনা স্ময়ন্ ।  
 ততঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জটায়ুঃ পতিতো ভূবি ॥ ৩৬  
 রামস্তমহুশোচিৎ বজ্রবৎ সাক্ষলোচনঃ ।  
 লক্ষ্মণেন সমানায় কাষ্ঠানি প্রদদাহ তম্ ॥ ৩৭  
 স্নাত্বা ত্বংধেন রামোহপি লক্ষ্মণেন সমধিতঃ ।  
 হত্বা বনে যুগং তত্র মাংসখণ্ডান্ সমস্ততঃ ॥ ৩৮  
 শাঙ্কলে প্রাক্ষিপদ্ রামঃ পৃথক্ পৃথগনেকধা ।  
 ভক্ষন্ত পক্ষিণঃ সর্বৈ তৃপ্তৌ ভবতু পক্ষিরাট্ ॥ ৩৯  
 ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ প্রাহ জটায়ো গচ্ছ মৎপদম্ ।  
 মৎসারূপ্যং তজ্জবায়া সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ৪০  
 ততোহনন্তরমেবাসৌ দিব্যরূপধরঃ শুভঃ ।  
 বিমানবরমারুহ্য ভাস্বরং ভাহুসম্ভিতম্ ॥ ৪১  
 শব্দ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীটবরভূষণৈঃ ।

রাক্ষস রাবণ মিথিলাপতি জনকের কন্যা সীতাকে লইয়া দক্ষিণ-  
 দিক্ অভিমুখে গমন করিয়াছে । (১) ইহার অধিক আমি আর  
 কিছু বলিতে সমর্থ হইতেছি না, এখন আমি তোমার সম্মুখে  
 প্রাণ পরিত্যাগ করিব । রাম । আমার সৌভাগ্যবশতঃ আজ  
 আমি মুমূর্ষু অবস্থার তোমাকে দর্শন করিতেছি । নিম্পাপ  
 রাম । তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু, মায়াবলে এই মনুষ্যরূপ  
 ধারণ করিয়াছ । ৩২-৩৪

রঘুবংশশ্রেষ্ঠ । এই অন্তিমকালে তোমাকে দর্শন করত  
 আমি মৃত হইয়া যাইলাম । রাম । তুমি হই হস্তের দ্বারা  
 আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে আমি পুনরায় তোমার  
 পরপদ প্রাপ্ত হইব । ৩৫

‘তাহা হউক’ বলিয়া রাম ঈষৎ হস্তমধুরবদনে হস্তের  
 দ্বারা সেই জটায়ুর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন । তারপর জটায়ু প্রাণ  
 পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল । ৩৬

তখন রাম বজ্রের মর্যে শোকপ্রকাশের ভায় অশ্রুপূর্ণনয়নে  
 জটায়ুর অস্ত শোক প্রকাশ করিতে করিতে লক্ষ্মণের দ্বারা কাষ্ঠ-  
 সমূহ আনাইয়া সেই জটায়ুকে দাহ করিলেন । ৩৭

তারপর রাম লক্ষ্মণের সহিত গুপ্ত সহকারে স্নান করত বনে  
 বহুসংখ্যক যুগ বধ করিয়া তাহাদের মাংসখণ্ডসমূহ বনের  
 চারিদিকে নবতৃণপূর্ণ ভূতলে পৃথক্ পৃথক্ ভাগে নিক্ষেপ

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বাস্কাকি—“অথ শ্রীভক্ত মে পক্ষৌ  
 দ্বিষ্টা বৃদ্ধস্ত রাবণঃ । অক্লেদাদায় বৈদেহীযুগপাত  
 বিহারস্য” ॥ ২।২০।২১

• • • • •  
 সীতামাদায় বৈদেহীং প্রবাতো দক্ষিণামুখঃ ॥ ৩০৭।১৪

ভোভয়ন্ স্বপ্রকাশেন সীতাস্বরধরোহমলঃ ॥ ৪২

চতুর্ভিঃ পার্শ্বদৈবিক্ষোভাদৃশৈরভিপূজিতঃ ।

স্তুয়মানো যোগিগণৈ রামমাত্ম্য সত্বরঃ ।

কৃতাজলিপুটো ভূত্বা তুষ্টাব রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৩

জটায়ুরুবাচ ।

অগণিতগুণমগ্রমেয়মাভ্যং

সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্ ।

উপরমপরমং পরাশ্রভুতং

সততমহং প্রণতোহস্মি রামচন্দ্রম্ ॥ ৪৪

নিরবধিস্থখমিন্দ্রিরাকটাক্ষং

ক্ষপিতশুরেন্দ্রচতুর্মুখাদিহুঃখম্ ।

নরবরমনিশং নভোহস্মি রামং

বরদমহং বরচাপবাণহন্তম্ ॥ ৪৫

করিলেন এবং বলিলেন—বনের সমস্ত পক্ষীরা এই সব মাংস  
 ভক্ষণ করুক এবং ইহাতে পক্ষিরাই জটায়ু তৃপ্ত হউক । ৩ - ৩৯

এই কথা বলিয়া রাম জটায়ুকে বলিলেন,—জটায়ু তুমি ।  
 আমার পরমপদে গমন কর এবং সকল লোকের সাক্ষাতেই  
 আজ তুমি আমার সরূপতা লাভ কর (২) ॥ ৪০

তদনন্তর নির্মল পক্ষিরাই জটায়ু দিব্যরূপ ধারণ করত  
 পীতবস্ত্র পরিধান পূর্বক সূর্য্যাতুলা সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ  
 করিলেন । তখন তিনি শব্দ, চক্র, গদা, পদ্ম, কিরীট প্রভৃতি  
 শ্রেষ্ঠ ভূষণসমূহের দ্বারা এবং স্বীয় অঙ্গকাষ্ঠের দ্বারা চারিদিক্  
 উদ্ভাসিত করিলেন । ঐরূপ চারিজন বিষ্ণুর পার্শ্বদ তথায়  
 আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন । যোগিগণ তৎকালীন

(২) জটায়ুর উক্ত পতি লাভের অন্ত রামবাক্য বাস্কাকীরে—  
 “এবমুক্ত্বা চিত্তাং দৌণ্ড্যমারোপ্য পতগেশ্বরম্ । দদাহ রামো  
 ধর্ম্মাত্মা পতগেল্লং জটায়ুমম্ । রামোহথ সহসৌমিত্রিবিগাহ  
 জলমোহস্য । কৃত্বা চৌদককার্য্যং তু শ্রীভরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ।  
 রোহিমাংসানি চোৎকৃত্য পেষাকৃত্য মহাবশাঃ । শকুনেভ্যো  
 দদৌ রামো বভে হরিভশাঙ্কলে । যং তু যতস্ত মর্ত্তস্ত জপতীহ  
 দ্বিজাভরঃ । তং স্বর্গগমনে ভস্য যন্ত্রং রামো অজাপ হ ।  
 ভতো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরবরাগজ্যো । উদকং দদতুভ্যে  
 গৃধ্ৰুরাজে জটায়ুবে ॥ ৩৭।২০।২১-৪১  
 পদ্মপুরাণেও দেখা যায়,—

‘ইত্যুক্ত্বা রাঘবস্যাগ্রে সহসা ভ্যক্তজীবিতঃ । সংক্কারমকরৌ  
 রামস্তস্য ব্রজবিধানতঃ । স্বপদক দদৌ ভস্মৈ যোগিগণ্য  
 সনাতনম্ । রাঘবস্য প্রসাদেন স গৃধ্ৰুঃ পরমং পদম্ । হরঃ  
 সানাতনুপেণ স্তুজিৎ প্রাপ খগোত্তমঃ ॥

ত্রিভুবনকমনীয়রূপমীডাং

রবিশতভাসুরমীহিতপ্রদানম্ ।

শরণদমনিশং সুরাগমূলে

কৃতনিলয়ং রঘুনন্দনং প্রপত্তে ॥ ৪৬

ভববিপিনদবাগ্নিনামধেয়ং

ভবমুখদৈবতদৈবতং দয়ালুম্ ।

দমুজপতিসহস্রকোটিনাশং

রবিতনয়াসদৃশং হরিং প্রপত্তে ॥ ৪৭

অবিরতভবভাবনাতিদূরং

ভববিমুখৈর্মুনিভিঃ সদৈব দৃশ্যম্ ।

ভবজলধিসুভারণাঙ্ঘ্রিপোভং

শরণমহং রঘুনন্দনং প্রপত্তে ॥ ৪৮

গিরিশগিরিশুভামনোনিবাসং

গিরিবরধারিণমীহিতাভিরামম্ ।

সুরবরদমুজেন্সেবিতাঙ্ঘ্রিঃ

সুরবরদং রঘুনায়কং প্রপত্তে ॥ ৪৯

পরধন-পরদারবর্জিতানাং

পরগুণভূতিষু তুষ্টমানসানাম্ ।

পরহিতনিরতাক্ষানাং সুরেব্যং

রঘুবরমমুজলোচনং প্রপত্তে ॥ ৫০

শ্রিতরুচিরবিকসিতাননাক্ষ-

মতিমূলভং সুররাজনীলনীলম্ ।

সিতজলরুহচাক্ষুণেত্রশোভং

রঘুপতিমীশগুরোগুর্কং প্রপদ্যে ॥ ৫১

হরিকমলজশঙ্করূপভেদাং

ভূমিহ বিভাসি গুণত্রয়ানুবৃত্তঃ ।

রবিরিব জলপূরিভোদপাত্রে-

ধমরপতিস্ততিপাত্রমীশমোড়ে ॥ ৫২

রতিপতিশতকোটিসুন্দরাক্ষং

শতপথগোচরভাবনাবিদূরম্ ।

যতিপতিস্রদয়ে সদা বিভাভং

রঘুপতিমাস্তিহরং প্রভুং প্রপদ্যে ॥ ৫৩

দিবাক্রপহারী জটায়ুর স্তব আরম্ভ করিলেন এবং জটায়ু সত্তর রামের নিকট গমনের অনুমতি গ্রহণ করত কৃতজ্ঞালি হইয়া রঘুনন্দন ঈরামের স্তব করিতে লাগিলেন । ৪১-৪৩

জটায়ু বলিলেন,—যিনি অগণিত গুণাবলিতে বিভূষিত, অতএব অশ্রমেয়—মন-বৃদ্ধি প্রভৃতির অগোচর (অথবা অনন্ত শক্তিশালী) বলিয়া যিনি দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন), আদ্য—সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া যিনি পরম কারণ, সকল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের আদি হেতু, শান্তি স্বীকার শোভা অথবা শান্তস্বরূপ, পরমাত্মা ঈরামচন্দ্রকে আমি সন্তত প্রণাম করি । ৪৪

যিনি অখণ্ডব্রহ্মস্বরূপ (অতথায় 'সুখস্থানস্বরূপ হৃৎখং হৃৎস্থানস্বরূপং সুখম্' এই ক্রমে সুখ স্বরূপ জীবনে আসিবেই, তখন জীব কেন ভগবানের সেবা করিবে? এইতত্ত্ব মহর্ষি জটায়ুস্বপ্নে বলিলেন—নিববিস্ময়), যিনি লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র কটাক্ষপাত্র, যিনি দেবেজ ও ব্রহ্মাদির হৃৎ নাশ করিয়াছেন, যিনি হস্তে শ্রেষ্ঠ ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি বর দান করেন, সেই নরোত্তম ঈরামচন্দ্রকে আমি সন্তত প্রণাম করি । ৪৫

যিনি ত্রিভুবনে একমাত্র কখনীক রূপধারী অর্থাৎ ত্রিলোকে যিনি একমাত্র পরমসুন্দর, শতসূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান (ইহার দ্বারা 'তমোনাশকারী' বলা হইল।), সকল অভীষ্টপ্রদ,

উত্তম প্রীতিমান ব্যক্তিগণের চিত্তে যিনি বাস করেন (অথবা সুরাগ সুর+অগ=সুরাগ দেবতরু—কল্পবৃক্ষ তাহার মূলে যিনি বাস করিতেছেন) এবং যিনি সকলেরই রক্ষক ('শরণং গৃহ-রক্ষিতোঃ' ইতি কোষাৎ), আমি সেই স্তবনীর রঘুনন্দন ঈরামের শরণ গ্রহণ করিলাম । ৪৬

স্বীকার নাম (রাম)-রূপ দাবাগ্নি সংসাররূপ বনকে দহন করেন, যিনি শিবাদি দেবভাগ্যেরও দেবভা, যিনি সদা দয়ালু, যিনি সহস্রকোটি অর্থাৎ অসংখ্য অসুরশ্রেষ্ঠগণকে নাশ করিয়াছেন এবং সূর্য্যাক্তা রঘুনার জলের দ্বারা যিনি নীলকান্তি, সেই সর্ব্ব-পাপহারী ঈরামের শরণাগত হইলাম । ৪৭

স্বীকারা অবিরত সংসারভাবনার নিমগ্ন, তাহাদের পক্ষে যিনি অভিধূলভ; কিন্তু স্বীকারা সংসারবিমুখ, সেই মুনিগণের যিনি সদা নয়নগোচর হইয়া থাকেন, এবং স্বীকারা ঈচরণমূল ভবসাগর সহজে পার হইবার তরলী, সেই রঘুনন্দন ঈরামের আমি শরণ গ্রহণ করিলাম । ৪৮

পর্ব্বতশালী শিবের ও হিমালয়কর্তা পার্ব্বতী দুর্গার মন স্বীকার সন্তত বাসস্থান, যিনি কৃপাবতারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিবেন (অথবা যিনি কুর্খরূপে মন্দ্র পর্ব্বত ধারণ করিয়া ছিলেন), যিনি নানা জীলা দ্বারা পরম রমণীয় বলিয়া লীলামনোহর, সুরপতি ও অসুরপতিগণ সদা স্বীকার ঈচরণের

ইত্যেবং স্তবতস্তস্য প্রমল্লোহভূদ্রঘৃতমঃ ।

উবাচ গচ্ছ ভদ্রং তে মম বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৫৪

শৃণোতি য ইদং স্তোত্রং লিখেদ বা নিয়তঃ পঠেৎ ।

স যাতি মম সাক্ষপাং সততং মংপরায়ণঃ ॥ ৫৫

সেবা করেন এবং দেবগণকে যিনি বর দান করেন, সেই রঘুনাথ  
শ্রীরামচন্দ্রের আমি শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৯

যাঁহার। পরধন ও পরস্বীগ্রহণে লোলুপ নন, যাঁহাদের  
পরের গুণে ও ঐশ্বর্য্যে মন সন্তুষ্ট থাকে, যাঁহার। অপরের হিতে  
নিরত থাকেন, সেই ব্যক্তিগণই যাঁহার সূত্রে সেবা করেন, আমি  
সেই কমললোচন রঘুবর শ্রীরামের শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫০

যাঁহার সহাস্য বদন বিকসিতগদ্যের ভায় পরম রমনীয়,  
ভক্তগণের নিকট নিকট যিনি অতিসুলভ, যিনি ইন্দ্রনীল মণিসদৃশ  
নীল কাণ্ডিসম্পন্ন এবং শুভ্র কমলসদৃশসুন্দর যাঁহার নয়নশোভা,  
আমি অগদগুরু শিবের গুরু সেই রঘুপতি শ্রীরামের শরণগ্রহণ  
করিলাম ॥ ৫১

হে নাথ ! সূর্য্য এক হইয়াও জলপূরিত পাত্রে প্রতিবিম্বিত  
হইয়া যেরূপ বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, সেইরূপ  
তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ ভেদে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং  
শিব—এই তিনপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত  
হইতেছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি এক ; অতএব দেবরাজ  
ইন্দ্রেরও স্তুতিভাজন পরমেশ্বর তোমার আমি স্তুতি করি ॥ ৫২

যিনি শতকোটি রতিপতি কামদেবের ভায় পরম সুন্দর অঙ্গ-  
সমূহে বিরাজিত অর্থাৎ যিনি ত্রৈলোক্যমোহন সুন্দরমূর্ত্তি, যিনি

শ্রীমদ্বিষ্ণু বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্বাখ্যায়ামরণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ইতি রাঘবভাষিতং ভদা

শ্রুতবান্ হর্ষসমাকুলো বিজঃ ।

রঘুনন্দনসাম্যমাস্থিতঃ

প্রযয়ো ব্রহ্মস্তুপূজিতং পদম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদ্বাখ্যায়ামরণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে

অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮

নানাপথগামী চিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অতিদুর্লভ (অথবা শত-  
পথনামক বেদভাগের গোচরীভূতা ভাবনারও অতিদূরবর্তী ;  
কারণ, তুমি মন আদির অগোচর “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে  
অপ্রাপ্য মনসা সহ ।” তৈত্তি ৩২।৫।১ ) এবং যিনি সনকাদি  
ষড়িরাঙ্গগণের হৃদয়ে সদা প্রতিভাত হন, আমি সেই সর্ব্বব্যাপা-  
হারী প্রভু শ্রীরামের শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫৩

এইরূপে স্তবকারী জটায়ুর প্রতি রঘুলভূষণ রাম প্রসন্ন  
হইলেন এবং বলিলেন,—জটায়ু ! তোমার মঙ্গল হউক ।  
তুমি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আমার পরম পদে (বৈকুণ্ঠে)  
গমন কর ॥ ৫৪

যে ব্যক্তি এই জটায়ুকৃত এই স্তব প্রত্যহ শ্রবণ করিবে, নিভা  
লিখিবে কিংবা সংযতচিত্তে নিজ পাঠ করিবে, সেই সদা মং-  
পরায়ণ (আমিই কেবল যাঁহার আশ্রয়, সেই ব্যক্তিকেই বলে  
‘মংপরায়ণ’) ব্যক্তি আমার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫

পক্ষিবর জটায়ু শ্রীরামচন্দ্রকথিত এই বাক্য হর্ষপূর্ণমানসে  
শ্রবণ করিলেন । তদনন্তর তিনি শ্রীরামের সমতা লাভ করত  
ব্রহ্মাকর্ত্তক সুপূজিত বিষ্ণুর পরমপদ বৈকুণ্ঠধামে গমন  
করিলেন ॥ ৫৬

## নবমোঃধ্যায়ঃ ॥

[ কবছমোক্ষণবৃত্তান্তকথনম্ । ]

ঐমহাদেব উবাচ :

ভভো রামো লক্ষ্মণেন জগাম বিপিনান্তরম্ ।  
পুনর্হঃখং সমাপ্তিত্য সীতাদেষণভংগরঃ ॥ ১  
তত্রাস্তুতসমাকারো রাক্ষসঃ প্রত্যদৃশ্যত ।  
বক্ষশ্চৈব মহাবক্তৃশ্চক্ষুরাদিবিবর্জিতঃ ॥ ২  
বাহু যোজনমাত্রেন ব্যাপৃতো তস্য রক্ষসঃ ।  
কবছো নাম দৈত্যোজঃ সর্বসত্ত্ববিহিংসকঃ ॥ ৩  
তদ্বাহোহোর্মধ্যদেশে ভৌ চরন্তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ।

নবম অধ্যায় ।

[ কবছমোক্ষণ-বৃত্তান্তকথন । ]

ঐমহাদেব বলিলেন,—ভদ্রনন্দন ঐরাম পুনরায় হঃখপূর্ণ  
হৃদয়ে( টীকাকার মতে ‘হঃখের অভিনয় করিয়া’) সীতাদেষণে  
ভংগর হইয়া লক্ষ্মণের সহিত অস্ত্র বনে (১) গমন করিলেন । ১  
তথায় অস্ত্রত আকৃতিবিশিষ্ট এক রাক্ষস তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর  
হইল । এই রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে এক বিশাল মুখ (২) আছে,  
কিন্তু সেই মুখে চক্ষু কণাদি কিছুই নাই । ২

এই রাক্ষসের দুই বাহু লম্বায় যোজনপরিমিত, সর্বপ্রাণি-  
হিংসক এই দৈত্যরাজের নাম ‘কবছ’ । ৩

তাঁহার এই বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের মধ্যভাগে ঐরাম ও লক্ষ্মণ  
বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসের দুই বাহুতে পরিবেষ্টিত  
হইয়া মহাবল রাক্ষসকে দেখিতে লাগিলেন । ৪

ভারপর ঐরাম হাস্য করিতে করিতে লক্ষ্মণকে বলিলেন,—  
লক্ষ্মণ । এই রাক্ষসকে দেখ, এই রাক্ষসের মস্তক ও পদ নাই,  
কিন্তু ইহার বক্ষে মুখ রহিয়াছে । ৫

(১) এ বিষয়ে ঐমদভাগবতে দেখা যায়,—

“রক্ষোহধমেন বৃকবদ্বিগিনেহসমক্ষং  
বৈদেহরাজহৃদিতর্ধ্যাপযাপিতারাম্ ।

ভ্রাতা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিবৃক্তঃ

ত্ৰীসজিনাং গতিমিতি প্রথয়ংস্কার ।”

১১০১১১

(২) মহর্ষিবাল্মীকি কবছসদৃশে বাহা বলিয়াছেন,—

“অথ ভদ্র মহাদোরং বিকৃতং তং মহোচ্ছুরম্ । বিবৃক্ত-  
বশিরোজীবং কবছমুদরে মুখম্ রোমভির্নিচিহ্নং তীক্ষ্ণমর্ধা-

দদর্শতুর্মহাসত্ত্বং তদ্বাহুপরিবেষ্টিভৌ ॥ ৪

রামঃ প্রোবাচ বিহসন্ পশ্য লক্ষ্মণ রাক্ষসম্ ।

শিরঃ-পাদবিহীনোহয়ং যস্য বক্ষসি চাননম্ ॥ ৫

বাহুভ্যাং লভ্যতে যদ্ যৎ তত্ত্বস্তক্ণং স্থিতো ধ্রুবম্ ।

আবামপি তয়োর্বাহোর্মধ্যৈ সঙ্কলিতৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬

গন্তুমাত্র মার্গো ন দৃশ্যতে রঘুনন্দন ।

কিং কর্তব্যমিতোহস্মাভিরিদানৌ ভক্ষয়েৎ স নৌ ॥ ৭

লক্ষ্মণস্তমুবাচেদং কিং বিচারেণ রাঘব ।

আবামেকৈকমব্যাত্রৌ ছিন্দ্যাং রক্ষোভুজৌ ধ্রুবম্ ॥ ৮

এই রাক্ষস দুই হস্তে বাহা বাহা প্রাপ্ত হয়, নিশ্চয়ই তাহা  
তাঁহা ভক্ষণ করিয়া জীবিত আছে । আমরা উভয়েও ইহার  
দুই হস্তের মধ্যেই পতিত হইয়াছি । ৬

রঘুনন্দন । অস্ত্র চলিয়া যাইবার পথও আমি দেখিতেছি  
না ; অতএব আমাদের এখন কি করা কর্তব্য ? এই রাক্ষস  
আমাদের দুই জনকে এখনই ভক্ষণ করিবে । ৭

তখন লক্ষ্মণ ঐরামকে এই কথা বলিলেন,—রাঘব । এখন  
আবার কর্তব্যবিচারের কি আছে ? আমরা উভয়ে কোনরূপ  
উষেলিত না হইয়া এক একটি করিয়া রাক্ষসের দুই বাহু ছেদন  
করি । ৮

শিরিমিবোচ্ছ্রিতম্ । নীলমেঘনিভং ঘোরং মেঘন্তনিতনিয়নম্ ॥  
মহতা চাতিপিচ্ছেদ বিপুলেনায়ত্তেন চ । একেনোরসি দীর্ঘেণ  
নয়নেনাতিদশিনা । মহাদংষ্ট্রোপগম্য তং বলিং সর্বযাভিনম্ ।  
ভক্ষয়ন্ত মহাকায়ং ঘোরানুকমহাধিপান্ । ভূজৌ দীর্ঘৌ  
বিকূর্বাণং ঘোরৌ যোজনমায়তৌ । আদায় বিবিধাংশৈশ্চৈব  
করাভ্যাং যুগপক্ষিণঃ । আকর্ষন্ত বনাং তস্মাদনেকান্  
যুগবৃথপান্ । স্থিতমাবৃত্য পশ্চাত্তং কবছং ভাবপশ্চাত্তাম্ ।

৩৭৪১৪-১১

• • • • •

পশুপুরণে আছে, শবরীর সহিত মিলনের পর ঐরাম  
কবছকে বিনাশ করেন,—

বধা—“ফলান্যাযাদ্য কাংকুংহস্তম্মৈ মৃক্তিং দদৌ পরাম্ ।

ভভঃ পশ্যাসরো গদা রাঘবঃ শত্রুসূদনঃ । জঘান রাক্ষসং ভজ  
কবছং ঘোররূপিণম্” । উত্তরখণ্ডে ২৪২

তথৈতি রামঃ খড়্গেন ভূজং দক্ষিণমচ্ছিনৎ ।  
 তথৈব লক্ষ্মণো বামং চিচ্ছেদ ভূজমঞ্জসা ॥ ৯  
 ততোহতিবিস্মিতো দৈত্যো কৌ শূবাং সুরপুঙ্গবো ।  
 মদ্বাহছেদকৌ লোকে দিবি দেবেষু বা কুতঃ ॥ ১০  
 ততোহত্রবীক্ষসন্নেব রামো রাজীবলোচনঃ ।  
 অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ॥ ১১  
 রামোহহং তস্ম পুত্রোহসৌ ভ্রাতা মে লক্ষ্মণঃ সুখীঃ ।  
 মম ভার্য্যা জনকজা সীতা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ১২  
 আবাং যুগয়য়া বাতো তদা কেনাপি রক্ষসা ।  
 নীতাং সীতাং বিচিষন্তো চাগতো ঘোরকাননে ॥ ১৩

‘ভাহাই হউক’ বলিয়া রাম খড়্গের দ্বারা রাক্ষস কবছের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন । (১) সেইরূপ লক্ষ্মণও সত্তর রাক্ষসের বাম হস্ত ছেদন করিয়া ফেলিলেন । ৯

তদনন্তর সেই দৈত্য কবছ অভিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—দেবশ্রেষ্ঠ ভোমার দুইজনে কে? অগতে, স্বর্গে বা দেবগণের মধ্যে আমার বাহু ছেদন করিতে পারে একরূপ ত’ কেহ কোথাও নাই । ১০

তখন কমললোচন রাম (২) হস্ত করিতে করিতেই সেই রাক্ষসকে বলিলেন—মহারাজ শ্রীমান্ দশরথ হইলেন—অযোধ্যার অধীশ্বর । ১১

আমি তাঁহার পুত্র—রাম, এই জানী লক্ষ্মণ আমার ভ্রাতা । ত্রৈলোক্যসুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা । ১২

আমরা যখন যুগয়া করিতে বনে গিয়াছিলাম, তখন কোনও এক রাক্ষস আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । আমরা দুই জনে সেই সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই ভরস্কর কাননে আসিয়া উপস্থিত হইরাছি । ১৩

তারপর ভোমার এই দুই বাহুর দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত

(১) বাহুছেদনপ্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি,—“ভাক্ষ মাঞ্চ পুনর্ভূর্ণমাদন্তে রাক্ষসাধমঃ । তস্মাদসিভ্যামস্ত্য ভাহু কৃতাব মা চিরম্ । ততশ্চ দেশ-কালজো খড়্গাভ্যামেব রাঘবো । বাহু তস্যানশদেশাভ্যামুভাবেব নিকৃন্তাম্ । দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুমসক্তমসিনা তদা । রামচিচ্ছেদ বেগেন সব্যং বীরস্ত লক্ষ্মণঃ” ৩।৭৫।৪-৬

(২) বাল্মীকিরামায়ণে রামের পরিচয় দিয়াছেন লক্ষ্মণ,—“ইতি তস্য ক্রবাণস্য লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ । সমাচষ্ট স তস্যাম কবছস্য মহাবলঃ । অরমিকাকুদারাদো রাম নাম মহাবলঃ । অস্য চাবরজং বিদ্ধি ভ্রাতরং মাং তু লক্ষ্মণম্ । ৩।৭৫।৯-১০

বাহুভ্যাং বেষ্টিতাবত্র তব প্রাণরিরক্ষয়া ।  
 ছিন্নো তব ভুজৌ ত্বঞ্চ কো বা বিকটরূপধৃক্ ॥ ১৪  
 কবছ উবাচ ।

যশোহহং যদি রামমুমাগতোহসি মমাস্তিকম্ ।  
 পুরা গঙ্ঘর্বরাজোহহং রূপযৌবনদর্পিতঃ ॥ ১৫  
 বিচরংল্লোকমখিলং বরনারীমনোহরঃ ।  
 তপসা ব্রহ্মণো লক্ষ্মবধ্যৎ রঘুত্তম ॥ ১৬  
 অষ্টাবক্রং মুনিং দৃষ্ট্বা কদাচিদহসং পুরা ।  
 ক্রুদ্ধোহসাবাহ হৃষ্টঃ ত্বং রাক্ষসো ভব হর্মতে ॥ ১৭

হইয়া পড়ি । আমরা ভোমার প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া কেবল ভোমার দুই বাহু ছেদন করিয়া দিয়াছি; কিন্তু এই বিকট রূপধারী তুমি কে? ১৪

কবছ বলিল,—যদি তুমি রাম হও এবং যেহেতু তুমি আমার নিকটে উপস্থিত হইরাহ, অতএব আমি যত হইলাম । আমি পূর্বে গঙ্ঘর্বরাজ ছিলাম । বারাক্ষনাদিগের মনোহারী রূপবান ও যৌবনমদে গবিত হইয়া সমস্ত লোকে বিচরণ করিতাম রঘুত্তম রাম! পূর্বে আমি তপসা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে অবশ্যতঃ বর প্রাপ্ত হই । ১৫-১৬

পুরাকালে একদিন অষ্টাবক্র (৩) মুনিকে দেখিয়া আমি হস্ত করি, ইহাতে সেই মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিলেন,—

(৩) অষ্টাবক্র মুনির বৃত্তান্ত বাল্মীকিরামায়ণে নাই । প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে বাহা আছে—

“শ্রীমো মাং মধ্যমং পুত্রং দনুং নার্য চ দানবম্ । ইন্দ্র-কোপাদিদং রূপং প্রাপ্তবন্তমবেহি চ । অহং হি তপসোগ্রেন পিতামহমভোষয়ম্ । দীর্ঘমায়ুঃ স মে প্রাদাৎ ততোহহং পূর্ণমানসঃ । দীর্ঘমায়ুর্যয়া প্রাপ্তং কিং মে শত্রুঃ করিষ্যতি । ইত্যেবং বুদ্ধিমায়ান রণে শত্রুমধ্বয়ম্ । তস্য বাহুপ্রযুক্তেন বজ্রেণ শতপর্কণা । সন্ধিনী মে শিরশ্চৈব শরীরে সন্নিবেশিতম্ । স তু মাং বাচ্যমানোহপি নানরদ্বয়মসাদনম্ । পিতামহক-স্তব্যং তদভিহিত চ সোহত্রবীৎ । এবমুত্তেন তু ময়া নিরন্তোন্ন-ডেকসা । ইদমুক্তঃ সুরপতিমুদগ্নি কৃতাজলিং তদা । অনাহারঃ কথং শক্যো ভগ্নসন্ধিনিরোমুখঃ । বজ্রেণাতিহতঃ কাল-সুদীর্ঘমপি জীবিতুম্ । এবমুক্তো ময়া শক্যো বাহু যোজনমারতো । প্রাদাদ বক্ষসি চাস্য মে ভীক্সদংষ্ট্রমিদং মহৎ । সোহহং ভূজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যামাকৃষ্যামিন্ মহাবলে । গজান্ ব্যাহ্রাদ্ য়ানবৃকান্ ভক্ষয়ামি সমস্ততঃ । স চ মামব্রবীদিজ্যো বদা তে

অষ্টাবক্রঃ পুনঃ প্রাহ বন্দিতো মে দয়াপরঃ ।

শাপস্তান্তক্ মে প্রাহ তপসা ত্বেতিতপ্রভঃ ॥ ১৮

ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।

আগমিস্থিতি তে বাহু ছিত্তেতে যোজনায়তো ॥ ১৯

তেন শাপাদ্ বিনির্মুক্তো ভবিষ্যসি যথা পুরা ।

ইতি শপ্তোহহমজ্ঞানং রাক্ষসীং তদুমান্বনঃ ॥ ২০

কদাচিদ্ দেবরাজানমভাজবমহং রুধা ।

সোহপি বজ্রেন মাং রাম শিরোদেশেহভ্যতাড়য়ৎ ॥ ২১

তদা শিরোগতং কুলিং পাদৌ চ রঘুনন্দন ।

রে দুই। অরে ধর্মতে। (আজ আমাকে উপহাস করিয়া তুমি রাক্ষসের কার্য্য করিয়াছ, অতএব) তুমি রাক্ষস হও ॥ ১৭

(তাঁহার এই শাপবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আমি ব্যাকুল হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই এবং) বহু স্তুতি-বন্দনা দি করিয়া পরিতৃপ্ত করিলে ভগোদীপ্তকান্তি অষ্টাবক্র আমার উপর দয়াপরবশ হইয়া পুনরায় আমাকে শাপাবসানের কথা বলিলেন ॥ ১৮

ত্রেতাযুগে স্বয়ং নারায়ণ দশরথ-পুত্র 'রাম' হইয়া আবির্ভূত হইবেন। তিনি তোমার যোজনবিস্তৃত বাহুদ্বয় ছেদন করিবেন ॥ ১৯

ইহাতে তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং পূর্ব্বে বৈরূপ ছিলে, সেইরূপই হইয়া যাইবে। এইভাবে অষ্টাবক্র মুনির নিকট হইতে শাপপ্রাপ্ত হইয়া দেখি যে, আমি রাক্ষস দেহ লাভ করিয়াছি ॥ ২০

রাম-লক্ষণৌ । ছেৎস্যতঃ সমরে বাহু তদা স্বর্গং গমিষ্যসি" ॥  
৩৭৫।২৪-৩০

পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে অষ্টাবক্রমুনির পরিবর্তে স্থলশিরা মুনির বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, যথা—

“পুরা রাম মহাবাহো মহাবলপরাক্রমম্ । রূপমাসীন্মমচ্ছিত্যং  
ত্রিযু লোকেষু বিক্রমম্ । যথা সূর্য্যস্ত শক্রস্ত সোমস্ত চ যথা  
বপুঃ । সোহহং রূপমিদং কৃত্বা লোকবিজ্ঞাসনং মহৎ । স্বয়ীন্  
বনগভান্ রাম জ্ঞাসয়ামি ভতন্ততঃ । ততঃ স্থলশিরা নাম  
মহর্ষিঃ কোপিতো ময়া । স চিরন্ বিবিধং বভং রূপেণানেন  
বধিতঃ ॥ তেনাহমুক্তঃ প্রৈক্ষ্যৈব ঘোরপাশাভিঘারিণা ।  
এতদেব নৃশংসং তে রূপমস্ত বিগহিতম্ । স ময়া বাচিতঃ  
ক্লমঃ শাপস্তাত্তো ভবেদিতি । অভিশাপকৃতস্তেতি তেনেদং  
ভাষিতং বচঃ । যদা দিষ্ট্বা ভূমৌ রামস্ত্বং দহেদ্ বিজনে বনে ।  
তদা ত্বং প্রাপ্তসে রূপং যমেব বিপুলং ভতম্ ॥” ৩৭১।১-৭

ব্রহ্মদত্তবরান্ ত্বার্নাত্মনে বজ্রতাড়নাং ॥ ২২

মুখাভাবে কথং জীবৈদয়মিত্যমরাধিপম্ ।

উচুঃ সর্বৈ দয়াবিষ্টা মাং বিলোক্যাস্তবজ্রিতম্ ॥ ২৩

ততো মাং প্রাহ মঘবা জঠরে তে মুখং ভবেৎ ।

বাহু তে যোজনায়ামৌ ভবিষ্যত ইতো ব্রজ ॥ ২৪

ইত্যুক্তোহত্র বসন্তিত্যং বাহুভ্যাং বনগোচরান্ ।

ভক্ষয়াম্যধুনা বাহু খণ্ডিতৌ মে ত্রয়ানঘ ॥ ২৫

ইতঃ পরং মাং শত্রুশ্চে নিক্শিপাশীক্ষনাবৃত্তে ।

অগ্নিনা দহ্যমানোহহং ত্রয়া রঘুকুলোত্তম ॥ ২৬

রাম । তারপর আমি কোনও একদিন রোষভরে দেবরাজ ইন্ড্রের দিকে যাবি হই। তখন তিনিও বজ্রের দ্বারা আমার মস্তকে আঘাত করেন ॥ ২১

রঘুনন্দন । সেই বজ্রাঘাতে আমার মস্তক ও পাদদ্বয় উদরে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল, কিন্তু ব্রহ্মপ্রদত্ত বরের প্রভাবে সেই বজ্রপ্রহারেও আমার মৃত্যু হইল না ॥ ২২

সেই সময়ে সকলে আমাকে মুখরহিত দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া দেবরাজকে বলিলেন,—এই রাক্ষস মুখবলিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? ২৩

তখন দেবরাজ আমাকে বলিলেন,—তোমার মুখ উদরে হইবে এবং তোমার দুই বাহু যোজনপরিমিত বিস্তৃত হইবে। তুমি এস্থান হইতে গমন কর ॥ ২৪

নিম্পাপ রাম । দেবরাজ এই কথা বলিলে পর আমি সেই সময়ে হইতেই এখানে নিত্য বাস করত বিস্তৃত বাহুদ্বয় দ্বারা বনবাসী জন্তুদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করি; কিন্তু এখন আমার সেই দুই বাহু তুমি ছেদন করিয়া দিয়াছ ॥ ২৫

রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম । অতঃপর তুমি আমাকে জলন্ত কাষ্ঠপূর্ণ গর্ভমধ্যে নিক্ষেপ কর, ইহাতে আমি সেই অগ্নিদ্বারা দহ্য হইয়া পূর্ব্বরূপ লাভ করত তোমার পত্নী সীতাদেবীকে যে পথে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, সেই পথের সংবাদ তোমাকে বলিব। (১)

(১) অর্থাৎ বর্তমান এই রাক্ষসদেহে পূর্ব্ববৎ দিব্য জ্ঞানাদি না থাকায় সীতার বৃত্তান্ত বলিতে পারিব না। ইহা বাল্মীকি-রামায়ণে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে,—

“দিব্যমস্তি ন মে জ্ঞানং নাপি জ্ঞানামি মৈথিলীম্ ।

মন্ত্যং জ্ঞাত্তি তং জ্ঞাস্তে দহ্যঃ স্বং রূপমাহিতঃ ।

মেহদহস্ত ন বিজাতুং শক্তিরস্তি নরর্ষভৌ ।

রাক্ষসং তং মহাবীর্য্যং যেন সীতা হত্যা বলাৎ ॥”

৩৭৫।৪২-৪৩

পূর্বরূপমুপ্রাপ্য ভাৰ্য্যামার্গং বদামি তে ।  
 ইত্যাঙ্কো লক্ষ্মণেনাশু স্বভঃ নির্মায় তত্র তম ॥ ২৭  
 নিষ্কিপ্য প্রাদহং কাঠৈস্ততো দেহাং সমুখিতঃ ।  
 কন্দৰ্পসদৃশাকারঃ সৰ্বাতরগভৃষিতঃ ॥ ২৮  
 রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ ।  
 কৃতাজলিরুবাচেদং তত্ত্বিগদগদয়া গিরা ॥ ২৯  
 গন্ধৰ্ব উবাচ ।  
 স্তোতুম্ংসহতে মেহচ্ছ মনো রামাতিসম্ভবং ।  
 স্বামনস্তমনাশুস্তং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ৩০  
 স্মৃশ্বং তে রূপমবাক্তং দেহদ্বয়বিলক্ষণম্ ।

কবছরাক্ষস এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ একটি গৰ্ভ রচনা করিয়া সেই গৰ্ভে কবছকে নিক্ষেপ করত কাঠ সমূহের দ্বারা তাহাকে দক্ষ করিলেন । (১) তদনন্তর কবছের দেহ হইতে কামদেবতুল্য অতীব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট এক সৰ্ব্বাতরগ ভূষিত পুরুষ উদ্ভূত হইল । সেই পুরুষ রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত কৃতাজলি হইয়া ভক্তি গদগদবাক্যে এই কথা বলিল ॥ ২৬-২৯

গন্ধৰ্ব বলিল,—রাম । তুমি সৰ্বব্যাপী, অনাদি, অনন্ত এবং মন ও বাক্যের অগোচর, ইহা জানিয়াও আজ আমার মন অভিযন সম্ভববশতঃ তোমার স্তব করিতে উৎসাহিত হইতেছে । ৩০

(১) শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের ১০ অধ্যায়ের ১২ স্লোকে এই বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত আছে,—“দক্ষাশ্রুতভ্যাহতকৃত্যামহন কবছম্” ।

পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে এবিষয়ে দেখা যায়—

লক্ষ্মণস্ত মহোদ্ধাভিচ্ছলিতাভিঃ সমস্তভঃ ।

চিভামাদীপয়ামাস সা প্রজ্জ্বাল সৰ্ব্বভঃ ।

ভচ্ছরীরং কবছস্ত দ্বুতপিণ্ডোপমং মহং ।

মেদসা পচ্যমানস্ত মল্লং দহতি পাবকঃ ॥ ৩৭২।২-৩

কবছের রূপাত্তর ধারণবিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—

“স বিশ্বঃ চিভামাত কৃত্বা চানিমিবেক্ষণঃ ।

বিমলে বাসসী বিভ্রালাং সন্তানিকীৰ্শপি ।

ভতস্তিত্যায় বেগেন ভায়রো বিরজোহ্বরঃ ।

উৎপপাত ভদা হৃষ্টঃ সৰ্বপ্রভাকৃষিতঃ ।

বিমানে সোহ্বরে ভিত্তনং হংসযুক্তে মনোরমে ।

প্রভব্যা চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন

। ৩।৭৫।৫০-৫৫

দৃগ্-রূপমিতরং সৰ্বং দৃশ্যং জড়মনাস্ককম্ ॥ ৩১  
 তৎকথং ত্বাং বিজানীয়াৎ ব্যতিরিক্তং মনঃ প্রভো ।  
 বুদ্ধ্যাক্সভাসয়োরৈক্যং জীব ইত্যভিধীয়তে ।  
 বুদ্ধাদিসাক্ষী ব্রহ্মৈব তস্মিন্ নির্বিষয়েহখিলম্ ॥ ৩২  
 আরোপ্যতেহজ্ঞানবশামিবিকারেহখিলাস্মিন ।  
 হিরণ্যগৰ্ভস্তে স্মৃশ্বং দেহং স্থূলং বিরাই স্মৃতম্ ॥ ৩৩  
 ভাবনাবিষয়ো রাম স্মৃশ্বং তে ধাতুম্বলম্ ।  
 ভূতং ভবাং ভবিষ্যচ্চ যজ্ঞেদং দৃশ্যতে জগৎ ॥ ৩৪  
 স্থূলেহণ্ডকোষে দেহে তে মহাদাদিত্তিরাবৃতে ।  
 সপ্তভিরুত্তরগুণৈর্বৈরাজো ধারণাশ্রয়ঃ ॥ ৩৫

রাম । তোমার যে দুই মূর্তি হিরণ্যগৰ্ভ ও বিরাই, এই দুই মূর্তি হইতে বিলক্ষণ ( ভিন্ন ) যে অব্যক্ত অস্ত স্মৃতি আছে, তাহা জ্ঞানরূপ, ইহা ভিন্ন দৃশ্য বস্তুমাত্রই জড়, অতএব অনাস্কক । প্রভো । তোমা হইতে ভিন্ন এই মন তোমাকে কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? কারণ, বুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত ও চিতে আশ্রয়-প্রতিবিম্ব—এই উভয়ের যে ঐক্য অর্থাৎ অভেদ জ্ঞান, তদ্বিষয়ক আধারই জীব বলিয়া অভিহিত হয় । কিন্তু এই বুদ্ধপ্রভৃতির সাক্ষী হইলেন ব্রহ্ম । সেই নির্বিষয় অর্থাৎ বাক্য-মনের অগোচর ব্রহ্মে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে ॥ ৩১-৩২

অজ্ঞ মানুষ নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ নির্বিকার সৰ্ব্বাশ্রয় তোমাতে সব কিছু আরোপ করিয়া থাকে । হিরণ্যগৰ্ভ তোমার স্মৃতিদেহ (২) ও বিরাই তোমার স্থূল দেহ । (কেহ কেহ এখানে নিয়রূপ ব্যাখ্যাও করেন—যনুস্তেরা আপনাকে সেই সৰ্ব্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ না জানিয়া আপনাতে অজ্ঞানবশতঃ সমস্ত লিঙ্গদেহ সমষ্টিরূপ হিরণ্যগৰ্ভ মূর্তির ও স্থূলদেহ সমষ্টিরূপ বিরাই মূর্তির আরোপ করিয়া থাকে । ) ॥ ৩৩

রাম । তোমার স্মৃতিদেহে ভাবনার বিষয় হইল—যাহারা তোমার ধ্যান করেন, তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করা । অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালে যখন এই জগৎ দেখা যায়, তোমার উত্তরোত্তর দশগুণপরিমিত মহৎ তত্ত্বাদি পরিবৃত্ত স্থূলভম সেই বিরাই দেহই ভাবনার বস্তু অর্থাৎ ধ্যানযোগ্য । ৩৩-৩৫

(২) পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিধনেন্দ্রিয়সমষ্টিভম্ ।

অপকীকৃতভূতোখং স্মৃশ্বাজং ভোগসাধনম্ ।

• চতুর্দশ ভূবনাংক ব্রহ্মাণ্ডই শ্রীভগবানের বিরাই দেহ । এই ব্রহ্মাণ্ড যে পরিমাণ বৃহৎ, তাহার দশগুণ বৃহৎ গদ্যবরণ সেই ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে । এইরূপ গদ্যের

তমেব সর্বকৈবল্যং লোকাভ্যেহবয়বাঃ স্মৃতাঃ ।  
 পাতালং তে পাদমূলং পার্শ্বিক্তব মহাতলম্ ॥ ৩৬  
 রসাতলং তে গুল্ফো তু তলাতলমিতীৰ্য্য তে ।  
 জাম্বুনী স্তম্বলং রাম উরু তে বিভলং তথা ॥ ৩৭  
 অভলঞ্চ মহী রাম জঘনং নাভিগং নভঃ ।  
 উরঃস্থলং তে জ্যোতীমি গ্রীবা তে মহ উচ্যতে ॥ ৩৮  
 বদনং জনলোকস্তে তপস্তে শব্দদেশগম্ ।  
 সত্যলোকো রঘুশ্রেষ্ঠ শীর্ষণ্যাস্তে সদা প্রভো ॥ ৩৯  
 ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বাহবস্তে দিশঃ শ্রুতী ।  
 অশ্বিনৌ নাসিকে রাম বজ্রং তেহগ্নিরুদাস্ততঃ ॥ ৪০  
 চক্ষুস্তে সবিভা রাম মনশ্চক্ষু উদাস্ততঃ ।

তুমিই সর্বকৈবল্যরূপ অথবা তুমিই সালোক্যাদি চতুর্বিধ মূর্তিধাতা, আর এই লোকসমূহ (লোকসমূহের বর্ণনা পরব্রহ্মেই বলিতেছেন।) তোমার অবয়ব বলিয়া কথিত হয়। রাম। সেই লোকসমূহের মধ্যে পাতাল তোমার পাদমূল, মহাতল তোমার পার্শ্ব, রসাতল দুই গুল্ফ (গোড়ালি), তলাতল গুল্ফের উর্দ্ধ ও জাম্বুন অধোভাগ, স্তম্বল জাম্বুন, বিভল উরুগুণ, অভল উরুর উর্দ্ধ ও জঘনের অধোভাগ; রাম। পৃথিবী অর্থাৎ ভূলোক তোমার বিরাট দেহের জঘন দেশে আছে। ভুবলোক নাভিদেশ, বর্গলোক বক্ষঃস্থল, মহালোক তোমার গ্রীবা বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৬-৩৮

রঘুশ্রেষ্ঠ। প্রভো। জনলোক তোমার মুখ, তপোলোক ললাট এবং সত্যলোক তোমার মস্তক ॥ ৩৯

ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণ তোমার বাহু, দশদিক্‌ তোমার বহির্ভাগে তাহা অপেক্ষা দশ গুণ বৃহৎ জলাবরণ, জলের বহির্ভাগে তাহা অপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ তৈজসাবরণ, তাহার বহির্ভাগে দশগুণ বৃহৎ বায়বাবরণ, বায়বাবরণের বহির্ভাগে দশগুণ বৃহৎ ব্যোমাবরণ, ব্যোমাবরণের বহির্ভাগে দশগুণ বৃহৎ অহঙ্কারাবরণ এবং অহঙ্কারাবরণের বহির্ভাগে তদপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ মহদাবরণ। এইরূপ উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক পদ্বাদি (গন্ধ, জল, তেজ, বায়ু, ব্যোম, অহঙ্কার ও মহৎতত্ত্ব) সপ্ত আবরণে আবৃত রহিয়াছে এই চতুর্দশ ভূবনাখক ব্রহ্মাণ্ড। সর্ববহির্ভাগে অনন্ত মূল প্রকৃতি তাহাকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান আছেন। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে—চতুর্দশ ভূবনাখক স্থল ভূশরীর তাহার বহির্ভাগে উক্ত ভূশরীরের দশগুণ পরিমিত অণু এবং তদবহির্ভাগে বথাক্রমে প্রদর্শিত উক্ত সপ্তাবরণ রহিয়াছে।

জ্ঞাতজ্ঞ এব কালস্তে বুদ্ধিস্তে বাক্‌পতির্ভবেৎ ॥ ৪১  
 রুদ্রোহহঙ্কাররূপস্তে বাচশ্চন্দ্রাংসি তেহব্যয় ।  
 যমস্তে দংষ্ট্রদেশস্তো নক্ষত্রাণি দ্বিজালয়ঃ ॥ ৪২  
 হাসো মোহকারী মায়া সৃষ্টিস্তেহপাঙ্গমোক্ষণম্ ।  
 ধর্মঃ পুরস্তেহধর্মশ্চ পৃষ্ঠভাগ উদীরিতঃ ॥ ৪৩  
 নিমেষোশ্মেষণে রাজ্রিদিবা চৈব রঘুস্তম ।  
 সমুদ্রাঃ সপ্ত তে কুক্ষির্নাদো নগ্নস্তব প্রভো ॥ ৪৪  
 রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ো রেতো বৃষ্টিস্তব প্রভো ।  
 মহিমা জ্ঞানশক্তিস্তে এবং স্থূলং বপুস্তব ॥ ৪৫  
 যস্মিন্ স্থূলরূপে তে মনঃ সন্ধার্য্যতে নরৈঃ ।  
 অনায়াসেন মুক্তিঃ শ্রাদতোহশ্রয়হি কিঞ্চন ॥ ৪৬

কর্ণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার দুই নাসিকা; রাম। অগ্নি তোমার মুখমণ্ডল বলিয়া কথিত ॥ ৪০

রাম। সূর্য্য তোমার চক্ষু, চন্দ্র মন, কাল জ্ঞাতজ্ঞ, বৃহস্পতি বুদ্ধি, রুদ্র অহঙ্কার, হে অব্যয় পরমেশ্বর। তোমার বাক্য বেদ, দত্তমূল যম এবং নক্ষত্রসকল তোমার দন্ত বলিয়া কথিত ॥ ৪১-৪২

তোমার হাত মোহকারী মায়া, (‘হাসো অনোন্মাদকারী চ মায়া’ ইতি শ্রীভাগবতে শুকোক্তেঃ)। তোমার কটাক্ষ সৃষ্টি, (‘দ্রুতসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ’ ইতি—শ্রীমদভাগবতোক্তেঃ। ২।১।৩১) ধর্ম তোমার সম্মুখভাগ এবং অধর্ম তোমার পৃষ্ঠভাগ বলিয়া বর্ণিত আছে ॥ ৪৩

রঘুস্তম। নরনের নিমিষ (নরন মুগ্ধিত করা) রাজি, উন্মীলন দিবা; হে প্রভো। সপ্ত সমুদ্র তোমার কুক্ষি এবং নাদীসমূহ নদী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৪

প্রভো। তোমার রোমশ্রেণী বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ এবং তোমার বীৰ্য্য বৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত। এই বিরাট দেহের মহিমা তোমার জ্ঞানশক্তি। রাম। এইরূপ তোমার স্থূল দেহ কথিত হইয়াছে ॥ ৪৫

মনুজগণ যদি তোমার এই স্থূল বিরাট দেহে মনকে অর্পণ অর্থাৎ স্থির করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে উহারা অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহা ব্যতীত অস্ত্র কোনও কিছুই নাই অর্থাৎ বিরাটদেহ হইতে পৃথক্‌ অস্ত্র কোনও যত্ন পদার্থ নাই ॥ ৪৬

রাম। অতএব আমি তোমার এই স্থূল বিরাট দেহেরই অর্থাৎ তুমি পরব্রহ্মরূপ বলিয়া ভাবনা করিতেছি অথবা তোমার এই ‘রাম-রূপকেই আমি বিরাটরূপ বলিয়া ভাবনা



অতোহহং রাম রূপং তে স্থূলমেবানুভাবয়ে ।  
 যস্মিন্ ধ্যাতে প্রেমরসঃ সরোমপুলকো ভবেৎ ॥ ৪৭  
 তদৈব মুক্তিঃ শ্রাদ্ রাম যদা তে স্থূলভাবকঃ ।  
 তদপ্যান্তাং তবৈবাহগেতুঃ পং বিচিস্তয়ে ॥ ৪৮  
 ধর্মূর্বাপধরং শ্রামং ক্রটাবন্ধলভূষিতম্ ।  
 অপীব্যবয়সং সীতাং বিচিস্তন্তং সলক্ষণম্ ॥ ৪৯  
 ইদমেব সদা মে শ্রাদ্ধানসে রঘুনন্দন ।  
 সর্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পার্বত্যা সহিতঃ সদা ॥ ৫০  
 তুঙ্গপমেবং সততং ধ্যায়ন্তো রঘুশ্রম ।  
 মুমূর্ষুণাং সদা কাশ্যাং তারকং ব্রহ্মবাচকম্ ॥ ১  
 রাম রামেত্যুপদিশন্ সদা সন্তুষ্টমানসঃ ।  
 অতঃ জ্ঞানকীনাথ পরমাত্মা শ্রুনিশ্চিতঃ ॥ ৫২  
 সর্বৈ তে মায়য়া সূচ্যন্তাং ন জ্ঞানস্তি তদুতঃ ।

করিতেছি। যাঁহা ভাবনা করিলে আমার এই দেহ প্রেমরসান্বিত  
 (১) ও রোমান্বিত হইবে ॥ ৪৭

রাম ! যখন তোমাকে বিরটরূপে ভাবনা করিতে পারিব  
 তখনই মুক্তিলাভ হইবে; অতএব আমার তাহাও হউক, কিন্তু  
 আমি এখন তোমার এইরূপই চিন্তা করিতেছি— ॥ ৪৮

ধনু ও বাণ ধারণ করত ভটাসমূহে এবং বন্ধলে বিভূষিত  
 হইয়া শ্রামসুন্দর রাম লক্ষণের সহিত সীতাকে অবেষণ করিতে  
 করিতে যে নবমুখক বরসে অনুপম রূপ ধারণ করিয়াছেন,  
 রঘুনন্দন ! তোমার এইরূপই সদা আমার মানসে প্রতিভাত  
 হউক; কারণ, রঘুবর রাম ! সাক্ষাৎ সর্বজ্ঞ শঙ্কর পার্বতী দেবীর  
 সহিত সন্তত এই রূপই ধ্যান করিতে করিতে ত্রীকানীকৈত্রে  
 বিরাজিত আছেন এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের কর্ণে সদা ব্রহ্ম-

(১) প্রেমের লক্ষণসম্বন্ধে মহামতি ত্রীলরূপগোষামিপাদ  
 তাঁহার ভক্তিরসায়তসিদ্ধ গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

“সম্যক্ত্মস্মৃতিভাবো মমত্বাভিশ্লাবিতঃ ।

ভাবঃ স এব সাত্বাত্মা বৃথৈঃ প্রেমা নিগদতে ॥”

ত্রীমন্ত্রার্থি বেদব্যাসপ্রণীত ত্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে অরণ্য-কাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নমস্তে রামভজায় বেধসে পরমাত্মনে ॥ ৫৩  
 অযোধ্যাধিপতে তুভ্যং নমঃ সৌমিত্রিসেবিত ।  
 ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ মাং মায়া নাবৃণোতু তে ॥ ৫৪

ত্রীরাম উবাচ ।

তুষ্টোহহং দেবগন্ধর্ব ভক্ত্যা স্তুত্যা চ তেহনথ ।  
 যাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যং সনাতনম্ ॥ ৫৫

জপন্তি যে নিত্যমনন্তবুদ্ধা।

ভক্ত্যা তুহুতং স্তবমাগমোক্তম্ ।

তেহজ্ঞানসম্পূতভবং বিহায় মাং

যান্তি নিত্যানুভবানুমেয়ম্ ॥ ৫৬

ইতি ত্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

অরণ্যাকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

বাচক ভারক মন্ত্র ‘রাম’ ‘রাম’—এই রাম নাম উপদেশ করিতে  
 থাকিয়া প্রথমমনে অবস্থান করিতেছেন। জ্ঞানকীনাথ।  
 অতএব তুমি শ্রুনিশ্চিত পরমাত্মা ॥ ৫১-৫২

মৃত ব্যক্তিগণ সকলে তোমার মন্ত্রায় মুগ্ধ হইয়া তোমাকে  
 যথার্থভাবে জানিতে পারে না। রামভক্ত ! তুমি জগৎপ্রকট  
 পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৩

অযোধ্যাধিপতে রাম ! সুমিত্রানন্দন লক্ষণ তোমার সেবা  
 করেন, তোমাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ ! তুমি আমাকে  
 রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমার মায়া যেন আমাকে আর  
 আচ্ছন্ন না করে ॥ ৫৪

ত্রীরাম বলিলেন,—দেবগন্ধর্ব। তোমার ভক্তিতে এবং  
 এই স্তুতির দ্বারা আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি যোগিগণের লভ্য  
 আমার সনাতন পরম ধামে গমন কর ॥ ৫৫,

গন্ধর্বরাজ। যে সকল ব্যক্তি অনন্তচিত্তে তোমার দ্বারা কৃত  
 আগমবর্ণিত তত্ত্বপূর্ণ এই স্তব ভক্তি সহকারে নিত্য পাঠ করে,  
 তাহারা অজ্ঞানজনিত সংসারবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া নিত্য  
 জ্ঞানরূপ ও অনুমিতিগোচর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৬

## দশমোহিত্যায়ঃ

[ শবরীমোক্ষণবৃত্তান্তবর্ণনম্ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

লক্ষ্মী বরং স গন্ধর্বঃ প্রযাস্তু রামমব্রবীৎ ।  
শবরীয়াস্তে পুরোভাগে আশ্রমে রঘুনন্দন ॥ ১  
ভক্তাৎপাদকমলে ভক্তিমার্গবিশারদা ।  
তাং প্রয়ামি মহাত্মাং সর্বং তে কথয়িষ্যতি ॥ ২  
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সোহপি বিমানেনার্কবচসা ।  
বিষ্ণোঃ পদং রামনামস্মরণে ফলমৌদৃশম্ ॥ ৩  
তাক্ত্বা তদ্বিপিনং ঘোরং সিংহব্যাঘ্রাদিদৃষিতম্ ।  
শনৈরথ্যাশ্রমপদং শবরী রঘুনন্দনঃ ॥ ৪  
শবরী রামমালোক্য লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ ।

দশম অধ্যায় ।

[ শবরীমোক্ষণবৃত্তান্ত বর্ণন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন—গন্ধর্বরাজ শ্রীরামের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া বহুদানে গমন করিবার সময়ে শ্রীরামকে বলিল,—(১) রঘুনন্দন! তোমার শ্রীচরণকমলে ভক্তিপারায়ণা ভক্তি-পথবিষয়ে বিশেষ নিপুণা শবরী তোমার সম্মুখভাগে আশ্রমে (তোমার প্রতীক্ষা করিয়া) অবস্থান করিতেছে। মহাত্মা। তুমি তাহার নিকটে গমন কর, সেই শবরী তোমাকে সব বিষয় অর্থাৎ সীতা কোথায় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় বলিবে ॥ ১-২

এই কথা বলিয়া সেই গন্ধর্বরাজ সূর্যাত্মা দেবোপায়ান বিমানে করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। রামনাম স্মরণের এইরূপই ফল ॥ ৩

তারপর রঘুনন্দর রাম সিংহ ও ব্যাঘ্রাদিতে দূষিত সেই ভয়ঙ্কর বন পরিত্যাগ করিয়া শবরীর আশ্রমস্থানে ধীরে ধীরে গমন করিলেন ॥ ৪

শবরী লক্ষ্মণের সহিত রামকে অদূরে শুভাগমন করিতে দেখিয়া আনন্দে সত্তর উত্তিত হইয়া রাম অভিমুখে গমন করত আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রীরামের শ্রীচরণধরের সম্মুখে পতিত হইয়া বাগত সম্ভাষণ পূর্বক উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন ॥ ৫-৬

ভক্তি সহকারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দুই চরণ প্রক্ষালিত করিয়া সেই পাদপ্রক্ষালিত জলের দ্বারা নিজের অঙ্গ অভিষিক্ত করত সাগরে অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা বিধি অনুসারে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে পূজোপচারে বিশেষ পূজা করিয়া আনন্দ সহকারে শবরী (তৎপ্রভাবে শ্রীরামের আগমন বৃত্তান্ত পূর্বকই জানিতে পারিয়া) শ্রীরামের অত্র সংগৃহীত অমৃততুল্য দিব্য ফলসকল

আয়াস্তমারাক্ষেণ প্রত্নাখ্যাচিরেণ সা ॥ ৫

পতিত্বা পাদয়োঃপ্রে হর্ষপূর্ণাশ্রলোচনা ।

শ্রাগভেনাভিনন্দ্যাপ্য স্বাসনে সংস্থাবেশয়ৎ ॥ ৬

রাম-লক্ষ্মণয়োঃ সম্যক্ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।

ভজলেনাভিষিচ্যাক্ষমথার্যাদিভিরাদৃত্য ॥ ৭

সম্পূজ্য বিধিবদ্রামং সমৌমিত্রিং সপর্ধ্যয়া ।

সংগৃহীতানি দিব্যানি রামার্থং শবরী মুদা ॥ ৮

ফলাগ্নমৃতকল্পানি দদৌ রামায় ভক্তিতঃ ।

পাদৌ সম্পূজ্য কুশুমৈঃ সুগন্ধৈঃ সাহুলেপনৈঃ ॥ ৯

ভক্তিভরে শ্রীরামকে প্রদান করিলেন। সুগন্ধ ও চন্দন মিশ্রিত পুষ্পদলের দ্বারা শ্রীরামের চরণধর পূজা করিয়া তাঁহার অভিষিক্ত করিলেন (২)। তারপর অনুজ লক্ষ্মণের সহিত রঘুশ্রেষ্ঠ

(১) গন্ধর্বদেহ ধারণ করিবার পর কবছবাক্যরূপে বাংলাকি-রামায়ণে—

“বিমানে সোহহরে তিষ্ঠন্ হংসযুক্তে মনোরমে ।

প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন্ ॥

সোহস্তরীক্ষগতো রামং কবছো বাক্যমব্রবীৎ ।

শুণু রাঘব ভক্তেন সীতাং বোহিগমিষ্যতি ॥

পম্পানামাভিতো বাপী ভদ্রভ্যাসমিতো গিরিঃ ।

ঋত্মুক ইতি খ্যাতো বনে বসতি তস্য চ ॥

সুগ্রীব ইতি বিখ্যাতঃ কামরূপো মহাবলঃ ।

সেহভিগম্যচ্চ পূজ্যচ্চ কর্তব্যচ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥”

৩৭৫:৫৫-৫৮

“স তু তে রাম ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবো নাম বামরঃ ।

ভ্রাতা নিরন্তঃ কুঞ্চে ন খলিনা শক্রসূনুনা ॥

ঋত্মুকে গিরিবরে পম্পাপর্য্যন্তশোভিতো ।

স বসভ্যাঅবান্ শুরশ্চ ২:৫: সহ বানরৈঃ ॥

বরস্তং ভৎ কুরু ক্ষিপ্রমিতো গড়াদ্য রাঘব ॥

ভৎসহায়স্য পশ্যামি ভব কার্য্যবিশিষ্টম্ ॥ ৩৭৫:৬২-৬৪

(২) শবরীর শ্রীরামপূজাসম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ২৪২ অধ্যায়ে—

“প্রত্নাদ্গম্য প্রণম্যাপ্য নিবেশ্য কুশবিষ্করে ।

পাদপ্রক্ষালনং কৃৎবা তৎ তোয়ং পাপনাশনম্ ॥

শিরসা ধার্য্য পীত্বা চ বৈকঃ পুষ্পৈরখার্চয়ৎ ।

ফলানি চ সুপকানি মূলানি মধুরানি চ ॥

স্বয়মায়ত্ন মাধুর্য্যং পরীক্ষ্য পরিভক্ষ্য চ ॥

পশ্চান্নিবেদয়ামাস রাঘবাভ্যাং দৃঢ়জতা ॥

ফলাস্তাষাৎ কাকুৎস্থত্বৈ মুক্তিং পরাং দদৌ ॥”

কৃত্যতিথ্যং রঘুশ্রেষ্ঠমুপবিষ্টং সহানুজম্ ।  
 শবরী ভক্তিসম্পন্না প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০  
 অত্রাশ্রমে রঘুশ্রেষ্ঠ গুরবো মে মহর্ষয়ঃ  
 স্থিতাঃ শুশ্রূষণং তেষাং কুৰ্ব্বতী সমুপস্থিতা ॥ ১১  
 বহুবৎসহস্রাণি গতান্তে ব্রহ্মণঃ পদম্ ।  
 গমিষ্যন্তোহিক্রবন্ত্যাং ত্বং বসাত্ত্রৈব সমাহিতা ॥ ১২  
 রামো দাশরথির্জাতঃ পরমাশ্রা সনাতনঃ ।  
 রাক্ষসানাং বধার্থায় ঋষীণাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩  
 আগমিষ্যতি চৈকাগ্রধাননিষ্ঠা স্থিরা ভব ।  
 ইদানীং চিত্রকূটাজ্রাশ্রমে বসতি প্রভুঃ ॥ ১৪

রাম আসনে উপবিষ্ট হইলে ভক্তিমতী শবরী কৃত্যঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন । ৭-১০

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম । পূর্বকালে এই আশ্রমে আমার গুরুগণ (১) অবস্থান করিয়াছিলেন । আমি তাঁহাদের সেবা করিবার জন্ত এই স্থানে উপস্থিত হই এবং তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে বহু সহস্র বৎসর এখানে অতিবাহিত করি । তাঁহারা সকলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন এবং যাইবার পূর্বে আমাকে বলিয়াছিলেন—বৎসে ! তুমি এখানেই সমাহিত চিতে অবস্থান কর । ১১-১২

সনাতন পরমাশ্রা রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্ত এবং ঋষিগণকে রক্ষা করিবার জন্ত দশরথপুত্র রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন । ১৩

তিনি তোমার আশ্রমে শুভাগমন করিবেন । তুমি একাগ্রচিত্তে ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া এখানে স্থিরভাবে বাস কর । প্রভু রামচন্দ্র এখন চিত্রকূট পর্বতে বাস করিতেছেন । ১৪

বর্তমান ঈরাম এখানে শুভাগমন না করেন, ততকাল তুমি নিজ দেহকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর । তুমি রামকে দর্শন করিয়াই দেহকে যোগানলে দগ্ধ করত বিমুখ্যাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে । ১৫

রাম । আমি তাঁহাদের আদেশানুসারে সবই করিয়াছি । তোমার ধ্যানে নিবিকচিহ্ন হইয়া তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে করিতে ঐগুরুকথিত বাক্য আজ আমার সফল হইল । ১৬

রাম । তোমার দর্শনলাভ আমার গুরুগণেরও হয় নাই । হে অগ্রম্নেত্ররূপ । আমি মৃঢ়া জ্ঞী এবং হীনজাতিতে জন্মিয়াছি । ১৭

প্রভো ! তোমার দাসের দাস, তাঁহাদের দাস, এই ক্রমে শতসংখ্যক দাসের পর যে দাস, তাঁহারও দাসী হইবার অধিকার আমার নাই ; সুতরাং কিভাবে সাক্ষাৎ তোমার দাসী হইব ? ১৮

যাবদাগমনং তন্তু ভাবজ্ঞক কলেবরম্ ।  
 দৃষ্টেব রাঘবং দন্ধু দেহং যান্তসি তৎপদম্ ॥ ১৫  
 ভৈষ্যকরবং রাম স্বক্ষ্যানৈকপরায়ণা ।  
 প্রতীক্ষ্যাগমনং তেহন্তু সফলং গুরুভাষিতম্ ॥ ১৬  
 তব সম্পর্শনং রাম গুরুণামপি মে ন হি ।  
 যোষিমুঢ়াপ্রমেয়ান্ন হীনজাতিসমুদ্ভবা ॥ ১৭  
 তব দাসস্ত দাসানাং শতসংখ্যোত্তরস্ত বা ।  
 দাসীত্বেনাধিকারোহস্মি কৃতঃ সাক্ষাত্তবৈব হি ॥ ১৮  
 কথং রামাত্ত মে দৃষ্টেত্বং মনোবাগগোচরঃ ।  
 স্তোতুং ন জানে দেবেশ কিং করোমি প্রসীদ মে ॥ ১৯

রাম । তুমি বাক্য ও মনের অগোচর পরমাশ্রা হইয়া আজ আমাকে কেন দর্শন দান করিয়াছ ? (তাহা তুমিই জান ; কারণ, পতিভদিগকে উদ্ধার করা তোমার স্বাভাবিক ধর্ম এবং ইহা আমার উপর তোমার অপার করুণার এক নিদর্শন ।) হে দেবেশ্বর । আমি শব করিতে জানি না, কি করিব ? তুমি আমার উপর ( নিজ গুণে ) প্রসন্ন হও । ১৯

(১) পুরুষগুরুবর্গ বধা—

“উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ ।

মাতুলঃ শ্বশুরভ্রাতা মাতামহ-পিতামহৌ ।

বন্ধুর্জ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যস্ত পুংস্বতে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥”

স্ত্রীগুরুবর্গ বধা,—

“মাতামহী মাতুলানী তথা মাতুশ্চ সৌদরাঃ ।

শ্রজ্ঞঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা স্বামী চ গুরবঃ স্ত্রীযুঃ ।

ইতুক্তো গুরুবর্গোহিহং মাতৃতঃ পিতৃতো বিজ্ঞাঃ ॥”

পঞ্চমহাগুরু বধা—

“যো ভাবয়তি বা সূতে যেন বিদ্যোপদিশতে ।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ ভর্তা চ পৈতৃকতে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥”

১ । জন্মদাতা পিতা, ২ । প্রসবকারিণী মাতা, ৩ । শিক্ষাদাতা ( আচার্য্য ), ৪ । অগ্রজ ভ্রাতা, ৫ । অন্ন দিয়া ভরণ-পোষণকর্তা, —এই পঞ্চ মহাগুরু । গুরুগণের আদেশবিষয়ে মহামুনি বাল্মীকি—

“চিত্রকূটং ত্বয়ি প্রাপ্তে বিমানৈরতুলপ্রৈভৈঃ ।

ইহ তে দিবমাক্রুচা যে মন্মথ্যচিত্তাঃ পুরা ।

ভৈশ্চাহমুক্তা ষ্মিঠৈর্মহাভাগৈর্মহাবিভিঃ ।

আগমিষ্যতি কাকুৎস্থঃ সুপুণ্যমিমমাজ্ঞমম্ ।

স তে প্রতিগ্রহীতব্যো রামঃ সৌমিজিগা সহ ।

ভূমির্জিহা ধ্রুবং যর্গো ভবিষ্যতি তবাক্ষরঃ । ৩।৭।১০-১৫

ঐরাম উবাচ ।

পুংস্বে জীহ্বে বিশেষো বা জাতিনামাত্মমাদয়ঃ ।  
ন কারণং মন্তুজনে ভক্তিরেব হি কারণম্ ॥ ২০  
যজ্ঞদানভপোতিৰ্বা বেদাধ্যায়নকর্মভিঃ ।  
নৈব অষ্টমহং শক্তো মদভক্তিবিমুখৈঃ সদা ॥ ২১  
তস্মাস্তামিনি সংক্ষেপাদ্ বক্ষ্যেহহং ভক্তিসাধনম্ ।  
মতাত্ সঙ্গতিরেবাত্ম সাধনং প্রথমং শ্রুতম্ ॥ ২২  
দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদগুণেরণম্ ।  
ব্যাখ্যাতৃৎ মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ ॥ ২৩  
আচার্যোপাসনং ভজ্রে মদ্বুদ্ধ্যামায়য়া সদা ।  
পঞ্চমং পুণ্যশীলং যমাদি-নিয়মাদি চ ॥ ২৪  
নিষ্ঠা মৎপুজনে নিত্যং যষ্ঠং সাধনমীরিতম্ ।  
মম মন্ত্রোপাসকং সাক্ষং সপ্তমমুচ্যতে ॥ ২৫

ঐরাম বলিলেন,—পুরুষ বা স্ত্রী, সদ বা হীন জাতি, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নাম এবং উত্তম বা অধম আশ্রম—এই সব আমার ভজনে অধিকার নিরূপণের কারণ নহে; পরন্তু ভক্তিই আমার ভজনের একমাত্র কারণ ( সূতরাং তুমি ভক্তিমতী বলিয়া আমার ভজন করিবার ও আমাকে দর্শন করিবার অধিকার লাভ করিরাছ ॥ ২০

বাহার আমার প্রতি ভক্তিমান্ নহ, তাহার বজ্র, দান, উপস্থ, বেদধ্যায়ন ও বেদবিহিত কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২১

ভামিনি । সেই হেতু আমি সংক্ষেপে তোমাকে আমার ভক্তিলাভের উপায় বলিব, এসংসারে সংপুরুষগণের সঙ্গই আমার ভক্তিলাভের প্রথম উপায় ॥ ২২

দ্বিতীয় উপায় আমার চরিত্রবর্ণনামূলক রামায়ণাদি চর্চা, তৃতীয় আমার গুণকীর্তন, আমার ভক্ত্যভিলাষক বাক্য-সমূহের অর্থাৎ উপনিষদ্বাক্যসমূহের ব্যাখ্যা করা চতুর্থ উপায় ॥ ২৩

ভজ্রে । আচার্য্য মাং বিজানীন্নান্নাবমত্তেত কহিচিৎ ।  
ন মর্ভ্যবুধ্যাত্যসুয়েত..... ঐকরুতে ভগবদ্বৃদ্ধি করিয়া অকপটে সদা তাঁহার সেবা পঞ্চম উপায় । পবিত্র যত্ন এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এবং প্রতিদিন আমার পূজার ভৎপন্নতা—এই সব হইল যষ্ঠ

মন্তুক্ষেদ্বধিকা পূজা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ।

বাহ্যার্থেষু বিরাসিৎ শমাদিসহিতং তথা ॥ ২৬

অষ্টমং নবমং তত্ত্ব-বিচারো মম ভামিনি ।

এবং নববিধা ভক্তিসাধনং যশ্চ কশ্চ বা ॥ ২৭

ত্রয়ো বা পুরুষশ্চাপি তির্ধ্যাগ্যোনীগতশ্চ বা ।

ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে ॥ ২৮

ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মন্তুবাশুভবশুখা ।

মমানুভবসিদ্ধশ্চ মুক্তিস্তত্বেব জন্মনি ॥ ২৯

শ্রান্তস্মাৎ কারণং ভক্তির্মোক্ষশ্রেষ্ঠি শ্রুনিশ্চিতম্ ।

প্রথমং সাধনং যশ্চ ভবেৎ তশ্চ ক্রমেণ তু ॥ ৩০

ভবেৎ সর্বং ততো ভক্তির্মুক্তিরেব শ্রুনিশ্চিতম্ ।

যস্মান্মুক্তিমুক্তা তং ততোহহং তামুপস্থিতঃ ॥ ৩১

উপায় । মন্তকল্পোক্ত অঙ্গসহ আমার মন্ত্রসমূহের উপাসনা সপ্তম উপায় ॥ ২৪-২৫

আমার ভক্তগণের পূজা আমার পূজা অপেক্ষা অধিক ( আমার অধিক প্রীতি দান করে ), সর্বভূতে ঈশ্বর বৃত্তি, বাহ্যার্থসমূহে অর্থাৎ পুত্র-কলত্রাদিতে বৈরাগ্য ( অনুরাগ-শূন্যতা ), শম—অন্তরিক্ষিত সংযম এবং দম—বহিরিক্ষিত সংযম, —এই সব হইল অষ্টম উপায় । ভামিনি । আমার তত্ত্ব-বিচার অর্থাৎ ব্রহ্মভূত্বনিরূপণ নবম উপায় । শুভলক্ষণে শবরি । স্ত্রী, পুরুষ কিংবা পত-পতী প্রভৃতি তির্ধ্যাগ্য যোনিজাত—এই যে কোনও জীব যদি নববিধ ভক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে আমার উপর তাহার প্রেমলক্ষণা অর্থাৎ শুভা ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৬-২৮

এই প্রেমলক্ষণা ভক্তি উৎপন্ন হইবা মাত্র আমার ভক্তের অনুভব হইলে পর অর্থাৎ ব্রহ্মভূত্ব সাক্ষাৎকার হইলে পর সেই অগ্নেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৯

সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির সুনিশ্চিত কারণ বলিয়া জানিবে । কিন্তু বাহার প্রথম সাধন লাভ হয়, তাহার ক্রমে ক্রমে সবই অর্থাৎ নববিধা ভক্তিই লাভ হইয়া থাকে ; সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির সুনিশ্চিত কারণ বলিয়া জানিবে, অতএব যেহেতু তুমি আমার প্রতি ভক্তিমতী, সেই হেতু আমি বলই তোমার নিকট উপস্থিত হইরাছি ॥ ৩০-৩১

ইতো মদর্শনামুক্তিস্তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।

যদি জানাসি মে ক্রুহি সীতা কমললোচনা ॥ ৩২

কুত্ৰান্তে কেন বা নীতা প্রিয়া মে প্রিয়দর্শনা ॥ ৩৩

শবর্যুবাচ ।

দেব জানাসি সর্বজ্ঞ সর্বং ত্বং বিশ্বতাবন ।

তথাপি পৃচ্ছসে যন্মাং লোকাননুসৃতঃ প্রভো ॥ ৩৪

ততোহহমভিধানামি সীতা যত্রাধুনা স্থিতা ।

রাবণেন হ্রতা সীতা লঙ্কায়্যং বর্ততেহধুনা ॥ ৩৫

ইতঃ সমীপে রামান্তে পম্পানাম সরোবরম্ ।

শবরি। তুমি আমার দর্শন লাভ করার এক্ষণেই তোমার মুক্তি লাভ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যদি তুমি জানিয়া থাক, তবে তুমি এখন আমার নিকট বল যে, কমল-লোচনা সীতা কোথায় আছে? (১) প্রিয়দর্শনা আমার প্রিয়া সীতাকে কেই বা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? ৩২-৩৩

শবরী বলিলেন,—হে বিশ্বসৃষ্টিকারী জ্যোতির্ময় প্রভো! তুমি সর্বজ্ঞ, অতএব সব কিছুই জান, তথাপি লোকব্যবহারের অনুসরণ করিয়া আমাকে যেহেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেইহেতু আমি তোমাকে 'সীতা এখন কোথায় আছেন,' তাহা বলিব। রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গিয়াছে। এখন সীতা সেই লঙ্কাতেই রহিয়াছেন। ৩৪-৩৫

রাম। এই সন্নিকটেই পম্পা নামে একটি সরোবর আছে। এই সরোবরের সমীপে ঋষামুক নামে এক মহাপর্যবৃত্ত বিদ্যমান

(১) এস্থলে 'যদি জানাসি' ইত্যাদি রামের প্রশ্ন এবং 'দেব জানাসি' এই বলিয়া শবরীর উত্তর বাক্যকিরামায়ণে নাই। তথায় সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে কবচেরই উপদেশ বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্যবাক্যকিরামায়ণে বাহা পাওরা যায়,—

"দনুর্নামাদিতে: পুত্র: শাপাদ্ রাক্ষসভাং গভঃ ।

আখ্যাভন্তেন সুগ্রীবঃ সমর্থো বানরাধিপঃ ।

স জ্ঞাস্ততি মহাবীৰ্য্যস্তব ভাৰ্য্যাপহারিণম্ ।

এবমুক্ত্য দনুঃ স্বর্গং ভ্রাজমানো দিবং গভঃ ॥" ৪৫। ১৫-১৬

এবিষয়ে অগ্নিপূরণে দেখা যায়,—

যুতোহথ সংকৃতন্তেন কবচকাবধীং তভঃ ।

শাপযুক্তোহত্রবীদ্ রামং স ত্বং সুগ্রীবমারজ ॥" ৮। ২২

রাম। এই সন্নিকটেই পম্পানামে একটি সরোবর আছে। এই সরোবরের সমীপে ঋষামুক নামে এক মহাপর্যবৃত্ত বিদ্যমান আছে। ৩৬

ঋষামুকগিরির্নাম তৎসমীপে মহানগঃ ॥ ৩৬

চতুর্ভিন্নমুত্তিঃ সার্কং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ।

ভীতভীতঃ সদা তত্র ভিত্ত্যভুলবিক্রমঃ ॥ ৩৭

বালিনশ্চ ভয়াদ্ ভ্রাতৃত্বদগম্যমুশ্বের্ভয়াৎ ।

বালিনস্তত্র গচ্ছ ত্বং তেন সখ্যং কুরু প্রভো ॥ ৩৮

সুগ্রীবোণ স সর্বং তে কার্য্যং সম্পাদয়িষ্ণুতি :

অহমগ্নিঃ প্রবেক্ষ্যামি ভবাগ্রে রঘুনন্দন ॥ ৩৯

মুহূর্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র যাবদ্রক্ষ্য কলেবরম্ ।

যাস্তামি ভবনং রাম তব বিক্ষোঃ পরং পদম্ ॥৪০

আছে। ৩৬

অতুল পরাক্রমশালী বানররাজ সুগ্রীব তাহার চার জন মন্ত্রীর সহিত অভিশর ভীত হইয়া সেই পর্বতে অবস্থান করিতেছে। ৩৭

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী (অভিশর পরাক্রমশালী, বালী তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে, ), হইতে তাহার ভয়, আবার মঞ্জু ঋষির অভিশাপে ( ৩ ) বালী এই ঋষামুক পর্বতে আসিতে পারে না, বালীর এই শাপভর ভয় সুগ্রীব এই পর্বতে এখন বাস করিতেছে। প্রভো! অতএব তুমি এই সুগ্রীবের নিকট গমন কর এবং তাহার সহিত সখ্য-স্থাপন কর। ৩৮

মতঙ্গমুনির শাপবিষয়ে মহর্ষি বাক্যকি,—

"আবিহন্তেন বলিনা বিনিপ্পিফো মহামুরঃ ।

বিমুক্ণ কুধিরং খেভ্যঃ প্রাণান্তত্যাগ বীৰ্য্যবান্ ।

স পপাত মহাকায়ঃ কিত্তো পক্ষ্মমাগভঃ ।

ত্বং ভোল্লিহা বাহুভ্যাং গতসঙ্কমচেতসম্ ।

চিক্বেপ বলবান্ বালী পাদেনৈকেন যোজনম্ ।

তস্ত বেগপ্রবৃত্ত্য বক্তাং ক্ষতজ্বলিনবঃ ।

প্রপেতুর্মারুতোংকিপ্তা মতঙ্গস্তাশ্রমে কিল ।

তান্ দৃষ্ট্য পতিতান্ গাজে মূনিঃ শোণিতবিন্দুকান্ ।

উপস্তুস্ত দদৌ শাপং ক্ষেপ্তারং বালিনং প্রতি ।

বেদৈব দানবঃ কিপ্তো মমাত্রমপদং প্রতি ।

ইহ তে ন প্রবেক্যাম্যমুকবনং প্রতি ।

প্রবিকৃত্য হি তে সদ্যো জীবিতং ন ভবেদিত্তি ।

ততঃ শাপভয়াদ্ বালী ঋষামুকং মহাগিরিম্ ।

প্রবেক্য ন স শক্লোতি দ্রষ্টুং বা রঘুনন্দন ॥"

ইতি রামং সমামন্ত্র্য প্রবিবেশ হৃতাশনম্ ।  
 ক্ষণাশ্লিষ্য সৰলমবিত্তাকৃতবন্ধনম্ ॥ ৪১  
 রামপ্রসাদাচ্ছবরী মোক্ষং প্রাপাতিত্বলভম্ ।  
 কিং ত্বলভং জগন্নাথৈঃ শ্রীরামে ভক্তবৎসলে ।  
 প্রসন্নোহধমজন্মাপি শবরী মুক্তিমাণ সা ॥ ৪২  
 কিং পুনরাক্ষণা মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরানচিন্তকাঃ ।  
 মুক্তিং যাত্তীতি মদভক্তিমুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩

এই সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিলে পর সে ভোমার সকল কার্যই নিষ্পন্ন করিবে। রঘুনন্দন। আমি এখন ভোমার সম্মুখে অগ্নিতে প্রবেশ করিব ॥ ৩৯

রাজেন্দ্র। বাবে কাল পর্য্যন্ত না এই আমার দেহ দগ্ধ হয়, তাবে কাল পর্য্যন্ত তুমি অবস্থান কর। ভগবন্। আমি শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর পরম পদে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব ॥ ৪০

এইভাবে রামের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শবরী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই অবিদ্যাজনিত সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীরামের প্রসাদে অতি ত্বলভ মোক্ষলাভ করিল (১)। ভক্তবৎসল জগন্নাথ শ্রীরাম প্রসন্ন হইলে সংসারে কি ত্বলভ থাকে? দেখ, শবরী নীচকূলে জন্মাইয়াও মুক্তি লাভ করিল ॥ ৪১-৪২

উত্তম বংশসম্বৃত্ত পুণ্যশীল শ্রীরামচিত্তাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ যে মুক্তিলাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? অতএব আমার ভক্তিই মুক্তির কারণ, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৩

হে লোকসকল। ভগবান্ শ্রীরামজ্ঞের ভক্তিই মুক্তি দান

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ব্যাখ্যারামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

অরণ্যকাণ্ড সম্পূর্ণ।

ভক্তিমুক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ শ্রীরামজ্ঞেয় হে  
 লোকাঃ কামত্বাঙ্কত্ৰিপদ্যুগলং সেবধ্বমত্যাংস্কাঃ ।  
 নানাজ্ঞানবিশেষমন্ত্রবিভতিং ত্যক্ত্বা শূদ্রে ভূশং  
 রামং শ্যামতনুং স্মরারিস্তদয়ে ভাস্তং ভজধ্বং বৃধাঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমদ্ব্যাখ্যারামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 অরণ্যকাণ্ডে দশমোহখ্যায়ঃ ॥ ৫

অরণ্যকাণ্ড সম্পূর্ণম্।

করিয়া থাকে, অতএব ভোমরা সকলে অভিশর সমুৎসুক হইরা শ্রীরামের সেবা কর। এই রামের শ্রীচরণযুগল সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ। ভোমরা শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান ও বাগ-বজ্রাদি মন্ত্রবহুল কণ্ঠবিশারদ্রের পরিত্যাগ করিয়া শ্যামসুন্দরবিগ্রহ, শিবহৃদয়ে বিরাজিত রামকে ভজনা কর ॥ ৪৪

বাণীর সম্মুখেই মূনি আরও বলেন,—

“মাতঙ্গো বাণিনং প্রাহ বদ্যাগতাসি মে গিরিম্।

ইভঃপরং ভগ্নশিরা মন্নিব্যাসি ন সংশয়ঃ ।

এবং শগুস্তদারভ্য ঋষ্যমুকং ন যাত্যসৌ।

এতজ্জাতাহমপ্যএ বসামি ওন্নবর্জিতঃ ॥ ৪১২ ৬৬-৬৭

(১) বাণীকিরামায়ণেও অনুরূপ অভিযত দেখা যায়,—

“অনুজাতা তু রামেন হৃতাশানং হৃতাশনে।

জলন্তী যেন বপুযা স্বর্গমেব অগাম সা।

যত্র তে সূক্তত্যাগানো বিধেতি মহর্ষয়ঃ।

ভৎপুণ্যং শবরীস্থানং অগাঠমিব সমাধিনা।

৩৭৭।৩২-৩৩

# কিক্ষিক্যাকাণ্ড ।

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীরামস্ত স্ত্রীবেণ সহ সখ্যস্থাপনম্ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ

ততঃ সলক্ষ্মণো রামঃ শনৈঃ পম্পাসরস্তুটম্ ।  
আগত্য সরমাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাযযৌ ॥ ১  
ক্রোশমাত্রং সুবিস্তীর্ণমগাধামলশব্দম্ ।  
উৎফুল্লাসুজ্জ্বলারকুমুদোৎপলমণ্ডিতম্ ॥ ২  
হংসকারণবাকীর্ণ-চক্রবাকাদিশোভিতম্ ।  
জলকুকুটকোষষ্টিক্রোঞ্চনাদোপনাদিতম্ ॥ ৩  
নানাপুপ্পলতাকীর্ণং নানাফলসমাবৃতম্ ।  
সভাং মনঃস্বচ্ছজলং পদ্মকিঞ্চলবাসিতম্ ॥ ৪  
তত্রোপম্পৃশ্য সলিলং পীড়া শ্রমহরং বিভূঃ ।

## কিক্ষিক্যাকাণ্ড ।

### প্রথম অধ্যায় ।

[ শ্রীরাম কর্তৃক স্ত্রীবেণের সহিত সখ্যস্থাপন ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—উদনন্তর লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরাম সরোবরসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পম্পাসরোবরের (১) ভীরে বাইরা উহাকে দর্শন করত বিস্মিত হইলেন ॥ ১

এই সরোবর এক ক্রোশ বিস্তীর্ণ, অগাধ, নির্জল জলপূর্ণ, বিকসিত পদ্ম, কল্লার, কুমুদ ও পদ্মকল্লারে সুশোভিত ॥ ২

হংস ও কারণব পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত, চক্রবাকাদি অজ্ঞাত বহু জলচর পক্ষিদলে সুশোভিত, জলকুকুট, কোষষ্টি (টিট্টি) এবং ক্রোঞ্চ পক্ষিগণের ধ্বনিতে মুখরিত ॥ ৩

নানা পুপ্পলতাসমূহে আবৃত, নানা ফলশালী বৃক্ষ সমূহে আবৃত এবং পদ্মকিঞ্চলগন্ধে সুবাসিত এবং সংপূরকগণের মনের তার বহু জলে পরিপূর্ণ ॥ ৪

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পম্পাসরোবরের জল স্পর্শ করত আচমন পূর্বক ক্লাভিনাশক সেই জল পান করিয়া অনুজ আতা লক্ষ্মণের সহিত সেই সরোবরের ভীরে শীতল পথ দিয়া গমন করিলেন ॥ ৫

(১) পম্পাসরোবর সম্বন্ধে বাস্তবিক—

“স দদর্শ ততঃ পম্পাং তত-শীত-জলাশয়াম্ ।

প্রজটনানাকূনাং বহুপাদপসম্বলান্ ।

সামুদ্রঃ সরসন্তীরে শীতলেন পথ্য যযৌ ॥ ১

অশ্রুমুকগিরেঃ পার্শ্বে গচ্ছন্তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ।

ধনুর্বাণকরৌ দাস্তৌ জটাবল্লমণ্ডিতৌ ।

পশ্যন্তৌ বিবিধান্ বৃক্ষান্ গিরেঃ শোভাং সুবিক্রমৌ

সুগ্রীবস্ত গিরেমুগ্ধি চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ।

স্থিহা দদর্শ তৌ যান্তাবারুরোহ গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭

ভয়াদাহ হনুমন্তং কৌ তৌ বীরবরৌ সথৈ ।

গচ্ছ জানৌহি ভদ্রং তে বটুভূতা দ্বিজাকৃতিঃ ॥ ৮

বালিনা প্রেষিতৌ কিং বা মাং হস্তং সমুপাগতৌ ।

তাভ্যাং সম্ভাষণং কৃত্বা জানৌহি হৃদয়ং তয়োঃ ॥ ৯

অশ্রুমুকপর্বতের পার্শ্বে হস্তে ধনুর্বাণধারী জটাবল্লমণ্ডিত, নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী ও পর্বতের শোভা দর্শন করিতে করিতে অভিশর পরাক্রমশালী রাম এবং লক্ষ্মণ বাঁধে লাগিলেন ॥ ৬

চারিটি বানরের সহিত পর্বতের (অশ্রুমুকপর্বতের) শিখরে থাকিয়া সূগ্রীব তাঁহাদের উভয়কে বাইতে দেখিলেন এবং সেই পর্বতের আরও উচ্চ শিখরে আরোহণ করিল ॥ ৭

তারপর ভয়বশতঃ হনুমানকে বলিলেন,—সথৈ ॥ এই দুই বীরবর কে? তুমি দ্বিজরূপী বটু (২) (ব্রহ্মচারী) হইয়া ইহাদের নিকট গমন কর এবং ইহাদের সংবাদ জান ॥ ৮

ইহারা বালী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিতেছে কিংবা অস্ত্র কোনও কারণে আসিতেছে? তুমি বাইরা ইহাদের সহিত আলাপ করত উভয়ের হৃদয়ত অভিপ্রায় অবগত হও ॥ ৯

কুমুদোৎপলিনীং রম্যাং তভাং মণিনিভোদকাম্ ।

বহুপক্ষসম্বাণং বহুপুষ্করমণ্ডিতাম্ ।

হংস-কারণবাকীর্ণং মহাবিগণসেবিতাম্ ।

চক্রবাকোপক্রীড়াক কাদম্বৈঃ কুজিতাং তথা ॥”

ইত্যাদি ৩.৭৮।২৫-২৭

(২) এখানে বটুরূপে রামের নিকট হনুমানের গমন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিকরামরূপে আছে ভিক্ষুবংশে হনুমানের গমন—বধা,—“কপিরূপং পরিভাজ্য হনুমান্ যাক্রতাত্মকঃ । ভিক্ষুরূপং ভতো ভোজে শঠবুদ্ধিতরা কপিঃ ॥” ৪।৩।৩

যদি তৌ দ্বৈতদ্বয়ৌ সংজ্ঞাং কুরু করাগ্রতঃ ।  
বিনয়াবনতো ভূতা এবং জানৌহি নিশ্চয়ম্ ॥ ১০  
তথ্যেতি বটুরূপেণ হনুমান্ সমুপাগতঃ ।  
বিনয়াবনতো ভূতা রামং নৈবেদমব্রবীৎ ॥ ১১  
কৌ যুবাং পুরুষব্যাসৌ যুবানৌ বীরসম্মতো ।  
ছোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্বাঃ প্রভয়া ভাস্করাবিব ॥ ১২  
যুবাং ত্রৈলোক্যকর্তারাবিতি ভাতি মনো মম ।  
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতু জগন্ময়ৌ ॥ ১৩  
মায়য়া মাহুসাকারৌ চরন্তাবিব লীলয়া ।  
ভূভারহরণার্থায় ভক্তানাং পালনায় চ ॥ ১৪  
অবতীর্ণাবিহ পরৌ চরন্তৌ ক্ষত্রিয়াকৃতী ।  
জগৎস্থিতিলয়ৌ সর্গং লীলয়া কর্ণুমুদ্যতো ॥ ১৫  
স্বভক্তৌ প্রেরকৌ সর্বদ্বন্দ্বয়স্বাবিহেৎসরৌ ।

যদি ইহারা দুইজনই হয়, তাহা হইলে তুমি হস্তের অগ্রভাগের দ্বারা সন্দেশ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিও । তুমি বিনয়াবনত হইয়া তাহাদের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ কর ॥ ১০

‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া হনুমান্ ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া রামকে প্রণাম (১) করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১১

বীরসম্মত যুবক পুরুষ শ্রেষ্ঠ তোমরা দুইজনে কে ? দুইটি সূর্যের স্তায় তোমরা নিজেদের দেহপ্রভায় সম্পূর্ণ দিগ্‌মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতেছ ? ১২

আমার মন অনুমান করিতেছে যে, তোমরা দুইজনে ত্রৈলোক্যকর্তা, প্রধান পুরুষ, জগন্ময় এবং জগতের হেতু ॥ ১৩

ভূভারহরণের জন্ত এবং ভক্তগণকে পালন করিবার জন্ত লীলা করিবার বাসনার মানাবেল মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া যেন বিচরণ করিতেছ ॥ ১৪

পরম পুরুষ তোমরা দুইজনে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয় রূপ ধারণ করত বিচরণ করিতে করিতে লীলাচ্ছলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে উদ্যত হইয়াছ ॥ ১৫

বত্ত্ব (যাবীন), সর্বপ্রবর্তক, সূর্য্যমণ্ডলবর্তী, ও পরমেশ্বর

(১) এখানে বর্ণিত হইয়াছে রামকে প্রণাম, বান্দীকি বলিয়াছেন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই প্রণাম বধা,—

“ততঃ স হনুমান্ বাচা ব্রহ্মণা স্মনোজয়া ।

বিনীতবহুপাণয়া রাঘবৌ প্রণিপত্য চ ॥” ৪।৩।৩

নর-নারায়ণৌ লোকে চরন্তাবিতি মে মতিঃ ॥ ১৬  
শ্রীরামৌ লক্ষ্মণং প্রাহ পশ্চৈনং বটুরূপিণম্ ।  
শব্দশাস্ত্রমশেষেণ শ্রুতং নূনমনেকথা ॥ ১৭  
অনেন ভাষিতং কুৎসং ন কিঞ্চিদপশ্যিকৃতম্ ।  
ততঃ প্রাহ হনুমন্তং রাঘবৌ জ্ঞানবিগ্রহঃ ॥ ১৮  
অহং দাশরথী রামস্তয়ং মে লক্ষ্মণোহনুজঃ ।  
সীতয়া ভার্য্যয়া সাক্ষিং পিতৃবচনগৌরবাৎ ॥ ১৯  
আগতস্তত্র বিপিনে স্থিতোহহং দণ্ডকে দ্বিজ ।  
তত্র ভার্য্যা হ্রতা সীতা রক্ষসী কেনচিৎসম ।  
তামেষ্টুমিহায়াতো তত্ত্বং কো বা কশ্চ বদ ॥ ২০

বটুরূপাচ :

সুগ্রীবো নাম রাজা যো বানরাণাং মহামতিঃ ।  
চতুর্ভিন্নমুদ্রিভিঃ সাক্ষিং গিরিমূর্ধ্বনি তিষ্ঠতি ॥ ২১

নর এবং নারায়ণ আজ এই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছেন—ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস ॥ ১৬

তখন শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এই বটুরূপীকে দর্শন কর । নিশ্চয়ই এই বটু বহুবিধ শব্দশাস্ত্র (ব্যাকরণ) সম্পূর্ণ রূপে প্রবণ (২) করিয়াছেন ॥ ১৭

ইনি বহু কথাই বলিলেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ বলেন নাই । তারপর জ্ঞানবিগ্রহ রাঘব হনুমান্‌কে বলিলেন ॥ ১৮

আমি দশরথনন্দন রাম এবং এই ব্যক্তি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ । পিতার বাক্যের সৌরবরক্ষার জন্ত ভার্য্যা সীতার (ও এই ভ্রাতা লক্ষ্মণের) সহিত আমি বনে আসিয়াছি । দ্বিজ । আমি বনে আসিয়া দণ্ডকারণে বাস করিতেছিলাম । তথায় কোনও রক্ষস আমার ভার্য্যা সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । আমরা তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি । তুমি কে এবং কাহার পুত্র ? তাহা আমাকে বল ॥ ১৯ ২০

বটু বলিলেন,—মহামতি সুগ্রীব নামে বানরগণের এক রাজা আছেন । তিনি এখন চারিজন মন্ত্রী বানরের সহিত এই পর্ব্বতের শিখরে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২১

(২) এই কথা বান্দীকিরামায়ণেও দেখা যায়—

নূনং ব্যাকরণং কুৎসমনেন বহুশা শ্রুতম্ ।

বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশ্যিকৃতম্ ॥” ৪।৩।২২



ভ্রাতা কনৌয়ান্ সুগ্রীবো বালিনা পাপচেতসা ।  
 তেন নিষ্কাশিতো ভাৰ্য্য। হ্রতা ভসেহ বালিনা ॥২২  
 ভস্তয়াদৃশ্যমুকাখ্যং গিরিমাশ্রিত্য সংস্থিতঃ ।  
 অহং সুগীবসচিবো বায়ুপুত্রো মহামতে ॥ ২৩  
 হনুমান্ নাম বিখ্যাতো অঞ্জনগৰ্ভসম্ভবঃ ।  
 তেন সখ্যং ভয়া যুক্তং সুগ্রীবেন রঘুতম ॥ ২৪  
 ভাৰ্য্যাপহারিণং হস্তং সহায়ন্তে ভবিত্বাতি ।  
 ইদানীমেব গচ্ছাম আগচ্ছ যদি রোচতে ॥ ২৫

শ্রীরাম উবাচ ।

অহমপ্যাগতন্তেন সখ্যং কর্তুং কপীশ্বর ।

পাপমতি বালী ভাৰ্য্যার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে দেশ হইতে  
 নিষ্কাশিত করিয়া দিয়াছে। এই বালী ভাৰ্য্যাকেও  
 কাড়িয়া লইয়াছে ॥ ২২

এই বালীর ভয়ে সুগ্রীব স্বযমুখ নামে পৰ্ব্বতকে আশ্রয়  
 করিয়া এখন বাস করিতেছেন। মহামতে! আমি সেই  
 বানররাজ সুগ্রীবের এক মন্ত্রী, আমি বায়ুপুত্র ॥ ২৩

অঞ্জনার গৰ্ভ হইতে উৎপন্ন আমি হনুমান্ নামে বিখ্যাত।  
 রঘুতম। আমার মনে হয়, এই সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন  
 করা আপনার যুক্তিযুক্ত হইবে ॥ ২৪

এই বানররাজ সুগ্রীব আপনার ভাৰ্য্যাপহারীকে বধ  
 করিবার অস্ত্র সহায়ক হইবেন। যদি আপনার অভিষ্টিতি হয়,  
 তাহা হইলে আনন্দ; আমরা এখনই গমন করিব ॥ ২৫

শ্রীরাম বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ! আমিও ভাৰ্য্যার সহিত  
 সখ্য (বন্ধুত্ব) স্থাপন করিতে আসিয়াছি; সুতরাং আমার  
 সেই সখ্যারও যে প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইবে, আমি তাহা  
 নিঃসংশয়ে সম্পাদন করিব ॥ ২৬

তখন হনুমান্ নিজ রূপ (১) ধারণ করিয়া অবস্থান করত  
 শ্রীরামকে বলিলেন,—আপনারা দুইজনে আমার ক্লেদ  
 আরোহণ করুন, আমরা পৰ্ব্বতের উপরে গমন করিব ॥ ২৭

বালীর ভয়ে বখায় সুগ্রীব মন্ত্ৰিগণের সহিত অবস্থান  
 করিতেছেন। তখন রাম এবং লক্ষ্মণ ‘ভাহাই হউক’ বলিয়া  
 সেই হনুমানের ক্লেদ আরোহণ করিলেন ॥ ২৮

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ লক্ষ প্রদর্শন করত ক্ষণকালের মধ্যেই  
 স্বযমুক (১) পৰ্ব্বতের শিখরে বাইরা উপস্থিত হইলেন। তখন  
 সেই রাম ও লক্ষ্মণ এক বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করত অবস্থান  
 করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

সখ্যাস্তথাপি যৎ কার্য্যং ভৎ করিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ২৬  
 হনুমান্ স্বস্বরূপেণ স্থিতো রামমখ্যাত্রবীৎ ।  
 আরোহতাং মম ক্লেদো গচ্ছাম পৰ্ব্বতোপরি ॥ ২৭  
 যত্র তিষ্ঠতি সুগ্রীবো মন্ত্ৰিভির্বালিনো ভয়াৎ ।  
 তথৈতি ভস্তারুরোহ ঋদ্ধং রামোহথ লক্ষ্মণঃ ॥ ২৮  
 উৎপপাত গিরের্মুগ্ধি ক্ষণাদেব মহাকপিঃ ।  
 বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য স্থিতৌ তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥২৯  
 হনুমানপি সুগ্রীবমুপগম্য কৃতাজলিঃ ।  
 ব্যোত্ তে ভয়মায়াভৌ রাজন্ শ্রীরাম-লক্ষ্মণৌ ॥৩০  
 শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ রামেণ সখ্যং তে যোজিতং ময়া ।  
 অগ্নিঃ সাক্ষিণমারোপ্য তেন সখ্যং দ্রুতং কুরু ॥ ৩১

এদিকে হনুমান্ও সুগ্রীবের নিকট গমন করত কৃতাজলি  
 হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! আপনার ভয় দূর হউক  
 অর্থাৎ আপনার কোনও ভয় নাই। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এখানে  
 আসিয়াছেন ॥ ২৬

আপনি শীঘ্র উঠুন, রামের সহিত আপনার সখ্যস্থাপন হি  
 করিয়াছি। অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া আপনি ভাৰ্য্যার সহিত দ্রুত  
 সখ্যস্থাপন করুন ॥ ২৭

(১) বায়ুকিরামারূপেণ হনুমানের নিধরূপ ধারণের বর্ণনা  
 আছে—

“ভতঃ স সুমহাপ্রাজ্ঞো হনুমানিদমব্রবীৎ ।  
 যৎ রূপমভিসংপ্রাপ্য সংশ্রুটো চেমপিভলঃ ।  
 আক্ৰম্যতাং নরশ্রেষ্ঠ মম পৃষ্ঠমবিশ্রম্য ।  
 লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সুগ্রীবং ব্রহ্মদুর্মহদি ।  
 এবমুক্ত্য মহাকায়ো হনুমান্ পবনাত্মজঃ ।  
 জগামাদার ভৌ বীরৌ সুগ্রীবৌ যত্র বানরঃ ॥

৪৩।২৭-২৯

(১) স্বযমুক পৰ্ব্বতের শিখরে সুগ্রীব ছিলেন, অতএব  
 এখানে ‘স্বযমুক পৰ্ব্বতের শিখরে এই ব্যাখ্যা করা হইল। কিন্তু  
 বায়ুকি বলিয়াছেন, রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া হনুমান্ স্বযমুক  
 পৰ্ব্বতে যান, তারপর তথা হইতে মল্ল পৰ্ব্বতে গিয়া সুগ্রীবকে  
 সংবাদ দেন ।

“স্বযমুকায় তু হনুমান্ গতা মল্লপৰ্ব্বতম্ ।

কথরামাস ভৌ বীরৌ সুগ্রীবায় মহাত্মনে ॥ ৪৪।১

ততোহতিহর্ষাৎ সুগ্রীবঃ সমাগম্য রত্নসুতম্ ।  
 বৃক্ষশাখাং স্বয়ং ছিত্বা বিষ্টরায় দদৌ মুদা ॥ ৩২  
 হনুমান্ লক্ষণায়াদাৎ সুগ্রীবায় চ লক্ষণঃ ।  
 হর্ষণে মহতাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এবাবতস্থিরে ॥ ৩৩  
 লক্ষণস্তব্রবৌ সর্ব্বং রামবৃত্তান্তমাদিতঃ ।  
 বনবাসাভিগমনং সীতাহরণমেব চ ॥ ৩৪  
 লক্ষণোক্তং বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ ।  
 অহং করিস্যে রাজেন্দ্র সীতায়ঃ পরিমার্গণম্ ॥ ৩৫  
 সাহায্যমপি তে রাম করিস্যে শত্রুঘাতিনঃ ।  
 শৃণু রাম ময়া দৃষ্টং কিঞ্চিৎ তে কথয়াম্যহম্ ॥ ৩৬  
 একদা মন্ত্রিভিঃ সার্ব্বং স্থিতোহহং গিরিমূর্ধনি ।  
 বিহায়স্য নীয়মানা কেনচিৎ প্রমদোত্তমা ॥ ৩৭

তদনন্তর সুগ্রীব অভিষয় হর্ষণশব্দঃ রত্নসুত রামের নিকট  
 গমন করিয়া সানন্দে নিজেই একটি বৃক্ষের শাখা ছেদন করত  
 আসনের জন্ত সীতাকে প্রদান করিলেন । ৩২

তারপর হনুমান্ লক্ষণকে এবং লক্ষণ সুগ্রীবকে বসিবার জন্ত  
 পত্রাসন (১) প্রদান করিলেন । তখন সকলেই অভিষয় হর্ষে  
 উৎফুল্লিত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন । ৩৩

অন্তঃপর লক্ষণ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাম-  
 বৃত্তান্ত—যেমন পিতার আদেশে বনবাসের জন্ত বনে আগমন  
 এবং সীতাহরণ—এই সব বলিলেন । ৩৪

লক্ষণকথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব রামকে বলিলেন,—  
 রাজেন্দ্র । আমি সীতার অন্বেষণ করিব । ৩৫

রাম । তোমার শত্রুকে বধ করিতে ও আমি সাহায্য  
 করিব । রাম । আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা সব কিছুই

(১) আসনপ্রদান বিষয়ে বালাকিরামায়ণে ভিন্নরূপ  
 দেখা যায়,—

“স দদর্শ ততঃ সালমবিদূরে হরীশ্বরঃ ।

সপুষ্পমীষংপর্ণাঢ্যং ভ্রমরৈরুপশোভিতম্ ।

তৈশ্চাকাং পর্ণবহুলাং শাখাং ভক্ত্যুৎসুপ্তিতাম্ ।

সালস্তাত্তীর্থা সুগ্রীবো নিবসাদ সরাধবঃ ॥”

• • • • •

“তাবাসীনো ততো দৃষ্ট্য হনুমানপি লক্ষণম্ ।

শাখাং চন্দনবৃক্ষস্ত সমাক্ষিপ্য ভবেশ্বরং ॥”

ক্লেশস্তী রাম রামেতি দৃষ্ট্যাম্মান্ পর্ব্বতোপরি ।

আমুচ্যাত্তরণাশ্চ শ্বোস্তরীয়েণ ভামিনী ॥ ৫৮

নিরীক্ষ্যাধঃ পরিত্যজ্য ক্লেশস্তী তেন রক্ষস ।

নীড়াহং ভূষণান্যাস্ত গুণায়ামক্ষিপং প্রভো ॥ ৩৯

ইদানীমপি পশ্য ত্বং জানীহি তব বা ন বা ।

ইত্যুক্তানীয় রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ ॥ ৪০

বিমুচ্য রামস্তদৃষ্ট্য হা সীতেতি মুহর্মুহঃ ।

হৃদি নিক্ষিপ্য তৎ সর্ব্বং রুরোদ প্রাকৃতো যথা ॥ ৪১

আশ্বাস্ত রাধবং ভ্রাতা লক্ষণো বাক্যমব্রবীৎ ।

অচিরেণৈব তে রাম প্রাপ্যতে জানকী স্তভা ।

বানরেন্দ্রসহায়েন হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৪২

সুগ্রীবোহপ্যাহ হে রাম প্রতিজ্ঞাং করবাণি তে ।

সমরে রাবণং হত্বা তব দাস্যামি জানকীম্ । ৪৩

তোমাকে বলিতেছি । ৩৬

একদিন আমি মন্ত্রিগণের সহিত পর্ব্বতের শিখরে বসিয়া  
 আছি, তখন আকাশ পথে এক শ্রেষ্ঠ রমণীকে কোনও একজন  
 লইয়া বাইতেছে । ৩৭

সেই ভামিনী রমণী “রাম রাম” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে  
 ছিল এবং পর্ব্বতের উপরে আমাদের দেখিয়া নিজের গাত্রে  
 আভরণসকল উন্মোচন করিয়া উত্তরীর (চাদর) (২) বস্ত্রের  
 দ্বারা বন্ধন করত আমাদের দিকে তাকাইয়া নীচের দিকে  
 নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাদিতে লাগিল । কোনও এক রাক্ষস  
 তাহাকে সেই অবস্থায় হরণ করিয়া লইয়া বাইল । প্রভো ।  
 আমি সেই সব আভরণ লইয়া সত্বর ওহার মধ্যে নিক্ষেপ  
 করিয়াছি । ৩৮-৩৯

এখন তুমি সেই সব দেখ এবং জান যে, উহা তোমার ?  
 কিংবা তোমার নয় ? এই কথা বলিয়া বানরবর সুগ্রীব সেই  
 সব আভরণ আনিয়া রামকে দেখাইলেন । ৪০

(২) বালাকিরামায়ণে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উত্তরীর নিক্ষেপ  
 ও আভরণ-সমূহ নিক্ষেপ বর্ণিত আছে,—

“ক্লেশস্তী রাম রামেতি করুণং লক্ষণেতি চ ।

ক্ষুরস্তী রাক্ষসত্যাগে পন্নগেন্দ্রবধূরিব ।

আশ্বনা পক্ষমং দৃষ্ট্য মাং শৈলস্ত তটে হিতম্ ।

উত্তরীরং তরা কিপুং শুভাতাভরণানি চ । ৪১৫৮-৯

ততো হনুমান্ প্রজাল্য ভয়োরগ্নিং সমীপতঃ ।

তাবুভৌ রাম-সুগ্রীবাবগ্নৌ সাক্ষিণি তিষ্ঠতি ॥ ৪৪

বাহু প্রসার্য্য চালিঙ্গ্য পরম্পরমকল্মষৌ ।

সমীপে রঘুনাথস্ত সুগ্রীবঃ সমুপাধিশৎ ॥ ৪৫

শ্বোদন্তং কথয়ামাস প্রণয়াজঘুনায়কে ।

সথে শৃণু মমোদন্তং বালিনা যৎ কৃতং পুরা ॥ ৪৬

ময়পুত্রোহথ ময়াবী নান্না পরমদুর্শ্বদঃ ।

কিকিঙ্কর্য্যং সমুপাগত্য বালিনং সমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৪৭

সিংহনাদেন মহতা বালী তু তদমর্ষণঃ ।

তখন রাম সেই সব আভরণ খুলিয়া দর্শন করতঃ ‘হী সীতা’ এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ হ্রস্বে নিক্ষেপ করত সাধারণ মানুষের ভায় রোদন (১) করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

তখন ভ্রাতা লক্ষণ রাঘবকে আশ্বাসদান করিয়া এই কথা বলিলেন,—রাম। বামররাজ সুগ্রীবের সহায়তার যুদ্ধে রাঘবকে বধ করত তুমি অচিরকালের মধ্যেই মঙ্গলময়ী জনক-নন্দিনী সীতাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪২

তখন সুগ্রীবও বলিলেন,—হে রাম। আমি তোমার নিকট প্রতীক্ষা করিতেছি, যুদ্ধে রাঘবকে বধ করিয়া সীতাকে তোমার নিকট প্রদান করিব ॥ ৪৩

তদনন্তর হনুমান্ তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া সখ্যস্থাপন করিতে বলিলেন। তখন রাম ও সুগ্রীব

(১) রামের শোকবর্ণনাপ্রসঙ্গে বাল্মীকি—

“সোহপি বীক্যাত্ত ভদ্রবাসঃ সীতার্না ভূষণানি চ ।

অভবদ্ বাপ্পসম্পূর্ণঃ সনৌহার ইবোড়ুর্নাট্ ।

সীতাস্নেহপ্রব্ধেন স তু বাপ্পেণ ধ্বজিতঃ ।

হা প্রিয়ে জনকোত্ম্যক্তা বৈর্য্যং ত্যক্তা পতৎ ক্রিতৌ ।

হৃদি কৃত্বা তু বহুশতমলকারমার্গবৎ ।

বিনিশ্চসংশ্চ বহুশো ভুজ্জ ইব রোষিতঃ ।

অবিচ্ছিন্নাক্রবেগন্ত সৌমিত্রিং বীক্য রাঘবঃ ।

পরিদেবরিতুং দীনো রামঃ সমুপচক্রমে ॥

ইত্যাদি ৪।৫।১৪-১৭

(২) অগ্নিপ্রজ্জ্বলনসম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকির উক্তি,—

“ততস্ত হনুমান্ দৃষ্ট্বা ভয়োঃ সম্বন্ধমীলিতম্ ।

বিধিবৎ সোহিৎ কাষ্ঠাভ্যাং জনরামাস পাবকম্ ।

দীপ্যমানং ততো বহিং পুষ্পৈঃ সংকৃত্য সংকৃতম্ ।

ভজোপতস্ত চ প্রীতস্তরোহাণ্যে সমেধিতম্ ।

ভয়গ্নিং দীপ্যমানং তু চক্রতুতৌ প্রদক্ষিণম্ ।

সুগ্রীবো রাঘবশ্চৈব বরষত্মুপাগতৌ ॥৪।৪।১৬-১৮

নির্ঘবৌ ক্রোধতাত্রাক্ষৌ জঘান দৃঢ়মুষ্টিনা ॥ ৪৮

দুঃক্ৰবে তেন সংবিগ্নৌ জগাম স্বগুহাং প্রতি ।

অনুহুত্য়াব তং বালী ময়াবিনমহং যথা ।

ততঃ প্রবিষ্টমালোক্য গুহাং ময়াবিনং রুমা ॥৪৯

বালী মামাহ তিষ্ঠ ত্বং বহির্গচ্ছাম্যহং গুহাম ।

ইত্যুক্তাবিশ্ণু স গুহাং মাসমেকং ন নির্ঘবৌ ॥ ৫০

মাসাদুর্দ্ধং গুহাঘারাগ্নিগতং রুধিরং বহু ।

তদুদ্বৃষ্টা পরিতপ্তাক্ষৌ যুতো বালীতি দুঃখিতঃ ॥ ৫১

গুহাঘারি শিলামেকাং নিধায় গৃহমাগতঃ ।

ততোহক্রবং যুতো বালী গুহায়াং রক্ষসাহতঃ ॥ ৫২

উভয়েই অগ্নিকে (২) সাক্ষী রাখিয়া সখ্যস্থাপন করিলেন এবং নিষ্পাপ উভয়ে বাহুবল প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গনাবস্থ হইলেন। তারপর সুগ্রীব রঘুনাথের সম্মুখে বাইরা উপবেশন করিলেন ॥ ৪৪-৪৫

তদনন্তর সুগ্রীব প্রণয়বশতঃ রামকে নিজের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন,—সথে। তুমি আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, বালী বাহা পূর্বে করিয়াছে ॥ ৪৬

একদিন পরম দুর্শ্বদ মারাবী নামে মন্দের পুত্র (৩) কিকিঙ্কর্য্য উপস্থিত হইয়া বালীকে মহাসিংহনাদ করত যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করিল। কিন্তু বালী তাহার সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে চক্ষু বর্ণ করত নির্গত হইল এবং দৃঢ় মুষ্টির আঘাতে মারাবীকে প্রহার করিল ॥ ৪৭-৪৮

মারাবী সেই মুষ্টির আঘাতে অত্যন্ত উন্নিগ হইয়া পলারন করিল এবং নিজ গুহা অভিমুখে (৪) প্রস্থিত হইল। বালী তখন

(৩) এই মারাবী হনুভির কোষ্ঠ ভ্রাতা; তদ্বিবরে বাল্মীকিরামরণে—

“মারাবী নাম তেজস্বী পূর্ব্বকো হনুভেষ্ত যঃ ।

তেন তস্য মহদ্ বৈরং ক্রীনিমিত্তং কিলান্তবৎ ॥”

৪।৮।৩৬

(৪) ‘রুগুহাং প্রতি’ এখানে বাল্মীকিরামরণে ভিন্নরূপ দেখা যায়,—

“স তুগৈরারুতং দৃষ্ট্বা ধরণ্যাং বিবরং মহং ।

প্রবিবেশাসুরো বেগাদাবাং কাসাক্ত বেত্তিতৌ ॥”

৪।৮।৩৭

পাশ্চাত্ত্য বাল্মীকীরেও এইরূপ দেখা যায়—

“স তুগৈরারুতং দৃষ্ট্বা ধরণ্যাং বিবরং মহং ।

প্রবিবেশাসুরো বেগাদাবামাসাক্ত বিত্তিতৌ ॥”

৪।৯।১

তচ্ছ্রুত্বা হুঃখিতাঃ সর্বৈ মামনিচ্ছন্তমপ্যুত ।  
 রাজ্যোহতিষেচনং চক্ষুঃ সর্বৈ বানরমস্ত্রিণঃ ॥ ৫৩  
 শিষ্টং তদা ময়া রাজ্যং কিঞ্চিৎ কালমরিন্দম ।  
 ততঃ সমাগতো বালী মামাহ পরুষং ক্রুশা ॥ ৫৪  
 বহুধা ভৎসয়িত্বা মাং নিজ্জঘান চ মুষ্টিভিঃ ।  
 ততো নির্গত্য নগরাদধাবৎ পরয়া ভিয়া ॥ ৫৫  
 লোকান্ সর্বান পরিক্রম্য ঋতুমুকং সমাপ্তিতঃ ।  
 ঋষেঃ শাপভয়াৎ সোহপি নায়াতীমং গিরিং প্রভো ॥ ৫৬  
 তদাদি মম ভার্ধ্যাং স স্বয়ং ভুঙ্ক্তে বিমুঢ়ধীঃ ।

সেই মারাবীর পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং আমিও অনুগমন করিলাম। তদনন্তর মারাবীকে গুহার প্রবেশ হইতে দেখিয়া বালী রোষভরে আমাকে বলিল—তুমি বাহিরে থাক, আমি গুহার অভ্যন্তরে গমন করিতেছি। এই কথা বলিয়া বালী গুহার প্রবেশ করিয়া এক মাসের মধ্যে (১) নির্গত হইল না ॥ ৪৯-৫০

একমাস অভিবাহিত হইয়া বাইবার পর গুহার দ্বার হইতে বহু ক্রুর নিঃসারিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমি বালী নিহত হইয়াছে ভাবিয়া হুঃখিত হইলাম ॥ ৫১

তখন আমার চিত্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি এক শিলাখণ্ড (২) গুহার দ্বারে স্থাপনা করিয়া গৃহে চলিয়া

(১) এখানে এক মাসের কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু বালীকিরামায়ণে এক বৎসরের অধিক কালের কথা বলা আছে,—

“প্রতিবিক্তদানীং স প্রাবিশজৈব তদ্বিলম্ ।  
 তস্য প্রবেষ্টস্য বিলং সাগ্ৰঃ সঃবৎসরো গতঃ ।  
 স্থিতস্য চ মম দ্বারি স কালো বাত্যবর্ত্তত ।  
 অনিন্দিতস্ত তৎ জাতা স্নেহাদাগতঃ স্ত্রমঃ ।  
 ভাতরং পুরুষব্যাঘ্র পাশপঙ্কভবৎ তদা ।  
 অথ দীর্ঘস্ত কালস্ত বিলাং তস্মাদ্ বিনিঃসৃতম্ ।  
 সকেনং ক্রুরিং ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বাহং ব্যথিতোহভবম্ ।

নর্দভামমুরাগাক্ষধনির্মে শ্রোত্রমাগতঃ ॥ ৪৮৮৪৭-৫০

(২) বালীকিরামায়ণে বহু শিলার দ্বারা সম্পূর্ণ বিবর-পূরণ বর্ণিত হইয়াছে,—

“পূরয়িত্বা শিলাভিস্ত বিলং শোকসমম্বিতঃ ।  
 শোকাক্তশ্চোদকং কৃৎস্বা কিঞ্চিদ্ভ্যামাগতঃ সখে ॥”

অতো হুঃখেন সন্তপ্তো হ্রতদারো হ্রতাত্রয়ঃ ॥ ৫৭  
 বসাম্যন্ত ভবৎপাদসংস্পর্শাৎ সুখিতোহস্ম্যহম্ ।  
 মিত্রহুঃখেন সন্তপ্তো রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৮  
 হনিষ্যামি তব দেহ্যং শীঘ্রং ভার্ধ্যাপহারিণম্ ।  
 ইতি প্রতিজ্ঞামকরোৎ সুগ্রীবস্ত পুরস্তদা ॥ ৫৯  
 সুগ্রীবোহপ্যাহ রাজেন্দ্র বালী বলবতাং বলী ।  
 কথং হনিষ্যতি তবান্ দেবৈরপি তুরাসদম্ ॥ ৬০  
 শৃণু তে কথয়িষ্যামি তদ্বলং বলিনাং বর ।  
 কদাচিদ্ তন্দুর্ভির্নাম মহাকায়ো মহাবলঃ ॥ ৬১

আসি এবং সকলকে বলি যে, বালী রাক্ষস কর্তৃক গুহার নিহত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করত সকলে হুঃখিত হইল ও আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বানরমস্ত্রিণ সকলে আমাকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥ ৫২-৫৩

শত্রুদমন রাম। সেই সময় আমি কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়াছি। তদনন্তর বালী কিরিয়া আসিল এবং রোষভরে আমাকে কর্কশ ভাষায় বহু কথা বলিল ॥ ৫৪

এইভাবে আমাকে বহু ভৎসনা করিল ও মুষ্টির দ্বারা অনেক আঘাত করিল। তদনন্তর আমি নগর হইতে বহির্গত হইয়া অভ্যন্ত ভয়ে দৌড়াইয়া পলায়ন করিলাম ॥ ৫৫

প্রভো। আমি লোকসকল ঘুরিতে ঘুরিতে এই ঋতুমুক পর্বত আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি। ঋষির শাপভরে সেই বালীও এই পর্বতে আসিতেছে না ॥ ৫৬

সেই মুচুবুজি বালী স্বয়ং সেই সময় হইতে আমার স্ত্রীকে ভোগ করিতেছে, অতএব আমি আন হুঃখে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছি এবং আমার স্ত্রী অপহৃত হইয়াছে ও বালী আমাকে আশ্রয়হীন করিয়া দিয়াছে ॥ ১৭

এই অবস্থায় আমি এখানে বাস করিতেছি। আজ তোমার পাদপদ্ম স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি সুখ অনুভব করিতেছি। তখন পদ্মলোচন শ্রীরাম মিত্র সুগ্রীবের হুঃখে

কিন্তু পাশ্চাত্য বালীকিরামায়ণে পর্বতপ্রমাণ এক বহু শিলার দ্বারা বিলের দ্বার অবরোধ বর্ণিত আছে,—

“শিবার চ বিলদ্বারং শিলয়া শিরিমাভ্রয়া ।  
 শোকাক্তশ্চোদকং কৃৎস্বা কিঞ্চিদ্ভ্যামাগতঃ সখে ॥”

কিষ্কিন্ধ্যামগমস্তাম মহামহিষরূপধৃক্ ।

বুদ্ধায় বালিনং রাত্রৌ সমাহ্রয়ত ভীষণঃ ॥ ৬২

ভচ্ছদ্ভাসহমানোহসৌ বালী পরমকোপনঃ ।

মহিষং শৃঙ্গয়োধ্বং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৩

পাদনৈকেন তৎকায়মাক্রম্যাস্য শিরো মহৎ ।

হস্তাভ্যাং ভ্রাময়ঙ্কিবা ভোলয়িত্বাক্ষিপদ্যুবি ॥ ৬৪

পপাত ভচ্ছিরো রাম মতজাশ্রমসান্নিধৌ ।

যোজনানং পতিতং তস্মাশ্বনুরাশ্রমমণ্ডলে ॥ ৬৫

রক্তবৃষ্টিঃ পপাতোচ্চৈদৃষ্টা তং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

মাতঙ্গো বালিনং প্রাহ যত্তাগস্তাসি মে গিরিম্ ॥ ৬৬

ইতঃ পরং ভগ্নশিরা মরিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।

এবং শপ্তস্তদারভ্য ঋষামুকং ন যাতাসৌ ॥ ৬৭

সতত্ত্ব হইয়া সুগ্রীবের অগ্রে সেই সময় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,  
—তোমার প্রতি দেবকারী ও তোমার ভাৰ্য্যাপহারী বালীকে  
আমি বধ করিব ॥ ৫৮-৫৯

তখন সুগ্রীবও বলিলেন—রাজেন্দ্র ! এই বালী বলবান্দিগের  
মধ্যে অধিক বলশালী; সুতরাং দেবভাদিগেরও দুর্জয় এই  
বালীকে তুমি কিভাবে নিহত করিবে ॥ ৬০

বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম ! আমি তোমার নিকট  
বালীর বলের কথা বলিব । রাম কোনও এক সময়ে বিশাল-  
দেহ মহাবল হনুভিনামে এক অসুর প্রকাণ্ড মহিষের রূপ (১)  
ধারণ করত কিষ্কিন্ধ্যায় আসিল। সেই ভীষণ মহিষরূপধারী  
হনুভি যুদ্ধের অন্ত রাত্রিতে বালীকে আহ্বান করিল ॥ ১-৬২

ইহা শ্রবণ করিয়া এই অত্যন্ত কোপনভাব বালী উহা  
সহ্য করিতে না পারিয়া মহিষের দুই শৃঙ্গে ধরিয়া তাহাকে ভূতলে  
পাতিত করিল ॥ ৬৩

তারপর নিজের এক পদের দ্বারা মহিষের দেহ চাপিয়া  
ধরিয়া দুই হস্তের দ্বারা তাহার বিশাল মস্তক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া  
ছিঁড়িয়া উত্তোলিত করত ভূতলে নিক্ষেপ করিল ॥ ৬৪

রাম ! তাহার মস্তক মতঙ্গমূনির আশ্রমের নিকটে পতিত  
হইল। এক যোজন উপরে উখিত হইয়া তথা হইতে মূনির  
আশ্রমমণ্ডলের মধ্যে পতিত হইয়াছিল ॥ ৬৫

উপরভাগে স্থিত হিঙ্গ মস্তক হইতে বহু রক্ত বৃষ্টি হইয়াছিল ।

(১) বাণ্যকি-রামায়ণেও এই মহিষ ধারণের বিষয়  
বর্ণিত আছে—

“ধারয়ন্ মহিষং রূপং তীক্ষ্ণশৃঙ্গো ভরাবহঃ ।

প্রাণীব মহামেঘস্তারপূর্ণো নভস্তলে ॥” ৪।১।৬০

এতজ্জাহ্নবাহমপ্যত্র বসামি ভয়বজ্জিতঃ ।

রাম পশ্য শিরস্তস্য হনুভেঃ পর্ব্বতোপমম্ ॥ ৬৮

তৎক্ষেপণে যদা শক্তঃ শক্তং বালিনো বধে ।

ইতুস্তদা দর্শয়ামাস শিরস্তদ গিরিসন্নিভম্ ॥ ৬৯

দৃষ্টা রামঃ স্মিতং কৃৎস্না পাদাঙ্গুষ্ঠেন চাক্ষিপৎ ।

দশ যোজনপর্য্যন্তং তদদ্রুতমিবাভবৎ ॥ ৭০

সধু সান্নিভি তং প্রাহ সূগ্রীবো মস্তিভিঃ সহ ।

পুনরপ্যাহ সূগ্রীবো রামং ভক্তপরাযণম্ ॥ ৭১

মহিষ মতঙ্গ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অবৈৰ্য্য হইয়া বালীকে  
বলিলেন—অতঃপর তুমি যদি আমার এই পর্ব্বতে আগমন কর,  
তাহা হইলে তোমার মস্তক হিঙ্গ হইয়া যাইবে এবং তুমি  
মৃত্যুবরণ করিবে, (২) ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এইরূপে  
মূনি কর্তৃক অভিলাপ প্রাপ্ত হইয়া বালী সেই সময় হইতে এই  
ঋষামুক পর্ব্বতে যায় না ॥ ৬৬ ৬৭

ইহা জানিয়া আমিও নির্ভয়ে এখানে বাস করিতেছি।  
রাম ! সেই হনুভির পর্ব্বততুল্য বিশাল এই মস্তক অবলোকন  
কর ॥ ৬৮

তুমি যদি এই হনুভির মস্তককে (৩) তুলিয়া ক্ষেপণ করিতে  
পার, তাহা হইলে তুমি বালীকে বধ করিতে সমর্থ হইবে।  
এই কথা বলিয়া সুগ্রীব সেই পর্ব্বততুল্য মস্তক রামকে  
দেখাইল ॥ ৬৯

রাম তাহা দেখিয়া এক পাদের অকুণ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা দশ  
যোজন (৪) পর্য্যন্ত দূরে সেই মস্তক নিক্ষেপ করিলেন। তখন

(২) শাপবিষয়ে বাণ্যকি,—

“তান্ বৃক্টা পতিতান্ গাত্রে মূনিঃ শোণিতবিন্দুকান্ ।

উপস্পৃশ্য দদৌ শাপং ক্ষেপ্তারং বালিনং প্রতি ॥

ইহ তে ন প্রবেষ্টব্যম্ ঋষামুকবনং হরে ।

প্রবিক্টস্য হি তে সন্তো জীবিতং ন ভবিষ্যতি ॥”

৪।১।৬৪-৬৫

(৩) এখানে মস্তক উত্তোলনের কথা বর্ণিত হইয়াছে,  
কিন্তু বাণ্যকি-রামায়ণে অস্থির কথা উল্লিখিত আছে,—

“এতৎ ভয়াহি কাকুৎস্থ হনুভেঃ সংপ্রকাশতে ।

বীর্য্যোৎসেকনিরন্তস্য গিরিকূটনিভং মহৎ ॥ ৪।১।৬৮

(৪) ‘দশযোজন’ ইহা পাশ্চাত্য বাণ্যকি রামায়ণেরও  
মত, কিন্তু প্রাচ্য রামায়ণে দশযোজনের কথা বলা আছে,—

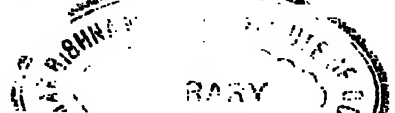
“অথৈবং বদন্তস্ত্য সূগ্রীবস্ত মহাশ্বনঃ ।

রাঘবো হনুভেঃ কাংস পাদাঙ্গুষ্ঠেন ভোলয়ন্ ।

লীলনৈব তদা রামশিক্ষেপ শতযোজনম্ ॥” ৪।১।১১-১২

ভিক্ষা ভাণ্ডান্ন নিরিখহং সপ্তভুজিং বিবেশ হ ।” ৪।১২।৪

আজ আমাদের সকলেরই অনাদি অবিচ্ছিন্নপ্রসূত বহন ছিল  
হইয়া বাইল। বজ্র, দান, তপ, পথনির্দ্বাণ ও কুপখননাদি  
ইষ্টাপূর্ত কর্মসমূহের দ্বারা এই সংসার-বহন ছিল হয় না; বরং  
পুনরায় উহা জ্বারও বৃদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ভোমার পাদ-



ন জীৰ্ঘ্যতে পুনর্দাত্যং ভজতে সংসৃতিঃ প্রভো ।  
 ত্বংপাদদর্শনাৎ সদ্যো নাশমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮১  
 ক্ষণাচ্ছিমপি যচ্চিস্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলম্ ।  
 তস্যাজ্ঞানমনর্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮২  
 তৎ তিষ্ঠতু মনো রাম ত্বয়ি নাশত্ব মে সদা ॥ ৮৩  
 রাম রামেতি যবাণী মধুরং গায়তি ক্ষণম্ ।  
 স ব্রহ্মহা সুরাপো বা মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৮৪  
 ন কাজ্জেক্ষহরিজয়ং রাম ন চ দারমুখাদিকম্ ।  
 ভক্তিমেষব সদা কাজ্জেক্ষ ত্বয়ি বন্ধবিমোচনৌম্ ॥ ৮৫  
 ত্বন্মায়াকৃতসংসারত্বদংশোহহং রঘুতম ।  
 স্বপাদভক্তিমাदिश্য ত্রাহি মাং ভবসঙ্কটাত্ম ॥ ৮৬  
 পূর্বং মিত্রাৰ্থ্যাদাসীনাং ত্বন্মায়াবৃতচেতসঃ ।  
 আসন্ মেহদ্য ভবংপাদদর্শনাদেব রাঘব ॥ ৮৭  
 সর্বং ব্রহ্মৈব মে ভাতি ক মিত্র ক চ মে রিপুঃ ।  
 যাবত্বন্মায়য়া বন্ধস্তাবদগুণবিশেষতঃ ॥ ৮৮  
 সা যাবদন্তি নানাভং তাবন্তবতি নাশত্বা ।  
 যাবন্নানাহমজ্ঞানাং তাবৎ কালকৃতং ভয়ম্ ॥ ৮৯

পদ্ম সন্দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৮০-৮১

যাহার চিত্ত ক্ষণাকালও ভোমাতে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে, সমস্ত অনর্থের মূল অজ্ঞান তাহার তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮২

রাম ! অতএব আমার মন সর্বদা ভোমাতেই যেন অবস্থান করে, অতএব যেন অবস্থান করে না ॥ ৮৩

যাহার বাক্য ক্ষণকালও 'রাম রাম' এই মধুর নাম গান করে, সে ব্যক্তি যদি ব্রহ্মচর্য্যাকারী বা সুরাপারীও হয়, তথাপি সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৮৪

রাম ! আমি শত্রুজয় কামনা করি না, শ্রী-সন্তোষ সুখাদি বিষয় সুখও কামনা করি না । সর্বদা সংসার-বন্ধনমোচনকারিণী ভোমাতে ভক্তিই কেবল প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৮৫

রঘুবংশশ্রেষ্ঠ রাম ! তোমার মায়ার দ্বারা আমি সংসারে আবদ্ধ হইয়াছি সত্য ; কিন্তু আমি তোমারই অংশ ( জীব হইল পরমাত্মার পরা প্রকৃতি—“জীবরূপা মহাবাহো বয়সদং ধার্য্যতে জগৎ ।” ইতি শ্রীমদভগবদ্ গীতা । ) তুমি নিজ শ্রীচরণে আমার ভক্তি উৎপাদন করিয়া এই সংসারসঙ্কট হইতে আমাকে পরিজ্ঞান কর ॥ ৮৬

তোমার মায়ার আমার চিত্ত আচ্ছন্ন থাকায় পূর্বে আমার শত্রু, মিত্র ও উদাসীন ( নিরপেক্ষ ) জ্ঞান ছিল ; কিন্তু হে রাঘব ! আজ তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াই আমার সবই ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে । জীব বতকাল তোমার মায়ার দ্বারা আবদ্ধ

অতোহবিদ্যামুপান্তে যঃ সোহন্ধে ভমসি মজ্জতি ।

ময়ামূলমিদং সর্বং পুত্রদারাদিবন্ধনম্ ।

অতোংসারয় মায়াং ত্বং দাসীং তব রঘুতম ॥ ৯০

ত্বংপাদপদ্মাপিত্তচিস্তবৃত্তি-

ত্বন্মামসজীভকথাম্ বাণী ।

তন্তস্তসেবানিরভৌ করৌ মে

ত্বদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্ ॥ ৯১

ত্বমুত্তিভক্তান্ স্বগুরুঞ্চ চক্ষুঃ

পশ্যত্বজস্যং স শৃণোতু কর্ণঃ ।

ত্বজ্জন্মকর্ম্মাপি চ পাদমুগ্ধাং

ব্রজত্যজস্যং তব মল্লিরাণি ॥ ৯২

অঙ্গানি তে পাদরজোবিমিশ্র-

ভৌর্ধানি বিভ্রত্বহিশক্রকেভো ।

শিরস্তদীয়ং ভবপদ্মজাদৈ-

র্জুস্তং পদং রাম নমত্বজস্যম্ ॥ ৯৩

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

কিকিঙ্কাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

থাকে, ভতকালই গুণের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের বৈশিষ্ট্য থাকে ॥ ৮৭ ৮৮

এই মায়ার বত দিন থাকে, ভতদিন গুণগত পার্থক্যানুসারে নানাভ ( পৃথক্ভেদ ) থাকে, ইহার অশ্রুতা হয় না । অজ্ঞানভা-বলতঃ বতকাল নামাত্তবোধ থাকে, ভতকাল কালভয় ( মৃত্যুভয় ) থাকে ॥ ৮৯

অতএব যে ব্যক্তি অবিদ্যার বশীভূত থাকে, সে অজ্ঞানরূপ গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায় । এ সংসারে শ্রী পুত্র প্রভৃতি সমস্ত বন্ধনের মূল হইল মায়ার ; রঘুতম ! অতএব তোমার দাসী মায়াকে আমার উপর হইতে অপসারিত কর ॥ ৯০

রাম ! আমার চিত্তবৃত্তি যেন তোমার পাদপদ্মে অর্পিত হইয়া থাকে, আমার বাক্য তোমার নামকীর্তন ও তোমার লীলাকথায় রত থাকে, আমার দুই হস্ত তোমার ভক্তগুণের সেবার নিরত থাকে এবং আমার অঙ্গসমূহ তোমার শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ লাভ করুক ॥ ৯১

আমার দুই চক্ষু যেন তোমার শ্রীবিগ্রহ, তোমার ভক্তগুণ এবং নিজের শ্রীচরুকে দর্শন করিতে থাকে, আমার এই দুই কর্ণ যেন তোমার অঙ্গস্তম্ভগাথা পূর্ণ লীলাকথা শ্রবণ করে, আমার পাদমুগল তোমার অঙ্গক্ষেত্র ও কর্ণক্ষেত্র সকল এবং মল্লিরসমূহে যেন অগণিতবার গমন করে ॥ ৯২

গুরুত্বজ রাম ! আমার অঙ্গসমূহ তোমার পাদমুগল-মিশ্রিত ভৌর্ধসকলকে ধারণ করে এবং আমার এই মস্তক শিব ও ব্রহ্মাদি সেবিত তোমার শ্রীচরণ নিরন্তর প্রণাম করুক ॥ ৯৩

শ্রীমদ্বিবেকবিদ্যাসংগীত শ্রীমদ অধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদে কিকিঙ্কাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

( শ্রীরামেণ বালিনো বধঃ । )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইথাং স্বাঙ্গপরিষদ-নিধুঁতালেশমকল্মষম ।  
রামঃ স্ত্রীমমালোক্য সস্মিতং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১  
মায়াং মোহকরীং তস্মিন্ বিতথ্ণং কার্যাসিদ্ধয়ে ।  
সখে ভূতন্তং যৎ তন্মাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২  
কিস্ত লোকা বদিস্থান্তি মামেবং রঘুনন্দনঃ ।  
কৃতবান্ কিং কপীন্দ্রায় সত্যং কৃষ্ণাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ৩  
ইতি লোকাপবাদো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।  
তন্মাদাহসয় ভদ্র তে গতা বৃদ্ধায় বালিনম্ ॥ ৪  
বাণেনৈকেন তং হত্বা রাজ্যে ভামতিষিক্ষয়ে ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[ শ্রীরাম কর্তৃক বালিকে বধঃ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্বতি । শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিজের দিবা বিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত স্ত্রীবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইং হস্ত সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

কার্যাসিদ্ধির জন্ত সেই স্ত্রীবের উপর মোহকরী মায়া বিস্তার করিয়া শ্রীরাম বলিলেন,—সখে । তুমি আমার বিষয়ে বাহা বলিলে তাহা সত্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২

কিস্ত সংসারে লোকসকল বলিবে যে, রঘুনন্দন রাম অগ্নি সাক্ষী করিয়া সত্য করত কপিরাজ স্ত্রীবের কি করিলেন ? ৩

এরূপ জগতে আমার লোকাপবাদ হইবে, সেবিষয়ে কোনও সংশয় নাই । তোমার মঙ্গল হউক, অতএব তুমি বৃদ্ধের অন্য বালীকে আহ্বান কর ॥ ৪

আমি এক বাণে সেই বালীকে বধ করিয়া তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব । ‘তাঁহাই হউক’ এই কথা বলিয়া স্ত্রীবে কিস্কিন্দ্যার উপবনে দ্রুত গমন করত মহাসিংহনাদ করিয়া বৃদ্ধের জন্য সেই বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ (১) প্রাচ্য

( ১ ) প্রাচ্য বাঙ্গালিকিরামায়ণে ‘হলে ইন্দ্র স্ত্রীবের উপর মালা বর্ষণ করেন, ইহা বর্ণিত হইরাছে,—

“মালা চ কাঞ্চনী দিবা নানারত্নবিভূষিতা ।

দিবঃ স্ত্রীবমূর্ধনমভিভো নিপপাত হ ।

সা পতন্তীং মহীং মালা কাঞ্চনী দেবনিমিত্তা ।

প্রচকালে তদাকাশে বিদ্যাম্মালামনোহরা ।

সা হি পিত্রা স্তুতেন্নৈবাদ্যিত্যেন দিবৌকসা ।

বালিনো মালয়া তুল্যা বরং যত্নাৎ বিনিমিত্তা ।

তরা পিনতরা ভদ্র স্ত্রীবঃ প্রবণেশ্বরঃ ।

ততঃ হরিশাৰ্দুলো জল-গ্নিরিবানলঃ ॥” ৪।১২।১৬-১৯

তথেন্দি গতা স্ত্রীবঃ কিস্কিন্দ্যোপবনং দ্রুতম্ ॥ ৫

কৃত্বা শব্দং মহানাদং তমাহসয়ত বালিনম্ ।

তচ্ছ্রুত্বা ভ্রাতৃনিনদং রোমতাত্রবিলোচনঃ ॥ ৬

নির্জগাম গৃহাচ্ছীঘ্রং স্ত্রীবো যত্র বানরঃ ।

তমাপতন্তং স্ত্রীবঃ শীঘ্রং বক্ষস্যাভাডয়ৎ ॥ ৭

স্ত্রীবমপি মুষ্টিভ্যাং জঘান ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

বালী তমপি স্ত্রীব এবং ক্রুদ্ধো পরম্পরম্ ॥ ৮

অমুখ্যোভামেকরূপৌ দৃষ্ট্বা রামোহতিবিস্মিতঃ ।

ন মুমোচ তদা বাণং স্ত্রীববধশঙ্কয়া ॥ ৯

স্ত্রীবের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বালী দ্রুত গৃহ(২) হইতে বহির্গত হইয়া যথায় বানরবর স্ত্রীব অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন । স্ত্রীব সেই বালীকে বৃদ্ধের অন্য আক্রমণ করিতে দেখিয়া শীঘ্র তাহার বকে আঘাত করিলেন ॥ ৫-৭

তখন বালী ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া স্ত্রীবকেও দুই মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন । স্ত্রীব সেই সময় বালীকেও প্রহার করিলেন । এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা উভয়ে তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । বালী ও স্ত্রীবকে একই রূপধারী(৩) দেখিয়া অর্থাৎ

( ২ ) এস্থলে বাঙ্গালিকিরামায়ণে ওহা হইতে বালীর নির্গমন বর্ণিত আছে,—

“ভম্বাচ ভভন্তারা ভর্তারং বানরেশ্বরম্ ।

পরিষদ্য ভরাদিখং নিপতন্তং গুহামুখং ॥” ৪।১৪।৬

প্রাচ্য বাঙ্গালীকীরেও স্ত্রীবের বালীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত ওহামুখে আগমনের কথা বর্ণিত হইরাছে,—

“প্রদক্ষিণং সমাবৃত্য স ভৌ দশধ্বজাযজ্ঞো ।

স্ত্রীবো বিপুলজীব আঃগাম ওহামুখম্ ॥” ৪।১২।২২

( ৩ ) বালী ও স্ত্রীবের সমান রূপবিষয়ে মহর্ষি বাঙ্গালীকি বলিয়াছেন,—

“রামোহখ ধনুবাদায় ভাবুভৌ সমবৈক্ষত ।

পশ্চাৎ বালি-স্ত্রীবো দদর্শ বপুবা সমৌ ।

অভ্যোভসদৃশৌ বীরাবভ্যোভসমবিক্রমৌ ।

উভৌ যজ্ঞে তদা তুল্যাবস্থিনাবিব রূপিনৌ ।

স নাভিজানন্ স্ত্রীবং বালিনকপি রাঘবঃ ।

ন চকার তদা বুদ্ধিং সাক্ষকন্ত বিমোক্ষণে ।



ভতো দ্রুতাব স্ত্রীবো বমন রক্তং ভয়াকুলঃ ।  
 বালী স্বভবনং যাতঃ স্ত্রীবো রামমত্ৰবীং ১০  
 কিং মাং যাতয়সে রাম শত্রুণা ভ্রাতৃক্লপিণা ।  
 যদি মদ্বননে বাহু স্বমেব জহি মাং বিভো ১১  
 এবং মে প্রত্যয়ং কৃত্বা সত্যবাদিন্ রথুত্তম ।  
 উপেক্ষসে কিমর্থং মাং শরণাগতবৎসল ১২  
 শ্রুত্বা স্ত্রীববচনং রামঃ সাক্ষবিলোচনঃ ।  
 আলিঙ্গ্য মান্ম ভৈষীত্বং দৃষ্ট্বা বামেকক্লপিণো ১৩  
 মিত্রঘাতিত্বমাশঙ্ক্য মুক্তবান্ সায়কং ন হি ।

কে বালী ও কে স্ত্রীব ইহা চিনিতে না পারিয়া স্ত্রীরাম অভ্যন্ত  
 বিস্মিত হইয়া স্ত্রীববচনের আশঙ্কায় সেই সময় বাণ নিক্ষেপ  
 করিলেন না । ৮-৯

ভদ্রনগর স্ত্রীব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বালীর আঘাতে রক্ত  
 বমন করিতে করিতে পলায়ন করিলেন, অতদিকে বালী নিজগৃহে  
 চলিয়া বাইলেন । স্ত্রীব ( রামের নিকট উপস্থিত হইয়া ) রামকে  
 বলিলেন(১) । ১০

রাম । তুমি ভ্রাতৃক্লপী শত্রুর দ্বারা আমাকে বধ করাইবে  
 কেন? প্রভো । যদি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে,  
 তবে তুমিই আমাকে বধ কর । ১১

সত্যবাদী রথুবংশজ রাম । তুমি আমার এইভাবে বিশ্বাস  
 উপাদান করিয়া হে শরণাগতবৎসল । কিজ্ঞ আমাকে উপেক্ষা  
 করিতেছ? ১২

রাম স্ত্রীবের এই কথা শ্রবণ করত অশ্রুপূর্ণনয়নে স্ত্রীবকে  
 আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—তুমি ভীত হইও না । আমি  
 তোমাদের উভয়ের একই রূপ দেখিয়া অর্থাৎ কে বালী এবং  
 স্ত্রীব ইহা চিনিতে না পারিয়া(২) মিত্রঘাতী হইবার ভয়ে বাণ

(১) বাস্কিক-রামায়ণে স্ত্রীবের বাক্য—

“তং দৃষ্ট্বাভাগতং রামং সামাভ্যং সহলক্ষণম্ ।  
 দীনোহখাণ্ডোমুখো দ্রোমান্ স্ত্রীবো বাক্যমত্ৰবীং ।  
 আহ্বয়ষেতি মামুক্ত্বা দর্শয়িত্বা চ বিক্রমম্ ।  
 বৈরিণা যাতয়িত্বা মাং কিমুপেক্ষা কৃত্বা ত্বয়া ।  
 তস্মিন্মেব হি বস্তব্যং কালে রাঘব উজ্জ্বতঃ ।  
 ন হনিষ্যামাহমি তি ন হ্যস্মৈ ক্ষণমপ্যহম্ ।  
 অভবিষ্যং বিনিহতো বালিনা যদ্যহং রণে ।  
 সমাভবিষ্যং কো রাজ্যোনার্থো বদ্ধজনেন বা ।”

ইদানীমেব তে চিহ্নং করিষ্যে ভ্রমশাস্তয়ে ১৪  
 গড়াহর পুনঃ শত্রুং হতং দ্রুতাসি বালিনম্ ।  
 রামোহহং ত্বাং শপে ভ্রাতৃহিনিষ্ঠামি রিপুং ক্ষণাৎ ১৫  
 ইত্যাহ্বাণ্য স স্ত্রীবং রামো লক্ষণমত্ৰবীং ।  
 স্ত্রীবস্ত গলে পুষ্পমালামামুচ্য পুষ্পিতাম্ ১৬  
 প্রেময়ন্ত মহাভাগ স্ত্রীবং বালিনং প্রতি ।  
 লক্ষণস্ত তদা বদ্ধ্বা গচ্ছ গচ্ছেতি সাদরম্ ১৭  
 প্রেময়ামাস স্ত্রীবং সোহপি গতা তথাকরোৎ ।  
 পুনরপাতুতং শব্দং কৃত্বা বালিনমাহ্বয়ৎ ১৮

নিক্ষেপ করি নাই । এখন আমার ভ্রম অপনোদনের জন্য  
 তোমার মধ্যে চিহ্ন করিয়া দিব । ১৩-১৪

ভারপর তুমি বাইয়া পুনরায় বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান  
 কর । তুমি শত্রু বালীকে এইবার নিহত দেখিবে । আমি  
 রাম, ভ্রাতা । আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ক্ষণকালের মধ্যেই  
 শত্রু বালীকে নিহত করিব । ১৫

এইভাবে স্ত্রীবকে আহ্বান করিয়া সেই স্ত্রীরাম লক্ষণকে  
 বলিলেন,—মহাভাগ লক্ষণ । তুমি স্ত্রীবের গলদেশে বিকসিত  
 পুষ্পমালা(৩) পরাইয়া বালীর প্রতি স্ত্রীবকে প্রেরিত কর ।  
 তখন স্ত্রীবের কণ্ঠে পুষ্পমালা পরাইয়া লক্ষণ সমাদরের সহিত  
 ‘বাও বাও’ বলিয়া স্ত্রীবকে পাঠাইয়া দিলেন । সেই সময়  
 স্ত্রীবও বাইয়া তাহাই করিলেন । স্ত্রীব পুনরায় অদ্ভুত শব্দ  
 করিয়া বালীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন । ১৬-১৮

(১) বালী ও স্ত্রীবের একই রূপবর্ণন প্রসঙ্গে বাস্কিক—

“অলঙ্কারেণ বেণেন প্রমাণেন গভেন চ ।

ত্বঞ্চ স্ত্রীব বালী চ সদৃশৌ যুঃ পরস্পরম্ ।

মরেন বর্জসা চৈব প্রেক্ষিতেন স্থিতেন চ ।

বিক্রমেণ চ বাচা চ ব্যক্তং বাং নোপলক্ষয়ে ।

ভদহং রূপসাদৃশ্যোহ্যহিভো বানরেশ্বরঃ ।

কথং সুহৃদ্বধো ন স্যাদিতি বাণং ন মুক্তবান্ ।”

“৪১২১৬০-৪২

(২) মালাবিষয়ে মহর্ষি বাস্কিক—

“গজপুষ্পময়ীং মালায়ুৎপাদ কুসুমাবুত্তম্ ।

কুরু লক্ষণ কণ্ঠেহস্ত স্ত্রীবস্ত মহাশ্বনঃ ।

লক্ষণো গজপুষ্পাং ত্বাং তস্য কণ্ঠে স সম্ভবান্ ।”

তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো বালী ক্রোধেন মহতাবৃতঃ ।  
বদ্ধা পরিকরং সম্যগ্ গমনায়োপচক্রমে ॥ ১৯  
গচ্ছন্তঃ বালিনং তারা গৃহীত্বা নিষিষেধ তম ।  
ন গম্ভব্যং হৃদৈদানৌ শঙ্কা মেহতীব জায়তে ॥ ২০  
ইদানীমেব তে ভগ্নঃ পুনরায়ান্তি সত্তরঃ ।  
সহায়ো বলবান্তুস্য কশ্চিন্নং সমাগতঃ ॥ ২১  
বালী তামাহ হে সূত্র শঙ্কা তে ব্যোত উদগতা ।  
প্রিয়ে করং পরিভাজ্য গচ্ছ গচ্ছামি তং রিপুম্ ॥ ২২

তাহা শুনিয়া বালী বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু অতিশয়  
ক্রোধে আচ্ছন্ন এবং বদ্ধপরিকর(১) হইয়া যুদ্ধে গমন করিবার  
জন্য পূর্ণ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

বালীকে যুদ্ধে গমন করিতে দেখিয়া তারা (বালীর স্ত্রী)  
তাহাকে ধরিয়া যুদ্ধে বাইতে নিষেধ করিলেন। তুমি এখন যুদ্ধে  
যাইবে না; কারণ, আমার অতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২০

আরও দেখ, সুগ্রীব এখনই যুদ্ধে তোমার নিকট পরাজিত  
হইয়া রণে ভক্ত দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় সে  
সত্তর যুদ্ধের জন্য আসিয়াছে; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে,  
নিশ্চয়ই তাহার কোন বলবান্ ব্যক্তি সহায়ক হইয়া উপস্থিত  
হইয়াছে ॥ ২১

তখন বালী স্বীয় ভাৰ্য্যা ভারাকে বলিলেন,—সূত্র! সুগ্রীবের  
বিষয়ে তোমার মনে যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভয়  
তোমার দূর হউক। প্রিয়ে! তুমি হাত ছাড়িয়া গৃহে গমন  
কর, আমি সেই শত্রু সুগ্রীবের নিকট গমন করিব। আমি  
তাঁহাকে বধ করিয়া শত্রু ফিরিয়া আসিব। কে তাহার সহায়  
হইবে? যদি সুগ্রীব সহায়কের সহিতও উপস্থিত হয়, তাহা  
হইলে আমি তাহাদের উভয়কে ক্ষণকালের মধ্যে বধ করিয়া

(১) যুদ্ধের জন্য সুগ্রীবের পুনরায় আহ্বান শ্রবণ করিয়া  
বালীর ভৎসালিকী আকৃতি সম্পর্কে বাস্তবিকরামায়ণে—

“অষ্টৈব চ নিদাদন্ত বালিনো দাক্ষণ্য পুনঃ ।

মদ একপদে নষ্টঃ ক্রোধশাস্য ভতোহভবৎ ॥

স রোষভাজনরনো বালী সন্ধ্যাতপপ্রভঃ ।

উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সন্ধ্যো নিশ্চতভতাং গতঃ ॥

দংষ্ট্রীকরালবদনঃ ক্রোধভাজন্তরাকৃতিঃ ।

বভ্রালোংফুল্লনয়নঃ সমুপাল ইব হৃদঃ ॥

সোহমর্ষবশমাপন্যো নিম্পপাত হরীশ্বরঃ ।

বেগেন চরণভট্টৈঃ কম্পন্নচিৎ মেদিনীম্ ॥” ৪:১৪২-৫

২৫

হত্বা শীঘ্রং সমায়ান্তে সহায়ন্তস্য কো ভবেৎ ।  
সহায়ী যদি সূগ্রীবন্ততো হতোভয়ং ক্ষণাৎ ॥ ২৩  
আয়াস্তে মা শুচঃ শূরঃ কথং তিষ্ঠেদ গৃহে রিপুম্ ।  
জ্ঞাত্বাপ্যাহুয়মানং হি হত্বায়াস্তামি স্তন্দরি ॥ ২৪  
ভারোবাচ ।  
মন্তোহস্থচ্ছগ্নু রাজেন্দ্র ঐশ্বর্য কুরু যথোচিতম্ ।  
আহ মামঙ্গদঃ পুত্রো যুগয়ায়াং ঐশ্বর্যং বচঃ ॥ ২৫  
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দাশরথি কিল ।  
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া ভাৰ্য্যা সহ ॥ ২৬

ফিরিয়া আসিব। তুমি শোক করিও না, যে শৌর্যশালী বীর,  
তাহাকে যদি শত্রু যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে, তাহা হইলে সে  
কিভাবে গৃহে বসিয়া থাকিবে? স্তন্দরি! চিন্তা করিও না,  
আমি সুগ্রীবকে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিব ॥ ২২-২৪

তারা বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তুমি আমার নিকট হইতে অস্ত্র  
এক কথা শ্রবণ করিয়া বাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে,  
তাহাই করিও। পুত্র অঙ্গদ আমাকে বলিয়াছে, সে যুগলা  
করিতে গিয়া এই কথা (২) শুনিয়াছে যে, অযোধ্যাপতি দশরথ-  
নন্দন শ্রীমান্ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভাৰ্য্যা সীতার সহিত  
দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। সেই দণ্ডকারণ্য হইতে তাঁহার ভাৰ্য্যা  
সীতাকে রাবণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভ্রাতা  
লক্ষ্মণের সহিত রাম সেই সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে

(২) প্রাচ্য বাস্তবিকরামায়ণে এ বিষয়ে বাহা পাওয়া যায়,  
তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ নাই যে, কাহার নিকট ইহা শ্রবণ  
করিয়াছিলেন। যথা,—

“সভ্যসঙ্ঘেন বীরেন রাঘবেন মহাশ্বনা ।

কিল কৃষ্টৈব সুমহৎ সখ্যমজাগতঃ পুনঃ ॥

সুপরীক্ষিতবীৰ্য্যেণ লক্ষলক্ষণ ধীমতা ।

পরিভ্রাতো ময়া পূর্বেণ রামৈশৈব সহায়বান্ ॥”

৪:১৪১৪-১৫

কিন্তু পাশ্চাত্যরামায়ণে বাহা দেখা যায়, তাহা এই অধ্যাত্ম-  
রামায়ণের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। যথা,—

“পূর্বেমেব ময়া বীর ঐশ্বর্যং কথরতো বচঃ ।

অঙ্গদস্য কুমারস্য বক্ষ্যাম্যদ্য হিতং বচঃ ॥

অঙ্গদস্ত কুমারোহয়ং বনান্তমুপনির্গতঃ ।

প্রবৃন্তিস্তেন কথিতা চারৈরাসীদ্রিবেদিতা ॥

৪:১৫১৫-১৬

আগতো দণ্ডকারণ্যং তত্র সীতা হ্রতা কিল ।  
 রাবণেন সহ ভ্রাতা মার্গমাণোহথ জানকীম্ ॥ ২৭  
 আগতো, ঋষ্যমুকাদ্রিং সুগ্রীবেন সমাগতঃ ।  
 চকার তেন সুগ্রীবঃ সখ্যঞ্চ নলসাক্ষিকম্ ॥ ২৮  
 প্রতিজ্ঞাং কৃত্বান্ রামঃ সুগ্রীবায় সলম্পণঃ ।  
 বালিনং সমরে হত্বা রাজানং ত্বাং কৰোম্যহম্ ॥ ২৯  
 ইতি নিশ্চিত্য তৌ যাতৌ নিশ্চিতং শৃণু মঘচঃ ।  
 ইদানীমেব তে ভগ্নঃ কথং পুনরুপাগতঃ ॥ ৩০  
 অতন্ত্য সৰ্ব্বথা বৈরং তাক্ষ্যু। সুগ্রীবমানয় ।  
 যৌবরাজোহভিমিঞ্চাশু রামং তং শরণং ভজ ।  
 পাহি মামঙ্গদং রাজ্যং কুলঞ্চ হরিপুঙ্গব ॥ ৩১  
 ইত্যুক্ত্যশ্রময়ী তারা পাদয়োঃ প্রণিপত্য তম্ ।  
 হস্তাভ্যাং চরণৌ ধৃত্বা রুরোদ ভয়বিহ্বলা ॥ ৩২  
 তামালিঙ্গ্য তদা বালী সশ্বেহমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৩

ঋষ্যমুক পর্বতে আসিরাহেন এবং সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইরাহেন। সুগ্রীব সেই শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অগ্নিসাক্ষী করিয়া সখ্য স্থাপন করিয়াছে ॥ ২৫-২৮

লম্পণের সহিত শ্রীরাম সুগ্রীবের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যুদ্ধে বালীকে বধ করিয়া তোমাকে কিঙ্কিঙ্কার রাজা করিব ॥ ২৯

এরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই শ্রীরাম ও সুগ্রীব এই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, অতএব তুমি আমার এই নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ কর— এখনই তোমার নিকট হইতে রণে ভজ দিয়া পলায়ন করিয়াও কেন সে পুনরায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইরাছে? ৩০

অতএব তুমি সৰ্ব্বথা শত্রুতা ত্যাগ করিয়া সুগ্রীবকে আনয়ন কর এবং তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। ভদ্রনন্দন তুমি রামের শরণ গ্রহণ কর। বানররাজ। তুমি আমাকে এবং অঙ্গদ, কিঙ্কিঙ্কারাজ্য ও এই বানরকুলকে রক্ষা কর ॥ ৩১

এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণবদনা তারা বালীর দুই চরণে পতিত হইরা তাহাকে প্রণাম করত দুই হস্তে তাহার চরণ ধারণ পূর্বক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

তখন বালী সেই তারাকে আলিঙ্গন করত স্নেহ সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩

প্রিয়ে। তুমি দ্রোণনোচিত যত্নাবশতঃ ভয় করিতেছ, কিন্তু আমার কোনও ভয় নাই। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যদি লম্পণের

দ্রোণভাবাদ্ বিভেষি স্বং প্রিয়ে নাস্তি ভয়ং মম ।  
 রামো যদি সমায়াতো লম্পণেন সমং প্রভুঃ ॥ ৩৪  
 তদা রামেণ মে স্নেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।  
 রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদবতীর্ণোহখিলপ্রভুঃ ॥ ৩৫  
 ভূভারহরণার্থায় শ্রুতং পূর্বং ময়ানঘে ।  
 স্বপক্ষঃ পরপক্ষো বা নাস্তি তস্মৈ পরাত্মনঃ ॥ ৩৬  
 আনেষ্যামি গৃহং সাধিষ্য নত্বা ওচ্চরণাসুজম্ ।  
 ভজতোহহুভজত্যেব ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৭  
 যদি স্বয়ং সমায়াতি সুগ্রীবো হস্মি তং ক্ষণাৎ ।  
 যত্নকং যৌবরাজ্যায় সুগ্রীবস্থাতিষেচনম্ ॥ ৩৮  
 কথমাহুয়মানোহহং বুদ্ধায় রিপুণা প্রিয়ে ।  
 শূরোহহং সৰ্ব্বলোকানাং সম্মতঃ শুভলক্ষণে ॥ ৩৯  
 ভীতভীতমিদং বাক্যং কথং বালী বদেৎ প্রিয়ে ।  
 তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য তিষ্ঠ সুন্দরি বেশ্যনি ॥ ৪০

সহিত আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই রামের সহিত আমার স্নেহ (১) সম্বন্ধ অর্থাৎ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কারণ, জগৎপ্রভু সাক্ষাৎ নারায়ণ ভূভার-হরণের জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিষ্পাপে। ইহা আমি পূর্বে শ্রবণ করিয়াছি। সেই পরমাত্মা শ্রীরামের স্বপক্ষ বা পরপক্ষ বলিয়া কিছুই নাই ॥ ৩৪-৩৬

সাধি। আমি তাঁহার চরণপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিব। সেই সুরেশ্বর শ্রীরাম ভক্তি দ্বারা লভ্য। যে ব্যক্তি তাঁহার ভজনা করেন, এই দেবেশ্বর তাহার সমস্ত মনোবাশনা পূর্ণ করেন ॥ ৩৭

যদি সুগ্রীব স্বয়ংই আসিয়া থাকেন, তবে তাহাকে উৎক্ষণ্য আমি বধ করিব। সুগ্রীবকে আনিয়া তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কথা বাহা তুমি বলিয়াছ; শুভ-লক্ষণে। প্রিয়ে। আমি শৌর্য্যশালী সৰ্ব্বলোকবিখ্যাত বীর, সেই আমাকে যদি শত্রু যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে, তাহা হইলে আমি ভীত হইরা সেই সুগ্রীবকে এই কথা কি করিয়া বলিব? সুন্দরি। অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থান কর ॥ ৩৮-৪০

(১) বাল্মীকিরামায়ণে বালীর উক্তিতে স্নেহের লেশমাত্র নাই বথা—

তামেবং ক্রবতী তারাং তারাপতিনিভাননাম্ ।

বালী নির্ভৎসরামাস বাক্যমেতদ্ব্যচ হ" ॥ ৪১০১৩

এবমাশ্বাশ্চ ত্যরাং ত্যাং শোচন্তীমশ্রুলোচনাম ।  
 গতৌ বালী সমুদ্রবৃত্তঃ সূগ্রীবশ্চ বধায় সঃ ॥ ৪১  
 দৃষ্টৌ বালিনমায়ান্তঃ সূগ্রীবৌ ভীমনিক্রমঃ ।  
 উৎপপাত গলে বহুপুষ্পমালঃ পতঙ্গবৎ ॥ ৪২  
 মুষ্টিভ্যাং তাড়য়ামাস বালিনং সৌহৃদি তং তথা ।  
 অহন বালী চ সূগ্রীবং সূগ্রীবৌ বালিনং তথা ॥ ৪৩  
 রামং বিলোকয়ন্তেব সূগ্রীবৌ যুযুধে যুধি ।  
 ইত্যেবং যুযামানৌ তৌ দৃষ্টৌ রামঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৪  
 বাণমাদায় তুণীরাঈদৃশং ধনুষি সন্দধে ।  
 আকৃশ্চ কর্ণপর্য্যন্তমদৃশ্যৌ বৃক্ষমণ্ডগঃ ॥ ৪৫  
 নিরীক্ষ্য বালিনং সমাগ্ লক্ষ্য তদ্ধৃদয়ং হরিঃ ।  
 উৎসসজ্জাশনিসমং মহাবেগং মহাবলঃ ॥ ৪৬

এইভাবে তখন শোককারিণী অশ্রুপূর্ণনয়না তারাকে  
 আশ্রয় করিয়া সেই বালী সূগ্রীবকে বধ করিবার জন্য উদ্ভূত  
 হইয়া গমন করিলেন ॥ ৪১

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী সূগ্রীব বালীকে আশ্রিতে দেখিয়া  
 গলে পুষ্পমালা বহন করত পতঙ্গের স্তায় লক্ষ প্রদান  
 করিলেন ॥ ৪২

তারপর বালীকে দুই মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন  
 বালীও সূগ্রীবকে প্রহার করিলেন। এইভাবে বালী সূগ্রীবকে  
 এবং সূগ্রীব বালীকে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

সূগ্রীব রামকে অবলোকন করিতে কাঁচিতেই যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ  
 করিয়া যাইলেন। তখন প্রতাপশালী রাম এইরূপে বালী ও  
 সূগ্রীবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তুণীর হইতে একটি ঐশ্র্য বাণ  
 গ্রহণ করত ধনুতে সংযোজন করিলেন। বৃক্ষসমূহের মধ্যভাগে  
 অদৃশ্যভাবে থাকিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত মহাবল সূগ্রী  
 রাম বালীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার হৃদয় পূর্ণভাবে লক্ষ্য  
 করত বজ্রতুল্য ভীম বেগগামী সেই বাণ নিক্ষেপ  
 করিলেন (১) ৪৪-৪৬

(১) বাণনিক্ষেপ সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে—

“বালিনা ভগ্নদর্পে তু সূগ্রীবে মন্দভেদসি ।  
 বালিনং প্রতি সামর্ম্যশ্চক্রোবাণী ব রাঘবঃ ।  
 ততঃ সছার রামেণ শরমাসীবিষোপমম্ ।  
 নিহতো হৃদয়ে বালী হেমমালী মহাবলঃ ।  
 স তেন হৃদয়ে বালী নিহতো নিপপাত হ ।  
 হা হতোহস্মীতি বিকৃত্ত অকমার্গশ্চ বিহ্বলঃ ॥”

৪১১৩১৭-২৯

বিভেদ স শরৌ বক্ষে বালিনঃ কম্পয়ন্ মহীম ।  
 উৎপপাত মহাশব্দং মুঞ্চন্ স নিপপাত হ ॥ ৪৭  
 তদা মুহূর্ত্তং নিঃসংজ্ঞা ভূত্বা চেতনমাপ সঃ ।  
 ততো বালী দদর্শান্তে রামং রাজীবলোচনম্ ।  
 ধনুরালম্ব্য রামেণ হস্তেনাশ্রোণ সায়কম্ ॥ ৪৮  
 বিভাণং চীরবসনং জটামুকুটধারিনম্ ।  
 বিশালবক্ষঃসম্ভ্রাজ্জবনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৯  
 পীনচাক্ষরীয়তভুজং নবদূর্বাদলচ্ছবিম্ ।  
 সূগ্রীব-লক্ষণাভ্যাক্ষ পার্শ্বয়োঃ পরিমেবিতম্ ॥ ৫০  
 বিলোক্য শনৈকৈঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়ন্ ।  
 কিং ময়াপকৃতং রাম তব যেন হতোহস্মাহম্ ॥ ৫১

সেই বাণ তখন বালীর বক্ষঃভেদ করিল। তারপর বালী  
 পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিলেন এবং  
 মহাশব্দ ত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪৭

সেই সময় বালী মুহূর্ত্তকাল চৈতন্ত (২) থাকিয়া পরে তিনি  
 চৈতন্ত লাভ করিলেন। তদনন্তর বালী সম্মুখে কমললোচন,  
 বামহস্তে ধনু এবং অস্ত্র অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তে বাণধারী, চীরবস্ত্র  
 পরিহিত, জটাসমূহরূপ মুকুটধারী, বিশাল বক্ষে দেদীপ্যমান  
 বনমালাশোভিত, নব দূর্বাদতুল্য কাশ্মিন্ এবং সূগ্রীব ও  
 লক্ষণ দুই পার্শ্বে থাকিয়া তাহার সেবা করিতেছেন, সেই  
 রামকে বালী দর্শন করিলেন ॥ ৪৮ ৫০

রামকে দর্শন করিয়া বালী তাহার নিন্দা করিতে করিতে  
 ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাম! আমি তোমার কি অপরাধ (১)  
 করিয়াছি, বাহার জন্য তুমি আমাকে নিহত করিলে? ৫১

(২) পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে বালীর অচৈতন্ত হওয়ার  
 কথা পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে তাহা নাই  
 বলা,—পাশ্চাত্যে—

“ইল্লধ্বজ ইবোদ্ধতঃ পৌর্ণমাস্যঃ মহীতলে ।

আশ্বযুক্‌সময়ে মাসি গতসত্তো বিচেতনঃ ॥ ৪১১৬৩৭

প্রাচ্যে—“স তেন হৃদয়ে বালী নিহতো নিপপাত হ ।

হা হতোহস্মীতি বিকৃত্ত অকমার্গশ্চ বিহ্বলঃ ॥”

৪১১৩১২৯

এ বিষয়ে বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

“সূগ্রীবপ্রিয়কামেন যদহং হিংসিতস্তুরা ।

কণ্ঠে বদ্ধা প্রদত্তঃ স্তান্ময়া তব স রাঘবঃ ।

তত্যাং সাগরতোয়ে বী পাভালে বাপি মৈথিলীম্ ।

আনয়েন্নমহং দর্শে শ্বেতামম্বতরীমিব ॥” ৪১১৬৪০-৪১

রাজধর্মবিজ্ঞায় গহিতং কর্ম তে কৃতম্ ।  
 বৃক্ষশ্রেণী তিরোভূত্যা ত্যক্তা ময়ি সায়কম্ ॥ ৫২  
 যশঃ কিং লপ্যাসে রাম চোরবৎ কৃতসঙ্গরঃ ।  
 যদি ক্ষত্রিয়দায়াদৌ মনোবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৩  
 যুদ্ধং কৃত্বা সমক্ষং মে প্রাপ্যাসে তৎফলং তদা ।  
 সূত্রীবোণ কৃতং কিং তে ময়া বা ন কৃতং কিম্ ॥ ৫৪  
 রাবণেন হৃত্য ভাৰ্য্যা তব রাম মহাবনে ।  
 সূত্রীবং শরণং যাতুস্তদর্থমিতি শুভ্রম্ ॥ ৫৫  
 বত রাম ন জানায়ে মদ্বলং লোকবিশ্রুতম্ ।  
 রাবণং সকুলং বদ্ধা সসীতং লঙ্কয়া সহ ॥ ৫৬  
 আনয়ামি মুহূর্তাৰ্দ্ধাদ্ যদি চেচ্ছামি রাঘবঃ ।  
 ধর্মিষ্ঠ ইতি লোকেহস্মিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন ॥ ৫৭

তুমি রাজধর্ম না জানিয়া আজ এই নিলিভ কার্য করিয়াছ ।  
 বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অদৃশ্যভাবে (লুকাইয়া) থাকিয়া আমার  
 উপর বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই যে চোরের ভায় তুমি যুদ্ধ  
 করিয়াছ, হে রাম । ইহার দ্বারা তুমি কি যশ লাভ করিবে ?  
 তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান এবং মনুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, যদি তুমি  
 আমার সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে তাহা হইলে সেই যুদ্ধের  
 ফল তুমি ভখনই লাভ করিতে । সূত্রীব তোমার কি করিয়াছে ?  
 আমিই বা তোমার কি করি নাই ? ৫২-৫৪

রাম । এই দণ্ডকারণ্য মহাবনে রাণ্য তোমার ভাৰ্য্যাকে  
 হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেইজন্য তুমি সূত্রীবের শরণ গ্রহণ  
 করিয়াছ, ইহা আমি শুনিয়াছি । ৫৫

রাম । অগদ্বিখ্যাত আমার বল তুমি জান নাই, ইহা  
 আশ্চর্য্য । রাঘব । যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে মুহূর্তাৰ্দ্ধ কাল  
 মধ্যে আমি রাবণকে সবংশে বধ করিয়া লঙ্কার সহিত সীতাকে  
 আনিতে পারি । রঘুনন্দন । ধর্মিষ্ঠ বলিয়া এ-জগতে তুমি  
 কথিত হও । আজ ব্যাধের দ্বারা একটি বানরকে বধ করিয়া  
 তুমি কি ধর্ম লাভ করিবে ? বানর-মাংস অভক্ষ্য, (১) সুতরাং  
 আমাকে বধ করিয়া কি করিবে ? এইরূপে বাণীকে বহুভাবে  
 ভৎসনা করিতে দেখিয়া রঘুনন্দন রাম তাহাকে বলিলেন,—  
 এজগতে ধর্মের রক্ষক হইয়া হস্তে ধন ধারণ করত বিচরণ  
 করিতেছি । আমি অধর্মকারীকে বধ করিয়া সধর্ম পালন-  
 কারীকে প্রতিপালন করিতেছি । কত, ভগিনী, ভাতৃভাৰ্য্যা ও

বানরং ব্যাধবদ্ধ্বা ধর্মং কং লপ্যাসে বদ ।  
 অভক্ষ্যং বানরং মাংসং হৃত্বা মাং কিং করিস্বসি ॥ ৫৮  
 ইত্যেবং বহু ভাষন্তং বালিনং রাঘবোহত্ৰবাৎ ।  
 ধর্মশ্চ গোপ্তা লোকেহস্মিন্শচরামি সশরাসনঃ ॥ ৫৯  
 অধর্মকারিণং হৃত্বা সদ্ধর্মং পালয়াম্যহম্ ।  
 হৃহিতা ভগিনী ভ্রাতৃভাৰ্য্যা চৈব তথা সূয়া ॥ ৬০  
 সমা যো রমতে ভাসামেকামপি বিমুচ্যতীঃ ।  
 পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ স বথো রাজভিঃ সদা ॥ ৬১  
 হস্ত ভ্রাতুঃ কনিষ্ঠশ্চ ভাৰ্য্যায়াং রমসে বলাৎ ।  
 অতো ময়া ধর্মবিদা হতোহসি বনগোচরঃ ॥ ৬২  
 হং কপিভান্ন জানায়ে মহাস্তো বিচরন্তি যৎ ।  
 লোকং পুনান্নাঃ সঞ্চারৈরতন্তান্ নাতিভাষয়েৎ ॥ ৬৩

পুত্রবধু,—ইহারা সকলেই সমান । যে ব্যক্তি বুদ্ধির বিভ্রমবশতঃ  
 ইহাদের মধ্যে একজনের সহিত রমণ করে, তাহাকে মহাপাতকী  
 (অত্র গোভম আহ—“সখি সর্বোনি-সগোত্র-শিষ্যভাৰ্য্যা-স্ববাসু  
 গবি চৈবং গুরুভয়সমঃ” ইতি ।) (অত্র সংবর্ত্ত আহ—“পিতৃব্য-  
 দারগমনে ভ্রাতৃভাৰ্য্যাগমে তথা । গুরুভয়স্তত্তং কুর্য্যাত্তা  
 নিষ্কৃতিরুচ্যতে ।”) বলিয়া জানিবে । সেই মহাপাপী রাজগণের  
 সদা বধ্য । তুমি বল পূর্বক নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাৰ্য্যাকে  
 রমণ করিতেছ, অতএব ধর্মশাস্ত্রের অভিমত জানিয়াই আমি  
 বনবাসী বানর তোমাকে বধ করিয়াছি । ৫৬-৬২

তুমি বানর, তাই জান না যে, এজগতে মহাপুরুষগণ নানা  
 স্থানে বিচরণের দ্বারা জগৎকে পবিত্র করিতে করিতে বিচরণ  
 করেন, অতএব তাহাদিগকে কোন ভাবেই ভৎসনা করিতে  
 নাই । ৬৩

(১) বাস্তবিকরামায়ণে এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়,—  
 “অধাৰ্য্যং চর্ম মে সদ্ভিঃ করিস্বসি কিমস্বিভিঃ ।  
 অভক্ষ্যং চৈব মে মাংসং হৃদৃশৈর্ভক্ষ্যচারিভিঃ ।  
 পক্ষ পক্ষনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রৈশ্চ রাঘব ।  
 শলকঃ শলকী গোধা খড়্গঃ কুর্শ্চ পক্ষমঃ ।  
 অভক্ষ্যাপি চ পত্কেব যানি রাম ক্ষতানি মে ।  
 শৃগালশ্চৈব নক্লশ্চ বানরঃ কিমরো নরঃ ।  
 চর্ম চাহি চ মে রাম ন স্পৃশন্তি মনোবিণঃ ।  
 ভক্ষ্যং নৈব চ মে মাংসং সদ্ভিঃ পক্ষনখো হৃদম্ ।”

তচ্ছ বা ভয়সন্ততো জ্ঞাত্বা রামং রমাপতিম্ ।  
 বালী প্রণম্য রতসাক্ষ্যমং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪  
 রাম রাম মহাভাগ জানে হাং পরমেশ্বরম্ ।  
 অজ্ঞানতা ময়া কিঞ্চিৎকৃতং তৎ ক্ষমত্বমর্হসি ॥ ৬৫  
 ভ্যজ্যাম্যস্মুন্ মহাযোগিছল'ভং তব দর্শনম্ ॥ ৬৬  
 যস্মাম বিবশো গৃহ্ণন্ ত্রিয়মাণঃ পরং পদম্ ।  
 যাতি সাক্ষাৎ স এবাত্ত মুমূর্ষোর্মৈ পুরঃ স্থিতঃ ॥ ৬৭  
 দেব জানামি পুরুষং হাং শ্রিয়ং জানকীং শুভাম্ ।  
 রাবণস্ত বধার্থায় জাতং হাং ব্রহ্মণাধিতম্ ॥ ৬৮  
 অমুচ্ছানীহি মাং রাম যাস্তং তৎপদমুত্তমম্ ।

ইহা শ্রবণ করত বালী ভয়সন্তত হইয়া রামকে সাক্ষাৎ  
 লক্ষ্মীপতি নারায়ণরূপে জানিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক  
 আবেগপূর্ণ বাক্যে এই কথা বলিলেন ॥ ৬৪

রাম । মহাভাগ রাম । আমি তোমাকে পরমেশ্বর বলিয়া  
 জানিতে পারিয়াছি । আমি অজ্ঞানতাবশতঃ বাহা কিছু  
 বলিয়াছি, তৎসমস্ত ক্ষমা কর ॥ ৬৫

সাক্ষাৎ তোমার বাণের আঘাতে বিশেষতঃ তোমার সম্মুখে  
 আজ প্রাণ ত্যাগ করিতেছি ( অহো । আমার কি সৌভাগ্য । ) ;  
 কারণ, তোমার দর্শন যোগিগণেরও দুর্লভ ॥ ৬৬

যাহার নাম মরণকালে অবশভাবে গ্রহণ করিয়াও মানুষ  
 পরম পদ লাভ করে, সেই সাক্ষাৎ রাম আজ মুমূর্ষু আমার  
 সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ৬৭

দেব । তুমি যে পুরুষোত্তম নারায়ণ এবং জনকনন্দিনী  
 সীতা যে সাক্ষাৎ মঙ্গলময়ী লক্ষ্মী, তাহা আমি জানিতে  
 পারিয়াছি । ব্রহ্মার প্রার্থনার রাবণকে বধ করিবার জন্য তুমি  
 অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৬৮

রাম । তুমি আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার পরম  
 পদে গমন করিব । আমার তুল্য বলশালী পুত্র অঙ্গদ এখন  
 বালক, তুমি তাহার উপর দয়া কর (১) ॥ ৬৯

শ্রীমদ্রহ্মি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে

বিশল্যং কুরু মে রাম হৃদয়ং পাণিনা স্পৃশন্ ॥ ৬৯

তথেষ্ঠি বাণমুক্ত্য রামঃ পম্পর্শ পাণিনা ।

ভ্যক্ত্য তদ্বানরং দেহমমরেন্দ্রোহভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৭০

বালী রঘুসমশরাভিহতো বিমুগ্ধো

রামেণ শীতলকরেণ স্রুখাকরেণ ।

সন্তো বিমুচ্য কপিদেহমবশ্যলভ্যং

প্রাপ্তঃ পরং পরমহংসগণৈর্হুঁরাপম্ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উদামহেশ্বরসংবাদে

কিকিঙ্কাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৮

রাম । তুমি বক্ষঃহলে হস্তধারী স্পর্শ করিয়া আমাকে শল্য-  
 মুক্ত কর । 'তথাস্ত' বলিয়া রাম তাহার বক্ষ হইতে বাণ উদ্ধার  
 করিয়া হস্তধারী স্পর্শ করিলেন । তখন সেই বানর দেহ ত্যাগ  
 করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে অমরেন্দ্র দেহ ধারণ করিল ॥ ৭০

রাম বাণপীড়িত বালী রঘুনাথের স্রুখজনক সূনীতল কর-  
 স্পর্শে তৎক্ষণাৎ বানরদেহ ত্যাগ করিয়া পরমহংসগণের দুর্লভ  
 এবং ভক্তযুদ্ধের অবশ্য লভ্য সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭১

(১) এই অধ্যাত্মরামায়ণে কেবল অঙ্গদের উদ্দেশেই বালীর  
 প্রার্থনা আছে, কিছু বাল্মীকিরামায়ণে অঙ্গদ, তারা ও সুগ্রীব  
 প্রভৃতির উদ্দেশে উল্লেখ করা হইয়াছে,—

“সুগ্রীবমঙ্গদকৈব তারাকৈব সুঃস্থিতাম্ ।

তবান্ পরিগ্রহেঃ প্রাপ্তৈর্ষধাবদনুশত্ ॥” ৪।১৬ ৫২

বাল্মীকিরামায়ণে আরও প্রার্থনা দেখা যায়,

“সুগ্রীবে চাঙ্গদে চৈব বিধং যদনন্তরম্ ।

ত্বং হি শান্তা চ গোপ্তা চ ভূতানামং রঘুনন্দন ।

যা তে নরপতে বৃতিভরতে লক্ষ্মণে তথা ।

সুগ্রীবাজঙ্গদরোক্ষাপি ত্বং ত্বং বন্তিহুমর্হসি ।

মদদৌষকৃতদৌষাক তথা তারং তপস্বিনীম্ ।

নাবমন্তেত সুগ্রীবস্তথা ত্বং কর্তৃদুমর্হসি ॥” ৪।১৭।৫১-৫৩

কিকিঙ্কাকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

[ বালিনো বধঃ শ্রদ্ধা ভায়া বিলাপঃ, শ্রীরামশ্রাদেশেন সুগ্রীবস্ত কিকিঙ্কারাজ্যে, অঙ্গদস্ত চ যৌবরাজ্যে অভিষেকশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

নিহতে বালিনি রণে রামেণ পরমাত্মনা ।  
হৃৎসুবানরাঃ সর্বৈ কিকিঙ্কাঃ ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১  
ভারামুচূর্মহাভাগে হতো বালী রণাজিরে ।  
অঙ্গদং পরিরক্ষ্যন্ত মন্ত্ৰিণঃ পরিণোদয় ॥ ২  
চতুর্ধারকপাটাদীনং বদ্ধ্বা রক্ষামহে পুরোম ।  
বানরাগন্ত রাজানমঙ্গদং কুরু ভামিনি ॥ ৩  
নিহতং বালিনং শ্রদ্ধা ভায়া শোকবিমুচ্ছিতা ।  
অভাভয়ং স্বপাণিভ্যাং শিরো বক্ষশ্চ ভূষিতঃ ॥ ৪  
কিমঙ্গদেন রাজ্যেন নগরেণ ধনেন বা ।  
ইদানীমেব নিধনং যস্যামি পতিনা সহ ॥ ৫

### তৃতীয় অধ্যায় ।

[ বালীর বধের সংবাদ শুনিয়া ভায়ার বিলাপ, শ্রীরামের আদেশে সুগ্রীবের কিকিঙ্কারাজ্যে এবং অঙ্গদের যৌবরাজ্যে অভিষেক । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পরমমাত্মা শ্রীরাম কর্তৃক হৃতে বালী নিহত হইলে পর অস্তিত সমস্ত বানরগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কিকিঙ্কার পলায়ন করিল ॥ ১

ভায়া কিকিঙ্কার যাইয়া ভায়াকে বলিল,—মহাভাগে । হৃৎক্ষেত্রে বালী নিহত হইয়াছেন, অতএব আপনি আজ হইতে অঙ্গদকে রক্ষা করুন এবং মন্ত্রীদিগকে পরিচালিত করুন ॥ ২

আমরা কিকিঙ্কানগরীর চারদ্বারে কপাটাদি বদ্ধ করিয়া দিয়া নগরীকে রক্ষা করিব । ভামিনি । আপনি অঙ্গদকে বানরগণের রাজা করুন ॥ ৩

বাণীকে নিহত হইতে শুনিয়া ভায়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের দুই চন্ডের দ্বারা বারংবার মস্তক ও বক্ষে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪

ভারপর বলিলেন—অঙ্গদ, রাজ্য, নগর বা ধনে আমার কি প্রয়োজন ? (১) আমি এখনই পতির সহিত যত্নবরণ করিব অর্থাৎ সহযুতা হইব ॥ ৫

এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে অভিষেক শোকাহত

(১) ভায়ার বাক্যরূপে বাল্মীকিরামায়ণে—

“পুত্রো মম কিং কার্যং কিং রাজ্যেন কিমাশ্রনা ।

কপিসিংহে মহাভাগে বিনষ্টে মম ভর্তৃরি ।

পাদমূলং গমিত্বামি তদৈব বিদিতাশ্রনঃ ।

এবমুক্ত্বা প্রমুখা বনতী শোকলালসা ॥ ৪।১৮।১৮-১৯

ইত্যুক্ত্বা ভরিতা তত্র রুদন্তী মুক্তমুখিকা ।

যযৌ ভায়াভিশোকাক্তা যত্র ভর্তৃকলেবরম ॥ ৬

পতিতং বালিনং দৃষ্ট্বা রক্তৈঃ পাণ্ডুভিরাবৃতম ।

রুদতী নাথ নাথেতি পতিতা তস্ত পাদয়োঃ ॥ ৭

করুণং বিলপন্তী সা দদর্শ রঘুনন্দনম ।

রাম মাং জহি বাণেন যেন বালী হতস্তয়া ॥ ৮

গচ্ছামি পতিসালোক্যং পতির্মামতিকাজ্ঞতে ।

স্বর্গেহপি ন সুখং তস্ত মাং বিনা রঘুনন্দন ॥ ৯

পত্নীবিয়োগজং দুঃখমহুতুতং ত্রয়ানব ।

বালিনে মাং প্রযচ্ছান্ত পত্নীদানফলং ভবেৎ ॥ ১০

হইয়া ভায়া বধার স্বামীর মৃতদেহ পতিত আছে, তথায় মুক্ত-  
কেশে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৬

রক্তাশ্রিত ও মূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া বালীকে ভূতলে পতিত থাকিতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে ভায়া ‘নাথ নাথ’ এই বলিয়া ভায়ার পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন ॥ ৭

করুণবরে বিলাপ করিতে করিতে সেই ভায়া রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন । তখন ভায়া বলিলেন,—(২) রাম । তুমি যে বাণের দ্বারা বালীকে নিহত করিয়াছ, সেই বাণের দ্বারা আমাকেও বধ কর ॥ ৮

আমি পতিসমীপে গমন করিব ; কারণ, তিনি আমাকে কামনা করিতেছেন । হে রঘুনন্দন । আমাকে ত্যাগ করিয়া তিনি স্বর্গেও সুখলাভ করিতে পারিবেন না ॥ ৯

নিষ্পাপ রাম । তুমি নিজে পত্নীবিয়োগজনিত দুঃখ অনুভব করিতেছ, অতএব আমাকে সত্বর বালীর নিকট প্রেরণ কর, ইহাতে তোমার পত্নীদানের ফল লাভ হইবে ॥ ১০

(২) এই অধ্যায়রামায়ণে দেখা যায়—ভায়া শ্রীরামকে বলিলেন, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে আছে—ভায়া সুগ্রীবকে বলিলেন । যথা,—

“সামু যামপি সুগ্রীব পরিভ্যাজ্য জীবিতম্ ।

যিঙ্ মে সংপতিহীনাস্তাঃ কুপণং জীবিতং ত্রিভাঃ ।

হতৈবাহং ত্বয়া পূর্বং নিরতা দরিত্রং মম ।

পরং হি মরণং জীবাং লোকে পতিবধেন ত্ব ।

সুগ্রীবঃ স্বং সুখং রাজ্যং দাপিতং বালিবাতিনা ।  
রামেণ রুময়া সার্ব্ধং ভুঙ্ক্ সাপত্ববজ্জিতম্ ॥ ১১  
ইতোবং বিলপন্তী তাত্তা রামো মহামনাঃ ।  
সাস্তুয়ামাস দয়য়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশতঃ ॥ ১২

শ্রীরাম উবাচ ।

কিং ভীৰু শোচসি ব্যৰ্থং শোকশ্রাবিষয়ং পতিম্ ।  
পতিস্তবায়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ ॥ ১৩  
পঞ্চাত্মকো জড়ো দেহত্বাৎসরুধিরাস্থিমান্ ।  
কালকৰ্ম্মণোগোপনঃ সোহপ্যাস্তেহত্মাপি তে পুরঃ ॥ ১৪  
মমাসে জীবমাত্মানং জীবন্তুহি নিরাময়ঃ ।  
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন ভীৰ্ত্ততি ন গচ্ছতি ॥ ১৫  
ন জী পুমান্ বা যন্তো বা জীবঃ সৰ্ব্বগতোহব্যয়ঃ ।  
এক এবাদ্বিতীয়োহয়মাকাশবদলেপকঃ ।

সুগ্রীব। বালিবাতি এই রাম তোমাকে রাজ্য প্রদান  
করিয়াছেন, অতএব তুমি এই নিষ্কটক রাজ্য পত্নী রুময়ার সহিত  
সুখে উপভোগ কর ॥ ১১

এইরূপে বিলাপরতা সেই তারাকে মহামনা শ্রীরাম দয়া  
করিয়া তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা সাস্তুনা দান করিতে  
লাগিলেন ॥ ১২

শ্রীরাম বলিলেন,—ভীৰু। তুমি কেন বৃথা শোক  
করিতেছ? তোমার পতির অস্ত শোকের কিছু নাই; কারণ  
এই (পতিত বালীর) দেহ তোমার পতি কিংবা জীব? ইহা  
তুমি যথাযথভাবে চিন্তা করিয়া বল ॥ ১৩

যদি তুমি এই দেহকে পতি বল, তাহা হইলে (সেই দেহের  
অস্ত শোক করিবার কি আছে? কারণ, ) ডক্ (চৰ্ম্ম), মাংস  
রক্ত ও অস্থি (হাড়)-যুক্ত, পঙ্কীকৃত পঞ্চ ভূতাত্মক এবং কাল,  
কৰ্ম ও সত্ত্বাদি গুণজরোগপন্ন অড় দেহ এখনও সন্মুখে বিদ্যমান  
আছে ॥ ১৪

আর যদি তুমি জীবাত্মাকে পতি বলিয়া মনে কর, তথাপি  
শোকের কিছু নাই; কারণ, এই জীব নিরাময়—রোগাদি উপ-  
দ্রব শূন্য। তিনি (সেই জীব) জন্মান না, মরেন না, অবস্থান  
করেন না ও গমন করেন না ॥ ১৫

এই জীব জ্ঞী নহেন, পুরুষ নহেন এবং জীবও নহেন। এই  
জীব সৰ্ব্বগত, অব্যয়, একমাত্র, অবিভীত, আকাশের তার  
নির্লেপ, নিত্য, জ্ঞানময় ও শুদ্ধ; সুতরাং ইনি কিরূপে শোক-  
যোগ্য হইবেন? ১৬

নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ স কথং শোকমহীতি ॥ ১৬

ভারোবাচ ।

দেহোহচিৎকার্ত্তবদ্ রাম জীবো নিত্যশ্চিদাত্মকঃ ।

সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ কস্তু তদ্ রাম মে বদ ॥ ১৭

শ্রীরাম উবাচ ।

অহঙ্কারাদিসম্বন্ধো যাবদেহেহুদ্ভিযৈঃ সহ ।

সংসারস্তাবদেব শ্রাদাদান্নস্তুবিবেকিনঃ ॥ ১৮

মিথ্যারোপিতসংসারো ন স্বয়ং বিনিবৰ্ত্ততে ।

বিষয়ান্ ধ্যায়মানস্ত স্বপ্নে মিথ্যাগমো যথা ॥ ১৯

অনাভাবিতাসম্বন্ধাৎ তৎকার্য্যাহঙ্কতেন্তথা ।

সংসারোহপার্থক্যোহপি শ্রাদ রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ ॥ ২০

মন এব হি সংসারো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে ।

আত্মা মনঃসমানত্বেনৈত্য তদগতবন্ধভাক্ ॥ ২১

তারা বলিলেন,—রাম। এই দেহ যদি কঠিন অচেতন  
এবং জীব জ্ঞানময় নিত্য বস্তু হন, তাহা হইলে সুখ-  
দুঃখাদি ভোগ কাহার হইয়া থাকে? ইহা আমার নিকট  
বল ॥ ১৭

শ্রীরাম বলিলেন,—বিবেক অর্থাৎ তত্ত্ববিচার করিবার  
ক্ষমতা না থাকায় যে পর্য্যন্ত দেহ ও ইঞ্জির সহিত অহঙ্কারাদির  
সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্ত জীবাত্মার সংসার স্বয়ং নিবৃত্ত হয় না।  
যে রূপ নানাবিধ বিষয়সমূহের চিন্তাকারী মানুষের স্বপ্নাবস্থায়  
সেই সব চিন্তিত বিষয়ের মিথ্যা সমাগম হয়, সেইরূপ ইঞ্জির ও  
দেহাদির দ্বারা আবদ্ধ জীবাত্মা ইঞ্জিাদির দ্বারা প্রেরিত হইয়া  
অলৌকিক বিষয়সমূহ ভাবনা করিতে করিতে সেই সব বিষয় কণ-  
কালের অস্ত প্রাপ্ত হইয়া বিবেকহীনভাবনতঃ স্বয়ং তাহা হইতে  
নিবৃত্ত হইতে পারে না। (শ্রীভগবান্ এই স্থলে ইহাই ইঙ্গিত করিয়া  
দিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে সংসার হইতে নিবৃত্তি হয় না,  
এই কারণে গুরুকরণ প্রয়োজন। গুরুপ্রদর্শিত পথে সাধনার  
দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়) ॥ ১৮-১৯

জীবাত্মা অনাদি অবিদ্যার সহিত সংসর্গশতঃ (অথবা  
অনাদিকাল হইতে অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ থাকায়) তৎকার্য্য  
অহঙ্কারের দ্বারা আবৃত থাকায় দেহাভিমानी হইয়া রাগ-দ্বেষাদি  
পরিব্যাগ নিরর্থক অর্থাৎ মিথ্যা সংসারে আবদ্ধ হইয়া  
পড়েন ॥ ২০

শুভে। মনই (অন্তঃকরণই) হইল সংসার (সংসারের  
কারণ), মন বন্ধন অর্থাৎ বন্ধনের হেতু; (মন এব মনুষ্যপাণ্য



যথা বিমুক্তঃ স্ফটিকোহলস্তকাদিসমীপতঃ ।  
 তত্ত্ববর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনম ॥ ২২  
 বুদ্ধোজ্জিয়াদিসামীপ্যাদান্ননঃ সংসৃতির্বলাৎ ।  
 আত্মা স্থলিঙ্গস্ত মনঃ পরিগৃহ্য তদ্বস্তবান্ ॥ ২৩  
 কামান জুষন্ গুণৈর্বন্ধঃ সংসারে বর্ততেহবশঃ ।  
 আদৌ মনো গুণান্ সৃষ্টী ততঃ কৰ্ম্মণানেকথা ॥ ২৪  
 শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি গত্যন্তঃসমানতঃ ।  
 এবং কৰ্ম্মবশাচ্ছীৰো ভ্রমত্যাভূতসংগ্রহম ॥ ২৫  
 সর্বোপসংস্রতো জীবো বাসনাভিঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ ।  
 অনাচ্ছবিজ্ঞাবশগন্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২৬  
 সৃষ্টিকালে পুনঃ পূৰ্ব্ববাসনামানসৈঃ সহ ।  
 জায়তে পুনরপ্যেব ঘটীযন্তমিবাবশঃ ॥ ২৭

কারণং বন্ধ-মোক্ষরোঃ । গুণেযু সত্ত্বং বন্ধায় রতং বা পুংসি  
 মুক্তয়ে ॥ ) আর জীবায়া সেই মনের সহিত মিলিত হইয়া  
 মনোগত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে করিতে বন্ধন গ্রস্ত হয় ॥ ২১

বৈরূপ বিমুক্ত স্ফটিক মণি রতই গুণবর্ণ হইলেও অলঙ্কারি  
 যারা সংযুক্ত হইলে তদ্বদ্বর্ণে বর্ণান্তরিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু  
 সেই সেই বর্ণ স্ফটিক মণির স্বাভাবিক বর্ণ নহে, সেইরূপ আত্মা  
 সংসার বর্ণবিষিষ্ট বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্ণের সান্নিধ্যে অবস্থান  
 করার তাহাদের বশীভূত হইয়া আত্মার সংসার অর্থাৎ আত্মা  
 সংসারী লোকে ইহা ভাবিয়া থাকে । এই আত্মা মনকে  
 নিজের চিত্তরূপে অর্থাৎ অভিযুক্তরূপে স্বীকার করিয়া মনো-  
 বিলাসজাত ভোগসমূহ উপভোগ করিতে করিতে সত্ত্বাদি গুণ-  
 সমূহের দ্বারা বন্ধ হইয়া অবশভাবে সংসারে (দেহে) অবস্থান  
 করেন । প্রথমে জীবায়া মনের (অন্তঃকরণের) রাগ-দ্বৈষাদি  
 গুণসমূহ উৎপন্ন করিয়া তাহারপর গুণানুগত বহুবিধ কৰ্ম্ম-  
 সকল সৃষ্টি করেন । সেই সব কৰ্ম্ম তরু (হিংসাদিরহিত অপ-  
 ধ্যানাদি কৰ্ম্ম), লোহিত (হিংসামিশ্রিত পত্তবধাদিরূপ বাগাদি  
 কৰ্ম্ম) এবং কৃষ্ণ (পাপ কৰ্ম্ম) ভেদে ত্রিবিধ । এই সমস্ত কৰ্ম্ম  
 আবার সত্ত্বগুণানুগত তরু, রজোগুণানুগত লোহিত এবং তমো-  
 গুণানুগত কৃষ্ণ—ইহা বৃত্তিতে হইবে । এই সব কৰ্ম্মের দ্বারা  
 কৰ্ম্মের সমান গতিলাভ হয় অর্থাৎ তরু কৰ্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মলোকাদি  
 প্রাপ্তিরূপ উত্তম গতি, লোহিত কৰ্ম্মের দ্বারা বর্ণপ্রাপ্তিরূপ মধ্যম  
 গতি ও কৃষ্ণ কৰ্ম্মের দ্বারা নরক প্রাপ্তিরূপ অধম (অধো) গতি  
 লাভ হয় । এইরূপ কৰ্ম্মবশতঃ জীব প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ  
 করিতে থাকে ॥ ২২-২৫

তারপর অগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হইলে জীব নিজ নিজ বাসনা ও

যদি পুণ্যবিশেষণ লভতে সঙ্গতিং সত্ত্বাম্ ।  
 মন্তুক্তানাং স্মৃশাস্তানাং তদা মদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ২৮  
 মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা হৃদ্যতা জায়তে ততঃ ।  
 ততঃ স্বরূপবিজ্ঞানমনয়াসেন জায়তে ॥ ২৯  
 তদাচার্য্যপ্রসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ কৃপাৎ ।  
 দেহেজ্জিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যঃ পৃথক্স্থিতম্ ॥ ৩০  
 স্বাত্মানুভাবতঃ সত্যমানন্দাত্মানমবয়ম্ ।  
 জ্ঞাত্বা সত্ত্বো ভবেদ্ব্যক্তঃ সত্যমেব ময়োদিতম্ ॥ ৩১  
 এবং ময়োদিতং সম্যগালোচয়তি যোহনিশম্ ।  
 তস্য সংসারহঃখানি ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥ ৩২  
 ত্বমপ্যেতদ্ব্যয়া প্রোক্তমালোচয় বিমুক্তধীঃ ।  
 ন স্পৃশ্যসে দুঃখজালৈঃ কৰ্ম্মবন্ধাদ্ বিমোক্ষসে ॥ ৩৩

কৰ্ম্মসমূহের দ্বারা অনাদি অবিদ্যার বশীভূত হইয়া তাহাতেই  
 লীন হইয়া থাকে ॥ ২৬

তারপর যখন পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন পূৰ্ব্ব বাসনা  
 ও কৰ্ম্মসকলের সংস্কারযুক্ত হইয়া অগতে আবার জন্মগ্রহণ  
 করে । এইভাবে ঘটীযন্তের (‘উদঘাটনং ঘটীযন্তং সলিলোদ্-  
 বাহনং প্রহেঃ’) অর্থাৎ কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্রের দ্বারা  
 অবশভাবে কেবল জন্ম-মরণ চক্রে ঘুরিতে থাকে ॥ ২৭

যখন জীব নিজের বিশেষ পুণ্য কৰ্ম্মফলে অতিশয় শান্ত  
 (ধীর) আমার ভজনপরায়ণ সজ্জনগণের সঙ্গলাভ করে, তখন  
 আমার বিষয়ে তাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ॥ ২৮

ইহাতে আমার কথা শুনিবার দল্লভ শ্রদ্ধা জন্মায় । তদনন্তর  
 অনার্য্যসে আত্মজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৯

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের করুণায় ‘ভক্তমণি’ ইত্যাদি তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ  
 বাক্যসমূহের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়া যদেহে অনুভববশতঃ  
 কণকালের মধ্যে আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার  
 হইতে পৃথক্ভাবে অবস্থিত, সত্য, আনন্দময় এবং অধিতার  
 জানিয়া তৎকথাৎ মুক্ত হইয়া যায় । আমি এই যে তত্ত্ব তোমাকে  
 বলিলাম, তাহা সত্য বলিয়াই জানিবে ॥ ৩০-৩১

যে ব্যক্তি মৎকথিত এই তত্ত্বপূর্ণ বাক্য সত্য বিশেষ ভাবে  
 আলোচনা করে, তাহাকে সংসারের দুঃখসকল কখনও স্পর্শ  
 করিতে পারে না ॥ ৩২

অতএব তুমি বিমুক্তচিত্তে আমার দ্বারা কথিত এই তত্ত্ব  
 আলোচনা কর, ইহাতে তুমিও কখনও দুঃখসমূহে স্পৃষ্ট হইবে  
 না এবং কৰ্ম্মবন্ধন অর্থাৎ কৰ্ম্মকৃতসংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া  
 যাইবে ॥ ৩৩

পূর্বজন্মনি তে সূত্র কৃত্য মন্তুক্তিকৃতম্ ।  
 অতন্তব বিমোক্ষায় রূপং মে দশিতং শুভে ॥ ৩৪  
 ধ্যায়া মজ্জপমনিশমালোচয় ময়োদিতম্ ।  
 প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুব্ধতাপি ন লিপ্যসে ॥ ৩৫  
 ত্রীরামেনোদিতং সর্বং শ্রুত্বা ভাৱাতিবিস্মিতা ।  
 দেহাভিমানজং শোকং ত্যক্ত্বা নহা রঘুতমম্ ॥ ৩৬  
 আত্মাহুতবসন্তুষ্ঠা জীবন্তুক্তো বভূব হ ।  
 ক্ষণমঙ্গমমাত্রেন রামেন পরমাত্মনা ॥ ৩৭  
 অনাদিবন্ধং নির্দ্ধুয় মুক্তা সাপি বিকলম্বা ।  
 সূত্রীবোহপি চ তচ্ছ্রুত্বা রামবক্তাং সমীরিতম্ ॥ ৩৮  
 জহাবজ্ঞানমখিলং স্বস্থচিন্তোহভবৎ তদা ।  
 ততঃ সূত্রীবমাহেদং রামো বানরপুঙ্গবম্ ॥ ৩৯  
 ভ্রাতৃর্জ্যেষ্ঠস্ত পুত্রেন যদযুক্তং সাম্পরায়িকম্ ।

সূত্র। তুমি পূর্বজন্মে আমার প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি-  
 পরায়ণা হইয়া আমার আরাধনাদি করিয়াছিলে; কল্যাণি ।  
 সেইজন্তু তোমার মুক্তির জন্ত আমি আমার দিয়া বরূপ অর্থাৎ  
 রামরূপ দর্শন করাইলাম । তুমি আমার এই রূপ ধ্যান করিতে  
 করিতে সমস্ত মনকথিত এই উপদেশ আলোচনা কর, তাহা  
 হইলে সংসারে ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত কার্য্য করিয়াও  
 তাহাতে লিপ্ত হইবে না । ৩৪-৩৫

ত্রীরাম কর্তৃক কথিত এই উত্তমপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া তারা  
 অত্যন্ত বিস্মিতা হইল । তখন তিনি দেহাভিমানজনিত শোক  
 ত্যাগ করিয়া রঘুতম রামকে প্রণাম করত আত্মানুভব অর্থাৎ আত্ম-  
 জ্ঞান লাভ হওয়ার সম্ভব হইয়া জীবন্তুক্তা হইলেন । পরমাত্মা  
 ত্রীরামের ক্ষণকাল সম্ভ্রান্ত করিয়া সেই তারা অনাদিকালের  
 সংসার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং মুক্তি লাভ  
 করিলেন । সূত্রীবও ত্রীরামের বদননির্গত সেই উপদেশ শ্রবণ  
 করিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করত স্বস্থচিন্ত হইলেন ।  
 তদনন্তর ত্রীরামজ্ঞে বানরজ্যেষ্ঠ সূত্রীবকে এই কথা  
 বলিলেন । ৩৬-৩৯

সখে । তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর পুত্র অজ্ঞদেব সহিত মিলিত  
 হইয়া আমার আজ্ঞানুসারে বালীর যথোচিত সংস্কার প্রভৃতি  
 পারলৌকিক সমস্ত কার্য্য বিধানানুসারে সম্পাদন কর । ৪০

তখন সূত্রীব 'সখা আজ্ঞা বলিয়া বলশালী প্রধান প্রধান

(১) বায়্যাকিরামায়ণে বালীকে শিবিকায় স্থাপন কথিত  
 হইয়াছে, যথা—

ভতো বালিনমুদম্য সূত্রীবঃ শিবিকায় তদা ।

আরোপরদতিক্রোশন্নজনে সহ প্রভৃঃ । ৪১৪/২২

কৃত সর্বং যথান্যায়ং সংস্কারাদি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪০

তথেন্তি বলিত্বির্মুখৈর্বাদনৈঃ পরিণয় ভম্ ।

বালিনং পুষ্পকে ক্ষিপ্ত্বা সর্বরাজোপচারকৈঃ ॥ ৪১

ভেরৌহন্দুভিনির্ঘোষৈর্ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রিভিঃ সহ ।

যুথৈর্বাদনৈঃ পৌরৈস্তারয়া চাক্ষদেন চ ॥ ৪২

গংহা চকার তৎ সর্বং যথাশাস্ত্রং প্রযত্নতঃ ।

আত্মা জগাম রামস্ত সমীপং মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৪৩

নহা রামস্ত চরণৌ সূত্রীবঃ প্রাহ স্ত্রধীঃ ।

রাজ্যং প্রশাধি রাজেন্দ্র বানরাণাং সমুদ্ভিনৎ ॥ ৪৪

দাসোহহং তে পাদপদ্মং সেবে লক্ষণবচ্চিরম্ ।

ইত্যাভ্যো রাঘবঃ প্রাহঃ সূত্রীবং সম্মিতং বচঃ ॥ ৪৫

তমেবাহং ন সন্দেহঃ শীঘ্রং গচ্ছ মমাজ্ঞয়া ।

পুররাজ্যাধিপত্যে ত্বং স্বাত্মানমভিষেচয় ॥ ৪৬

বানরগণের দ্বারা বালীকে তুলাইয়া সমস্ত রাজ্যোচিত উপচার-  
 সমূহে বিভূষিত করিয়া পুষ্পকবিমানতুল্য বিমানে (১) স্থাপন  
 পূর্বক ভেরী ও হন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যসমূহের ধ্বনিসংযোগে ব্রাহ্মণ  
 মন্ত্রী, বানরযুথপতিগণ ও পৌরবর্গে এবং তারা ও অজ্ঞদের  
 সহিত গমন করত অভিনয় যত্নবহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে  
 বালীর সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন । তারপর  
 সূত্রীব স্নান (২) করত মন্ত্রিগণের সহিত রামের নিকটে গমন  
 করিলেন । ৪১-৪৬

তারপর রামের ত্রীচরণধরে প্রণাম করত হৃষ্টচিত্তে এই কথা  
 বলিলেন,—রাজেন্দ্র । তুমি বানরগণের এই সমুদ্ভিশালী রাজ্য  
 শাসন কর । ৪৪

আমি তোমার দাস, লক্ষণের দ্বায় আমি তোমার ত্রীপাদ-  
 পদ্ম সেবা করিব । সূত্রীব এই কথা বলিলে পর ত্রীরাম ঈষৎহাস্যে  
 সূত্রীবকে ইহা বলিলেন । ৪৫

সখে । তুমিই আমি অর্থাৎ আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন  
 ভেদ নাই, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আমার আদেশানুসারে  
 তুমি শীঘ্র গমন কর এবং কিঙ্কিড্যা নগরীর রাজ্যে নিজেকে  
 অধিপতিপদে অভিষিক্ত কর । ৪৬

(২) সূত্রীবাদি সকলে পদ্মা সরোবরে স্নান করিয়াছিলেন ।

বায়্যাকিরামায়ণে উহা স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,—

“বালিনং তে তু সংকৃত্য বিধিপূর্বকং প্রবজমাঃ ।

আজগাদ্ধুদকং কর্ত্ব্যং পদ্মাং শীতজলাং শুভাম্ ।

ততঃ কৃতোদকাঃ সর্বৈ পদ্মায়াং ক্লিন্নবাসসঃ ।

আজগাদ্ রাঘবং ব্রহ্মকং লক্ষণকং মহৌষসম্ ।

নগরং ন প্রবেক্ষ্যামি চতুর্দশ সমাঃ সখে ।  
 আগমিচ্ছতি মে ভ্রাতা লক্ষণঃ পশুনাং ভব ॥ ৪৭  
 অজদং ঘোবরাজ্যে ঋতিষেচয় সাদরম্ ।  
 অহং সমীপে শিখরে পর্বতস্ত সহানুজঃ ॥ ৪৮  
 বৎসামি বর্ষ দিবসান্ ভবত্বং যত্বান্ ভব ।  
 কিঞ্চিংকালং পুরে স্থিত্বা সীতায়ঃ পরিমার্গণে ॥ ৪৯  
 সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যা হ সূত্রীবো রামপাদয়োঃ ।  
 যদাজ্ঞাপয়সে দেব তৎ তথৈব করোমাহম্ ॥ ৫০  
 অহুজ্ঞাতস্ত রামেণ সূত্রীবস্ত সলক্ষণঃ ।

সখে । আমি চৌদ্দ বৎসর বৎসর যাবৎ কোনও নগরে  
 প্রবেশ করিব না । আমার ভ্রাতা লক্ষণ তোমার নগরে গমন  
 করিবে । ৪৭

তুমি অজদকে আদর সহকারে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত  
 করিবে । আমি নিকটেই পর্বতের শিখরে বর্ষাকালের  
 দিনগুলি (১) অনুজ লক্ষণের সহিত বাস করিব । তুমি সেই সময়  
 পর্য্যন্ত নগরে বাস করিয়া পরে সীতায়েরূপে যত্বান্ হইও ॥ ৪৮-৪৯

তখন সূত্রীব শ্রীরামের পাদযুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া  
 বলিলেন,—তুমি বাহা আজ্ঞা করিলে আমি তাহা সেইরূপেই  
 প্রতিপালন করিব । ৫০

(১) 'বর্ষাকালের দিনগুলি' ইহাতে সাধারণভাবে বুঝায়  
 শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়—

“অনুজাতক রামেণ কিঙ্কিধ্যাং প্রবিবেশ হ ।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসানুবিভা সময়েন সঃ ॥”

এই বাক্যের দ্বারা শ্রাবণাদি চার মাস সম্বন্ধিত হইতেছে । “চাতুর্-  
 সংবৎসরঃ” এই মতাবলম্বন করিয়া শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও  
 কাশিক—এই চারমাস বুঝিতে হইবে । অগ্নিপুরণে দেখা  
 যায়—“তচ্-ঋত্বা মাল্যবৎপুঠে চাতুর্ধায়াং চকার সঃ ॥” ১।৫  
 আষাঢ় সংক্রান্তি হইতে চাতুর্ধায়াংয়ের বিধান থাকায় এই  
 অগ্নিপুরণের বাক্যের দ্বারা শ্রাবণাদি চারিমাসই সম্বন্ধিত  
 হইতেছে । সূত্রীবের সহিত শ্রীরাম যে শপথ করিয়াছিলেন,  
 বাল্মীকিরামায়ণবর্ণিত সেই শপথবাক্যও চারিমাসই উল্লিখিত  
 হইয়াছে, যথা—

“প্রথমো বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাধ্বতঃ ।

প্রবৃত্তাঃ দৌম্য চতুরো মাসাশ্চ বার্ষিকা ইমে ।

নারমুদোগদময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুত্রীমিযাম্ ।

ইহ বৎসামাহং সৌম্য পর্বতে নিরুতেশ্বিরঃ ॥”

৪।২৫।১২-১৩

“কাশিকী সমভিক্রম্য ত্বং শ্রাবণ বধে বত” ৪।২৫।১৫

গত্বা পুরং তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ॥ ৫১

সূত্রীবো যথাচ্ছায়ং পূজিতো লক্ষণপুত্ৰা ।

আগত্য রাঘবং শীঘ্রং প্রণিপত্যোপতস্থিবান্ ॥ ৫২

ততো রামো জগামাস্ত লক্ষণেন সমন্বিতঃ ।

প্রাবর্ষণগিরেচ্ছাং শিখরং ভূরিবিস্তরম্ ॥ ৫৩

ভট্টৈকং গহ্বরং দৃষ্ট্বা স্ফটিকং দীপ্তিমচ্ছুভম্ ।

বর্ষবাতাপসহং ফলমূলসমীপগম্

বাসায় রোচয়ামাস তত্র রামঃ সলক্ষণঃ ॥ ৫৪

শ্রীরাম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া লক্ষণের সহিত সূত্রীব কিঙ্কিধ্যা

নগরীতে গমন করত রাম বৈষ্ণব নির্দেশ করিয়াছিলেন,  
 তদনুসারে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিলেন । ৫১

সেই সময় লক্ষণ সূত্রীব কর্তৃক বিশেষভাবে পূজিত হইয়া  
 সত্বর রামের নিকট আগমন করত প্রণাম পূর্বক তাঁহার নিকট  
 অবস্থান করিলেন । ৫২

তদনন্তর শ্রীরাম লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া প্রাবর্ষণ পর্বতের ১)

অতি নিম্নত উচ্চ পর্বতশিখরে গমন করিলেন । ৫৩

তথায় শ্রীরামচন্দ্র স্ফটিকমণ্ডির অতি সমৃদ্ধ লক্ষ্য একট  
 গুহা দেখিতে পাইলেন । এই গুহার সমীপেই ফলমূল রহিয়াছে  
 এবং উহা বর্ষার বৃষ্টি ও প্রখর রৌদ্রের তাপ নিবারণ করিতে  
 সমর্থ । লক্ষণের সহিত শ্রীরাম তথায় বাস করিতে মনস  
 করিলেন । ৫৪

“এব নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ ত্বং পুত্রীং শুভাম্ ॥” ৪।২৫।১৬

(২) মহামতি টীকাকার শ্রীনরোত্তমমহোদয় এই প্রবর্ষণ  
 গিরির ব্যাখ্যা করিতে বাইরা বলিয়াছেন,—“প্রাবর্ষণগিরিঃ ।  
 অরাসঙ্কল্পাৎ প্রপলায্য রাম-কৃষ্ণৌ যমাক্রৌ, স প্রাবর্ষণগিরিঃ ॥”  
 শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে এই প্রাবর্ষণ পর্বতের বর্ণনা প্রসঙ্গে  
 বাহা কথিত হইয়াছে,—“প্রজত্যা দূরং সংক্রান্তৌ তুঙ্গমারো-  
 হতাং গিরিম্ । প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিভাদা যত্র বর্ষতি” ৫।২।১০

কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষণের  
 সহিত প্রবর্ষণ পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন,—

“অভিষিক্তে তু সূত্রীবো প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্ । আজগাম  
 সহ ভ্রাতা রামঃ প্রব্রবণং গিরিম্” ৪।২৬।১

পূর্বোক্ত অগ্নিপুরণের বাক্যে ( “তচ্-ঋত্বা মাল্যবৎপুঠে  
 চাতুর্ধায়াং চকার সঃ ॥” ) দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র মাল্যবান্  
 পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন । এই প্রবর্ষণ, প্রব্রবণ ও  
 মাল্যবান্ একই পর্বতের নাম, কিংবা ভিন্ন ভিন্ন তিনটি পর্বত  
 ইহা বুঝিতে পারিলাম না । এ সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞের  
 সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় ।

দিব্যমূলফলপুষ্পসংযুতে

মৌক্তিকোপমজলৌষপঞ্চলে ।

চিত্রবর্ণযুগপক্ষিশোভিতে

পৰ্বতে রঘুকুলোত্তমোহবসৎ ॥ ৫৫

রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম দিব্য মূল, ফল ও পুষ্পসমূহে সংযুক্ত  
মুক্তাসদৃশ স্বচ্ছললপূর্ণ সরোবরবিরাজিত এবং বিভিন্ন বর্ণের

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে তৃতীয়োহ্যায়ঃ ॥ ৫

শ্রীমদ্রহসি বেদবাস্যপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে তৃতীর অধ্যায়ের  
অনুবাদ সমাপ্ত ।

## চতুর্থোহ্যায়ঃ ॥

[ বানরসেনা আনেতুং সুগ্রীবেন চতুর্দিক্ দূতানাং প্রেষণম্ ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তত্র বার্ষিকদিনানি রাঘবো

লীলয়া মণিগুহ্যাসু সঞ্চরন্ ।

পকমূলফলভোগতোষিতে

লক্ষ্মণেন সহিতোহবসৎ সুখম্ ॥ ১

বাতহুম্রজলপূরিভমেঘা-

নন্তরন্তুনিভবৈত্য়াতগর্ভান্ ।

বৌক্ষ্য বিস্ময়মগাদগজনুধান

যদ্বদাহিতশূকান্দনকক্ষান্ ॥ ২

নবঘাসং সমাসাত্ত হৃষ্টপুষ্টিযুগদ্বিজাঃ :

ধাবন্তুঃ পরিতো রামং বৌক্ষ্য বিস্মারিতেক্ষণাঃ ॥ ৩

ন চলন্তি সদা ধ্যাননিষ্ঠা ইব মুনীশ্বরঃ ।

রামং মাহুযরূপেণ গিরিকাননভূমিশু ॥ ৪

চরন্তুং পরমাত্মানং স্তব্ধা সিদ্ধগণা ভূবি ।

যুগপক্ষিগণা ভূত্বা রামমেবাহুসেবিরে ॥ ৫

সৌমিত্রিরেকদা রামমেকান্তে ধ্যানতৎপরম্ ।

সমাধিবিরমে তক্ত্যা প্রণয়াদ্ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৬

অত্রবৌদ্ধেব তে বাক্যাং পূর্ব্বোক্তাদ্ বিগতো গম ।

অনাত্তবিভ্রাসভূতঃ সংশয়ো হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ৭

## চতুর্থ অধ্যায় ।

[ বানর-সৈন্যদিককে আনিবার জন্য সুগ্রীব কর্তৃক চতুর্দিকে  
দূতসকল প্রেরণ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—রঘুবংশধর রাম সেই প্রবর্ষণ পর্ব্বতের  
মণিময় গুহ্যসমূহে লীলাচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পক  
ফলমূলাদি ভোজনের দ্বারা সন্তোষ লাভ করত বর্ষাকালের  
দিনসকল লক্ষ্মণের সহিত সুখে ভবা বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১

তারপর এক দিন শ্রীরাম সুবর্ণময় পৃষ্ঠান্তরণ পরিশোভিত  
হস্তিলের ন্যায় প্রভীতমান বিদ্যাপ্রভার বিদ্যোভিত ও বজ্র-  
নির্ঘোষযুক্ত বায়ুচালিত জলপূরিভ মেঘমণ্ডল অবলোকন করিয়া  
বিস্মিত হইলেন ॥ ২

নূতন বাস ভক্ষণ করিয়া হৃষ্ট-পুষ্টাঙ্গ পশুগণ ও পক্ষিসকল  
চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে তথায় শ্রীরামকে দর্শন  
করিয়া তাহাদের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল ॥ ৩

ধ্যাননিষ্ঠ মূনিশ্রেষ্ঠগণের ভার তাহারা নিশ্চলভাবে অবস্থান

করিতে লাগিল। পরমাশ্রম মনুষ্ঠাকারে ‘রাম’-রূপ ধারণ  
করিয়া পর্ব্বতে বনভূমিসমূহে বিচরণ করিতেছেন জানিতে  
পারিয়া সিদ্ধ পুরুষগণ পশু ও পক্ষীর রূপ ধারণ করত সেই  
শ্রীরামেরই অনুগামী হইয়া রহিলেন ॥ ৪ ৫

সেই সময় একদিন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ নির্জনে ধ্যাননিষ্ঠ  
শ্রীরামকে সমাধি অবস্থানের পর ভক্তিসংহারে প্রণাম করত  
প্রণয়বশতঃ বিনীত হইয়া বলিলেন,—দেব! আপনার পূর্ব্ব  
কথিত জ্ঞানগর্ভ বাক্যে আমার হৃদয়স্থিত অনাদি অবিদ্যাপ্রসূত  
সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছিল। রাঘব! এখন আমি জানিতে  
ইচ্ছা করি, বোগিগণ যেভাবে কর্ত্তব্যপথ অনুসরণ করিয়া এই  
লোকে আপনার আরাধনা করেন, সেই কর্ত্তব্যমার্গ আমার  
উপদেশ করুন। কারণ, ইহাকেই সদা স্মৃতির সাধন বলিয়া  
বোগিগণ অভিহিত করেন। পদ্মবোনি ব্রহ্মা, ব্যাসদেব এবং নারদও  
বলিয়াছেন, ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের এবং

ইদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি ত্রিয়ামার্গেণ রাঘব ।  
 ভবদারাদনং লোকে যথা কুব্ধন্তি যোগিনঃ ॥ ৮  
 ইদমেব সদা প্রাহুর্যোগিনো মুক্তিসাধনম্ ।  
 নারদোহপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥ ৯  
 ব্রহ্মক্ষত্রাদিবর্ণানামাত্মমাণাঞ্চ মোক্ষদম্ ।  
 শ্রীশূদ্রাণাঞ্চ রাজেন্দ্র শূলভং মুক্তিসাধনম্ ।  
 তব ভক্ত্যয় মে ভ্রাত্রে ক্রুহি লোকোপকারকম্ ॥ ১০

শ্রীরাম উবাচ ।

মম পূজাবিধানশ্চ নাশ্চোহস্তি রঘুনন্দন ।  
 তথাপি বক্ষ্যে সংক্ষেপাদ্ যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১১  
 স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ দ্বিভুতং প্রাপ্য মানবঃ ।  
 সকলশাং সদগুরোর্মন্তঃ লব্ধ্বা মন্তস্তিসংবৃতঃ ॥ ১২  
 তেন সন্দর্শিতাবিধির্মামেবারাধয়েৎ সুখীঃ ।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম-বাসিগণের  
 মুক্তিপ্রদ। রাচেন্দ্র। শ্রী ও শূদ্রদিগেরও মূলভে মুক্তি  
 দানকারী এই সাধন। আমি আপনার ভজনপরায়ণ ভ্রাতা,  
 লোকসমূহের উপকারকারী এই সাধন আমাকে বলুন। ৬-১০

শ্রীরাম বলিলেন,—রঘুনন্দন লক্ষ্মণ। আমার পূজার  
 বিধানের শেষ নাই, তথাপি আমি সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক  
 যথাযথ সেই বিধান বলিব। ১১

মানুষ স্বগৃহ্যোক্ত অনুসারে\* দ্বিভুত লাভ করিয়া অর্থাৎ  
 উপনয়ন সংস্কারের পর আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া  
 সদগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র ( রামমন্ত্র ) লাভ করত তাঁহার দ্বারা  
 সন্দর্শিত বিধি অনুসারে ঐত্তম ধ্যাননিষ্ঠ মানব আমারই  
 আরাধনা করিবে। নিরলস হইয়া মানুষ নিজ মানসে, অগ্নিতে,  
 প্রতিমাতে, ব্রাহ্মণে, সূর্য্যমণ্ডলে কিংবা শালগ্রামশিলায় আমার  
 পূজা করিবে। (১) দেহতত্ত্বের ভিত্ত প্রথমে বেদোক্ত ও ভ্রাতৃত্ব  
 মন্ত্রে যুক্তিকালোপন প্রভৃতি করিয়া বিধি অনুসারে প্রাতঃস্নান  
 করিবে। তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি সঙ্ঘ্যাবন্দনাদি (তর্পণ, হোম,  
 জাদ্ব ও বাধ্যায়) যে সব নিত্য কর্ম্ম আছে, তৎ সমস্ত বিধি  
 অনুসারে সম্পন্ন করিবে। ১২-১৫

\* বেদোক্ত নিত্য কর্ম্মবিধায়ক ঋষিকৃত উপদেশ গ্রন্থ-  
 বিশেষের নাম গৃহ্য।

(১) “পূজা শ্রীরামেন্দ্র্য কোটি-কোটিগণিক।  
 প্রতিমারাক্ষ যন্ত্রে বা ভূমাবগৌ বিবষতি ।  
 জলে বা হ্রদয়ে বাপি বিধারাবাহরেন্দ্রহঃ।”

হ্রদয়ে বানলে বার্জেৎ প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ ॥ ১৩  
 শালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মামতস্ত্রিতঃ ।  
 প্রাতঃস্নানং প্রকুব্বীত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে ॥ ১৪  
 বেদভ্রাতৃত্বাদিভৈর্মন্ত্রেমূল্লিপনবিধানতঃ ।  
 সঙ্ঘ্যাদিকর্ম্ম যন্নিত্যং তৎ কুর্য্যাদ্ বিধিনা বৃধঃ ॥ ১৫  
 সঙ্ঘল্লমাদৌ কুব্বীত সিদ্ধার্থং কর্ম্মণাং সুখীঃ ।  
 স্বগুরুং পূজয়েন্তুক্তা মদবুদ্ধ্যা পূজকো মম ॥ ১৬  
 শিলায়াং ন্যপনং কুর্য্যাদ্ প্রতিমাসু প্রমার্জ্জনম্ ।  
 প্রসিদ্ধৈর্গন্ধপুষ্পাভৈর্মংপূজা সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৭  
 অমায়িকোহনুবৃত্ত্যা মাং পূজয়েন্নিত্যততঃ ।  
 প্রতিমাদিঘলকারঃ প্রিয়ো মে কুলনন্দন ॥ ১৮  
 অগ্নৌ যজ্ঞেত হবিষা ভাবরে স্থণ্ডিলে যজ্ঞেৎ ।  
 ভক্তেনোপহৃতং শ্রীভৈ ভ্রাতৃত্বা মম বার্ষপি ॥ ১৯

ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম্ম সমূহের সিদ্ধির ভিত্ত প্রথমে সঙ্ঘ  
 করিবে। তদনন্তর আমার পূজক মানুষ ভগবদ্বুদ্ধিতে ভক্তি  
 অনুসারে নিজ গুরু ( মন্ত্রদাতার ) পূজা করিবে। ১৬

শালগ্রাম শিলায় ( বা শিলানির্মিত প্রতিমায় ) জলাদির  
 দ্বারা আমাকে স্নান করাইবে। যুক্তিকাদির প্রতিমা হইলে  
 প্রমার্জন করিবে। তদনন্তর পদ্মাদি প্রসিদ্ধ পুষ্প ও চন্দনাদির  
 দ্বারা আমার পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ১৭

দস্তাদিরূপ মায়া পরিভ্যাগ করিয়া সংঘম অবলম্বন পূর্ব্বক  
 গুরু উপদেষ্ট পথে আমার পূজা করিবে। বংশের আনন্দবর্দ্ধন  
 লক্ষ্মণ। প্রতিমাদিতে আমার অলঙ্কার দান অর্থাৎ পুষ্পাদির  
 দ্বারা আমাকে সাজান ( অথবা সমর্পণকে স্বর্গাদি দ্বারা  
 আমাকে অলঙ্করণ ) আমার প্রিয় কর্ম্ম। প্রতিমাদিতে পুষ্পাদি  
 উপচার দিয়া আমার পূজা আমার প্রিয়। ১৮

ঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে আমার পূজা করিবে। এইরূপ সূর্য্য  
 ও স্থণ্ডিলে ( সংস্কৃত ভূমিতে ) ঘৃতের দ্বারা আমার পূজা  
 করিবে। তোমাকে বিশেষ আর কি বলিব? ভক্ত যদি শ্রদ্ধা  
 সহকারে কেবল জলও আমার প্রদান করে, তাহা হইলে আমি  
 উহাতে শ্রীভিলাভ করি অর্থাৎ আমি সেই ভক্তের উপর প্রসন্ন  
 হই ( ইহাতে ভক্তিরই প্রাথমিক উক্ত হইল। শ্রীমদ্ ভগবদ্-  
 গীতার শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—“পত্রং পুষ্পং ফলং তোরং  
 যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতঃ স্মরি  
 প্রযতাম্যসং।” ৯।২৬। কেবল জলদান অভাবগণকে যথা  
 “অভাবে গন্ধ-পুষ্পাণাং কেবলেন জলেন বা।” ) ১৯

কিং পুনর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিগন্ধপুষ্পাক্রান্তাদিকম্ ।  
 পূজাজব্যাপি সর্বাপি সম্পাট্ণবৎ সমারভেৎ ॥ ২০  
 চৈলাজিনকুশৈঃ সমাগাসনং পরিকল্পয়েৎ ।  
 তত্রোপবিষ্ট্য দেবন্ত সম্মুখে শুদ্ধমানসঃ ॥ ২১  
 ততো হ্যাসং প্রকুব্বীত মাতৃকাবহিরাস্তরম্ ।  
 কেশবাদি ততঃ কুর্যাৎ তদ্ব্যাসং ততঃ পরম্ ॥ ২২  
 সম্মুত্তিপঙ্কজহাসং মন্ত্রহাসং ততো হ্যসেৎ ।  
 প্রতিমাদাবপি তথা কুর্যামিত্যমতস্ত্রিতঃ ॥ ২৩  
 কলসং স্বপুরো বামে ক্ষিপেৎ পুষ্পাদি দক্ষিণে ।  
 অর্ঘ্যপাণ্ডপ্রদানার্থং মধুপর্কার্থমেব চ ॥ ২৪  
 তথৈবাচামন র্ত্ত্ব হ্যসেৎ পাণ্ডচতুষ্টয়ম্ ।  
 তামেবাবাহয়েন্নিত্যং প্রতিমাদিমু মৎকলাম্ ॥ ২৬

মুদ্রাং ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচারসমূহের দ্বারা পূজা করিলে যে আমার প্রসন্নতা লাভ হইবে, সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? অতএব সমস্ত পূজাজব্য সংগ্রহ করিয়াই এইরূপে পূজা কার্য আরম্ভ করিবে ॥ ২০

চৈল (পট্টাস্ত্রধ্বজ), চর্য (মৃগাদির) ও কুশের দ্বারা নির্মিত আসন নিম্নমানুসারে পূজার আসনরূপে (সাধকের নিজের) স্থির করিবে। এই আসনে উপবেশন করিয়া দেবতার সম্মুখে শুদ্ধমনা হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ২১

তদনন্তর বহির্মাতৃকাতাস, অন্তর্মাতৃকাতাস করিবে। তারপর কেশবাদি চতুর্বিংশতি (নারদপঞ্চরাত্র দ্রষ্টব্য) নামের দ্বারা তাস করিবার পর তদ্ব্যাস করিবে ॥ ২২

সম্মুত্তিপঙ্কজহাস (বিম্বপঙ্কজ-স্তোত্রোক্ত, মহাতাস) ও মন্ত্রহাস করিবে। নিরলস হইয়া নিত্য প্রতিমাদিতেও ('বথান্মনি তথা দেবে'—ইতি শাস্ত্রোক্তেঃ) এই সব তাস করিবে ॥ ২৩

নিজের সম্মুখে বামভাগে ঘটস্থাপন করিবে এবং দক্ষিণভাগে

\* কোনরূপেই ঐভগবানের পূজা ত্যাগ করিতে নাই।

"বরং প্রাণপরিভ্যাগঃ শিরসশ্চৈবনং পরম্। ন ত্বন্যত্রা ভুক্তো ভগবন্ত জনর্দিনম্ ॥"

(১) অর্ঘ্যপাণ্ডাদিস্থাপনবিষয়ে স্মৃতি—

"অর্ঘ্যপাণ্ডে তু বারবো নৈকৃত্যং পাণ্ডপাণ্ডকম্ ।

মধ্যে তু মধুপর্কং স্যাদৈশে ত্বেচমনীয়কম্ ॥"

\* \* \*

"কলসং স্বপুরো বামভাগে তু বিনিবোধয়েৎ ।

অতানি পূজাজব্যাপি পুরস্তাদেব নিক্ষিপেৎ ॥"

পাণ্ডাৰ্ঘ্যচমনীয়াত্তৈঃ স্নানবস্ত্রবিভূষণৈঃ ।

যাবচ্ছ্যোপচারৈর্ব্যে চর্চয়েন্মামমায়য়া ॥ ২৭

বিভবে সতি কপূরকুসুমাপ্তরুচন্দনৈঃ ।

অর্চয়েন্মন্ত্রবস্ত্রিত্যং স্নগন্ধকস্মুভৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৮

দশাবরণপূজাং বৈ হ্যাগমোক্তাং প্রকারয়েৎ ।

নীরাজনৈধূপদীপৈর্নৈবেদ্যৈর্বিধৈস্তথা ॥ ২৯

শ্রদ্ধয়োপহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভূগহমীশ্বরঃ ।

হোমং কুর্যাৎ প্রযত্নেন বিধিনা মন্ত্রকোবিদঃ ॥ ৩০

অগস্ত্যোনোক্তমার্গেণ কুণ্ডেনাগমবিস্তমঃ ।

জুহুয়াশূলমস্ত্রেণ পুংস্তুক্তেনাথবা বৃধঃ ॥ ৩১

অথবোপাসনায়ো বা চরুণা হবিষা তথা ।

তপ্তজ্বালানদপ্রখ্যং দিব্যাভরণভূষিতম্ ॥ ৩২

পুষ্পপাণ্ডে পুষ্পাদি রাখিবে। অর্ঘ্য ও পাণ্ডপ্রদানের জন্য, মধুপর্ক দানের জন্য এবং আচমনীয় জল দানের জন্য ৪ টি পাণ্ড স্থাপন করিবে। (১) শত্ৰুদমন লক্ষণ! স্বীয় হৃদয়-পদ্মमध्ये জীবনামে সূর্য্যতুল্য সমুচ্ছল আমার কলাকে ভাবনা করিবে এবং সেই জীবের দ্বারা নিজের সম্পূর্ণ দেহ ব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিবে। সেই আমার অংশ জীবকলাকে প্রতিমাদিতে নিত্য আবাহন করিবে ॥ ২৪-২৬

তদনন্তর দস্তাদি যাত্রা পরিভ্যাগ করিয়া পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয়; স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি নিজের সামর্থ্যানুসারে উপচারসমূহের দ্বারা আমার অর্চনা করিবে ॥ ২৭

পূজক স্বয়ং যদি বিভবশালী হন, তাহা হইলে তিনি কপূর, কুসুম, অগুরু, চন্দন এবং মনোহর স্নগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য ও পক্ষ প্রকার নীরাজনাদির দ্বারা নিত্য মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আমার পূজা করিবে। আগমবর্ণিত (অগস্ত্যসংহিতাকথিত) দশ আবরণ দেবতার পূজা করিবে ॥ ২৮-২৯

সাধক শ্রদ্ধার সহিত নিত্য আমাকে ঐ সব উপহার প্রদান করিবে; কারণ, আমি শ্রদ্ধাভোজী ঈশ্বর। মন্ত্রবিৎ সাধক বহুসহকারে বথাবিধি হোম করিবে ॥ ৩০

আগমবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জানী ব্যক্তি অগস্ত্যসংহিতা-বর্ণিত বিধি অনুসারে হোমকৃত্ত নির্মাণ করিয়া আমার মূল মন্ত্রের দ্বারা অথবা পুরুষসূক্তের দ্বারা হোম করিবে ॥ ৩১

অথবা সায়িক বিজ স্বীয় উপাসনা অগ্নিতে চরু বা ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে। পতিত সাধক হোমকালে অগ্নির মধ্যে

ধ্যায়েদনলমধ্যস্থং হোমকালে সদা বুধঃ ।  
 পার্শ্বদেভ্যা বলিং দত্ত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৩০  
 ততো জপং প্রকুর্বাতি ধ্যানং মাং যতবাক্ স্মরনং ।  
 মুখবাসঞ্চ তাম্বুলং দত্ত্বা শ্রীতিসমম্বিতঃ ॥ ৩৪  
 মদার্থে নৃত্যগীতাদিস্তুতিপাঠাদি কারয়েৎ ।  
 প্রণমেদগুণদভূমৌ হৃদয়ে মাং নিধায় চ ॥ ৩৫  
 শিরস্তাধায় মদন্তং প্রদাদং ভাবনাময়ম্ ।  
 পানিভ্যাং মংগদে মুচ্ছি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৩৬  
 রক্ষ মাং ঘোরসংসারাদিত্যক্তা প্রণমেৎ স্মরীঃ ।  
 উদাসয়েদ্ যথাপূর্বং প্রত্যগ্জ্যোতিষি স্মরনং ॥ ৩৭  
 এবমুক্তপ্রকারেণ পূজয়েদ্ বিধিবদ্ যদি ।  
 ইহামুক্ত চ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মদহুগ্রহাৎ ॥ ৩৮

সমস্ত সুবর্ণমূল্য আমার অত্যাশ্রয় ও দিব্য অভরণসমূহে  
 বিভূষিত রূপ চিত্তা করিবে। তদনন্তর আমার পার্শ্বদগণকে  
 বলি প্রদান (সদবিমারভক্ত বলি) করিয়া হোমকার্য্য সমাপন  
 করিবে ॥ ৩২-৩৩

ভাহার পর সাধক ব্যক্তি বাক্‌সংযম করিয়া আমাকে চিত্তা  
 করিতে করিতে আমার মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর কর্পুরাদি  
 মিশ্রিত তাম্বুল (পান) আমাকে প্রদান করত শ্রীতির জন্ত  
 নৃত্য-গীত ও স্তব পাঠাদি করিবে। ভাহার পর আমাকে  
 হৃদয়ে ভাবনা করিতে করিতে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম  
 করিবে ॥ ৩৪-৩৫

তদনন্তর আমার প্রসাদপুষ্প আমার দ্বারা প্রদত্ত এক্রপ  
 ভাবনা করিয়া মন্তকে ধারণ করত সাধক নিজ দুই হস্ত দ্বারা  
 আমার চরণমূল্য গ্রহণ করিয়া ভক্তিসহকারে 'মন্তকে ধারণ  
 করিলাম' ইহা ভাবনা করত জানী ব্যক্তি 'ভগবান্! ঘোর  
 সংসার হইতে আমাকে রক্ষা করুন' এই কথা বলিয়া প্রণাম  
 করিবে। তারপর জীব হইতে পূর্বে আবাহিত আমার  
 অংশকে বিসর্জন করিবে অর্থাৎ উক্ত জীবে পুনঃ প্রবেষ্ট হইয়াছে  
 ভাবনা করিবে ॥ ৩৬-৩৭

আমার ভক্ত যদি উক্ত প্রকারে বথাবিধি পূজা করে, তাহা

• "আরাধনার দেবতা বেদিকায়ঃ সুধাসনে। কৃশান্তরণ-  
 বৈরাগ্যচর্চবাসোবিনিমিত্তে। উপবিস্তৃত চিহ্নিনী ভূত পূজাং  
 সমারভেৎ ॥" অগস্ত্য-সংহিতা।

মন্তকো যদি মামেবং পূজাকৈব দিনে দিনে ।  
 করোতি মম সাক্ষ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯  
 ইদং রহস্তং পরমঞ্চ পাবনং  
 মর্য়েব সাক্ষ্যং কথিতং সনাতনম্ ।  
 পঠিত্যজ্ঞপ্রং যদি বা শৃণোতি যঃ  
 স সর্বপূজাফলভাঙ্ ন সংশয়ঃ ॥ ৪০  
 এবং পরাত্মা শ্রীরামঃ ক্রিয়াযোগমমুত্তমম্ ।  
 পৃষ্টঃ প্রাহ স্বভক্তায় শেখাংশায় মহাত্মনে ॥ ৪১  
 পুনঃ প্রাকৃতবদ্ রামো মায়ামালম্ব্য হুঃখিতঃ ।  
 হা সীতেতি বদম্বেব নিজাং লেভে কথঞ্চন ॥ ৪২  
 এতশ্চিন্নস্তরে তত্র কিঙ্কিঙ্কায়াম্ সুবুদ্ধিমান্ ।  
 হনুমান্ প্রাহ স্মগ্রীবমেকান্তে কপিণায়ক ॥ ৪৩

হইলে সেই ভক্ত আমার অনুগ্রহে ইহকালে এবং পরকালে  
 সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৮

আমার ভক্ত যদি এইরূপে প্রতিদিন আমার পূজা করে,  
 তাহা হইলে সে আমার সাক্ষ্য লাভ করিয়া থাকে—ইহাতে  
 কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৯

সাক্ষ্য আমার দ্বারা কথিত এই সনাতন পরম পাবন  
 রহস্ত যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি  
 সকল পূজার ফলভাগী হয়, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪০

পরমাত্মা শ্রীরাম জিহ্বাসিত হইয়া এইরূপ সর্বোত্তম ক্রিয়া-  
 যোগ নিজ ভক্ত শেখাবতার মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলিলেন ॥ ৪১

তারপর শ্রীরাম পুনরায় সাধারণ মানুষের দ্বারা মারা  
 অবলম্বন পূর্বক হুঃখিত হইয়া 'হা সীতা' এই বলিয়া বিলাপ  
 করিতে করিতেই কোনরূপে নিশ্চিত হইলেন ॥ ৪২

এই সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ শ্রীরামের নিজা বাইবার সময়েই  
 সেই কিঙ্কিঙ্কায় অভিশর বুদ্ধিমান্ হনুমান্ নির্জনে (১) কপি-  
 নায়ক স্মগ্রীবকে বলিলেন ॥ ৪৩

(১) এ হনুমানের বাক্যবিষয়ে মহর্ষি বাম্প্রীক—

"নিশ্চিতার্থোইর্যতত্ত্বজঃ কার্য্যকালবিশেষধিৎ ।

প্রসাদমধুরবাকৈর্হরীণাং মানসন পতিম্ ॥

বাক্যবিদ্ বাক্যভক্তজঃ স্মগ্রীবঃ মারুতাত্মজঃ ।

হিতং তথ্যক পথ্যক ধর্ম-কামার্থ-হেতুমৎ ॥

প্রণয়প্রীতিসংযুক্তং বিশ্বাসকৃতনিশ্চয়ঃ ।

হরীশ্বরমুণ্ডাময়্য হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪১২৮৬-৮

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি তবৈব হিতমুত্তমম্ ।  
 রামেণ তে কৃতঃ পূর্বমূপকারো হুতুত্তমঃ ॥ ৪৪  
 কৃতদ্রবং ত্বয়া নুনং বিস্মৃতঃ প্রতিভাতি মে ।  
 ত্বংকৃতে নিহতো বালী বীরশ্চৈলোক্যসম্মতঃ ॥ ৪৫  
 রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতোহসি ত্বাং

ভার্য্যং প্রাপ্তোহসি হৃলভাম্ ।

স রামঃ পর্বতশ্রেণে ভ্রাতা সহ বসন্ সুখীঃ ॥ ৪৬  
 ত্বদাগমনমেকাগ্রমীকৃতে কার্য্যগৌরবাৎ ।  
 ত্বস্ত বানরভাবেন জীমক্তো নাববুধ্যসে ॥ ৪৭  
 করোমীতি প্রতিজ্ঞায় সীতার্য্যঃ পরিমার্গণম্ ।  
 ন করোষি কৃতদ্রবং হতসে বালিবদ্রুতম্ ॥ ৪৮  
 হনুমদ্বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো ভয়বিহ্বলঃ ।  
 প্রত্যাঘাৎ হনুমন্তং সত্যমেব ত্রয়োদিতম্ ॥ ৪৯  
 শীঘ্রং কুরু মদাজ্ঞাং ত্বং বানরাণাং তরশ্চিনাম্ ।

রাজন্। আপনারই উত্তম হিত কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—এই শ্রীরাম পূর্বেই আপনার পরম উপকার করিয়াছেন । ৪৪

আমার মনে হয়, আপনি তাহা ভুলিয়া গিয়া কৃতদ্রবের ভায় নিশ্চিত হইয়া রহিয়াছেন । আপনারই অজ্ঞ শ্রীরাম ত্রিলোক-বিখ্যাত বীর বালীকে বধ করিয়াছেন । ৪৫

ভাটার দ্বারা আপনি বানররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং হৃলভ ভ্রাতাকে লাভ করিয়াছেন । সেই পরম জানী রাম পর্বতের শিখরে ভ্রাতা লক্ষণের সহিত বাস করিতে করিতে সীতারেষণরূপ কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন । কিন্তু আপনি এক সাধারণ বানরভাবে আশ্রয় করত জী আসক্ত হইয়া উহা বুঝিতে পারিতেছেন না । ৪৬-৪৭

‘সীতার অবেষণ করিব’ এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত তাহা করিতেছেন না, অতএব আপনি কৃতদ্র; আপনিও দেখিতেছি বালীর ভায় সত্তর নিহত হইবেন । ৪৮

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং হনুমান্কে বলিলেন,—তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ । ৪৯

তুমি শীঘ্র বেগনামী বানরগণকে আমার আজ্ঞা জানাইয়া দাও (১) । এখনই তুমি সত্তর দশদিকে দশ হাজার বানর পাঠাইয়া দাও । ৫০

ভাটার দ্বারা গিয়া সত্তরদশদিকের মধ্যে স্থিত সমস্ত বানরগণকে

সহস্রাণি দশেনানীং প্রেষয়াত্ত দিশো দশ ॥ ৫০

সত্তরদশদিকান্ সর্বান্ বানরানানয়ন্ত তে ।

পক্ষমধ্যে সমায়াস্ত সর্বৈ বানরপুঙ্গবঃ ॥ ৫১

যে পক্ষমতিবর্ত্তন্তে তে বধ্যা মে ন সংশয়ঃ ।

ইত্যাঞ্জাপ্য হনুমন্তং সুগ্রীবো গৃহমাবিশৎ ॥ ৫২

সুগ্রীবাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য হনুমান্ মন্ত্রিসত্তমঃ ।

তৎক্ষণাৎ প্রেষয়ামাস হরীন্ দশ দিশঃ সুখীঃ ॥ ৫৩

অগণিতগুণসত্ত্বান্ বায়ুবেগপ্রচারান্

বনচরগণমুখ্যান্ পর্বতাকাররূপান্ ।

পবনহিতকুমারঃ প্রেষয়ামাস দূতান্

অতিরতসত্তরাঙ্গা দানমানাদিতৃপ্তান্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উদামহেশ্বরসংবাদে

কিঞ্চিৎকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

আনন্দন কুরুক এবং একপক্ষকালের মধ্যে সেই সব শ্রেষ্ঠ বানরগণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসুক । ৫১

যাহারা আমার দ্বারা নির্দিষ্ট এই পক্ষ কাল অতিক্রম করিবে, তাহারা আমার বধযোগ্য হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি বধ করিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই । হনুমান্কে এই আদেশ করিয়া সুগ্রীব নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন । ৫২

পরম চিন্তাশীল মন্ত্রিগণশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সুগ্রীবের আজ্ঞা অনুসরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দশ দিকে বানরগণকে পাঠাইয়া দিলেন । ৫৩

শ্রীরামের হিতে রত পবননন্দন হনুমান্ অভিশপ্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অসাম গুণসম্পন্ন মহাপরাক্রমী, বাহুবল্য বেগনামী, পর্বতের দ্বার বিশালদেহ বনবাদী বানরদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানর দুভগণকে অর্ধ ও সম্মানাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রেরণ করিলেন । ৫৪

(১) বাল্মীকিরামায়ণে সুগ্রীবের আজ্ঞা—

“সুগ্রীবঃ সত্তমাপম্প্রসক্তার মতিমান্ববান্ । স সন্নিদেশাথ কপিং নীলং নিত্যকৃতোদমম্ ॥ দিক্ সর্বাসু মৈন্যানাং সর্বেষাং কুরু সংগ্রহম্ । যথা সেনাঃ সমগ্রা মে যুথপালাশ্চ সর্বশঃ ॥ সমাগচ্ছত্যসংমোহাৎ সেনাগ্রাণি তথা কুরু । যে চাতপালাঃ প্লবগাঃ শীঘ্রগাঃ ব্যবসারিনঃ ॥ স্বয়ং চানন্তরং সৈন্যং ভবানে-বানুপশ্যতু । যঃ পঞ্চরাত্রাদৃক্ষৎ মে নাগমিস্তিতি বানরঃ । তস্য প্রাণান্তিকং দত্তং কুৰ্য্যামিতি মতির্মম ॥”

শ্রীমদ্রবিবদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্রাধ্যায়ায়ণে কিঞ্চিৎকাণ্ডে উদামহেশ্বর-সংবাদবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।



## পঞ্চমোহন্যায়ঃ ।

শরদি সমাগতায়ান্ সীতাবিরহেণ ত্রীরামস্ত খেদঃ, লক্ষ্মণেন যৌবরাজ্যে অঙ্গদস্তাভিষেকশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রামস্ত পর্বতস্তাগ্রে মণিসানৌ নিশামুখে ।

সীতাবিরহজ্বলং শোকমসহমিদমব্রবীৎ ॥ ১

পশ্য লক্ষ্মণ মে সীতা রাক্ষসেন স্রুতা বলাৎ ।

যুতায়ুতা বা নিশ্চেতুং ন জানেহতাপি ভামিনী ॥ ২

জীবতীতি মম জয়াৎ কশ্চিদবা প্রিয়কুং স মে ।

যদি জানামি তাং সখ্যং জীবন্তীং যত্র কুত্র বা ॥ ৩

হঠাদেবাহরিষ্যামি স্রুখামিব পয়োনিধেঃ ।

প্রতিজ্ঞাং শৃণু মে ভ্রাতর্থেন মে জনকাস্রজা ॥ ৪

নীতা তং ভস্মসাৎ কুর্ধ্যাং সপুত্রবলবাহনম্ ।

হা সীতে চন্দ্রবদনে বসন্তী রাক্ষসালয়ে ॥ ৫

পঞ্চম অধ্যায় ।

[ শরৎকাল সমাগত হইয়া সীতাবিরহে শ্রীরামের খেদ এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষেক । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন—পার্বতি ! এদিকে শ্রীরাম মণিময় শিখরে পর্বতের অগ্রভাগে অবস্থিত হইয়া প্রদোষকালে সীতাবিরহভাভ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন । ১

লক্ষ্মণ ! দেখ, আমার সীতাকে রাক্ষস সবলে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ; কিন্তু অদ্যাপি সেই ভামিনী ( প্রণয়কোপবতী ) জীবিতা কি যুতা, তাহা জানিতে পারিতেছি না । ২

সীতা এখন জীবিতা আছেন, এই কথা আমাকে যদি কেহ বলিয়া দিতে পারে, তবে সে আমার অভিশপ্ত প্রিয়কারী হইবে । যদি আমি জানিতে পারি যে, সেই সতীসাক্ষী সীতা এখনও যে কোনও স্থানে জীবিতা আছে, তাহা হইলে আমি ক্ষীরসাগর হইতে সুধা আহরণের ন্যায় এখনই সেই সীতাকে আনয়ন করিব । ভ্রাতঃ ! এ বিষয়ে তুমি আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর, যে ব্যক্তি আমার জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি তাহাকে পুত্র, সৈন্য ও বাহনসকলের সহিত ভস্মসাৎ করিব । হা চন্দ্রবদনে সীতে ! তুমি রাক্ষস-গৃহে বাস করিতে করিতে আমাকে না দেখিয়া দুঃখে কাতর হইয়া কিভাবে প্রাণ ধারণ করিবে ? চন্দ্রবদনা সীতার বিরহে চন্দ্র শীতলকিরণ হইলেও আমার যেন সূর্য্য-কিরণসদৃশ উষ্ণকিরণ বলিয়া মনে হইতেছে (১) । ৩-৬

হঃখার্থী মামপশ্যন্তী কথং প্রাণান্ ধরিষ্যসি ।

চন্দ্রোহপি ভানুবদ্যতি মম চন্দ্রাননাং বিনা ॥ ৬

চন্দ্র ইং জানকীং স্পৃষ্টা কঠৈর্মাং স্পৃশ শীতলৈঃ ।

সুগ্রীবোহপি দয়াহীনো হঃখিতং মাং ন পশ্যতি ॥ ৭

রাজ্যং নিষ্কণ্টকং প্রাপ্য জ্ঞাতিঃ পরিবৃত্তো রহঃ ।

কৃতস্নো দৃশ্যতে ব্যক্তং পানাসক্তোহতিকামুকঃ ॥ ৮

নায়াতি শরদং পশ্যন্নপি মাংগিয়তুং প্রিয়াম্ ।

পূর্ব্বোপকারিণং হৃষ্টঃ কৃতস্নো বিস্মৃতো হি মাম্ ॥ ৯

হস্মি সুগ্রীবমপ্যেবং সপুত্রং সহবান্ধবম্ ।

বালী যথা হতো মেহিহ সুগ্রীবোহপি তথা ভবেৎ ॥ ১০

চন্দ্র ! তুমি নিজের শীতল কিরণের দ্বারা জানকীকে স্পর্শ করিয়া আমাকে স্পর্শ কর ( ইহাতে আমার সীতাবিরহভাভ অনেকটা উপশম হইবে । ) হায়, সুগ্রীবও দেখিতেছি নির্দয় ; আমি যে কত দুঃখভোগ করিতেছি, তাহা সে দেখিতে পাইতেছে না । ৭

সে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাঠিয়া পানাসক্ত ও অভিশপ্ত কামুক হইয়া নির্জনে জ্ঞাতিগণের দ্বারা পরিবৃত্ত রহিয়াছে । স্পষ্টই দেখিতেছি—সুগ্রীব কৃতঘ্ন । ৮

শরৎকাল আসিয়াছে দেখিয়াও সুগ্রীব আমার প্রিয়া সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য আসিল না । সে হৃষ্ট ও কৃতঘ্ন, তাই আমি যে পূর্ব্ব তাহার উপকার করিয়াছি, ইহা সে বিস্মৃত হইয়াছে । ৯

অতএব আমি এই সুগ্রীবকেও নগর ও বান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট করিব । বালী যেদ্রুপ আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেইদ্রুপ আজ সুগ্রীবও নিহত হইবে । ১০

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বায়ীকি—

“কথং মে বর্ত্তন্তে বাল্য পশ্যন্তী মামপশ্যন্তী ।

যা পূরা কলহংসানাং স্বরেন কলভাবিনী ।

বোধ্যতে চাক্রসর্করাজী সাদ মে বোধ্যতে কথম্ ।

ক্রীড়তাং চক্রবাক্যাং বিশ্রাম্য সহচারিণাম্ ।

পুণ্ডরীকবিশালাক্ষী কথমেকা ভবিষ্যতি ।

তাং বিনা যুগলাবাকীং চিরং নাদি সুখং লভে ॥”

ইতি রুষ্টং সমালোক্য রাঘবং লক্ষণোহব্রবীৎ ।  
 ইদানীমেব গদ্যাহং সূত্রীং দৃষ্টমানসম ॥ ১১  
 মামাজ্ঞাপয় হৃদা ভয়ায়ান্তে রাম তেহত্তিকম্ ।  
 ইত্যুক্তা ধনুর্দাদায় খড়্গাং তুণীরমেব চ ॥ ১২  
 গন্তমভ্যুত্থতং বীক্ষ্য রামো লক্ষণমব্রবীৎ ।  
 ন হস্তব্যস্ত্রয়া বৎস সূত্রীবো মে প্রিয়ঃ সখা ॥ ১৩  
 কিন্তু ভীষয় সূত্রীবং বালিবদ্ব হনিষ্যসে ।  
 ইত্যুক্তা শীঘ্রমাদায় সূত্রীবপ্রতিভামিতম্ ॥ ১৪  
 আগত্য পশ্চাদ যদ্ কার্যং তৎ করিষ্যন্তঃশয়ম্ ।  
 তথেষি লক্ষণোহগচ্ছৎ ত্রিভো ভীমবিক্রমঃ ॥ ১৫  
 কিস্কিন্দ্রাং প্রতি কোপেন নির্দহসিব বানরান্ ।  
 সর্বজ্ঞো নিভ্যালক্ষ্মীকো বিজ্ঞানাত্মাপি রাঘবঃ ॥ ১৬  
 সীতামনুগুণশোচাৰ্ত্তঃ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ।

এইভাবে রামকে অভিশপ্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া লক্ষণ বলিলেন,—  
 রাম। আমাকে আজ্ঞা কর, আমি এখনই যাইয়া সেই  
 দুইজন সূত্রীবকে বধ করত তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব।  
 এই কথা বলিয়া লক্ষণ ধনু, খড়্গ ও তুণ গ্রহণ করত গমন  
 করিতে উদ্যত হইলে তাহা দেখিয়া রাম বলিলেন—(১)  
 বৎস। তুমি সূত্রীবকে বধ করিবে না; কারণ, সে আমার  
 প্রিয় সখা ॥ ১১-১৩

কিন্তু সূত্রীবকে এই কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে যে,  
 তোমাকেও বালীর ভায় বধ করা হইবে। তারপর সূত্রীব  
 কি বলে, তাহার উত্তর লইয়া তুমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে ॥ ১৪  
 এখানে আসিয়া বাহ্য কর্তব্য বিবেচিত হইবে, তাহাই  
 করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ‘তাহাই হইবে’ এই কথা  
 বলিয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী লক্ষণ বানরদিগকে যেন ক্রোধে  
 অর্থাৎ ক্রোধানলে দগ্ধ করিবার জন্ত কিস্কিন্দ্যা অভিমুখে সত্বর

(১) বাক্যকি রামায়ণে লক্ষণের প্রতি রামের বাক্য,—  
 “ন খল্বস্মদ্বিষাভ্যাত পাণমেবং প্রকূর্বতে ।  
 পাপাভাবেন যো হন্তি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ ।  
 নেদমদ্ব ত্বয়া কার্যং সাধুভূতেন লক্ষণ ।  
 ত্যং বৃত্তিমনুবর্তয় পূর্ববৎ তৎক সৌহৃদম্ ।  
 সামোপহিতয়া বাচা কক্ষাপি পরিবর্জয়ন্ ।  
 বক্তৃমহীসি সূত্রীবমভীভৎ ক’লসংগ্রহে ॥৪৩১৬-৮  
 ২৭

বুদ্ধাদিসাক্ষিগন্তস্ত মায়া কার্য্যাতিবর্জিতঃ ॥ ১৭  
 বাগাদিরহিতস্তাত্ত ৩৭ কার্য্যং কথমুদ্ভবেৎ ।  
 ব্রহ্মণোক্তগুতং কর্তুং রাজ্ঞো দশরথস্ত হি ॥ ১৮  
 তপসঃ ফলদানায় জাতো মাহুশবেশধৃক্ ।  
 মায়য়া মোহিতাঃ সর্বের জনা তচ্ছজ্ঞানসংযুতাঃ ॥ ১৯  
 কথমেবাং ভবেদ্যোক ইতি বিষ্ণুবিচিন্তয়ন্ ।  
 কথ্যং প্রথয়িতুং লোকে সর্বলোকমলাপহাম্ ॥ ২০  
 রামায়ণতিথাং রামো ভূষা মাহুশচেষ্টকঃ ।  
 ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থমিচ্ছয়ে ॥ ২১  
 তত্ত্বংকালোচিতং গৃহুন্ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজাঃ ।  
 অনুরক্ত ইবামেশমগুণেযু গুণবর্জিতঃ ॥ ২২  
 বিজ্ঞানমূর্ত্তবিজ্ঞানশক্তিঃ সাক্ষ্যগুণায়িতঃ ।  
 অতঃ কামাদিভিনিত্যমবিলিপ্তো যথা নভঃ ॥ ২৩

গমন করিলেন। শ্রীরাম সর্বজ্ঞ, নিভ্যালক্ষ্মীদেবীর সহিত অর্থাৎ  
 স্বশক্তির সহিত বিরাজমান ও বিজ্ঞানময় হইয়াও একজন  
 সাধারণ মানুষ যেরূপ এক অতি সামান্ত রমণীর জন্ত শোক  
 করিয়া থাকে, সেইরূপ কাভরভাবে সীতা দেবীর জন্ত শোক  
 করিতে লাগিলেন। বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, মায়্যা ও মায়্যা  
 কার্য্যের অভীত এবং রাগ-দেবাদিশূন্য এই শ্রীরামের উক্ত শোক  
 করারূপ কার্য্যের উদ্ভব কিরূপে হইল? ব্রহ্মার বাক্য সত্য  
 করিবার জন্য এবং রাজা দশরথকে তাঁহার তপস্যার ফলদান  
 করিবার জন্য এই শ্রীরামচন্দ্র মন্ব্যরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত  
 হইয়াছেন। সমস্ত লোকসকল আজ মায়ার দ্বারা মোহিত  
 হইয়াছে এবং অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৫-১৯

ইহাদের কিভাবে মুক্তি হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া বিষ্ণু  
 জগতে সর্বলোকসমূহের পাণহারিণী রামায়ণাখ্য কথা প্রচার  
 করিবার জন্য রামরূপ ধারণ করত মন্ব্যাচেষ্টার অনুকরণ  
 করিতে করিতে গুণহীন হইয়াও নানা গুণসমূহে অনুরক্তের  
 ভায় ব্যবহার সিদ্ধি ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যথাযথকালে  
 কখনও ক্রোধ, কখনও মোহ, কখনও বা কামের অনুগামী  
 হইয়া প্রজাদিগকে অবশভাবে মোহিত করিতেছেন ॥ ২০-২২

বস্তুতঃ তিনি বিজ্ঞানরূপ, বিজ্ঞান শক্তিসম্পন্ন, প্রাণিবর্গের  
 শুভাশুভ কর্তৃসমূহের সাক্ষী এবং নির্গুণ, সুভরাং আকাশ  
 যেরূপ বায়ুচালিত ধূলিজালাদির দ্বারা লিপ্ত থাকে না, সেইরূপ  
 তিনিও কামাদির দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না ॥ ২৩

বিন্দুস্তি মুনয়ঃ কেচিচ্ছানন্তি সনকাদয়ঃ ।  
 তস্তাবনির্মলাজ্ঞানঃ সমাগ্ জনন্তি নিত্যদা ॥ ২৪  
 ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ ।  
 লক্ষ্মণোহপি ভদা গতা কিঙ্কিঙ্ক্যানগরাস্তিকম ॥ ২৫  
 জ্যাঘোষমকরোং তীত্রং ভীষয়ন্ সর্ববানরান্ ।  
 তং দৃষ্টা প্রাকৃতান্তত্ৰ বানরা বপ্রমুর্ছনি ॥ ২৬  
 চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ধৃতপাষাণপাদপাঃ ।  
 তান্ দৃষ্টা ক্রোধতাত্ৰাক্ষো বানরান্ লক্ষ্মণস্তদা ॥ ২৭  
 নিমূলান্ কর্তৃমুদযুক্তো ধনুরানমা বীৰ্য্যবান্ ।  
 ভতঃ শীত্রং সমাগত্য জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণাগতম্ ॥ ২৮  
 নিবার্য্য বানরান্ সর্ববানজদো মল্লিশস্তমঃ ।

সনকাদি কভিপয় মূনি বৃন্দ তাঁহাকে জানেন এবং সাক্ষাৎ-  
 কার করেন। কিন্তু বাঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্। তাঁহারা  
 সেই ভক্তিলক সদ্ভাবের দ্বারা নির্মলাভঃকরণ হইয়া গিয়াছেন,  
 কেবল সেই ভক্তগণই তাঁহাকে পূর্ণভাবে জানিতে সমর্থন হন ॥ ২৪

কারণ, ভগবান্ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইলেও ভক্তগণের  
 চিত্তের কামনানুসারে ভক্তচিত্তমোহন রূপ ধারণ করত জন্ম  
 পরিগ্রহ করেন : এই সময় লক্ষ্মণও কিঙ্কিঙ্ক্যানগরীর নিকটে  
 বাইয়া সমস্ত বানরগণকে গুরুতর ভীত করিতে করিতে ধনুর  
 গুণের টঙ্কার ধ্বনি করিলেন। তখন প্রাচীর উপরিভাগে  
 বিদ্যমান সাধারণ বানরগণ সেই লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রস্তর এবং  
 বৃক্ষ হস্তে ধারণ করত কিল কিলা শব্দ করিতে লাগিল। তখন  
 অভিশালী লক্ষ্মণ ক্রোধরস্তনয়নে তাহাদিগকে দেখিয়া ধনু  
 আকর্ষণ পূর্বক সেই সব বানরদিগকে সমূলে সংহার করিতে  
 উদ্যত হইলেন। অত্যন্তিকৈ মল্লিশস্ত্রেষ্ঠ অঙ্গদ 'লক্ষ্মণ  
 আসিয়াছেন' ইহা জ্ঞাত হইয়া (১) সত্তর লক্ষ্মণের নিকট গমন  
 করত সমস্ত বানরদিগকে নিবারিত করিয়া লক্ষ্মণকে ভূমিতে

(১) বাল্মীকি রামায়ণে লক্ষ্মণের নিকট অঙ্গদের গমন  
 বর্ণিত হয় নাই। তথায় বানরগণের সিংহনাদে এবং ভারার  
 প্রবোধদানে সুগ্রীবের জ্ঞানোদয় হয়। তারপর সুগ্রীব নিজের  
 মল্লিশস্ত্রের সহিত পরামর্শ করেন,—

“সিংহনাদং ভক্তচক্ৰক্লম্পস্ত সমীপতঃ ।  
 তেন শব্দেন মহতা ভারৱা চ বিবোধিতঃ ।  
 সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সার্জং মন্ত্রার্থং সমুপাষিণঃ ।

৪১৩১২৮-২৯

গতা লক্ষ্মণসামীপ্যং প্রাণনাম স দণ্ডবৎ ॥ ২৯  
 ভতোহঙ্গদং পরিষজ্য লক্ষ্মণঃ প্রিয়বর্দ্ধনঃ ।  
 উবাচ বৎস গচ্ছ তং পিতৃব্যায় নিবেদয় ।  
 মামাগতং রাঘবেণ চোদিতং রৌদ্রমুত্তিনা ॥ ৩০  
 তথৈতি বরিতং গতা সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ ।  
 লক্ষ্মণঃ ক্রোধতাত্ৰাক্ষঃ পুরষারি বহিঃস্থিতঃ ॥ ৩১  
 তচ্ছ্রুত্বাতীব সস্তম্ভঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ৩২  
 আহুয় মল্লিগাং শ্রেষ্ঠং হনুমন্তমথাত্রবীৎ ।  
 গচ্ছ তমঙ্গদনাস্ত লক্ষ্মণং বিনয়াধিতঃ ॥ ৩৩  
 সাস্বয়ন্ কোপিতং বীরং শনৈরানয় মল্লিশম্ ।  
 প্রেষয়িত্বা হনুমন্তং তারামাহ কপীশ্বরঃ ॥ ৩৪

দণ্ডবৎ প্রণাম করিল ॥ ২৫-২৯

তদনন্তর প্রিয়বর্দ্ধন লক্ষ্মণ অঙ্গদকে আলিঙ্গন করত বলিলেন,  
 —বৎস। তুমি বাও, পিতৃব্যকে গিয়া বল যে, রামচন্দ্র বর্তমানে  
 রৌদ্রমুর্তি ধারণ করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে  
 এখানে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমি এখানে  
 উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৩০

তখন অঙ্গদ 'মথ্য আজ্ঞা' এই কথা বলিয়া সত্তর গমন করত  
 সুগ্রীবকে জানাইল যে, লক্ষ্মণ ক্রোধে চক্ৰ রক্তবর্ণ করিয়া  
 নগরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া বানর-  
 রাজ সুগ্রীব অভিশয় ভীত হইলেন এবং মল্লিশস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
 হনুমান্কে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—তুমি অঙ্গদের  
 সহিত সত্তর লক্ষ্মণের নিকট গমন কর এবং বিনয়বচনে ক্রুদ্ধ  
 বীর লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে রাজভবনে ধীরে  
 ধীরে লইয়া এস। এইভাবে হনুমান্কে পাঠাইয়া কপিরাজ  
 সুগ্রীব ভারাকে বলিলেন (২) ॥ ৩১-৩৪

(২) বাল্মীকি রামায়ণে সুগ্রীব কর্তৃক হনুমান্কে ও ভারাকে  
 লক্ষ্মণের নিকট প্রেরণ বর্ণিত হয় নাই। তথায় বিনা  
 প্রার্থনাত্বেই লক্ষ্মণের সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ উল্লিখিত  
 হইয়াছে,—

“ভতো রাঘবপত্নীতাত্মা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।  
 প্রবিবেশ গৃহাং ঘোরাং কিঙ্কিঙ্ক্যাং রামশাসনাং ।

ভতঃ সুগ্রীবমাসীনং কাঞ্চনৈঃ পরমাসনে ।

মহাহংসরনোপেতে দদর্শাদিত্যসমিভে ॥ ৪১৩০.৩১৬৭

ষং গচ্ছ সাঙ্কর্য্যন্তী তং লক্ষণং যুত্ভাষিতৈঃ ।  
 শাস্তমন্তঃপুরং নীড়া পশ্চাদ্দর্শয় মেহনেষে ॥ ৬৫  
 ভবতিতি তত্তস্তারা মধ্যাক্ষং সমাধিশং ।  
 হনুমানদদৈনৈব সহিতো লক্ষণাস্তিকম্ ॥ ৬৬  
 গতা ননাম শিরসা ভক্ত্য। স্বাগতমত্রবীং ।  
 এহি বীর মহাভাগ ভবদৃগ্হমশঙ্কিতম্ ॥ ৬৭  
 প্রবিশ্য রাজদারাদীনু দৃষ্ট্বা সূত্রীবমেব চ ।  
 যদাজ্ঞাপয়সে পশ্চাৎ তৎ সর্বং করবাণি ভোঃ ॥ ৬৮  
 ইত্যুক্ত্য। লক্ষণং ভক্ত্যা করে গৃহ্য স মারুতিঃ ।  
 আনয়ামাস নগরমধ্যাজ্ঞগৃহং প্রতি ॥ ৬৯  
 পশ্যন্তুত্র মহাসৌধানু যুধপানাং সমস্ততং ।  
 জগাম ভবনং রাজ্ঞঃ সুরেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৭০  
 মধ্যাক্ষং গতা তত্র তারা তারাবিপাননা ।  
 সর্বভরণসম্পন্ন। মদরক্তাস্তুলোচনা ॥ ৭১

নিষ্পাপে । তুমি যাও, যুধ মধুরবাক্যে লক্ষণকে সাঙ্কর্য্যনা দান করত শান্ত করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া পরে আমার সহিত সাক্ষাৎকার করাইবে । ৩৫

তখন তারা 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া মধ্যপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন । অত্ৰ্য্যদিকে হনুমান্ অঙ্গদের সহিত লক্ষণের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ভক্তিসহকারে অবনতমস্তকে ভূতলে প্রণাম করিলেন এবং স্বাগতসম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—মহাভাগ বীর । ইহা আপনারই গৃহ, অতএব নিশ্চয়চিত্তে ইহাতে শুভাগমন করুন । ৬৬-৬৭

হে লক্ষণ । রাজভবনে প্রবেশ করত রাজপত্নীগণ ও সূত্রীবের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া পরে আপনি বাহা আজ্ঞা করিবেন, আমরা আপনার সেই সব আজ্ঞা পরিপালন করিব । ৩৮

এই কথা বলিয়া পবননন্দন হনুমান্ ভক্তিভরে লক্ষণের হস্ত ধারণ করত নগরমধ্য হইতে রাজভবন অভিমুখে লইয়া যাইলেন । ৬৯

লক্ষণ তখন সেই নগরের চারিদিকে দলপতি বানরশ্রেষ্ঠ-গণের বিশাল বিশাল প্রাসাদসকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুরেন্দ্রভবনসদৃশ রাজভবনে উপস্থিত হইলেন । ৭০

এদিকে চন্দ্রবদনা তারা রাজভবনের মধ্যপ্রকোষ্ঠে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । এই তারা রাজভবনে তখন সর্বভরণসমূহে বিভূষিতা ছিলেন এবং মধুপান করার তাঁহার নয়নধরের প্রাভ

উবাচ লক্ষণং নড়া স্মিতপূর্বাভিভাষিণী ।

যাহি দেবর ভক্তং ভোঃ সাধুস্বং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৭২

কিমর্থং কোপমাকার্য্যোভক্তে ভূত্যে কপীশ্বরে ।

বহুকালমনাশ্বাসং হৃৎখমেবাহুভূতবান্ ॥ ৭৩

ইদানীং বহুহৃৎখোষাদ্ ভবন্তিরভিরক্ষিতঃ ।

ভবৎপ্রসাদাৎ সূত্রীবঃ প্রাপ্তসৌখ্যো মহামতিঃ ॥ ৭৪

কামাসক্তো রঘুপতেঃ সেবার্থং নাগতো হরিঃ ।

আগমিস্থাস্তি হরয়ো নানাদেশগতাঃ প্রভো ॥ ৭৫

প্রেমিতা দশমাহস্রা হরয়ো রঘুদত্তম ।

আনেতুং বানরানু দিগ্ভ্যো মহাপর্ব্বতসম্মিতান্ ॥ ৭৬

সূত্রীবঃ স্বয়মাগত্য সর্ববানরসুখপৈঃ ।

বধয়িস্থাস্তি দৈভ্যোষানু রাবণঞ্চ হনিয্যতি ॥ ৭৭

ভুয়েব সহিতোহুত্বেব গন্তা বানরপুঙ্গবঃ ।

পশ্যাস্তুভবনং তত্র পুত্রদারসুহৃদবৃত্তম্ ॥ ৭৮

ভাগ রক্তবর্ণ ছিল । ৭১

তারা ঈষৎ হাস্যমণ্ডিত মধুরবদনে লক্ষণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—দেবর । অন্তঃপুরে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক । তুমি সাধু ও ভক্তবৎসল । ৭২

কপিরাজ তোমার ভক্ত ও ভূতা, তবে কেন তাঁহার উপর ক্রোধ করিয়াছ ? কপিরাজ বহুকাল কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ আশ্বাস না পাইয়া কেবল হৃৎখমে ভোগ করিয়াছেন । ৭৩

এখন আপনারাই তাঁহাকে বহু হৃৎখরাশি হইতে রক্ষা করিয়াছেন । আপনাদের করুণায় মহামতি সূত্রীব সুখ-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৭৪

সেই কারণে কামাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন । কপিরাজ সূত্রীব রঘুপতির সেবার জন্য সেইহেতু যাইতে পারেন নাই । প্রভো । নানাদেশস্থিত বানরগণ আসিবে । রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষণ । কপিরাজ সূত্রীব দিগ্ভাগিত হইতে মহাপর্ব্বততুল্য বানরগণকে আনাইবার জন্য দশ হাজার বানরকে পাঠাইয়াছেন । ৭৫-৭৬

সূত্রীব স্বয়ং সেই সব বানরদলপতিগণের সহিত আসিয়া তাহাদের দ্বারা দৈত্যবৃন্দকে বধ করাইবেন এবং স্বয়ং রাবণকে বধ করিবেন । ৭৭

বানরশ্রেষ্ঠ আজই তোমার সহিত গমন করিবেন । তুমি অন্তঃপুরে যাইয়া তথায় পুত্র, পত্নী ও সুহৃদগণে পরিবৃত্ত সূত্রীবকে দর্শন কর । ৭৮

দৃষ্টা স্মগ্রীবমভয়ং দত্তা নয় সঠৈব তে ।  
 তারায়্য বচনং শ্রুত্বা কৃশক্ৰোধোহথ লক্ষণঃ ॥৪৯  
 জগামান্তঃপুরং যত্র স্মগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।  
 কুমামালিন্য স্মগ্রীবঃ পর্য্যঙ্কে পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ৫০  
 দৃষ্টা লক্ষণমত্যর্থমুৎপপাতাভিত্তিতবৎ ।  
 তং দৃষ্টা লক্ষণঃ ক্রুদ্ধো মদবিহ্বলিতেক্ষণম্ ॥ ৫১  
 স্মগ্রীবং প্রাহ ত্ববৃন্তঃ বিশ্বতোহসি রঘুতমম্ ॥৫২  
 বালী যেন হতো বীরঃ স বাণোহন্ত প্রতীকতে  
 ত্বমেব বালিনো মার্গং গমিষ্যসি ময়া হতঃ ॥ ৫৩  
 এবমত্যস্তপুরুষং বদন্তং লক্ষণং তদা ।  
 উবাচ হনুমান্ বীরঃ কথমেবং প্রভাষসে ॥ ৫৪  
 ত্বন্তোহধিকতরো রামে ভক্তোহয়ং বানরাধিপঃ ।  
 রামকার্য্যার্থমনিশং জাগতি ন তু বিশ্বৃতঃ ।

স্মগ্রীবকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে অভয় দান করত সঙ্গে  
 করিয়াই লইয়া যাও । তারপর এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষণের  
 ক্রোধ হ্রাস পাইলেন । ৪৯

তদনন্তর যথায় বানররাজ স্মগ্রীব কুমাকে আলিঙ্গন করিয়া  
 পালঙ্কে অবস্থান করিতেছেন, লক্ষণ সেই অন্তঃপুরে গমন  
 করিলেন(১) ॥ ৫০

স্মগ্রীব তখন লক্ষণকে দেখিয়াই অভিশপ্ত ভীতের ভাৱ  
 লাকাইয়া উঠিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া লক্ষণ ক্রুদ্ধ হইলেন,  
 এবং মদঘৃণিত লোচন স্মগ্রীবকে বলিলেন,—রে খরাচার ।  
 তুমি রঘুতম রামকে ভুলিয়া গিয়াছ ॥ ৫১-৫২

যে বাণের দ্বারা বীর বালী নিহত হইয়াছে, সেই বাণ আজ  
 তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । আমার দ্বারা নিহত হইয়া  
 হইয়া তুমিও বালীর পথে গমন করিবে ॥ ৫৩

এইভাবে লক্ষণকে অভ্যন্ত কঠোর ভাষায় কথা বলিতে  
 দেখিয়া সেই সময় বীর হনুমান্ বলিলেন,—লক্ষণ । আপনি  
 একরূপ কথা বলিতেছেন কেন ? ৫৪

আপনি রামকে যত ভক্তি করেন, তাহা অপেক্ষাও রামকে

(১) বায়ীকিরামায়ণে অন্যরূপে বর্ণিত আছে,—

“জীভিঃ পরমরূপাভিবৃন্তং শতসহস্রশঃ

অগ্নসরোভিঃ পরিবৃতং কুবেরমিব মন্দরে ।

বামপার্শ্বে হিডাকায় ভার্য্যাং তারামপশত ।

কুমাক দক্ষিণে পার্শ্বে স্মগ্রীবন্ত মহামনঃ ॥ ৪.৩০।৩৬-৩৭

আগতাঃ পরিতঃ পশ্য বানরাঃ কোটিশঃ প্রভো ॥৫৫  
 গমিষ্যন্ত্যচিরৈণৈব সীতায়্যঃ পরিমার্গণম্ ।  
 সাধয়িষ্যতি স্মগ্রীবো রামকার্য্যমশেষতঃ ॥ ৫৬  
 শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সৌমিত্রির্লজ্জিতোহভবৎ ।  
 স্মগ্রীবোহপ্যর্ধ্যপাত্তাদৈর্লক্ষণং সমপূজয়ৎ ॥ ৫৭  
 আলিন্য প্রাহ রামশ্চ দাসোহহং তেন রক্ষিতঃ ।  
 রামশ্চ তেজসা লোকান্ ক্ষণাচ্ছিনৈব জেষ্যাতি ॥ ৮  
 সহায়মাত্রমেবাহং বানরৈঃ সহিতঃ প্রভো ।  
 সৌমিত্রিরপি স্মগ্রীবং প্রাহ কিকিঙ্করোদিভম্ ॥ ৫৯  
 তৎ ক্ষমস্ব মহাভাগ প্রণয়ান্ত্যামিতং ময়া ।  
 গচ্ছামোহৈত্তৈব স্মগ্রীব রামস্তিষ্ঠতি কাননে ॥ ৬০  
 এক এবাভিহুঃখার্ভো জ্ঞানকৌবিরহাৎ প্রভুঃ ।  
 তথেষতি রথমারুহ্য লক্ষণেন সমযিতঃ ॥ ৬১

অধিক ভক্তি এই বানররাজ স্মগ্রীব করিয়া থাকেন । তিনি  
 রামকার্য্য করিবার জন্ত সত্তত উদ্যোগী হইয়া রহিয়াছেন ;  
 তিনি এবিধেরে কিছুই বিশ্বৃত হন নাই । প্রভো ! এই দেখুন,  
 চারিদিক্ হইতে কোটি কোটি বানর উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৫

ইহারা শীঘ্রই সীতার অন্বেষণ করিতে গমন করিবে । এই  
 স্মগ্রীব রামকার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিবেন ॥ ৫৬

সুমিত্রানন্দন লক্ষণ হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জিত  
 হইলেন । অন্তর্য্যিকে স্মগ্রীব পাশ্চ ও অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া লক্ষণের  
 বিশেষভাবে পূজা করিলেন ॥ ৫৭

তারপর লক্ষণকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি বলিলেন,—আমি  
 রামের দাস এবং রাম কর্তৃক আমি সর্বদা রক্ষিত আছি । রাম  
 দ্বীর ভেজে ক্ষণাৎকালের মধ্যে সমস্ত লোকসমূহকে জয় করিতে  
 পারেন ॥ ৫৮

প্রভো ! বানরবৃন্দের সহিত আমি তাঁহার সহায়মাত্র  
 হইতে পারি । তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষণও স্মগ্রীবকে বলিলেন,—  
 মহাভাগ । আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন ।  
 আমি প্রণয়সম্বৃত রোষে সেই সব কথা বলিয়াছি । স্মগ্রীব  
 আমি আজই চলিয়া যাইব ; কারণ, রাম একাকী বনে  
 আছেন ॥ ৫৯-৬০

প্রভু রামচন্দ্র একাই সীতার বিরহঃখে কাতর হইয়া  
 রহিয়াছেন । ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া কপিরাজ স্মগ্রীব

বানরৈঃ সহিতো রাজা রামমেবাহ্বয়ত্ত্ব ॥ ৬২

ভেরীমুদকৈর্বহুত্বকবানরৈঃ

শ্বেতাভপটৈর্ব্যাজনৈশ্চ শোভিতঃ ।

দক্ষগণকে সঙ্গে লইয়া রথে আরোহণ করত বানরগণের সহিত  
রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৬১-৬২

সেই সময় ভেরী ও মুদক বাদিত হইতে লাগিল । শ্বেতচ্ছত্র  
এবং ব্যাজনের দ্বারা পরিশোভিত হইয়া নীল, অজদ, হনুমান্

ঈশ্বরহবি বেদব্যাসপ্রণীত ঈমদধ্যাত্মরামায়ণে কিঙ্কিকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

[ সুগ্ৰীবসমীপে নানাদেশীয় বানরাণামাগমনম্, সীতাষেষণায় চতুর্দিক্ সুগ্ৰীবেন বানরসৈন্যানাং প্রেরণম্, ঈরামেন  
হনুমতে অভিজ্ঞানপ্রদানম্, দক্ষিণদিশি হনুমৎপ্রভৃতীনাং সীতাষেষণায় যাত্রা, যোগিনী সহ ভোবাং সাক্ষাৎকার,  
অয়ম্প্রভায়াঃ ঈরামচরণদর্শনম্, মুক্তিলাভশ্চ । ]

ঈমহাদেব উবাচ ।

দৃষ্টা রামং সমাসীনং গুহাদ্বারি শিলাতলে ।  
চৈলাজিনধরং শ্যামং জটামৌলিবিরাজিতম্ ॥ ১  
বিশালনয়নং শাস্তং স্মিতচাক্ষুশমুখমুজ্জ্বলম্ ।  
সীতাবিরহসন্তপ্তং পশ্যন্তং যুগপক্ষিণঃ ॥ ২  
রথাদ্ দূরাং সমুৎপত্য বেগাৎ সুগ্ৰীব-লক্ষ্মণৌ ।  
রামস্ত পাদয়োরগ্রে পেততুত্কিসংযুতো ॥ ৩  
রামঃ সুগ্ৰীবমালিঙ্গ্য পৃষ্টানাময়মস্তিকে ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[ নানাদেশীয় বানরসৈন্যগণের সুগ্ৰীবের নিকট আগমন,  
সীতাষেষণের জন্য সুগ্ৰীব কর্তৃক চারিদিকে বানরসৈন্য প্রেরণ,  
ঈরাম কর্তৃক হনুমান্কে অভিজ্ঞান প্রদান, দক্ষিণদিকে হনুমান্  
প্রভৃতির সীতাষষণে যাত্রা, অয়ম্প্রভা যোগিনীর সহিত তাঁহাদের  
সাক্ষাৎকার, অয়ম্প্রভার ঈরামচরণ দর্শন এবং মুক্তিলাভ । ]

ঈমহাদেব বলিলেন,—সেই সময় রাম গুহার দ্বারদেশে  
শিলা উপরে বসিয়া ছিলেন । তিনি বস্ত্রধর ও যুগচক্ষু পরিধান  
করিয়াছিলেন, স্ত্রামবর্ণ ছিলেন, তাঁহার মস্তক জটাসমূহে  
বিভূষিত ছিল । বিশাল নয়নধরশোভিত ঈরাম তখন শান্ত  
ছিল, ঈষৎহাসিতে মুখপদ্ম অভিশয় স্নন্দর ছিল । তিনি  
সীতার বিরহে সন্তপ্ত ছিলেন এবং যুগ ও পক্ষিগণকে দর্শন  
করিতেছিলেন । এই অবস্থায় রামকে অবলোকন করিয়া  
সুগ্ৰীব ও লক্ষ্মণ রথ (১) হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া নামিয়া দূর  
হইতে সবেগে রামের নিকট আসিয়া তাঁহার চরণদ্বয়ের সমীপে  
ভজিতরে পতিত হইলেন অর্থাৎ ভুলুপ্তিত হইয়া প্রণাম  
করিলেন । ১-৩

পরজ্ঞ ঈরাম সুগ্ৰীবকে আলিঙ্গন করিয়া ও অনাময় (মঙ্গল) ০

০ ব্রাহ্মণ কৃৎসলং পৃচ্ছৎ কত্রবজ্জবনাময়ম্ ।

বৈশ্বং কেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ।

ইতি মনুবচনাৎ ( বিতীরঃ অধ্যায়ঃ ১২৭ )

নীলাঙ্গদাদৈর্হনুমৎপ্রধানৈঃ

সমাবৃত্তো রাঘবমভ্যাগাক্ষরিঃ ॥ ৬৩

ইতি ঈমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

কিঙ্কিকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

প্রভৃতি প্রধান বানরগণ এবং ভল্লক ও অতীত বহু বানরগণের  
দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া কপিরাজ সুগ্ৰীব ঈরামচরণের নিকটে  
উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৩

স্থাপয়িত্বা যথাক্রমং পূজয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৪

ভতোহব্রবীদ রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্ৰীবো ভক্তিনব্রধীঃ ।

দেব পশ্য সমায়াস্তীং বানরাণাং মহাচমুং ॥ ৫

কুলালোদ্ভিসমুত্তা মেরুমন্দরসম্মিতাঃ ।

নীলধীপসরিচ্ছেলবাসিনঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ৬

অসম্মিতাঃ সমায়াস্তি হরয়ঃ কামরূপিণঃ ।

সর্বদেবাংশসমুত্তাঃ সর্বৈ বুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৭

কিঙ্কাসা করিয়া যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করাইয়া বিশেষ  
সমাদর করিলেন ॥ ৪

তাঁহার পর সুগ্ৰীব ভক্তি বিনম্রচিত্তে রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে  
বলিলেন,—দেব ! বানরগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী আসিতেছে,  
তাঁহা অবলোকন কর ॥ ৫

মেরু ও মন্দর পর্বতসদৃশ বিশালদেহ এই বানরগণ  
হিমালয়াদি কুলালে পর্বত হইতে উৎপন্ন । পর্বততুল্য এই  
বানরগণ নানা দ্বীপ, নদী ( নদীতীর ) ও পর্বতে বাস করে ॥ ৬

ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থ এই সব অসংখ্য বানর-  
গণ আসিয়াছে । ইহারা সকলে দেবাংশসমুত্ত এবং সকলে  
বুদ্ধ করিতে বিশেষ পারদর্শী ॥ ৭

(১) বাজীকিরামায়ণে ‘শিবিকা’ রূপে এই বান বর্ণিত  
হইয়াছে । কিন্তু এই বান অশ্ববাহিত বলিয়া রথভেদরূপে বর্ণিত  
হইবে । যথা

“স ভামুপস্থিতাং দৃষ্ট্বা শিবিকাং বানরাবিণঃ ।

লক্ষণাকৃৎকৃত্যং ক্ষিপ্ৰমিতি সৌমিত্রিমব্রবীৎ ।

ইত্যুক্ত্বা কাকনং বানং সুগ্ৰীবঃ সূর্যাসম্নিতম্ ।

বৃহদভিহঁরিতিব্রূত্বাকরোহ সলক্ষণঃ ।” ৪১০৮।২১-৩৩

অত্র কেচিদৃগজবলাঃ কেচিদৃশগজোপমাঃ ।

গজাহুতবলাঃ কেচিদৃশোহমিতবলাঃ প্রভো ॥ ৮

কেচিদৃগজকুটাম্বাঃ কেচিদৃ কনকমস্নিতাঃ ।

কেচিদৃকান্তবদনা দীর্ঘবালান্তথাপরে ॥ ৯

শুদ্ধফটিকসঙ্কশাঃ কেচিদৃক্ষস্নিতাঃ ।

গজ্জন্তুঃ পরিতো যাস্তি বানরা যুদ্ধকাজিহ্নঃ ॥ ১০

ত্বদাজ্ঞাকারিণঃ সর্বে ফলমূল্যশনাঃ প্রভো ।

স্বাক্ষাণামধিপো ধীরো জাহুবান্ নাম বুদ্ধিমান্ ॥ ১১

এষ মে মস্নিগাং শ্রেষ্ঠঃ কোটিভল্লুকবৃন্দপঃ ।

হনুমানেষ বিশ্বাতো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ১২

বায়ুপুত্রোহতিতেজস্বী মন্ত্রী বুদ্ধিমতাং বরঃ ।

নলো নীলশচ গবয়ো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ ॥ ১৩

শরভো মৈন্দবশ্চৈব গজঃ পনস এব চ ।

এই সৈন্য বাহিনীতে কাহারো হস্তিত্বলা বলশালী, কাহারো দশ হস্তীর ভার বলশালী এবং কাহারো দশ হস্তীর সমান বলশালী। প্রভো! অনেক বানরের বল আবার অপরিমিত ॥ ৮

কতকগুলি বানর কঙ্কল রাশিতুল্য কালবর্ষ, অনেক বানর কনক (সুর্ণ)-বর্ষবিশিষ্ট। কাহারো মুখ রক্তবর্ণ এবং অনেক বানরের লোমশ্রেণী অভিশয় দীর্ঘ ॥ ৯

কাহারো শুদ্ধ ফটিকমণিসদৃশ শুভ্রবর্ণ এবং কাহারো স্বাক্ষসের ভার ঘোর দর্শন। এইরূপ সকল বানরগণ বৃদ্ধ বাসনা করিয়া গর্জন করিতে করিতে চতুর্দিকে সবেগে গমন করিতেছে ॥ ১০

প্রভো! এই সব বানরগণ তোমার আজ্ঞা পালনকারী, ফল-মূল ভোজনকারী। স্বাক্ষগণের অধিপতি ও বুদ্ধিমান এই বীরের নাম জাহুবান্। ইনি আমার আমার মস্নিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং কোটি ভল্লুকবৃন্দের পালনকর্তা। আর ইনি মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিখ্যাত বীর হনুমান্। বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপ্রভাপশালী এই বায়ুপুত্র আমার মন্ত্রী। নল, নীল, গবয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, মৈন্দর, গজ, পনস, বলীমুখ, দধিমুখ, সুবেণ, ভার এবং হনুমানের পিতা মহাবলশালী কেশরী (১)—ইহারা সকলেই আমার সেনাপতি। রাম! আমি প্রধানতঃ এই সব নাম উল্লেখ করিয়াছি ॥ ১১-১৬

এই মহাত্মা বীরগণ সকলেই মহাশক্তিশালী এবং ইন্দ্রতুল্য

বলিমুখা দধিমুখঃ সুবেণভার এব চ ॥ ১৪

কেশরী চ মহাসত্ত্বঃ পিতা হনুমতো বলী ।

এতে মে যুধা রাম প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ ॥ ১৫

মহাত্মানো মহাবীৰ্যাঃ শত্রুতুল্যপরাক্রমঃ ।

এতে প্রত্যেকতঃ কোটিকোটীবানরযুধাঃ ॥ ১৬

ত্বদাজ্ঞাকারিণঃ সর্বে সর্বে দেবাংশসমুত্বাঃ ।

এষ বালিমুখঃ শ্রীমান্জদো নাম বিক্রমতঃ ॥ ১৭

বালিতুল্যবলো বীরো স্বাক্ষসানাং বলান্তকঃ ।

এতে চাশ্বে চ বহবন্তদর্থে ভাক্তজীবিতাঃ ॥ ১৮

যোদ্ধারঃ পর্বতাত্রৈশচ নিপুণাঃ শত্রুঘাতিনে ।

অজ্ঞাপয় রঘুশ্রেষ্ঠ সর্বে তে ব-বন্তিনঃ ॥ ১৯

রামঃ সূত্রীবমালিন্য হর্বপূর্ণাশ্রলোচনঃ ।

প্রাহ সূত্রীব জানাসি সর্বং ত্বং কার্যাগৌরবম্ ॥ ২০

পরাক্রমী। ইহারা প্রত্যেকেই কোটি কোটি বানরগণের অধিপতি ॥ ১৬

সকলেই তোমার আজ্ঞাপালক এবং সকলেই দেবাংশ-সমুদ্র। এই শ্রীমান বালীর পুত্র অজ্ঞননামে জগদ্বিখ্যাত ॥ ১৭

বালিতুল্য বলশালী এই বীর স্বাক্ষসদিগের মৈত্র্যনাশ করিতে সমর্থ। ইহারা এবং আরও অজ্ঞাত সকলে তোমার জন্ত প্রাণ ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছে ॥ ১৮

এই বানর যোদ্ধারা পর্বতশিখরের দ্বারা বৃদ্ধ করে এবং শত্রুবিনাশে নিপুণ। রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহাদের আজ্ঞা কর, ইহারা সকলেই তোমার বশবর্তী ॥ ১৯

তখন শ্রীরাম আনন্দাশ্রুপূর্ণ নরনে সূত্রীবকে আলিঙ্গন করত বলিলেন,—সূত্রীব! তুমি কার্যের গুরুত্ব সবই বুঝিতে পারিরাহ ॥ ২০

(১) বাল্মীকি রামায়ণেও একরূপ নামগুলি পাওয়া যায়,—

“আজগম মহাবীৰ্য্যান্তিভিঃ কোটিশতৈর্বৃত্তঃ ।

মৈন্দশচিবিদশ্চোভো বানরো ভোমবিক্রমো ॥ ৪।৩৯।৩৭

কোটিভিরেকাদশভিঃ সংবৃত্তস্ত গরুতম।

যুধপাধিপতিঃ শ্রীমান্ বানরঃ প্রত্যাহুত ॥ ৪।৩৯।৩৮

\* \* \* \*

গরং গবাক্ষং গবয়ং কুমুদযুভং তথা ।

মৈন্দকং চিবিদকৈব শরভং গন্ধমাদনম্” ৪।৪১।৪

মার্গপাৰ্থং হি জানক্যা নিযুক্তং যদি রোচতে ।  
 শ্রদ্ধা রামস্য বচনং সূত্ৰীৰ্ণাঃ শ্ৰীতমানসঃ ॥ ২১  
 প্রেষয়ামাস বলিনো বানরান্ বানরর্ষভঃ ।  
 দিক্ষু সৰ্ব্বান্ বিবিধান্ বানরান্ প্রেষ্য সত্ত্বরম্ ॥ ২২  
 দক্ষিণাং দিশমত্যর্থং প্রযত্নেন মহাবলান্ ।  
 যুবরাজং জাহ্নবন্তং হনুমন্তং মহাবলম্ ॥ ২৩  
 নলং সুশেণং শরভং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ ।  
 প্রেষয়ামাস সূত্ৰীবো বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥ ২৪  
 বিচিহ্নস্ত প্রযত্নেন ভবন্তো জানকীং শুভাম্ ।  
 মাসাদৰ্ব্বাক্ নিবর্ত্তমাং মচ্ছাসনপুরঃসরাঃ ॥ ২৫

যদি ভোমার অভিক্রুচি হয়, তবে তাহা হইলে জনকনন্দিনী সীতাকে অদ্রেষণ করিবার জন্য বানরগণকে নিযুক্ত কর। রামের বাক্য শ্রবণ করত সূত্ৰীৰ্ণ প্রসন্নমনে বলশালী বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। বানররাজ সূত্ৰীৰ্ণ সত্ত্বর সৰ্ব্বদিকে বানর-দিগকে প্রেরিত করিয়া দক্ষিণদিকে অভ্যন্ত যত্নসহকারে যুবরাজ অঙ্গদ, জাহ্নবান্, মহাশক্তিধর হনুমান্, নল, সুশেণ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ—এই সব মহাবল বানরগণকে পাঠাইলেন এবং এই কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন (১) ॥ ২১-২৪

ভোমরা সকলে কল্যাণময়ী জনকনন্দিনী সীতাকে অদ্রেষণ কর। আমার আদেশ অনুসারে একমাসের মধ্যে (২) ভোমরা সীতার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে ॥ ২৫

বানরগণ। সীতাকে না দেখিয়া ভোমাদের যদি একমাসের অধিক একদিনও অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে ভোমরা আমার নিকট হইতে প্রাণদত্ত প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৬

সেই সূত্ৰীৰ্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বানরগণকে এই আদেশ

(১) এ বিষয়ে মহাবি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

“অথ প্রস্থাপ্য স হরীন্ দিশং পূৰ্ব্বাং হরীশ্বরঃ ।  
 অপরাং প্রেষয়ামাস বানরান্ দক্ষিণাং দিশম্ ॥  
 অত্রবীদ্ গিরিসঙ্কাশং হনুমন্তমুপস্থিতম্ ।  
 পিতামহসুতকৈব জাহ্নবন্তং মহাকপিম্ ॥  
 নীলমগ্নিসুতকৈব নলং চন্দনমেব চ ।  
 শরাচিবং সুহোজ্ঞং শরশূল্যং তথৈব চ ॥  
 গগনং গবাক্ষং গবন্তং কুমুদমুখভং তথা ।  
 মৈন্দকং দ্বিবিদকৈব শরভং গজমাদনম্ ॥  
 দরীমুখং ভীমমুখং ভারকং বনগোচরম্ ।  
 অঙ্গদপ্রমুখানেন্তান্ হরীন্ কপিগণেশ্বরঃ ॥” ৪৪১১-৫

(২) বাল্মীকিরামায়ণেও এই এক সময়সীমা নির্দিষ্ট আছে,—

“অবগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্ত চ ।  
 মাসাদুৰ্দ্ধং ন বন্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্নমঃ ॥” ৪৪৪১১-২৫

সীতামদৃষ্টা যদি বো মাসাদুৰ্দ্ধং দিনং ভবেৎ ।  
 তদা প্রাণান্তিকং দণ্ডং মন্তঃ প্রাপ্যাপ্য বানরাঃ ॥ ২৬  
 ইতি প্রস্থাপ্য সূত্ৰীবো বানরান্ ভৌমবিক্রমান্ ।  
 রামস্য পার্শ্বে শ্রীরামং নহা চোপবিবেশ সঃ ॥ ২৭  
 গচ্ছন্তং মারুতি দৃষ্ট্বা রামো দচনমব্রবীৎ ।  
 অভিজ্ঞানার্থমেতন্মৈ হনুলীয়েকমুত্তমম্ ॥ ২৮  
 মন্মামাক্ষরসংযুক্তং সীতায়ৈ দীয়াতাং রহঃ ।  
 অস্মিন্ কার্য্যে প্রমাণং হি ত্বমেব কপিসত্তম ।  
 জানামি সত্ত্বং তে সৰ্ব্বং গচ্ছ পস্থাঃ শুভস্তব ॥ ২৯  
 এবং কপীনাং রাজা তে বিসৃষ্টাঃ পরিনামার্গণে ।  
 সীতায়ী অঙ্গদমুখা বলমুত্তর্য তত্র হ ॥ ৩০

করত পাঠাইয়া শ্রীরামকে প্রণাম পূর্বক রামের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ॥ ২৭

শ্রীরাম বাহুবলান হনুমান্কে গমন করিতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন—অভিজ্ঞানের জন্য আমার উত্তম অঙ্গুলীয়েক সীতাকে (৩) নির্জনে প্রদান করিবে। কপিশ্রেষ্ঠ। এই কার্য্যে তুমিই একমাত্র প্রমাণ অর্থাৎ সমর্থ বলিয়া মনে করি; কারণ, ভোমার সমস্ত বলবৃদ্ধি আমি জানি। তুমি যাও, ভোমার গমন পথ শুভ হউক ॥ ২৮-২৯

এই ভাবে বানররাজ সূত্ৰীৰ্ণ সীতার অদ্রেষণে তাহাদিগকে পাঠাইলে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ সেই সেই স্থানে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সম্ভাব্য স্থানসমূহে সীতার অদ্রেষণের জন্য ভ্রমণ (৪) করিতে লাগিল ॥ ৩০

(৩) আদিকবি বাল্মীকির ভাষায়,—

“স সমীক্ষ্য মহাতেজা বাবসাত্তোত্তরং কপিম্ ।  
 করিস্যতি ধ্রুবং কার্য্যমগ্নিমিত্যবৈকৃতম্ ॥  
 দদৌ চাস্ত তদা শ্ৰীভঃ স্নানামাক্ষাতিচিহ্নিতম্ ।  
 অঙ্গুলীয়েকমভিজ্ঞানং বাকপুত্রাঃ পরতপঃ ॥  
 অস্ত সা হরিশাদূল দর্শনাজ্জনকায়ক্য ।  
 মংস্তাভে মগ্নিসুতং ত্বাং ন চোদেবগং করিস্যতি ॥

৪৪২১১-১৩

(৪) বানরগণের দিগ্ ভ্রমণ বিষয়ে বাল্মীকি রামায়ণে,—

“ভদ্রশাসনং ভর্তৃদ্বিজায় হরিপুজবঃ ।  
 সলভা ইব সংহাস্য পৃথিবীং সংপ্রতস্থিরে ॥  
 পূৰ্ব্বান্ত দিশমাহার্য বিনতঃ প্রবগৈঃ সহ ।  
 প্রত্যহে কপিশাদূলো বানরৈর্বহতিবৃত্তঃ ॥  
 ভারাজনাভ্যাং সহিতঃ প্রবগঃ পবনাত্মকঃ ।  
 অগস্ত্যচরিতামাশাং প্রত্যহে প্রবগৈঃ সহ ॥  
 উত্তরাং তু দিশং দূৰ্গাং গিরিরাঙ্গসমাবৃত্তাম্ ।  
 বীরঃ শতবলিনাম যবৌ বহুবলানুগঃ ॥” ৪৪৫১১-৫



ভ্রমস্তো বিদ্যাগহনে দদৃশুঃ পৰ্বতোপমম্ ।  
 রাক্ষসং ভীষণাকারং ভক্ষয়ন্তং যুগান্ গজান্ ॥ ৩১  
 রাবণোহয়মিতি জ্ঞাত্বা কেচিদ্ বানরপুঙ্গবাঃ ।  
 জয়ঃ কিলকিলা শব্দং মুঞ্চন্তো মুষ্টিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩২  
 নায়ং রাবণ ইত্যুক্তা যযুৰ্যশ্মহদ্বনম্ ।  
 ত্বষাৰ্ভাঃ সলিলং তত্র নাবিন্দন হরিপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৩  
 বিভ্রমস্তো মহারণ্যে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ ।  
 দদৃশুর্গহ্বরং তত্র তৃণ-গুল্মাবৃতং মহৎ ॥ ৩৪  
 আর্দ্রপক্ষান্ ক্রৌঞ্চহংমান্ নিঃসৃতান্ দদৃশুস্ততঃ

বিদ্যা পৰ্বতের গহন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পৰ্বতসদৃশ ভীষণাকার এক রাক্ষসকে (১) গজ ও যুগসকল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কোন কোন বানর শ্রেষ্ঠগণ 'এই রাক্ষস রাবণ' ইহা মনে করিয়া কিল কিলানন্দ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুষ্টির আঘাত করিতে লাগিল । ৩১-৩২

'এই রাক্ষস রাবণ নহে' এই কথা বলিয়া সেই সব বানর শ্রেষ্ঠগণ অস্ত্র এক বিশাল বনে গমন করিল । তথায় বাইরা তাহার ত্বক্ষাপীড়িত হইল (২), কিন্তু কোথাও জল পাইল না । ৩৩

সেই মহাবনमध्ये ভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসার তাহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া বাইল । তারপর তথায় তৃণ ও গুল্মসমূহে আচ্ছাদিত এক বিশাল গহ্বর দেখিতে পাইল । ৩৪

সেই গুহা হইতে তখন আর্দ্রপক্ষ ( ডিকাপাখা ) বক ও হংস-

(১) প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে বিদ্বৎপৰ্বতের গহন বনে বানরগণের প্রবেশ, রাক্ষস দর্শন ও সেই রাক্ষসকে মিলিত বানরগণ কতৃক বধ বর্ণিত হয় নাই । তথায় বিদ্যা পৰ্বত হইতে অবতরণ করিয়া অস্ত্র এক গহ্বরে অসুরদর্শন ও অস্ত্র কতৃক সেই অসুর বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে ।

(২) এ বিষয়ে আদিকবি বাল্মীকি,—

“অবীক্ষমাণাঃ সীতাক রাবণক মুহুঃখিতাঃ ।

বুভুক্ষিতাঃ পরিশ্রান্তাভুবিভাঃ সলিলাধিনাঃ ।

অথাবদীর্ণ দদৃশুর্বিলাং বৃক্ষৈঃ সমাবৃতম্ ।

ভমসা মহতা ব্রহ্মমিষ্টায়াপি ভরাবহম্ ॥” ৪।৫০।১০-১১

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে এ বিষয়ে দেখা যায়,—

“ততঃ কৌক্ষাশ্চ হংসাশ্চ সারসাঃ কুরাস্তথা ।

জলাত্রীশ্চক্রবাকাস্চ পদ্মরেখভিরজিতাঃ ।

কুরয়া মঙ্কলাশ্চৈব তথৈব জলকুটীভাঃ ।

রক্তাঙ্গাশ্চৈব কাদম্বা নিপ্পতন্তঃ সমন্ততঃ ।

অত্রাস্তে সলিলং নুনং প্রবিশাম মহাগুহাম্ ॥ ৩৫

ইত্যুক্তা হনুমানগ্রে প্রবিবেশ তমঘ্রয়ঃ ।

সর্বৈ পরস্পরং ধ্বজা বাহুন্ বাহুভিক্রুৎসুকাঃ ॥ ৩৬

অন্ধকারে মহদ্ দূরং গতাপশ্যন্ কপীধ্বরাঃ ।

জলাশয়ান্ মণিনিভতোয়ান্ কল্পক্রমোপমান্ ॥ ৩৭

বৃক্ষান্ পকফলৈর্নভ্রান্ মধুভ্রোগিসমভিতান্ ।

গৃহান্ সর্বগুণোপেতান্ মণিবস্ত্রাদিপূরিতান্ ॥ ৩৮

দিব্যভক্ষ্যাদিসমভিতান্ মাহুযৈঃ পরিবজ্রিতান্ ।

বিস্মিতাস্তত্র ভবনে দিব্যে কনকবিষ্টরে ॥ ৩৯

শ্রেণী নির্গত হইতেছে দেখিয়া তথায় নিশ্চয় জল আছে, (৩) অতএব এই মহাগুহা মধ্যে প্রবেশ করিব । ৩৫

এই কথা বলিয়া হনুমান্ অগ্রে সেই গুহার প্রবেশ করিলেন এবং অন্যান্য বানরগণ সকলে উৎফুল্ল হইয়া নিজ নিজ হস্তের দ্বারা অপরের হস্ত দৃঢ়তানে ধারণ করত সেই হনুমানের অনুগমন করিল । ৩৬

এই বানর শ্রেষ্ঠগণ অন্ধকারে বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়া দেখিলেন যে, মণিভূলা সুনির্মল জলপূর্ণ বহু জলাশয়, পক ফলসমূহের ভারে অবনত কল্পকক্ষসদৃশ বহু বৃক্ষ, মণি ও বস্ত্রাদি গুহোপকরণসমূহে পরিপূর্ণ, সর্বগুণাঢ্য, দেবভোগ্য ও অম্মাদি সুশোভিত, দ্রোণ-পরিমিত মধুপূর্ণ (৪) এবং মনুষ্যবজ্রিত গৃহসকল রহিয়াছে । ইহাতে তাহার সকলে বিস্মিত হইলেন । তারপর সেই স্থানে

কলহংসাঃ প্রবাস্টৈব তথাস্তে জলচারিণাঃ ।

তে তু দৃষ্ট্বা বিলাং সর্বৈ বিস্ময়াতুলচেতসাঃ ।

৪।৫০।১২-১৫

“ততস্তস্মিন্ বিলে দূর্গে লভাপাদপসঙ্কলে ।

হনুমানগ্রতস্তেবামঙ্গদাঢ্য অনন্তরম্ ।

অন্তোন্তং সম্পরিষজ্য অগ্ন্যুর্ধ্বোজনমভরম্ ।

বসংজজ্ঞা বিমূঢ়াস্তে বানরাশ্চক্রবাবরবম্ ॥ ৪।৫০।২২-২৫

(৪) এ বিষয়ে আদিকবির উক্তি,—

“জাতরূপমরৈশ্চাপি চরদ্ভির্মংঘ্য-কচ্ছপৈঃ ।

নলিনীভূত দদৃশুঃ প্রসন্নসলিলাঃ শুভাঃ ॥” ৪।৫০।২৮

৪ ৪ ধানে এক রতি, ৫ রতিতে একপল, ৪ পলে এক প্রকুঞ্চক, ৪ প্রকুঞ্চকে এক মুষ্টি, ৪ মুষ্টিতে এক কুড়ব, : কুড়বে একপ্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আঢ়ক, ৮ আঢ়কে এক দ্রোণ, ২ দ্রোণে এক শূর্ণ, ১১ শূর্ণে এক খারি, ২ খারিতে ১ গোণী, ১০ গোণীতে এক ভার, ৪ ভারে এক বাহ ।

প্রভয়া দীপ্যমানান্ত দদৃশুঃ স্ত্রিয়মেকলাম্ ।  
 ধ্যায়ন্তীং চীরবসনাং যোগিনীং যোগমাস্থিতাম্ ॥ ৪০  
 প্রণেমুস্তাং মহাভাগাং ভক্ত্যা ভীত্যা চ বানরাঃ ।  
 দৃষ্টা তান্ বানরান্ দেবী প্রাহ যুয়ং কিমাগতাঃ ॥ ৪১  
 কুতো বা কশ্চ দূতা বা মংস্থানং কিং প্রবর্ষথ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ শৃণু বক্ষ্যামি দেবি তে ॥ ৪২  
 অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথঃ প্রভুঃ ।  
 তশ্চ পুত্রো মহাভাগো জ্যেষ্ঠো রাম ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪৩  
 পিতুরাজ্যং পুরস্কৃত্য সভাধ্যাঃ সানুজো বনম্ ।  
 গতস্তত্র হ্রতা ভার্য্যা তশ্চ সাধ্বী হুরাশ্বনা ॥ ৪৪

এক ভবনে দিব্য কনকাসনে প্রভামণ্ডিতা, ধ্যানমগ্না, চীরবসন  
 পরিধানা ও যোগাক্রান্তা এক যোগিনী (১) বিরাজ  
 করিতেছেন । ৩৭-৪০

তখন বানরগণ ভীত হইয়া ভক্তিসহকারে সেই মহাসৌভাগ্য-  
 বতী যোগিনীকে প্রণাম (২) করিলেন । দেবী সেই সব বানর-  
 গণকে দেখিয়া বলিলেন,—তোমরা কেন আসিয়াছ ? ৪১

কোথা হইতে তোমরা আসিয়াছ, তোমরা কাঁহার দূত এবং  
 কি জন্যই বা আমার স্থানে উপদ্রব করিতেছ ? ইহা শুনিয়া  
 হনুমান্ বলিলেন,—দেবি ! আমি আপনার নিকট সেই সব  
 বর্ণনা করিব, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৪২

প্রভাবশালী শ্রীমান্ রাজা দশরথ অযোধ্যার অধিপতি,

(১) যোগিনীদর্শন প্রসঙ্গে বাগ্মকি,—

“দদৃশুস্তত্র চাসীনাং বিষ্টরে কাকনে শুভে !

প্রভয়া দীপ্যমানান্ত চীরকৃষ্ণাজিনাঙ্ঘরাম্ ॥” ৪০:৩৭

(২) এই অধ্যাত্মরামায়ণে আছে—বানরগণ সকলে  
 যোগিনীকে প্রণাম করেন, কিন্তু বাগ্মকিরামায়ণে কেবল  
 হনুমান্ই প্রণাম করেন বর্ণিত আছে,—

“ভতো হনুমান্ গিরিসঙ্গিকাশঃ কৃতাজ্জলিত্তামভিবাণ্ড বিধান্ ।

পপ্রচ্ছ কা ত্বং ভবনং বিলক্ক রত্নানি চেমানি বরাণি কশ্চ ॥”

৪১:০.৩৭

যে কাকননির্মিত বিলমধ্যে যোগিনী বাস করেন, সেই  
 বিল নির্মাণপ্রসঙ্গে বাগ্মকি বলিয়াছেন,—

“মরো নাম মহাতেজা মারাবী দানবর্ষভঃ ।

ভেনেদং নিম্নিতং সর্বং মারয়া কাকনং বিলম্ ।

পুরা দানবমুখ্যাণাং বিশ্বকর্মা বভূব সং ।

ভেনেদং কাকনময়ং নিম্নিতং ভবেনোত্তমম্ ॥”

৪১:১১-১২

রাবণেন ভতো রামঃ সুগ্রীবং সানুজো যযৌ ।

সুগ্রীবো মিত্রভাবেন রামশ্চ প্রিয়বল্লভাম্ ॥ ৪৫

মৃগয়ক্ষমিতি প্রাহ ততো বয়মুপাগতাঃ ।

ভতো বনং বিচিৎসন্তো জ্ঞানকীং জলকাক্ষিণঃ ॥ ৪৬

প্রবিষ্টা গহ্বরং ঘোরং দৈবাদ্রত সমাগতাঃ ।

ত্বং বা কিমর্থমত্রাসি কা বা ত্বং বদ নঃ শুভে ॥ ৪৭

যোগিনী চ তথা দৃষ্টা বানরান্ প্রাহ হৃষ্টধীঃ ।

যথেষ্টং ফলমূলানি জগৃধ্বা পৌষামৃতং পয়ঃ ॥ ৪৮

আগচ্ছত ততো বক্ষ্যে মন বৃত্তান্তমাদিতঃ ।

তথেষ্টি ভুক্ত্বা পীড়া চ হৃষ্টান্তে সর্ববানরাঃ ॥ ৪৯

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সৌভাগ্যবান্ ও অগতে বিখ্যাত ॥ ৪৩

সেই রাম পিতার আদেশ মান্য করিয়া ভার্য্যা ও অনুজ  
 ভ্রাতার সহিত বনে গমন করিয়াছেন । সেই বনমধ্যে হুরাশ্বা  
 রাবণ তাহার সাধ্বী ভার্য্যা সৌভাকে হরণ করিয়া লইয়া  
 গিয়াছে । তদনন্তর রাম অনুজ ভ্রাতার সহিত সুগ্রীবের নিকট  
 উপস্থিত হন । তখন সুগ্রীব রামের সহিত সন্ধ্যাপন করার  
 বন্ধুভাবে ‘রামের প্রিয়বল্লভা সৌভাকে তোমরা অন্বেষণ কর’,  
 এই আদেশ আমাদের করিয়াছেন । আমরা তদনুসারে  
 আপনার এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । সুগ্রীবের আদেশের  
 পর আমরা বনমধ্যে জনকনন্দিনী সৌভাকে অন্বেষণ করিতে  
 করিতে তৃফার্ত হইয়া জল কামনা করি ॥ ৪৪-৪৬

তদনন্তর আমরা ভটঙ্কর গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া দৈববশতঃ  
 এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । মঙ্গলময়ী দেবি ! আপনি কে ?  
 কিজন্য এখানে বিরাজ করিতেছেন ? ইহা আমাদের  
 বলুন ॥ ৪৭

যোগিনী তখন সেই সব বানরগণকে তৃফার্ত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে  
 বলিলেন,—তোমরা ইচ্ছানুসারে ফল মূল (৩) ভোজন করত  
 অমৃতময় জল পান করিয়া আগমন কর । তারপর তোমাদিগের  
 নিকট আমি আমার আদি হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিব । ‘ভাহাই  
 হউক’ এই কথা বলিয়া ভোজন করত ও জল পান করত সেই  
 সব বানরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ॥ ৪৮-৪৯

(৩) এ বিষয়ে বাগ্মকি বলিয়াছেন,—

“স তু তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভাপসী বর্ষচারণী ।

আদার ফলমূলানি বিধিনোপজহার হ ।

প্রতিগৃহ্য তু তে তস্যাস্তদাতিথ্যাং বনেচরাঃ ।

বিধিবদ্ ভক্ষরামাসুস্তাং চৈব সমপূজয়ন্ ॥ ৪১:২১-২২

দেব্যাঃ সমীপং গচ্ছা তে বন্ধাঞ্জলিপুটঃ স্থিতাঃ ।  
 ততঃ প্রাহ হুমন্তং যোগিনী দিব্যদর্শনা ॥ ৫০  
 হেমা নাম পুরা দিব্যরূপিণী বিশ্বকর্মণঃ ।  
 পুত্রী মহেশং নৃত্যেন ভোষয়ামাস ভামিনী ॥ ৫১  
 তুষ্টো মহেশঃ প্রদদাবিদং দিব্যপুংসং মহং ।  
 তত্র স্থিতা সা সুদতী বর্ষাণামমৃতামৃতম্ ॥ ৫২  
 তস্তা অহং সখী বিষ্ণুতৎপরো মোক্ষকাজিকণী ।  
 নান্না স্বয়ংপ্রভা দিব্যগন্ধর্বভনয়ী পুরা ॥ ৫৩  
 গচ্ছন্তী ব্রহ্মলোকং সা মামাহেদং উপশ্চর ।  
 অত্রৈব নিবসন্তী হং সর্বপ্রাণিবিক্রান্তে ॥ ৫৪

ভারপর দেবীর সমীপে গিয়া তাঁহার কৃতাজলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দিব্যদর্শনা যোগিনী হনুমানকে বলিলেন ॥ ৫০

পুরাকালে বিশ্বকর্মার হেমানামে এক দিব্যরূপিণী কন্যা ছিলেন। সেই ভামিনী হেমা নৃত্যকলার দ্বারা ভগবান্ মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন ॥ ৫১

মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই দিব্য বিশাল পুর প্রদান করিয়াছেন। (১) সুন্দর দস্তশোভিতা সেই হেমা অমৃতামৃত বর্ষকাল এই স্থানে অবস্থান ( করত পরিণেবে ব্রহ্মলোকে গমন ) করেন ॥ ৫২

আমি সেই হেমার সখী, আমার নাম স্বরম্প্রভা (২) এবং

(১) বান্দীকিরামায়ণে দেখা—ব্রহ্মা এই দিব্য নগর প্রদান করেন,—

“তদিদং ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ানং বনমৃতমম্ ।

শাস্ততাঃ কামভোগাশ্চ গৃহকেন্দং হিরণ্যমম্ ॥” ৪:৫১:১৬

(২) অগ্নিপুত্রাণে স্বরম্প্রভার নাম ‘সুপ্রভা’ বলা হইয়াছে,—

“দক্ষিণে মার্গরামাস সুপ্রভা গৃহান্তিকে ॥” ৮:১১

(৩) হেমা দেবীর ব্রহ্মলোকগমন ও স্বরম্প্রভার বদরীবন গমন—এই সব বৃত্তান্ত বান্দীকিরামায়ণে নাই। তথ্য দেখা যায় হেমা দেবী স্বরম্প্রভাকে সেই দিব্যপুংসের রক্ষয়িত্রী রূপে নিযুক্ত করেন,—

“দুহিতা হেমসাবর্ণেরহং নান্না স্বরম্প্রভা ।

ইদং রক্ষামি ভবনং হেমায়। বানরবর্ষতাঃ ।

মম প্রিয়সখী হেমা নৃত্য-গীতবিশারদা ।

তন্না সখিত্বাচ্ছাহং রক্ষামি ভবনোত্তমম্ ॥”

৪:৫১:১৭-১৮

ত্রৈতাযুগে দাশরথিভূত্বা নারায়ণোহব্যয়ঃ ।

ভূভারহরণার্থায় বিচরিশ্রুতি কাননে ॥ ৫৫

মার্গন্তো বানরাস্তস্ত ভাৰ্য্যামায়াস্তি তে শুহাম্ ।

পুঞ্জয়িষ্যথ তান্ গচ্ছা রামং স্তব্ধা প্রযততঃ ॥ ৫৬

যাতাসি ভবনং বিষ্ণোর্যোগিগম্যং সনাতনম্ ।

ইতোহহং গন্তুমিচ্ছামি রামং ত্রুষ্টং ত্বরাতি ॥ ৫৭

যুয়ং পিনাকমক্ষৌণি গমিষ্যথ বহিষ্ঠাহাম্ ।

তথৈব চক্রান্তে বেগাদ্ গতাঃ পূর্বস্থিতং বনম্ ॥ ৫৮

মাপি ত্যক্তা শুহাং শীঘ্রং যযৌ রাঘবসম্মিথিম্ ।

তত্র রামং সমুগ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চ দদর্শ হ ॥ ৫৯

দিব্যানামক গন্ধর্বের আমি কতা। মোক্ষ কামনা করিয়া আমি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় রত আছি। পুরাকালে সেই হেমা ব্রহ্মলোক গমন (৩) করিবার সময়ে আমাকে এই কথা বলিয়া ছিলেন যে, সখি। সর্বপ্রাণিবিক্রান্ত এই স্থানেই অবস্থান করিয়া তুমি উপযাচরণ কর ॥ ৫০-৫৪

ত্রৈতাযুগে অব্যয় নারায়ণ হরি দশরথের পুত্র হইয়া ভূভার-হরণ করিবার জন্য বনে ( দণ্ডকারণ্য ) বিচরণ করিবেন ॥ ৫৫

বানরগণ সেই রামচন্ডের ভাৰ্য্যা সীতাকে অন্ত্রষণ করিতে করিতে ভোমার এই শুহায় আসিবে। তুমি তাঁহাদের সমীপে গমন করত তাঁহাদের পূজা করিয়া এবং শ্রীরামকে বিশেষ যত্নসহকারে স্তব করিয়া যোগীদিগের গমনযোগ্য বিষ্ণুর সনাতন ভবনে গমন করিবে। অতএব আমি এস্থান হইতে গমন করিতে ইচ্ছা করি এবং রামকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি ॥ ৫৬-৫৭

ভোমরা চক্ষু বদ্ধ কর, তাহা হইলে শুহায় বাহিরে চলিয়া যাইবে। তখন বানরগণ সকলে তাহাই করিল এবং সবেগে পূর্ব স্থিত বনে উপস্থিত হইল ॥ ৫৮

এদিকে সেই যোগিনী স্বরম্প্রভাও শুহা পরিভ্রাণ করিয়া সস্তর রাঘবের নিকট গমন করিলেন। তথায় তিনি রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিলেন ॥ ৫৯

\* \* \* \* \*

“এব প্রজবণঃ শৈল এব পার্শ্ব মহোদধিঃ ।

যন্তি বোহন্ত গমিত্তামি ভবনং বানরোত্তমাঃ ।

ইত্যুক্তা তদ্বিলং যোরং প্রবিবেশ তপস্বিনী ।

তপোযোগপ্রভাবেণ নিমেষান্তরচারণী ।

কুহা প্রদক্ষিণং রামং প্রণম্য বহুশঃ স্তুতীঃ ।  
 আহ গদগদয়া বাচ্য রোমাঞ্চিততনুৰুহা ॥ ৬০  
 দাসী তবাহং রাজেন্দ্র দর্শনার্থমিহাগতা ।  
 বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্তং মে তপঃ চরং তপঃ ॥ ৬১  
 গুহায়াং দর্শনার্থং তে ফলিতং মেহত তং তপঃ ।  
 অত্ৰ হি ত্বাং নমস্কামি মায়ায়াঃ পরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬২  
 সর্বভূতেষু চালক্যং বহিরন্তরবাস্তিতম্ ।  
 যোগমায়াযবনিকাচ্ছন্নো মামুযবিগ্রহঃ ॥ ৬৩  
 ন লক্ষ্যসেহজ্ঞানদৃশাং শৈলুম্ ইব রূপধৃক্ ।  
 মহাভাগবতানাং ত্বং ভক্তিযোগবিধিৎসয়া ॥ ৬৪  
 অবতীর্ণোহসি ভগবন্ কথং জ্ঞানামি তামসী ।  
 লোকে জ্ঞানাতু যঃ কশ্চিৎ তব তত্ত্বং রঘুন্তম ॥ ৬৫  
 মমৈতদেব রূপং তে সদা ভাতু হৃদাংলয়ে ।

উওম ধ্যানপরাধনা স্বরূপভা রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া  
 বহুবার প্রণাম করত রোমাঞ্চিতদেহে গদগদবাক্যে তাঁহাকে  
 বলিলেন ॥ ৬০

রাজেন্দ্র । আমি আপনার দাসী, আপনাকে দর্শন করিবার  
 জন্য এখানে আসিয়াছি । আপনাকে দর্শন করিব বলিয়া বহু সহস্র  
 বৎসর ধরিয়া আমি এই গুহার দ্বার তপস্শাচরণ করিয়াছি ।  
 আমার সেই তপশ্চা আজ সফল হইল । আজ আমি আপনাকে  
 নমস্কার করিতেছি । আপনি আমার অতীত এবং সকল ভূতের  
 অন্তরে বাহিরে অদৃশ্য করিলেও আপনাকে কিন্তু কেহই লক্ষ্য  
 করিতে অর্থাৎ চিনিতে পারিতেছে না । আপনি যোগমায়া-  
 রূপিনী যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া সেইভাবে মানুষরূপ ধারণ  
 করিয়াছেন, যে রূপ কোন অভিনেতা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া  
 অভিনয়োপযোগী রূপ ধারণ করে, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ  
 আপনাকে চিনিতে পারিতেছে না । হে ভগবন্ । যাহারা  
 মহাভাগবত, সেই মহাভাগবতের ভক্তিযোগসিদ্ধির জন্য আপনি  
 এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আমি ভুমোরূপে অজ্ঞানে  
 আচ্ছন্ন এক সাধারণ স্ত্রী, সুতরাং আমি কিরূপে আপনাকে  
 জানিতে পারিব ? কিন্তু এই লোকে যে ব্যক্তি আপনার ব্রহ্ম-  
 তত্ত্ব জানেন, তিনি তাহা জানুন । রঘুন্তম । আমার এই  
 হৃদয়মন্দিরে আপনার এই রাম-রূপই সদা যেন প্রতিভাত হয় ।  
 রাম । মোক্ষের জন্য যে চরণযুগল দর্শন করিতে হয়, আমি  
 আজ তাহা দর্শন করিয়াছি । অথবা মোক্ষের উপায় দর্শন  
 করাইতে সমর্থ শ্রীচরণযুগল আজ আমি দর্শন  
 করিয়াছি ॥ ৬১-৬৬

রাম তে পাদযুগলং দর্শিতং মোক্ষদর্শনম্ ॥ ৬৬  
 অদর্শনং ভবার্গানাং সম্মার্গপরিদর্শনম্ ।  
 ধনপুত্রকলত্রাদি-বিভূতিপরিদর্শিতঃ ॥ ৬৭  
 অকিঞ্চনধনং ত্বাত্ত নাভিধাতুং জনোহর্হতি ।  
 নিবৃত্তগুণমার্গায় নিষ্কিঞ্চনধনায় তে ॥ ৬৮  
 নমঃ স্বাত্মাভিরামায় নিগুণায় গুণাত্মনে ।  
 কালরূপিনীশানমাদিমধ্যাস্তবজ্জিতম্ ॥ ৬৯  
 সমং চরন্তং সর্বত্র মনো ত্বাং পুরুষং পরম  
 দেব তে চেষ্টিতং কশ্চিন্ন বেদ নৃবিড়ম্বনম্ ॥ ৭০  
 ন তেহন্তি কশ্চিদয়িতো হেত্বো বাপর এব চ ।  
 ত্বায়াপিহিতাত্মানন্তাং পশ্যন্তি তথাবিধম্ ॥ ৭১  
 অজ্ঞশ্চাকর্তৃরীশশ্চ দেবতিথ্যঙ্কনরাদিমুঃ ।  
 জন্মকর্মাদিকং যদযং তদভ্যাস্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৭২

আপনার শ্রীচরণযুগল দর্শন করিলে আর ভবসাগর দর্শন  
 করিতে হয় না, বরং সংপুরুষগণের মার্গ অর্থাৎ মোক্ষমার্গ  
 উজ্জ্বলনের দ্বারা দর্শন হইয়া যায় । হে আত্ম পরমপুরুষ ।  
 ধন, পুত্র ও কলত্রাদি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ব্যক্তি আপনার বিষয়ে  
 কোনও কথাই বলিতে পারে না । কিন্তু যাহারা অকিঞ্চন,  
 আপনি সেই মহাভাগবতের একমাত্র ধন । সংসাররূপ গুণমার্গ  
 যাহার সম্বন্ধে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি অকিঞ্চনগণের ধন—  
 সর্ব্বরত্নরূপ, যিনি আত্মারাম, নিগুণ ও সত্ত্ব, আমি সেই  
 রামকে প্রণাম করি । আপনি কালরূপী অর্থাৎ সর্ব্বসংহারক,  
 ইশান (সর্ব্বনিয়ামক), আদি, মধ্য ও অন্তবদ্ধিত, সর্ব্বত্র  
 সমভাবে বিচরণকারী এবং পরমপুরুষ বলিয়াই আমি মনে  
 করি । দেব (জ্যোতির্ময়) । আপনার এই যে চেষ্টা অর্থাৎ  
 লোকব্যবহার, তাহা যে মনুষ্যচেষ্টার অনুকরণ মাত্র—ইহা  
 কেহই বুঝিতে পারে না ॥ ৬৭-৭০

অগত্রে আপনার কেহই প্রিয় পাত্র নহে, ঘেঘের পাত্রও  
 নহে এবং আপনার কেহই শত্রুও নহে । কেবল আপনারই  
 দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া জীবগণ আপনাকে সেই সেইভাবে  
 দেখিয়া থাকে অর্থাৎ শত্রু, মিত্র প্রভৃতি আছে বলিয়া মনে  
 করে ॥ ৭১

প্রকৃতপক্ষে আপনি অজ ও প্রত্যক্ষতঃ অকর্তা হইলেও  
 পরম্পরাক্রমে আপনিই সর্ব্বনিয়ন্তা । দেব, তিথ্যাক্ত ও মনুষ্য  
 যোনি প্রভৃতিতে আপনার যে জন্ম ও কর্ম্ম, তাহা কেবল ভৎ ভৎ  
 দেব, তিথ্যাক্ত ও মনুষ্যের অনুকরণ মাত্র ॥ ৭২

তামাহরক্ষরং জাতং কথ্যশ্রবণসিদ্ধয়ে ।  
 কেচিৎ কোশলরাজশ্চ তপসঃ ফলসিদ্ধয়ে ॥ ৭৩  
 কোশলায়া প্রার্থমানং জাতমাহঃ পরে জনাঃ ।  
 ছষ্টরাক্ষসভূতারহরণার্থিতো বিভূঃ ॥ ৭৪  
 ব্রহ্মণা নররূপেণ জাতোহয়মিতি কেচন ।  
 শৃণুস্তি গায়স্তি চ যে কথাস্তে রঘুনন্দন ॥ ৭৫  
 পশুস্তি তব পাদাজং ভবার্ণবমুতারণম্ ।  
 ষ্মায়াগুণবদ্ধাহং ব্যতিরিক্তং গুণাশ্রয়ম্ ॥ ৭৬  
 কথং ত্বাং দেব জানীয়াং ভোতুং বাবিস্ময়ং বিভূম্ ।  
 নমস্খামি রঘুশ্রেষ্ঠং বাণাসনশরাঘ্রিতম্ ॥ ৭৭  
 এবং স্তুতো রঘুশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নঃ প্রণতাস্থহং ।  
 উবাচ যোগিনীঃ ভক্তাং কিং তে মনসি কাক্ষিতম্ ॥ ৭৮  
 সা প্রাহ রাঘবং ভক্ত্যা ভক্তিং তে ভক্তবৎসল ।  
 যত্র কুত্রাপি জাতায়া নিশ্চলাং দেহি মে প্রভো ॥ ৭৯  
 ভক্ত্যেবৈষু সদা সঙ্গো ভূয়ান্মৈ প্রাকৃতেষু ন ।

আপনার সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—আপনি নিত্য অবিনাশী হইয়াও আপনার চরিত্রবর্ণনাদি কথা শ্রবণজনিত পুণ্যবলে মানবগণকে সিদ্ধি প্রদান করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার কেহ বলেন—কোশলরাজ দশরথের তপস্যার ফলসিদ্ধির জন্য আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৭৩

অত্র ব্যক্তিগণ আবার বলেন—আপনি কোশল্যাদেবীর প্রার্থনায় এ জগতে অবতরণ করিয়াছেন। পুরাকালে ব্রহ্মা পৃথিবীর ভারভূত দুই রাক্ষসদিগকে বধ করিতে প্রার্থনা করেন, কেহ কেহ বলেন—ব্রহ্মার সেই প্রার্থনায় আপনি এই নবরূপে অর্থাৎ নবদুর্ভাদলম্ভ্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রঘুনন্দন। বীহার। আপনার লীলাকথাসমূহ শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তাঁহারা সুখে ভবসাগরপারকারী আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। আমি আপনার মাস্তাভণে আবদ্ধ, আর আপনি মাস্তাভণের অভীত, মাস্তাভণের প্রবর্তক এবং বাক্য ও মনের অগোচর সর্বব্যাপী পরমাত্মা, দেব। অতএব আমি আপনাকে কিরূপে জানিতে পারিব? রাম। আপনি রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ধনুর্বাণধারী, জাতা লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭৪-৭৭

যোগিনী রঘুশ্রেষ্ঠা কর্তৃক এইভাবে স্তুত হইয়া প্রণতগণের পাপহারী রঘুশ্রেষ্ঠ রাম প্রসন্ন হইলেন এবং সেই যোগিনীকে বলিলেন—ভোমার মনোবাসনা কি? ৭৮

জিহ্বা মে রাম রামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্বদা ॥ ৮০  
 মানসং শ্যামলং রূপং সৌভা-লক্ষ্মণসংযুতম্ ।  
 ধনুর্বাণধরং পীতবাসনং মুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৮১  
 অঙ্গদৈর্নু পুরৈর্মুক্তাহারৈঃ কোস্তভকুণ্ডলৈঃ ।  
 শাস্তং স্মরতু মে রাম বরং নান্যং বৃণে প্রভো ॥ ৮২

শ্রীরাম উবাচ ।

ভবভ্যেবং মহাভাগে গচ্ছ ত্বং বদরীবনম্ ।  
 তত্রৈব মাং স্মরন্তী ত্বং ত্যক্তে দুঃ ভূতপঙ্কজম্ ।  
 যামেব পরমাত্মানমচিরাং প্রতিপত্তমে ॥ ৮৩  
 অত্রা রঘুশ্রেষ্ঠমচোহয়তুসারকল্পং

গত্বা তদৈব বদরীভরুখণ্ডজুষ্টিম্ ।

তীর্থং তদা রঘুপতিং মনসা স্মরন্তী

ভ্যক্ত্যা কলেবরমবাপ পরং পদং সা ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

ভখন সেই রঘুশ্রেষ্ঠা ভক্তিসহকারে রামকে বলিলেন,—  
 হে ভক্তবৎসল। হে প্রভো। আমি যে কোন স্থানেই অঙ্গ-  
 গ্রহণ করি না কেন আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদে  
 অচলা ভক্তি প্রদান করুন ॥ ৭৯

আপনার ভক্তগণের সর্বদা সঙ্গলাভ যেন আমার হয়,  
 কখনই যেন প্রাকৃত—সাধারণ মনুষ্যগণের সহিত আমার মিলন  
 না হয়। আর সর্বদা আমার এই জিহ্বা যেন ভক্তি সহকারে  
 ‘রাম রাম’ বলে ॥ ৮০

আমার মন যেন সর্বদা এই সৌভা ও লক্ষ্মণযুক্ত ধনুর্বাণধারী,  
 পীতবস্ত্রপরিহিত, মুকুটে দেদীপ্যমান, অঙ্গদ, নুপুর, মুক্তাশীত  
 ও কৌস্তভ কুণ্ডলসমূহে বিভূষিত এবং শান্ত শ্যামল রূপ চিত্ত  
 করে। প্রভো। আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি, অন্য  
 কোনও বর নহে ॥ ৮১-৮২

শ্রীরাম বলিলেন,—মহাভাগে। ভোমার এইরূপই হইবে।  
 তুমি সত্ত্বর বদরিকা বনে গমন কর। সেই স্থানেই তুমি সদা  
 আমাকে স্মরণ করিতে করিতে এই পঙ্কভূতান্মিত দেহ পরি-  
 ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে পরমাত্মা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৮৩

সেই যোগিনী রঘুশ্রেষ্ঠা রঘুবর শ্রীরামের এই অমৃততুল্য  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সময়েই বদরীভরুখণ্ডসমূহে পরিশোভিত  
 বদরিকাভীরে গমন করত মনে মনে রঘুপতি শ্রীরামকে স্মরণ  
 করিতে করিতে বীর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত  
 হইলেন ॥ ৮৪

শ্রীমদ্ব্যহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ

[ সম্পাতিনা সহ হনুমৎপ্রভৃভীনাং সাক্ষাৎকারঃ, সম্পাতিতঃ সীতায়। অনুসন্ধানপ্রাপ্তিঃ, সমুদ্রলঙ্ঘনায় সার্বেষাং পরামর্শচ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ তত্র সমাসীনা বৃক্ষথণ্ডেশু বানরাঃ ।  
চিন্তয়ন্তো বিমুহুস্তঃ সীতামার্গকর্শিতাঃ ॥ ১  
তত্রোবাচাঙ্গদঃ কাংশ্চিদ বানরান্ বানরর্ষভঃ ।  
ভ্রমতাং গহ্বরেহস্মাকং মাসৌ নুনং গতৌহভবৎ ॥ ২  
সীতা নাথিগতাস্মাভির্ন কৃতং রাজশাসনম্ ।  
যদি গচ্ছাম কিঞ্চিদ্ধ্যাং স্ত্রীবোহস্মান্ হনিষ্যতি ॥ ৩  
বিশেষতঃ শত্রুভূতং মাং মিষামিহনিষ্যতি ।  
যদি তস্মৈ কৃতঃ প্রীতিরহং রামেণ রক্ষিতঃ ॥ ৪  
ইদানীং রামকার্য্যং মে ন কৃতং তন্নিষং ভবেৎ ।  
তস্মৈ মন্দনেন নুনং স্ত্রীবাস্ত ছরাস্তনঃ ॥ ৫  
মাতৃকল্লাং ভ্রাতৃত্বার্থ্যং পাপাত্মাহুতবত্যসৌ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

[ সম্পাতির সহিত হনুমান্ প্রভৃতির সাক্ষাৎ, সম্পাতির নিকট হইতে সীতার অনুসন্ধানপ্রাপ্তি এবং সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্ত সকলের পরামর্শ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—পার্বতি । এদিকে সেই সব বানরগণ বৃক্ষমূলের উপর এসিয়া নানা চিন্তা করিতে করিতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল এবং সীতার অন্বেষণ-জনিত ক্রেশে কৃশ হইয়া বাইল । ১

তদনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ কতকগুলি বানরকে বলিলেন,—  
গহ্বর মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নিশ্চয়ই আমাদের একমাস উদ্ধার হইয়া গিয়াছে । ২

আমরা সীতার অনুসন্ধান পাই নাই, অতএব রাজার আদেশও পালিত হয় নাই । এই অবস্থায় আমরা যদি কিঞ্চিৎ ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে বানররাজ সূত্রী আমাদের বধ করিবেন । ৩

বিশেষতঃ আমি তাঁহার নিকট শত্রুরূপ (১), তাই যে কোনও ছলে তিনি আমাকে হত্যা করিবেন । কেবল রামই আমাকে রক্ষা করিয়া বাইতেছেন । ৪

এখন সেই আমি রামকার্য্য করিতে পারি নাই, সুতরাং

- (১) বাল্মীকিরামায়ণেও এই কথা পাওয়া যায়,—  
“স পূর্ববত্বৈবৈ মে দৃষ্টা রাজা ব্যতিক্রমম্ ।  
যাতিব্যাতিভীকেন দন্তেনাতিচিরাৎ গতম্ ॥”

ন গচ্ছেয়মতঃ পার্থং তস্মৈ বানরপুঞ্জবাঃ ॥ ৬  
তাক্ষ্যামি জীবিতঞ্চাত্র যেন কেনাপি যুত্যানা ।  
ইত্যশ্রনয়নং কেচিদ দৃষ্টা বানরপুঞ্জবাঃ ॥ ৭  
ব্যথিতাঃ সাশ্রনয়না যুবরাজমথাক্রান্ ।  
কিমর্থং তব শোকোহত্র বয়ং তে প্রাণরক্ষকাঃ ॥ ৮  
ভবামৌ নিবসামোহত্র গুহায়াং ভয়বজ্জিতাঃ ।  
সর্বসৌভাগ্যসহিতং পুরং দেবপুরোপমম্ ॥ ৯  
শনৈঃ পরম্পরং বাক্যং বদতাং মারুতাস্থজঃ ॥ ১০  
অঙ্গদাঙ্গদং সমালিঙ্গ্য প্রোবাচ নয়কোবিদঃ ।  
বিচার্য্যতে কিমর্থং তে ছবিচারৌ ন যুজ্যতে ॥ ১১  
রাজোহত্যস্তপ্রিয়স্তং হি তারাপুত্রোহতিবল্লভঃ ।  
রামস্ত লক্ষ্মণাং প্রীতিশ্চয়ি নিত্যং প্রবন্ধতে ॥ ১২

হুয়াস্মা সূত্রীবেব আমাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা এক নিশ্চয়ই চল হইবে । ৫

এই পাপাত্মা মাতৃকল্লা ভ্রাতৃত্বা সন্ভোগ করিতেছে । বানরশ্রেষ্ঠগণ । অতএব আমি আর সেই সূত্রীবেব পার্থে গমন করিব না । ৬

আমি এখানে যে কোনও যত্নদায়ক উপায়ে জীবন পরিত্যাগ করিব । এই কথা বলিয়া অঙ্গদের নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল । কোনও কোনও শ্রেষ্ঠ বানরগণ তাঁহাকে অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়া ব্যথিত হইল এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে যুবরাজ অঙ্গদকে বলিলেন, কিজন আপনি শোক করিতেছেন ? আমরা আপনার প্রাণ রক্ষা করিব । আসুন—আমরা সকলে এই গুহার মধ্যে অবস্থিত দেবনগরতুল্য সর্বসৌভাগ্যপূর্ণ নগরে নির্ভয়ে বাস করিব । ৭-৯

এইভাবে সেই সব বানরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলিতেছেন, একদা সময়ে নীতিনিপুণ পযননন্দন হনুমান্ তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করত অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—কেন একদা আলোচনা করিতেছ ? এখন একদা অথবা মন্ত্রণা করা উচিত নয় । ১০-১১

তুমি রাজা সূত্রীবেব অত্যন্ত প্রিয় এবং অতি আদরের ভারাপুত্র । লক্ষণ হইতেও তোমার প্রতি রামে প্রীতি আছে এবং তাহা প্রতিনিয়তই বর্ধিত হইতেছে । ১২

অতো ন রাঘবান্ধীতিত্বং রাজ্ঞো বিশেষতঃ ।  
 অহং তব হিতো সন্তো বৎস নাত্মং বিচারয় ॥ ১৩  
 গুহাবাসশ্চ নির্ভেদ ইত্যুক্তং বানরৈশ্চ যৎ ।  
 তদেতদ্ রাঘববাণানামভেদজং কিং জগজ্জয়ে ॥ ১৪  
 যে ত্বাং হৃষীকেশ্যস্তোভো বানরা বানরর্ষভঃ ।  
 পুত্রদারাদিকং ত্যক্ত্বা কথং স্থাস্তিস্তি তে হুয়! ॥ ১৫  
 অতদগুহতমং বক্ষ্যে রহস্তং শৃণু মে শ্রুত ।  
 রামো ন মাশূষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ১৬  
 সীতা ভগবতী মায়া জনসম্মোহকারিণী ।  
 লক্ষ্মণো ভুবনাধারঃ সাক্ষাচ্ছেষঃ ফণীশ্বরঃ ॥ ১৭  
 ব্রহ্মণা প্রার্থিতাঃ সর্বেরাংক্ষোগণবিনাশনৈঃ ।  
 মায়ামানুষভাবেন জাতা লোকৈকরক্ষকাঃ ॥ ১৮  
 বয়ঞ্চ পার্শ্বদাঃ সর্বেরাংক্ষোর্বৈকুণ্ঠবাসিনঃ ।  
 মহুশ্চাতাবমাপন্মে শ্বেচ্ছয়া পরমাত্মনি ॥ ১৯

ইহাতে ভোমার রামচন্দ্র হইতেও কোনও ভয় নাই ;  
 বিশেষতঃ রাজা সূগ্রীবের নিকট হইতেও ত' কোনও ভয় নাই ।  
 বৎস ! আমি ভোমার হিত করিতে নিবৃত্ত আছি ; সুতরাং  
 অত কিছু বিচার করিও না ॥ ১৩

কতিপয় বানরগণ যে বলিতেছে, এই গুহাগৃহ অভেদ,  
 সুতরাং নির্ভয়ে বাস করিব । কিন্তু ইহা যুক্তিগ্রাহ্য নহে ; কারণ  
 এই ত্রিভুবনে রামবাণসমূহের অভেদ কি আছে ? ১৪

হে বানরশ্রেষ্ঠ ! যে সব বানর ভোমাকে এইভাবে কুমন্ত্রণা  
 দিতেছে, তাহারা নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ভ্যাগ করিয়া কিভাবে  
 ভোমার সহিত অবস্থান করিবে ? ১৫

পুত্র ! অত এক অভিশয় গুহ হইতেও গুহ রহস্য আমার  
 নিকট প্রবণ কর । এই দেব স্ত্রীরাম মানুষ নন, সাক্ষাৎ  
 অবিনাশী পরমাত্মা নারায়ণ ॥ ১৬

আর ভগবতী সীতা জনসম্মোহকারিণী মায়ী এবং লক্ষ্মণ  
 সাক্ষাৎ জগতের আশ্রয় সর্পরাজ অনন্ত ॥ ১৭

সমস্ত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার জন্য পূর্বের ব্রহ্মা  
 প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রাৰ্থনানুসারে ইহারা মায়ার  
 মানুষরূপ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন । ইহারা লোক-  
 সকলের একমাত্র রক্ষক ॥ ১৮

বয়ং বানররূপেণ জাতান্তশ্চৈব মায়য়া ।  
 বয়স্ত তপসা পূর্বমারাদ্য জগতাং পতিম ॥ ২০  
 ভেনৈবাহুগৃহীতাঃ স্মঃ পার্শ্বদমুপাগতাঃ ।  
 ইদানীমপি তশ্চৈব সেবাং কৃত্বৈব মায়য়া ॥ ২১  
 পুনর্বৈকুণ্ঠমাসান্ত শ্রুৎ স্মাস্তামহে বয়ম্ ।  
 ইত্যঙ্গদমথাস্থাস্ত গতা বিদ্বাং মহাচলম্ ॥ ২২  
 বিচিষন্তোহথ শনকৈর্জানকীং দক্ষিণাসুথেঃ ।  
 ভীরে মহেশ্রাক্ষগিরেঃ পবিত্রং পাদমাযযুঃ ॥ ২৩  
 দৃষ্ট্বা সমুদ্রং হৃষ্মারমগাধং ভয়বর্দ্ধনম্ ।  
 বানরা ভয়সন্ত্রস্তাঃ কিং কুর্ষ ইতি বাদিনঃ ॥ ২৪  
 নিষেহুরুদধেস্তীরে সর্বেরাং চিন্তাসমঘৃতাঃ ।  
 মন্ত্রয়ামাসুরচোন্মমজদাভা মহাবলাঃ ॥ ২৫  
 ভ্রমতামেব নো মাসো গতোহত্রৈব গুহাস্তরে ।  
 ন দৃষ্টো রাবণো বাত সীতা বা জনকাত্মজা ॥ ২৬

আর আমরা সকলে বৈকুণ্ঠবাসী শিখর পার্শ্বদ । পরমাত্মা  
 নারায়ণ যেচ্ছার মনুষ্যরূপ ধারণ করিলে পর আমরা সকলে  
 তাহারই মায়ার বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আমরা  
 পূর্বের তপস্যা করিয়া জগৎপতি নারায়ণের আরাধনা কর  
 তাহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া পার্শ্বদ হইয়াছিলাম । এখনও  
 মারাদ্যোগে তাহারই সেবা করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন কর ।  
 আমরা সুখে অবস্থান করিব । এটভাবে অঙ্গদকে আমরা  
 করিয়া পরে তাহার সাক্ষাৎ বিদ্বামহাপর্কভে গমন  
 করিলেন ॥ ১৯-২২

অনন্তর জানকীকে অন্বেষণ করিতে সেই সব বানরগণ ধীরে  
 ধীরে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্তী মহেশ্রাক্ষপর্বতের পবিত্র পাদদেশে  
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩

দুস্তর, ভয়বর্দ্ধক ও অগাধ জলপূর্ণ সমুদ্রকে দেখিয়া গৌ  
 বানরগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া 'আমরা অভয়ঃ কি করি' এই কথা  
 বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে সেই সাগরের তীরভূমিতে সকলে  
 উপবেশন করিলেন । অনন্তর অঙ্গদাদি মহাবল বানরগণ তথায়  
 পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪-২৫

এই গুহারই অভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের এই  
 মাস অতিক্রান্ত হইয়া যাইল, কিন্তু অত্যাশি আমরা না রাবণ  
 কিংবা না জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলাম ॥ ২৬

সুগ্রীবস্তীক্ষ্ণদণ্ডোহস্মান্ নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ।  
 সুগ্রীববধতোহস্মাকং শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্ ॥ ২৭  
 ইতি নিশ্চিত্য ভট্ট্রেব দৰ্ভানাস্তীৰ্ঘ্য সৰ্ব্বতঃ ।  
 উপাবিবিভক্তে সৰ্ব্বৈ মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৮  
 এতস্মিন্স্থিত্রে তত্র মহেশ্বাঙ্গিগুহাস্তরাং ।  
 নির্গত্য শনকৈরাগাদ্ গৃধ্রঃ পৰ্বতসন্নিভঃ ॥ ২৯  
 দৃষ্ট্বা প্রায়োপবেশেন স্থিতান্ বানরপুঙ্গবান্ ।  
 উবাচ শনকৈর্গৃধ্রঃ প্রাপ্তো ভক্ষ্যোহদ্য মে বহুঃ ॥ ৩০  
 একৈকশঃ ক্রমাৎ সৰ্ব্বান্ ভক্ষয়ামি দিনে দিনে ।  
 ঞ্জহা তদ্ গৃধ্রবচনং বানরা ভ'তমানসাঃ ॥ ৩১  
 ভক্ষয়িত্ত্বাতি নঃ সৰ্ব্বানসৌ গৃধ্রো ন সংশয়ঃ ।

অতএব সুগ্রীব তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বান করিয়া আমাদের সকলকে বধ  
 করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সেইহেতু আমি মনে  
 করি, সুগ্রীব কর্তৃক নিহত হওয়া অপেক্ষা এখানে প্রায়োপবেশন  
 করা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে ॥ ২৭

এরূপ নিশ্চয় করিয়া সেখানেই বানরগণ সকলে চারিদিকে  
 দৰ্ভাসন ( কুশাসন ) পাতিয়া মরণের দৃঢ় সঙ্কল্প করত প্রায়োপ-  
 বেশন করিলেন (১) ॥ ২৮

এই সময়ের মধ্যে সেখানে মহেশ্বরপর্বতের (২) গুহাভ্যন্তর

(১) এই প্রায়োপবেশন বিষয়ে মহাবি বাল্মীকি,—

“ভদ্‌বাক্যং বলিপুত্রস্ত বিজ্ঞানং প্রবগৰ্হভাঃ ।  
 উপস্পৃশ্যাদকং সৰ্বৈ প্রাভ্‌মুখাঃ সমুপাবিশন্ ।  
 দক্ষিণাগ্রেষু দৰ্ভেবু কৃত্বা চোত্তরতঃ শিরঃ ।  
 তমেবানুমরিষ্যন্তঃ সৰ্ব্বৈ সংবিবিভক্তৃ'বি ॥”

৪:৫৫:১১-২০

(২) বাল্মীকিরামায়ণে আছে—বিজ্ঞাপর্বতের কন্দর হইতে

“কন্দরাদভিনিষ্ক্রম্য স বিজ্ঞাস্য মহাগিরেঃ ॥” ৪:৫৬:৩

(৩) এই গৃধ্র জটায়ুর কোষ্ঠ ভাঙা সম্প্রতি ; যথা বাল্মীকি-  
 রামায়ণে,—

“উপবিষ্টান্ত তে সৰ্ব্বৈ ভস্মিন্ প্রায়ং ধরাধরে ।

হরয়ো গৃধ্ররাজন্ত তং দেশং সমুপস্থিতঃ ।

সম্প্রাতির্নাম নায়্য তু দীর্ঘজীবী যিকোত্তমঃ ।

জটায়ুযোহগ্রজো ভাঙা প্রখ্যাতবলপৌরুষঃ ॥ ৪:৫৬:১১-২

(৪) এ বিষয়ে আদিকবি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

“বিধিঃ কিম পরে লোকে বিধানেনোপভিষ্ঠতে ।

বরং বরাণাং খাদিষ্যে বানরাণাং যুতং যুতম্ ।

এবমুক্ত্বা তু সম্প্রাভী জানবৈকত বানরান্ ॥ ৪:৫৬:৪-৫

২১

রামকার্গ্যক্ নাম্মাভিঃ কৃতং কিঞ্চিদ্রীশ্বরাঃ ॥ ৩২

সুগ্রীবস্তাপি চ হিতং ন কৃতং স্বাত্মনামপি ।

বৃথানেন বধং প্রাপ্তা গচ্ছামো যমসাদনম্ ॥ ৩৩

অহো জটায়ুর্ধর্মায়া রামস্তার্থে যুতঃ শূদ্রীঃ ।

মোক্ষং প্রাপ ছরাবাপং যোগিনামপ্যরিম্মমঃ ॥ ৩৪

সম্প্রাতিস্ত তদা বাক্যং ঞ্জহা বানরভামিতম্ ।

কে বা যুয়ং মম ভ্রাতৃঃ কর্ণপীযুষসন্নিভম্ ॥ ৩৫

জটায়ুরিতি নামাদ্য ব্যাহরন্তঃ পরস্পরম্ ।

উদ্যতাং বো ভয়ং মা ভূমন্তঃ প্রবগসন্তমাঃ ॥ ৩৬

তম্বাচাঙ্গদঃ শ্রীমাহুখিতো গৃধ্রসন্নিধৌ ।

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মণেন সমস্থিতঃ ॥ ৩৭

হইতে নির্গত হইয়া পর্বততুল্য বিশাল দেহ এক গৃধ্র ( শকুনি )  
 ধীরে ধীরে ভয়ান উপস্থিত হইল ॥ ২৯

প্রায়োপবেশনে অবস্থিত সেই বানরশ্রেষ্ঠগণকে দেখিয়া  
 এই গৃধ্র (৩) ধীরে ধীরে বলিল—আজ আমার বহু (৪) ভক্ষণীয়  
 জীব লাভ হইয়াছে ॥ ৩০

প্রতিদিন এক একটি করিয়া ক্রমে সকলকেই আমি ভোজন  
 করিব। গৃধ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বানরগণ সকলেই  
 মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩১

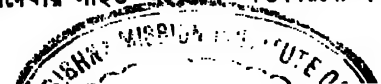
তাহারা তখন ভাবিলেন—( হার। হার। ) এই গৃধ্র নিশ্চয়ই  
 আমাদের সকলকে ভক্ষণ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।  
 কিন্তু হে বানরাজগণ! আমরা কিছুই রামকার্য্য করিতে  
 পারি নাই ॥ ৩২

সুগ্রীবেরও কোনও কার্য্য আমরা পরিপালন করি নাই এবং  
 নিজেরদের হিতকর কার্য্যও কিছু করি নাই। আজ বৃথা এই  
 গৃধ্রের দ্বারা নিহত হইয়া আমরা যমালয়ে গমন করিব ॥ ৩৩

অহো! জটায়ু ধর্ম্মায়া ছিলেন। সেই যুযুতি রামের অত  
 প্রাণ দিয়াছেন, অতএব শত্রুদমন জটায়ু যোগিগণের দুর্লভ যুক্তি-  
 লাভ করিয়াছেন ॥ ৩৪

এদিকে সম্প্রতি বানরকথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 বলিলেন—তোমরা কে? বর্ণের অমৃততুল্য শব্দ ‘জটায়ু’ আমার  
 ভ্রাতার এই নাম আজ তোমরা পরস্পর করিতেছ? বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা বল, আমা হইতে তোমাদের কোনও  
 ভয় নাই ॥ ৩৫-৩৬

তখন শ্রীমান্ অঙ্গদ উখিত হইয়া গৃধ্রের নিকট গমন করত  
 ভাহাকে বলিলেন—দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম লক্ষ্মণের সহিত  
 এবং ভার্য্যা সীতাদেবীর সহিত যহারানে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ





সীতয়া ভার্য্যা সার্ব্বং বিচচার মহাবলৈ ।  
 তস্ত সীতা হ্রতা সাক্ষী রাবণেন দুৰাত্মনা ৩৮  
 যুগয়াং নির্গতে রামে লক্ষ্মণে চ হ্রতা বলাৎ ।  
 রাম রামেতি ক্রোশন্তী শ্রুত্বা গৃধ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৯  
 জটায়ুর্নাম পক্ষীক্সো যুদ্ধং কৃত্বা সুদারুণম্ ।  
 রাবণেন হতো বীরো রাঘবার্থং মহাবলঃ ॥ ৪০  
 রামেণ দক্ষৌ রামস্ত সায়ুজ্যমগমং ক্রণাৎ ।  
 রামঃ সুগ্রীবমাসাদ্য সখ্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ৪১  
 সুগ্রীবচোদিতো হত্বা বালিনং সুহরাসদম্ ।  
 রাজ্যং দদৌ বানরাণাং সুগ্রীবায মহাবলঃ ॥ ৪২  
 সুগ্রীবঃ প্রেময়ামাস সীতয়াঃ পরিমার্গণে ।  
 অস্মান্ বানরবৃন্দান্ বৈ মহাসত্বান্ মহাবলঃ ॥ ৪৩

করিতেছিলেন। তখন দুৰাত্মা রাবণ তাঁহার সতীসাক্ষী ভার্য্যা সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥ ৩৭-৩৮

রাম ও লক্ষ্মণ যুগয়া করিতে বহির্গত হইলে পর রাবণ সবলে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে। সেই সময় 'রাম রাম' এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা সীতাদেবীর সেই আর্তস্বর শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী মহাবল বীর জটায়ুনায়ে পক্ষিরাজ রামের অস্ত নিদারুণ যুদ্ধ করিয়া রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে ॥ ৩৯-৪০ ॥

তারপর রামের দ্বারা বিধি অনুসারে তাহার দাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর জটায়ু তৎক্ষণাৎ রামের সায়ুজ্য যুক্তি লাভ করে। রাম তাহার পর সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া সখ্যস্থাপন করত সুগ্রীবের প্রেরণায় অত্যন্ত দুর্জয় বালীকে বধ করিয়া মহাবল রাম সুগ্রীবকে বানরগণের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন ॥ ৪১-৪২

তদনন্তর মহাবল সুগ্রীব সীতার অন্বেষণ করিতে মহাপরাক্রম-শালী বানরবৃন্দ আনাদিগকে পাঠাইয়াছেন ॥ ৪৩

'এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে, নতুবা তোমাদের প্রাণ হরণ করিব' সুগ্রীবের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এই বনে গহ্বরমধ্যে গমন করি ॥ ৪৪

তখন আমাদের একমাস অভিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা সীতা বা রাবণের কোনও সংবাদই জানিতে পারি নাই। সেই কারণে আমরা মরিবার জন্য লবণসমুদ্রের তীরে প্রারোবেশন করিয়াছি ॥ ৪৫

মাসাদবর্ষাঙ্ক নিবর্ত্তধ্বং নো চেৎ প্রাণান্ হরামি বঃ ।  
 ইত্যাক্ষয়া ভ্রমস্তোহস্মিন্ বনে গহ্বরমধ্যগাঃ ॥ ৪৪  
 গতৌ মাসৌ ন জানীমঃ সীতাং বা রাবণঞ্চ বা ।  
 মর্ত্তুং প্রায়োপবিষ্টাঃ স্তম্ভীরে লবণবারিধিঃ ॥ ৪৫  
 যদি জানাসি হে পক্ষিন্ সীতাং কথয় নঃ শুভাম্ ।  
 অঙ্গদস্ত বচঃ শ্রুত্বা সম্প্রতিহ্রষ্টমানসঃ ॥ ৪৬  
 উবাচ মৎপ্রিয়ো ভ্রাতা জটায়ুঃ প্লবগেশ্বরঃ ।  
 বহুবর্ষমহত্মান্তে ভ্রাতৃবার্ত্তা শ্রুত্বা ময়া ॥ ৪৭  
 বাক্সহায়ং করিষ্যেহহং ভবতাং প্লবগেশ্বরাঃ ।  
 ভ্রাতুঃ সলিলদানায় নয়ধ্বং মাং জলাস্তিকম্ ॥ ৪৮  
 পশ্চাৎ সর্বং শুভং বক্ষ্যে ভবতাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ।  
 তথৈতি নিহ্নাত্তে ভীরং সমুদ্রস্ত বিহঙ্গমম্ ॥ ৪৯

হে পক্ষিন্। যদি তুমি জান, তাহা হইলে মজ্জলময়ী সীতার সংবাদ আনাদিগকে বল। অঙ্গদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্প্রতি হ্রষ্টচিত্ত হইয়া বলিল, — বানরশ্রেষ্ঠগণ। পক্ষিরাজ জটায়ু আমার প্রিয় ভ্রাতা। বহু সহস্র বৎসরের পর আমি সেই ভ্রাতার সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৪৬-৪৭

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ। আমি বাক্যের দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব, কিন্তু প্রথমে আমাকে ভ্রাতা জটায়ুর উদ্দেশে জলাঞ্জলি (১) দানের জন্য অর্থাৎ তর্পণ করিবার জন্য জলের নিকট লইয়া চল ॥ ৪৮

তারপর আমি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত শুভ সংবাদ বলিব। 'তথাস্ত' এই কথা বলিয়া সেই পক্ষিবরকে তাহার সন্মুদ্রের তীরে লইয়া যাইল ॥ ৪৯

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়—প্রথমে সীতার সংবাদ কথন এবং পরে সম্প্রতিভির জলদান,—

“উপারো দৃশ্যতাং কচ্ছিন্নজ্বনে লবণান্তসঃ ।

অধিগম্য চ বৈদেহীং সমুদ্রার্থা ভ্রমিষ্যথ ।

ভবদৃভিনীভমিচ্ছামি আত্মানং বরুণালয়ম্ ।

প্রদাস্তাম্যাদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গভ্য মহাত্মনঃ ।

তে নীত্বা তু সমং দেশং তীরে নদ-মদীপতেঃ ।

নির্দগ্ধপক্ষং সম্প্রতিমবতর্ষ্যাম্য সাগরম্ ।

প্রত্যারোপ্য পুনশ্চাপি প্রত্যারোপ্য কৃতোদকম্ ।

বভূবুর্বানরা হক্টাঃ প্রবৃতিম্পলভ্য তে ॥ ৪৫৮।৫৬-৫৯

মোহপি তৎসলিলে স্নাত্বা ভ্রাতৃদ্বয়ং জলাঞ্জলিন্ ।  
 পুনঃ স্বস্থানমাসাজ্জ স্থিতো নীতো হরীশ্চরৈঃ ।  
 সম্পাতিঃ কথয়ামাস বানরান্ পরিহর্যয়ন্ ॥ ৫০  
 লক্ষা নাম নগর্যাশ্বে ত্রিকূটগিরিমূৰ্ধনি ।  
 ভদ্রাশোকবনে সীতা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥ ৫১  
 সমুদ্রমধ্যে সা লক্ষা শতযোজনদূরতঃ ।  
 দৃশ্যতে মে ন সন্দেহঃ সীতা চ পরিদৃশ্যতে ॥ ৫২  
 গৃহীত্বা দূরদৃষ্টির্মৈ নাত্র সংশয়িতুং ক্ষমম্ ।  
 শতযোজনবিস্তীর্ণঃ সমুদ্রঃ যন্ত লজ্বলয়ঃ ॥ ৫৩  
 স এব জানকীং দৃষ্ট্বা পুনরায়ান্তসি ক্রবম্ ।

সেই পক্ষিগণ সম্পাতিও তখন সেই সমুদ্র-জলে স্নান করিয়া  
 ভ্রাতা জটায়ুকে জলাঞ্জলি প্রদান করত পুনরায় বানরগণ কর্তৃক  
 জানীত হইয়া স্বস্থানে আগমন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল ।  
 তারপর সম্পাতি বানরগণের হর্ষবর্জন করিতে করিতে বলিতে  
 লাগিল ৫০

ত্রিকূট পর্বতের (১) শিখরে লক্ষ্যনামে এক নগরী আছে ।  
 তথায় অশোকবনে রাক্ষসগণের দ্বারা সীতা সুরক্ষিতা  
 রহিয়াছে ॥ ৫১

এস্থান হইতে শতযোজন দূরে সমুদ্রমধ্যে সেই লক্ষ্য নগরী  
 রহিয়াছে,—ইহা আমি দেখিতেছি এবং তথায় সীতাও রহিয়াছে  
 (২) দেখিতে পাইতেছি । এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই ।  
 আমি গৃহ বলিয়া আমার দূরদৃষ্টি আছে, অতএব এবিষয়ে  
 ভোমরা কোনও সংশয় করিও না । যিনি শতযোজনবিস্তৃত  
 সমুদ্রলঙ্ঘন করিতে পারিবেন, তিনিই লক্ষ্য গিয়া জানকীকে  
 দর্শন করত নিশ্চয় পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন । আমি  
 একাকীই সেই ভ্রাতৃহস্তা দুরাশ্য রাবণকে বধ করিতে উৎসাহিত  
 হইলে কি হইবে? আমি যে পক্ষীন; সুতরাং আমার  
 কোনও সামর্থ্য নাই ॥ ৫২-৫৩

অতএব ভোমরা অভিশপ্ত বটসহকারে নদীপতি সমুদ্রকে  
 লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হও । তাহারপর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম রাক্ষস-  
 রাজ রাবণকে বধ করিবেন ॥ ৫৫

উপস্থিত ভোমাদের সকলের মধ্যে কোন্ বানর শতযোজন-

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে কিক্কিঙ্কাকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অহমেব দুরাশ্যানং রাবণং হন্তুম্ সংহে ।  
 ভ্রাতৃহস্তারমেকাকী কিস্ত পক্ষবিবজ্জিতঃ ॥ ৫৪  
 যতধ্বমতিষত্বেন লজ্জিতং সরিতা স্পতিম্ ।  
 ততো হস্তা রঘুশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫৫  
 উল্লভ্য সিদ্ধুং শতযোজনায়তং

লক্ষ্যং প্রবিষ্ট্য বিদেহকণ্ঠকাম্ ।

দৃষ্ট্বা সমাভ্যাজ্য চ বারিধিং পুন-

স্তর্জুং সমর্থঃ কতমো বিচার্যতাম্

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

কিক্কিঙ্কাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭

বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন, লক্ষ্য প্রবেশ, বিদেহরাজকণ্ঠ সীতাকে  
 দর্শন এবং তাহার সহিত যথোপযুক্ত আলাপ করিয়া পুনরায়  
 এই সমুদ্রকে লঙ্ঘন করিয়া আসিতে পারিবে, তাহা বিচার  
 করিয়া স্থির কর ॥ ৫৬

(১) 'ত্রিকূট পর্বতের শিখরে' ইহা অগ্নিপূরণেও আছে,—  
 “শতযোজনবিস্তীর্ণে লবণাক্তে ত্রিকূটকে” ॥ ৮।১৬

বাঙ্গালীকিরামায়ণেও ইহার সমর্থন আছে,—

তত্র ত্রিকূটশিখরে রক্ষিতাং রাবণেন বাম্ ।

লক্ষ্যং দ্রক্ষ্যত্ব দুর্জয়ং নিহিতা যত্র মৈথিলী ॥” ৪ ৬।১৭

(২) সীতার অবস্থান প্রসঙ্গে মহামুনি বাঙ্গালীকি,—

“পুত্রো বিশ্ববসঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৈশ্রবণশ্চ চ ।

অধ্যাত্মে নগরীং লক্ষ্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।

ইতো দ্বীপঃ সমুদ্রস্ত সমগ্রে শতযোজনে ।

ভস্মিল্লক্ষ্মীপূরী রম্যা নিমিত্তা বিশ্বকর্ষণা ।

ভস্মাং বসতি বৈদেহী দীন্য কৌবেল্যবাসিনী ।

রাবণান্তঃপূরে ক্রদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥”

৬।৫৮।২৩-২৫

বাঙ্গালীকিরামায়ণেও এরূপ বর্ণনা আছে,—

“উহমোহপি পশ্যামি রাবণং তাক মৈথিলীম্ ।

অস্মাকং হৃতিসৌপর্ণং দিব্যং চক্ষুর্বলং মহৎ ।

ভস্মাহারলোভেন নিসর্গেণ চ বানরাঃ ।

আ যোজনশতাং সাগ্রাং পশ্যামো বরমামিষম্ ॥”

৬।৫৮।৩৩-৩৪

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

( সম্পাদিতোত্তরবৃত্তান্তবর্ণনম্, সমুদ্রলঙ্ঘনায় বানরৈভ্য উৎসাহদানঞ্চ । )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ তে কোতুকাবিষ্টাঃ সম্পাতিঃ সর্ববানরাঃ ।

পপ্রচ্ছূর্ভগবন্ ক্রহি স্বমুদন্তং হ্রমাদিতঃ ॥ ১

সম্পাতিঃ কথয়ামাস স্ববৃত্তান্তং পুরাকৃতম্ ।

অহং পুরা জটায়ুশ্চ ভ্রাতরৌ রূঢ়যৌবনৌ ॥ ২

বলেন দর্পিতাবাবাং বলজিজ্ঞাসয়া খগৌ ।

সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তং গন্তুমুৎপত্তিতৌ মদাং ॥ ৩

বহুযোজনসাহস্রং গন্তৌ তত্র প্রতাপিতঃ ।

### অষ্টম অধ্যায় ।

[ সম্পাতির আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন এবং বানরগণকে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে উৎসাহ দান । ]

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবি । অনন্তর সমস্ত বানরগণ কোতুহলবশতঃ সম্পাতিকে জিজ্ঞাসা (১) করিল,—ভগবন্ । আপনি নিজ বৃত্তান্ত আদি হইতে সব কিছু আমাদিগকে বলুন । ১

তখন সম্পাতি নিজের পূর্ব্বখণ্ডিত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল । পূর্ব্বক আমি ও জটায়ু—এই দুই ভ্রাতা যখন যৌবন প্রাপ্ত হইরাছিলাম, তখন আমরা উভয়ে বলদর্পে দগ্ধ হইরা নিজের বল (২) জানিবার বাসনায় আকাশে উড়িতে লাগিলাম ।

(১) বাল্মীকিরামায়ণে সম্পাতিকে বানরগণের জিজ্ঞাসা, এরূপ প্রশ্ন নাই, তথায় সীতার সংবাদ বর্ণনপ্রসঙ্গে স্ববৃত্তান্ত সম্পাতি নিজেই বলিয়াছে,—

“ভভঃ কৃভোদকং দ্রাতং তং গৃধ্রং হরিযুথপাঃ ।

উপবিষ্টং গিরিতটে পরিবার্য্যোপতস্থিরে ।

ভভোহঙ্গদযুগসীনং নিশম্য হরিভিবুৰ্ভতম্ ।

জনিতপ্রত্যয়ৌ হর্ষাং সম্পাতিঃ পুনরববীৎ ।

কৃত্বা নিঃশব্দমেকাগ্রাঃ শূণ্ডত প্রবগর্ঘভাঃ ।

তথ্যং সঙ্কীৰ্ত্তয়িষ্যামি যেন জানামি মৈথিলীম্ ॥”

৪১১১১-৩

(২) বাল্মীকিরামায়ণে গতিজিজ্ঞাসা বর্ণিত আছে,—

“অহংকৈব জটায়ুশ্চ সংহৃষ্টৌ হর্ষমোহিতৌ ।

বীৰ্য্যাহুৎপত্তিতৌ বেগাজিজ্ঞাসন্তৌ পরাং গতিম্ ॥”

৪১৬০৬

জটায়ুশ্চ পরিভ্রাতুং পঠৈকরাচ্ছাত্ত মোহতঃ ॥৪

স্থিতোহহং রশ্মিভির্দক্ষপক্ষৌহস্মিন্ বিক্ষ্যমূর্ধনি ।

পত্তিতো দূরপতনামুচ্ছিতোহহং কপীশ্বরাঃ ॥৫

দিনত্রয়াং পুনঃ প্রাণমহিতৌ দক্ষপক্ষকঃ ।

দেশং বা গিরিকূটান্ বা ন জানে ভ্রাস্তমানসঃ ॥ ৬

শনৈরুন্মীল্য নয়নে দৃষ্টৌ ভ্রাতৃশ্রমং শুভম্ ।

শনৈঃ শনৈরাশ্রমস্ত সমীপং গতবানহম্ ॥ ৭

অহঙ্কারবশতঃ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত বাইবার জন্ত উড়িতে উড়িতে উর্দ্ধদিকে গমন করিতে লাগিলাম । ২-৩

ভারপর বহু সহস্র যোজন পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইলে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে সতাপিত হইরা জটায়ু মুচ্ছিত হয় । তাহাকে সেই মুচ্ছা হইতে রক্ষা (৩) করিবার জন্ত আমি নিজ পক্ষসমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করি ; কিন্তু সূর্য্যের প্রখর কিরণসমূহে আমার পক্ষসকল দগ্ধ হইরা বাইল এবং আমি এই পর্ব্বতের শিখরে পতিত হই । বানরগাজগণ ! দূর হইতে পতিত হওয়ার আমিও মুচ্ছিত হইলাম । ৪-৫

তিন দিনের (৪) পর পুনরায় যখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, তখন দেখি যে, আমার প্রাণ আছে বটে, কিন্তু পক্ষসকল দগ্ধ হইরা গিয়াছে । এই সময় পক্ষদাহের যন্ত্রণায় আমার মন উদ্ভ্রান্ত হইরা পড়িল, সেইহেতু আমি কোনও দেশে পতিত হইরাছি কিংবা পর্ব্বতশিখরে পতিত হইরাছি, তাহা বুঝিতে পারি নাই । ৬

ভারপর ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তথায় এক মুন্সর আশ্রম দর্শন করত ক্রমে ক্রমে আমি সেই আশ্রমের নিকট গমন করিলাম । ৭

(৩) জটায়ুকে রক্ষা করিবার বিষয় বাল্মীকিরামায়ণেও আছে,—

“পক্ষাভ্যাক ময়া ওপৌ জটায়ূর্ন ব্যদহত ।

যচ্চাহং ভূশনির্দেহোহপত্যং বায়ুপথাচ্ছাত্তঃ ॥” ৪১৬০১০

(৪) বাল্মীকিরামায়ণে আছে—হর রাজার পর সম্পাতির সংজ্ঞা লাভ হয়,—

“লকসংজ্ঞস্ত যত্-ব্রাতাং সক্রজো বিহ্বলশ্রিব ।

বীক্ষমাণো দিশঃ সর্বা নাভিজানামি ভবন্তঃ ॥” ৪১৬১৫

চন্দ্রমা নাম মুনীরাড, দৃষ্টা মাং বিশ্বিতোহভবৎ ।  
 সম্পাতে কিমিদং তেহন্ত বিক্লপং কেন বা কৃতম্ ॥ ৮  
 জানামি ভ্রামহং পূর্বমভ্যাস্তং বলবানসি ।  
 দক্ষৌ কিমর্থং তে পক্ষৌ কথ্যতাং যদি মন্তাসে ॥ ৯  
 ততঃ স্বচেষ্টিতং সর্বং কথয়িত্বাভিহুঃখিতঃ ।  
 অক্রবং মুনিশার্দূলং দত্তেহং দাববহিমা ॥ ১০  
 কথং ধারয়িত্বং শক্তো বিপক্ষো জীবিতং প্রভো ।  
 ইত্যাশ্বতোহথ মুনীর্বাণ্য মাং দয়াত্ৰ'বিলোচনঃ ॥ ১১  
 শৃণু বৎস বচো মেহন্ত শ্রদ্ধা কুরু যথেষ্টতম ।  
 দেহমূলমিদং দুঃখং দেহঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১২  
 কৰ্ম্ম প্রবর্ততে দেহেহহংবুদ্ধ্যা পুরুষশ্চ হি ।  
 অহঙ্কারশ্চনাতিঃ শাদবিত্যাসম্ভবো জড়ঃ ॥ ১৩

সেই স্থানে চন্দ্রমা (১) নামে এক মুনীরাজ আমাকে দেখিয়া  
 বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—সম্পাতে। এ কি? তোমাকে  
 এইভাবে বিক্লপ কে করিয়াছে? ৮

আমি তোমাকে পূর্ব হইতেই জানি যে, তুমি অত্যন্ত  
 বলবান, তথাপি তোমার পক্ষদাহ কিজন্ত হইল? যদি ইহা  
 বলিবার যোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে উহা আমাকে বল ॥ ৯

তদনন্তর সেই মুনীরকে আমার নিজের সমস্ত কৰ্ম্মোদ্যোগ  
 বলিয়া অভিমান হুঃখিত হইলাম। তারপর মুনীরকে  
 বলিলাম—দাবাশ্রিত্য দ্বারা আমি দগ্ধ হইতেছি। ১০

প্রভো। আমি পক্ষহীন হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ  
 করিব? এই কথা মুনিকে বলিলে পর তিনি আমাকে দেখিয়া  
 দয়াবশতঃ অশ্রুবিগলিত নয়নে বলিলেন,—বৎস। অদ্য আমার  
 বাক্য শ্রবণ কর। আমার কথা শ্রবণ করিয়া বাহা ইচ্ছা হয়,  
 তাহাই করিও। জগতের সমস্ত দুঃখের মূল হইল দেহ, সেই  
 দেহ নিজ নিজ কৰ্ম্মসমূহের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ১১-১২

মাদৃশের অহংবুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ অহঙ্কারবশতই দেহে কৰ্ম্ম  
 প্রবর্তিত হইতেছে। সেই অহঙ্কার অবিদ্যা (মায়ী) হইতে  
 উৎপন্ন হয় এবং ধারাবাহিক বলিয়া এই অহঙ্কার অনাদি ও  
 মারাজন্ত বলিয়া জড়। ১৩

যেদ্রুপ জড় লৌহপিণ্ড অগ্নির দ্বারা তপ্ত হইয়া গলিয়া যায়  
 এবং অগ্নিবৎ দাহযুক্ত হয়, সেই অবস্থার কোন ভাবেই তাহা

(১) বাস্কীকিরামায়ণে ঋষির নাম বলা হইয়াছে,—‘নিশাকর’  
 কবিনিশাকরো নাম ভগ্নিরদ্রুপ্রভপা অজুং ।” ৪৫৯। ৮।

চিচ্ছায়য়া সদা যুক্তস্তপ্তায়ঃ শিশুবৎ সদা ।  
 তেন দেহশ্চ তাদাত্মাদেহশ্চেতনবান্ ভবেৎ ॥ ১৪  
 দেহোহহমিতি বুদ্ধিঃ শ্রাদাত্মানোহন্তত্বতের্বলাৎ ।  
 তন্মূল এষ সংসারঃ স্মৃগুঃখাদিসাধকঃ ॥ ১৫  
 আত্মানো নিবিকারশ্চ মিথ্যাভাদাত্মাতঃ সদা ।  
 দেহোহহং কৰ্ম্মকর্ত্ত্বাহমিতি সঙ্কল্পা সর্বদা ॥ ১৬  
 জীবঃ করোতি কৰ্ম্মাণি তৎফলৈর্বধ্যাত্তেহবশঃ ।  
 উর্দ্ধাধো ভ্রমতে নিত্যং পাপপুণ্যাশ্রকঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭  
 কৃতং মায়াধিকং পুণ্যং যজ্ঞদানাদি নিশ্চিতম্ ।  
 স্বর্গং গতা স্মৃগুং ভোক্ষ্য ইতি সঙ্কল্পবান্ ভবেৎ ॥ ১৮  
 তথৈবাধ্যাসতন্তত্র চিরং ভুক্তা স্মৃগুং মহৎ ।  
 ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যক্ষীগনিচ্ছন কৰ্ম্মচৌদিতঃ ॥ ১৯

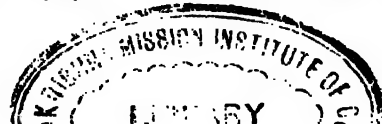
হইতে অগ্নিকে পৃথক্ করা যায় না, সেইরূপ এই অহঙ্কারও চিৎ  
 অর্থাৎ চৈতন্যের ছায়ার—চিদাভাসের দ্বারা আবৃত আছে;  
 তাহার সহিত দেহের তাদাত্মা সম্বন্ধ অর্থাৎ ঐক্য থাকিলে দেহ  
 জড় হইলেও চেতনবান্ অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত হয়। ১৪

অতএব এই অহঙ্কার সম্বন্ধবলেই আত্মার ‘আমি দেহ’ একরূপ  
 বুদ্ধি (জ্ঞান) হয়। (অন্তর্ধার দেহ আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্,  
 কেবল এই অহঙ্কারই সবলে দেহে আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন করে।)  
 সুতরাং স্মৃগু-দুঃখাদিসাধক এই দৃশ্যমান সংসার দেহ ও অহঙ্কার-  
 মূলক। ১৫

যদিও আত্মা নিবিকার, তথাপি দেহাদি সবিকার পদার্থের  
 সহিত সদা মিথ্যা ঐক্যবশতঃ ‘আমি কৰ্ম্মকর্ত্ত্বা’ ইত্যাদি সর্বদা  
 সঙ্কল্প করিয়া জীব নানাবিধ কৰ্ম্ম করে এবং সেই কৃত কৰ্ম্ম-  
 সমূহের ফলের দ্বারা অবশভাবে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই অবস্থার  
 সেই জীব স্বয়ং যদি পাপী হয়, তাহা হইলে অধোগতি এবং  
 যদি পুণ্যবান্ হয়, তবে উর্দ্ধগতি লাভ করে—এইভাবে জীব  
 সদা ঘুরিতে থাকে। ১৬-১৭

‘আমি যজ্ঞ-দানাদি অধিক পুণ্য কৰ্ম্ম করিয়াছি, অতএব  
 আমি স্বর্গে গিয়া নিশ্চয় সুখভোগ করিব’,—এরূপ মনে মনে  
 সঙ্কল্প করিয়া যে পুণ্য করে, সেই জীব স্বর্গে গিয়া সুখ ভোগ  
 করে। ১৮

এইরূপে দেহাদিতে আত্মদ্বারোপ কিংবা আত্মার কর্ত্ত্বা-  
 রোপ করিয়া জীব বহু পুণ্য কৰ্ম্ম করত স্বর্গে গিয়া দীর্ঘকাল  
 উত্তম সুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাইলে ইচ্ছা না  
 থাকিলেও কৰ্ম্মের প্রবল প্রেরণায় পুনরায় অবঃপতিত হয়। ১৯



পতিত্বা মণ্ডলে চেদোন্ততো নীহারসংযুতঃ ।

ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ ॥ ২০

ভূত্বা চতুর্বিধঃ ভোজ্যং পুরুষৈর্ভূজ্যতে ততঃ ।

রেতো ভূত্বা পুনন্তেন ঋতৌ জীবোনিসিদ্ধিতঃ ॥ ২১

যোনিরন্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্ ।

দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা জাটুহমাণুয়াৎ ॥ ২২

(জীব কিতাবে স্বর্গ হইতে পতিত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে।) কণপুণ্য জীব প্রথমে চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হইয়া তথায় নীহারের (চন্দ্ররশ্মির) সহিত সংযোগ, এইভাবে চন্দ্র-কিরণের সহিত মিলিত হইয়া ভূতলে পতন। এই ভূতলে ব্রীহি-ধাতাদিরূপে বহুকাল অবস্থান করিবার পর 'চর্য্য, চোষ, লেছ ও পের' এই চতুর্বিধ ভোজ্যের অন্ততমরূপে পরিণত হইলে পুরুষ সেই ভোজ্যকে ভক্ষণ করে। তারপর সেই ভক্ষিত ভোজ্য পুরুষের মধ্যে বীৰ্য্যরূপে পরিণত হয়। [“পৃথিব্যা ওষধির্জাতা ওষধেরসম্বেষ চ। উন্মাদ্ ভবেৎ তদা দেবি রেতঃ সর্ব্বসুখা-বহম্।”] পুরুষ ঋতুকালে সেই বীৰ্য্য পুনরায় জীবোনিতে নিক্ষেপ করে (ঋতুকালে জীগমনের বিষয় বখা,— “রজস্বলা চ য়া নারী বিগুহা পঞ্চমে দিনে। পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে। ভগ-লিঙ্গসমযোগোন্মৈথুনং স্যাদ্ তদা তরোঃ। ক্ষরতে চ তদা রেতঃ প্রাপাপানবিসংশ্রিতম্।”) ২০-২১

• জননরহস্য সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। এখানে কিছু উদ্ধৃত করা হইল—“কললং চৈকরাজ্যেণ পঞ্চরাজ্যেণ বৃদ্বদম্। শোণিতং দশরাজ্যেণ মাংসপেশী চতুর্দশে। ঘনমাংসক পিংশাহে পিত্তভাবোপগতম্। পঞ্চবিংশতিপূর্ণাহে পলং সর্কাকুরায়তে। একমাসে তু সম্পূর্ণে পঞ্চ ভূতানি ধারয়েৎ। মা ষ্মৈ তু সম্প্রাপ্তে শিরোভেদঃ প্রজায়তে। মজ্জাহি চ ত্রিভির্মাসৈঃ কেশাঙ্গুলা-শ্চতুর্থকে। কর্ণাক্ষি-নাসিকানাঞ্চ রজ্জ্বং মাসে তু পঞ্চমে। আশ্ব-রজ্জ্বদরং ষষ্ঠে পায়ুঃশ্লক সপ্তমে। সর্কান্নসদ্বিসম্পূর্ণং মাসৈরষ্টভিরায়তে।” ইতি রাঘবভট্টঃ।

“দ্রবত্বং প্রথমে মাসে কললাখ্যং প্রজায়তে। দ্বিতীয়ে তু ঘনঃ পিত্তঃ পেশী বড়্ঘনমবৃদ্ধম্। পুং-স্ত্রী-নপুংসকানাঙ্ক প্রায়োহবহাঃ ক্রমাদিকাঃ। তৃতীয়ে তদ্বারাঃ পঞ্চ করাজি-শিরসো মতাঃ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গভাগাশ্চ সূক্ষ্মাঃ স্যুর্গগণং তদা। বিহার অঙ্গ-দন্তাদীন জন্মানন্তরসম্ভবান্। একা প্রকৃতিরজা তু বিকৃতিঃ সম্ভবতাম্। চতুর্থে ব্যক্ততা ভেদাং ভাবানামপি জায়তে। মাতৃজকাস্ত হৃদয়ং বিষয়ানতিক্রান্তি। অভো

তৎপুনঃ পঞ্চরাজ্যেণ বৃদ্বদাকারতামিয়াৎ।

সপ্তরাজ্যেণ তদপি মাংসপেশীভ্যম্পুয়াৎ ॥ ২৩

পঞ্চরাজ্যেণ সা পেশী রুধিরেণ পরিপ্লুতা।

তস্তা এবাকুরোৎপত্তিঃ পঞ্চবিংশতিরাজিষু ॥ ২৪

গ্রীবা শিরশ্চ ঋদ্ধশ্চ পৃষ্ঠবংশস্তথোদরম্।

পঞ্চধাত্বানি চৈকৈকং জায়ন্তে মাসতঃ ক্রমাৎ ॥ ২৫

জীবোনিতে সিত্ত সেই বীৰ্য্য যোনিরন্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া জরায়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় এবং একদিনের মধ্যেই সেই শুক্র-শোণিত মিশ্রিত বস্তু 'কলল' হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। ২২

তাহা আবার পঞ্চ রাজ্যের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চদিনে বৃদ্বদাকার হয় এবং সাত দিনে তাহা মাংসপেশীতে (মাংসপিত্তে) পরিণত হইয়া যায়। ২৩

অনন্তর এক পঞ্চকালে সেই মাংসপেশী রুধিরে পরিপ্লুত হয়। পঞ্চবিংশতি দিনে সেই রুধিরাপ্লুত মাংসপেশী হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন। ২৪

এক মাসে গ্রীবা মস্তক, ঋদ্ধ, পৃষ্ঠবংশ ও উদর—এই পঞ্চবিধ অঙ্গ ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ—এই সকল অঙ্গ ক্রমে ক্রমে এক একটি করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৫

মাতৃর্মনোহভীষ্টং কুর্যাদ্ গর্ভবিবৃদয়ে।”

• • • • •  
প্রবৃদ্ধং (বৃদ্ধং) পঞ্চমে পিত্তং (পিত্ত-) মাংস-শোণিত পুষ্টিত। ষষ্ঠেহস্থি-স্নায়ু-নখর-কেশ-রোম-বিবিক্ততা।”

বলবধৌ চোপচিতৌ সপ্তমে তদ্ব্যপূর্ণতা। অষ্টমে তৃক্-শ্লকী স্তাভামোজন্তেজশ্চ হৃদভবম্।”

ইতি যোগার্গনে শারদভিলকটীকাস্থাং রঘবভট্টঃ।

“কললং চৈকরাজ্যেণ বৃদ্বদং পঞ্চমে দিনে। শোণিতং দশরাজ্যেণ মাংসপিত্তং চতুর্দশে। মাসৈকেহপি সম্পূর্ণে মাংস-পিত্তোহঙ্কুরায়তে।”

• • • • •  
মাসষরে তু সম্পূর্ণে মেদস্তত্র প্রজায়তে। মজ্জাহীনি ত্রিভি-র্মাসৈঃ কেশাঙ্গু-চ চতুর্ধরে। কর্ণাক্ষি-নাসিকা-বক্ত্রং কঠো-দরঞ্চ পঞ্চমে। ষষ্ঠে মুখং তথা পাদৌ সর্কাজানি চ সপ্তমে। সন্ধিঃ সম্পূর্ণতাং যতি অষ্টমে মাসি বৈ ততঃ।

ইতি শান্তানন্দভট্টমণিঃ।

পাণিপাদৌ তদা পার্শ্বঃ কোটির্জামুত্তথৈব চ ।  
 মাসদ্বয়াৎ প্রজায়ন্তে ক্রমেনৈব ন চাশ্রথা ॥ ২৬  
 ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে অজ্ঞানাতঃ সক্ষয়ঃ ক্রমাৎ ।  
 সর্বজ্ঞান্যঃ প্রজায়ন্তে ক্রমান্বাসচতুষ্ঠয়েঃ ॥ ২৭  
 নাসা কর্ণৌ চ নেত্রৌ চ জায়ন্তে পঞ্চমাসতঃ ।  
 দন্তপঙ্ক্তিনখা গুহ্যং পঞ্চমে জায়তে তথা ॥ ২৮  
 অর্ধবাক্ষ্যমাসতশ্ছিত্রং কর্ণয়োর্ভবতি ক্ষুটম্ ।  
 পায়ুর্মেদ্রমুপস্থঞ্চ নাভিচাপি ভবেম্গম্য ॥ ২৯  
 সপ্তমে মাসি রোমাণি শিরঃ কেশান্তথৈব চ ।  
 বিভক্তাবয়ববৃঞ্চ সর্বং সম্পত্ততেহষ্টমে ॥ ৩০  
 ঋঠরে বর্দ্ধতে গর্ভঃ স্ত্রিয়া এবং বিহঙ্গমাঃ ।  
 পঞ্চমে মাসি চৈতন্ত্য জীবঃ প্রাপ্নোতি সর্বশঃ ॥ ৩১  
 নাভিসূত্রান্নরাক্ষস মাভূক্তান্নসারতঃ ।  
 বর্দ্ধতে গর্ভগঃ পিণ্ডো ন ত্রিয়তে স্বকর্মতঃ ॥ ৩২  
 স্ত্রী সর্বানি জন্মানি পূর্বকর্ম্মণি সর্বশঃ ।

তদনন্তর দুইমাসে হস্ত, পদ, পার্শ্ব, কটিদেশ জন্ম—এই সকল অঙ্গ ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হয়, ইহার অন্তথা হয় না ॥ ২৬  
 তিন মাসে অঙ্গসমূহের সন্ধিসকল ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় ।  
 আর চার মাসে ক্রমান্বসারে সমস্ত অঙ্গুলি উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ২৭

পাঁচ মাসে নাসিকদ্বয়, কর্ণদ্বয় এবং নেত্রদ্বয় উৎপন্ন হয় ।  
 এই পাঁচ মাসেই দন্তশ্রেণী, নখ ও গুহ্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৮

মনু্যগণের ছয় মাসের মধ্যে দুই কর্ণের দ্বিগুণ স্পষ্ট হইয়া থাকে এবং পায়ু ( শুদ ), মেট্র ( লিঙ্গ ), উপস্থ ( বোনি ) ও নাভি হইয়া থাকে ॥ ২৯

সাত মাসে লোমশ্রেণী, মস্তক, কেশ এবং অষ্টম মাসে অবয়বসমূহের বিভাগ হইয়া থাকে ॥ ৩০

বিহঙ্গমগণ । এইভাবে রমণীর উদরে গর্ভ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । জীব পঞ্চম মাসে সর্বপ্রকার চৈতন্ত লাভ করে ॥ ৩১

মাতা যাহা ভোজন করেন, সেই ভুক্ত অন্নের সারাংশ নাভিসূত্রের অতি সূক্ষ্ম দ্বিগুণ দ্বারা গর্ভস্থিত শিশুর উদরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, ইহাতেই যে বর্দ্ধিত হয় । তখন সে নিজ কর্ণ-বলেই যত্ন বরণ করে না ॥ ৩২

সেই সময় মাভূগর্ভস্থিত এই শিশু সমস্ত জন্ম ও পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া এবং মাতার উদরানলে সত্তপ্ত হইয়া এই কথা বলিতে থাকে ॥ ৩৩

ঋঠরানলভপ্তোহয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩  
 নানায়োনিসহস্রৈশ্চ জায়মানোহহুভূতবান্ ।  
 পুত্রদারাদিসম্বন্ধং কোটিশঃ পশুবাঙ্কবান্ ॥ ৩৪  
 কুটুম্বভরণাসক্ত্যা শ্রীয়াশ্রীয়ের্ধনার্জনম্ ।  
 কৃতং নাকরবং বিক্ষুচিস্ত্যং স্বপ্নেহপি হর্ভগঃ ॥ ৩৫  
 ইদানীং তৎফলং ভূজে গর্ভস্থঃখং মহত্তরম্ ।  
 অশাশ্বতে শাস্বতবদ্রেহে তৃক্ষাসমম্বিতঃ ॥ ৩৬  
 অকার্য্যাণ্যেব কৃতবান্ ন কৃতং হিতমাত্মনঃ ।  
 ইত্যেবং বহুধা দুঃখমহুভূয় স্বকর্ম্মতঃ ॥ ৩৭  
 কদা নিক্রমণং মে শ্রাদ্ গর্ভান্নিরয়সন্নিভাৎ ।  
 ইত উর্দ্ধং নিত্যমহং বিক্ষুসেবামুপুঞ্জয়ে ॥ ৩৮  
 ইত্যাদি চিস্তয়ন্ জীবো যোনিযন্তপ্রীড়িতঃ ।  
 জায়মানোহতিদুঃখেন নরকাৎ পাতকী যথা ॥ ৩৯  
 পুত্রিভ্রণান্নিপতিতঃ কুমিরেয ইবাপরঃ ।  
 ততো বালাদিদুঃখানি সর্ব এবং বিভূঞ্জতে ॥ ৪০

নানা সহস্র যোনিতে উৎপন্ন হইয়া কোটি কোটি বার পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধ, গবাদি পশুসম্পৎ এবং ঋকু-বাঙ্কব লাভ করিয়াছি অর্থাৎ—এই সব কিছুই আমি অনুভব করিয়াছি ॥ ৩৪

কুটুম্ব, আশ্রয় স্বজনগণের ভরণ-পোষণে আসক্ত থাকিয়া ভায়-অভায় কোন কিছুই বিচার না করিয়া কেবল ধনোপার্জন করিয়াছি । হায় ! আমি এমনই হর্ভাগা যে, স্বপ্নেও কখনও বিক্ষু চিন্তা করি নাই ॥ ৩৫-৩৬

সেই কারণে আমি এখন তাহারই কালরূপ এই গুরুতর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । অশাশ্বত অর্থাৎ নশ্বর দেহকে শাস্বত অর্থাৎ ক্ষরোদয়রহিত নিত্য ভাবিয়া বিষয়ভূক্ষার বশীভূত হইয়া কেবল বহু অকার্য্যই করিয়াছি । নিজের হিতকর কর্ম্ম কিছুই করি নাই । এইভাবে স্বীয় কর্ম্মানুসারে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিয়াই চলিয়াছি ; সুতরাং কিভাবে আমার এই নরকতুল্যগর্ভ হইতে নিক্রমণ হইবে ? ইহার পর আমি প্রত্যহ বিক্ষু সেবাই করিব ॥ ৩৭-৩৮

জীব এই সব নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে যোনিযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়া নরক হইতে পাপীর ভায় নরকতুল্য গর্ভ হইতে অভিশর দুঃখে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ৩৯

দুর্গন্ধময় রূপ হইতে পতিত অল্প কুমির ভায় সেই জীব মাভূগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হয়, তদনন্তর বালাদি কালোৎপন্ন নানাবিধ দুঃখসমূহ সমস্ত জীবই এইভাবে ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪০

ত্বয়া চৈবাহুভূতানি সৰ্ব্বত্র বিদিতানি চ ।  
 ন বর্ণিতানি মে গুপ্ত যৌবনাদিবু সৰ্ব্বতঃ ॥ ৪১  
 এবং দেহোহহমিত্যাদ্যাসামিরয়াদিকম্ ।  
 গৰ্ভবাসাদিহুঃখানি ভবন্ত্যভিনিবেশতঃ ॥ ৪২  
 তস্মাদ্বেহদ্বয়াদম্যমাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ।  
 জ্ঞাত্বা দেহাদিমমতাং ত্যক্ত্বাঅজ্ঞানবান্ তবেৎ ॥ ৪৩  
 জ্ঞাত্বাদিবিদিশ্মুক্তং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্ ।  
 শুদ্ধং বুদ্ধং তদা শাস্তমাত্মানমবধারয়েৎ ॥ ৪৪  
 চিদায়নি পরিস্কৃত্যে নষ্টে মোহেহজ্ঞসম্ভবে ।  
 দেহঃ পততু বারুককৰ্ম্মবেগেন তিষ্ঠতু ॥ ৪৫  
 যোগিনো ন হি হুঃখং বা সুখং বা জ্ঞানসম্ভবম্ ।  
 তস্মাদ্বেহেন সহিতো যাবৎ প্রারক্সংক্ষয়ঃ ॥ ৪৬

গুপ্ত। ভূমিও বাল্যাদি দুঃখসমূহ অনুভব করিয়াছে এবং  
 এই সব দুঃখ সৰ্ব্বত্র সকলেই জানে। যৌবনাদিতে যে সব দুঃখ  
 সকলে পায়, আমি আর সে সব বর্ণনা করিলাম না ॥ ৪১

এইভাবে ‘আমি দেহ’ এই ভ্রম জ্ঞানসম্ভূত অভিনিবেশ-  
 বশতই নরকাদি ভোগ এবং গৰ্ভবাসাদি দুঃখসমূহ লাভ হইয়া  
 থাকে ॥ ৪২

সেইহেতু জীব আত্মাকে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ হইতে পৃথক্  
 এবং প্রকৃতি হইতে পর ( ভিন্ন ) জানিয়া দেহাদিতে মমতা  
 পরিভ্যাগ করত আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট হইবে ॥ ৪৩

জ্ঞাত্বা, যত্ন ও সুস্থিতি—এই অবস্থাত্মর বঞ্চিত ; সত্য, জ্ঞান  
 ও আনন্দরূপ, শুদ্ধ ( মায়াদোষশূন্য ), বুদ্ধ ( বোধরূপ—  
 চৈতন্যময় ) এবং শান্ত আত্মাকে সেই সময় বিচার বুদ্ধি দ্বারা  
 পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৪৪

এই চৈতন্যময় আত্মা পরিজ্ঞাত হইলে যখন অবিদ্যাসম্ভূত  
 মোহ নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন প্রারক্স কৰ্ম্মফলে দেহ থাক বা  
 থাক, যোগীর কোনও অবস্থাতেই অজ্ঞানসম্ভূত দুঃখ কিংবা  
 সুখ হয় না। সেইজন্য সৰ্প রেক্ষণ নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্বায়  
 কঙ্কক ( খোলস ) ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যতকাল না  
 প্রারক্স ক্ষয় হয়, ততকাল ভূমি এই দেহের সহিত সুখে অবস্থান  
 কর। পক্ষিন্ ! আমি অজ্ঞ এক উত্তম হিত কথা বলিব, ভূমি  
 তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫-৪৬

তাবৎ তিষ্ঠ স্মৃথেন ত্বং ধৃতকঙ্ককসৰ্পবৎ ।  
 অজ্ঞদ বক্ষ্যামি তে পক্ষিন্ শৃণু মে পরমং হিতম্ ॥ ৪৭  
 ত্রেতাযুগে দাশরথিভূত্বা নারায়ণোহব্যয়ঃ ।  
 রাবণস্ত বধার্থায় দণ্ডকানাগমিষ্ঠ্যতি ॥ ৪৮  
 সীতয়া ভাৰ্য্যা সার্ব্ধং লক্ষ্মণেন সমধিতঃ ।  
 তত্রাশ্রমে জনকজ্ঞাং ভ্রাতৃত্বাং রহিতে বনে ॥ ৪৯  
 রাবণশ্চোরবদ্বীত্বা লঙ্কায়ং স্থাপয়িষ্ঠ্যতি ।  
 তস্যাঃ সূত্রীবনির্দেশাদ্ বানরাঃ পরিমার্গণে ॥ ৫০  
 আগমিষ্ঠ্যন্তি জলধেশ্বরীং তত্র সমাগমঃ ।  
 ত্বয়া তৈঃ কারণবশান্তবিষ্ঠ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১  
 তদা সীতাস্থিতিং তেভ্যঃ কথয়স্ব যথার্থতঃ ।  
 তদৈব তব পক্ষৌ দ্বাবুৎপৎস্তুতে পুনর্নবৌ ॥ ৫২

অবিনাশী পরমাত্মা নারায়ণ ত্রেতাযুগে দশরথের পুত্র রাম-  
 রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে বধ করিবার জন্য লক্ষ্মণকে সঙ্গে  
 লইয়া ভাৰ্য্যা সীতা দেবীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিগেল।  
 সেই দণ্ডকারণ্যের আশ্রমে দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ যখন ছিলেন  
 না, তখন রাবণ জনকনন্দিনী সীতাকে চোরের ভায় হরণ করিয়া  
 লঙ্কাতে স্থাপন করিবে। সূত্রীবের আদেশানুসারে বানরগণ  
 সেই অপহৃত সীতাদেবীর অন্বেষণের জন্য সমুদ্রের ভীরে  
 আগমন করিবে। তথায় বিশেষ কারণবশতঃ সেই বানরগণের  
 সহিত তোমার মিলন হইবে,—ইহাতে কোনও সংশয়  
 নাই ॥ ৪৮-৫১

সেই সময় ভূমি সীতার অবস্থানের কথা যথায়থভাবে  
 বানরগণকে বলিবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় তোমার  
 দুইটি নুতন পক্ষ উৎপন্ন হইবে (১) ॥ ৫২

( ১ ) এবিষয়ে মহামুনি বাল্মীকি বলিয়াছেন—

“ঐধ্যাত্যয়েবকান্তত্বা রামদূতাঃ প্রবজ্জমাঃ ।

আখ্যোয়া রামমহিবী তেভান্তে জনকাত্মজা ।

সৰ্ব্বথা নৈব গন্তব্যমীদৃশঃ ক গমিষ্যসি ।

এবং কালং প্রতীক্ষ্য পক্ষৌ হি প্রতিলপ্শ্যসে ॥

( ৪৬১১২-১৩ )

সম্পাতিক্রবাচ ।

বোধয়ামাস মাং চন্দ্রনামা মুনিকুলেশ্বরঃ ।

পশ্যন্ত পক্ষৌ মে জাতৌ নৃতনাবত্বিকোমলৌ ॥ ৫৩

অন্তি বোহন্ত গমিত্বামি সীতাং ত্রক্ষ্যথ নিশ্চয়ম্ ।

যত্নং কুরুধ্বং ত্বলজ্যাসমুদ্রস্ত বিলজ্যনে ॥ ৫৪

যন্নামশ্রুতিমাজ্জোহপরিমিতং

সংসারবারাং নিধিং

ভীর্ষা গচ্ছতি ত্বর্জুনোহপি পরমং

সম্পাতি বলিলেন,—মুনিকুলশ্রেষ্ঠ চন্দ্রনামা মুনি এইভাবে  
তখন আমাকে বুঝাইয়াছিলেন। এই দেখ, আমার নৃতন ও  
অতিকোমল দুইটি পক্ষ উদ্ভূত হইরাছে (১) ॥ ৫৩

তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি এখন অন্যত্র গমন করিব।  
তোমরা নিশ্চয়ই সীতাকে দর্শন করিতে পারিবে। তোমরা  
অতঃপর ত্বর্জুনা এই সমুদ্র লভন করিতে সচেষ্ট হও ॥ ৫৪

(১) ব্যাক্যিক্রিয়ামানে এই প্রসঙ্গ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত  
আছে—

“ইত্যান্তা বানরান্ সর্কান্ সম্পাতী বচরেশ্বরঃ ।

উৎপাত গিরেঃ শৃঙ্গং জিহ্বাসন্নান্বনো গতিম্ ॥”

( ৫১২৩১৯ )

• • • • •

শ্রীমদ্রবি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ব্যাখ্যারামায়ণে কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণোঃ পদং শাস্ত্রতম্ ।

তস্মৈব স্থিতিকারিণস্ত্রিগুণতাং

রামস্ত ভক্তাঃ প্রিয়াঃ

বুয়ং কিং ন সমুদ্রমাজ্জতরণে

শক্তাঃ কথং বানরাঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদ্ব্যাখ্যারামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮

বানরগণ। ত্বর্জন ব্যক্তিও বাঁহার নাম স্মরণমাত্রই অনন্ত  
সংসারসমুদ্র পার হইয়া বিষ্ণুর শাস্ত্র পরম পদ লাভ করে,  
ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী রামচন্দ্রের ভোমরা প্রিয়  
ভক্ত; এই শতবোজনমাত্র বিস্তীর্ণ সমুদ্রমাত্র লভন করিতে  
সমর্থ তইবে না কেন? ৫৫

“আদিভারত্মির্ভির্দক্ষৌ পক্ষাবগমনক্ষমৌ ।

সংবৃত্তৌ তৎপ্রভাবেন ক্ষণেন গমনক্ষমৌ ॥

যৌবনে বর্তমানস্ত যমাদীদৃ যঃ পরাক্রমঃ ।

ভমেবান্দাধিগচ্ছামি বলং পৌরুষমাশ্বনং ॥”

৪:৫৩১৯৩-১৪



## নবমোহধ্যায়ঃ ।

( জাহ্নবতা হনুমতো জঙ্গ-কর্মাধিবর্ণনম, সাগরং লভিত্বং তস্য স্বীকৃতিদানঞ্চ । )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

গতে বিহায়স্যা গৃধ্ররাজে বানরপুত্রবাঃ ।  
হর্ষণে মহতাবিষ্টাঃ সীতাদর্শনলালসাঃ ॥ ১  
উচুঃ সমুদ্রং পশ্যন্তো নক্রচক্রভয়ঙ্করম্ ।  
ভরঙ্গাদিভিরুন্নতমাকালশিব হুগ্রহম্ ॥ ২  
পরম্পরমবোচন্ বৈ কথমেনং তরামহে ।  
উবাচ চাক্রদন্তত্র শৃণুধ্বং বানরোত্তমাঃ ॥ ৩  
ভবন্তোহত্যন্তবলিনঃ শূরাশ্চ কৃতবিক্রমাঃ ।  
কো বাহুত্র বারিধিং তীর্ত্বা রাজকার্য্যং করিষ্যতি ॥ ৪

নবম অধ্যায় ।

[ জাহ্নবান্ কর্তৃক হনুমানের জঙ্গ-কর্মাদি বর্ণন এবং সাগর  
লঙ্ঘন করিতে হনুমানের স্বীকৃতি দান । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি। গৃধ্ররাজ সম্প্রতি আকাশ-  
পথে চলিয়া বাইলে পর বানরগণ সীতাদেবীকে দর্শন করিবার  
উদ্যোগবাসনা লইয়া সম্প্রতির নিকট সীতার সংবাদ লাভ করত  
সকলে অভিশর হুই (১) হইল ॥ ১

তদনন্তর বানরগণ কুমীর প্রভৃতি হিংস্রজলজন্তুগণে ভয়ঙ্কর,  
ভরঙ্গাদিসকুল এবং আকাশের ভাঙ্গ হরবগাহ সমুদ্রের (২) দিকে  
বুড়িপাত করিয়া বলিল অর্থাৎ আলোচনা করিতে লাগিল ॥ ২

তাহারা পরস্পর বলিল—আমরা কিভাবে এই সমুদ্র পার  
হইব? তখন অঙ্গদ বলিলেন,—হে বানরোত্তমগণ। আপনারা  
আমার কথা শ্রবণ করুন ॥ ৩

আপনারা সকলে অত্যন্ত বলবান্, শৌর্য্যশালী বীর এবং  
নানাহানে নিজেদের বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু  
আপনাদের মধ্যে আজ কেই বা এই জলবি পার হইয়া রাজ-  
কার্য্য সাধন করিবেন? ৪

তিনিই এই সমস্ত বানরগণের প্রাণদাতা হইবেন, ইহাতে  
কোনও সংশয় নাই। অতএব যে মহাবল বানরবর এই কার্য্য  
করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি আমার সম্মুখে সত্তর উন্মিত  
হউন ॥ ৫

( ১ ) সীতাদেবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বানরগণের হর্ষবর্ণনা-  
প্রসঙ্গে মহর্ষি বায়্যাকি,—

“অখ্যাতে গৃধ্ররাজেন সমুৎপত্ত্য প্রবজমাঃ ।

সহিতাঃ প্রীতিসংকটঃ সিংহনাথং বিনেদিরে ॥”

৫।১।১৩

এতেষাং বানরাণাং স প্রাণদাতা ন সংশয়ঃ ।

অতোত্তীর্ণতু মে শীঘ্রং পরতো যো মহাবলঃ ॥ ৫

বানরাণাঞ্চ সর্বেষাং রাম-সুগ্রীবয়োরাপি ।

স এব পালকো ভূয়ান্নাত্ত কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬

ইত্যুক্তে বুরাজেন তৃষ্ণাং বানরসৈনিকাঃ ।

আসন্ নোচুঃ কিঞ্চিদপি পরম্পরবিলোকিনঃ ॥ ৭

অঙ্গদ উবাচ ।

উচ্যতাং বৈ বলং সর্ব্বৈঃ প্রত্যেকং কার্য্যাসিদ্ধয়ে ।

কেন বা সাধাতে কার্য্যাং জানীমন্তদনন্তরম্ ॥ ৮

সেই বানরোত্তমই এই সমস্ত বানরগণের (৩) এবং রাম ও  
সুগ্রীবেরও পালক হইবেন—এবিধেরে অস্ত কোন বিচারের  
প্রয়োজন নাই ॥ ৬

সুব্রাহ্ম অঙ্গদ এই কথা বলিয়া নীরব হইলে পর সমস্ত  
বানর-সৈন্যগণ তখন কিছুই বলিলেন না; কেবল পরস্পর  
পরস্পরের দিকে নেত্র বিনিময় করিতে লাগিলেন (৭) ॥ ৭

অঙ্গদ বলিলেন,—আপনারা সকলে কার্য্যাসিদ্ধির অস্ত নিছ  
নিছ বল বর্ণনা করুন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, কাহার  
দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে ॥ ৮

( ২ ) বায়্যাকিরামারণে সমুদ্রবর্ণনা,—

“তে তু গতা সমুদ্রস্ত দক্ষিণ্যন্তরং গিরিম্ ।

সমুদ্রং দদৃতুর্ভীমং তিমিনক্রসমাকুলম্ ॥

তং সমুদ্রং সমালোক্য বানরা ভীমবিক্রমাঃ ।

সর্ব্বলোকস্ত মহতঃ প্রতিবিম্বিবার্ণবম্ ॥

সত্বের্ম্মহদৃতিবিকৃতিঃ ক্রৌড়দৃতির্বহুভিজ্জলে ।

ব্যাদিতাহৈর্ম্মহাকারৈরুর্ম্মিভিষ্ঠ সমাবৃতম্ ॥

প্রসুপ্তমিব চান্তত্র ক্রৌড়ন্তমিব কুজচিৎ ।

কচিৎ পর্ব্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরুজ্জ্বলিতঃ ॥

সঙ্কলং দানবৈশ্চৈশ্চ পাভালভালবাসিভিঃ ।

লোমহর্ষণমকোভ্যং দৃষ্ট্ৱা তে সাগরং তদা ॥ ৫।১।২-৬

(৩) মূলে যে ‘বানরাণাং’ পদ আছে, অগ্নিপুরণেও সেই  
পদই বর্ণিত হইয়াছে যথা,—

“কপীনাং জীবনার্হাং রামকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ।

শতবোজনবিত্তীর্ণং পুণ্ড্রং হুংকিৎ স মারুতিঃ ॥” ৯।২

(৪) বায়্যাকিরামারণেও এই কথা বর্ণিত আছে,—

অঙ্গদস্ত বচঃ ক্রত্বা ন কিঞ্চিৎ কচ্চিদববীৎ ।

ভিনিষ্ঠান্ভবন্তবন্ সর্ব্বৈঃ তত্র তে হরিদুখপাং ॥ ৫।১।২৬

অজদন্ত বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বারা বলং পৃথক্ ।  
 যোজনানানং দশাহরত্য দশোত্তরশতং জগুঃ ॥ ৯  
 শতাদবর্বাং জাহবাস্তু প্রাহ মধ্যো বনোকসাম্ ।  
 পুরা ত্রিবিক্রমে দেবে পাদং ভূমানলক্ষণম্ ॥ ১০  
 ত্রিঃশতকৃৎসোহহমগাং প্রদক্ষিণাবিধানতঃ ।  
 ইদানীং বার্ষিকগ্রন্থো ন শঙ্কামি বিলজ্জিতুম্ ॥ ১১

অজদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বানরবীহগণ পরস্পর  
 নিজেদের বলের কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন। তাঁহারা  
 ১০ যোজন হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ যোজন বৃদ্ধিহারে (১)  
 অর্থাৎ কেহ বলিলেন—আমি ১০ যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি,  
 কেহ বলিলেন—আমি ২০ যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি, আবার  
 কেহ বলিলেন—আমি ৩০ যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি, এই-  
 ভাবে দশ যোজন দশ যোজন বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের সামর্থ্য  
 বর্ণনা করিলেন ॥ ৯

বনবাসী বানরসৈন্যদের মধ্যে জাহবান্ উঠিয়া শত যোজন  
 হইতে ১০ যোজন ন্যূন (কম) অর্থাৎ ২০ যোজন (২) লঙ্ঘন  
 করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করিলেন। পুরাকালে শ্রীভগবান্  
 ত্রিবিক্রমরূপ (৩) অর্থাৎ বামনাবতারে বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া  
 ত্রিভুবনকে স্বীয় বে পদের দ্বারা পরিমাপ করিয়াছিলেন, আমি  
 সেই শ্রীপদ একশবার প্রদক্ষিণ করিয়াছি, কিন্তু এখন অরাজক  
 (বৃদ্ধ) হওয়ার এই সাগর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইব না ॥ ১০ ১১

- (১) মহামুনি বাম্মীকি ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—  
 “গয়ঃ পূর্ব্বমুবাচেনং গমিষ্যে দশযোজনম্ ।  
 গবাকো যোজনাত্তাহং গমিষ্যে বিংশতিং পরম্ ।  
 অত্রবীদ্ গবয়ঃ শ্রীমাংস্তস্যং বানরসংগমি ।  
 যামি ত্রিংশতমেকাহা যোজনানীতি বীৰ্য্যবান্ ।  
 অখাম্রিশিখরাকারো বিক্রমেহপ্রতিমো হরিঃ ।  
 শরভঃ সুমহাতেজাঃ প্রভাবাচেনমঙ্গদম্ ।  
 চত্বারিংশতমেকাহা যোজনানি ত্রয়ামাহম্ ।  
 ততো হেমোপমঃ শ্রীমানব্রবীদ্ গজমাদনঃ ।  
 সুখং যোজনপঞ্চাশং ক্রমেরং বানরবর্ভতাঃ ।  
 ততস্ত হিমবৎপ্রারো মৈন্দো বাক্যমখ্যব্রবীৎ ।  
 যোজনানামহং বহিঃপুত্রামিত্রমুৎসহে ।  
 বিবিদন্ত মহাতেজা প্রভাবাচেনমঙ্গদম্ ।  
 গমিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপ্ততিং যোজনাত্তাহম্ ।  
 অগ্নিপুত্রস্ততো বীমান্ নীলো বচনমব্রবীৎ ।  
 অশীতিং বৈ গমিষ্যামি যোজনানানং গুবজমাহ ॥

অজদোহপ্যাঃ মে গন্তং শক্যং পারং মহোদধেঃ ।  
 পুনর্লঙ্ঘনসামর্থং ন জানাম্যস্তি বা ন বা ॥ ১২  
 তমাহ জাহবান্ বীরশ্চ রাজা নো নিয়ামকঃ ।  
 ন যুক্তং ত্বাং নিমোক্তুং মে ত্বং সমর্থোহসি যত্নপি ॥ ১৩  
 অঙ্গদ উবাচ ।

এবং চেৎ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বৈ স্বপ্ত্যামৌ দর্ভবিষ্টরে ।  
 কেনাপি ন কৃতং কার্য্যং ভ্রীবিভূষণ ন শক্যতে ॥ ১৪

তখন অঙ্গদ বলিলেন,—আমি এই মহাসাগর লঙ্ঘন  
 করিয়া যাইতে পারি বটে, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিবার  
 শক্তি আমার মধ্যে আছে কি না, তাহা আমি জানি  
 না (৪) ॥ ১২

তখন বীর জাহবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—(৫) তুমি  
 আমাদের রাজা, সুতরাং আমাদের নিরোগ করিবে। যদিও  
 তুমি এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ, তথাপি তোমাকে এই  
 কার্য্যে নিযুক্ত করা আমাদের পক্ষে হিতযুক্ত হইবে না ॥ ১৩

অঙ্গদ বলিলেন,—যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ সমুদ্র লঙ্ঘন  
 করিবার উপায় স্থির না হয়, তবে আমরা পূর্ব্বের দ্বার দর্ভাসনে  
 শয়ন করি অর্থাৎ প্রারোণবেশন করি। কারণ, কেহও যখন

দ্রষ্টুঃ পূজো নলঃ শ্রীমানব্রবীদ্ধরিপুজবঃ ॥

গচ্ছন্নং নবতিং পূর্ণাং যোজনানীতি দ্রষ্টবৎ ॥

৫১১৪১-৪২

- (২) মহর্ষি বাম্মীকিও এই কথাই বলিয়াছেন,—

“সম্প্রত্যোত্তাবভীঃ শক্তিং গমনে তর্কসামাহম্ ।

দশোনাং যোজনশতং নবোনাং বা ন সংশয়ঃ ॥ ৫১১৪৬

- (৩) এ বিষয়ে আদিকবি বাম্মীকি,—

“মম তটামুখা চৈব বলিষজ্ঞে সনাতনঃ ।

বিক্রমাংস্ত্রীন্ ক্রমন্ বিষ্ণুত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃতঃ ॥”

৫১১৪৮

- (৪) অজদের বাক্যরূপে বাম্মীকিরামায়ণে—

“অখোত্তরমুদারার্থমঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ ।

অনুমান্য মহাত্মানং জাহবন্তং মহাপুংসম্ ।

ক্রমেরং যোজনশতং সন্দেহো নাস্তি বানরাঃ ।

পুনস্তাগমনে শক্তিং শীঘ্রং নাহম্ব্রবীম্যাহম্ ॥

৫১১৪৯-৫০

- (৫) এই প্রসঙ্গে বাম্মীকি-বাক্য—

“তত্র শক্যং ত্বয়া গন্তমস্মানুৎসৃজ্য বৈ কচিৎ ।

ন চান্মাকং ক্রমং বীর মোক্তুং ত্বাং হরিপুজব ॥”

৫১১৫০

তমাহ জাহবান্ বীরো দর্শয়িত্বামি তে স্তুত ।  
 যেনাম্মাকং কার্য্যাসিদ্ধির্ভবিষ্যতাচিরেণ চ ॥ ১৫  
 ইত্থাক্সা জাহবান্ প্রাহ হনুমন্তমবস্থিতম্ ।  
 হনুমন্ কিং রহস্ত্রকৌ স্ত্রীয়তে কার্য্যগৌরবে ॥ ১৬  
 প্রাপ্তেহজ্ঞেনেব সামর্থ্যং দর্শয়িত্ব মহাবল ।  
 ত্বং সাক্ষাদ্ বায়ুতনয়ো বায়ুতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ১৭  
 রামকার্য্যার্থমেব ত্বং জনিতোহসি মহাত্মনা ।

এই কার্য্য করিতে পারিল না, তখন আমরা জীবিত থাকিতেও পারিব না ॥ ১৭

তখন বীর জাহবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস । ( চিহ্নিত হইবার কিছুই নাই ) যাহার দ্বারা আমাদের এই কার্য্য অবিলম্বে সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ যিনি এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিবেন তাঁহাকে আমি দর্শন করাইতেছি ॥ ১৫

এই কথা বলিয়া জাহবান্ নিকটে স্থিত হনুমানকে বলিলেন,—হনুমন্ । অভ্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যকাল উপস্থিত হইয়াছে, অথচ তুমি অনভিজ্ঞের দ্বার একান্তে নীরব রহিয়াছ কেন ? মহাবল । আজ তুমি নিজের সামর্থ্য দেখাও । তুমি সাক্ষাৎ বায়ুর পুত্র (১) এবং বায়ুরই তুল্য পরাক্রমশালী ॥ ১৬-১৭

( ১ ) বায়ুর পুত্ররূপে বর্ণনাপ্রসঙ্গে আদিকবি বাঙ্গালিক,—

“অজ্ঞেনতি পরিখ্যাতা পদ্মা কেশরিণঃ কপেঃ ।

অভিশাপকরাচ্ছাতা পুনশ্চ দিবি চারিণী ।

কপিভ্যে চাক্রসর্ষাকী কদাচিৎ কামরূপিণী ।

মানুষং বিগ্রহং কৃতা সাক্ষাদমরবদিনী ।

বাচরং পর্কতস্তাগ্রে প্রাহব'স্থবসন্তিতে ।

বিচিত্রমালাভরণা মহার্হকৌমবাসিনী ।

বস্ত্রং তস্তা বিশালাক্যাঃ পীতরক্তং সুশোভনম্ ।

স্থিভায়াঃ পর্কতস্তাগ্রে মারুতোহপাহরচ্ছনৈঃ ।

স দদর্শ ভক্তস্তস্তা বৃত্তাবক্ৰ সুসংহতৌ ।

স্তনৌ পীনৌ চ কঠিরৌ সূরূপৌ প্রিয়দর্শনৌ ।

তাং বিশালারতশ্রোণীং ভনুমধ্যামিন্দিতাম্ ।

দৃষ্টৌ চ চাক্রসর্ষাকীং মারুতঃ কামমোহিতঃ ॥

স তাং ভূভাভাং দীর্ঘাভাং পর্য্যাবক্ৰ ভামিনীম্ ।

মঙ্গল্যাবক্ৰসর্ষাকী তে মাতরমনিন্দিতাম্ ।

ভক্ত সা কোপসংরক্তা স্তনৈস্তা বাক্যমবধীৎ ।

একপদ্বীভূতমিদং কো নাশরিতুমিচ্ছতি ।

অজ্ঞানায় বচঃ ক্ৰুদা প্রত্যভাবত মারুতঃ ।

স ত্বাং হিংসামি কল্যাণি মারুতোহস্মি ততাননে ।

জাতমাজ্ঞেণ তে পূর্ব্বং দৃষ্টোক্তস্তং বিভাবনুম্ ॥ ১৮

পকং ফলং ত্রিযুক্ত্যামোত্যাংগুতং বালচেইয়া ।

যোজনানানং পঞ্চশতং পতিতোহসি ততো ভূবি ॥ ১৯

অভবদ্ বলমাহাশ্বাং কো বা শক্লোতি বণিতুম্ ।

উত্তিষ্ঠ কুরু রামস্ত কার্য্যং নঃ পাহি সুরত ॥ ২০

শ্রুত্বা জাহবতো বাক্যং হনুমানভিহমিতঃ ।

চকার নাদং সিংহস্ত ব্রহ্মাণ্ডং ক্ষোটিয়ন্নিব ॥ ২১

রামকার্য্য করিবার জন্যই মহাত্মা বায়ু ভোমাকে অন্তদান করিয়াছেন । তুমি পূর্ব্ব জন্মবামাজ সম্মুখে উদিত সূর্য্যদেবকে পক ফল (১) ভাবিয়া উহা গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় শিতসূলভ স্বাভাবিক চেয়ার উর্দ্ধে পাঁচশত যোজন (২) পর্য্যন্ত লক্ষ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়াছিলে, কিন্তু পরে ( ইজের বজ্রপ্রহারে ) সেই উর্দ্ধাকাশ হইতে ভূতলে পতিত হও ॥ ১৮-১৯

অতএব ভোমার বলের মহিমা কে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে ? হে সুরত । তুমি উঠ এবং হামের কার্য্য কর ; আর আমাদিগকেও সর্ব্বথা রক্ষা কর ॥ ২০

জাহবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ অতিশয় হত হইলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে সিংহনাদ (৩) করিলেন ॥ ২১

মনসাস্মি গতো যন্তাং পরিষজ্য বশম্বিনীম্ ।

বীর্য্যবান্ বুদ্ধিসম্পন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি ।

স ত্বং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে সমুত্তোহমিত্তিভিত্রমঃ ।

মারুতস্তোরসঃ পুত্রস্তেজসা চাসি তৎসমঃ ॥ ৫।১।১৪-১৪

(২) বাঙ্গালিক বলিয়াছেন ক্রীড়ার জন্য বধা,—

“উদন্তং হি ত্বমানিত্যং বালো দৃষ্টৌ মহাচলে ।

গ্রহীতুকামঃ ক্রীড়ার্থং গিরেরুৎপতিতো দিবম্ ॥”

৫।১।২৫

(৩) বাঙ্গালিক বলিয়াছেন তিন শত যোজন—

“শতানি ত্রিণি তত্রোর্দ্ধং যোজনানানং মহাকপে ।”

৫।১।২৬

(৪) মহর্ষি বাঙ্গালিকও সিংহনাদের কথা বলিয়াছেন—

“বধা বিজ্ঞতে সিংহঃ প্রবৃষঃ কাননান্তরে ।

মারুতস্তোরসঃ পুত্রস্তথা সংপ্রত্যাক্ৰুতঃ ।

অশোভত মুখং তস্য কৃত্তমাপ্ত বীমতঃ ।

অবগীৰ্বোপমং দীপ্তং বিধুম ইব পাবকঃ ॥

বভূব পর্বতাকারস্ত্রিবিক্রম ইবাশরঃ ।  
 লজয়িত্বা জলনিধিং কুড়া লঙ্কাঞ্চ ভ্রমসাৎ ॥ ২২  
 রাবণং সকুলং হত্বানেষ্টো জনকনন্দিনীম্ ।  
 যদ্বা বদ্ধা গলে রজ্জ্বা রাবণং বামপাণিনা ॥ ২৩  
 লঙ্কাং সপর্বতাং ধুত্বা রামস্তাশ্চে ক্রিপামাহম্ ।  
 যদ্বা দৃষ্টেব যাত্লামি জানকীং শুভলক্ষণাম্ ॥ ২৪  
 ঞ্জিত্বা হনুন্তো বাক্যং জাহ্নবানিদমব্রবীৎ ।  
 দৃষ্টেবাগচ্ছ তত্রং তে জীবন্তৌ জানকৌ শুভাম্ ॥ ২৫  
 পশ্চাদ্ রামেণ সহিতো দর্শয়িত্বাসি পৌরুষম্ ।  
 কল্যাণং ভবতাস্তত্র গচ্ছতস্তে বিহারসাম্ ॥ ২৬

তখন তিনি নিজের দেহকে ত্রিভীজ ত্রিবিক্রমের ভায় পর্বতাকার (১) করিলেন এবং বলিলেন,—আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়া, লঙ্কাতে ভ্রমসাৎ করিয়া ও সবংশে রাবণকে ধ্বংস করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে এইরূপে আসিব। কিংবা রাবণের গলে বদ্ধ করিয়া এবং ত্রিকূট পর্বতের সহিত লঙ্কা নগরকে বাম করতলে ধারণ করিয়া শ্রীরামের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব। অথবা শুভলক্ষণা জানকীকে দর্শন করিয়াই আমি ফিরিয়া আসিব ॥ ২-২৩

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাহ্নবান্ এই কথা বলিলেন,—বীরবর! তোমার মঙ্গল হউক। মঙ্গলবরী জনকনন্দিনী সীতাকে জীবিত দেখিয়াই তুমি ফিরিয়া আসিও ॥ ২৫

পরে শ্রীরামের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া লঙ্কার গমন

(১) হনুমানের দেহবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বায়্বাকি রামায়ণে,—

“সংস্কৃতমঃনো হনুমান্ ব্যবর্জিত মহাকপিঃ ।

সমাবিধ্যত লাক্ষ্মণং ত্রণৌ চাত্তকোপমঃ ।

ভ্যস্ত সংস্কৃতমানস্য বৃদ্ধৈর্দ্বানরপুংস্বৈবঃ

ভেজসাপূর্য্যমাণস্য রূপমাসীৎ ভদ্রভূতম্ ।

যথা চন্দ্রমসো বৃদ্ধ্যা পূর্য্যতে সাগরাস্তসা ।

ববৃধে স্তুতমানস্য তথা বীর্য্যং হনুমতঃ ॥ ৫:১১-৩

(২) যত্নে ধারণ করিতে পৃথিবীকে অসমর্থ্য বিবেচনা করিয়া হনুমানের মহেন্দ্র পর্বতশিখরে আরোহণ সম্পর্কে মহর্ষি বায়্বাকি’—

“ক্রামত্যং ধারয়ত্বঞ্চ ধরণী মাং ন ধারয়েৎ ।

প্রবতো হি মমধারং ন করিষ্যতি মেদিনী ।

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে উদা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

গচ্ছন্তং রামকার্য্যার্থং বায়ুস্বামনুগচ্ছতু ।  
 ইত্যাদীতিঃ সমামন্ত্য বিস্মৃষ্টে প্রবগাদিষ্টৈঃ ॥ ২৭  
 মহেন্দ্রাজিশিরো গতা বভূবাস্তুতদর্শনঃ ॥ ২৮  
 মহানগেন্দ্রপ্রতিমো মহাত্মা

সবর্ণবর্ণোহরুণচাক্রবক্তৃঃ ।

মহাকণীজাভমুদীর্ঘবাহু-

বীতাত্মজোহৃদশ্রুত সর্বভূতৈঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উদামহেশ্বরসংবাদে

কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯

কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণম্

করত বীর পরাক্রম দেখাইবে। ভয়। তুমি এখন আকাপ-  
 গথে গমন কর, তোমার কল্যাণ হউক ॥ ২৬

বায়ু শ্রীরাম কার্য্যের জন্য গমনকারী তোমার অনুগমন করুন। এইরূপ আশীর্বাদ দিয়া বানরপতিগণ বিদায় সন্ধ্যায় জানাইলে পর হনুমান্ মহেন্দ্র পর্বতের শিখরে (২) গমন করত অস্তিতদর্শন হইলেন অর্থাৎ অতীব আশ্চর্য্যকর রূপ ধারণ করিলেন ॥ ২৭-২৮

অখন হনুমানের আকৃতি পর্বতশ্রেষ্ঠের ন্যায় অতিবৃহদাকার হইল। সেই দেহের কান্তি বর্ণ বর্ণ (৩) ছিল। মুখমণ্ডল নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল এবং বাহুদ্বয় (৪) সর্পপতির ন্যায় অতিশয় দীর্ঘ ছিল। মহাত্মা পবননন্দন এইরূপ বিরাটু দেহ ধারণ করিয়া সর্বভূতের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ২৯

উজ্জ্বলং শৈলশিখরং বাল্যলং সুদৃঢ়ং মহৎ ।

জাগ্রতাং ভক্ত গচ্ছামো যন্তে বেগং সহিষ্যতি ।

পার্শ্বে হিমালয়স্যায়ং রম্যঃ প্রভবণো গিরিঃ ।

আকৃষ্টেনং ক্রমিষ্যামি সাগরং সন্নিভং পতিম্ ।

৫:৩৭-৭৯

(৩) মহেন্দ্র পর্বতের শিখরে আরোহণ করত সাগরলঙ্ঘন করিবার জন্য হনুমান্ যে বিরাট আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই আকৃতির বর্ণ পরিচয়প্রসঙ্গে বায়্বাকি রামায়ণে—

“ক্ষিগ্দ্দেশেনাভিভাজ্যেণ ররাজ স মহাকপিঃ ।

মহতা দারিভেনেব গিরিগৈর্গিরিকষাভুনা । ৫:৩৮

(৪) তৎকালীন হনুমানের বাহুদ্বয়বর্ণনার মহর্ষি বায়্বাকি,—

“ভস্তাধরগতো বাহু শুভভাতে প্রসারিতৌ ।

অমলাবিব নিংত্রিংশৌ নির্মুক্তৌ ।

৫:৩৯

কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণম্

## সুন্দরকাণ্ড ।

### প্রথমোধ্যায়ঃ ॥

( হনুমতঃ সাগরলজ্জনায়াৎপ্রবনম্, সুরসাদেব্যা হনুমতঃ পরীক্ষা, সাগরমধ্যে মৈনাকপর্বতেন সহ তস্য মিলনম্, সিংহিকা-বধপূর্বকং তস্য লঙ্কায়াং প্রবেশঃ, লঙ্কাধিষ্ঠাত্রীদেব্যা সহ হনুমতঃ সাক্ষাৎকারশ্চ । )

মহাদেব উবাচ

শতযোজনবিশ্তীর্ণং সমুদ্রং মকরালয়ম্ ।

লিলজ্জয়িসুরানন্দসন্দোহো মারুতাজ্জ্বলঃ ॥ ১

ধ্যাত্বা রামং পরাশ্রয়ানমিদং বচনমব্রবীৎ ।

পশ্যন্ত বানরাঃ সর্বের গচ্ছন্তং মাং বিহায়সা ॥ ২

অমোঘং রামনিশ্চুক্তং মহাবাগমিবাখিলাঃ ।

পশ্যাম্যন্তৈব রামস্ত পত্নীং জনকনন্দিনীম্ ॥ ৩

কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং পুনঃ পশ্যামি রাঘবম্ ।

প্রাণপ্রয়াণসময়ে যন্ত নাম সক্রুৎ স্মরনং ।

নরস্তীর্ষা ভবান্তোষিমপারং যাতি তৎপদম্ ॥ ৪

কিং পুনস্তস্ত দূতোহহং তদঙ্গুলিমুজ্জিকঃ ॥ ৫

তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লজ্জয়াম্যঙ্গবারিধিম্ ।

ইত্যুক্ত্বা হনুমান বাহু প্রসার্যায়তবালধিঃ ॥ ৬

অঙ্গুগ্রীবোর্দ্ধদৃষ্টিঃ সন্নাকৃষ্ণিতপদদ্বয়ঃ ।

দক্ষিণাভিমুখতুর্ণং পুণ্ণবেহনিলবিক্রমঃ ॥ ৭

## সুন্দরকাণ্ড ।

### প্রথম অধ্যায় ।

[ হনুমানের সাগরলজ্জনের ভক্ত লক্ষ প্রদান, হনুমানকে সুরসাদেবীর পরীক্ষা, সাগরমধ্যে মৈনাক-পর্বতের সহিত মিলন, সিংহিকাবধ পূর্বক লঙ্কার প্রবেশ এবং লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । পবননন্দন হনুমান্ অভিশর আনন্দ সহকারে শতযোজন বিশ্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্র লজ্জন করিতে অভিলাষী হইলেন । ১

তখন তিনি পরমাশ্রয়ী শ্রীরামকে ধ্যান করিয়া (১) এই কথা বলিলেন,—হে বাঃ রূপণ । অখিল লোক যেরূপ শ্রীরাম কর্তৃক নিষ্কিন্ত অমোঘ মহাবাগকে আকাশপথে বাইতে দেখে,

(১) বাঙ্গালীকিরামারূপে দেখা যায়, হনুমান্ লক্ষ প্রদানের পূর্বে স্বকার্যাসিদ্ধির ভক্ত দেবতাপ্রণাম করিয়াছেন,—

“স সূর্য্যায় মহেন্দ্রায় পবনায় স্বরত্নবে ।

ভূভেভ্যশ্চাঞ্জলিং কৃত্বা চকার গমনে মতিম্ ।

অঞ্জলিং প্রোত্-মুখং কুর্কন পবনারাশ্রয়নরে ।

ভতো হি বহুধে গন্তং দক্ষিণে দক্ষিণাং দিশম্ ॥৫।১।৮-৯

(২) লক্ষ প্রদানকালে হনুমানের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহামুনি বাঙ্গালীকি,—

“হৃদুবে চ সরোমাণি চকল্পে চানলোপমঃ ।

ননাদ চ মহানাদং স্তমহানিবা তোরণঃ ।

আনুপূর্য্যাক্ত হৃতং তন্নাঙ্গুলং লোমভিচ্ছিতম্ ।

উৎপতিতম্ বিচিক্কেপ পকিরাজ ইবোরগম্ ।

সেইরূপ আমি আকাশপথে গমন করিতেছি, তোমরা সকলে অবলোকন কর (এবং রামবাণের ভায় ইহাতে আমি সফল হইব ।) আমি আজই শ্রীরামের পত্নী জনকনন্দিনী সীতা দেবীকে দর্শন করিব । ২-৩

আজ আমি (রামকার্য্য করিতে পাওয়ার) কৃতার্থ । আমি কৃতার্থ অর্থাৎ সীতা দর্শন রূপ কৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় শ্রীরামকে দর্শন করিব । মানুষ প্রাণভ্যাগকালে একবার মাত্র ঐহার নাম স্মরণ করিয়া অপার ভবসাগর পার হইয়া তাঁহার পদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন, আমি তাঁহার দূত, বিশেষতঃ তাঁহার অঙ্গুলিভূষণ অঙ্গুরীক আমার নিকট বিদ্যমান আছে, সেই আমি শ্রীরামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া অঙ্গ অলপূর্ণ এই সাগরকে লজ্জন করিয়া বাইব, সে বিষয়ে আর বলবার কি আছে ? এই কথা বলিয়া বাহুদ্বয় ও লাঙ্গল প্রসারিত করিয়া পবনভূষা বিক্রমশালী পবননন্দন হনুমান্ পদদ্বয় ঈষৎ কৃষ্ণিত করিয়া, গ্রীবা সরলভাবে রাখিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করত দক্ষিণ অভিমুখে সমুদ্র লক্ষ প্রদান করিলেন (২) । ৪-৭

ভস্য লাঙ্গুলমাবিভমভিবেগস্ত পৃষ্ঠভঃ ।

দদৃশে পরুর্ভেনেব হ্রিয়মাণো মহোরগঃ ।

বাহু সংস্তম্ভরামাস মহাপরিঘসমিভৌ ।

আসসাদ কপিঃ কট্যাং চরণৌ সঙ্কুতোচ চ ।

সংহৃত্য চ ভূজৌ শ্রীমাংস্তথৈব চ শিরোবধাম্ ।

ভেজঃ সত্বং তথা বীৰ্য্যমাবিবেশ স বীৰ্য্যবান্ ॥”

৫।১।১২-১৬

হনুমান্ যখন মহেন্দ্র পর্বত হইতে সবেগে লক্ষ প্রদান

আকাশং ত্রিভুং দেবৈর্বীক্ষ্যমাণো জগাম সঃ ।  
 দৃষ্টানিলস্রুতং দেবা গচ্ছন্তঃ বায়ুবেগতঃ ॥ ৮  
 পরীক্ষণার্থঃ সত্ত্বা বানরশ্রেষ্ঠদমত্ৰয়বন্ ।  
 গচ্ছত্যেব মহাসত্ত্বো বানরো বায়ুবিক্রমঃ ॥ ৯  
 লঙ্কাং প্রবেষ্টুং শক্তো বা ন বা জানীমহে বলম্ ।  
 এবং বিচার্য নাগানাং মাতুরং সুরসান্তিধাম ॥ ১০

এই সময় দেবগণ আকাশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, আর সেই হনুমান্ তখন বাইতে লাগিলেন । দেবগণ বায়ুবেগে বায়ুনন্দন হনুমান্কে বাইতে দেখিয়া সেই বানরের পরাক্রম পরীক্ষা করিবার জন্ত এই কথা বলিলেন—এই বায়ুবিক্রম মহাবল বানর গমন করিতেছে বটে, কিন্তু সে লঙ্কার প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে কিনা? তাহার বল কিরূপ আছে, আমরা জানি না । এইরূপ বিচার করিয়া দেবগণ কৌতূহল-করেন, তখন মহেশ্বর পর্বতের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাল্মীকি,—

“স চোলাচলশ্চাত্ত যুহুর্ভং কপিপীড়িতঃ ।  
 তরুণাং পুষ্পিতাগ্রাণাং সর্বং পুষ্পমশাতরং ॥ ৫।১।১২

• • •  
 তেন চোত্তমবীর্ষ্যেণ পীড়্যমানঃ স পর্বতঃ ।  
 সলিলং সংপ্রসূত্ৰাং মদমত্ত ইব হিগঃ ॥ ১৪  
 পীড়্যমানস্ত বলিনা মহেন্দ্রস্তেন পর্বতঃ ।  
 রীতিনির্বর্তরামাস কাকনাড়নরাজতঃ ॥ ১৫  
 যুগোচ চ নিলাঃ শৈলো বিশালাঃ সমনঃশিলাঃ ।  
 মধ্যমেনাচিবা জুষ্টো ধুমরাভিরিবানলঃ ॥ ১৬ ইত্যাদি

১ হনুমান্ লক্ষ প্রদান করিয়া আকাশে উঠিলে সেই সময় হনুমানের বর্ণনায় মহর্ষি বাল্মীকি,—

“ভস্তাশ্বরগভো বাহু দদৃশাতে প্রসারিতৌ ।  
 পর্বতাগ্রাদ্ বিনিক্ষিপ্তৌ পক্ষাত্ত!বিব পন্নগৌ ॥  
 পিবন্নিব বভৌ চাপি সোমিহ্মালাং মহার্ণবম্ ।  
 শিপাসুন্নিব চাক্ষাশং দদৃশে স মহাকপিঃ ॥  
 তত্ বিদ্যুৎপ্রভাকারে বায়ুমার্গানুসারিণঃ ।  
 নয়নে বিপ্রকাশেতে পর্বতস্থাবিবানলৌ ॥  
 পিঙ্গে পিঙ্গাকমুখস্ত বৃহতী পরিমত্তলে ।  
 চক্ষুরী সপ্তকাশেতে চক্স-সূর্য্যাবিব হিতৌ ॥  
 যুগং নাসিকর্য্য তত্ ভাজরা ভঃস্রমাবভৌ ।  
 লক্ষ্যরা সমভিস্পৃষ্টৌ যথা ত্যাব সূর্য্যবত্তলম্ ॥

অত্রবীন্দ্রবতাবুদ্যঃ কৌতূহলসমম্বিতঃ ।  
 গচ্ছ স্বং বানরেন্দ্রস্ত কিঞ্চিদ্ বিদ্বং সমাচর ॥ ১১  
 জাহা তস্ত বলং বুদ্ধিং পুনরেহি ত্রাহিষিতা ।  
 ইত্যুক্তা সা যযৌ শীঘ্রং হনুমদ্বিভ্রকারণাৎ ॥ ১২  
 আবৃত্য মার্গং পুরতঃ স্থিতা বানরমত্ৰবীৎ ।  
 এহি মে বদনং শীঘ্রং প্রবিশস্ব মহামতে ॥ ১৩

ক্রান্ত • হইয়া নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন,—দেবি! তুমি যাও, বানরেন্দ্র হনুমানের কিছু বিদ্বং সৃষ্টি কর, তাহার বল ও বুদ্ধি পরীক্ষা দিও । জাহা হইয়া তুমি সত্তর কিরিয়া আসিবে ॥ ৮-১১

দেবগণ এই কথা বলিলে পর সেই নাগমাতা সুরসা ( ) হনুমানের কার্য্যে বিদ্বংসৃষ্টি করিবার জন্ত সত্তর গমন করিলেন ॥ ১২

তিনি হনুমানের অগ্রপথ রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করত সেই বানর-বরকে বলিলেন,—মহামতে! তুমি এস এবং শীঘ্র আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হও ॥ ১৩

লালুপক্ষ সমাবিষ্টং প্রবমানস্ত শোভতে ।

অথরে বায়ুপুত্রস্ত শত্রুধ্বজ ইবোজ্জ্বিতম্ ॥ ইত্যাদি

৫।১।৫৬-৬১

• • •  
 হনুমান্ আকাশে উঠিয়া সাগরের উপর দিয়া যখন গমন করিতেছিলেন, তৎকালীন সাগরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহাকবি বাল্মীকি,—

“উপরিক্ষীচ্ছরীরেণ ছারিরা চাবগাঢ়রা ।

সাগরে মারুতাবিষ্ঠৌ নৌরিবাসীং তদা কপিঃ ॥

সং সং দেশং সমুদ্রস্ত জগাম স মহাকপিঃ ।

স তু ভস্তাশ্রবেগেন সোম্মাদ ইব লক্ষ্যতে ॥ ইত্যাদি

৫।১।৬৭-৬৮

• বাল্মীকিরামায়ণে পূর্বের মৈনাক পর্বতের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে এবং পরে নাগমাতা সুরসার বৃত্তান্ত । এই অধ্যাত্ম-রামায়ণে অগ্রে সুরসাবৃত্তান্ত ও পরে মৈনাক পর্বত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ।

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে নাগমাতার প্রতি দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের বাক্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে যথা,—

“ভভৌ দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।

জজ্ঞবদ সূর্য্যসঙ্কাশাং সুরসাং নাগমাতরম্ ॥ ৫।১।১৩৯

দেবৈত্তং কল্পিতো ভক্ষ্যঃ স্মৃধা সম্পীড়িতাশ্চনঃ ।  
 তামাহ হনুমান্ মাতরহং রামস্ত শাসনাৎ ॥ ১৪  
 গচ্ছামি জ্ঞানকৌং ত্রুষ্ণং পুনরাগম্য সখরঃ ।  
 রামায় কুশলং তস্তাঃ কথয়িষ্য তদাননম্ ॥ ১৫  
 নিবেক্ষ্য দেহি মে মার্গং সুরসায়ৈ নমোহস্ত তে ।  
 ইত্যুক্তা পুনরেবাহ সুরসা স্মৃধিতাম্যহম্ ॥ ১৬  
 প্রবিশ্য গচ্ছ মে বক্তুং নো চেৎ ত্বাং ভক্ষয়াম্যহম্ ।  
 ইত্যুক্তো হনুমানাহ মুখং শীত্বং বিদারয় ॥ ১৭  
 প্রবিশ্য বদনং তেহস্ত গচ্ছামি ত্বরয়াধিতঃ ।

ইত্যুক্তা যোজনায়ামদেহো ভূত্বা পুরঃ স্থিতঃ ॥ ১৮

আমি অভ্যস্ত স্মৃধার পীড়িতা হইতেছি, দেবগণ ভোমাকে  
 আজ আমার আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তখন হনুমান্  
 তাঁহাকে বলিলেন,—মাতঃ! আমি রামের আদেশে জ্ঞানকৌকে  
 দেখিবার জন্য বাইতেছি। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সত্তর  
 প্রত্যাবর্তন করত রামকে তাঁহার কুশল বার্তা নিবেদন করিয়া  
 তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিব। তুমি আমাকে পথ ছাড়িয়া  
 দাও। হে সুরসাদেবি! ভোমাকে নমস্কার। হনুমান্ এই  
 কথা বলিলে সুরসাদেবী পুনরায় বলিলেন—আমি অভ্যস্ত  
 স্মৃধাৰ্ত্তা ॥ ১৪-১৬

তুমি আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ( যদি সামর্থ্য থাকে,  
 তবে নিজস্ব হইয়া ) গমন কর, নতুবা আমি ভোমাকে ভক্ষণ  
 করিব। এই কথা বলিলে পর হনুমান্ বলিলেন,—তুমি সত্তর  
 মুখ ব্যাদান কর ॥ ১৭

তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া আজ আমি ত্বরাসহকারে  
 গমন করিব। এই কথা বলিয়া হনুমান্ তাঁহার দেহকে এক  
 যোজন (১) বিস্তৃত করিয়া সুরসাদেবীর সম্মুখে অবস্থান করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১৮

(১) বাল্মীকিরামায়ণে ক্রুত্বা নাগমাতার দশ যোজন বিস্তৃত  
 বদনব্যাদন লক্ষ্য করিয়া হনুমান্ও দশ যোজনবিস্তৃত দেহ  
 বিস্তার করেন, যথা,—

“অত্রবীৎ কুরুতে বক্তুং যেন মাং বিবহিষামি ।  
 ইত্যুক্তা সুরসাঃ ক্রুদ্ধো দশযোজনমায়তাম্ ॥  
 দশযোজনবিস্তারো হনুমানভবৎ তদা ।  
 তৎ দৃষ্ট্বা মেঘসঙ্কাশং দশযোজনমায়তম্ ॥  
 চকার সুরসাপ্যাশং বিংশদযোজনমায়তম্ ॥”

দৃষ্টা হনুমতো রূপং সুরসা পঞ্চযোজনম্ ।  
 মুখং চকার হনুমান্ দ্বিগুণং রূপমাদধৎ ॥ ১৯  
 ততশ্চকার সুরসা যোজনানাঞ্চ বিংশতিম্ ।  
 বক্তুং চকার হনুমাংস্ত্রিংশদযোজনসম্মিতম্ ॥ ২০  
 ততশ্চকার সুরসা পঞ্চাশদযোজনায়তম্ ।  
 বক্তুং তদা হনুমাংস্ত বভূবাজুষ্ঠসম্মিতঃ ॥ ২১  
 প্রবিশ্য বদনং তস্তাঃ পুনরেত্য পুরঃস্থিতঃ ।  
 প্রবিষ্টো নির্গতোহহং তে বদনং দেবি তে নমঃ ॥ ২২  
 এবং বদন্তং দৃষ্টা সা হনুমন্তমথাত্রবীৎ ।  
 গচ্ছ সাধয় রামস্ত কার্য্যং বুদ্ধিমতাং বর ॥ ২৩

তখন সুরসাদেবী হনুমানের একযোজন পরিমিত বিশাল  
 দেহ অবলোকন করিয়া নিজের মুখকে পাঁচ যোজন বিস্তৃত  
 করিলেন। ইহা দেখিয়া হনুমান্ও নিজের দেহকে দ্বিগুণ অর্থাৎ  
 দশযোজন বিস্তৃত করিলেন ॥ ১৯

হনুমানের দশযোজন পরিমিত দেহ দেখিয়া সুরসাদেবীও  
 নিজের মুখকে বিংশতি যোজন পরিমিত করিলেন। তখন  
 হনুমান্ নিজের দেহকে ত্রিংশদ যোজনবিস্তৃত করিলেন ॥ ২০

তদনন্তর সুরসাদেবী স্বীয় মুখকে পঞ্চাশদ যোজন পরিমিত  
 করিলেন। সেই সময় হনুমান্ হঠাৎ অজুষ্ঠপরিমিত  
 ক্রুদ্ধদেহ হইয়া বাইলেন ॥ ২১

তারপর সুরসাদেবীর বদনে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় আগমন  
 করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়া হনুমান্ বলিলেন—দেবি!  
 আমি তোমার বদনে প্রবেশ করত নির্গত হইয়াছি, তোমাকে  
 নমস্কার (২) ॥ ২২

তখন হনুমান্কে একরূপ কথা বলিতে দেখিয়া সেই দেবী  
 তাঁহাকে বলিলেন,—বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হনুমান্। তুমি  
 গমন কর এবং রামের কার্য্য সাধন কর ॥ ২৩

(২) সুরসাদেবীর বদন হইতে নির্গমন ও সুরসাদেবীর প্রতি  
 হনুমানের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে—

“তদদৃষ্ট্বা ব্যাদিতং ত্বাস্তং বায়ুপুত্রঃ স বুদ্ধিমান্ ।  
 দীর্ঘজিহ্বং সুরসয়া স্ত্রীমং নরকোপমম্ ॥  
 স সংকিপ্যাশ্বনঃ কাস্তং জীমূত ইহ মারুতিঃ ।  
 তস্মিন্ মুহুর্তে হনুমান্ বভূবাজুষ্ঠমাতকঃ ।  
 সোহভিপদ্যাস্ত ভদ্রবক্তুং নিপত্য চ মহাবলঃ ।  
 অন্তরীক্ষে স্থিতঃ জীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥  
 প্রবিষ্টোহস্মি হি তে বক্তুং দাক্ষায়ণি নমোহস্ত তে ।  
 গমিষ্যে যত্র বৈদেহী সত্যশাসীদ বরন্তব ॥”

দেবৈঃ সম্প্রবিভাহং তে বলং জিজ্ঞাসুভিঃ কপে ।  
 দৃষ্টা সীতাং পুনর্গতা রামং দ্রক্ষ্যসি গচ্ছ ভোঃ ॥ ২৪  
 ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ দেবলোকং বায়ুসুতঃ পুনঃ ।  
 জগাম বায়ুমার্গেণ গরুজানিব পক্ষিরাট ॥ ২৫  
 সমুদ্রোহিপাহ মৈনাকং মণিকাঞ্চনপর্বতম্ ।  
 গচ্ছত্যেব মহাসত্ত্বো হনুমান্ মারুতাস্ক্রজঃ ॥ ২৬  
 রামস্ত কার্যাসিদ্ধার্থং তস্তা ত্বং সচিবো ভব ।  
 সগরৈর্বন্ধিতো যস্মাৎ পুরাহং সাগরোহতবম্ ॥ ২৭  
 তস্তাষ্ময়ে বভূবাসৌ রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।  
 তস্ত কার্যাসিদ্ধার্থং গচ্ছত্যেব মহাকপিঃ ॥ ২৮

বানরবর । তোমার বল জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ বল  
 পরীক্ষার জন্য দেবগণ আমাকে পাইয়াছিলেন । আচ্ছা, তুমি  
 এখন যাও ; সীতাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া তুমি পুনরায়  
 রামকে দর্শন করিবে ॥ ২৪

এই কথা বলিয়া সেই সুরসাদেবী দেবলোকে গমন  
 করিলেন । তখন বায়ুনন্দন হনুমান্ পক্ষিরাজ গরুড়ের স্তায়  
 পুনরায় বায়ুপথে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

এই সময় সাগরও (১) মণি ও কাঞ্চনময় পর্বত মৈনাককে  
 বলিলেন,—এই সমুদ্রে মহাপরাক্রমশালী পবননন্দন হনুমান্

(১) মৈনাক পর্বতকে সাগরের বাক্য বাঞ্জীকিরামায়ণে  
 যথা,—

“তমিহাসুরসজ্জানাং দেবরাজা মহাঅনা ।  
 পাতালনিলসানাং হি পরিধঃ সন্নিবেশিতঃ ।  
 ত্রযেবাং জাতবীৰ্য্যাণাং পুনরেবোৎপত্তিস্ততাম্ ।  
 পাতালস্তাপ্রমেষস্ত দ্বারমাবৃত্য ভীতসি ।  
 তিৰ্য্যগুদ্রং মনৈশ্চৈব শক্তিস্তে নৈল বহিভূম্ ।  
 তস্মাৎ সঙ্কোদরামি তামুত্তিষ্ঠি গিরিসত্তম ।  
 স এব কপিলাদৃলস্তামুপর্য্যেতি বীৰ্য্যান্ ।  
 হনুমান্ রামকার্যার্থী ভীমকর্ণা খমাপ্লুতঃ ।”

৫।১।২২-২৫

বাঞ্জীকিরামায়ণে এই সব প্রসঙ্গ বহু বিস্তৃতি সহকারে  
 বর্ণিত আছে । বাঞ্জীকিরামায়ণের স্মরণকাণ্ডের প্রথম  
 সর্গের ৯৬ শ্লোক হইতে ১২৬ শ্লোক পর্য্যন্ত :

ত্মমুত্তিষ্ঠি জলাৎ তূর্ণং ত্বয়ি বিশ্রাম্য গচ্ছতু ।  
 স তথেষতি প্রাহুরভূজলমধ্যান্নহোমতঃ ॥ ২৯  
 নামাননিময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তৃশোপনি নরাকৃতিঃ ।  
 প্রাহ যাস্তং হনুমান্তং মৈনাকোহহং মহাকপে ॥ ৩০  
 সমুদ্রেণ সমাদিষ্টবৃদ্ধবিশ্রামায় মারুতে ।  
 আগচ্ছামুতকল্পানি জগন্ধা পকফলানি মে ॥ ৩১  
 বিশ্রাম্যাত্র জগৎ পশ্চাদ্ গমিস্তাসি যথাসুখম্ ।  
 এবমুক্তোহথ তং প্রাহ হনুমান্ মারুতাস্ক্রজঃ ॥ ৩২  
 গচ্ছতো রামকার্যার্থং ভক্ষণং মে কথং ভবেৎ ।  
 বিশ্রামো বা কথং মে স্যাদ্ গন্তব্যং ত্বরিতং ময়া ॥ ৩৩

রামের কার্যাসিদ্ধির জন্য গমন করিতেছে, তুমি ইহাকে সাহায্য  
 কর অর্থাৎ ইহাকে বিশ্রাম করিবার স্থান দান করিয়া তাহার  
 পরিশ্রম লাঘব কর । পুরাকালে সগর-সন্তানগণ যেহেতু  
 আমাকে বন্ধিত করিয়াছিলেন, সেইহেতু আমি ‘সাগর’ নামে  
 অভিহিত হই ॥ ২৬ ২৭

এই প্রভু দশরথনন্দন রাম সেই সগর-বংশেই, আবির্ভূত  
 হইয়াছেন । আর এই মহাকপি হনুমান্ তাহার কার্যাসিদ্ধির  
 জন্য গমন করিতেছে ॥ ২৮

অতএব তুমি সত্তর জল হইতে উত্তিত হও, এই হনুমান্  
 তোমার উপরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া গমন করুক । তখন  
 ‘ভযাস্ত’ বলিয়া নানা মণিময় লিখরসমূহে মহোম্মত মৈনাক  
 জল হইতে প্রাবৃত্ত হইল । তদনন্তর তাহার উপরে মানবা-  
 কারে অবস্থান করত মৈনাক গমনকারী হনুমান্কে বলিল,—  
 মহাকপে । আমি মৈনাকনামক পর্বত ॥ ২৯-৩০

বায়ুনন্দন । তোমার বিশ্রামের জন্য স্থান প্রদান করিতে  
 সমুদ্র আমাকে আদেশ করিয়াছেন, অতএব তুমি এস এবং  
 আমার দেওয়া অমৃততুল্য সুস্বাদু পক ফলসমূহ ভক্ষণ করিয়া  
 এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করত পরে সুখের সহিত গমন করিবে ।  
 মৈনাক এই কথা বলিলে পর বায়ুসুত হনুমান্ বলিলেন ॥ ৩১-৩২

আমি রামকার্যের জন্য গমন করিতেছি, সুতরাং আমাকে  
 দ্রুত গমন করিতে হইবে, এই অবস্থায় আমি কিরূপে ভক্ষণ  
 করিব এবং বিশ্রামই বা কি করিয়া করিব ? ( কারণ, ইহাতে  
 রামকার্য বিলম্বিত হইবে এবং আমার নিকট ভক্ষণ বা বিশ্রাম  
 কর্তব্যক্রটি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ) ॥ ৩৩



ইত্যাঙ্ক। স্পৃষ্টশিখরঃ করাগ্রাণ যযৌ কপিঃ ।  
 কিঞ্চিদদূরং গতস্তাস্ত্র ছায়াং ছায়াগ্রহোহগ্রহীৎ ॥ ৩৪  
 সিংহিকা নাম সা ঘোরা জলমধ্যে স্থিতা সদা ।  
 আকাশগামিনাং ছায়ামাক্রম্যাকৃষ্ট ভক্ষয়েৎ ॥ ৩৫  
 তয়া গৃহীতো হনুমান্শিস্তয়ামাস বীৰ্য্যবান্ ।  
 কেনেদং মে কৃতং বেগরোধনং বিশ্বকারিণা ॥ ৩৬

এই কথা বলিয়া বানরবর হনুমান্ নিজের হস্তাগ্রের দ্বারা মৈনাক পর্বতের শিখর স্পর্শ করত (১) গমন করিতে করিলেন । তদনন্তর কিম্ব দূর গমন করিলে পর কোনও এক ছায়াগ্রহ (ছায়া ঘরিত্তা বাহারা আকর্ষণ করত গ্রহণ করে, তাহাদিগকে ছায়াগ্রহ বলে ; ইহারা; রাক্ষসবিশেষ ) হনুমানের ছায়া ঘরিত্তা আকর্ষণ করিতে লাগিল (২) ॥ ৩৪

জলমধ্যে সর্বদা অবস্থিতা সেই প্রসিদ্ধা ভয়ঙ্করী ছায়াগ্রহের নাম সিংহিকা । এই রাক্ষসী আকাশপথে গমনকারী প্রাণিগণের ছায়া ধারণ পূর্বক আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করে ॥ ৩৫

সেই সিংহিকার দ্বারা গৃহীত হইয়া পরম শক্তিশালী হনুমান্ মনে মনে চিন্তা করিলেন, বিশ্বসৃষ্টিকারী কোন্ ব্যক্তি আমার

(১) বান্দ্রীকিরামারূপেও হনুমান্ বিশ্রাম না করিয়া কেবল হস্তস্পর্শ করিয়া গমন করেন, ইহা বর্ণিত আছে যথা—

“ইত্যাঙ্ক। পাপিনা শৈলমালাভ্য হরিপূজবঃ ।  
 অগামাকালমাবিস্ত্র বীৰ্য্যবান্ প্রহসন্নিব ॥”

৫।১।১২৭

(২) ছায়াগ্রাহী প্রাণী সম্বন্ধে আদিকবি বান্দ্রীকি,—  
 “ভেজেন্ধরং নিরালম্বং পক্ষযুক্ত ইবাজিরাট্ ।  
 প্লবমানং তু ভং দৃষ্ট্ৱ। সিংহিকা নাম রাক্ষসী ।  
 মনসা চিত্তরামাস প্রবৃদ্ধা কামরূপিনী ।  
 অদ্য দীর্ঘশ কালম্ ভবিষ্যাম্যহমশিতা ।  
 ইদং মম মহাসত্ত্বং চিরস্ত বশমাগতম্ ।  
 ইতি সঙ্কিত্য মনসা জ্জারামস্ত সমাক্ষিপৎ ।  
 ছায়ায়াং গৃহ্যমানায়াং চিত্তরামাস বানরঃ ।  
 সমাক্ষিপ্তোহস্মি সহসা পঙ্কতপরাক্রমঃ ।  
 প্রভিলোমেন বাভেন মহানৌরিব সাগরে ।  
 ভীৰ্য্যগূর্জমথশ্চৈব বীক্ষমাণস্তদা কপিঃ ।  
 দদর্শ স মহাসত্ত্বমুখিতং লবণাত্তসি ।  
 তদৃষ্ট্ৱ। চিত্তরামাস মারুতিবিকৃতাননাম্ ॥

দৃশ্যতে নৈব কোহপ্যত্র বিস্ময়ো মে প্রজায়তে ।  
 এবং বিচিন্ত্য হনুমানথো দৃষ্টিং প্রসারয়ৎ ॥ ৩৭  
 তত্র দৃষ্টা মহাকায়াং সিংহিকাং ঘোররূপিণীম্ ।  
 পপাত সলিলে তূর্ণং পদ্ম্যামেবাহনদৃ ক্রযা ।  
 পুনরুৎপ্লুত্যা হনুমান্ দক্ষিণাভিমুখে যযৌ ॥ ৩৮  
 ততো দক্ষিণমাসাত্ত কুলং নানাকলক্রমম্ ॥ ৩৯

গতিরোধ করিল ? ৩৬

এখানে কাহাকেও ‘ত’ দেখিতে পাইতেছি না ? ইহাতে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ হইতেছে । এইরূপ চিন্তা করিয়া হনুমান্ অধোদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন ॥ ৩৭

তথায় ভয়ঙ্কর রূপধারিণী বিশালদেহী রাক্ষসী সিংহিকাকে দেখিয়া জলে ক্ষুভ পতিত হইলেন এবং ক্রোধে দুই পদাঘাতে তাহাকে বধ করিলেন । তারপর পুনরায় লক্ষ্য প্রদান পূর্বক আকাশে উঠিয়া দক্ষিণ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

তদনন্তর নানা ফলবান্ বৃক্ষশ্রেণীতে পূর্ণ, নানা পক্ষি ও পতঙ্গের পরিব্যাপ্ত এবং নানা পুষ্প লতাসমূহে পরিবৃত্ত সাগরের

কপিরাজা যথাযথঃ সত্ত্বমন্তুতদর্শনম্ ।  
 ছায়াগ্রাহি মহাবীৰ্য্যং ভদ্রিদং নাত্র সংশয়ঃ ।  
 স ত্যং বুদ্ধার্হভক্তেন সিংহিকাং মতিমান্ কপিঃ ।  
 ব্যবর্জিত মহাকায়ঃ প্রাব্রযীব বলাহকঃ ।  
 তস্য সা কারমুদ্বীক্য বর্জমানং মহাকপেঃ ।  
 বজ্রং প্রসারয়ামাস পাতালাবরসন্নিভম্ ।  
 ঘনরাজীব গর্জন্তী বানরং সমভিঘ্রবৎ ।  
 স দদর্শ ততস্ত্যা বিকৃতং সুমহনুমুখম্ ।  
 কারমাত্রক মেধাবী মর্দ্বাণি চ মহাকপিঃ ।  
 স তস্তা বিকৃতে বক্ত্রে বজ্রসংহননঃ কপিঃ ।  
 সংক্ষিপ্য মুহুরাঅানং নিপপাত মহাকপিঃ ।  
 আস্যো তস্তা নিমজ্জন্তং দদৃশুঃ সিদ্ধচারণাঃ ।  
 গ্রসমানং যথা চক্রং পূর্ণং পর্বণি রাহণা ।  
 ততস্ত্যা নৈষেভৌক্ষৈর্মর্দ্বাণ্যাকৃত্য বানরঃ ।  
 উৎপপাতাথ বেগেন মনঃসম্পাতবিক্রমঃ ।  
 ত্যং তু দৃষ্ট্ৱ। চ দৃষ্ট্ৱ। চ দক্ষিণেন নিপাত্য সঃ ॥  
 কপিপ্রবীরো বেগেন বহুধে পুনরাববান্ ।  
 হতহ্রং সা হনুমতা পপাত বিদুরাত্তসি ।  
 যঃস্তুবৈব হনুমান্ সৃষ্টস্তয়া নিপাতনে ॥

আর্য্যশাস্ত্রপ্রকাশিত বান্দ্রীকিরামারূপ ৫।১।১৭৫-১৮৯

নানাপক্ষিযুগাকীর্ণং নানাপুষ্পলভাবৃতম্ ।  
ততো দদর্শ নগরং ত্রিকুটালমুর্দ্ধনি ॥ ৪০  
প্রাকারৈর্বহুভির্ভূক্তং পরিখাভিশ্চ সর্বতঃ ।  
প্রবেক্ষ্যামি কথং লঙ্কামিতি চিন্তাপরোহভবৎ ॥ ৪১  
রাজৌ বেক্ষ্যামি সূক্ষ্মাহং লঙ্কাং রাবণপালিতাম্ ।  
এবং বিচিন্ত্য তত্রৈব স্থিত্বা লঙ্কাং জগাম সঃ ॥ ৪২  
ধৃত্বা সূক্ষ্মং বপুর্ধারং প্রবিবেশ প্রতাপবান্ ।  
তত্র লঙ্কাপুরী সাক্ষাদ্ রাক্ষসীবেশধারিণী ॥ ৪৩  
প্রবিশন্তুং হনুমন্তুং দৃষ্ট্বা লঙ্কা ব্যভূজয়ৎ ।

দক্ষিণ কুল প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে ত্রিকুট পর্বতের উপরে এক  
নগর দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৯-৪০

এহবিধ প্রাকারসমূহে ও পরিখাসমূহে সর্বদিক্ সুরক্ষিত  
দেখিয়া হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কিভাবে এই  
এই লঙ্কার প্রবেশ করিব ? ৪১

রাজিকালে সূক্ষ্মরূপে আমি এই রাবণ-পালিতা লঙ্কানগরীতে  
এবিস্ট হইব, এরূপ চিন্তা করিয়া সৈন্যসহই অবস্থান করত পরে  
হনুমান্ লঙ্কার গমন করিলেন ॥ ৪২

প্রতাপশালী হনুমান্ সূক্ষ্ম রূপ ধারণ পূর্বক লঙ্কানগরীর  
দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় সাক্ষাৎ লঙ্কানগরী রাক্ষসীবেশ  
ধারণ করিয়া (১) অবস্থান করিতেছিল। তখন লঙ্কা হনুমান্কে  
নগরীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তর্জন-গর্জন করত বলিল,—

(১) এই এসঙ্গে মহর্ষি বাসীকি,—

“অথ সা হরিশাদৃশং প্রবিশন্তুং মহাকশিম্ ।

নগরী যেন রূপেণ দদর্শ পবনাশ্রয়ম্ ॥

সী তং হরিবরং দৃষ্ট্বা লঙ্কা রাবণপালিতা ।

য়স্মেবোখিতা তত্র বিকৃতাননদর্শনা ॥

• • • • •

কত্বং কেন চ কার্যেণ ইহ প্রাপ্তো বনালয় ।

কথংবেহ বৎ ভুত্বং স্বাবৎ প্রাণা ধরতি তে ॥”

৫১৩২০-২১, ২৩

লঙ্কা নগরীর এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান্ তাহাকে প্রশ্ন  
করেন। এইরূপ প্রশ্নজলে কথোপকথনের পর হঠাৎ  
লঙ্কানগরী—

“ততঃ কৃত্বা মহানাদং সা বৈ লঙ্কা ভয়ঙ্করম্ ।

ভলেন বানরশ্রেষ্ঠং ভাঙরায়াস বেগিতা ॥

কত্বং বানররূপেণ মামনাদৃত্য লঙ্কিনীম্ ॥ ৪৪

প্রবিশ্য চোরবদ্ রাজৌ কিং ভবান্ কর্তুমিচ্ছতি ।

ইত্যাক্ণ্য রোষতাত্মাকী পাদেনাভিজঘান তম্ ॥ ৪৫

হনুমানপি তাং বামমুষ্টিনাবজ্জয়াহনৎ ।

ভদৈব পতিতা ভূমৌ রক্তমুদগতী ভূশম্ ॥ ৪৬

উখায় গ্রাহ সা লঙ্কা হনুমন্তুং মহাবলম্ ।

হনুমন্ গচ্ছ তত্রং তে জিতা লঙ্কা ত্রয়ানব ॥ ৪৭

পুরাহং ব্রহ্মণা প্রোক্তা হৃষ্টাবিশতিপর্যায়ৈ ।

ত্রৈতামুগে দাশরথী রামো নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ৪৮

কে তুই ? বানররূপ ধারণ করিয়া লঙ্কারূপিনী আমাকে  
অবজ্ঞা করত এই রাজিকালে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া তুই  
কি করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্ ? এই কথা বলিয়া লঙ্কা ক্রোধে  
চক্ষু রক্তবর্ণ করত সেই হনুমান্কে এক পদাঘাত করিল ॥ ৪৩-৪৫

তখন হনুমান্ও অবজ্ঞাভরে তাহাকে বামমুষ্টি দ্বারা আঘাত  
করিলেন ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই লঙ্কা ভূতলে পতিতা হইল  
এবং অভিলষিত রক্ত বমন করিতে লাগিল ॥ ৪৬

ভয়ভর উখিত হইয়া সেই লঙ্কা মহাবল হনুমান্কে বলিল,—  
হনুমন্। তুমি ষাও, তোমার মজল হউক। নিষ্পাপ। তুমি  
আমি লঙ্কাতে জয় করিয়াছ ॥ ৪৭

পুরাকালে ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন, ক্রমানুসারে  
অষ্টাবিংশতি ত্রৈতামুগে অবিনাশী পরমাত্মা নারায়ণ দশরথ-  
নন্দন রাম হইয়া আবির্ভূত হইবেন। যোগমায়া জনকভবনে

ততঃ স হরিশাদৃশো লঙ্কয়া ভাঙিতো ভূশম্ ।

ননাদ সুমহানাদং বীর্যবান্ মারুতাত্মজঃ ॥

ততঃ সংবর্তমায়াং বামহস্তেন সোহঙ্কুলীঃ ।

মুষ্টিনাভিজঘানৈনাং হনুমান্ ক্রোধমুজ্জিতঃ ॥

স্ত্রী চেতি মত্তমানেন নাভিক্রোধঃ স্বয়ং কৃতঃ ।

সী তু ভেন প্রহারেণ বিহ্বলাকী নিশাচরী ।

পপাত সহসা ভূমৌ বিকৃতাননদর্শনা ॥

ততস্ত হনুমান্ বীরস্তাং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতাম্ ।

কৃপাং চকার ভেজয়ী মত্তমানঃ স্ত্রিয়ক ভাম্ ॥

ততো বৈ ভূশমুখিয়া লঙ্কা সা গদগদাক্ষরম্ ।

উবাচাগবিতং বাক্যং হনুমন্তং প্রবজ্জমম্ ॥” ইত্যাদি

৫১৩৩৮-৪৩

জনিস্থিতে যোগমায়া সীতা জনকবংশনি ।

ভূভারহরণার্থায় প্রার্থিতোহয়ং ময়া কচিৎ ॥ ৪৯

সভার্য্যো রাঘবো ভ্রাতা গমিস্থ্যতি মহাবনম্ ।

তত্র সীতাং মহামায়াং রাবণোহপহরিস্থতি । ৫০

পশ্চাদ্ রামেন সাচিব্যং সুগ্রীবস্ত ভবিস্থতি ।

সুগ্রীবো জানকীং দ্রষ্টুং বানরান্ প্রেষয়িস্থতি ॥ ৫১

তত্রৈকো বানরো রাজ্যবাগমিস্থতি তেহস্তিকম্ ।

তয়া চ ভৰ্গসিতঃ সোহপি ত্বাং হনিয্যতি মুষ্টিনা ॥ ৫২

ভেনাহতা ত্বং ব্যথিতা ভবিষ্যসি যদানঘে ।

তত্রৈব চ রাবণস্তান্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩

তস্মাৎ তয়া জিতা লঙ্কা জিতং সৰ্ব্বং ত্বয়ানঘ ।

রাবণান্তঃপুরবরে ক্রীড়াকাননমুত্তমম্ ॥ ৫৪

যস্মদ্যোহশোকবনিকা দিব্যাদপসঙ্কুল।

সীতারূপে অবতীর্ণা হইবেন। কারণ, আমি কোনও এক সময়ে ভূভারহরণের জন্য অবতীর্ণ হইতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম । ৪৮-৪৯

সেই রঘুবংশধর রামভার্য্যা সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মহাবন দণ্ডকারণ্যে গমন করিবেন। তথায় মহামায়া সীতাকে রাবণ অপহরণ করিবে । ৫০

পরে রামের সহিত সুগ্রীবের সহায়তাকারক বজ্রত্ব স্থাপিত হইবে। তদনন্তর সুগ্রীব জনকনন্দিনী সীতাকে অন্বেষণ করিয়া দেখিবার জন্য বানরগণকে প্রেরণ করিবে । ৫১

তাঁহাদের মধ্যে এক বানর রাজিকালে তোমার নিকটে আসিবে। তোমার দ্বারা ভৰ্গসিত হইয়া সেই বানরও তোমাকে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিবে । ৫২

অনঘে! যখন তুমি তাঁহার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইবে, তখনই জানিবে যে, অতঃপর রাবণের বিনাশ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৫৩

নিষ্পাপ! সেইহেতু আজ তুমি লঙ্কাকে জয় করিতে পারিয়াছ এবং এই লঙ্কাকে জয় করায় তুমি সবই জয় করিয়া লইয়াছ। রাবণের সর্বোত্তম অন্তঃপুরে এক শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াকানন আছে । ৫৪

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে উমামহে-

অস্তি তস্তাং মহাবৃক্ষঃ শিশলপা নাম মধ্যগঃ ॥ ৫৫

তত্রাস্তে জানকী ঘোররাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ।

দৃষ্ট্বেব গচ্ছ ত্ৰিভং রাঘবায় নিবেদয় ॥ ৫৬

যন্তাহমপ্যন্ত চিরায় রাঘব

স্মৃতির্মমাসীন্তবপাশমোচনী ।

তন্তক্তসঙ্কোহপ্যতিতুল্যাভো মম

প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি ॥ ৫৭

উল্লঙ্ঘিতেহকৌ পবনাজ্জেন

ধরাষ্মতাশাশ্চ দশাননস্ত ।

পুশ্ফার বামাক্ষিভূজশ্চ তীত্রং

রামস্ত দক্ষাঙ্গমভীদ্রিয়স্ত ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরস বাদে

সুন্দরকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

সেই ক্রীড়াকাননের মধ্যে দিব্য বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত এক অশোক বন আছে। সেই অশোকবনের মধ্যভাগে এক বিশাল শিশলপা বৃক্ষ রহিয়াছে । ৫৫

তথায় অর্থাৎ সেই শিশলপাবৃক্ষের তলায় ভয়ঙ্করী রাক্ষসী-গণের দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া জনকনন্দিনী সীতাদেবী অবস্থান করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াই সত্তর গমন কর এবং রঘুনন্দন রামকে তাহা নিবেদন কর । ৫৬

আজ আমি যত্না হইলাম; কারণ, সংসারপাশনাশিনী রামস্মৃতি অর্থাৎ শ্রীরামের স্মরণ বহুকাল পরে আমার উদর হইল। তাঁহার ভক্তসঙ্গও অতিশয় দুর্লভ, কিন্তু আজ আমার তাহাও লাভ হইল। এখন আমার হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান থাকিয়া এই দশরথনন্দন রাম প্রসন্ন হউন। অথবা এই দশরথনন্দন রাম প্রসন্ন হইয়া সর্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করুন । ৫৭

পবননন্দন হনুমান্ সেই সময় সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিলে পর ধরণীমুখা সীতা এবং দশানন রাবণের বামনৈত্র ও বামবাহ এবং ইন্দিয়াভীত পরম পুরুষ শ্রীরামের দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইতে লাগিল (ত্রীলোকের বামোঙ্গ স্পন্দন ও পুরুষের দক্ষিণোঙ্গ স্পন্দন তত্তসূচক। পুরুষের বামোঙ্গ স্পন্দন অগন্তসূচক।) । ৫৮

স্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে সুন্দরকাণ্ডের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

[ হনুমতঃ সীতা দর্শনশ্চ, রাবণশ্চ চ স্বপ্নাদি দর্শনশ্চ বর্ণনম্ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো জগাম হনুমান্ লঙ্কাং পরমশোভনাম্ ।  
রাত্রৌ সূক্ষ্মতত্ত্বভূত্বা বভ্রাম পরিতঃ পুরীম্ ॥ ১  
সীতাদ্বেষণকার্যার্থী প্রবিবেশ নৃপালয়ম্ ।  
তত্র সর্বপ্রদেশেষু বিবিচ্য হনুমান্ কপিঃ ॥ ২  
নাপশ্যজ্ঞানকীং স্মৃতা ততো লঙ্কাভিতাষিতম্ ।  
জগাম হনুমান্ শীঘ্রনশোকবনিকাং শুভাম্ ॥ ৩  
সুরপাদপসম্বাধাং রত্নসোপানবাপিকাম্ ।  
নানাপক্ষিযুগাকীর্ণাং স্বর্ণপ্রাসাদশোভিতাম্ ॥ ৪  
ফলৈরানন্ত্রশাখাগ্রপাদপৈঃ পরিবারিতাম্ ।  
বিচিহ্নন জ্ঞানকীং তত্র প্রতিবৃক্ষং মরুৎসুতঃ ॥ ৫

### দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[ হনুমানের সীতা দর্শন ও রাবণের স্বপ্নাদি দর্শন বর্ণন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— তদনন্তর হনুমান্ অভিযন্ত সৌন্দর্য্য-  
ময়ী লঙ্কা নগরীতে গমন করিলেন (১) এবং সূক্ষ্ম দেহ ধারণ  
করত রাজিকালে পুরীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে  
লাগিলেন ॥ ১

কপিঃ হনুমান্ সীতাদ্বেষণ করিতে অভিলাষী হইয়া রাজ-  
ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় সর্বস্থানে অদ্বেষণ করিয়াও  
জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন হনুমান্  
পূর্বদৃষ্টা লঙ্কার বাক্য স্মরণ করিলেন এবং সত্বর পরম রমণীয়া  
অশোকবনিকাতে গমন করিলেন। এই অশোকবনিকা  
দেবদাক্ষবৃক্ষসমূহে পরিবাগ্ধা, রত্ননির্মিত সোপান ( সিঁড়ি )-  
শ্রেণী পরিশোভিত দীঘিকায়ুক্তা, নানাবিধ পক্ষী ও যুগগণে  
পরিপূর্ণা, স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদে সুশোভিতা এবং ফলভারে  
অবনত শাখাবিশিষ্ট বহুবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে পরিবেষ্টিতা ছিল।  
পবননন্দন তথায় সর্বত্র প্রতিবৃক্ষে সীতাকে অদ্বেষণ করিতে  
করিতে শত মণ্ডিতে সুশোভিত আকাশম্পর্শী একটি উত্তম  
চৈত্র্য প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। এই প্রাসাদ দেখিয়া হনুমান্  
অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ২-৬

(১) মহাবি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—অঘোর দিগ্না হনুমান রাজিতে  
লঙ্কা প্রবেশ করিয়া প্রথমে বামপদ স্থাপন করেন, যথা—

“অঘোরেণ মহাবীৰ্য্যঃ প্রাকারমবপুঙ্গুবে ।  
নিশি লঙ্কাং মহাসত্ত্বো বিবশ কপিকুঞ্জরঃ ।  
এবিশ নগরীং লঙ্কাং কপিরাবহিতকরঃ ।  
চক্রেহ পাদং সব্যঞ্চ শঙ্করাং স তু নৃধনি ॥ ৫৪১২-৩

দদর্শাভ্রংলিহং তত্র চৈত্র্যপ্রাসাদমুত্তমম্  
দৃষ্টৌ বিস্ময়নাপমো মণিস্তম্ভশতাস্থিতম্ ॥ ৬  
মমভীত্য পুনঃ কাকিদ্দুরং স মারুতিঃ ।  
দদর্শ শিংশপাবৃক্ষমত্যন্তনিবিড়চ্ছদম্ ॥ ৭  
অদৃষ্টান্তপমাকীর্ণং স্বর্ণবর্ণবিহঙ্গমম্ ।  
ভৃগুশ্চৈব রাক্ষসীমধো স্থিতাঃ জনকনন্দিনীম্ ॥ ৮  
দদর্শ হনুমান্ বীরো দেবভামিব ভূতলে ।  
একবেণীং কুশা দীনাং মলিনাংরথারিণীম্ ॥ ৯  
ভূমৌ শয়নাং শোচস্তীং রাম রামেতিভাষিণীম্  
জাতারং নাশিগচ্ছনভীমুপবাসকুশাং শুভাম্  
শাখাস্তচ্ছদমধ্যাস্তো দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ ॥ ১০

পবননন্দন হনুমান্ ইহা অতিক্রম করত পুনরায় কিয়দূর  
গমন করিয়া একটি শিংশপা বৃক্ষ দেখিলেন। এই বৃক্ষের পত্র-  
সকল অত্যন্ত নিবিড়, সেই কারণে এই বৃক্ষের ভলে অবস্থিত  
কেহই রোদ্র দেখিতে পার না, স্বর্ণবর্ণ পক্ষিগণে এই বৃক্ষ  
পরিমণ্ডিত ছিল। বীর হনুমান্ এই শিংশপা বৃক্ষের মূলে  
রাক্ষসীগণের মধ্যে অবস্থিত জনকনন্দিনী সীতাকে ভূতলে  
দেবীর দ্বায় দর্শন (২) করিলেন। সীতা তখন মলিন বস্ত্র-  
পরিহিতা, দীনা, কুশাজী, একবেণী ( কেশসংস্কারবহিতা )  
এবং ভূতলে শয়ন করিয়া ‘রাম, রাম’ এই বলিয়া শোক  
করিতেছেন, (৩) কিন্তু কোনও রক্ষক পাইতেছেন না।  
বাল্মীকি বামায়ণের এই ৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকার  
বলিয়াছেন,—

‘অঘোরেণ প্রবিবেশজ্ঞানবানশায়ী ।’ “প্রাণকালে স্বগৃহ-  
প্রবেশে, বিবাহকালে চ দক্ষিণাভিমুখঃ, কৃত্যগ্রতঃ শক্রপুত্র-  
প্রবেশে, বামং নিদধ্যাক্ষরণং নৃপালঃ ॥”

(২) বাল্মীকিরামায়ণে বর্ণিত আছে, হনুমান্ লঙ্কার সর্বত্র  
সীতাদেবীকে অদ্বেষণ করিয়াছেন। সেইভাবে অদ্বেষণ করিতে  
করিতে পরে অশোকবনে সীতাদেবীর দর্শন পান।

(৩) পবনকুমার হনুমান্ সীতাদেবীকে প্রথম যে অবস্থায়  
দর্শন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা বাল্মীকিরামায়ণে যথা—

“ভক্তো মলিন সংবীতঃ রাক্ষসীভিঃ সমাবৃত্তাম্ ॥

উপবাসকুশাং দীনাং নিঃসস্তীং পুংসু পুংসু ॥

দদর্শ তরুণকাদৌ চত্বরেখামিবাযলম্ ॥

মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্ ॥

পিন্ধাং ধুমজ্বালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥

কৃতার্থোহং কৃতার্থোহং দৃষ্টা জনকনন্দিনীম্ ।  
ততঃ কিলকিলাশক্বে বভূবাস্তুঃপুরাদ্ বহিঃ ॥ ১২  
কিমিতদিত্তি সংলীনে। বৃক্ষপত্রেষু মারুতিঃ ।  
আয়াস্তং রাবণং তত্র জীজ্ঞনৈঃ পরিবারিতম্ ॥ ১৩

মঙ্গলময়ী সীতা উপবাস করিয়া থাকার অভ্যস্ত ক্রীণ হইয়া  
গিয়াছেন। শাখার অভ্যস্তে পত্রগুলোর মধ্যে অবস্থান করত  
কণিবর হনুমান্ সীতাকে দর্শন করিলেন ॥ ১-১৩

তখন জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিয়া ‘আমি কৃতার্থ  
হইলাম, আমি কৃতার্থ হইলাম’—এই কথা হনুমান্ বলিলেন

পীতেনৈকেন সংবীভাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা ।  
সপক্ষামনলকারাং বিপদ্যামিব পদ্মিনীম্ ।  
পীড়িতাং হৃৎসমস্তপ্তাং পরিষ্কোণাং উপশ্রিনীম্ ।  
গ্রহেণাজ্জরকৈশ্চ পীড়িতামিব রোহিনীম্ ।  
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনীং কৃশামনশনেন চ ।  
শোকধ্যানপর্য্যং দীনীং নিভ্যং হৃৎসপন্নয়নাম্ ।  
প্রিয়ং জনমপশ্যতীং পশ্যতীং রাক্ষসীগণম্ ।  
স্বগণেন যুগীং হীনীং স্বগণেনাবৃত্তামিব ।  
নীলনাগাভরাং বেগ্যাং জঘনং গভীরকরাং ।  
নীলরা নীরদাপাং বনরাণ্যামহীমিব ।  
সুখার্হাং হৃৎসমস্তপ্তাং বাসনানামকোবিদাম্ ।  
ভাং বিলোক্য বিশালাকীমধিকং মলিনাং কৃশাম্ ।”

৫।১৫।১৮-২৬

এই অবস্থার সীতাকে দর্শন করিয়া হনুমানের স্বাভাবিকপর্বতে  
অবস্থানকালীন রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া  
যাইতেছিল, তখন তিনি যেভাবে সীতাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন  
আদিকবির অনন্ত সুলভ সুললিত ভাবায় সীতাদেবীর যে বর্ণনা  
হনুমানের স্মরণপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইরাছে, তাহা এখানে প্রদর্শিত  
হইল—

“ভর্ক্সামাস সীতেতি কার্শৈরুপপাদিতিঃ ।  
ত্রিমাণা ভদা ভেন রক্ষসা কামরূপিণা ।  
বধারূপা হি দৃষ্টা সা ভধারূপেয়মজনা ।  
পূর্ণচন্দ্রাননাং সুজ্ঞং চারুবৃত্তপয়োবরাম্ ।  
কূর্বতীং প্রভয়া দেবীং সর্ক্যা বিতিমিরা দিশঃ ।  
ভাং নীলকণ্ঠীং বিশোজীং সুমধ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্ ।  
সীতাং পদ্মপলাশাকীং মল্লধন্ত রতিং বধা ।  
ইত্যাং সর্কস্য জগতঃ পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ।

দশাশ্চং বিংশতিভুজং নীলাঞ্জনচয়োপমম্,  
দৃষ্টা বিস্ময়মাপন্নস্তরুখণ্ডেঘলীয়ত ॥ ১৪  
রাবণো রাঘবেণাস্তু মরণং মে কথং ভবেৎ ।  
সীতার্থমপি নায়্যতি রামঃ কিং কারণং ভবেৎ ॥ ১৫

এবং ভাবিলেন—আমার দ্বারা পরমাত্মা শ্রীরামের কার্য্য সাধিত  
হইল। ( ইহাতে হনুমান্ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। )  
তদনন্তর সেই সময় অস্তঃপুরের বাহিরে কিলকিলা ( কোলাহল )  
শব্দ হইতে লাগিল ॥ ১১-১২

তখন বায়ুপুত্র হনুমান্ বৃক্ষের পত্রগুলোর মধ্যে লুকাইয়া  
থাকিয়া ‘এ কিসের শব্দ হইতেছে’ মনে মনে ইহা ভাবিলেন।  
এই সময় তখন বিংশতিভাণ্ড, নীল অঞ্জনরাশি-ভূলা কালবর্ণ  
দশানন রাবণ জীবগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছে  
দেখিয়া হনুমান্ বিস্মিত হইয়া বৃক্ষশাখার পত্রগুলোর মধ্যে  
লুকান্নিত হইলেন ॥ ১৩-১৪

‘শ্রীরামের দ্বারা আমার সমস্ত কিভাবে মৃত্যু হইবে’ এবং  
‘সীতার জন্তও রাম আসিতেছেন না, ইহার কি কারণ থাকিতে  
পারে’? রাবণ এইরূপ সদা চিন্তা করিতে করিতে রামকেই

ভ্রমো মুতনুমাসীনাং নিরুতামিব ভাপসীম্ ।  
নিঃশ্বাসবহুপাং ভীক্সং ভূক্সগেল্লবধূমিব ।  
শোকজ্বালেন মহতা বিতভেন ন রাক্ষতীম্ ।  
সংসক্তাং ধূমজ্বালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ।  
ভাং শ্রুতীমিব সন্দিগ্ধ্যাশ্রুতিং নিপতিতামিব ।  
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব ।  
সোপসর্গাং বধা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুসামিব ।  
অভূতেনাপবাদেন কীর্ত্তিঃ নিপতিতামিব ।  
রামোপরোহব্যখিতাং রক্ষোগণনিপীড়িতাম্ ।  
অবলাং যুগলাবাকীং বীক্সমাণাং ততস্ততঃ ।  
বাপ্পাশুপরিপূর্ণেন কৃক্সবজ্রাক্ষিপক্ষ্মণা ।  
বদনেনাপ্রসন্নেন নিঃস্বসতীং পুনঃ পুনঃ ।  
মলপঙ্কধরাং দীনীং মণ্ডনাইমমতিতাম্ ।  
প্রভাং নক্ষত্ররাজসু কালমেঘৈরিবাবৃত্তাম্ ।  
ভয়া সন্দিগ্দিহে বুদ্ধিস্থতা সীতা নিরীক্সা চ ।  
আস্তানানামবোগেন বিদ্যাং প্রাশিখিলামিব ।  
হৃৎসেন বুবুধে সীতাং হনুমাননলজ্বতাম্ ।  
সংকারেণ বধা হীনীং বাচমর্ষাতরং গতাম্ ।”

৫।১৫।২৭-৩৯

ইত্যেবং চিন্তয়ন্ নিত্যং রামমেব সদা হৃদি ।  
তস্মিন্ দিনে পরং রাজৌ রাবণো রাক্ষসাবিধিঃ ॥ ১৬  
অগ্নে রামেণ সন্দ্বিষ্টঃ কশ্চিদাগত্য বানরঃ ।  
কামরূপধরঃ স্কন্দো বৃক্ষাশ্বেহুপশ্চতি ॥ ১৭  
ইতি দৃষ্টাভুতং অগ্নং স্বাত্মশ্চেবামুচিন্ত্য সঃ ।  
অগ্নঃ কদাচিৎ সত্যঃ স্তাদেবং তত্র কৰোম্যহম্ ॥ ১৮  
জানকীং বাক্শরৈর্বিধা হুঃখিতাং নিভরামহম্ ।

হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিল। সেই দিনেই রাজিতে শেষ প্রহরে  
রাক্ষসাবিধি রাবণ এক অভূত যন্ত্র দেখে যে, শ্রীরামচন্ডের  
আদেশে ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী সুন্দরূপী কোনও এক  
বানর লঙ্কায় আসিয়া বৃক্ষাশ্বে অবস্থান করত সীতাকে অব-  
লোকন করিতেছে। একরূপ যন্ত্র দেখিয়াই রাবণ নিজের মনে  
মনে চিন্তা করিল,—যন্ত্র কখনও কখনও সত্য হয়; আর যদি  
সত্যই হয়, তবে আমি এখন এইরূপ করি—নিজের বাক্য  
বাণের দ্বারা জানকীকে অভ্যন্ত হুঃখদান করি। যদি সত্যই  
বানর আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এই কথা বানর  
রামের নিকট বাইরা রামকে নিবেদন করুক ॥ ১৫-১৯

(১) রাবণকে দেখিয়া সীতার অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে মহাব্মনি  
বাল্মীকি,—

“ভাতো দৃষ্টে বৈদেহী রাবণং রাক্ষসাবিপম্ ।

প্রবাপেত বরারোহা প্রবাপেত কদলী যথা ।

উরুভায়ুদরং ছাদ্য বাহুভ্যাং পয়োধরৌ ।

উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবধিনী ॥” ৫.১৯।২-৩

(২) রাক্ষসরাজ রাবণ তখন যেভাবে সীতাকে দেখিয়া  
ছিল, তাহার বর্ণন প্রসঙ্গে কবিকুলচূড়ামণি মহর্ষি বাল্মীকি,—

“দশগ্রীবস্ত বৈদেহীং রজিতাং রাক্ষসীগণৈঃ ।

দদর্শ দীনাং হুঃখার্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে ।

অসংবৃত্তান্নামানীনাং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্ ।

হিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনম্পতেঃ ।

মলমগুনদিক্কাঙ্কো মগুনার্হামমগুনাম্ ।

মৃণালী পঙ্কদিক্কেব বিভাতি ন বিভাতি চ ।

সমীপং রাজসিংহস্ত রামস্ত বিদিতাশ্বনঃ ।

সঙ্কজহরসংসৃষ্টে ধাতীমিব মনোরথৈঃ ।

তন্ততীং রুদতীমেকাং ধ্যানশোকপরাধরাম্ ।

হুঃখস্তাভমপস্ততীং রামং রামমস্মরতাম্ ।

চেতমানখামাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রধুমিব ।

ধূপ্যমানং গ্রহেণেব রোহিণীং ধুমকেতুনা ।

করোমি দৃষ্ট্ৱা রামায় নিবেদয়তু বানরঃ ॥ ১৯

ইত্যেবং চিন্তয়ন্ সীতাসমীপমগচ্ছত ক্রতম্ ।

নুপূরাণাং কিঙ্কিনীনাং শ্রুত্বা শিজ্জিতমঙ্গনা ॥ ২০

সীতা ভীতা লীয়মানা স্বাত্মশ্চেব স্মমধ্যমা ।

অধোমুখাশ্রনয়না স্থিতা রামার্পিতান্তরা ॥ ২১

রাবণোহপি তদা সীতামালোক্যাহ স্মমধ্যমে ।

মঃ দৃষ্ট্ৱা কিং বৃথা স্তুজ্য স্বাত্মন্যেব বিলীয়সে ॥ ২২

রাবণ একরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রত সীতার নিকটে  
গমন করিল। স্মমধ্যমা রমণী সীতা নুপূরসমূহের ও কিঙ্কিনী  
সমূহের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভীতা হইয়া যেন নিজের মধ্যেই  
নিজে বিলীন হইয়া পড়িলেন। (১) তারপর মনে মনে শ্রীরামে  
নিজের ভাব অর্পণ করিয়া অধোবদনে এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে  
অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২০ ২১

সেই সময় রাবণও সীতাকে সেইভাবে দেখিয়া বলিল,—(২)

বৃত্তশীলে কূলে জাভামাটোরবতি ধাম্মিকে ।

পুনঃ সংস্কারমাপন্নং জাভামিব চ তুঙ্গুলে ।

সন্নামিব মহাকীর্ণং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্ ।

প্রজামিব পরিকীর্ণামাশং প্রতিহতামিব ।

আরভামিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব ।

দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামশহতামিব ।

পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমগুনাম্ ।

পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমুমিব ।

প্রভামিব তমোদ্বস্তানুপকীর্ণামিবাগমাম্ ।

বেদীমিব পরামৃষ্টাং শাভামগ্নিশিখামিব ।

উৎকৃষ্টপৰ্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্ ।

হস্তিহস্তপরামৃষ্টামাকুলামিব পদ্মিনীম্ ।

পতিশোকাতুরাং শুষ্কাং নদীং বিজ্ঞানিতামিব ।

পরয়া মূচ্ছয়া হীনং কৃষ্ণপক্ষে নিশামিব ।

সুকুমারীং সুজাতাং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্ ।

তপ্যমানামিবোকেন মৃণালীমচিরোদ্ধতাম্ ।

গৃহীতামালিতাং স্তম্ভে যুথপেন বিনাকৃতাম্ ।

নিঃশ্বসতীং সুহুঃখার্তাং পঙ্কজরাজবধুমিব ।

একরা দীর্ঘরা বেগ্যা শোভমানামবত্ৰতাম্ ।

নীলরা নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব ।

উপবাসেন শোকেন ধ্যানেন চ ভয়েন চ ।

পত্রিকীনাং কৃশাং দীপ্যমানাং তপোধানাম্ ।

অবাচমানাং হুঃখার্তাং প্রাঞ্জলিং দেবতামিব ।

ভাবেন রম্যুখ্যস্ত দশগ্রীবপরাভবম্” ॥ ৫।১৯।৩-২১

রামো বনচরাণাং হি মধ্যে তিষ্ঠতি সাহুজঃ ।

কদাচিদৃশ্যতে কৈশ্চিৎ কদাচিত্তৈব দৃশ্যতে ॥ ২৩

ময়া তু বহুধা লোকাঃ প্রেষিতান্তশ্চ দর্শনে ।

ন পশ্যন্তি প্রযত্নেন বৌদ্ধামাণাঃ সমস্ততঃ ॥ ২৪

কি করিয়াসি রামেণ নিস্পৃহণ সদা ত্বয়ি ।

ত্বয়া সদালিঙ্গিতোহপি সমীপস্থোহপি সর্বদা ॥ ২৫

হৃদয়েহশ্চ ন চ স্নেহত্বয়ি রামস্য জায়তে ।

তৎকৃতান্ সর্বভোগাংশ্চ তদগুণানপি রাখবঃ ।

সুখ্যমে। সুভ্র। আমাকে দেখিয়া তুমি কেন এইভাবে  
আগ্রহ হইয়া পড়িতেছ? ২২

রাম অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসিগণের মধ্যে  
অবস্থান করে। তাহাকে কেহ কখনও দেখিতে পায় আবার  
কেহ কখনও বা দেখিতে পায় না। ২৩

তাহাকে দেখিবার জন্ত আমি বহুবার বহু লোককে  
পাঠাইয়াছি। তাহারা চারিদিকে বিশেষ যত্নের সহিত চেষ্টা  
করিয়াও তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ২৪

রাম তোমার উপর সদা নিস্পৃহ, সুভরাং তাহাকে সইয়া  
তুমি কি করিবে? তুমি সর্বদা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া  
থাকিলেও এবং সেও সদা তোমার নিকটে অবস্থান করিলেও  
সেই রামের হৃদয়ে কিন্তু তোমার জন্ত বিন্দুমাত্রও স্নেহ নাই।  
রাখব তোমা কর্তৃক নির্মিত সর্ববিধ ভোগসমূহ ভোগ করিয়া  
ও তোমার গুণাবলি পরিজ্ঞাত হইয়াও যেন তোমাকে চিনিতে  
পারে না, অতএব রাম কৃত্রিম, নিষ্ঠুর ও অধম। সভা সাধনী  
তোমাকে আমি অপহরণ করিয়া আনিয়াছি। তুমি এখন  
হুখে ও শোকে অভিভূতা হইয়া রহিয়াছ। ২৫-২৭

কিন্তু অদ্যপি সেই রাম তোমার নিকট আসিল না।  
কেনই বা আসিবে? সে যে তোমার প্রতি অনুরক্ত নয়।  
এই রাম বল ও পরাক্রমহীন, নির্ধম, অভিমানী, মূর্খ ও নিজেকে  
পণ্ডিত বলিয়া মনে করে। ২৮

ভামিনী। রাম নরাধম ও তোমার প্রতি বিমুখ, সুভরাং

• রাখবের এই ২৩ শ্লোক হইতে ২৮ই পর্যন্ত বাক্যকে  
নিয়ন্ত্রণে ব্যাখ্যাও করা যায়, —

বনবাসী যোগী মুনিগণ পরমাচ্ছাকে বিস্ময়রূপে বা অনন্তরূপে  
ধ্যান করেন। সেই মুনিগণের মধ্যে কেহ কেহ কখনও কখনও  
তাহাকে দেখিতে পান, কখনও বা দেখিতে পান না। ২৩  
আমি সেই পরমাচ্ছাকে জানিবার জন্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,  
জিহ্বা, হৃদয় এবং মন—এই সকল ইন্দ্রিয়বর্গকে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত

ভুঞ্জানোহপি ন জানাতি কৃত্বো নিষ্ঠুরোহধমঃ ।

ত্বমানীভা ময়া সাধনী ত্বংশোকসমাকুলা ॥ ২৭

ইদানীমপি নায়াতি ভক্তিহীনঃ কথং ব্রজেন ।

নিঃসঙ্কো নিস্প্রমো মানী মূঢ়ঃ পণ্ডিতমানবান্ ॥ ২৮

নরাধমং ত্বদ্বিমুখং কিং করিয়াসি ভামিনি ।

ত্বয়াতীৰ সমাসক্তং মাং ভজ্ঞস্যামুরোত্তমম্ ॥ ২৯

দেবগন্ধর্বনাগানাং যক্ষকিন্নরযোষিতাম্ ।

ভবিষ্যসি নিয়োক্তী ত্বং যদি মাং প্রতিপত্তসে ॥ ৩০

সেই রামকে লইয়া তুমি কি করিবে? আর আমি তোমার উপর  
অত্যন্ত আসক্ত এবং সুরবিরোধিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাক্ষসরাজ  
রাখব, অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। ২৯

যদি তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে দেব, গন্ধর্ব, নাগ,  
যক্ষ ও কিন্নর রমণীগণের তুমি নিরোগকারিণী হইবে অর্থাৎ  
তাহারা তোমার আদেশ পালন করিবে (৩)। ৩০

করিয়াছি, কিন্তু ইহারা তাঁহাকে জানিবার জন্ত বিশেষভাবে  
যত্ন করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। ২৪ সেই পরম  
ব্রহ্ম রাম নিষ্ঠুর, সদা পরিভূত এবং বিষয়স্পৃহাবর্জিত।  
তোমাতেও ইচ্ছা নাই। তুমি প্রকৃতি, তাহাণে অংশ্রয় করিয়াই  
তুমি রহিয়াছ। তিনি সর্বব্যাপক বলিয়া সর্বদা সমীপে  
অবস্থিত। তাঁহার ঘেব বা প্রীতির পাত্র কেহই নহে, সেই হেতু  
তোমারও উপর তাঁহার স্নেহ নাই। বিষয়ভোগ কিংবা সুখ-  
দুঃখাদি ভোগ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নহে, প্রকৃতির; কারণ, তিনি  
সাক্ষিয়রূপে সর্বত্র বিরাজমান আছেন। লোকে ভাবনা করে  
যে, তিনি ভোক্তা; কিন্তু তিনি নিজেকে ভোক্তা বলিয়া জানেন  
না। তিনি কর্ম বন্ধন ছেদন করেন, তিনি নিষ্ঠুর ও বাক্পথের  
অভীষ্ট। তুমি গুণময়ী বলিয়া হুঃখ শোকাদি সমস্ত—তোমারই  
তোমাকে আনিলাম, তথাপি তিনি আজও আসিলেন না।  
তিনি নিষ্ঠুর ও সর্বব্যাপক, তাঁহার গমন কিরূপে হইবে?  
(আবার তিনি সন্তপ্তরূপেও আসিতে পারিতেছেন না; কারণ,  
আমি ভক্তিহীন, সত্ত্ব গুণবর্জিত, মমতা-সম্পন্ন, অভিমানী, মূঢ় ও  
পণ্ডিতমানী) এই অবস্থার তাঁহাকে আমি কিরূপে পাইব?  
রাম নরোত্তম এবং মায়াজীভ। ২৫-২৮ই।

(\*) তৎকালীন সীতাদেবীকে রাক্ষসরাজ রাখব যে সব  
প্রলোভন বাক্য বলিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকরামায়ণে সুন্দর-  
কাণ্ডের ২০ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে, অতএব বাস্তবিক  
রামায়ণের এই অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ৩:২০

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা সীতামৰ্ষসমম্বিতা ।  
উবাচাধোমুখী ভূত্বা নিধায় তৃণমন্তরে ॥ ৩১  
রাবণাদ্ বিভ্যতা নুনং ভিক্ষুরূপং ত্বয়া ধৃতম্ ।  
রহিতে রাবণাভ্যাং ত্বং শুনৌব হবিরধ্বজঃ ॥ ৩২  
স্বত্বানসি মাং নীচ তৎফলং প্রাপ্যাসেহচিরাং ।  
যদা রামশরাঘাতবিদারিতবপুর্ভবান্ ॥ ৩৩  
জ্ঞাত্বাসে মাহুযং রামং গমিষ্ঠাসি যমাস্তিকম্ ।  
সমুদ্রং শোষয়িত্বা বা শরৈর্বদ্ধাথ বারিধিম্ ॥ ৩৪  
হস্তং ত্বাং সময়ে রামো লক্ষ্মণেন সমম্বিতঃ ।  
আগমিষ্ঠ্যাসন্দেহো ত্রক্ষাসে রাক্ষসধম ॥ ৩৫

সীতা দেবী রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং মধ্যে তৃণ রাখিয়া (১) অধোমুখ হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩১

রে নীচ ! যে রূপ কৃকুর বজের হবি গ্রহণ করে, সেইরূপ তুইও রাবণের ভয়ে নিশ্চর ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ যখন আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময় শূন্য আশ্রম হইতে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিস্ (২) । ইহার ফল তুই অচিরেই পাইবি । যখন রামের বাণের আঘাতে তোর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইবে এবং যখন তুই যমালয়ে গমন করিবি, তখন তুই মনু্যরূপ-ধারী রামকে বুঝিতে পারিবি । লক্ষ্মণের সহিত রাম যীর বাণ-সমূহের দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়া অথবা সমুদ্রকে বন্ধন করিয়া যুদ্ধে তোকে বধ করিবার জন্য অবতাই আগমন করিবেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । রাক্ষসধম ! তুই ইহা দেখিতে পাইবি ॥ ৩২-৩৫

(১) তৃণ মধ্যভাগে রাখিয়া সীতাদেবী রাবণের সহিত কথা বলিয়াছিলেন, ইহা বাল্মীকিরামায়ণেও আছে,—

“তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রভাবাচ তচিস্তিতা ।  
নিবর্ত্তন মনো মন্তঃ স্বলনে প্রীরতাং মনঃ” ॥

ইত্যাদি ৫২১।৩

(২) সীতামুখে মহর্ষি বাল্মীকিও প্রায় এই কথা বলিয়াছেন,—

“আশ্রমং তন্তরোঃ শূন্যং প্রবিশ্ত নরসিংহরোঃ ।

গোচরং পত্তরোজ্জ্বলোদরপলীতা ত্বমধম ॥

নহি গচ্ছমুপাত্তারাম-লক্ষ্মণরোস্তুরা ।

শক্যং সন্দর্শনে স্বাত্ত্বং শুনা শাঙ্গলরোরিব ॥

ইত্যাদি ৫১২।১০-৩১

ত্বাং স্বপুত্রং সহবলং হত্বা নেম্ভ্যতি মাং পুরম্ ।  
শ্রুত্বা রক্ষঃপতিঃ ক্রুদ্ধো জ্ঞানক্যাঃ পরুষাক্ষরম্ ॥ ৩৬  
বাক্যং ক্রোধসমাবিষ্টঃ খড়্গমুত্তম্য সত্তরঃ ।  
হস্তং জনকরাজশ্চ তনয়াং তাত্রলোচনঃ ॥ ৩৭  
মন্দোদরী নিবার্যাহ পতিং পতিহিতে রতা ।  
ত্যাগেনাং মাহুযীং দীনাং হ্রঃখিতাং কৃপণাং কৃশাম্ ॥ ৩৮  
দেব-গন্ধর্ব্ব-নাগানাং বধঃ সন্তি বরাজনাঃ ।  
ভ্রমেব বরয়ন্ত্যচৈর্মদমত্তবিলোচনাঃ ॥ ৩৯  
ততোহব্রবীদ দশগ্রীবো রাক্ষসীবিভূতাননাঃ ।  
যথা মে বশগা সীতা ভবিষ্ঠ্যতি সকামনা ।  
তথা যতধ্বং ত্বরিতং তর্জ্জনাদরণাদিভিঃ ॥ ৪০

সপুত্র ও সৈন্য ভোকে বধ করিয়া রাম আমাকে অযোধ্যা-নগরীতে লইয়া যাইবেন । জ্ঞানকীর এই কর্কশ অক্ষরপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ হইল । ক্রোধের বশীভূত রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্বক জনক-রাজনন্দিনী সীতাকে বধ করিতে ত্বরান্বিত হইল ॥ ৩৬-৩৭

তখন পতির হিতে নিরতা মন্দোদরী পতিকে নিবারণ করিয়া বলিল, (৩) প্রভো ! এই যানবী রমণী কৃশা, দীনা, হ্রঃখিতা ও কৃপণা, তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩৮

দেব, কিন্নর ও নাগগণের বহু রমণীগণ রহিয়াছে । তাহারা সকলে মদমত্তনরনা বরাজনা এবং তোমাকে তাহারা বিশেষ-ভাবে প্রার্থনা করে ॥ ৩৯

তদনন্তর দশানন রাবণ বিভূতাননা রাক্ষসীদিগকে বলিল,— যাহাতে এই সীতা আমার বশীভূতা হয় এবং আমাকে কামনা করে, সেইভাবে তর্জন-গর্জন করিয়া (ভয় দেখাইয়া) ও সমাদর করিয়া সত্তর সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে থাক ॥ ৪০

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে সীতার কথা শুনিয়া সীতাকে রাবণের বধ করিতে যাওয়া বর্ণিত হয় নাই, তথায় বধযোগ্য রূপে রাবণের উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে এবং মন্দোদরী কর্তৃক রাবণকে নিবারণ—ইহাও উল্লিখিত হয় নাই । যথা,—

“বামঃ কামো মনুষ্ঠাণং যস্মিন্ কিল নিবধ্যতে ।

জনে তস্মিন্ভুতক্রোশঃ স্নেহশ্চ কিল জায়তে ॥

এতন্মাং কারণায় ত্বাং ঘাতয়ামি বরাননে ।

ববাহীমবমানাহীং মিথ্যা প্রব্রজনে রতাম্ ॥

পুরুষাণি হি বাক্যানি যানি যানি ব্রবীষি মাম্ ।

ভেষু ভেষু বধো যুক্তত্বং যৈথিলি দারুণঃ ॥” ৫১২।৪-৬



দ্বিমাসাভ্যন্তরে সীতা যদি মে বশগা ভবেৎ ।  
 তদা সর্বসুখোপেতা রাজ্যং ভোক্ত্যতি সা ময়া ॥ ৪১  
 যদি মাসদ্বয়াদুর্দ্ধং মচ্ছব্যাং নাভিনন্দতি ।  
 তদা মে প্রাতরাশায় হৃদা কুরুত মাহুযীম্ ॥ ৪২  
 ইত্যুক্তা প্রযযৌ দ্বীভৌ রাবণৌহস্তঃপুরালয়ম্ ।  
 রাক্ষশৌ জানকীমেত্য ভীষয়ন্ত্যঃ স্বভজ্জনৈঃ ॥ ৪৩  
 তত্রৈকা জনকীমাহ যৌবনং তে বৃথা গতম্ ।  
 রাবণেন সমাসাত্ত সফলন্ত ভবিষ্যতি ॥ ৪৪  
 অপর চাহ কোপেন কিং বিলম্বেন জানকীম্ ।

যদি দুই মাসের মধ্যে সীতা আমার বশীভূত হইয়া, তাহা হইলে সে আমার সহিত সর্বসুখে সুখিনী হইয়া রাজ্য ভোগ করিবে ॥ ৪১

যদি দুই মাস অভিক্রান্ত হইয়া যার এবং সে আমার শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা না করে, তবে এই মানুষীকে তোমরা হত্যা করিয়া আমার প্রাতঃকালে (১) ভোজনের জন্য পাক করিয়া প্রদান করিও ॥ ৪২

রাবণ এই কথা বলিয়া দ্বীগুণে পরিবৃত্ত হইয়া অস্তঃপুর অভিমুখে প্রস্থিত হইল। তারপর সীতারক্ষার নিযুক্তা অস্ত্র সব রাক্ষসীগণ জানকীর নিকটে আসিয়া নিজেদের তর্জন-গর্জনে তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল ॥ ৪৩

তথায় তাহাদের মধ্যে এক রাক্ষসী জানকীকে বলিল,— তোমার যৌবন বৃথায় চলিয়া যাইল। এখনও যদি রাবণের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে উহা সফল হইবে ॥ ৪৪

অস্ত্র এক রাক্ষসী ক্রোধের সহিত বলিল,— বলিও করিয়া কি হইবে? এখনই ইহার অঙ্গসকল ভাগ ভাগ করিয়া জানকীকে ছেদন কর ॥ ৪৫

অপর এক রাক্ষসী খড়্গ উত্তোলিত করিয়া জানকীকে বধ

(১) বায়ীকিরামায়ণে রাবণ স্বয়ংই সীতাকে দুই মাস অপেক্ষা করিবার কথা বলিয়াছে, সীতারক্ষণে নিযুক্তা রাক্ষসী-গণকে আদেশসূচক বাক্য নহে বলা,—

“যৌ মাসৌ রক্ষিতব্যৌ মে যৌহবিশন্তে ময়া কৃতঃ ।

ভভঃ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ষিনি ।

যাত্যাদুর্দ্ধং তু মাসাত্যং ভর্তারং মামনিজ্জতীম্ ।

মম ত্বাং প্রাতরাশার্ধে সূদান্বেশ্যন্তি খণ্ডশঃ ॥”

৫।২২।৮-৯

“যৌহবিশন্তে ময়া কৃতঃ” অর্থাৎ আমি যে তোমার সমস্ত সীমা পূর্বে (অরণ্যকাণ্ডে বায়ীকিরামায়ণে— “মাসান্ বাদন ভামিনি”—এই বাক্যে) ১২ মাস নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, তাহার আর ২ মাস অবশিষ্ট আছে, এই কথাই এখানে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইদানীং ছেত্ততামলং বিভজ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৫

অন্য তু খড়্গামুক্তম্য জানকীং হস্তমুক্ততা ।

অন্য করালবদনা বিদার্যাশ্রমভীষয়ং ॥ ৪৬

এবং তাং ভীষয়ন্তীতা রাক্ষসৌবিকৃতাননাঃ ।

নিবার্য্য ত্রিভট্টা বৃদ্ধা রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৭

শৃণুধ্বং হৃষ্টরাক্ষশৌ মদ্বাক্যং বো হিতং ভবেৎ ।

ন ভীষয়ধ্বং রুদতোং নমস্কুরুত জানকীম্ ॥ ৪৮

ইদানীমেব মে স্বপ্নে রামঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৯

করিতে উদ্যত হইল। অস্ত্র এক করালবদনা রাক্ষসী নিদ্রে মুখ বিদারিত করিয়া (ভক্ষণ করিবার) ভয় দেখাইতে লাগিল ॥ ৪৬

এইভাবে সেই সব বিকৃতাননা রাক্ষসীগণ সীতাকে ভয় দেখাইতেছিল, তাহাদের সকলকে নিবারিত করিয়া ত্রিভট্টা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী বলিল ॥ ৪৭

হৃষ্ট রাক্ষসীগণ! তোমরা সকলে আমার কথা শ্রবণ কর, ইহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। তোমরা আর রোদনপরায়ণা সীতাকে ভয় দেখাইও না, বরং এই জনকনন্দিনী সীতাকে সকলে প্রশ্রয় কর। আমি এখনই স্বপ্নে দেখিলাম—কমললোচন রাম লক্ষণের সহিত এক শ্রেষ্ঠ বর্ণের ঐরাবতে (২) আরোহণ করত

(২) বায়ীকিরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে ২৭ সর্গে এতটাই রূপবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঐরাবতে আরোহণ বর্ণিত না হইয়া পুষ্পক বিমানে আরোহণ কথিত হইয়াছে, যথা—

“লক্ষ্মণেন সহ প্রাত্ৰা সীতয়া সহ বীৰ্য্যবান্ ।

আরুহ পুষ্পকং দিব্যং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্ ।

উত্তরাং দিশমালোচ্য প্রস্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।

এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টৌ তামৌ বিমুগ্ধপ্রাক্রমঃ ॥”

৫।২৭।১১-২০

বায়ীকিরামায়ণে পুষ্পক বিমান উল্লেখ থাকার তাহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মহামতি টীকাকার বলিয়াছেন, এই রূপ সীতা দেবীর পক্ষে মঙ্গলসূচক,—

“আরোহণং গো-বৃষ-কুম্ভরানং প্রাসাদ শৈলাগ্র-বনম্পত্তীনাম্ ।  
 বিঠানুলেপো কদম্বং যুতকং রূপেবম্যাগমনক রম্যম্ ॥”

অপি চ

“আদিত্যমণ্ডলং বাপি চন্দ্রমণ্ডলমেব বা ।

স্বপ্নে গৃহ্যতি হস্তাত্যাং মহদ্রাজ্যং সমাপ্তদ্বারং ॥”

এই অধ্যায়রামায়ণে যে ঐরাবত আরোহণ কথিত হইয়াছে, ইহাতেও সীতাদেবীর মঙ্গলই সূচিত হইতেছে।

আরুহৈরাবতং শুভ্রং লক্ষ্মণেন সমাগতঃ ।  
 দক্ষা লক্ষ্যং পুরীং সৰ্ব্বাং হৃদ্য রাবণমাহবে ॥ ৫০  
 আরোপ্য জানকীং স্বাঙ্গে স্থিতো স্বষ্টোহগমূৰ্দ্ধনি ।  
 রাবণো গোময়হুদে তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥ ৫১  
 অগাহং পুত্রপৌত্রৈশ্চ কুত্বা বদনমালিকাম্ ।  
 বিভীষণস্তু রামশ্চ সন্নিধৌ শ্ৰষ্টমানসঃ ॥ ৫২  
 সেবাং করোতি রামশ্চ পাদয়োৰ্ত্তিসংযুতঃ ।  
 সৰ্ব্বথা রাবণং রামো হৃদ্য সফুলমঞ্জসা ॥ ৫৩  
 বিভীষণায়াধিপত্যং দত্ত্বা সীতাং শুভাননাম্ ।  
 অঙ্গে নিধায় স্বপুত্রীং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪  
 ত্রিজনটায় বচঃ শ্রদ্ধা ভীতান্তা রাক্ষসজিহ্বঃ ।  
 তুষ্ট্যাসংস্তুজ তত্র নিজাবলমুপাগতাঃ ॥ ৫৫

সম্পূর্ণ লক্ষ্যপূর্বক দক্ষ করিয়া যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ পূর্বক জনকনন্দিনী সীতাকে স্বীয় ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে পর্বতশিখরে অবস্থান করিতেছেন। আর রাবণ তৈলাক্ত দেহে উলঙ্গ হইয়া নিজ মুণ্ডমালা হাতে ধরিয়া পুত্র-পৌত্রগণের সহিত গোময় হুদে নিমগ্ন রহিয়াছে। অতদিকে বিভীষণ রামের নিকটে শ্ৰষ্টচিত্তে ভক্তিসূক্ত হইয়া রামের পাদ-যুগ্মের সেবা করিতেছে। শ্রীরাম সৰ্ব্বভোভাবে সবাংশে সজ্বর রাবণকে ধ্বংস করিয়া এই লক্ষ্যের আধিপত্য বিভীষণকে প্রদান করত সুবদন সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক নিজ পুরী অযোধ্যায় গমন করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৮-৫৪

ত্রিজনটাই এই কথা শ্রবণ করত সেই সব রাক্ষস-রমনীগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং সকলে নীরব হইয়া রহিল। তদনন্তর তথায় তাহার নিদ্রার বশীভূত হইল ॥ ৫১

শ্রীবাল্মহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদাধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ভজিতা রাক্ষসীভিঃ সা সীতা ভীতাবিহ্বলা ।  
 ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তী দুঃখেন পরিমুচ্ছিতা ॥ ৫৬  
 অশ্রুভিঃ পূর্ণনয়না চিস্তয়ন্তীদমববীৎ ।  
 প্রভাতে ভক্ষয়িষ্যন্তি রাক্ষসো মাং ন সংশয়ঃ ॥  
 ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ ॥ ৫৭  
 এবং সুদুঃখেন পরিপ্লুতা সা  
 বিমুক্তকণ্ঠং রুদতী চিরায় ।  
 আলস্য শাখাং কৃতনিশ্চয়া যুতো  
 ন জানতী কঞ্চিৎপায়মঙ্গনা ॥ ৫৮  
 ইতি শ্রীমদাধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 সুন্দরকাণ্ডে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২

অতদিকে সেই সীতা রাক্ষসীগণের তর্জন-গর্জনে অত্যন্ত ভীতা হইয়া ব্যাকুলচিত্তা হইলেন। সেই সময় তিনি কোনও রক্ষককে না পাইয়া দুঃখে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৬

তারপর অশ্রুধারার তাঁহার নয়নধর পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি তখন চিন্তা করিতে করিতে এই কথা বলিলেন,—প্রভাতে এই রাক্ষসীগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইভাবে যত্ন অপেক্ষা আমার এখনই মরণ কোন্ উপায়ে হইতে পারে? ৫৭

এইরূপ অত্যন্ত দুঃখে অভিভূতা হইয়া সেই সীতা দেবী তখন মুক্তকণ্ঠে বহুকণ ধরিয়া রোদন করিলেন এবং মরণের অন্ত নিশ্চয় করিয়া সীতা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া কেবল সেই বৃক্ষের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৫৮

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

[ সীতাদেব্যা সহ হনুমতঃ সাক্ষাৎকারঃ, পরিচয়দানম্, কুমারাক্ষেপ সাকং বহুনাং রাক্ষসানাং বিনাশঃ, ইন্দ্রজিতা  
হনুমতো ব্রহ্মাক্ষেপ বন্ধনঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষ্যে শরীরং রাঘবং বিনা ।  
জীবিতেন ফলং কিং শ্রান্মম রক্ষোহবিমধ্যতঃ ॥ ১  
দীর্ঘা বেণী মমাত্যর্থযুগ্মকায় ভবিষ্যতি ।  
এবং নিশ্চিতবুদ্ধিং তাম্ মরণায়াঞ্চ জানকীম্ ॥ ২  
বিলোকা হনুমান্ কিঞ্চিদ্ বিচার্যৈতদভাষত ।  
শনৈঃ শনৈঃ স্পন্দরূপো জানক্যাঃ শ্রোত্রগং বচঃ ॥ ৩  
ইক্ষাকুবংশসত্ত্বতো রাজা দশরথো মহান ।  
অযোধ্যাধিপতিশ্চ স্ত্য চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৪  
পুত্রা দেবসমাঃ সর্বে লক্ষণৈরুপলক্ষিতাঃ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

[ সীতাদেবীর সহিত হনুমানের সাক্ষাৎকার, পরিচয়দান, হনুমানের বনভঙ্গ, কুমার অক্ষসহ বহু রাক্ষস বিনাশ এবং ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক হনুমানকে ব্রহ্মাক্ষের দ্বারা বন্ধন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি! তখন সীতা মনে মনে ভাবিলেন যে, রত্নবংশধর রাম বিনা এই রাক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়া আমার জীবনে কি ফল লাভ হইবে? সুতরাং আমি এখন উদ্বন্ধনে যত্নবরণ করিব ॥ ১

আমার এই যে দীর্ঘা বেণী আছে, ইহাই উদ্বন্ধনের (১) অস্ত্র রজ্জু হইবে। একপাশ নিশ্চয় করিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে মরণের অস্ত্র উদ্ভূত অবলোকন করত হনুমান্ (২) মনে মনে কিছু পর্যালোচনা করিয়া স্পন্দরূপে অবস্থান পূর্বক জানকীর ক্ষতিগোচর হইতে পারে, একপাশ বাক্য ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ২-৩

ইক্ষাকু-বংশজাত মহারাজ দশরথ অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তাঁহার বিষয়বিশ্রুত চার পুত্র হয়। এই দেবোপম পুত্রগণ সকল সর্ব সুলক্ষণসমূহে পরিলক্ষিত। সেই চার পুত্রের নাম—রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ॥ ৪-৫

(১) বান্দ্রীকিরামারণেও উদ্বন্ধনের দ্বারা যত্নবরণ করিতে সীতাদেবীর উদ্যোগ বর্ণিত হইয়াছে,—

“শোকাত্তিতপ্তা বহবা বিচিত্রা, সীতাঞ্চ বেণীগ্রন্থনং গৃহীত্বা ।

উদ্বধ্য বেণুদ্ব্যধনেন শীঘ্রমহং গমিষ্যামি বমস্ত মূলম্ ॥”

ইত্যাদি ৫১৮/১৭

রামশ্চ লক্ষণশ্চৈব ভরতশ্চৈব শত্রুঘ্না ॥ ৫

জেষ্ঠো রামঃ পিতৃবাক্যাদ্গুণকারণ্যমাগতঃ ।

লক্ষণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া ভার্যয়া সহ ॥ ৬

উবাস গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাং মহামনাঃ ।

ভত্র নীতা মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী ॥ ৭

রহিতে রামচন্দ্রেণ রাবণেন ছুরাশ্রনা ।

ততো রামোহভিহুঃখার্ভো মার্গমাণোহথ জানকীম্ ॥ ৮

জটায়ুসং পক্ষিরাঙ্কমপশুং পতিতং ভূবি ।

তস্মৈ দস্তা দিবং শীঘ্রযুগ্মমুকমুপাগমং ॥ ৯

তাঁহানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পিতা দশরথের বাক্যানুসারে ভ্রাতা লক্ষণের সহিত এবং ভার্য্যা সীতাদেবীর সহিত দণ্ডকারণে আসিয়াছিলেন ॥ ৬

মহাত্মা রাম গৌতমী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় দুরাত্মা রাবণ রামচন্দ্রেবজিত সেই আশ্রম হইতে মহাভাগা জনকনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ভদনন্তর রাম অভিমন্যু দুঃখে কাতর হইয়া জনকনন্দিনী সীতাকে অব্বেষণ করিতে করিতে পথে ভুলে পতিত পক্ষিরাঙ্ক জটায়ুকে দেখিতে পান। তথায় তাহাকে স্বর্গদান করিয়া সত্তর ঋত্মুক পর্বতে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭-৯

(২) বান্দ্রীকিরামারণে দেখা যায়, অগস্ত্যাত্মা সীতাদেবী যখন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার নিকট পূর্বানুভূত বহু ভূত লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল, ইহাতে তিনি সেই সমস্ত আনন্দ ভোগ করিয়াছিলেন। অতদিকে প্রত্যক্ষ সকল বৃত্তান্তদর্শী শিশুশপা বৃক্ষস্থিত হনুমান্ সীতাদেবীকে কিতাবে আশ্রয় করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন (স্রষ্টব্য—সুন্দরাকাণ্ড ৩০ অধ্যায়),—

“ন বিনশ্বেৎ কথং কার্য্যং বৈরুধ্যং ন কথং মম ।

লঙ্ঘনঞ্চ সমুদ্রশ্চ কথং নূ ন বৃথা ভবেৎ ॥” ৫.৩০০১

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন,—

“প্রাবরিত্তামি সর্বাণি মধুরাং প্রকুবন্ গিরম্ ।

অদ্ব্যস্ততি যথা সীতা তথা সর্বং সমাদবে ॥” ৫.৩০০৪৩

সুগ্রীবেন কৃত্য মৈত্রী রামস্ত বিদিতাশ্বনঃ ।  
 তস্তাধ্যাহারিণং হৃদ্য বালিনং রঘুনন্দনঃ ॥ ১০  
 রাজ্যেহভিষেচ্য সুগ্রীবং মিত্রকার্যং চকার সঃ ।  
 সুগ্রীবস্ত সমানাত্য বানরান্ বানরপ্রভুঃ ॥ ১১  
 প্রেষয়ামাস পরিভো বানরান্ পরিমার্গণে ।  
 সীতায়ান্তত্ৰ চৈকোহহং সুগ্রীবসচিবো हरिः ॥ ১২  
 সম্পাতিবচনাচ্ছীতমুল্লজ্জ্বা শতযোজনম্ ।  
 সমুদ্রং নগরীং লঙ্কাং বিচিহ্নন জনকীং শুভাম্ ॥ ১৩  
 শনৈরশোকবনিকাং বিচিহ্নন শিংশপাতরুম্ ।  
 অত্রাক্ষং জানকীমত্র শোচন্তীং দুঃখসংপ্রুতাম্ ॥ ১৪  
 রামস্ত মহিম্যং দেবীং কৃতকৃত্যোহহমগতঃ ।  
 ইত্যাক্তেপরাশ্রয়ং মারুতিবুদ্ধিমন্তরঃ ॥ ১৫

সেইখানে আশ্ববিৎ শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। তখন রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের ভাৰ্য্যা-পহারী বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এইভাবে তিনি মিত্র সুগ্রীবের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তারপর বানরপ্রভু সুগ্রীব বানরগণকে আনাইয়া সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে বানরদিগকে পাঠাইয়া দেন। সেই সব বানরগণের মধ্যে আমিও একজন বানর, আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী ॥ ১০-১২

তদনন্তর আমি পক্ষিরাজ সম্পাতির বাক্যে শত যোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা নগরীতে মঙ্গলময়ী জনকীকে অন্বেষণ করিতে করিতে এই অশোকবনে আসিয়াছি এবং এই শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এখানে অন্বেষণ করত দুঃখাভিভূতা হইয়া শোককারিণী রামের মহিম্য জনকনন্দিনী সীতা দেবীকে দর্শন করিলাম। অতএব এখানে আগমন করার আমি কৃতকৃত্য হইলাম। এই কথা বলিয়া অভিশয় বুদ্ধিমান হনুমান নীরব হইলেন (১) ॥ ১০-১৫

এদিকে সীতাদেবী ক্রমানুসারে সব কিছুই শ্রবণ করত

(১) হনুমানের নিকট হইতে রামকথা শ্রবণ করত সীতাদেবীর অবস্থাবর্ণন প্রসঙ্গে মহর্ষি বাস্কাকি,—

“জানকী চাপি তজ্জুহা বিন্দরং পরমং গতা ।

ততঃ সা বক্রকেশাত্য সুকেশী কেশসংবৃতম্ ।

উন্নম্য বদনং ভীকঃ শিংশপাময়বৈকত ।

ইত্যাদি । ৫।৩১।১৭

সীতা ক্রমেণ তৎ সর্বং শ্রুত্বা বিন্দরমায়মৌ ।  
 কিমিদং মে শ্রুতং ব্যোমি বায়ুনা সমুদীরিতম্ ॥ ১৬  
 স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তির্যদি বা সত্যমেব তৎ ।  
 নিদ্রা মে নান্তি দুঃখেন জানাম্যেতৎ কৃতো ভ্রমঃ ॥ ১৭  
 যেন মে কর্ণপীষুষঃ বচনং সমুদীরিতম্ ।  
 স দৃশ্যতাং মহাভাগঃ প্রিয়বাদী মমাগতঃ ॥ ১৮  
 শ্রুত্বা তজ্জানকীবাক্যং হনুমান পত্রখণ্ডতঃ ।  
 অবতীৰ্য্য শনৈঃ সীতাপুরতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ১৯  
 কলবিক্রপ্রামাণ্যো রক্তাশ্রুঃ পীতবানরঃ ।  
 ননাম শনৈকৈঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ২০  
 দৃষ্ট্বা তং জানকী ভীতা রাবণোহয়মুপাগতঃ ।  
 ইতোবাং চিন্তয়িত্বা সা তুক্ষীমাসীদধোমুখী ॥ ২১

বিন্মিত হইলেন। আজ আমি আকাশে বায়ু কর্তৃক কথিত ইহা কি শ্রবণ করিলাম? ১৬

আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? কিংবা ইহা আমার মনের ভ্রান্তি? অথবা ইহা সত্যই? দুঃখে আজ আমার নিদ্রাই হয় নাই, সুতরাং স্বপ্ন দেখিব কিরূপে? বাহা তুলিলাম, তাহা ত’ আমি জানি, তাই মনের ভ্রান্তিই বা কোথা হইতে হইবে? ১৭

যে ব্যক্তি আমার এই কর্ণের অমৃতস্বরূপ বাক্য বলিয়াছে, সেই প্রিয়ভাষী মহাভাগ এখন আমার সম্মুখে আসিয়া দেখা দাও (২) ॥ ১৮

জনকনন্দিনী সীতাদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করত হনুমান পত্রপুঞ্জের মধ্যে হইতে নামিয়া বীরে বীরে সীতার সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

চটক পক্ষীর ভায় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া হনুমান রক্তবদন ও পীতবর্ণের বানর হইয়া সীতার অগ্রে অবস্থান করত কৃত্যঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২০

জনকনন্দিনী সীতা তাঁহাকে দেখিয়া ‘এই রাবণ উপস্থিত হইয়াছে এই ভাবিয়া’ ভীতা হইয়া পড়িলেন। আমাকে মোহিত করিবার জন্য আমার বানররূপ ধারণ করত সেই রাবণই

(২) বাস্কাকিরামায়ণে পাওয়া যায়, সীতাদেবী রামকথা শ্রবণ করত এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তখন শিংশপাবৃক্ষে স্থিত হনুমানকে দেখিতে পান,—“সা ভীৰ্য্যগুৰ্দ্ধক তথাহন্তান্, নিরীক্ষমাণা তমচিন্ত্যবুদ্ধিম্ । দদর্শ শিঙ্গাবিপতের-মাত্যং, বাতায়জং সূর্য্যমিবোদয়নম্ ৫।৩১।১৯

পুনরপ্যাহ তাং সীতাং দেবি যৎ ভং বিশঙ্কসে ।

নাহং তথাবিধো মাতস্ত্যজ শঙ্কং ময়ি স্থিতাম্ ॥ ২২

দাসোহহং কোশলেস্ত্রস্ত রামস্ত পরমাত্মনঃ ॥ ২৩

সচিবোহহং হরীশ্চস্ত স্নুগ্রীবস্ত শুভপ্রদে ।

আসিরাছে' এই চিত্ত করত সেই সীতা দেবী অধোবদনে নীরব অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তখন হনুমান্ পুনরায় সেই সীতাদেবীকে বলিলেন,—দেবি । আপনি বাহা আশঙ্কা (১) করিতেছেন, আমি সেইরূপ নহি । মাতঃ । আপনি আমার উপর হিত শঙ্কা পরিত্যাগ করুন । আমি কোশলেস্ত্র পরমাত্মা শ্রীরামের দাস ॥ ২২-২৩

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও সীতার আশঙ্কা বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছে । হনুমান্ সীতাদেবীর সন্দেহভঞ্জনর অস্ত সুন্দর-কাণ্ডের ৩৫ অধ্যায়ে শ্রীরামের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, অতীত গৃহ, তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ রামরূপবর্ণনা এখানে প্রদর্শিত হইল,—“বিপুলাসো মহাবাহুঃ কঙ্গুগ্রীবঃ শুভাননঃ । গৃহকক্ৰঃ সুভাষাকো রামো নাম জনৈঃ স্তুতঃ । হৃদুভিষনির্বোধঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রভাপবান্ । সমস্ত সুবিভক্তাজো বর্ণং সমাপ্রিতঃ । জিহ্বির (ক) জিহ্বলম্ব (খ) জিসম (গ) জিহ্ব চোন্নতঃ (ঘ) । জিহ্বা-জিহ্ব চ (ঙ) স্নিগ্ধ (চ) গম্ভীরজিহ্ব (ছ) নিভাশঃ । জিবলী (জ) মাস্ত্রাবনত (ঝ) শতূর্বাঙ্গ (ঞ) স্নিশীর্ষবান্ ( ) । (ঠ) চতুষ্ক-লশ্চতুর্লো-খ (ড) শতুষ্কিষ্ক (ঢ) শতুঃসমঃ (ণ) । (ত) চতুর্দশম-বস্ত্রশ্চতুর্দ-ঈ (ধ) শ্চতুর্গতিঃ (দ) । (ব) মহোষ্ঠ-হনুনাশ্চ (ন) পঞ্চস্নিগ্ধোহষ্টবংশবান্ (প) । (ফ) দশপদো (ব) দশবৃহৎ (ভ) জিহ্বির্বাণ্ডো (ন) ষিঙুরবান্ । (ষ) বড়ুন্নতো (র) নবতনু- (ল) জিহ্বির্বাণ্ডো রামঃ ॥ ইত্যাদি ৫১৫১৫ ২০

লক্ষণের রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি বলিয়াছেন,—“ভ্রাতা চাশ্চ চ বৈমাত্রঃ সৌমিত্রিরমিতপ্রভঃ । অনুরাগেন রূপেন গুণৈশ্চাপি তথাবিধঃ” ॥ ৫১৫১২২

অগস্ত্যাতা সীতাদেবী হনুমানের নিকট হইতে শ্রীরাম-লক্ষণের এই সকল বৃত্তিবৃত্ত অভিজ্ঞানবোধক হেতুমদ্ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন । এই প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—

এবং বিশ্বাসিতা সীতা হেতুভিঃ শোককহিতা ।

উপগম্নৈরভিজ্ঞানৈর্দু-ভং ভমবিগচ্ছতি ।

অভুলক গতা হর্ষং প্রহর্ষেণ তু জানকী ।

নেত্রাভ্যাং বক্রপশ্চাভ্যাং যুমোচানন্দজং জলম্ ।

চাক্রভদ্রবদনং ততাত্তাত্তক্লারভেক্ষণম্ ।

অশোভত বিশালাক্যা রাহুযুক্ত ইরোড়-রাষ্ট্-

৫১৫১৮৫-৮৭

বায়োঃ পুত্রোহহমখিলপ্রাণভূতস্ত শোভনে ॥ ২৪

তচ্ছ্রুত্বা জানকী প্রাহ হনুমন্তং কৃতাজলিম্ ।

বানরাণাং মহুত্যাণাং সঙ্গভির্ঘটতে কথম্ ॥ ২৫

কল্যাণপ্রদে । আমি বানররাজ সূত্রোবের সচিব (মন্ত্রী) । কল্যাণময়ি । আমি অগস্তের প্রাণরূপ বায়ুদেবের পুত্র ॥ ২৪

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা সম্মুখে কৃতাজলি হইয়া বিদ্যমান হনুমান্কে বলিলেন,—তুমি যে বলিতেছ, আমি

(ক) জিহ্বির—‘উন্নত মণিবন্ধস্ত মুষ্টিশ্চ নৃপভেঃ স্থিরাঃ’ ।

ইতি তিলকাদয়ঃ টীকাকৃতঃ ।

(খ) জিহ্বলম্ব—‘প্রলম্বো যস্য স ধনী ত্রয়ো জ-মুষ্ক-বাহবঃ’ ।

ইতি সামুদ্রিকাঃ ।

(গ) জিসম—‘কেশাগ্রং বৃষণং জানু সমং যস্য স ভূপতিঃ’ ।

ইতি টীকাকৃতঃ

(ঘ) জি-উন্নত—‘নাভ্যন্ত-কৃষ্ণি-বকোভিক্রমতৈঃ ক্ষিতিপো

ভবেৎ’ । ইতি টীকাকৃতঃ ।

(ঙ) জিহ্বা—‘নেত্রাভ-নখ-পাণ্যজি-ভলৈস্তাত্ত্বিত্তিঃ সুখী’ ।

ইতি টীকাকৃতঃ ।

(চ) জিহ্বি—‘স্নিগ্ধা ভবতি বৈ যেযাং পাদরেখাঃ

শিরোরুহাঃ ।

তথা লিঙ্গমণিস্তেযাং মহাভাগ্যং বিনিদিশেৎ ॥’

ইতি টীকাকৃতঃ

(জ) জিহ্বলী—‘যরে গভো চ নাভো চ গম্ভীরজিহ্ব শমতে’ ।

ইতি টীকাকৃতঃ ।

(ঝ) জিবলীমান্—‘কণ্ঠে চ উদরে চৈব বলীভয়নুশোভিতঃ’ ।

(ঞ) জ্যবনত—‘পদভলস্ত মধাভাগে, পদরেখারাম্, কুচাগ্রে চ

সমভাবেনাবনতঃ’ ।

(ট) চতুর্বাঙ্গ—‘গ্রীবা প্রজননং পৃষ্ঠং হৃদে জঘে চ পৃথিতে’ ।

ইতি টীকাকৃতঃ ।

(ঠ) স্নিশীর্ষবান্—‘জীবর্জয়সংযুক্তং যস্য শিরঃ ক্ষিতিভূতা-

ময়ং নাথঃ’ । ইতি টীকারাম্ ।

(ড) চতুষ্কল—‘মূলেহুষ্ঠস্ত রেখাণাং চতুস্তস্ত্রৈ এক বা ।

একা যে বা বখাবোণং বেদরেখা বিজগ্ননাম্’ ।

ইতি টীকারাম্ ।

(ড) চতুর্লো—‘ললাটে যস্য দৃষ্টতে চতুস্ত্রি-ঘোকরেখিকাঃ ।

শতবরং শতং বহিঃস্তাত্ত্বিংশতিঃ ক্রমাৎ’ ।

যথা হং রামচন্দ্রস্য দাসোহহমিতি ভাষসে ।

তামাহ মাকুতি: শ্রীতো জানকীং পুরত: স্থিত: ॥ ২৬

ঋতুমুকমগাদ্ রামঃ শবৰ্ঘ্য। নোদিতঃ সুধীঃ ।

সুখীবো ঋষামুকন্দো দৃষ্টবান্ রাম-লক্ষণৌ ॥ ২৭

ভীতো মাং প্রেষয়ামাস জাতুং রামশ্চ হৃদগতম্ ।

ब्रह्मचारिवन्धु'दा गतो हहं रामसन्निधिम ॥ २८

রামচন্দ্রের দাস, তা' এই বানর ও মনুষ্যগণের মধ্যে এইরূপ সম্রাতি (হাঙ্গিক সম্পর্ক) কিভাবে সংঘটিত হইল? তখন সম্মুখে অবস্থিত পবননন্দন হনুমান প্রীত হইরা সেই জানকীকে বলিলেন । ২৫-২৬

(ঢ) চতুষ্কিঙ্ক—চতুর্দশ। কুলী পরিমিত হস্তের এবং চতুর্হস্ত পরিমিত শরীরের ঔন্নত্য; ১৬ তক্কুলী পরিমিত দেহ।

(৭) চতুঃসম—‘বাহুরূপ-জন্ম-গুণানি চত্বার্যথ সমানি চ’ ।

ইতি টীকাশ্রয় ।

(ত) চতুর্দশসমদ্বন্দ্ব — ত্রয়োদশাদিপুত্রো নেত্রো কণ্ঠাবোষ্ঠৌ চতুর্দ্বকৌ । কর্ণে মণিবন্ধো চ জ্ঞানী ব্রহ্মণো কটী । করো পাদৌ শিরো বস্তু সম্যো জ্ঞেয়ঃ স ভূপতিঃ ।”

ইতি ভিলকটীকাকুং ।

(५) चतुर्मुख—“त्रिका घनाष्ट दशनाः शृङ्गीरप्रभृताः

उत्तांशकः ।" इति तिलकः

(দ) চতুর্গতি—সিংহ-ব্যাঘ্র হস্তি বৃষভগতিসদৃশ চতুবিধ-

**প্ৰতিবিশিষ্ট: ।**

(୧) **ସହୋଷ୍ଠ, ସହାହ୍ନୁ ଓ ସହାନାସ**—ସହୋଷ୍ଠ—ଓଷ୍ଠ ବିକାଶ-  
ଭୂଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାଂସଳ । ସହାହ୍ନୁ—ହ୍ନୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂସଳ ଓ  
ଉତ୍ତତ୍ତ । ସହାନାସ—ନାସିକା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତତ୍ତ ଓ ସମୋଜ ।

(ন) পঞ্চসিদ্ধ—বাক্য-মদনমণ্ডল, নথ, লোম ও চৰ্ম—এই  
পঞ্চস্থান সিদ্ধ (চিকিৎসা)।

(ମ) ଅକୃଷକମାନ—ବାହସର, ଅନ୍ନନୀସର, ଓଷଧସର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ  
—ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମନୋନୀତ ।

(କ) ଦଶମସ୍କ—ସୁଧ, ନୟନ, ସୁଧଗନ୍ଧର, ଜିହ୍ଵା, ଓଠ, ଡାଲୁ.  
ତନ, ନାସ, ହସ୍ତ ଓ ପଦ—ଏହି ଦଶଟି ଅଙ୍ଗସଂହାନ ମନୁଷ୍ୟ ।

(ব) দশমহং—উরু, শিরঃ, জলটি, গ্রীবা, বাহু, কব্জ, নাভি  
পাদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ এই দশটি বিশাল।

(৩) জিহ্বাপ্ত—ঐ (সম্পদ-লক্ষী), বন ও ভেদ—এই  
তিনটি দ্বারা সর্বদা পরিব্যাপ্ত।

জাহা রামশ্য সন্তাবং স্বকোপরি নিধায় ভৌ ।

ନୀତା ସୁତ୍ରୀଃସାମୌନ୍ୟଃ ମଧ୍ୟସ୍ଥାକରବଃ ତଥୋଃ ॥ ୧୯

ମୁଣ୍ଡ଼ିବନ୍ଧୁ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି ବାଳିନୀ ଓ ରଘୁବନ୍ଧୁ ।

জয়ানৈকেন বাণেন ততো রাজ্যোহভ্যସେচয়ৎ ॥ ৩৮

সুত্রীৰং বানরাণাং স শ্ৰেষ্ঠ্যমাস বানরান্ ॥ ৩১

दिग्भ्या महाबलवान् वीरान् भवत्याः परिमार्गणे

পরম বুদ্ধিমান অীরাম শবরী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অম্মক  
পৰ্বতে গমন করিলেন। সেই সময়ে সুখীৰ অঙ্কমুক পৰ্বতে  
আকিরাই রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করেন। ২৭

তখন তিনি ভীত হইয়া রামের হৃদয়স্থিত অভিশ্রাব  
জানিবার জন্য আমাকে পাঠাইলেন। ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ  
করিয়া আমি সেই সময়ে রামের নিকটে গমন করিলাম। ২৮

ভারপর আমি তথায় রামের সদভিপ্রায় জ্ঞাত হইলাম। সেই  
রাম ও লক্ষ্মণকে স্বদ্ধে করিয়া সুগ্রীবের নিকটে আনয়ন করত  
ঔহাদের উভয়ের অর্থাৎ রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন  
করি। ২২

বাংলা সূত্রীবের ভাষ্যাকে হরণ করিয়াছিল, রঘুপ্তম রাম সেই  
বাংলাকে এক বাণে বধ করেন। গুণনন্দর ভিনি বানররাজ্যে  
সূত্রীবকে অভিষিক্ত করেন। ৩০

সেই বানররাজ সুগ্রীব আপনাকে অব্বেষণ করিবার জন্য  
চারিদিকে মহাবল বীর বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন।

(ম) দ্বিত্ববান-মাতৃকুল ও পিতৃকুল এই উভয় কুলই  
 তত্ত্ব।

(ସ) ସଫଳତା—“କଳଃ ପୁନଃ ଶତ ବର୍ଷଃ ପ୍ରାଣ-ସ୍ବଚ୍ଛ-ଜାଣାଟିକାଃ ।

सर्वभूतेषु निदिष्टः उन्नतस्तु सुखप्रदाः ।” इति तिलकः

(৫) নবতনু—“সুশ্রাণ জ্বলিপর্বাণি কেশ-রোম-নখ-ডচঃ ।  
শেষশ্চ বেষাং সুশ্রাণি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ ।” এই ছরটি স্থান  
সুশ্রাণ এবং “বৃদ্ধশ্রুত্বং সুশ্রুদুষ্টিত্বং সুশ্রু-বুদ্ধিভঞ্জেতি নবকম”

### ইডি ভিলকটীক।।

(ল) ত্রিবিধ্যাপ্রোতি ব্রাহ্মণঃ—ইহার ব্যাখ্যা বাঙ্গালীক-  
রামায়ণের ভিষকন ঢীকাকার ভিন ব্রহ্ম করিয়াছেন।  
১। ব্রাহ্মণ বর্ষ, অর্ধ ও কাম—এই ত্রিবিধের বধাকালে সেবা  
করিয়া থাকেন। ইতি ভিলকঢীকাকার। ২। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিবিধে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।  
ইতি নিরোমণিঢীকাকার। ৩। ব্রাহ্মণ পূর্বাঙ্ক, মধ্যাঙ্ক  
ও সান্নাঙ্ক—এই তিন কালে বর্ষাধ-কামের অনুষ্ঠান করিয়া  
থাকেন। ইতি ভবণঢীকাকার।

গচ্ছন্তং রাঘবো দৃষ্টা মামভ্যমভ সাদরম্ ॥ ৩২  
 যস্মি কার্য্যমশেষং মে স্থিতং মারুতনন্দন ।  
 ক্রুহি মে কুশলং সর্ব্বং সীতায়ৈ লক্ষ্মণস্ত চ ॥ ৩৩  
 অঙ্গুরীয়কমেত্তম্মে পরিজ্ঞানার্থমুত্তমম্ ।  
 সীতায়ৈ দীয়তাং সাধু মম্মামাক্ষরমুজ্জিতম্ ॥ ৩৪  
 ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ মহ্যং কর'গ্রাদঙ্গুরীয়কম্ ।  
 প্রযত্নেন ময়া নীতং দেবি পশ্চাদঙ্গুরীয়কম্ । ৩৫  
 ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দেবী মুজ্জিকাং মারুতান্নজঃ ।  
 নমস্কৃতা স্থিতো দুরাদবদ্ধাঞ্জলিপুটো হরিঃ ॥ ৩৬  
 দৃষ্ট্বা সীতা প্রমুদিতা রামনামাক্ষিতাং তদা ।  
 মুজ্জিকাং শিরসা ধৃতা শ্রবদানন্দনেত্রজা ॥ ৩৭  
 কপে মে প্রাণদাতা ত্বং বুদ্ধিমানসি রাঘবে ।

তাহার আদেশানুসারে আমাকেও সাইতে দেখিরা রঘুবংশভূষণ  
 রাম সাদরে আমাকে বলিলেন ॥ ৩২-৩২

বায়ুনন্দন। তোমার উপরেই আমার সকল কার্য্য-  
 সম্পাদনের ব্যবস্থা স্থির আছে ; অতএব তুমি সীতাকে আমার  
 ও লক্ষ্মণের কুশল বার্তা জানানে ॥ ৩৩

অভিজ্ঞানের জন্ত আমার নামাক্ষর মুদ্রিত অর্থাৎ 'রাম'  
 এই নাম খোদাই করা এই উত্তম অঙ্গুরীয়ক সুযোগমত সীতাকে  
 প্রদান করিবে ॥ ৩৪

এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহার করগ্রহণ হইতে অঙ্গুরী  
 ধুলিয়া আমাকে প্রদান করেন। দেবি। আমি সেই অঙ্গুরী  
 অভিশর যত্নের সহিত আনিরাছি, আপনি উহা দর্শন  
 করুন (১) ॥ ৩৫

এই কথা বলিয়া পবনকুমার হনুমান্ সেই অঙ্গুরী দেবী  
 সীতাকে প্রদান করিলেন। তারপর নমস্কার করত কৃতাজলি  
 হইয়া বানরবর হনুমান্ দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

(১) হনুমান্ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের রূপবর্ণনায় বিশ্বস্তা সীতা  
 দেবীর নিজের প্রতি আরও প্রগাঢ় বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ত  
 শ্রীরামপ্রদত্ত রামনামাক্ষিত অঙ্গুরী প্রদান করেন। এ বিষয়ে  
 মহামুনি বাল্মীকি—“ভূয় এব মহাতেজা হনুমান্ পবনান্নজঃ ।  
 অত্রবীৎ প্রলিভং বাক্যং সীতাপ্রত্যয়কারণং । বানরোহং  
 মহাভাগে দৃভো রামস্ত ধীমতঃ । রামানামাক্ষিতং চেদং পণ্য  
 দেব্যঙ্গুরীয়কম্ । প্রভারার্থং তথানীতং তেন দত্তং মহাত্মনা ।  
 সমাশ্বসিহি ভয়ং তে ক্ষণদ্বংফলা হৃদি । গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা  
 সা ভর্তৃদুঃ করবিভূষিতম্ । ভর্তারমিব সম্প্রাপ্তং জানকী  
 মুদিত'ভবৎ ॥” ইত্যাদি ৫১৬ ১-৪

ভক্তোহসি প্রিয়কারী ত্বং বিশ্বাসোহস্তি তবৈব হি ॥ ৩৮  
 নো চেদ্যৎসম্মিধিকাণ্ডং পুরুষং শ্রেয়স্নেৎ কথম্ ।  
 হনুমন্ দৃষ্টমখিলং মম হৃৎখাদিকং ত্বয়া ॥ ৩৯  
 সর্ব্বং কথয় রামায় যথা মে জায়তে দয়া ।  
 মাসম্বয়াবধি প্রাণাঃ স্থাস্থস্তি মম সন্তম ॥ ৪০  
 নাগমিষ্যতি চেদ্রামো ভক্ষয়িষ্যতি মাং খলঃ ।  
 অতঃ শীঘ্রং কপীন্দ্রেন সুগ্রীবেষণ সমন্বিতঃ ॥ ৪১  
 বানরানীকটৈঃ সার্কং হত্বা রাবণমাহবে ।  
 সপুত্রং সবলং রামো যদি মাং মোচয়েৎ প্রভুঃ ॥ ৪২  
 তৎ তস্মৈ সদৃশং বীণ্যং বীর বর্ণয় বর্ণিতম্ ।  
 যথা মাং ভারয়েদ্রামো হত্বা শীঘ্রং দর্শাননম্ ॥ ৪৩  
 তথা যতস্ব হনুমন্ বাচা ধর্ম্মমবাপু হি ।  
 হনুমানপি তামাহ দেবি দৃষ্টো যথা ময়া ॥ ৪৪

তখন সীতাদেবী সেই রামনামাক্ষিতা মুজ্জিকা ( অঙ্গুরীয়ক )  
 দেখিরা অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং তাহা নিজের মস্তকে  
 রাখিরা নয়নধর হইতে আনন্দাশ্রু ধারা নির্গত করিতে  
 লাগিলেন ॥ ৩৭

তারপর হনুমান্কে বলিলেন,—কপিবর। তুমি আমার  
 প্রাণদাতা এবং বুদ্ধিমান। তুমি শ্রীরামের প্রিয়কারী ভক্ত  
 এবং শ্রীরামের তোমারই উপর বিশ্বাস আছে ॥ ৩৮

নতুবা তুমি এক ভিন্ন পুরুষ, তোমাকে তিনি পাঠাইয়াছেন  
 কেন? হনুন্। তুমি আমার হৃৎখাদি সব কিছুই স্বয়ং প্রত্যক্ষ  
 করিরা ॥ ৩৯

অতএব তুমি আমার সব সংবাদ রামকে গিয়া বল, বাহাতে  
 আমার উপর তাহার দয়া হয়। সংপুরুষশ্রেষ্ঠ হনুমান্। আমার  
 এই প্রাণ আর দুইমাস পর্য্যন্ত থাকিবে ॥ ৪০

তাহার মধ্যে যদি রাম না আসেন, তাহা হইলে এই খল  
 রাবণ আমাকে ভক্ষণ করিবে। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব  
 কপিরাজ সুগ্রীব এবং বানরসৈন্যগণের সহায়তার মুখে রাবণকে  
 সপুত্র ও সসৈন্তে বধ করিরা প্রভু রামচন্দ্র আমাকে যদি উদ্ধার  
 করেন, তাহা হইলে উহাই হইবে তাহার অনুরূপ কার্য্য। বীর।  
 আমার বলিতেছি, তুমি আমার হৃৎখাদিহীন রামকে বলিবে।  
 বাহাতে সেই রামচন্দ্র শীঘ্র দর্শানন রামকে বধ করিরা আমাকে  
 উদ্ধার করেন। হনুন্। তুমি সেইভাবে বক্ত করিও। তুমি  
 এই কথার উপকার দ্বারা বর্ধ লাভ কর। তখন হনুমান্ও  
 তাহাকে বলিলেন,—দেবি। আমি যেমন দেখিরাছি, তাহাতে  
 মনে হয়, শ্রীরামচন্দ্র সশস্ত্র হইয়া সসৈন্ত সুগ্রীবের সহিত ও

রামঃ সলক্ষণঃ শীঘ্রমাগমিষ্যতি সামুদ্রঃ ।  
 সূত্রীবেণ সসৈন্তেন হহা দশমুখং বলাৎ ॥ ৪৫  
 সমানেষ্যতি দেবি স্বাময়োধ্যাং নাত্র সংশয়ঃ ।  
 তমাহ জ্ঞানকী রামঃ কথং বারিধিমাভতম ॥ ৪৬  
 তীর্থায়াস্ত্যামেয়াত্মা বানরানীকটৈঃ সহ ।  
 হনুমানাহ মে স্বক্ৰমাক্রুত পুরুষর্ষভো ॥ ৪৭  
 জায়াস্ত্যভঃ সসৈন্তাশ্চ সূত্রীবো বানরেশ্বরঃ ।  
 বিহারসা ক্ষণেনৈব তীর্থা বারিধিমাভতম ॥ ৪৮  
 নির্দ্বিগ্ন্যতি রক্ষোঘাৎস্বকৃত্তে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 অকুজাং দেহি মে দেবি গচ্ছামি হরয়াদিতঃ ।  
 প্রহুং রামং সহ ভ্রাতা হরয়ামি তবাস্তিকম্ ॥ ৪৯  
 দেবি কিঞ্চিদভিজ্ঞানং দেহি মে যেন রাঘবঃ ।  
 বিশ্বমেঘাং প্রযত্নেন ভ্রাতো গন্তা সমুৎসুকঃ ॥ ৫০  
 ভ্রাতঃ কিঞ্চিদ বিচার্য্যাত্ম সৌভা কমললোচনা ।

দক্ষণের সতি শীঘ্র আগমন করিবেন এবং সবলে দশানন  
 রংগকে ধ্বংস করিয়া দেবি। আপনাকে সম্বোধন করিয়া  
 নাটক, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৫-৪৬

তখন জ্ঞানকী সেই হনুমানকে বলিলেন,— অপ্রমেরায়া রাম  
 কিতাবে এই বিস্তৃত বিশাল সাগর পার হইয়া বানরগণের  
 সহিত এই লঙ্কার আসিবেন? ইহাতে হনুমান্ কহিলেন,—  
 পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষণ আমার এই স্বর্গে আরোহণ করিয়া  
 লঙ্কার আসিবেন। বানররাজ সূত্রীব সসৈন্তে লক্ষ প্রদান  
 পূর্বক আকাশপথে এই বিস্তৃত বিশাল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কার  
 আসিবেন ॥ ৪৬-৪৮

সেই বানররাজ আপনাই অস্ত্র রাক্ষসগণকে দগ্ধ কবিলেন,  
 ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেবি। আপনি আদেশ করুন,  
 আমি এখন সত্ত্বর ভ্রাতা লক্ষণের সহিত রামকে দর্শনের জন্য  
 গমন করি এবং আপনার নিকটে আসিবার জন্য তাঁহাদিগকে  
 ডাকা করিতে প্রার্থনা করি ॥ ৪৯

দেবি। আপনি আমাকে কোনও এক কিছু অভিজ্ঞান  
 প্রদান করুন, বাহাতে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বিশ্বাস করেন এবং  
 বিশেষ ব্যতীর সহিত উৎসুক হইয়া এইলঙ্কার আগমন করেন ॥ ৫০

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিবার পর কমললোচনা সীতা  
 কিছুকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া 'কেশপাশের মধ্য এক চূড়ামণি  
 হুগিয়া হনুমানকে অভিজ্ঞানের জন্য প্রদান করিলেন ॥ ৫১

কপীজ (বানরশ্রেষ্ঠ)। এই অভিজ্ঞানের দ্বারা লক্ষণের  
 সহিত রাম তোমাকে বিশ্বাস করিবেন। সুরত। ইহা ব্যতীত

বিমুচ্য কেশপাশান্তে স্থিতং চূড়ামণিং দদৌ ॥ ৫১

অনেন বিশ্বমেদু রামস্তাং কপীজ সলক্ষণঃ ।

অভিজ্ঞানার্থমচ্চ বদামি তব সুরত ॥ ৫২

চিত্রকূটগিরৌ পূর্বমেকদা রহসি স্থিতঃ ।

মদন্ধে শির আধায় নিদ্রাতি রঘুনন্দনঃ ॥ ৫৩

ঐন্দ্রঃ কাকভৃগদাগত্য নৈখন্তঃশুন চামকুৎ ।

মৎপাদান্তুষ্ঠমারক্তং বিদদারামিষাশয় ॥ ৫৪

ভ্রাতো রামঃ প্রবুধ্যাত্ম দৃষ্টা পানং কৃতব্রনম্ ।

কেন ভজ্যে কৃতকৈতদ্বিপ্রিয়ং মে হরাশ্রনা ॥ ৫৫

ইত্যুক্ত্বা পুরতোহপশ্যদ্ বায়সং মাং পুনঃ পুনঃ ।

অভিজবস্ত্রং রক্তাশ্রং নখভূগুং চূকাপ হ ॥ ৫৬

তৃণমেকমুপাদায় দিব্যাশ্রেণাভিযোজ্য তৎ ।

চিক্বেপ লীলয়া রামো বায়সোপরি তজ্জলৎ ॥ ৫৭

অভ্যাজবদ্ বায়সশ্চ ভীতো লোকান্ ভ্রনন্ পুনঃ ।

ইন্দ্র-ব্রহ্মাদিভিষ্চাপি ন শক্যা রক্ষিতুং তদা ॥ ৫৮

অভিজ্ঞানের জন্য অস্ত্র এক বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট  
 বলিতেছি ॥ ৫২

কিছুদিন পূর্বে একদিন চিত্রকূট পর্বতে নির্জন স্থানে অবস্থান  
 করত রঘুনন্দন রাম আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা  
 বাইতেছিলেন ॥ ৫৩

সেই সময় হইতে ইন্দ্রলোকবাসী (অথবা ইন্দ্রপুত্র অরুণ  
 কাকরূপে) এক কাক আসিয়া আমিবাতিলাঘে (মাংসলাভের  
 কামনার) তাহার নখসমূহ ও ত্বকের (চক্ষুর) দ্বারা আমার  
 আরক্ত পাদান্তুষ্ঠ বার বার আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৫৪

তদনন্তর রামচন্দ্র আগরিভ আমার পদে ক্ষত দেখিয়া  
 বলিলেন,—ভজ্যে। কোন্ হরাশ্রা আমার একরূপ অপ্রিয় কার্য্য  
 করিয়াছে? ৫৫

এই কথা বলিয়াই তিনি সম্মুখে দেখিলেন যে, এক কাক  
 পুনঃ পুনঃ আমাকে ঠোকরাইতেছে এবং সেই কাকের মূখ (চক্ষু)  
 ও নখাগ্রভাগ আমার রক্তে রক্তাশ্র হইয়া গিয়াছে, তথাপি সে  
 আমার দিকে ধাবিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ  
 হইয়া উঠিলেন ॥ ৫৬

তখন রাম একখণ্ড তৃণ লইয়া উহাতে দিব্যাস্ত্র অভিমন্ত্রিত  
 করিয়া অবলীলাক্রমে সেই কাকের উপর নিক্ষেপ করিলেন।  
 তখন সেই তৃণখণ্ড দিব্যাস্ত্র মন্ত্রবলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৭

সেই অবস্থায় কাকের দিকে ধাবিত হইল। তখন কাক  
 ভীত হইয়া সমস্ত লোকসমূহ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল



রামস্ত পাদয়োরাগ্রেহপতন্তীত্য। দয়ানিধেঃ ।  
 শরণাগতমালোক্য রামস্তমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯  
 অমোঘমেতদন্তঃ মে দৈত্বকাক্ষসিতো ব্রজ ।  
 সব্যং দত্তা ততঃ কাক এবং পৌরুষবানপি ॥ ৬০  
 উপেক্ষতে কিমর্থং মাংসদানীং সোহপি রাঘবঃ ।  
 হনুমানপি তামাহ শ্রুত্বা সীতামুভাষিতম্ ॥ ৬১  
 দেবি ত্বং যদি জানাতি স্থিতামাত্র রঘুতমঃ ।  
 করিষ্যতি ক্ষণান্তম্ লঙ্কাং রাক্ষসনশিতাম্ ॥ ৬২  
 জানকী প্রাহ তং বৎস কথং ত্বং যোৎসুসেহমুরৈঃ ।  
 অতিসুস্কমবপুঃ সর্বৈ বানরাশ্চ ভবাদৃশাঃ ॥ ৬৩  
 শ্রুত্বা তদবচনং দেবী পূর্বরূপমদর্শয়ৎ ।  
 মেরুমন্দরসঙ্কাশং রক্ষোগণবিভীষণম্ ॥ ৬৪  
 দৃষ্ট্বা সীতা হনুমন্তং মহাপর্বতমগ্নিতম্ ।

কিন্তু সেই সময় ইন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫৮

সেই কাক ভীত হইয়া দয়ার সাগর শ্রীরামচন্দ্ৰের চরণঘরের সম্মুখে ভুতলে পতিত হইল। রাম তাহাকে শরণাগত হইতে দেখিয়া এই কথা সেই কাককে বলিলেন ॥ ৫৯

আমার এই অস্ত্র অমোঘ (অব্যর্থ), অতএব তুমি তোমার একটি চক্ষু দিয়া এস্থান হইতে গমন কর। তদনন্তর কাক তাহার বাম চক্ষু দান করিয়া চলিয়া যাইল। সেই রাম একরূপ পৌরুষবান হইয়াও কিংকর্তা তিনি আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন, তখন হনুমানও সীতাকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন ॥ ৬০-৬১

দেবি। রঘুতম রাম যদি জানিতে পারেন যে আপনি এখানে আছেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষণকালের মধ্যে রাক্ষসগণিষ্ঠ এই লঙ্কাকে ভস্মসাৎ করিয়া দিবেন ॥ ৬২

তখন জানকী সেই হনুমানকে বলিলেন—বৎস। তুমি অতিশয় ক্ষুদ্রদেহী, অতীত বানরগণও নিশ্চয়ই তোমারই ভায় ক্ষুদ্র দেহধারী, সুতরাং তুমি এই সব দেবশত্রু রাক্ষসগণের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিবে? ৬৩

সীতাদেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান সেই দেবীকে রাক্ষসগণের ভয়দায়ক মেরু ও মন্দর পর্বতভূমি নিজের বিশাল পূর্বরূপ দেখাইলেন ॥ ৬৪

সীতা মহাপর্বতভূমি বিশালদেহ সেই হনুমানকে দেখিয়া হর্ষে

হর্ষণে মহতাবিষ্টা প্রাহ তং কপিকুঞ্জরম্ ॥ ৬৫

সমর্পোহসি মহাসত্ত্ব ভ্রাক্ষ্যস্তি ত্বাং মহাবলম্ ।

রাক্ষসস্তে শুভঃ পশু! গচ্ছ রামাস্তিকং ক্রতম্ ॥ ৬৬

বুভুক্ষিতঃ কপিঃ প্রাহ দর্শনাং পারনাং মম ।

ভবিষ্যতি ফলৈঃ সর্বৈবন্তব দৃষ্টৌ স্থিতৈহি মে ॥ ৬৭

তথৈত্বাক্তঃ স জানক্যা ভক্ষয়িত্বা ফলং কপিঃ ।

ততঃ প্রস্থাপিতোহগচ্ছজ্ঞানকৌ প্রণিপত্য সঃ ।

কিঞ্চিদূরমথো গতা স্বাক্ষাশ্চোবাষন্তিস্থয়ৎ ॥ ৬৮

কার্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ ।

অগ্র্যং কিঞ্চদসম্পাত্ত গচ্ছত্যধম এব সঃ ॥ ৬৯

অতোহিহং কিঞ্চিদগচ্ছ কুতঃ দৃষ্টৌ রাবণম্ ।

মস্তায় চ ততো রাম-দর্শনার্থং ব্রজাম্যহম্ ॥ ৭০

অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং সেই বানরপ্রায় হনুমানকে বলিলেন ॥ ৬৫

মহাশক্তির হনুমান। তুমি এই রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। কিন্তু এই রাক্ষসগণ তোমার এই মহাবল রূপ দেখিতে পাইবে। তুমি এখন ক্রত রামের নিকট গমন কর। তোমার গমনপথ মঙ্গলময় হউক ॥ ৬৬

তখন হনুমান বলিলেন,—মাতঃ। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত আমি আপনাকে দর্শন করায় আমার আগমন সফল হইয়াছে, অতএব আমার পারণ করা উচিত; সেইজন্য প্রার্থনা—আপনার নরনধরের সম্মুখে যে সব ফল আছে, এই সব ফলের দ্বারা আমার পারণকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। উহা গ্রহণ করিতে অনুমতি করুন ॥ ৬৭

তখন জানকী 'তথাস্তু' বলিয়া অনুমতি করিলে সেই হনুমান ফলভক্ষণ করিয়া জানকীকে প্রণাম করত তাহার দ্বারা প্রস্থানের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া গমন করিলেন। তদনন্তর কিরদূর গমন করত সেই হনুমান মনে মনে চিন্তা করিলেন ॥ ৬৮

যে দূত প্রভুর কার্য্য করিবার জন্য আসিয়া প্রভুর কার্য্যের কোন রূপ ক্ষতি না করিয়া অস্ত্র কোনও প্রভুর অভিপ্রেত কার্য্য না করিয়াই গমন করে, সেই দূত অধম ॥ ৬৯

অতএব আমিও প্রভু রামের অস্ত্র কিছু কার্য্য সম্পাদন করিয়া এবং রাবণকে দর্শন করিয়া তাহার সহিত আলাপ করত আমি তাহার পর রামকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব ॥ ৭০

ইতি নিশ্চিত্য মনসা বৃক্ষখণ্ডায়াবলঃ ।

উৎপাট্যাশোকবনিকং নিবৃক্ষামকরোং কণাং ॥ ৭১

সীতাশ্রয়নগং ত্যক্ত্বা বনং শৃণ্ব চকার সঃ ।

উৎপাটয়ন্তং বিপিনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসযোষিতঃ ॥ ৭২

অপৃচ্ছন জানকীং কোহসৌ বানরাকৃতিরুদ্ভটঃ ॥ ৭৩

জানক্যাবাচ ।

ভবত্য এব জানন্তি মায়াং রাক্ষসনির্মিতাম ।

নাহমেতং বিজানামি হৃৎশলোকসমাকুলা ॥ ৭৪

ইত্যুক্তাশ্রুতিং গতা রাক্ষসো ভয়পীড়িতাঃ ।

হনুমতা কৃতং সর্বং রাবণায় শ্রবদয়ন্ ॥ ৭৫

দেব কশ্চিৎসহস্রো বানরাকৃতিদেহভূং ।

সীতয়া সহ সম্ভাষ্য হৃশোকবনিকং কণাং ॥ ৭৬

উৎপাট্য চৈত্যপ্রাসাদং বভঙ্গামিতবিক্রমঃ ।

মহাবল হনুমান্ এইরূপ মনে মনে নিশ্চয় করিয়া বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করত ক্ষণকালের মধ্যে অশোকবনকে বৃক্ষশূন্য করিয়া দিলেন ॥ ৭১

সেই হনুমান্ সীতাদেবী যে শিংশপা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া বনকে বৃক্ষশূন্য করিলেন। রাক্ষসীগণ সেই সময় হনুমান্কে বনের বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিতে দেখিয়া জানকীকে জিজ্ঞাসা করিল,— বানরাকৃতি এই উদ্ভট জীবটি কে ? ৭২-৭৩

জানকী বলিলেন,— তোমরাই জান, এই রাক্ষসসৃষ্টী মায়া। আমি এখন নিজ হৃৎ ও শোকে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছি, অতএব আমি ইহার কিছুই জানি না (১) ॥ ৭৪

সীতা এই কথা বলিলে পর সেই রাক্ষসীগণ ভার্য্যা হইয়া সঙ্করগমন করত হনুমান্ কৃত সমস্ত বৃত্তান্ত রাবণকে জানাইল ॥ ৭৫ ॥

দেব। বানরের আকারের ন্যায় দেহধারণকারী কোনও এক মহাবল অতুল পরাক্রমশালী প্রাণী সীতার সহিত সম্ভাষণ করত অশোকবনকে উৎপাটিত করিয়া চৈত্যপ্রাসাদকে ভাঙ্গিয়া

(১) এই স্থানে সীতার এই মিথ্যাভাষণ দোষাবহ নহে, কারণ, “বিবাহকালে রতিসংপ্রয়োগে প্রাণাভ্যয়ে সর্বধনা-গহারে। মিত্রস্য চার্ঘ্যেহপ্যনৃতং বদেয়ং পক্ষানৃতান্যাহরণাত-কানি ॥” এই শাস্ত্রানুশাসন আছে। সীতাদেবী এই শাস্ত্রবাক্য মরণ করিয়াই এখানে অসত্যভাষণ করিয়াছেন।

প্রাসাদরক্ষিণঃ সর্বান হংস তত্রৈব তস্থিবান্ ॥ ৭৭

তচ্ছব্দা তুর্ণমুখায় বনভঙ্গং মহাপ্রিয়ম ।

কিঙ্করান্ প্রেময়ামাস নিযুতং রাক্ষসাদিপঃ ॥ ৭৮

নির্ভয়চৈত্যপ্রাসাদ-প্রথমাস্তুরনঃস্থিতঃ ।

হনুমান্ পর্বতাকারো পৌহন্তস্তত্শ্রুতামুখঃ ।

কিঙ্কিলাঙ্গুলচলনো রক্তাশ্রো ভীষণাকৃতিঃ ॥ ৭৯

আপতন্ত মহাসিদ্ধং রাক্ষসানাং দদর্শ সঃ ।

চকার সিংহনাদঞ্চ শ্রুত্বা তে মুমূহুর্ভয়ম্ ॥ ৮০

হনুমন্তমথো দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীষণাকৃতিম ।

নির্ভয়বিবিধাত্তোষৈঃ সর্বরাক্ষসঘাতিনম্ ॥ ৮১

তত উখায় হনুমান্ মুদগরেণ মনস্ততঃ ।

নিপ্পিপেষ ক্ৰণাদেব মশকানিব সূপঃ ॥ ৮২

নিহতান্ কিঙ্করান্ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।

পঞ্চ সেনাপতীঃসুত্র প্রোথয়ামাস হৃস্মদান্ ॥ ৮৩

দিয়াছে এবং প্রাসাদ-রক্ষকগণকে হত্যা করিয়া সে এখন সেখানেই অবস্থান করিতেছে ॥ ৭৬-৭৭

এই বনভঙ্গরূপ অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়াই রাক্ষসরাজ দশানন ক্ষত উঠিয়া নিযুত (১০ কোটি)-সংখ্যক কিঙ্করগণকে পাঠাইয়া দিল ॥ ৭৮

এদিকে পর্বতাকার ও ভীষণকৃতি হনুমান্ চৈত্যপ্রাসাদ বিধ্বস্ত করিয়া তাহার প্রথম মহলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় হনুমান্ একটি পৌহন্তকে অন্তরূপে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, ক্রোধে তাঁহার বদন অতিশয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি নিজের লাঙ্গুলকে ধীরে ধীরে নাড়িতেছিলেন ॥ ৭৯

তখন সেই হনুমান্ রাক্ষসগণের বিশাল বাহিনীকে আসিতে দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেরা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল ॥ ৮০

সর্বরাক্ষসঘাতী ভীষণাকৃতি সেই হনুমান্কে দেখিয়া রাক্ষস-গণ নানাবিধ অন্তঃসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৮১

ভদনস্তর মুখপতি (গজরাজ) যেরূপ মশকগণকে নিষ্পেষিত করে, সেইরূপ হনুমান্ উখিত হইয়া পৌহন্তগণের (পূর্বে যে পৌহন্তটিকে হনুমান্ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে হনুমান্ মুদগরের দ্বারা ব্যবহার করেন।) দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই চতুর্দিকস্থিত সেই সমস্ত রাক্ষসগণকে নিষ্পেষিত করিয়া দিলেন ॥ ৮২

রাবণ এই সমস্ত কিঙ্করগণের নিধনবার্য্যা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে

হনুমানপি তান্ সর্বান লৌহস্তম্ভেন চাহনৎ ।  
 ততঃ ক্রুদ্ধো মন্ত্ৰিসুতান্ প্রেষয়ামাস সপ্ত সঃ ॥ ৮৮  
 আগতানপি তান্ সর্বান পূর্ববদ্ বানরেশ্বরঃ ।  
 ক্ষণাশ্লিষ্যতো হৃদা লৌহস্তম্ভেন মারুতিঃ ॥ ৮৯  
 পূর্বস্থানমুপাশ্রিত্য প্রভীক্ণ রাক্ষসান্ স্থিতঃ ।  
 ততো জগাম বলবান্ কুমারৌহক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯০  
 তমুৎপপাত হনুমান্ দৃষ্টাকালেশ স মুদগরঃ ।  
 গগনাৎ তরিতো মুক্ধি মুদগরেণ ব্যতাড়য়ৎ ॥ ৯১

অর্থ্যা হইয়া উঠিল এবং তথায় দুর্ধর পাঁচ জন সেনাপতিকে (১)  
 পাঠাইয়া দিল ॥ ৮৮

তখন হনুমান্ও লৌহস্তম্ভের দ্বারা তাহাদের সকলকে বধ  
 করিলেন। সেই রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সাত জন মন্ত্ৰি-পুত্রকে (২)  
 পাঠাইল ॥ ৮৯

তখন বানরেশ্বর পবনকুমার তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্ত উপস্থিত  
 হইতে দেখিয়া সেই সব মন্ত্ৰিপুত্রগণকে ক্ষণকালের মধ্যেই লৌহ-  
 স্তম্ভের দ্বারা বধ করত নিজের পূর্বস্থানে বাইয়া অস্ত্র রাক্ষসগণের

(১) পাঁচ সেনাপতির নাম বাল্মীকিরামায়ণে—

“স বিরূপাক্ষ-যুপাক্ষৌ দুর্ধরঃ চৈব রাক্ষসম্ ।

প্রঘসং ভাসকর্ণক পক্ষসেনাজনায়কান্ ॥” ৫।৫৬।২

১। বিরূপাক্ষ, ২। যুপাক্ষ, ৩। দুর্ধর, ৪। প্রঘস,  
 ৫। ভাসকর্ণ।

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়—রাবণ পূর্বে  
 সাতজন মন্ত্ৰি-পুত্রকে যুদ্ধে পাঠায় এবং এই সাত মন্ত্ৰি-পুত্র নিহত  
 হইলে বিরূপাক্ষাদি পাঁচজন মন্ত্রীকে পাঠায়।

(৩) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—পক্ষসেনাপতির যুত্যা  
 সংবাদ পাইয়া রাবণ সম্মুখস্থিত কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত  
 করে এবং এই দৃষ্টিপাতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অক্ষ হনুমানের  
 নিকট গমন করে। যথা—

“সেনাপতীন পক্ষ স তু প্রমাণিতান্

হনুমতা সানুচরান্ সবাহনান্ ।

নিশম্য রাজা সমরোদ্ধতোদ্বিগ্ধঃ

কুমারমক্ষং প্রসমৈক্ষতাক্ষম্ ॥

স তস্ত দৃষ্ট্যর্পণসম্প্রচোদিতঃ

প্রতাপবান্ কাকনচিৎকাক্ষকঃ ।

সমুৎপপাতাধ সদম্যাদীরিভো

বিজাতিমুখ্যৈর্বিবেষ পাবকঃ ॥” ৫।৫৭।১-২

হৃদা তমক্ষং নিঃশেষং বলং সর্বং চকার সঃ ॥ ৮৮

ততঃ শ্রুত্বা কুমারস্ত বধং রাক্ষসপুত্রবঃ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্ট ইন্দ্রেজিতারমব্রবীৎ ॥ ৮৯

পুত্রো গচ্ছাম্যহং তত্র যত্রান্তে পুত্রহা রিপুঃ ।

হৃদা তমথবা বদ্ধ্বা আনয়িষ্যামি তেহস্তিকম্ ॥ ৯০

ইন্দ্রজিৎ পিতরং গ্রাহ ভ্যজ শোকং মহামতে ।

নয়ি স্থিতে কিমর্থং ত্বং ভাষসে ত্বুংখিতং বচঃ ॥ ৯১

বদ্ধ্বানেশ্চো ক্রুতং তাত বানরং ব্রহ্মপাশতঃ ।

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য রাক্ষসৈর্বহভিবর্ততঃ ॥ ৯২

আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।  
 তদনন্তর প্রতাপশালী ও বলবান্ রাক্ষসকুমার অক্ষ (৩) তথায়  
 গমন করিল। তাহাকে দেখিয়া হনুমান্ লৌহমুদগর লইয়া  
 আকাশে লক্ষ দিয়া উঠিয়া বাইগেলেন এবং সেই আকাশ হইতে  
 সত্তর মুদগরের দ্বারা অক্ষের মস্তকে প্রহার করিলেন ॥ ৮৮-৮৯

এইভাবে অক্ষকে বধ করিয়া হনুমান্ অস্ত্র সমস্ত নৈশ্যগণকে  
 নিঃশেষ করিয়া দিলেন ॥ ৮৮

তদনন্তর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ কুমার অক্ষের বধের কথা শ্রবণ  
 করিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিল  
 (৪) ॥ ৮৯

পুত্র! যথায় আমার পুত্রহতাশত্রু রহিয়াছে, আমি তথায়  
 গমন করিব। আমি তাহাকে বধ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া  
 তোমার নিকটে পাইয়া আসিব ॥ ৯০

তখন ইন্দ্রজিৎ পিতাকে বলিল,—মহামতে। আপনি শোক  
 পরিত্যাগ করুন। আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনি কিজন্য  
 দুঃখপূর্ণ উক্তি করিতেছেন? ৯১

পিতঃ! আমি সেই বানরকে ব্রহ্মপাশের দ্বারা বন্ধন  
 করিয়া ক্রুত আপনার নিকটে আনয়ন করিব। এই কথা বলিয়া  
 বহু রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া বীরবিক্রম ইন্দ্রজিৎ বাহুপুত্র  
 হনুমানের নিকট গমন করিল। তাহার পর পরম শক্তিশালী  
 বাহুনন্দন হনুমানের সেই অভিশপ্ত গর্জন শ্রবণ করত গরুড়ের

(৪) বাল্মীকিরামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের ৪৮ অধ্যায়ে ইন্দ্র-  
 জিতের প্রতি রাবণের আদেশ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে গমন, হনুমানের  
 সহিত যুদ্ধ ও ব্রহ্মপাশে হনুমানকে বন্ধন করিয়া রাবণসমীপে  
 আনয়ন বর্ণিত আছে। সেই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার  
 জন্ত বাল্মীকিরামায়ণের ৫।৪৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জগাম বায়ুপুত্রশ্চ সমীপং বীরবিক্রমঃ ।

ততোহতিগজ্জিতং শ্রদ্ধা স্তম্ভমুত্তম্য বীৰ্য্যবান্ ॥ ৯৩

উৎপপাত নভোদেশং গরুড়ানিব মারুতিঃ ।

ততো ভ্রমন্তঃ নভসি হনুমন্তং শিলীমুখৈঃ ॥ ৯৪

বিদ্ধা তশ্চ শিরোভাষমিষুভিচ্চাষ্টভিঃ পুনঃ ।

হৃদয়ং পাদবৃগলং যদ্ভিরেকেন বালধিম্ ॥ ৯৫

ভেদয়িত্বা ততো ঘোরং সিংহনাদমধাকরোৎ ।

ততোহতিহর্ষাক্রমমান্ স্তম্ভমুত্তম্য বীৰ্য্যবান্ ॥ ৯৬

জঘান সারথিং সান্থং রথঞ্চাচূর্ণয়ৎ ক্রণাৎ ।

ততোহশ্বং রথমাদায় মেঘনাদো মহাবলঃ ॥ ৯৭

শীঘ্রং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় বদ্ধ্বা বানরপুঙ্গবম্ ।

নার লৌহস্তম্ভ উত্তোলিত করিয়া আকাশে লক্ষ প্রদানপূর্বক উঠিয়া বাইলেন। তখন ইন্দ্ৰজিৎ হনুমানকে আকাশে নিচরণ করিতে দেখিয়া বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করতঃ পুনরায় অষ্টবাণে হনুমানের মস্তক, হস্ত বাণে তাঁহার বক্ষঃ ও দুই চরণ এবং এক বাণে তাঁহার লাজলু বিদ্ধ করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিল। তদনন্তর পরাক্রমশালী হনুমান্ অভিশয় হর্ব্বশতঃ সেই লৌহস্তম্ভ উত্তোলিত করিয়া তাহার আঘাতে ইন্দ্ৰজিৎের সারথিকে বধ করিলেন এবং অশ্বসহ রথকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। তাহার পর পরাক্রমশালী মহাবল মেঘনাদ (ইন্দ্ৰজিৎ) অন্য রথ লইয়া শীঘ্র ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করত বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বন্ধন

নির্নায় নিকটং রাজ্ঞো রাবণশ্চ মহাবলঃ ॥ ৯৮

যশ্চ নাম সত্ততং জপন্তি যে-

হজ্ঞানকর্ম্মকৃতবন্ধনং ক্রণাৎ ।

সত্ত এব পরিমুচ্য তৎপদং

যান্তি কোটিরবিতাসুরং শিবম্ ॥ ৯৯

তস্যৈব রামশ্চ পদানুজং সদা

স্বংপদ্যমথ্যে স্মৃনিধায় মারুতিঃ ।

সদৈব নিম্মুক্তসমস্তবন্ধনঃ

কিং তশ্চ পাঠৈরিত্তৈশ্চ বন্ধনৈঃ ॥ ১০০

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

পূর্বক রাজা রাবণের নিকট লইয়া বাইল ॥ ৯২-৯৮

যাঁহার নাম সত্তত জপ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে অজ্ঞান-সত্ত্বত কর্ম্মসকলের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কোটি সূর্য্য-তুল্য ভাস্বর ও মঙ্গলময় তাঁহার পরম ধামে গমন করে, সেই ঐরামের ঐপাদপদ্ম স্বীয় হৃদয়পঙ্কজমধ্যে নিরন্তর সন্নিবেশিত করিয়া অর্থাৎ ধ্যানবলে হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া পবননন্দন হনুমান্ সর্ব্বদা সমস্ত বন্ধন হইতেই মুক্ত ছিগেন। সেই হনুমানের পক্ষে এই ব্রহ্মাস্ত্র বন্ধন বা অন্য কোন বন্ধনের দ্বারা কি হুঃখ লাভ হইবে? (সমহঃখঃ মুখঃ ক্ষমো-ইতি গীতোক্তেঃ) ৯৯-১০০

শ্রীমদ্বর্ষি বেদবাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অখ্যানরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে সুন্দরকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

[ ব্রহ্মাজ্ঞাপাশবদ্ধস্ত হনুমতো রাবণসভায়ামাগমনম্, তত্র রাবণেন সহ কথোপকথনম্, লঙ্কাদাহঃ, সাগরপারাগম্য  
শ্রীরামসমীপে সীতাবৃত্তান্তবর্ণনঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যাস্তং কপীশ্চ ব্রতপাশবদ্ধং

বিলোকয়ন্তং নগরং বিভীতবৎ ।

অভাডয়শুষ্টিভলৈঃ শ্লোকোপনাঃ

পৌরাঃ সমস্তানুযাস্ত সৈন্ধবঃ ॥ ১

ব্রহ্মাজ্ঞামেনং ক্ষণমাত্রসঙ্গমঃ

কৃৎস্না গত্য ব্রহ্মবরেণ সত্ত্বরম্ ।

জ্ঞাত্বা হনুমানপি ক্ষণরজ্জুভি-

ধ্বতো যযৌ কার্য্যবিশেষগৌরবাৎ ॥ ২

সভাস্তরস্থস্ত চ রাবণস্ত তং

পুরো নিধায়াহ বলারিজিৎ তদা ।

### চতুর্থ অধ্যায় ।

[ ব্রহ্মাজ্ঞাপাশে বদ্ধ হনুমানের রাবণ সভার আগমন, তথায় রাবণের সহিত কথোপকথন, লঙ্কাদাহ এবং সাগরপার হইয়া আসিয়া রামের নিকট সীতার বৃত্তান্ত বর্ণন ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । কপিরাজ হনুমান্ ব্রহ্মাজ্ঞাপাশকে ধারণ করত ভীতের ন্যায় নগর দর্শন করিতে করিতে বাইতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অনুগমনকারী পুর বাসীরা অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চণেটাঘাতের দ্বারা তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া প্রহার করিতে লাগিল ॥ ১

ব্রহ্মার বরানুসারে ব্রহ্মাজ্ঞা ক্ষণকালমাত্র হনুমানের গাত্রে সঙ্গত থাকিয়া সত্ত্বর চলিয়া গিয়াছিল । হনুমান্ ভগ্ন ‘অসার রজ্জু দ্বারা বদ্ধ আছি’ ইহা জানিয়াও রাবণদর্শনাদি বিশেষ কার্য্য করিবার অভিপ্রায়ে সেই পাশ ধারণ করিয়াই গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২

ভারপর সেই সমস্ত ইজ্ঞা দেই হনুমান্কে সভামধ্যে অবস্থিত রাবণের নিকট লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল,— শিভঃ । আমি এই বানরকে ব্রহ্মাজ্ঞার দ্বারা বাঁধিয়া আনিরাছি । এই বানরই আমাদের প্রধান রাক্ষসগণকে হত্যা করিয়াছে ॥ ৩

আর্য্য ( পূজনীয় ) পিতৃদেব । এখন আপনি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, তাহা পালন করুন । তবে এই বানর কিন্তু সাধারণ বলিয়া মনে হয় না (১) । তদনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ সম্মুখে হিত

বদ্ধো ময়া ব্রহ্মবরেণ বানরঃ

সমাগতোহনেন হতা মহামুখাঃ ॥ ৩

যদ্যুক্তমত্রার্য্য বিচার্য্য মন্ত্রিভি-

বিধীয়তামেষ ন লোকিকো হরিঃ ।

ততো বিলোক্যাহ স রাক্ষসেশ্বরঃ

প্রহস্তমগ্রে স্থিতমঞ্জনাঙ্গিতম্ ॥ ৪

প্রহস্ত পৃচ্ছেনমসৌ কিমাগতঃ

কিমত্র কার্য্যং কৃত এব বানরঃ ।

বনং কিমর্থং সকলং বিনাশিতং

হতাঃ কিমর্থং মম রাক্ষসা বলাৎ ॥ ৫

অঙ্গন পর্ব্বতের ন্যায় কক্ষপর্ণ শ্রহস্তকে বলিল ॥ ৪

প্রহস্ত । তুমি ইহাকে প্রিজ্ঞাসা কর—কেন এই বানর আসিয়াছে? (২) এখানে তাহার কি কার্য্য আছে? এবং কোথা হইতে সে আসিয়াছে? কিজন্য আমার সম্পূর্ণ অশোকবনকে বিধ্বস্ত করিয়াছে? কিহেতু সে বলপূর্ব্বক আমার রাক্ষসদিগকে হত্যা করিয়াছে? ৫

(১) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়—ইজ্ঞাং কৰ্ত্ত্বক বহন করিয়া আনাত হনুমান্ রাবণের অনন্তসাধারণ রূপ দেখিয়া অভ্যস্ত বিস্মিত হন—যথা—“ভতঃ স কৰ্ম্মণা ভয় বিস্মিতো ভীমবিক্রমঃ । হনুমান্ ক্রোধোদাত্মাকো রক্ষোহৰ্ষপমবৈকৃত । ভ্রাজমানং মহার্হেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা । মুক্তাঙ্কালবৃত্তেনাথ মুকুটেন মহাদ্ভুতিম্ ॥ বজ্রমংঘোগদংঘুৈর্গম্হাহ মণিবিজ্রৈঃ । হৈমৈরাভরণৈশ্চিদ্ভৈর্মনসেব প্রকল্লিতৈঃ ॥”

“ভ্রাজমানং ভতো দৃষ্ট্বা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্ । মনসা চিত্তরামাস ভেজসা ভয় মোহিতঃ । অহো রূপমহো বৈৰ্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্রাভিঃ । অহো রাক্ষসরাজস্য সৰ্ব্বলক্ষণযুক্ততা ॥”

ইত্যাদি ৫।৪৩।১-৩।১৬-১৭

(২) বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ বাক্য পরিলক্ষিত হয়—“স রাজা রোষতাত্মাকঃ প্রহস্তং মন্ত্রিসত্তমম্ । কালযুক্তম্বাচেনং বচো বিপুলমর্থবৎ । দ্বরাণা পৃচ্ছ্যতামেব”..... ।

“রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্তো বাক্যমব্রवी। সমাশ্বসিহি তত্র তে ন ভীঃ কার্য্যা ত্বয়া কপে ॥” ইত্যাদি ৫।৫০।৪।৭

ততঃ প্রহন্তো হনুমন্তমাদরঃ

পপ্রচ্ছ কেন প্রহিতোহসি বানর ।

ভয়ঞ্চ তে সাস্তু বিমোক্ষ্যসে ময়া

সত্যং বদস্বাখিলরাজমস্মিধৌ ॥ ৬

ততোহতিহর্যাং পবনাত্মজো রিপুং

নিরীক্ষ্য লোকত্রয়কণ্টকাস্ত্রম ।

বক্তুং প্রচক্রে রঘুনাত্মসংকথাং

ক্রমেণ রামং মনসা স্মরন্ মুহুঃ ॥ ৭

শৃণু স্মৃটং দেবগণাচ্ছামিত্র হে

রামস্ত দূতোহহনশেমহৎস্থিতেঃ ।

যস্তাখিলেশস্ত হতাদুনা ত্বয়া

ভার্য্যা স্বনাশাস্ত শুনেব সদ্ধবিঃ ॥ ৮

ম রাঘনোহভেত্য মত্তঙ্গপর্কভং

সুগ্রীবমৈত্রীশনলস্ত সস্মিধৌ ।

কুঠৈকবাণেন নিহত্য বালিনং

সুগ্রীবমেবাধিপতিং চকার তম্ ॥ ৯

তদনন্তর প্রহন্ত সমাদর সহকারে হনুমানকে দ্বিজাসা করিল—বানর! কে তোমাকে পাঠাইয়াছে? তোমার কোনও ভয় নাই, আমি তোমাকে মুক্ত করাইয়া দিব। তুমি এই রাজার নিকটে সব সত্য কথা বল ॥ ৬

ভাটার পর পবননন্দন হনুমান্ অতিশয় হর্ষবশতঃ ত্রিলোক-কণ্টক সুরবিরোধী শত্রু রাবণকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ রামকে স্মরণ করত ক্রমানুসারে রামের পবিত্র কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭

হে দেবগণাদির শত্রু! স্পষ্ট ভাবে শ্রবণ কর—কুকুর যেমন উত্তম হবি হরণ করে, সেইরূপ তুমি সম্প্রতি নিজের যত্নর জন্ত যে অখিল ভুবনপতির ভার্য্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, আমি সেই সর্কান্তর্য্যামী পরমেশ্বর শ্রীরামের দূত ॥ ৮

সেই রঘুপতি রাম মত্তঙ্গ পর্কভে (স্বস্তমুক পর্কভে) ওভাগমন করিয়া অগ্নিসমীপে সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করত এক বাণে বালীকে বিনাশ পূর্বক সেই সুগ্রীবকেই বানর-রাজ্যের অধিপতি করিয়াছেন ॥ ৯

হে রাক্ষসরাজ! বানরগণের অধিপতি সেই মহাবল

স বানরাণ!মধিপো মহাবলী

মহাবলৈর্বানরমুখকোটিভিঃ ।

রামেণ সার্দ্ধং সহ লক্ষ্মণেন ভোঃ

প্রবর্ষণেহমর্ষযুতোহবতিষ্ঠতে ১০

সঞ্চোদিতান্তেন মহাহরীশ্বরা

ধরাস্তুতাং মার্গয়িতুং দিশো দশ ।

তত্রাহমেকঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ

সীতাং বিচিহ্ন শনৈকৈঃ সমাগতঃ ॥ ১১

দৃষ্টা ময়া পদ্মপলাশলোচনা

সীতা কপিভ্যাদ্ বিপিনং বিনাশিতম্ ।

দৃষ্টা ততোহহং রত্নসা সমাগতান্

মাং হস্তকামান্ ধৃতচাপসায়কান্ ॥ ১২

ময়া হতান্তে পত্রিকিতুং বপুঃ

প্রিয়ো হি দেহোহখিলদেহিমাং প্রভো ।

বস্ত্রান্ত্রপাশেন নিবধ্য মাং ততঃ

সমাগমস্মেঘমিনাদনানকঃ ॥ ১৩

সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া মহাশক্তিধর কোটি কোটি বানরগণের সহিত এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সহিত প্রবর্ষণ পর্বতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১০

সেই বানররাজ সুগ্রীব ধরাকণ্ঠা সীতাদেবীর অগ্রেস্বণের জন্ত প্রধান প্রধান বানরশ্রেষ্ঠগণকে দশদিকে পাঠাইয়াছেন। সেই সব বানরগণেরই মধ্যে আমি একজন বানর। আমি পবন-পুত্র হনুমান্। সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ১১

আমি পদ্মপত্রতুল্য আয়তলোচনা সীতাদেবীকে দর্শন করিয়াছি। বানর যতাবশতঃ আমি অশোকবনকে উন্মূলিত করিয়াছি। তদনন্তর আমি দেখিতে পাইলাম যে, ধনু ও বাণ ধারণ করত বহু রাক্ষস আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া সবেগে আমার দিকে আসিতেছে ॥ ১২

আমি নিজের দেহকে রক্ষা করিবার জন্ত ওহাদিগকে হত্যা করিয়াছি। প্রভো! সমস্ত দেহধারী প্রাণিগণেরই দেহ হইল সর্কাপেক্ষা অধিক প্রিয়। ভাটার পর মেঘনাদনামে এক রাক্ষস বস্ত্রান্ত্রপাশে আমাকে ধাবিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে ॥ ১৩

স্পৃষ্টৈব মাং ব্রহ্মবরপ্রভাবত-

ভ্যক্ত্য গত্য সর্বমবৈমি রাবণ ।

তথাপ্যহং বন্ধ ইবাগতো হিতং

প্রবক্তুকামঃ করুণারসার্জযীঃ ॥ ১৪

বিচার্য্য লোকস্ত বিবেকতো গতিং

ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমূপৈহি রাবণ ।

দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্ষহেতুকীং

সমাশ্রয়াভ্যন্তহিতায় দেহিনঃ ॥ ১৫

তং ব্রাহ্মণো হ্যাত্মমবঃসমস্তবঃ

পৌলস্ত্যপুত্রোহসি কুবেরবান্ধবঃ ।

দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো

নাস্ত্যাত্মবুদ্ধ্য়া কিমু রাক্ষসো নহি ॥ ১৬

শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়ত্বঃসমস্ততি-

র্ন তে ন তং তব নির্বিকারতঃ ।

অজ্ঞানহেতোশ্চ তথৈব সমুত্তে-

রসম্বদমত্যাঃ স্বপতো হি দৃশ্যবৎ ॥ ১৭

রাবণ। ব্রহ্মার বরদানের প্রভাবে সেই ব্রহ্মার আমাকে স্পর্শ করিয়াই চলিয়া গিয়াছে, এ সবই আমি জানি; তথাপি আমি বন্ধের ভায় যে আদিয়াছি, তাহা কেবল করুণার্জচিত হইয়া তোমাকে কিছু হিতকথ্য বলিবার জন্য ॥ ১৪

রাবণ। বিবেকবলে লোকগতি পর্যালোচনা করিয়া তুমি রাক্ষসী গতি অর্থাৎ রাক্ষসী বুদ্ধি ( পরপীড়া-পরহিংসাদি ) অবলম্বন করিও না। দেহধারী জীবের সংসার হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র দৈবী গতি পরহিতকারিণী বুদ্ধি তুমি আশ্রয় কর ॥ ১৫

তুমি উত্তম বংশজাত ব্রাহ্মণ, পুলস্ত্য ঋষি পৌত্র ( ব্রহ্মার মানস পুত্র পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা এবং বিশ্রবার পুত্র রাবণ ) এবং বন্ধরাজ কুবেরের ভাভা। সেই তুমি যদি দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তুমি রাক্ষস নহ; ( কারণ, ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া তুমি ব্রাহ্মণ মণ্ডেই পরিগণিত ) আর যদি তুমি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক বলিয়া মনে কর, তথাপি তুমি রাক্ষস নহ ( কারণ, আত্মা নির্বিকার, অতএব তুমিও নির্বিকার ) ॥ ১৬

তুমি শরীর, বুদ্ধি বা ইঞ্জিয় নহ। ( তবে আমি কে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন— ) তুমি নির্বিকার আত্মরূপ। যেহেতু

ইদম্ভ সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়া

বিকারহেতুর্ন চ তেহদ্বয়ত্বতঃ ।

যথা নভঃ সর্বগতং ন লিপ্যতে

তথা ভবান্ দেহগতোহপি স্মৃশ্বকঃ ।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণশরীরসমুদ-

ভ্রাত্তি বুদ্ধ্যাখিলবন্ধভাগ্ভবেৎ ॥ ১৮

চিন্মাত্রমেবাহমজোহমক্ষরো

হ্যানন্দভাবোহমিতি প্রমুচ্যতে ।

দেহোহপ্যনাত্মা পৃথিবীবিকারজো

ন প্রাণ আত্মনিল এষ এব মঃ ॥ ১৯

মনোহপ্যহঙ্কারবিকার এব নো

ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতের্বিকারজা ।

আত্মা চিদানন্দময়োহবিকারবান্

দেহাদিসমুদ্যান্ ব্যতিরিক্ত ইশ্বরঃ ॥ ২০

লোকে স্বপ্ন দেখিবার কালে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুকে সত্য বলিয়াই মনে করে; পরন্তু উহা অসত্য অর্থাৎ ভ্রমমাত্র, সেইরূপ অজ্ঞানভাবনাই অজ্ঞানসমুদায় মুখ হঃখাদি সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা মিথ্যা ॥ ১৭

ইহাই কিন্তু সত্য অর্থাৎ তুমি যদি ইহাকেই সত্য বলিয়া মনে কর, তবে তোমার কোন বিকার নাই অর্থাৎ তুমি অবিকারী। অদ্বয়ত্বনিবন্ধন তোমার বিকারের কোন হেতুও নাই; যেহেতু আকাশ সর্বব্যাপী হইয়াও কিছুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তুমি অতি সূক্ষ্মাকারে দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া মুখ-হঃখাদি কোন কিছুতেই লিপ্ত হও না। স্থূল দেহ, ইঞ্জিয়, প্রাণ ও সূক্ষ্ম দেহ—এই সবকে যদি আত্মা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে ॥ ১৮

কিন্তু যদি আমি চৈতন্যমাত্র, আমি অজ, আমি অক্ষর এবং আমি আনন্দময়—এরূপ বোধ লাভ হয়, তাহা হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। দেহ আত্মা নহে; কারণ, উহা পৃথিবীর ( পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের ) বিকার হইতে উৎপন্ন। প্রাণও কিন্তু আত্মা নহে; কারণ, এই প্রাণ ভ' বায়ু মাত্র ॥ ১৯

অহঙ্কারের বিকার মন এবং প্রকৃতির বিকার বুদ্ধিও আত্মা নহে; কারণ, আত্মা চিদানন্দময়, অবিকারী ও দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ইশ্বর—সর্বনিরন্তা ॥ ২০

নিরঞ্জনো মক্ত উপাধিতঃ সদা  
 জ্ঞাতৈবমাত্মানমিতো বিমূঢ়্যতে ।  
 অতোহহমাত্মান্তিকমোকসাদনং  
 বক্ষ্যে শৃণুযাবহিতো মহামতে ॥ ২১  
 বিমোহি ভক্তিঃ সুবিশোধনং বিয়-  
 ভতো ভবেজ্জ্ঞানমভৌব নির্মলম্ ।  
 বিশুদ্ধতদ্বাহুভবো ভবেৎ ভতঃ  
 সমাগ্বিদিতা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ ২২  
 অতো ভজস্বাত্ম হরিং রমাপতিং  
 রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভূম্ ।  
 বিন্ধ্য মৌর্যং হৃদি শক্রভাবনাং  
 ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্  
 সীতাং পুরস্কৃত্য সপুত্র-বান্ধবো  
 রামং নমস্কৃত্য বিমূঢ়্যসে ভয়াৎ ॥ ২৩

এই আত্মা নিরঞ্জন ও সর্বদা সুখ-দুঃখাদি উপাধি হইতে মুক্ত অর্থাৎ সর্বোপাধিশূন্য। এই আত্মাকে জ্ঞাত হইয়াই(১) এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়। মহামতে। অতএব আমি তোমাকে মোক্ষের আভ্যাতিক সাধন বলিব, তাহা সাবধানে শ্রবণ কর। ২১

শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তিই(২) বুদ্ধির শোধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বিমূঢ়তার দ্বারা বুদ্ধি মাজিত হয়। এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই জ্ঞান অভিযন্ত নির্মল হয়। এইভাবে নির্মল জ্ঞান লাভ হইলে তাহা হইতে বিশুদ্ধ ভক্তের অনুভব অর্থাৎ পরমাত্ম সাংকারণ্য হয়। সেই পরমাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারিলেই পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২

রাবণ! অতএব তুমি নিজের হৃদয়স্থিত মূৰ্খতা(৩) ও শ্রীরামের প্রতি শত্রুতাব পরিভ্যাগ করিয়া এখন রমাপতি, সর্বব্যাপক, প্রকৃতির অতীত, পুরাণপুরুষ শ্রীহরি রামকে ভজনা কর। তুমি পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সীতাকে অগ্রে লইয়া শরণাগতবৎসল শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হও। এইভাবে শরণাগত হইয়া শ্রীরামকে প্রণাম করত তুমি ভন্ন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ২৩

যে মানুষ ভক্তি সহকারে হৃদয়স্থিত, সুখরূপ, অবিভীত রামকে পরমাত্মা বলিয়া ভাবনা (করত তাঁহার ভজনা) করিতে পারে না, সেই মানুষ কি প্রকারে দুঃখময় তরঙ্গমালায় পরি-  
 ব্যাপ্ত ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবে? ২৪

যদি তুমি পরমাত্মা শ্রীরামের ভজনা না কর, তাহা হইলে তুমি নিজেই নিজের যেন শত্রু হইয়া অরিক্ত অবহার অজ্ঞানময় অগ্নির দ্বারা নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে প্রজ্বলিত করিতে করিতে

রামং পরাত্মানমভাবয়ন্ জনো  
 ভক্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমদ্বয়ম্ ।  
 কথং পরং তীরমবাশ্রয়াজ্জনো  
 ভবাসুখেচ্ছঃখতরঙ্গমালিনঃ ॥ ২৪  
 নো চেৎ স্বমজ্ঞানময়েন বহিনা  
 জলন্তমাত্মানমরক্ষিতারিবৎ ।  
 নয়ন্তথোহধঃ স্বকৃতৈশ্চ পাতকৈ-  
 বিমোক্শক্য ন চ তে ভবিষ্যতি ॥ ২৫  
 অত্ৰাহুতাশ্বাদসমানভাসিতং  
 তদবাসুস্বনোদর্শকঙ্করোহসুরঃ ।  
 অমৃশ্যমাণোহিতিরুমা কপীশ্বরং  
 জগদ রক্তাস্তবিলোচনো জলন্ ॥ ২৬

বকৃত পাপসমূহের সহায়তার নিজেকে অধোগামী করিবে, কোন রূপেই তোমার আর মুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ২৫

দেবগণের বিরোধী দলানন রাবণ বায়ুপুত্র হনুমানের এই অমৃততুল্য শব্দযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিযন্ত ক্রোধে অধৈর্য্য বলিয়া উঠিল এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কপিরাজ হনুমানকে বলিল (৪) ॥ ২৬

(১) “যো বা এতদক্ষরং গাণি অবিদিতা অস্মাজ্জোকায়ৈ প্রৈতি, স কৃপণঃ”। বৃহৎ ৩।৮।১০

(২) “আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপূরকক্রমে ।  
 কুব্ধতাইহতুকাং ভক্তিমিগ্ধভূতগুণো হরিঃ ॥”  
 —শ্রীভাগবত ১।৭।১০

(৩) মূৰ্খতা দোষ কিভাবে সংক্রামিত হয়, তদ্বিশেষে মহামতি চাপক্য—“অদাতা বংসদোষেণ কৰ্শদোষাদ্ দরিদ্রতা ।

উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূৰ্খতা ॥”

সপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে ‘তাল’ ইত্যাদি ভক্ষণ করিলে মূৰ্খতা দোষ উৎপন্ন হয়,—

“কলকী আয়তে বিশ্বে তির্ঘ্যগ্বেনিস্চ নিবকে ।

ভালে শরীরনাশঃ স্যাদারিকলে চ মূৰ্খতা ॥”

পরমপূজ্য স্মার্তদ্রুতামনি রঘুনন্দন তাঁহার ‘তত্ত্বিত্ত্ব’ গ্রন্থে মূৰ্খ শব্দের নিয়রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“মূৰ্খঃ গারজীরহিতঃ”। “ক্রিরাহানস্ত মূৰ্খস্ত মহারোগিণ এবং চ । যথেকীচরণস্তাহ্মরণা-  
 ভমণৌচকম্” ॥

(৪) নীতিবাক্যে পাওয়া যায়—

“পরঃপানং ভূজ্ঞানং কেবলং বিষবর্জনম্ ।

উপদেশো হি মূৰ্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে” ॥



কথং সমাগ্রে বিলপস্যভীতবৎ

প্রবজমানামধমোহসি তুষ্ঠীঃ ।

ক এষ রামঃ কতমো বনেচরে।

নিহস্মি স্মৃত্রীবমুতং নরাধমম ॥ ২৭

ডাঙাডা হুঁহা জনকাঅজাং ততো।

নিহস্মি রামং সহলক্ষণং ততঃ ।

স্মৃত্রীবমুত্রে বলিনং কপীশ্বরং

সবানরৈহ স্ম্যচিরেণ বানর ॥ ২৮

শ্রদ্ধা দশগ্রীববচঃ স মারুতিঃ

বিবুদ্ধকোপেন দহস্মি বাসুরম্ ।

রে বানর! তুই আমার সম্মুখে নির্ভয়ের নায় কেন একপ প্রলাপ করিতেছিস? দেখিতেছি—তুই বানরগণের মধ্যে অধম ও নিভাত দুর্বুদ্ধিপরায়ণ। এই রাম কে? এবং বনে বনে বিচরণকারী এই স্মৃত্রীবই বা কে? সূত্রবের সহিত এই রামকে আমি বধ করিব। ২৭

আজ তোকে হত্যা করিয়া ভারপর জনককন্যা সীতাকে বধ করিব এবং লক্ষণের সহিত রামকেও পরে বিনাশ করিব। বানর! ডাঙার পর অন্যান্য বানরগণের সহিত কপিরাজ বলশালী সূত্রীকে আচরেই বধ করিব। ২৮

পবনক্ষন হনুমান্ দশানন রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিশয় ক্রোধে (ক্রোধানলে) সুবিরোধী রাক্ষসকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন,—আমি পুরাতনের দাস, আমার বিক্রম অপরিসীম; কোটি কোটি অধম রাবণ আমার সমযোগাই হইতে পারে না। ২৯

(১) এ বিষয়ে মহাশি বায়্যাক — স তস্য বচনং শ্রদ্ধা বানরস্য মহাশ্বনঃ । আজাপরদ্ এবং তস্য রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ । ৫৪২।১ রাবণ হনুমান্কে বধ করিতে আদেশ দান করিলে পর বিভীষণ ভখন যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্ বিষয়ে বায়্যাকিরামায়ণে —“বধে তস্য সমাজ্ঞপ্তে রাবণেন হুরাজনা । নিবেদিতবতো দৌত্যং নানুমেনে বিভীষণঃ ।”

“ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ রাজধর্মবিশারদঃ । পরাবরজো ভূতানাং জন্মেব পরার্থবিৎ । ৫৪২।৭

ভস্মাৎ প্রসীদ শক্রয় রাক্ষসেন হুরাসদ । হুতাহুতং বিনিশ্চিত্য দৃঢ়দত্তো বিভীষণাম্ ।” ৫৪২।৯

ন মে সমা রাবণকোটয়োহধম।

রামস্ত দাসোহহমপারবিক্রমঃ ॥ ২৯

শ্রদ্ধাভিকোপেন হনুমতো বচো।

দশাননো রাক্ষসমেকমত্রবীৎ ।

পার্শ্বে স্থিতং মারয় খণ্ডশঃ কপিং

পশ্যন্ত সর্বৈহ স্মরমিত্রবান্ধবাঃ ॥ ৩০

নিবারয়ামাস ততো বিভীষণে।

মহাসুরং সাযুধমুত্তমং বধে ।

রাজন্ বখাহৌ ন ভবেৎ কথঞ্চন

প্রতাপযুক্তৈঃ পররাজবানরঃ ॥ ৩১

হতেহস্মিন্ বানরে দৃতে বার্তাং কো বা নিবেদয়েৎ ।

রামায় ত্বং যমুদ্दिश्य বধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ৩২

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করত দশানন রাবণ অভিশয় ক্রোধের সহিত পার্শ্বস্থিত এক রাক্ষসকে বলিল,—এই বানরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মারিয়া ফেল। (১) এই উপস্থিত রাক্ষসগণের বন্ধু-বান্ধবেরা উহা প্রত্যক্ষ করুক। ৩০

রাবণের আদেশে সেই মহাসুর অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া হনুমান্কে বধ করিতে উদ্যত হইলে ভদনস্তর বিভীষণ তাহ কে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিল এবং রাবণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,—রাজন্। অন্য কোনও রাজা কর্তৃক প্রেরিত দূত এই বানর; সুতরাং আপনার নায় প্রতাপশালী রাজগণের সেই দৃঢ় বধযোগ্য হইতে পারে না। ৩১

যদি এই দূত বানর আজ আপনার দ্বারা নিহত হয়, তবে আপনি স্বাত্মকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন (এস্থলে—“আপনি নিজের স্বাভার দ্বারা নিহত হইবেন,” একপ অর্থও বিভীষণের গৃঢ় অভিপ্রায় বলিয়া মূল মোকের ব্যাখ্যা করা যায়।), সেই রামকে কে সংবাদ জানাইবে? ৩২

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ বলিল,—“ন পাপানং বধে পাপং বিদ্যতে শক্রসূদন । ভস্মাদিমং বধিষ্ঠামি বানরং পাপকারিণম্ ।” ৫৪২।১১ রাবণের এই কথা শুনিয়া বিভীষণের উত্তর—“প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন, ধর্মার্থভক্তং বচনং শৃণু । দৃঢ়া ন বধ্যাঃ সময়েষু রাজন্, সর্বৈষু সর্বত্র বদতি সত্যঃ ।” ১৩

“বৈক্রপ্যমজেষু কশাভিঘাতো মৌভ্যং ভবা দক্ষণ-সমিপাতঃ । এতান্ হি দৃতে প্রবদতি দত্তান্ বধন্ত দৃঢ়তননঃ শ্রদ্ধোহস্মি ।” ১৫

অতো বধসমং কিঞ্চিদশুচিন্তয় বানরৈঃ ।  
সচিহ্নো গচ্ছতু হরিষ্যং দৃষ্টায়ান্ততি ক্রতম্ ॥ ৩৩  
রামঃ সূত্রীবসহিতস্ততো যুদ্ধা ভবেৎ তব ।  
বিভীষণ চঃ ঞ্জয়া রাবণোহপ্যেতদ্রথীং ॥ ৩৪  
বানরাণাং হি লাজুলে মহামানো ভবেৎ কিল ।  
অতো বস্ত্রাদিভিঃ পুচ্ছং বেষ্টয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ৩৫

অতএব আপনি বধেরই তুল্য অন্য কোনও এক দত্তের কথা  
চিন্তা করুন, বাহার দ্বারা এই বানর চক্রবর্ত্ত হইয়া গমন করুক  
এবং ইহাকে দেখিয়া সেই রাম ক্রত আগমন করুন ॥ ৩৩

সূত্রীঘের সহিত স্ত্রীরাম এখানে উপস্থিত হইলে পর তাঁহার  
সহিত আপনার যুদ্ধ হইবে। বিভীষণের কথা শুনিয়া তখন  
রাবণও এই কথা বলিল ॥ ৩৪

(১) এ বিষয়ে আদিকবি বালাকি—সম্যগুক্তং হি ভবতা  
দৃভব্যা বিগহিতা। অবশস্ত বধারান্তঃ ক্রিয়তাম্য নিগ্রহঃ ।  
কপিনাং কিল লাজুলমিহ ভবতি ভূষণম্। তদ্য দাপ্যতাং  
শীঘ্রং তেন দগ্ধেন গচ্ছতু ॥ ৫৫৩১২-৬

(২) বালাকিরামায়ণে এ বিষয়ে পাওয়া যায়,—“তস্য  
ভদ্রবচনং ঞ্জয়া রাক্ষসঃ কোপকৰ্ণনাঃ। বেষ্টতে তস্য লাজুলং  
জীর্ষৈঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ। সংদেহ্যমানে লাজুলে ব্যবর্জিত  
মগাকপিঃ। শুষ্কমিচ্ছামাসাদ্য বনেষব হস্তাশনঃ ॥ ৫৫৩১৬-৭  
হনুমানের লাজুলে অগ্নি সংযোজন করিলে পর হনুমান্ তিত্তা  
করিলেন,—“লক্ষ্য চারিত্র্যব। মে পুনরেব ভবেদিত্তি। রাজ্যৌ  
নহি সুদৃষ্টৌ। মে দুর্গকর্ষবিধানতঃ। অবশস্তমেব ব্রহ্মব্যা ময়া লক্ষ্য  
নিশাক্ষরে। কামং বদন্ত মে ভূরঃ পুচ্ছস্তোদ্ধীপনেন চ।  
৫৫৩১৬-১৫ ‘ময়া লক্ষ্য নিশাক্ষরে’ ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে  
মহামতি ভিলকটীকাকার বলেন—হনুমান্ সীতার সহিত  
সম্ভাষণের অন্ত কতিপয় দিবস বাস করিয়াছিলেন ইত্যাদি  
সূচিত হইতেছে; কারণ কান্তন মাসে সীতাপহরণ; আশ্বিনের  
শ্রুপক্ষাবসানে হনুমানের প্রেরণায় বানরগণের দৃভপ্রেরণ,  
কাণ্ডিক শ্রুপক্ষে সীতারেষণের অন্ত বানরগণের গমন,  
অগ্রহায়ণের শুক্লা দশমীতে সম্প্রতিতির সহিত সাক্ষাৎকার, তখন  
সূত্রীঘের নির্দিষ্ট একমাস অতীত বলিয়া বানরগণের কথন,  
একাদশীতে হনুমানের লক্ষ্য গমন, রাজিণেবে সীতা দর্শন,  
ষাণ্মীস দিব্যভাগে অবস্থান পূর্বক রাজিতে সীতাসম্পর্শন,  
রাজিণেবে সীতার নিকট রাবণের আগমন, সেই সমস্ত রাবণ-  
প্রদত্ত ষাণ্মাসের আর দুইমাস অবশিষ্ট আছে বলিয়া উল্লেখ,  
এয়োদশীর প্রাতঃকালে সীতার সহিত হনুমানের বাক্যালাপ,  
এই দিনেই অশোক-বন প্রভৃতি ভঙ্গ, চতুর্দশীতে অক পর্য্যন্ত  
রাক্ষসগণকে বধ ও লক্ষ্যদাহ। অথবা পূর্ণিমার লক্ষ্যদাহ।

বহ্নিনা যোজয়িত্বেনং ভ্রাময়িত্বা পুরেহভিত্তঃ।  
বিসর্জয়ত পশ্যন্ত সর্বৈ বানরমূখপাঃ ॥ ৩৬

ভথেতি শনপট্টৈশ্চ বস্ত্রৈরশ্চৈরনেকশঃ।  
ভৈলাকৈর্বেষ্টয়ামাসুল্লাজুলং মারুতেদৃঢ়ম্ ॥ ৩৭

পুচ্ছাগ্রে কিঞ্চিনলং দীপায়ত্বাথ রাক্ষসাঃ।

রজ্জুভিঃ সূদৃঢ়ং বদ্ধা ধুয়া তং বলিনোহস্থরাঃ ॥ ৩৮

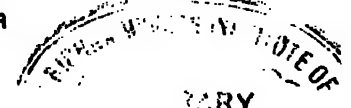
বানরগণের লাজুলের উপর অভিন্ন সমাদর আছে, (১)  
অতএব বস্ত্রাদির দ্বারা সেই লাজুল বিশেষ যত্নসহকারে বেষ্টন  
করত উত্তাতে অগ্নিসংযোজন করিয়া এই বানরকে নগরের  
চারিদিকে ঘুরাইয়া পরে উত্তাকে ছাড়িয়া দিবে। সকল বানর  
সেনাপতিগণ তখন ইহার সেই দ্রবস্ত্র অবলোকন করিতে  
থাকিবে ॥ ৩৬-৩৮

সেই সময় রাক্ষসগণ ‘তথাস্ত...সেইরূপই হউক’ বলিয়া  
ভৈলাক শব্দ, পাট ও অন্যান্য নানাবিধ বস্ত্রসমূহের দ্বারা বায়ু-  
পুত্র হনুমানের লাজুল দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করিতে লাগিল (২) ॥ ৩৭  
অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানের সেই বস্ত্রাদির দ্বারা বেষ্টিত

হনুমানের পুচ্ছ অগ্নিসংযোজন করিলে এই সংবাদ  
রাক্ষসগণ সীতাকে জানাইলে সীতাদেবী অগ্নির উপাসনা  
করেন, যথা;—“রাক্ষসস্তা বিরূপাক্ষঃ শংসুর্দেব্যাস্তদপ্রিয়ম্।  
যন্তরা কৃতসংবাদঃ সীতে ভাস্রমুখঃ কপিঃ। লাজুলেন প্রদীপ্তেন  
স এব পরিণীয়তে। ঞ্জয়া ভদ্রবচনং ক্রুরমাখ্যাপহরণোপমম্।  
বৈদেহী শোকান্তস্তা হস্তাশনমুপাগমৎ। মল্লাভিমুখী তস্য  
সা তদাসীন্ মহাকপেঃ। উপত্যজে বিশালাক্ষী প্রযভা হব্যবাহ-  
নম্। যদন্তি পতিতক্রবা যদন্তি চরিতঃ ভগঃ। যদি বা ত্বেক-  
পত্নীভ্যং শীতো ভব হনুমতঃ। যদি কিঞ্চিদনুক্ৰোশন্তস্ত মযান্তি  
বীমতঃ। যদি বা ভাগ্যশেষো মে শীতো ভব হনুমতঃ। যদি মাং  
ব্রহ্মসম্প্রদাৎ তৎসমাগমলালসাম্। স বিজানাত্তি ধর্ম্মাত্মা শীতো  
ভব হনুমতঃ। যদি মাং ভারদেবার্য্যঃ সূত্রীবঃ সভাসম্বরঃ।  
অস্মাদ্ দ্বঃখাশ্বসংরোধাচ্ছীতো ভব হনুমতঃ” ॥ ৫৫৩১৮-৩০

পুচ্ছ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিলেও অগ্নি কেন আমাকে  
দগ্ধ করিতেছেন না? এরূপ চিন্তাপরায়ণ হনুমান্সম্বন্ধে  
বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়,—দগ্ধমানে চ লাজুলে চিত্তরামাস  
বানরঃ। প্রদীপ্তোহগ্নিরয়ং কস্মিন্ন মাং দহতি সর্বতঃ।  
দৃষ্টতে চ মহাঙ্কালঃ কেরোতি চ ন মে ক্রমম্। শিথিলস্তেব  
সম্প্রাতো লাজুলাগ্রে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৫৩১৩০-৩৪

এরূপ চিন্তা করিতে করিতে হনুমান্ স্থির করিলেন—  
“সীতারাস্তাবশংস্তেন ভেজসা রাববস্ত চ। পিতৃশ্চ মম সখ্যেন  
ন মাং দহতি পাবকঃ ॥ ৫৫৩১৩৭



সমস্তাদ্ ভ্রাময়ামানুশ্চৌরোহয়মিতিবাদিনঃ ।  
 তুৰ্য্যঘোষৈর্ঘোষণস্তস্তাভয়স্তো মুহুমুহুঃ ॥ ৩৯  
 হনুমতাপি তৎ সৰ্বং সোঢ়ং কিকিচ্চিকৌৰ্ণা ।  
 গতা তু পশ্চিমদ্বারসমীপং তত্র মারুতিঃ ॥ ৪০  
 শূন্যো বভূব বন্ধেভ্যো নিম্ভতঃ পুনরপ্যসৌ ।  
 বভূব পৰ্বতাকারন্তত উৎপ্লুত্যা গোপুরম্ ॥ ৩১

পুচ্ছের অগ্রভাগে অগ্নি সংযোজন করিয়া বলবান্ সেই রাক্ষসগণ  
 রক্ষু ঘারা হনুমান্কে অতিশয় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ধারণ করত  
 'এ চোর' এই কথা বলিতে বলিতে এবং বারংবার তুৰ্য্যঘোর  
 সহকারে ঘোষণা করিতে করিতে নগরের চারিদিকে ঘুরাইতে  
 লাগিল ॥ ৩৮-৩৯

এই সময়ে হনুমান্ কিছু করিবার ইচ্ছায় যেন সব  
 সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন । এইভাবে লঙ্কার পশ্চিম  
 দ্বারের নিকট যাইয়া সেখানে হনুমান্ সুস্থ অর্থাৎ ক্ষুদ্র দেহ হইয়া  
 যাইলেন । তারপর তিনি সেই সব বন্ধন হইতে নির্গত হইয়া  
 পৰ্বতাকার দেহ ধারণ করিলেন এবং গোপুর অর্থাৎ তোরণ  
 দ্বারে লাফ দিয়া উঠিল । তখন একটি স্তম্ভ গ্রহণ করত তাহার  
 দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে সেই সব রক্ষিগণকে বধ করিয়া অবশিষ্ট

( ১ ) লঙ্কাদাহবিষয়ে বাক্যকিরামায়ণে—

“ যো জয়ং মম লাজ্জলে দীপ্যতে হব্যবাহনঃ ।  
 অশ্ব সত্তপণং ভ্রাম্যং কৰ্ত্তুমিতিগৃহোত্তমৈঃ ।  
 ভক্তঃ প্রদীপ্তলাজ্জলে সবিদ্যুদীব তোরণঃ ।  
 ভবনাগ্রেণ লঙ্কারা বিচচার মহাকপিঃ ।  
 গৃহাদ্ গৃহং রাক্ষসানামুদ্যানানি চ বানরঃ ।  
 বীক্ষমাণো হসন্তঃ প্রাসাদাংশ্চ চচার সঃ ।  
 অবপ্লুত্যা মহাবেগঃ প্রহস্তস্ত নিবেশনম্ ।  
 অগ্নিঃ তত্র বিনিক্ষিপ্য স্বসনেন সমো বলী ।  
 ততোহন্তং পুপ্পবে বেশ্য মহাপার্ষস্ত বীৰ্য্যবান্ ।  
 মুমোচ হনুমানগ্নিঃ কালানললিখোপমম্ ।  
 বজ্রদংষ্ট্র্য চ তথা পুপ্পবে স মহাকপিঃ ।  
 শুকস্ত চ মহাতেজাঃ সারণস্য চ বীমভঃ ।  
 তথা চৈলজিতো বেশ্য দদাহ হরিযুধপঃ ।  
 জম্বুমালাঃ সুমালেশ্চ দদাহ ভবনং ভক্তঃ ।  
 রশ্মির্ভোক্তো ভবনং সূর্য্যলজ্জ্বলৈব চ ।  
 ব্রহ্মকর্ণস্ত দংষ্ট্র্য রোমশস্ত চ রক্ষসঃ ।  
 সুদোমন্তস্ত মন্তস্ত ধনদ্রীবস্ত রক্ষসঃ ।  
 বিদ্যাজ্জিহ্বস্ত ঘোরস্ত তথা হস্তিমুখস্ত চ ।

তত্রৈকং স্তম্ভমাদায় হত্বা তান্ রক্ষিণঃ ক্ষণাৎ ।  
 বিচার্য্য কার্য্যশেষং স প্রাসাদাগ্রাদ্ গৃহাদ্ গৃহম্ ॥ ৪২  
 উৎপ্লুত্যাংপ্লুত্যা সন্দীপ্তপুচ্ছেন মহতা কপিঃ ।  
 দদাহ লঙ্কামখিলাং সাত্তপ্রাসাদতোরণাম্ ॥ ৪৩  
 হা তাত পুত্র নাথেনি ক্রন্দমানাঃ সমস্ততঃ ।  
 ব্যাপ্তাঃ প্রাসাদশিখরেহপ্যাক্রতা দৈত্যযোযিতঃ ॥ ৪

কার্য্য বিচার করত প্রাসাদাগ্র হইতে প্রাসাদাগ্রে এবং  
 গৃহ হইতে গৃহে লাফ দিয়া দিয়া গমন করিয়া কপিগণ হনুমান্  
 নিজের বিশাল প্রজ্জ্বলিত পুচ্ছের সহায়তায় অট্টালিকা,  
 প্রাসাদ ও গোপুর (তোরণ) দ্বার সহ সম্পূর্ণ লঙ্কাকে (১) দগ্ধ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ৪০-৪৩

তখন রাক্ষসসমগণ 'হা পিতঃ । হা পুত্র । হা নাথ ।'  
 এই কথা বলিতে বলিতে প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করিলেও  
 তাহারা অগ্নির দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ দগ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৪৩

করালস্য বিশালস্য শোণিতাক্ষ্য চৈব হি ।

কুন্তকর্ণস্য ভবনং মকরাক্ষ্য চৈব হি ।

নরাতকস্য কুন্ত্য নিকুন্ত্য দ্বাং যনঃ ।

বজ্রলজ্জ্বলস্ত ভবনং ব্রহ্মলজ্জ্বলন্তৈব চ ।

বর্জস্নিভা মহাতেজা বিভীষণগৃহং ত্রিভিঃ ।

ক্রমমাণঃ ক্রমেণৈব দদাহ হরিপুঞ্জবঃ ।

ভেষু ভেষু মহার্হেযু ভবেননু মহাযশাঃ ।

গৃহেহৃদ্ধিমতামুদ্বিগ্নং দদাহ কপিকুঞ্জরঃ ।

সর্বেষাং সমভিক্রম্য রাক্ষসেন্দ্র্য বীৰ্য্যবান্ ।

আসাদাদি লঙ্কাবান্ রাবণস্য নিবেশনম্ ॥ ৫১৪৫-১৮

• • •

হনুমতা বেগবতা বানরেন মহাযন ।

লঙ্কাপুরং প্রদগ্ধং তদ্ ক্রজ্জেন ত্রিপুরং যথা ॥ ৩০

• • •

ভক্ত্য বনং মহাতেজা হত্বা রক্ষাংসি সংযুগে ।

দগ্ধা লঙ্কাপুরীং ভীমাং ররাজ স মহাকপিঃ ॥ ৫৭

• • •

লঙ্কাং সমস্তাং সম্পীড়্য লাজ্জলাগ্নিঃ মহাকপিঃ ।

নির্বাপয়াম তদা সমুদ্রে হরিপুঞ্জবঃ ।

ততো দেবঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধান্ত পরমর্ষরঃ ।

দৃষ্ট্বা লঙ্কাং প্রদগ্ধাং তাত্ বিস্ময়ঃ পরমং গতাঃ ।

তৎ দৃষ্ট্বা বানরশ্রেষ্ঠং হনুমন্তং মহাকপিস্ম ।

কালান্মিতি সন্ধিত্য সর্বভূতানি ভক্তয়ঃ ॥ ৪১-৫১

দেবতা ইব দৃশ্যন্তে পতন্ত্যঃ পাবকেহখিলাঃ ।

বিভীষণগৃহং ভ্যক্ত্বা সর্বং ভগ্নীকৃতং পুরম্ ॥ ৪৫

তত উৎপ্লুতা জলার্থে হনুমান্ মারুতাস্কন্ধঃ ।

লাঙ্গুলং মজ্জয়িত্বাস্তঃ স্বস্থচিন্তো বভূব সং ॥ ৪৬

বায়োঃ প্রিয়সখিহাত্য মীতয়া প্রাণিতোহনলঃ ।

ন দদাহ হরেঃ পুচ্ছং বভূবাত্যন্তশীতলঃ ॥ ৪৭

সেই সময় এই সব রাক্ষসীরমনোরা প্রাসাদনিধরে অগ্নিদগ্ধ হইয়া দেবরমনীপণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। এই ভাবে হনুমান্ বিভীষণের গৃহ ছাড়িয়া সমগ্র লঙ্কাপুরীকে ভগ্নীকৃত করিলেন ॥ ৪৫

তারপর পবননন্দন হনুমান্ লাফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সেই প্রজলিত লাঙ্গুলকে জলমধ্যে ডুবাইয়া নিজে স্বচিহ্নিত হইলেন অর্থাৎ সমুদ্রের জলে অগ্নি নির্ঝাপিত হওয়ার নিশ্চিত হইলেন (২) ॥ ৪৬

অগ্নি বায়ুর সখা বলিয়া এবং (এই হনুমান্ সেই বায়ুর

(২) বাল্লীকিরামায়ণে পাওয়া যায়, লঙ্কায় অগ্নি-সংযোজন করিবার পর হনুমানের মনে আশঙ্কার উদয় হয় যে নিশ্চয়ই আমার প্রদত্ত অগ্নিসংযোগে বেক্রপ এই লঙ্কা দগ্ধ হইতেছে, সেইক্রপ সীতাদেবীও দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণ আত্মরানি উপস্থিত হইলে হনুমান্ বাহা বলিয়াছিলেন,— “সন্দীপ্যমানাং বিভক্তাং তন্তরক্ষোগণাং পুরীম্। অবেক্য হনুমান্জ্ঞাং চিত্তরামাস বানরঃ। তস্যাত্ত্বং সুমহাংস্রাসঃ কুংসা চাত্তজারত। লঙ্কাং প্রদহতা কর্ষ কিংরিং কৃতমিদং ময়া। যতাঃ খলু মহাত্মানো যে বুদ্ধ্যা কোপস্থিতম্। নিরুধ্যতি মহাত্মানো দীপ্তমগ্নিমিবাভ্রসা। ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হতাদ্ভজনপি। ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা নরঃ সাধুনমিক্ষিপেৎ। বাচ্যাবাচ্যং প্রকৃপিতো ন বিজানাত্তি কহিতিৎ। নাকার্য্যমন্তি ক্রুদ্ধস্ত নাবাচ্যং বিদ্যতে কচিৎ। যঃ সমুৎপত্তিত্তং ক্রোধং ক্ষময়েব নিরশতি। যতোঃরগস্ত্বজং জীর্ণং স বৈ পুরুষ উচ্যতে। বিগন্ত মাং সুদূর্বদ্ধিং নিলজ্জং পাপকৃত্তমম্। অতিভয়িত্বা তং সীতা-মগ্নিদং স্বামিষাভকম্। যদি দগ্ধা দ্বিগ্নং সর্বা নুনমার্য্যাপি জানকী। দগ্ধা ভেন ময়া ভর্তৃদুঃখং কার্য্যমজানতা। যদর্থমর-য়ারভক্তংকার্য্যমবসাদিতম্। ময়া হি দহতা লঙ্কাং ন সীতা

যন্মাসংস্রগধৃতসমস্তপাপা-

স্তাপত্রয়ানলমপীহ তরন্তি সত্তঃ।

তসৌব কিং রঘুবরস্তা বিশিষ্টদূতঃ

সন্তপ্যতে কথমসৌ প্রকৃতানলেন ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

শুল্করকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

পূজ) সীতাদেবী প্রার্থনা করার অগ্নি হনুমানের পুচ্ছ দগ্ধ করেন নাই, তিনি হনুমানের ষিকট অভিশর শীতল হইয়া ছিলেন ॥ ৪৭

যাঁহার নাম স্রগণ করিলে জীবগণের সমস্ত পাপ দূরীভূত হয় এবং তাহার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপানলও তৎক্ষণাৎ অতিক্রম করিতে পারে, সেই রঘুর শ্রীরামচন্দ্রেরই বিশিষ্ট দূত এই হনুমান্ কি কখনও এই সামান্ত অনলের দ্বারা দগ্ধ হইতে পারেন? ৪৮

পরিরক্ষিতা। ঐষংকার্য্যমিদং কার্য্যং কৃতমাসীন্ম সংগরঃ। তস্তা ক্রোধাভিভূতেন ময়া শুল্করঃ কৃতঃ ॥ ৫১৫১।১-১০

একুপ বিলাপ করিতে করিতে হনুমান্ নানা নিমিত্তসকল দেখিয়া ভাবিলেন,—“অথবা চাক্রসর্বাঙ্গী রক্ষিতা যেন ভেজসা। ন নশিততি কল্যাণী নাগ্নিরগ্নৌ প্রবর্ততে। নহি ধর্ম্মাঅনন্তস্তা ভার্য্যামমিভেজসঃ। স্বচরিত্রাভিগুণাং তাং স্ত্রীকৃত-মহতি পাবকঃ। নুনং স্বামপ্রভাবেণ বৈদেহ্যাঃ সুকৃতেন চ। যন্তাং দহনকর্ম্মাং নাদহন্তব্যাবাহনঃ” ৫১৫৫।২২-২৪

এই সময় হনুমান্ মহাত্মা চারণগণের এই বাক্য শ্রবণ করিলেন,—“অহো খলু কৃতং কর্ষ দুর্বিগাহং হনুমতা। অগ্নিং বিসৃজতা ভীক্শং ভীমং রাক্ষসসম্মনি। প্রপলারিত রক্ষঃস্রোবাল-বৃক্ষসমাকুলা। জনকোলাহলাগ্নাতা ক্রমস্তীবাগ্নিকন্দরৈঃ। দগ্ধেরং নগরী লঙ্কা সাট্টপ্রাকারভোরণা। জানকী ন চ দগ্ধেতি বিন্মরোহভূত এব ন। ইতি তত্রাব হনুমান্ বাচং তামমুতোপমম্ বভূব চাত্ত মনসো হর্যন্তংকালসত্ত্বঃ। স নিমিত্তৈশ্চ দৃষ্টাঠৈঃ কারণৈশ্চ মহাত্তৈঃ। স্বমিবাকৈশ্চ হনুমানভবং প্রীতমানসঃ।

৫১৫৫।১০-৩৪

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণের শুল্করকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ

সমাপ্ত।

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

(সীতাং প্রণম্য হনুমতঃ পারেসমুদ্রমাগমনম্, রামসমীপে সীতায়াঃ সন্দেশাদি কথনঞ্চ ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ভতঃ সীতাং নমস্কৃত্য হনুমানব্রবীদ্ বচঃ ।

আজ্ঞাপয়তু মাং দেবি ভবতী রামমগ্নিধিম ॥ ১

গচ্ছামি রামস্থানং ত্রৈলোক্যগমিষ্ঠতি সাহুজঃ ।

ইত্যুক্ত্বা ত্রিঃ পরিক্রম্য জ্ঞানকৌ মারুতান্বজঃ ॥ ২

প্রণম্য প্রস্থিতো গন্তুমিদং বচনমব্রবীৎ ।

দেবি গচ্ছামি ভজ্যং তে তুর্ণং ত্রক্ষ্যামি রাঘবম্ ॥ ৩

### পঞ্চম অধ্যায় ।

[ সীতাকে প্রণাম করিয়া হনুমানের সমুদ্রপারে আগমন এবং রামের নিকট সীতার সংবাদাদি কথন । ]

শ্রীমহাদেব কহিলেন,— তারপর হনুমান সীতার নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন,—দেবি। আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি শ্রীরামের নিকটে গমন করি। অনুধ লক্ষণের সহিত শ্রীরাম আপনাকে দেখিতে আসিবেন। এই কথা বলিয়া বায়ুদূত হনুমান সীতাদেবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম (১) করত গমন করিতে উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—দেবি। আমি

(১) প্রণাম চার প্রকার—১। অভিবাদন, ২। অষ্টোজ, ৩। পঞ্চাজ, ৪। করশিরঃসংযোগ। নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া প্রণম্যের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করাকে অভিবাদন বলে।

#### অষ্টোজ—

“পদভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাং শিরসা দৃশা ।

বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টোজ ইরিভঃ ॥”

#### পঞ্চাজ—

বাহুভ্যাং চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা ।

পঞ্চাজোহয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ।

করশিরঃসংযোগ—প্রণম্য ব্যক্তিকে দেখিয়া ‘প্রণাম’ বা ‘নমস্কার’ বলিয়া মস্তকে কৃতান্তলি হইয়া স্পর্শ করাকে বলে ‘করশিরঃ সংযোগ’ প্রণাম। সাধারণতঃ অষ্টোজ ও পঞ্চাজ প্রণাম দেবতা উদ্দেশ্যে এবং মহাশক্ত উদ্দেশ্যে করা হয়। আর অভিবাদন ও করশিরঃসংযোগ প্রণাম পূজ্য ও যাত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে করা হয়।

লক্ষণঞ্চ সমুদ্রীং বানরাযুতকোটিভিঃ ।

ভতঃ প্রাহ হনুমন্তং জ্ঞানকৌ হৃৎকথিতা ॥ ৪

স্বাং দৃষ্ট্বা বিশ্বতং হৃৎখমিদানীং ত্বং গমিষ্ঠসি ।

ইতঃ পরং কথং বর্তে রামবার্তাশ্রুতিং বিনা ॥ ৫

মারুতিরুবাচ ।

যদ্যেবং দেবি মে স্বক্শমারোহ ক্ষণমাত্রতঃ ।

রামেণ যোজয়িষ্ঠ্যামি মম্বাসে যদি জ্ঞানকি ॥ ৬

সাইতেছি। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি সত্বর শ্রীরামকে দর্শন করিতে পাইবেন ॥ ১-৩

কেবল শ্রীরামকেই নহে, অযুতকোটি বানরগণের সহিত লক্ষণ ও সুগ্রীবকেও দেখিতে পাইবেন। তদনন্তর হৃৎকথিতা জনকনন্দিনী সীতা (২) হনুমানকে বলিলেন ॥ ৪

বৎস। আমি তোমাকে দেখিয়া সকল হৃৎখই বিশ্বত হইরাছিলাম; কিন্তু এখন তুমি চলিয়া যাইবে, সুতরাং রামের কোনও সংবাদ না শুনিয়া আমি ইহার পর কিভাবে অবস্থান করিব? ৫

মারুতি (মরুতের বায়ুর পুত্র) বলিলেন,—দেবি। যদি আপনি একগই ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আমার স্বক্শে আরোহণ করুন; আমি ক্ষণকালের মধ্যেই আপনাকে

দেবতা প্রণামে আরও বিধি,—

“স্ববাসে প্রণমেদ্ বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তি-শঙ্করৌ ।

প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চাত্তথা নিম্নলং ভবেৎ ॥”

(২) ব্যাক্তিকি রামায়ণে সীতাদেবীর উক্তি,—

“যদি ত্বং মম্বাসে তাত বসেকাহমিহানঘ ।

কচিং সুসংবৃত্তে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্রোগমিষ্ঠসি ।

মম চৈবাজ্ঞাতায়াঃ সান্নিধ্যাং ভব বানর ।

শোকস্তাস্তাপ্রমেন্তস্ত মুহূর্ত্তং স্তাদপি ক্ষয়ঃ ।

গতে হি হরিশাদূল পুনঃ সম্প্রাপ্তয়ে ত্বরি ।

প্রাণেষপি ন বিশ্বাসো মম বানরপূজব ।

অদর্শনং তে বীর ভূয়ো মাং দারয়িত্বতি ।

হৃৎখাদ্ হৃৎখতরং প্রাপ্তং দুর্ম্মনঃ শোককর্দিভাম্ ॥”

ইত্যাদি ৫৬৬৩৩

সীতাবাচ ।

রাম সাগরমাশোভ্যং বন্ধা বা শরপঙ্কজৈঃ ।  
আগত্য বানরৈঃ সার্দ্ধং হৃদ্য রাবণমাহবে ॥ ৭  
মাং নয়েদ্ যদি রামস্ত কীর্ত্তির্ভবতি শাশ্বতী ।  
অতো গচ্ছ কথঞ্চাপি প্রাণান্ সঙ্করয়াম্যহম্ ॥ ৮  
ইতি প্রস্থাপিতো বীরঃ সীতয়া প্রণিপত্য তাম্ ।  
জগাম পর্বতস্থাত্রে গন্তুং পারং মহোদধেঃ ॥ ৯

তত্র গতা মহাসমুদ্রঃ পাদাভ্যাং পীড়য়ন্ গিরিম্ ।

রামের সহিত মিলিত করিয়া দিব; অবশ্য উহা যদি আপনি  
নিদের পক্ষে অনুকূল মনে করেন (১) ॥ ৬

সীতাদেবী কহিলেন,—বৎস! রাম সাগরকে গুহ্য  
করিয়াই হউক কিংবা বাণসমূহের দ্বারা সাগরকে বন্ধন করিয়া  
অর্থাৎ সাগরের উপর বাণসমূহের সেতু রচনা করিয়াই হউক,  
বানরগণের সহিত এই লঙ্কার শুভাগমন করত বৃদ্ধ রাবণকে  
বধ করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলে রামের অক্ষয়  
কীর্ত্তি লাভ হইবে। অতএব তুমি গমন কর। আমি কোনরূপে  
ঈশ্বর আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিব ॥ ৭-৮

সীতাদেবী কর্তৃক এই ভাবে প্রেরিত হইয়া বীর হনুমান্  
ঈশ্বাকে প্রণাম করত মহাসাগরের পরপারে গমন করিবার জন্ত  
পর্বতের লিখরে (২) গমন কহিলেন ॥ ৯

মহাপরাক্রমশালী হনুমান্ সেই পর্বতলিখরে গমন করত  
ঐ পদের দ্বারা পর্বতকে চাপ দিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক বায়ু-

(১) এই ৬ শ্লোক হইতে হনুমান্ ও সীতাদেবীর উক্তি  
প্রত্যক্ষ বাণ্যাকিরামায়ণে নাই। তদ্ব্যয় প্রদর্শিত সীতাদেবীর  
বাক্যের পর হনুমান্ বলিলেন,—

“দেবি হর্ষক্‌সৈস্তানাম্‌স্বরঃ প্রবতাং বরঃ ।  
সুগ্রীবঃ সত্ত্বম্প্রসন্নবার্ধে কৃতনিশ্চয়ঃ ।  
স বানরসহস্রাণাং কোটিভিরভিসংবৃত্তঃ ।  
ক্ষিপ্রেমৈচ্ছতি বৈদেহি সুগ্রীবঃ প্রবগাধিপঃ ।  
ক্ষিপ্রেমৈচ্ছতি বৈদেহি সুগ্রীবঃ প্রবগাধিপঃ ।  
তো চ বীরো নরবরো সহিতৌ রাম-লক্ষণৌ ।  
আগম্য নগরীং লক্ষ্যং সাগরৈর্বিধমিত্যতঃ ।  
সগগং রাক্ষসং হৃদ্য নচিরাৎ রঘুনন্দনঃ ।  
দ্ব্যমান্যং বরারোহে বাৎ পুরীং প্রতিষাত্যতি ॥  
সমাস্থসিহি ভয়ং তে ভব ত্বং ফলকাজিহী ।  
ক্ষিপ্রেং লক্ষ্যসি রামেণ লিখতং রাবণং রণে ॥

ইত্যাদি ৫-৫৬।১৫-১৯

জগাম বায়ুবেগেন পর্বতশ্চ মহীতলম্ ॥ ১০

ভতো মহীসমানত্বং ত্রিশদ্ব্যোজনমুচ্ছিতঃ ।

মারুতির্গগনাস্তঃস্থো মহাশব্দং চকার সঃ ॥ ১১

তং শ্রুত্বা বানরাঃ সর্বে জাহ্ন্বা মারুতিমাগতম্ ।

হর্ষণে মহতাবিষ্টাঃ শব্দং চকুর্মহাস্বনম্ ॥ ১২

শব্দেনৈব বিজ্ঞানীমঃ কৃতকার্থাঃ সমাগতঃ ।

হনুমানেন বশ্যধ্বং বানরা বানরর্ধভম্ ॥ ১৩

বেগে গমন করিতে লাগিলেন এবং পর্বত সেই সময়ে হনুমানের  
পদতরে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১০

ভারপর এই পর্বত ত্রিশ ব্যোজন উচ্চ হইলেও তৎকালীন  
হনুমানের পদতরে পৃথিবীর সমতল হইয়া বাইল। এদিকে পবন-  
ন্দন আকাশমার্গে থাকিয়াই মহাশব্দ করিলেন ॥ ১১

সমস্ত বানরগণ সেই শব্দ শ্রবণ করত হনুমান্ আসিতেছেন  
ইহা জানিতে পারিয়া অতিশয় আনন্দে সিংহনাদ শব্দ করিতে  
লাগিল ॥ ১২

তাহারা শব্দের দ্বারা ই বুঝিতে পারিল যে, হনুমান্ অবশ্যই  
কৃতকার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, অতএব বানরগণ।  
ভোমরা বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্কে দর্শন কর ॥ ১৩

(২) বাণ্যাকিরামায়ণে এই পর্বতের নাম ‘অরিক্ট’ পর্বত  
বলিয়া উল্লিখিত আছে—

“ভতঃ স কপিলাদৃলঃ স্বামিসন্দর্শনোৎসুকঃ” ৫।৫৬।২৫

“আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিক্টমরিমর্দনঃ” ৫।৫৬।২৬

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, হনুমান্ সমুদ্রলঙ্ঘনের জন্ত উত্তর  
দিক্ হইতে দক্ষিণে লঙ্কার আসিয়াছিলেন এবং তিনি মহেন্দ্র  
পর্বত হইতে লক্ষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এই লঙ্কা হইতে  
অর্থাৎ সাগরের দক্ষিণ পার হইতে উত্তর পারে যাইবার জন্ত  
এই অরিক্ট পর্বত হইতে হনুমান্ লক্ষ প্রদান করেন। এই  
অরিক্ট পর্বত বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহর্ষি বাণ্যাকি,—

“আরুরোহ গিরিশ্রেষ্ঠমরিক্টমরিমর্দনঃ ।

ভূতপদ্মকজ্জ্বলিতানিলাভিবনরাজিভিঃ ।

সোত্তরায়ামিবাভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলাসিভিঃ ।

বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ তৈভিঃ ।

উল্লিখতমিবোদ্ধৃতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ ।

ভোরৌঘনিঃস্রনৈর্মলৈঃ প্রাণীভমিব পর্বতম্ ।

প্রদীভমিব বিম্পষ্টং নানাশ্রবণম্বনৈঃ ।

দেবদাকৃতিরুজ্জ্বলৈরুজ্জ্বলমিব হিতম্ ।

ইত্যাদি ৫।৫৬।২৬।২৯

এবং ক্রবৎস্ব বীরেষু বানরেষু স মারুতিঃ ।

অবতীৰ্ণ্য গিরেশুর্গ্নি বানরানিদমব্রবীৎ ॥ ১৪

দৃষ্টা সীতা ময়া লক্ষা ধ্বিতা চ সকাননা ।

সম্ভাষিতো দশগ্রীবস্ততোহহং পুনরাগতঃ ॥ ১৫

ইদানীমেব গচ্ছামো রামশুগ্রীবসম্মিথিম্ ।

ইত্যুক্তা বানরাঃ সর্বে হর্ষেণালিঙ্গ্য মারুতিম্ ॥ ১৬

কেচিচ্চুসুর্লাঙ্গুণং ননৃতুঃ কেচিৎকুশলাঃ ।

হনুমতা সমেতাস্তে জগুঃ প্রস্রবণং গিরিম্ ॥ ১৭

গচ্ছন্তো দদৃশুর্বারা বনং শূগ্রীবরক্ষিতম্ ।

মধুসংজ্ঞং তদা প্রাহরজদং বানরর্ষভাঃ ॥ ১৮

ক্ষুধিতাঃ স্মো বয়ং বীর দেহশুজ্ঞাং মহামতে ।

ভক্ষয়ামঃ ফলাশ্রুত্ব পিবামোহমৃতবন্দ্যম্ ॥ ১৯

সমুপ্তা রাবণং ত্রষ্টুং গচ্ছামাহৈদ্যব সানুজম্ । ২০

এইভাবে সেই বীর বানরগণ পরস্পর আলোচনা করিতেছে, সেই সময় পবনকুমার পর্বতশিখরে নামিয়া বানরদিগকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৪

আমি সীতাদেবীকে দেখিয়াছি এবং বনভূমি সহ লক্ষা নগরীকে বিধ্বস্ত করিয়াছি। আমি দশানন রাবণের সহিত আলাপও করিয়াছি, তাহার পর আমি পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি ॥ ১৫

এখনই আমরা রাম ও শূগ্রীবের নিকট গমন করিব। হনুমান্ এই কথা বলিলে পর সেই সব বানরগণ আনন্দে পবনকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কেহ কেহ তাঁহার লাঙ্গুল চুষন করিল, কেহ কেহ আবার উৎসুক হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তারপর তাহার সকলে হনুমানের সহিত প্রস্রবণ পর্বত অভিমুখে গমন করিল ॥ ১৬-১৭

সেই বীর বানরগণ যাইতে যাইতে শূগ্রীবরক্ষিত মধুনাংক বন দেখিতে পাইল। তখন সেই সব বানরশ্রেষ্ঠগণ অজদকে বলিল ॥ ১৮

বীর! আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। মহামতে! আপনি অনুমতি প্রদান করুন—আমরা আজ ফলসকল ভোজন করিব এবং অমৃততুল্য মধু পান করিব। ভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া আমরা আজই অনুজ লক্ষণের সহিত রামকে দর্শন করিবার জন্ত গমন করিব ॥ ১৯-২০

অজদ উবাচ ।

হনুমান্ কৃতকার্যোহয়ং শিবভৈতৎ প্রসাদতঃ

জক্ষৎ কলমূলানি হরিতং হরিসত্তমাঃ ॥ ২১

ততঃ প্রবিশ্য হরয়ঃ পাতুমারেভিরে মধু ।

রক্ষিণস্তাননাদৃত্য দধিবজ্রেণ নোদিতান্ ॥ ২২

পিবতস্তাড়ায়ামানুর্বানরান্ বানরর্ষভাঃ ।

ততস্তান্ মুষ্টিভিঃ পাদৈশ্চূর্ণয়িত্বা পপূর্মধু ॥ ২৩

ততো দধিমুখঃ ক্রুদ্ধঃ শূগ্রীবস্ত স মাতুলঃ ।

জগাম রক্ষিভিঃ সার্ব্বং যত্র রাজা কপীশ্বরঃ ॥ ২৪

গম্বা তমব্রবীদেব চিরকালান্তিরক্ষিতম্ ।

নষ্টং মধুবনং তেহন্ত কুমারেণ হনুমতা ॥ ২৫

ক্রুদ্ধা দধিমুখেনোক্তং শূগ্রীবো হষ্টমানসঃ ।

দৃষ্টাগতো ন সন্দেহঃ সীতাং পবননন্দনঃ ॥ ২৬

অজদ বলিলেন,—হে বানরশ্রেষ্ঠগণ। এই হনুমান্ কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, অতএব ইহার প্রসাদে তোমরা সকলে মধু পান কর এবং ফলমূলসমূহ সত্তর ভোজন কর ॥ ২১

তদনন্তর সেই সব বানরগণ দধিমুখপ্রেরিত রক্ষী বানরদিগের গ্রাহ্য না করিয়াই মধুবনে প্রবেশ করিয়া মধুপান করিতে লাগিল ॥ ২২

রক্ষী বানরশ্রেষ্ঠগণ সেই সব মধুপানকারী বানরদিগকে আশঙ্ক করিতে লাগিল। তখন মধুপানকারী বানরগণ রক্ষী বানরদিগকে মুষ্ঠ্যাঘাত ও পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মধুপান করিতে লাগিল ॥ ২৩

তদনন্তর শূগ্রীবের মাতুল দধিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া রক্ষী বানরগণের সহিত যথায় কপিরাজ শূগ্রীব রহিয়াছেন, তথায় গমন করিলেন ॥ ২৪

দধিমুখ গমন করত সেই শূগ্রীবকে বলিলেন,—দেব! দীর্ঘকাল ধরিয়া সুরক্ষিত আপনার মধুবন আজ কুমার অজদ ও হনুমান্ নষ্ট করিয়া দিতেছে ॥ ২৫

দধিমুখ কর্তৃক কথিত এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শূগ্রীব মনে মনে হ্রষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন—পবননন্দন হনুমান্ নিশ্চয়ই সীতাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ২৬

নো চেমধুবনং ব্রহ্মৈঃ সমর্থঃ কো ভবেন্নম ।  
 তত্রাপি বায়ুপুত্রোক্তং কৃতং কা যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭  
 অত্রা নুগ্রীববচনং ব্রহ্মৈঃ রামস্তমব্রবীৎ ।  
 কিমুচ্যতে ভয়া রাজন্ বচঃ সীতাকথাবিতম্ ॥ ২৮  
 নুগ্রীবস্তব্রবীদ্‌ব্যাক্যং দেব দৃষ্টাবনীশুভা ।  
 হনুমৎপ্রমুখাঃ সর্বৈ প্রবিষ্টা মধুকাননম্ ॥ ২৯  
 ভক্ষয়ন্তি স্ম সকলং ভাডয়ন্তি স্ম রক্ষিণঃ ।  
 অকৃত্বা দেব কার্য্যং তে ব্রহ্মৈঃ মধুবনং মম ॥ ৩০  
 ন সমর্থাস্ততো দেবী দৃষ্টা সীতেতি নিশ্চিতম ।  
 রক্ষিণো বো ভয়ং মাস্তু গতা ক্রুত মমাজয়া ॥ ৩১  
 বানরানঙ্গদমুখানানয়স্বং মমাস্তিকম ।  
 অত্রা নুগ্রীববচনং গতা তে বায়ুবেগতঃ ॥ ৩২  
 হনুমৎপ্রমুখানুর্চুর্গচ্ছতেশ্বরশাসনাৎ ।

অতঃপর আমার এই মধুবন কে দেখিতে (পান করা দূরে থাকুক, কেই বা দেখিতে) সমর্থ হইবে? অতএব বায়ুপুত্র হনুমান্ যে কৃতকার্য্য হইরাছে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৭  
 সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করিয়া হস্তীরাণ্য ঠাহাকে বলিলেন,—রাজন্। তুমি সীতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কি কথা বলিতেছ? ২৮

তখন সুগ্রীব করিলেন,—দেব। ধরানন্দিনী সীতাকে ইহারা দেখিতে পাইরাছে; তাই হনুমান্ প্রভৃতি সকল বানরগণ আমার মধুবনে প্রবেশ করিরাছে ॥ ২৯

তাহারা সমস্ত মধু ও ফলাদি ভক্ষণ করিরাছে এবং বন-রক্ষীগণকে আঘাত করিরাছে। দেব। তাহারা তোমার কার্য্য না করিয়া আমার মধুবনে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। এইজন্য আমি নিশ্চয় করিরাছি যে, সীতাদেবীকে তাহারা দেখিরাছে। রক্ষিণ। তোমরা হাইরা বল যে, তোমাদের কোনও ভয় নাই। আমার আদেশে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণকে আমার নিকটে আনয়ন কর। তখন সেই রক্ষী বানরগণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগে তথায় (মধুবনে) গমন করত হনুমান্ প্রভৃতিকে বলিল—রাজা সুগ্রীবের আদেশ অনুসারে তোমরা রাজার নিকট গমন কর। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বানররাজ সুগ্রীব তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা করিরাছেন ॥ ৩০-৩৩

হে মহাবল বানরগণ। তোমাদের আগমন বার্তা পাইরা। তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইরাছেন, তোমাদিগকে সম্বরণ

ব্রহ্মৈমিচ্ছতি নুগ্রীবঃ সরামো লক্ষ্মণাঘিতঃ ॥ ৩৩  
 মুখানভীব ব্রহ্মৈস্তে ভরয়ন্তি মহাবলাঃ ।  
 তথেষ্যস্বরমাসান্ত যযুস্তে বানরোত্তমাঃ ॥ ৩৪  
 হনুমন্তং পুরস্কৃত্য যুবরাজং তথাক্রমম্ ।  
 রামনুগ্রীবয়োরাগ্রে নিপেতুর্ভূবি সত্বরম্ ॥ ৩৫  
 হনুমান্ রাঘবং প্রাহ দৃষ্টা সীতা নিরাময়া ।  
 সাত্ত্বিকং প্রণিপত্যাগ্রে রামং পশ্চাক্ররীধরম্ ॥ ৩৬  
 কুশলং প্রাহ রাজেন্দ্র জানকী ত্বাং শুচাষিতা ।  
 অশোকবনিকামধ্যে শিশুপামূলমাস্রিতা ॥ ৩৭  
 রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত্তা নিরাহারা কুশা প্রভো ।  
 হা রাম রাম রামেতি শোচন্তী মলিনাঘরা ॥ ৩৮  
 একবেণী ময়া দৃষ্টা শনৈরাশ্বাসিতা শুভা ।  
 বৃক্ষশাখান্তরে স্থিতা স্মৃক্ষরূপেণ তে কথাম্ ॥ ৩৯

মাইবার আদেশ করিরাছেন। (অতঃ মহাবল বানরগণ। তাঁহারা অভিযয় হস্ত হইরা তোমাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইরা উঠিরাছেন।) তখন সেই বানরোত্তমগণ ‘তথাস্ত’ বলিরা আকাশ পথ অবলম্বন করিরা গমন করিল ॥ ৩৭

তাহারা হনুমান্ এবং যুবরাজ অঙ্গদকে অগ্রে করিরা সম্বরণ রাম ও সুগ্রীবের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল অর্থাৎ আকাশ হইতে ভূতলে নামিরা আসিল ॥ ৩৮

তারপর হনুমান্ তগ্রে রামকে সাত্ত্বিক প্রণাম করিরা পরে বানররাজ সুগ্রীবকে প্রণাম করত রথুনন্দন রামকে বলিলেন—আমি সীতাদেবীকে দর্শন করিরাছি, তিনি কুশলে আছেন ॥ ৩৬

রাজেন্দ্র। শোকগ্রস্তা সীতাদেবী আপনাকে কুশল সংবাদ জানাইরাছেন। সেই দেবী অশোক-বনের মধ্যে এক শিশুপা বৃক্ষের মূল আশ্রয় করত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৭

প্রভো। রাক্ষসীগণ তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিরা রাখিরাছে। তিনি কোনও কিছুই আহার করিতেছেন না, সেইজন্য অভিযয় ক্লশ হইরা গিরাছেন। পরিহিত বস্ত্রটি মলিন হইরা গিরাছে এবং তিনি কেবল ‘হা রাম। রাম ॥ রাম ॥’ বলিরা শোকপ্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩৮

একবেণী ধারণ করিরাছেন অর্থাৎ কেশকলাপের কোনও সংস্কার করেন নাই। এই অবস্থায় আমি সেই কল্যাণময়ী সীতাদেবীকে দর্শন করিরাছি এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে আশ্বাস



জন্মারভ্য তবাত্যর্থং দণ্ডকাগমনঃ তথা ।  
 দর্শানেন হরণং জ্ঞানক্যা রহিতে ত্বয়ি ॥ ৪০  
 সূত্রীবেণ যথা মৈত্রী কুত্ৰা বালিনিবর্হণম্ ।  
 মার্গণার্থং বৈদেহ্যাঃ সূত্রীবেণ বিসজ্জিতাঃ ॥ ৪১  
 মহাবলা মহাসত্ত্বা হরয়ো জিতকাশিনাঃ ।  
 গতাঃ সর্বত্র সর্বৈ বৈ তত্রৈকোহহমিহাগতঃ ॥ ৪২  
 অহং সূত্রীবসচিবো দাসোহহং রাঘবশ্চ হি ।  
 দৃষ্টা যজ্ঞানকৌ ভাগ্য্যং প্রয়াসঃ ফলিতোহহং মে ॥ ৪৩  
 ইতু্যদীরিতমাকর্ণ্য সীতা বিস্ফারিতেক্ষণা ।  
 কেন বা কর্ণপীযুষং শ্রাবিতং মে শুভাক্ষরম্ ॥ ৪৪  
 যদি সত্যং তদায়াতু মদর্শনপথস্ত সঃ ।  
 ততোহহং বানরাকারঃ সূক্ষ্মরূপেণ জ্ঞানকৌম্ ॥ ৪৫  
 প্রণম্য প্রাজ্ঞলিভূত্বা দুরাদেব স্থিতঃ প্রভো ।

দানও করিয়াছি। বৃক্ষশাখার অভ্যন্তরে সুক্ষ্মরূপে অবস্থান করিয়া আমি তাঁহাকে আপনার কথা শুনাইয়াছি ॥ ৩৯

জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া আপনার অশ্রিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যসকল,—যেমন দণ্ডকারণ্যে গমন এবং যখন আপনি ছিলেন না, সেই অবস্থায় দর্শনান রাবণ কর্তৃক জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে হরণ ॥ ৪০

তারপর যেভাবে আপনি সূত্রীবের সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়া বালীকে বিনাশ করেন। তারপর বানররাজ সূত্রীব বৈদেহী সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্ত জয়লীমণ্ডিত, মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সব বানরগণ সকলে সর্বদিকে গমন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেবল আমিই একাকী এখানে আছি ॥ ৪১-৪২

আমি বানররাজ সূত্রীবের মন্ত্রী এবং ব্রহ্মনন্দন রামের আমি দাস। আমার সৌভাগ্যবশতঃ যেহেতু আজ জানকীকে দর্শন করিলাম, সেইহেতু আমার সকল প্রচেষ্টা সফল হইল ॥ ৪৩

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতা দেবী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—কে আমাকে কর্ণের অয়ততুল্য শুভাক্ষরযুক্ত এই কথা শুনাইলেন? ৪৪

যদি ইহা সত্য হয়, তবে সেই ব্যক্তি আমার দৃষ্টি পথে আগমন করুন। প্রভো! তদনন্তর আমি এক ক্ষুদ্রদেহী বানর সাজিয়া জানকীর নিকট গমন করত তাঁহাকে প্রণাম

পুষ্টোহহং সীতয়া কঙ্কমিত্যাদি বহুবিস্তরম্ ॥ ৪৬  
 ময়া সর্বং ক্রমেণৈব বিজ্ঞাপিতমবিস্ময়ম্ ।  
 পশ্চান্ময়াপি তং দেবৈ ভবদন্তাজুরীয়কম্ ॥ ৪৭  
 তেন মামভিবিস্তন্তা বচনক্ষেদমন্তবীং ।  
 যথা দৃষ্টাস্মি হনুমন্ পীড়ামানা দিবানিশম্ ॥ ৪৮  
 রাক্ষসীনাং উর্জ্জনৈস্তৎ সর্বং কথয় রাঘবে ।  
 মন্তোক্তং দেবি রামোহপি ত্ক্ষিত্তাপরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৯  
 পরিশোচত্যহোরাত্রং ত্বদ্বার্ত্তাং নাধিগম্য সঃ ।  
 ইদানীমেব গত্বাহং স্থিতং রামায় তে ক্রবে ॥ ৫০  
 রামঃ শ্রবণমাত্রেণ সূত্রীবেণ সলক্ষণঃ ।  
 বানরানীকটৈঃ সার্ব্ধমাগমিষ্ঠ্যতি তেহস্তিকম্ ॥ ৫১  
 রাবণং সঙ্গুলং হত্বা নেষ্ঠ্যতি ত্বাং স্বকং পুরম্ ।  
 অভিজ্ঞাং দেহি মে দেবি যথা মাং বিশ্বমেদৃ বিভূঃ ॥ ৫২

পূর্বক কৃতাজলি হইয়া দূরেই অবস্থান করিতে লাগিলাম তখন সীতাদেবী ‘কে তুমি’ ইত্যাদি বহু কথা বিস্তৃত ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

হে শক্রনাশন! আমি ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে সকল প্রকার উত্তর নিবেদন করিলাম। তারপর আমি আপনার দেওয়া অঙ্গুরী সেই দেবীকে প্রদান করিলাম ॥ ৪৭

তখন তিনি আমার উপর অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং আমাকে এই কথা বলিলেন,—হনুমন্! এই সব রাক্ষসী উর্জন কর্ত্তন করিয়া কিভাবে আমাকে দিবানিশি পীড়া দান করিতেছে, তাহা তুমি স্বক্ষে দেখিয়াছ। তুমি এই সব কথাই রামকে নিবেদন করিবে। তখন আমিও তাঁহাকে বলিলাম,—দেবি! শ্রীরামচন্দ্রও সর্বদা আপনার চিত্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পরিভ্রাণভোগ করিতেছেন ॥ ৪৮-৪৯

আপনার কোনও সংবাদ না পাইয়া তিনি দিবারাত্র আপনার জন্ত শোক করিতেছেন। আমি এখনই যাঁইয়া আপনার এই অবস্থানের কথা শ্রীরামকে বলিব ॥ ৫০

রাম আপনার কথা শুনিবামাত্র সূত্রীব, লক্ষণ ও বানর-সেনাপতিগণের সহিত আপনার নিকট আসিবেন ॥ ৫১

তারপর তিনি রাবণকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে নিজ নগরী অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! আপনি আমাকে একরূপ অভিজ্ঞান প্রদান করুন, বাহাতে সেই প্রহু শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বিশ্বাস করেন ॥ ৫২

ইত্ৰাক্তা মা শিরোরঙ্গ চূড়াপাশে স্থিতং প্রিয়ম্ ।  
 দধা কাকেন যদবৃত্তং চিত্রকূটগিরৌ পুরা ॥ ৫৩  
 তদপ্যাহাশ্রুপূর্ণাকৌ কুশলং ক্রহি রাঘবম্ ।  
 লক্ষণং ক্রহি মে কিঞ্চিদ্ ৬০০০ ভামিতং পুরা ॥ ৫৪  
 তৎ ক্ষমস্বাজ্ঞভাবেন ভামিতং কুলনন্দন ।  
 তারয়েন্মাং যথা রামস্তথা কুরু কৃপাশ্রিতঃ ॥ ৫৫  
 ইত্ৰাক্তা রুদতী সাতা হুঃখেন মহতাবৃত্তা ।  
 ময়াপ্যাহামিতা রাম বদতা সর্বমেব তে ॥ ৫৬  
 ততঃ প্রস্থাপিতো রাম স্বংমনীপমিহাগতঃ ।  
 তদাগমনবেলায়ামশোকবনিকাং প্রিয়াম্ ॥ ৫৭  
 উৎপাটিয়া রাক্ষসাস্তত্র বহুন্ হস্তা ক্ষণাদহম্  
 রাবণস্ত স্তুতং হস্তা রাবণেনাভিভাষ্য চ ॥ ৫৮  
 লক্ষ্যামশেষতো দক্ষা পুনরপ্যাগমং ক্ষণাৎ ।  
 অত্রা হনুমানো বাক্যং রামোহত্যন্তপ্রস্তুতধীঃ ॥ ১

আমি এই কথা তাঁহাকে বলিলে পর তিনি কেশপাশে  
 ধানন্দ প্রিয় চূড়ামণি উন্মোচন করিয়া আমাকে প্রদান করত  
 পূর্বে চিত্রকূট পর্বতে কাকের সচিত্র যে বৃত্তান্ত হইয়াছিল,  
 তাহাও বলিলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে আরও কহিলেন যে,  
 রঘুবরের নিকট আমার কুশলবার্তা জানাইবে। লক্ষণকে  
 আমার কথা বলিও—বংশের আনন্দস্বর্জন লক্ষণ। আমি  
 পূর্বে অজ্ঞানতাবশতঃ তোমাকে বাহা কিছু ধ্বংস করিয়াছি,  
 তাহা তুমি ক্ষমা করিবে এবং কৃপাময় রাম যাহাতে আমাকে  
 মত্তর উদ্ধার করেন, তাহার ঐশ্বর্য তুমি কৃপাপরবশ হইয়া চেষ্টা  
 করিবে ॥ ৫৩-৫৪

রাম! এই কথা বলিয়া সীতাদেবী গুরুতর হুঃখে আক্রান্ত  
 হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তখন আমিও তাঁহাকে আপনার  
 সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া আশ্বাসদান করিয়াছি ॥ ৫৬

রাম! তদনন্তর তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইলেন  
 এবং আমিও আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। প্রভো!।  
 তখন লক্ষা হইতে আসিবার সময় আমি রাবণের প্রিয় উদ্ভান  
 অশোকবনকে উৎপাটিত করিয়া, তথায় বহু রাক্ষসকে বধ করিয়া  
 এবং ক্ষণকালের মধ্যে রাবণের পুত্র অক্ষকে বধ করিয়া রাবণের  
 সহিত সম্ভাবণ পূর্বক লক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে দত্ত করিয়া পুনরায়

হনুমন্তে কৃতং কার্য্যং দেবৈরপি স্তূতকরম্ ।  
 উপকারং ন পশ্যামি তব প্রত্যুপকারিণঃ ॥ ৬০  
 ইদানীং তে প্রযচ্ছামি সর্বস্বং মম মারুতে ।  
 ইত্যালিঙ্গ্য সমাকৃশ্য গাঢ়ং বানরপুংসবম্ ॥ ৬১  
 সার্জনেত্রো রঘুশ্রেষ্ঠঃ পরাং প্রীতিমবাপ মঃ ।  
 হনুমন্তুমুবাচেদং রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৬২  
 পরিরম্ভো হি মে লোকে দুর্লভঃ পরমাত্মনঃ ।  
 অতঃপুং মম ভক্তোহসি প্রিয়োহসি হরিপূজক ॥ ৬৩  
 যৎপাদপদ্যমুগলং তুলসীদলাত্মৈঃ  
 সম্পূজ্য বিষ্ণুপদবীমতুলাং প্রয়াস্মি ।  
 তেনৈব কিং পুনরসৌ পরিরক্ষমুর্হী  
 রামেন বায়ুভনয়ঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ ॥ ৬৪  
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 সুন্দরকাণ্ডে পঞ্চমোহিত্যায়ঃ ॥ ৫  
 ইতি সুন্দর-কাণ্ডে সম্পূর্ণম্ ।

আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হনুমানের এই কথা শ্রবণ  
 করিয়া রাম অত্যন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে  
 বলিলেন,—হনুমন্! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, উহা দেবগণের  
 পক্ষেও অতীব দুষ্কর। তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ,  
 তাহার প্রত্যুপকার আমি কিছু দিখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৭-৬০

পবননন্দন! এখন আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব প্রদান  
 করিলাম। এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে আকর্ষণ  
 পূর্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলে (হনুমান অত্যন্ত প্রীতিলাভ  
 করিলেন) সেই রঘুশ্রেষ্ঠ রাম নয়নধর হইতে আনন্দাশ্রু মোচন  
 করিতে লাগিলেন এবং পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর  
 ভক্তবৎসল রাঘব হনুমানকে এই কথা বলিলেন,—বৎস!  
 পরমাত্মা আমার এই আলিঙ্গন অগতে অত্যন্ত দুর্লভ। বানর-  
 শ্রেষ্ঠ হনুমন্! তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয়; অতএব আমার  
 এই আলিঙ্গন তুমি লাভ করিলে ॥ ৬১-৬৩

সীতার শ্রীপাদপদ্যমুগল তুলসী দল প্রভৃতি দ্বারা বিধিঅনুসারে  
 পূজা করিয়া ভক্তগণ অতুল বিষ্ণুলোকে গমন করেন, বহুবিধ  
 পুণ্যকর্মকারী এই বায়ুপুত্র হনুমান সেই রামের দ্বারা আলিঙ্গন  
 প্রাপ্ত হইয়া যে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন, ইহাতে আর  
 বলিবার কি আছে? ৬৪

শ্রীমদহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ  
 সমাপ্ত ।

সুন্দরকাণ্ডে সম্পূর্ণম্ ।

# লক্ষ্যাকাণ্ডম্

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

( রাবণং হন্তুং শ্রীরামচন্দ্রস্য যাত্না, সমুদ্রতীরং গতা তত্রাবস্থানবর্ণনঞ্চ । )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যথাবদ্যামিতং বাক্যং শ্রুত্বা রামো হনুমতঃ ।  
উবাচানন্তরং বাক্যং হর্ষেণ মহতাবৃত্তঃ ॥ ১  
কার্য্যং কৃতং হনুমতঃ দেবৈরপি স্মৃদ্ধকরম্ ।  
মনসাপি যদন্তেন স্মৃত্বং শক্যং ন ভূতলে ॥ ২  
শতযোজনবিশ্তীর্ণং লজ্জয়ন্তে কঃ পয়োনিধিম্ ।  
লক্ষ্যং রাক্ষসৈশ্চৈত্বাং কো বা ধ্বংসিতুং ক্ষমঃ ।

## লক্ষ্যাকাণ্ড

### প্রথম অধ্যায় ।

[ শ্রীরামচন্দ্রের রাবণবধের জন্য যাত্রা এবং সমুদ্রতীরে  
যাইয়া তথায় অবস্থান বর্ণন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । শ্রীরাম হনুমানের বখাষত  
ভাবে কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হ্রষ্ট হইলেন এবং তখন  
এই কথা বলিলেন (১) ॥ ১

এই হনুমান্ দেবগণেরও দৃষ্টির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে এবং  
এজগতে অস্ত্র কেহ ত এই কার্য্য করিবার কথা কল্পনাও করিতে  
পারে না ॥ ২

কে এই শতযোজন বিস্তৃত সাগর লজ্জন করিতে পারিবে ?  
আর কে-ই বা রাক্ষসগণের দ্বারা সুরক্ষিত লক্ষ্মণগরীকে  
বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ হইবে ? ৩

(১) কোন কোন বাঙ্গালিকিরামায়ণে এই লক্ষ্যাকাণ্ডকে মুচ্ছ-  
কাণ্ডরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । রামবাক্যরূপে মহাবি-  
বাল্মীকি,—

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং যথাবদভিভাষিতম্ । রামঃ প্রীতি-  
সমায়ুক্তো বাক্যমুত্তরমব্রवी । কৃতং হনুমতো কার্য্যং স্মৃদ-  
ভুবি হ্রষ্টম্ । মনসাপি যদন্তেন ন শক্যং ধরণীতলে । নহি  
তং পরিপশ্যামি বন্তরেণ সূর্য্যহর্ষম্ । অস্ত্রং গুরুদাদ বারোরস্ত্র-  
চ হনুমতঃ । দেব-দানব-বক্ষাণাং গচ্ছকৌরবগরক্ষসাম্ । অপ্রধৃত্যং  
পূরীং লক্ষ্যং রাবণেন সুরক্ষিতাম্ । প্রবিক্টে সত্ত্বমাত্রিত্য জীবন কো  
নাম নিষ্কমেৎ । কো বিশেষ সূর্য্যহর্ষাং রাক্ষসৈশ্চ সুরক্ষিতাম্ ।  
যো বীর্য্যবলসম্পন্নো ন সমঃ স্ত্রাভনুমতঃ । ভৃত্যকার্য্যং হনুমতঃ

ভৃত্যকার্য্যং হনুমতঃ কৃতং সর্ব্বমশেষতঃ ।

সুগ্রীবস্যোদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৪

অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কপীশ্বরঃ ।

জানক্যা দর্শনেনাত্ত রক্ষিতাঃ স্যো হনুমতঃ ॥ ৫

সর্ব্বথা স্মৃকৃতং কার্য্যং জানক্যাঃ পরিমার্গম্ ।

সমুদ্রং মনসা স্মৃত্বা সীদতীব মনো মম ॥ ৬

কথং নত্ৰবমাকীর্ণং সমুদ্রং শতযোজনম্ ।

লজ্জয়িত্বা রিপুং হত্যাং কথং ত্রক্ষ্যামি জানকীম্ ॥

এই হনুমান্ ভূত্যের করণীয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিয়াছে  
সুগ্রীবের এই ভূত্যের দ্বায় ভৃত্য এ জগতে হয় নাই এবং হইবে-  
না ॥ ৪

হনুমান্ আজ জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করায় সে  
আমাকে, রঘুবংশকে, লক্ষ্মণকে এবং বানররাজ সুগ্রীবকে রক্ষা  
করিয়াছে ॥ ৫

জানকীর অনুসন্ধান করিয়া হনুমান্ সর্ব্বতোভাবে উত্ত-  
ম কার্য্যই করিয়াছে, কিন্তু মনে মনে অপার সমুদ্রের কথা স্মরণ  
করিয়া আমার মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে ॥ ৬

হায় । আমি কিভাবে কুমীর-মৎস্যাদি হিংস্র জলজন্তু-  
পরিপূর্ণ শতযোজন বিস্তৃত এই সমুদ্র লজ্জন করিয়া শত্রুকে ব-  
সুগ্রীবস্য কৃতং মহৎ । এবং বিধায় স্ববলং সদৃশং বিক্রমস্ত চ  
যো হি ভূতানিযুক্তঃ সন্ ভর্তা কর্শসি দৃষ্ণেরে । কুর্য্যাৎ তদনুরাগে  
তমাহঃ পুরুষোত্তমম্ । যো নিযুক্তঃ পরং কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ  
নৃপতে প্রিয়ম্ । ভূত্যো যুক্তঃ সমর্থশ্চ তমাহর্ষমামং নরম্  
নিযুক্তো নৃপতেঃ কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ যঃ সমাহিতঃ । ভূত্যো যুক্ত  
সমর্থশ্চ তমাহঃ পুরুষাধমম্ ।

অহঞ্চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ । বৈদেহ্যা দর্শনেনা-  
ধ্বংসঃ পরিরক্ষিতাঃ । ইদং তু মম দীনস্ত মনো ভূয়ঃ প্রকর্ষতি ।  
যদিহাস্ত প্রিয়ার্যাতু ন কুন্সি সদৃশং প্রিয়ম্ । এষ সর্ব্বযত্নত  
পরিষজ্যো হনুমতঃ । ময়া কালমিমাং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাশয়ঃ ।  
ইত্যুক্ত্বা প্রীতিহ্রষ্টালো রামস্তং পরিববজ্জ । হনুমন্তং কৃত্যত্মানং  
কৃতকার্য্যমুপাগতম্ । ইত্যাদি ৬।১।১-১৪

শ্রদ্ধা তু রামবচনং শ্রুত্বাঃ প্রাহ রাঘবম্ ।  
সমুদ্রং লভয়িম্যামো মহানক্র-বম্যকুলম্ ॥ ৮  
লঙ্কাঞ্চ বিধমিস্থ্যামো হনিষ্যামোহন্ত রাবণম্ ।  
চিন্ত্যং ভ্যজ রঘুশ্রেষ্ঠ চিন্তা কার্যাবিনাশিনী ॥ ৯  
এতান্ পশ্য মহাসত্বান্ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্ ॥ ১০  
সমুদ্রতরণে বুদ্ধিং কুরুষ প্রথমং ততঃ ।  
দৃষ্টা লঙ্কাং দশগ্রীবো হত ইত্যেব মন্থহে ॥ ১১  
ন হি পশ্যামাহং কক্ষিং ত্রিষু লোকেষু রাঘব ।  
গৃহীতধনুমো যন্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে ॥ ১২  
সর্বথা নো জয়ো রাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

করিব? এবং কিভাবেই বা জনকনন্দিনী সীতাকে দেখিতে পাইব? ৭

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব রাঘবকে বলিলেন,—আমরা বৃহৎ বৃহৎ কুমীর ও মংস্তাদিপূর্ণ এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া যাটন ॥ ৮

লঙ্কাকে আমরা পূর্নাদন্ত করিব ও অদ্য রবণকে বধ করিব। হে রঘুশ্রেষ্ঠ। তুমি চিন্তা ভ্যাগ কর; কারণ, এই চিন্তা কার্যনাশ করিয়া থাকে ॥ ৯

দেখ, এই যে সব মহাপরাক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠগণ রহিয়াছে, ইহারা তোমার কার্য্য করিবার জন্ত অনলেও প্রবেশ করিতে সমর্থ (১) ॥ ১০

(১) শোকার্ণব নামের প্রতি সুগ্রীবের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে—  
“কিং তস্মা তপাতে বীর যথাতঃ প্রাকৃতস্তথা। মৈবং ভূত্বাজ  
সহাপং কৃত্ব ইব সৌহৃদম্। সন্তাপস্ত চ তে স্থানং নহি পশ্যামি  
রাঘব। প্রবৃত্তাবৃণলকারাং জ্ঞাতে চ নিলয়ে রিপোঃ।  
মতিমান্ শাস্ত্রবিং প্রাজঃ পণ্ডিতশ্চাসি রাঘব। তাজেমাং প্রাকৃতং  
বুদ্ধিং কৃত্যশ্চোবাবধদৃশিণম্ ॥

তথাহি সমরে শূরা হরয়ঃ কামকপিনঃ। ভদলং বিরুবাং বুদ্ধিং  
রাজন্ সর্কার্ণনাশিনীম্। পুরুষস্ত হি লোকেহস্মিন্ শোকঃ  
শৌর্য্যাপকর্ষণঃ। যত্ন কার্য্যং মনুষ্টেণ শৌচীর্য্যমবলম্ব্যভাম  
ভদলকরণ্যৈব কতর্দভবতি সত্তরম্। অস্মিন্ কালে মহাপ্রাজ  
সম্মতিষ্ঠ ভেজসা। শূরাণাং হি মনুষ্টাণাং তদ্বিধানাং  
মহাশূনাং। বিনষ্টে বা প্রণষ্টে বা শোকঃ সর্কার্ণনাশনঃ।”  
ইত্যাদি ৬।২।২-৪, ১০-১৬।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি তথাভূতানি সর্বশঃ ॥ ১৩  
শ্রুত্বাঃ চনং শ্রদ্ধা ভক্তিবীর্য্যসমম্বিতম্ ।  
অকীকৃত্যাববীদ্ রামো হনুমন্তং পুরস্থিতম্ ॥ ১৪  
যেং কেন প্রকারেণ লভয়ামো মহার্ণবম্ ।  
লঙ্কাস্বরূপং মে জাহি ত্বঃসাধ্যং দেব-দানবৈঃ ॥ ১৫  
জাহ্য তস্ত প্রতীকারং করিষ্যামি কপীধর ।  
শ্রদ্ধা রামস্ত বচনং হনুমান্ বিনয়াম্বিতঃ ॥ ১৬  
উবাচ প্রজ্জলিদেব যথাদৃষ্টঃ ব্রবীমি তে ।  
লঙ্কা দিব্যা পুরী দেব ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ॥ ১৭

প্রথমে তুমি সমুদ্র পার হইয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবন কর, তারপর লঙ্কা দর্শন করিয়া আমরা ‘দশানন নিহত হইয়াছে’ এইরূপ কথা মনে করিতে পারিব ॥ ১১

রাঘব। আমি এই ত্রিভুবনের মধ্যে একরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যে ব্যক্তি যুদ্ধে ধনু ধারণ করিয়া অবস্থিত ভোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে ॥ ১২

রাম। আমাদের জয়লাভ সর্বতোভাবে হইবেই, ইহাতে কোনও সংশয় নাই, কারণ, আমি সেইরূপই নানাপ্রকার নিমিত্ত-  
(লক্ষণ)-সমূহ দেখিতে পাটিতেছি ॥ ১৩

ভক্তিযুক্ত ও বীরত্বপূর্ণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সম্মুখে অবস্থিত হনুমানকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন ( ) ॥ ১৪

আমরা যে কোন উপায়ে এই মণীসাগর লঙ্ঘন করিব। তুমি এখন আমাদের দেব ও দানবগণেরও ধ্বংস লঙ্কা নগরীর স্বরূপ বল ॥ ১৫

কপিরাজ। লঙ্কার স্বরূপ জানিয়া তারপর আমি তাহার প্রতিকার করিব। শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান্ কৃতাজলি হইয়া বিনয় সহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—দেব। আমি লঙ্কা নগরী বেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি,

(১) হনুমানের প্রতি শ্রীরামের প্রশ্ন বাল্মীকিরামায়ণে,—  
“ভগব। সেতুবন্ধেন সাগরোচ্ছোষণেন চ। সর্বথাপি  
সমর্ষোহস্মি সাগরস্তাস্ত লঙ্ঘনে। কতি ত্বর্গাণি ত্বর্গাণা লঙ্কারা-  
ন্তদ্ ব্রবীহি মে। জাতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং দর্শনাদিব বানর।  
বলয় পরিমাণক স্বারত্বর্গক্রিয়ামপি। শুণ্ডকর্ষ চ লঙ্কারা  
রক্ষসাং সদনানি চ। যথাসুখং যথাবজ লঙ্কারামসি দৃষ্টবান্।  
সর্বমাত্ত্ব তত্ত্বেন সর্বথা কুশলো হসি ॥ ৬।৩।২-৫

স্বর্ণপ্রাকারসহিত। স্বর্ণাট্টালকসংযুতা ।  
 পরিখাভিঃ পরিবৃত্তা পূর্ণাভিনির্মলোদনৈকৈঃ ॥ ১৮  
 নানোপবনশোভাত্যা দিব্যবাপীভিরাবৃত্তা ।  
 গৃহৈবিত্তিশোভাত্যৈর্দৈর্ঘ্যমণিস্তম্ভময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৯  
 পশ্চিমদ্বারমাসান্ত গজবাহাঃ সহস্রশঃ ।  
 উত্তরে দ্বারি তিষ্ঠন্তি সাস্থবাহাঃ সপত্তয়ঃ ॥ ২০  
 তিষ্ঠন্ত্যর্কবৃন্দসম্বাঃ প্রাচ্যামপি তথৈব চ ।  
 রক্ষিণো রাক্ষসাবীরা দ্বারং দক্ষিণমাস্রিতাঃ ॥ ২১  
 মধ্যাক্ষেপ্যাসংখ্যাতা গজাশ্বরথপত্তয়ঃ ।  
 রক্ষয়ন্তি সদা লঙ্কাং নানাস্ত্রকুশলাঃ প্রভো ॥ ২২

তাহাই আমি আপনাকে বলিব (১)। দেব। এই দিব্যা লঙ্কা নগরী ত্রিকুটপর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত ॥ ১৬-১৭

এই লঙ্কা নগরীর চারিদিকে স্বর্ণের প্রাচীর দেওয়া আছে এবং তাহার অট্টালিকাসমূহ স্বর্ণের দ্বারা নিষ্প্রিত। নির্মল জলে পরিপূর্ণ পরিখাসমূহের দ্বারা এই নগরী পরিবেষ্টিত। আছে ॥ ১৮

নানাবিধ উপবনসমূহে ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। উত্তম দীর্ঘিকাসমূহে এই নগরী আবৃত্তা আছে। নানা চিত্র-বিচিত্র সুন্দর মণিস্তম্ভময় গৃহসকলে লঙ্কা সুশোভিতা আছে ॥ ১৯

এই নগরীর পশ্চিম দ্বারে সহস্র সহস্র গজ (হস্ত) ও গজারোহী, উত্তর দ্বারে হস্তা ও পদাতি সৈন্তবাহিনী এবং অশ্বারোহী নৈঋগণ রহিয়াছে ॥ ২০

লঙ্কার পূর্ব্বদিকেও অর্কবৃন্দ সংখ্যক ঐ সব সৈন্ত আছে এবং অর্কবৃন্দ সংখ্যক রাক্ষস বীর দক্ষিণ দ্বার অশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২১

(২) শ্রীরামকে হনুমানের বাক্যরূপে বাল্মীকিরামায়ণে,—

“ক্রমভাং সর্ব্বমাখ্যাত্তে ত্বর্গকর্ম্মবিধানতঃ । গুপ্তা পুরী যথা লঙ্কা রক্ষিতা চ যথা বলৈঃ । রাক্ষসাস্ত যথা স্নিগ্ধা রাবণস্ত চ ভেজসা । পরাং সমুদ্রিং লঙ্কায়াঃ সাগরস্ত চ ভীমতাম্ । বিভাগজ বলৌঘস্ত নির্দেহং বাহনস্ত চ । এবমুক্ত্বা হরিশ্চৈষ্ঠঃ কথরামাস ভদ্রভঃ । প্রহৃষ্টমুদিতা লঙ্কা মত্ত্বিগণসমাকুলা । মহতী রথসম্পূর্ণা রক্ষোগণনিবেষিতা । বাকিভিচ্চ সুসম্পূর্ণা সা পুরী ত্বর্গমা গঠৈঃ । দৃঢ়বন্ধকপাটানি মহাপরিঘ-বতি চ । চত্বারি বিপুলভায়া দ্বারানি সুমহাতি চ । তজ্জৈব্দল-সজ্জানি বলবন্তি মহাতি চ । আগত্য পরমৈস্তং ভৈন্তএ প্রতি-

সংক্রমৈববিবিধৈর্লঙ্কা শতদ্বীতিশ্চ সংযুতা ।

এবং স্থিতেহপি দেবেশ শৃণু মে তত্ত্ব চেষ্টিতম্ ॥ ২৩

দশাননবলৌঘস্ত চতুর্থাংশো ময়া হতঃ ।

দক্ষা লঙ্কাং পুরীং স্বর্ণপ্রাসাদৌ ধ্বংসিতৌ ময়া ॥ ২৪

শতদ্ব্যঃ সংক্রমাস্টৈশ্চ ব নানিভা মে রঘুত্তম ।

দেব তদ্বদর্শনাদেব লঙ্কা ভস্মীকৃত্য ভবেৎ ॥ ২৫

প্রস্থানং কুরু দেবেশ গচ্ছামৌ লবণাসুধেঃ ।

ভীরং সহ মহাবীরৈর্বানরৌধৈঃ সমস্ততঃ ॥ ২৬

মধ্যাক্ষেপ্য অসংখ্য হস্তা, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্ত আছে। প্রভো। নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ এই সব সৈন্তগণ সর্ব্বদা লঙ্কাকে রক্ষা করিতেছে ॥ ২২

এই লঙ্কা নগরী নানাবিধ সংক্রম অর্থাৎ গুপ্তপথ এবং দ্বার (একসঙ্গে শত শত গোলা বাহির হইয়া শত্রু সংহারকারী কামনাদি অস্ত্রবিশেষ)-সমূহে পরিবেষ্টিত আছে। তে দেবেশ্বর। একরূপ নাগা রক্ষণব্যবস্থা থাকিয়াও আমি তথায় যে সব কার্য্য করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২৩

দশানন রাবণের সৈন্তসকলের এক চতুর্থাংশ আমি বধ করিয়াছি। লঙ্কানগরীকে দগ্ধ করিয়া আমি স্বর্ণপ্রাসাদ-সমূহকেও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছি ॥ ২৪

রঘুত্তম। শতদ্বী অল্পসকল ও সংক্রমসমূহ আমি নষ্ট করিয়াছি। দেব। এখন আপনি দেখিলেই সেই লঙ্কা হইই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে ॥ ২৫

দেবেশ। অতএব আপনি লঙ্কা অভিযুগে প্রস্থান করুন, আমরা এই সব মহাবীর বানরগণের সহিত চারিদিক দিয়া লবণ-সমুদ্রের ভীরে গমন করি ॥ ২৬

নিবার্য্যতে ॥ দ্বারেষু সংকুতা ভীমাঃ কানারসময়াঃ শিতাঃ । শতশো রচিতা বীরৈঃ শতদ্ব্যো রক্ষসং গঠৈঃ ॥ সৌবর্ণস্ত মহান্ত-স্তাঃ প্রাকারো দৃষ্টদর্শনঃ । মনি-বিজয়-বৈদূর্য্য-যুক্তাবিরচিতাভরণঃ । সর্ব্বভুজ মহাভীমাঃ শীতভোজী মহান্ততাঃ । অগাধা গ্রাহসম্পূর্ণাঃ পরিখা মৌনসেবিতাঃ । দ্বারেষু ভাসাং চত্বারঃ সংক্রমাঃ পরমায়তাঃ । বস্ত্রৈরুপেতা বহুভির্ঘৃদ্বিগুহপঙ্কতিভিঃ ।

পরিখাশ্চ শতদ্ব্যশ্চ সজ্জানি বিবিধানি চ । শোভন্তি পুরীং লঙ্কাং রাবণস্ত দ্রুতাননঃ ॥ ৬৩ ১৬, ২৩

শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যম্বাচ রঘুনন্দনঃ ।  
 সুগ্রীব সৈনিকান্ সর্বান্ প্রস্থানায়ান্তিনোদয় ॥ ২৭  
 ইদানীমেব বিজয়ো মুহূর্ত্তঃ পরিবর্ত্ততে ।  
 অগ্নিন্ মুহূর্ত্তে গভাং লঙ্কাং রাক্ষসকুলাম ॥ ২৮  
 সপ্রাকারান্ স্তম্ভদ্বাং নাশয়ামি সরাবণাম্ ।  
 আনেত্বামি চ সীতাং মে দক্ষিণাক্ষি ক্ষুরত্যাগঃ ॥ ২৯  
 প্রয়াতু বাহিনী সৰ্বা বানরাণাং ভরশ্বিনাম্ ।  
 রক্ষন্ত মূখপাঃ সেনামগ্রে পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৩০  
 হনুমন্তমথাক্রুত্ব গচ্ছাম্যগ্রেহৃদং ততঃ ।  
 আকুত্ব লক্ষ্মণো যাতুং সুগ্রীব তং ময়া সহ ॥ ৩১  
 গয়ো গবাক্ষো গবয়ো মৈন্দ্রো দ্বিবিদ এব চ ।  
 নলো নীলঃ সুশ্বেগশ্চ জাহবাংশ্চ তথাপরে ॥ ৩২

রঘুংশের আনন্দগর্জন রাম হনুমানের কথা শুনিয়া  
 বলিলেন,—সুগ্রীব। তুমি সমস্ত সৈন্যদিগকে সমুদ্রের ভীরে  
 গমন করিতে আদেশ কর ॥ ২৭

এখনই বিজয়ের মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ এখনই যাত্রা  
 করিলে আমরা ভয়লাভ করিব, অতএব আমি এই বিজয়মুহূর্ত্তে  
 (১) অর্থাৎ তত মাহেন্দ্রক্কে যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাক্ষসপরিপূর্ণ,  
 প্রাচীরপরিবেষ্টিতা, অতিশয় দুর্দ্বর্গ লঙ্কানগরীকে রাবণের সহিত  
 বিনষ্ট করিব এবং সীতাকে লইয়া আসিব। আমার দক্ষিণ চক্ষুর  
 অধোভাগ স্পন্দিত হইতেছে। বেগগামী বানরগণের সমস্ত  
 বাহিনী প্রস্থিত হউক, আর দলপতি (সেনাপতি) গণ সেই সব  
 বাহিনীর অগ্রে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা  
 করুক ॥ ২৮-৩০

আমি হনুমানের দ্বন্দ্ব আরোহণ করিয়া গমন করিব এবং

(১) এ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—“অগ্নিন্  
 মুহূর্ত্তে সুগ্রীব প্রয়াণমভিবোচয়। যুক্তো মুহূর্ত্তে বিজয়ে প্রাপ্তো  
 মধ্যং দিবাকরঃ” ॥ ৬৪৩ দিবসের ত্রিপ্রহর সময়কে ‘অভিজিৎ’  
 মুহূর্ত্ত বলে। এই সময়কে ‘বিজয়’ মুহূর্ত্তও বলা হয়। সেইজন্য  
 এই সময় যুদ্ধযাত্রা উত্তম বলিয়া বিধানগণ মনে করেন। এখানে  
 আরও জানিতে হইবে যে, “ভুক্তো দক্ষিণযাত্রাং প্রতীষ্ঠায়াং  
 বিজয়নি। আধানে চ ধ্বজারোহে যুত্বাদঃ স্তাং সদাভিজিৎ” ।  
 জ্যোতিষরত্নাকরে এই বচনানুযায়ী যদিও উক্ত মুহূর্ত্তে যাত্রা  
 নিষিদ্ধ, তথাপি কিঙ্কিট্য হইতে লঙ্কা দক্ষিণ পূর্ব কোণে অর্থাৎ  
 অগ্নিকোণে অবস্থিত বলিয়া ঐ দোষ এইখানে হইবে না।

সর্বৈ গচ্ছন্ত সর্বত্র সেনাপাঃ শত্রুঘাতিনঃ ।  
 ইত্যাজাপ্য হরীন্ রামঃ প্রত্যস্থে সহলক্ষণঃ ॥ ৩৩  
 সুগ্রীবগহিতো হর্ষাৎ সেনামধ্যগতো বিভূঃ ।  
 বারগেদ্রনিভাঃ সর্বৈ বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৩৪  
 ক্ষেড়ন্তঃ পরিগচ্ছন্তো জগ্মুস্তে দক্ষিণাং দিশম্ ।  
 ভক্ষয়ন্তো যযুঃ সর্বৈ ফলানি চ মধুনি চ ॥ ৩৫  
 ক্রবন্তো রাঘবস্ত্রাগ্রে হনিষ্ঠানোহুত রাবণম্ ।  
 এবং তে বানরশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তাতুলবিক্রমাঃ ॥ ৩৬  
 হরিভ্যামুহমানৌ শুভুভাত্তে রঘুশ্রমৌ ।  
 নক্ষত্রৈঃ সেবিতৌ যদবচ্চন্দ্রশূর্য্যাবিশ্বরে ॥ ৩৭  
 আবৃত্য পৃথিবীং কুণ্ডলাং জগাম মহতী চমুঃ ।  
 প্রক্ষোটিয়ন্তঃ পুচ্ছাগ্রামুদ্রহন্তশ্চ পাদপান্ ॥ ৩৮

লক্ষণ অঙ্গদের দ্বন্দ্ব আরোহণ করিয়া গমন করুক। সুগ্রীব।  
 তুমি আমার সহিত গমন কর ॥ ৩১

গয়, গবাক্ষ, গবয়, মৈন্দ্র, দ্বিবিদ, নল, নীল, সুশ্বেগ, জাহবান্  
 এবং লক্ষ্মণাদি অজ্ঞাত বানরসেনাপতিগণ—ইচ্ছা সকলে সৈন্য-  
 বাহিনীর অগ্রভাগে থাকিয়া গমন করুক। শ্রীরাম এইভাবে  
 বানরগণকে আদেশ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত যাত্রা  
 করিলেন ॥ ৩২-৩৩

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুগ্রীবের সহিত সৈন্য-  
 বাহিনীর মধ্যভাগে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। ইচ্ছানুসারে  
 রূপধারণ করিতে সমর্থ ও চিন্তিতুল্য বলশালী সেই সব বানরগণ  
 সিংহধ্বনি সহকারে আফালন করিতে করিতে এবং গর্জন  
 করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ অভিযুগে গমন করিল। তাহারা  
 সকলে ফল ও মধুসকল ভক্ষণ করিতে করিতে যাইতেছিল ॥ ৩৪-৩৫

এই সব অতুলপরাক্রমশালী বানরশ্রেষ্ঠগণ শ্রীরামের অগ্রে  
 ‘আমি আমরা রাবণকে বধ করিব’ এই কথা বলিতে বলিতে  
 গমন করিতে লাগিল ॥ ৩৬

হনুমান্ এবং অঙ্গদ কর্তৃক বাহিত হইতে হইতে সেই রঘুবর  
 শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বারা পরিবেষ্টিত  
 হইয়া অবস্থিত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে  
 লাগিলেন ॥ ৩৭

সেই বিশাল বানরবাহিনী সম্পূর্ণ ভূভাগকে আবৃত  
 করিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে, লাক্ষ্মণের অগ্রভাগে হৃদসমূহ  
 বহন করিতে করিতে এবং গমনপথমধ্যস্থিত পর্ব্বতে অরোহণ

শৈলানারোহয়ন্তু জগ্মুর্মারুতবেগতঃ ।  
 অসম্মাভাশ্চ সর্বত্র বানরাঃ পরিপূরিতাঃ ॥ ৫৯  
 হ্রষ্টান্তে জগ্মুরত্যর্থং রামেণ পরিপালিতাঃ ।  
 গতা চমুর্দিবারাত্রং কচিৎসাজ্জত ক্ষণম্ ।  
 কাননানি বিচিত্রানি পশ্যন্ মলয়-সঙ্খ্যোঃ ॥ ৬০  
 তে সঙ্খং সমভিক্রম্য মলয়ঞ্চ তথা গিরিম্ ।  
 আশ্বশ্চাত্তপূর্বোণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্ ॥ ৬১  
 অবতীর্ষ্য হনুমন্তং রামঃ সূগ্রীবসংবৃতঃ ॥ ৬২  
 সলিলাভ্যাসমাসান্ত রামো বচনমব্রবীৎ ।  
 আগতাঃ স্মো বয়ং সর্বের্ সমুদ্রং মকরালয়ম্ ॥ ৬৩  
 ইতো গন্তমশক্যং নো'নিরূপায়েন বানরাঃ ।

করিতে করিতে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। এইভাবে অসংখ্য অসংখ্য বানরগণ সর্বত্র পরিপূর্ণ করিয়া দিল ৷৫৮-৬৯

শ্রীরাম কর্তৃক পরিপালিত হইয়া সেই বানরগণ অভ্যন্ত হ্রষ্ট-  
 চিতে গমন করিতে লাগিল। এই বানরবাহিনী মলয় পর্বত  
 ও সহ পর্বতের বিচিত্র কাননসমূহ দেখিতে দেখিতে দিবারাত্র  
 গমন করিল। কোথাও ক্ষণকালও বিলম্ব করে নাই ॥ ৬০

এইভাবে তাহারা সহ পর্বত ও মলয় পর্বত অভিক্রম  
 করিয়া ক্রমে ক্রমে ভরদ্বার গর্জনকারী সমুদ্রের নিকটে আসিয়া  
 উপস্থিত হইল। শ্রীরাম হনুমানের স্কন্ধ হইতে নামিয়া সূগ্রীবের  
 সহিত সমুদ্রের জলের সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই রাম এই কথা  
 বলিলেন,—আমরা সকলে মকরের বাসভূমি সমুদ্রের নিকট  
 আগমন করিয়াছি ॥ ৬১-৬৩

হে বানরগণ! অন্তঃপর কোনও উপায় স্থির না করিলে  
 আমরা এই স্থান হইতে গন্তব্যস্থানে বাইতে পারিব না, অতএব  
 এখানে সেনাসন্নিবেশ করা হউক। ইহার পর আমরা এই  
 সাগর পার হইবার জন্য মন্ত্রণা করিব ॥ ৬৩

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সূগ্রীব সমস্ত সাগরসমীপে  
 সৈন্যবাহিনী সন্নিবেশিতা করিলেন এবং বানরশ্রেষ্ঠগণ সেই  
 সেনাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

তাহারা সেই সময় ভীষণ কুমীরদলে পরিপূর্ণ থাকার  
 ভরদ্বার, অতীত ভরদ্বারালয় সমাকীর্ণ, অতএব ঘোরদর্শন সমুদ্র  
 দেখিতে দেখিতে বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ৬৬

আকাশভূল্য বিশাল ও তগাধ জলপূর্ণ সাগর দেখিয়া  
 তাহারা সকলে হুঃখিত হইল এবং ভাবিতে লাগিল—আমরা

অত্র সেনানিবেশোহস্তু মন্ত্রয়ামোহস্তু ভারণে ॥ ৬৪  
 শ্রদ্ধা রামস্ত বচনং সূগ্রীবঃ সাগরাস্তিকে ।  
 সেনাং শ্রবেশয়ং ক্ষিপ্ৰং রক্ষিতাং কপিকুঞ্জরৈঃ ॥ ৬৫  
 তে পশ্যন্তো বিষেহস্ত সাগরং ভীমদর্শনম্ ।  
 মহোন্নতভরদ্বাঢ্যং ভীমনক্রভয়ঙ্করম্ ॥ ৬৬  
 অগাধং গগনাকারং সাগরং বীক্ষ্য হুঃখিতাঃ ।  
 ভরিষ্ঠামঃ কথং ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্ ॥ ৬৭  
 হস্তব্যোহস্মাভিরন্তৈব রাবণো রাক্ষসাধমঃ ।  
 ইতি চিন্তাকূলাঃ সর্বের্ রামপার্শ্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬৮  
 রামঃ সীতামনুশ্রুত্য হুঃখেন মহতাবৃতঃ ।  
 বিলপ্য জ্ঞানকীং সীতাং বহুধা কার্য্যমানুষঃ ॥ ৬৯

কিরূপে এই বরুণালয় ভরদ্বার সাগর উত্তীর্ণ হইব? ৬৭

কারণ, আজই রাক্ষসাধম রাবণকে আমাদের বধ করিতে  
 হইবে। এরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাহারা সকলে রামপার্শ্বে  
 অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৬৮

মান্ন্যাবলে মন্যাক্রপধারী রাম তখন জনকভনরা সীতাদেবীকে  
 স্মরণ করিয়া অনেক বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে অভ্যন্ত  
 হুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন (১) ॥ ৬৯

(১) সীতাদেবীর জন্ত শ্রীরামের শোক ও বিলাপ বর্ণনার  
 মহর্ষি বায়্যাকি,—

“পার্ষ্বং লক্ষণং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ । শোকশ্চ  
 কিল কালেন গচ্ছতা হুগগচ্ছতি । মম চাপশ্চতঃ কান্তা-মহন্তহনি  
 বর্জতে । ন মে হুঃখং প্রিয়া দূরে ন মে হুঃখং হৃতেতি চ । এত-  
 দেবানুশোচামি বরোহস্তাহুতিবর্জতে । বাহি বাত বতঃ  
 কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ । তন্নি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চৈ-  
 দৃক্তিসমাগমঃ ।

স। নুনমসিতাপাজী রক্ষোমধাগতা সতী। মন্ত্রাধা নাথহীনেব  
 জাতারং নাবিগচ্ছতি । কথং জনকরাজস্ত হৃতিতা চ মম প্রিয়া ।  
 রাক্ষসী মধাগা শেতে স্তব্ধা দশরথস্ত চ ।

কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রয়োগজম্ । মহসা  
 বিপ্রমোক্যামি, বাসঃ ওক্লেশ্বরং যথা । এবং বিলগতস্ত  
 ভ্রাতৃ রামস্ত ধীমতঃ । দিনক্ষরান্নলবপূর্তাঙ্করোহস্তমুণাগতঃ ।  
 ইত্যাদি । ৬৫। ১-৬, ১৫-১৬, ২১-২২

অধিতীয়শ্চিদাক্ষকঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

যন্তু জানাতি রামশ্চ স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ ॥ ৫০

তং ন স্পৃশতি হৃৎখাদি কিমুত্তানন্দমব্যয়ং ।

হৃৎখ-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদয়ঃ ॥ ৫১

অস্ত্রানলিঙ্গাশ্চোত্তানি কৃতঃ সন্তি চিদাক্ষনি ।

দেহাভিমানিনো হৃৎখং নাদেহশ্চ চিদাক্ষনঃ ॥ ৫২

সম্প্রসাদে দ্বয়াভাবাৎ সূখমাত্রং হি দৃশ্যতে ।

বুদ্ধ্যভাবাৎ সংসৃত্তে হৃৎখং তত্র ন বিজ্ঞতে ॥ ৫৩

যে ব্যক্তি ‘ঐরাম অধিতীয়, চিদাক্ষা এক ও সনাতন পরমাত্মা’ ইহা জানিতে পারে, তাহাকে কখনও হৃৎখাদি স্পর্শ করে না ; সুতরাং এই আনন্দময় অব্যয় পরমপুরুষ রামকে যে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহাতে আর কি বলিবার আছে ? হৃৎখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ প্রভৃতি—এ সবই অজ্ঞানের চিহ্ন, অতএব ইহারা চৈতন্যময় পরমাত্মা ঐরামে কিরূপে থাকিবে ? যে ব্যক্তি দেহাভিমানী, তাহারই হৃৎখ হইয়া থাকে । দেহাভিমানদ্বারা এই চিন্ময় পরমাত্মার হৃৎখ হইতেই পারে না ॥ ৫০-৫২

দ্বন্দ্বভাবে না থাকার সদা আশ্বারাম ঐরামে সূখমাত্রই দেখা যায় অর্থাৎ সর্বদা তিনি ভূমাসুখই উপভোগ করেন (অথবা সুস্থিতিকালে আত্মা ভিন্ন অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্ব

অতো হৃৎখাদিকং সর্বং বুদ্ধেরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪

রামঃ পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো

নিভ্যোদিতো নিত্যসুখো নিরীহঃ ।

তথাপি মায়াগুণসঙ্গতোহসৌ

সুখীব হৃৎখীব বিভাব্যতেহবুধৈঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উদামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

না থাকার তখন কেবল সুখই অনুভূত হইতে থাকে । ) সর্বথা তত্ত্বরূপ পরমাত্মা ঐরামে বুদ্ধি প্রভৃতি বৈকল্পিক পদার্থ-সমূহের অভাব থাকার তাহাতে হৃৎখ থাকিতে পারে না ( অথবা ঐগুরু-করণার সাধনপরম্পরাক্রমে সংসৃত্ত হইলে অর্থাৎ তথা-ভীত অবস্থা লাভ হইলে পর তথার আর হৃৎখ থাকে না । ) অতএব হৃৎখাদি সব কিছুই বুদ্ধিবর্ষ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫০-৫৪

ঐরাম পুরানপুরুষ, নিত্যপ্রকাশ, নিত্য সুখরূপ, নিষ্কিন্ন পরমাত্মা ; তথাপি বাহারা প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, তাহারাই ইহাকে মায়াগুণাবৃত বোধে সুখী ও হৃৎখী—একল ভাবনা করিয়া থাকে ॥ ৫৫

শ্রীমদ্বিবেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাক্ষরামায়ণে উদামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।



## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

( শ্রীরামেণ সহ যুদ্ধং কর্তুং রাবণস্য মন্ত্রণম, রাবণেন বিভীষণস্য ভিরঙ্কারঃ, শ্রীরাম-সমীপে বিভীষণস্য গমনঞ্চ )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

লক্ষ্মায়াং রাবণো দৃষ্টো কৃতং কর্ম হনুমতা ।

হৃদয়ং দৈবতৈর্বাপি হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙমুখঃ ॥ ১

আহুয় মন্ত্রিণঃ সর্বানিদং বচনমব্রবীৎ ।

হনুমতা কৃতং কর্ম ভবন্তি দুঃশ্রমেণ তৎ ॥ ২

প্রবিশ্য লক্ষ্যং হৃদ্যং দৃষ্টো সীতাং হ্রাসদাম ।

হৃদ্য চ রাক্ষসান্ বীরানক্ষং মন্দোদরীশ্রুতম্ ॥ ৩

দৃষ্ট্য লক্ষ্যমশেষেণ লভয়িত্বা চ সাগরম্ ।

যুয্মান্ সর্বানতিক্রম্য স্বস্থোহগাং পুনরেব সঃ ॥ ৪

কিং কর্তব্যমিতোহস্মাভিযুয়ং মন্ত্রবিশারদাঃ ।

মন্ত্রয়ধ্বং প্রযত্নেন যৎ কৃতং মে হিতং ভবেৎ ॥ ৫

রাবণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসান্তমথাক্রবন্ ।

দেব লক্ষ্য কুতো রামাং তব লোকজিতো রণে ॥ ৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[ শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাবণের মন্ত্রণা, বিভীষণকে রাবণের ভিরঙ্কার এবং শ্রীরামসমীপে বিভীষণের গমন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । এদিকে ‘হনুমান্ যে কার্যা করিয়াছে, তাহা দেবগণেরও হৃদয়, ইহা দেখিয়া রাবণ লজ্জা-বশতঃ ইহা অধোবদন হইল ॥ ১

তারপর নিজের মন্ত্রিবর্গকে ডাকিয়া আনিয়া এই কথা বলিল,—হনুমান্ যে কার্যা করিয়া গিয়াছে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ ॥ ২

সেই হনুমান্ এই হৃদ্য লক্ষ্য প্রবেশ করিয়া, দুর্গম স্থানে অবস্থিত সীতাকে অবলোকন করিয়া, বহু রাক্ষসকে ও মন্দোদরীর পুত্র অক্ষকে বধ করত লক্ষ্যকে নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিয়া তোমাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া এবং সাগর লঙ্ঘন পূর্বক সুস্থ দেহে পুনরায় গমন করিয়াছে ॥ ৩-৪

অতঃপর আমাদের কি করা কর্তব্য? তোমরা সকলে মন্ত্রণানিপুণ, অতএব বিশেষ যত্নের সহিত একরূপ এক মন্ত্রণা কর, বাহাতে আমার মঙ্গল হয় ॥ ৫

রাবণের বাক্য শ্রবণ করত সেই দ্বি রাক্ষসেরা বলিল—দেব । আপনি ত্রিলোকবিজয়ী রাজা, সুভরাং যুদ্ধে আপনার রাম হইতে আবার কি ভয় থাকিতে পারে? ৬

ইন্দ্রস্ত বদ্ধা নিষ্কিপ্তঃ পুংল্লেন তব পতনে ।

জিহ্বা কুবেরমানীয় পুষ্পকং ভূজাতে হৃদা ॥ ৭

যমো জিতঃ কালদণ্ডান্তয়ং নাভুৎ তব প্রভো ।

বরুণো হৃদতেনৈব জিতঃ সর্বেহপি রাক্ষসাঃ ॥ ৮

ময়ো মহানুরো ভীত্যা কণ্ঠাং দদ্বা স্বয়ং তব ।

ত্বদ্বশে বর্ততেহত্মাপি কিমুতান্মো মহানুরাঃ ॥ ৯

হনুমদ্বর্ষণং যত্নু তদবজ্ঞা কৃতঞ্চ নঃ ।

বানরোহয়ং কিমস্মাকমস্মিন্ পৌরুষদর্শনে ॥ ১০

ইত্যুপেক্ষিতমস্মাভির্বর্ষণং তেন কিং ভবেৎ ।

বয়ং প্রমত্তাঃ কিং তেন বক্ষিতাঃ স্মো হনুমতা ॥ ১১

জানীমো যদি তং সর্বং কথং জীবন্ গমিষ্যতি ।

আজ্ঞাপয় জগৎ কুৎস্মবানরমমাহুষম্ ॥ ১২

আপনার পুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে বাধিয়া আনিয়া এই নগরে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, আপনি কুবেরকে জয় করিয়া তাঁহার পুষ্পক বিমান আনিয়া ভোগ করিতেছেন ॥ ৭

প্রভো । আপনি যমকে জয় করিয়াছেন, অতএব কালদণ্ড হইতে আপনার কোনও ভয় নাই । বরুণকে ত’ আপনি হৃদ্যের দ্বারাই জয় করিয়াছেন এবং সমস্ত রাক্ষসগণকেও আপনি হৃদ্যেরই দ্বারা জয় করিয়াছেন ( অথবা সমস্ত রাক্ষসগণ আপনার অধীন । ) ॥ ৮

মহানুর স্বয়ং ময় ভীত হইয়া আপনাকে কণ্ঠা দান করত অত্মাপি আপনার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছে, সুভরাং অতঃ মহানুরদিগের কথা আর কি বলিবার আছে? ৯

এই বানর আমাদের কি করিতে পারে? ইহার পৌরুষ দেখিয়াই বা কি লাভ হইবে? আমরা অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই কারণে হনুমান্ এই অনিষ্ট করিতে পারিয়াছে ॥ ১০

এইভাবে আমরা উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়া সেই হনুমান্ কিছু বিক্রম দেখাইয়া অনিষ্টোৎপন্ন করিয়াছে, ইহাতে আমাদের কি হইবে? আমরা সকলে প্রমত্ত ছিলাম, তাই সেই হনুমান্ আমাদের প্রভারণা করিতে পারিয়াছে, তাই ইহাতে আমাদের কি হইবে? ১১

আমরা যদি তাহাকে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে কিভাবে সে জীবিত থাকিয়া চলিয়া যাইতে পারিত? এখন

কুহায়াশ্রামহে সর্বৈ প্রত্যেকং বা নিয়োজয় ।  
 কুন্তকর্ণভদ্রা প্রাহ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১৩  
 আরক্ণং যৎ ত্বয়া কৰ্ম্ম স্বাস্থ্যনাশায় কেবলম্ ।  
 ন দৃষ্টোহসি তদা ভাগ্যাৎ ত্বং রামেণ মহাস্থনা ॥ ১৪  
 যদি পশ্যতি রামস্ত্বাং জীবন্মায়াসি রাবণ ।  
 রামো ন মাহুষো দেবঃ সাক্ষাৎসারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ১৫  
 সীতা ভগবতী লক্ষ্মী রামপত্নী যশস্বিনী ।  
 রাক্ষসানাং বিনাশায় ত্বয়ানীতা স্মমধ্যমা ॥ ১৬  
 নিষপিশুমবাগীৰ্য্য মহামীনো যথা তথা ।  
 আনীতা জ্ঞানকৌ পশ্চাৎ ত্বয়া কিং বা ভবিষ্যতি ॥ ১৭  
 যত্নপ্যাহুচিৎ কৰ্ম্ম ত্বয়া কৃতমজ্ঞানতা ।  
 সর্বং সমং করিষ্যামি স্বস্থচিত্তো ভব প্রভো ॥ ১৮  
 কুন্তকর্ণবচঃ শ্রুত্বা বাক্যমিত্তজিদ্ভবীৎ ।  
 দেহি দেব মমাহুজ্ঞাং হত্বা রামং সলক্ষণম্ ।

আপনি আদেশ করুন,—এই সম্পূর্ণ অগংকে আমরা মানুষ ও  
 বানরগণ করিয়া আসি। আপনি এই কার্যে আমাদের  
 সকলকে কেন? এক এক জনকেই বা নিযুক্ত করুন, (তাহা  
 হইলে সেই আপনার নিযুক্ত একজনই সম্পূর্ণ অগংকে বানর ও  
 মানুষগণ করিয়া আসিবে।) এই কথার পর সেই সময় কুন্তকর্ণ  
 রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল ॥ ১২-১৩

তুমি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, তাহা কেবল তোমার  
 নিজের বিনাশের জন্ত। তোমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি  
 সীতাহরণের সময় মহাত্মা রামের দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই ॥ ১৪

রাবণ! রাম যদি তোমাকে দেখিতে পাইতেন, তাহা  
 হইলে তোমাকে জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না;  
 কারণ, এই রাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ অব্যয় পরমাত্মা দেব  
 (ক্যোতির্ময়) নারায়ণ ॥ ১৫

আর যশস্বিনী রামপত্নী সীতা সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী।  
 রাক্ষসগণের বিনাশের জন্ত তুমি সেই স্মমধ্যমা সীতাদেবীকে হরণ  
 করিয়া আনিয়াছ ॥ ১৬

বিশালাকার মংস্তও যদি বিষপিশু গ্রাস করে, তবে তাহার  
 বেক্ষণ যত্ন অবশ্যতাবী হয়, সেইরূপ তুমি নিজের যত্নের জন্তই  
 এই জ্ঞানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। জানি না, ইহার পর  
 আরও কি অনিষ্ট হইবে? অর্থাৎ মংস্ত বিষ ভক্ষণ করিলে,

সুগ্রীবং বানরাংশ্চৈব পুনর্ধাশ্রামি তেহস্তিকম্ ॥ ১৯

ভদ্রাগতো ভাগবতপ্রধানো  
 বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ ।

শ্রীরামপাদদ্বয় একতানঃ  
 প্রণম্য দেবারিমুপোপবিষ্টঃ ॥ ২০

বিলোক্য কুন্তপ্রবণাদিদৈত্যান্  
 মন্তপ্রমত্তানতিবিস্ময়ন ।

বিলোক্য কামাতুরমগ্রমন্তো  
 দশাননং প্রাহ বিমুগ্ধবুদ্ধিঃ ॥ ২১

ন কুন্তকর্ণেজ্জিতৌ চ রাজন্  
 তথা মহাপার্ষ-নহোদরৌ তৌ ।

নিবৃন্ত-কুন্তৌ চ তথাভিকায়ঃ  
 স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্ত ॥ ২২

সেই মংস্ত নিজেই মরে; কিন্তু তুমি সীতাকে হরণ করিয়া  
 আনিয়া একরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়াছ যে, ইহা দ্বারা কেবল তুমি  
 নহ, সম্পূর্ণ রাক্ষসকুল না ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ১৭

প্রভো! যেহেতু তুমি না আনিয়া এই অনুচিত কার্য্য  
 করিয়াছ, সেই হেতু বৈর্য্য ধাং করিয়া অবস্থান কর; আমি  
 ইহার শাস্তি বিধান করিব ॥ ১৮

কুন্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইজ্জিৎ এই কথা বলিল,—  
 দেব! আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি লক্ষণের সহিত  
 রামকে, সুগ্রীবকে এবং সমস্ত বানরগণকে বধ করিয়া আপনার  
 নিকটে পুনরায় ফিরিয়া আসিব ॥ ১৯

এরূপ পরামর্শ চলিতেছে, ইত্যবসরে তথায় ভাগবতপ্রধান,  
 বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরামের পাদদ্বুগলের ধ্যান  
 একাগ্রচিত্তে বিভীষণ আগমন করিয়া দেবশত্রু রাবণকে প্রণাম  
 করত তাহার নিকটে উপবেশন করিলেন ॥ ২০

অগ্রমত্ত ও বিমুগ্ধমতি বিভীষণ কুন্তকর্ণ প্রভৃতি দিতিপুত্র  
 রাক্ষসগণকে মত্ত ও অতীব মত্ত এবং রাবণকে কামাতুর দেখিয়া  
 অভিশয় বিস্ময় সহকারে দশাননকে বলিলেন ॥ ২১

রাজন্! এই কুন্তকর্ণ, ইজ্জিৎ, মহাপার্ষ, মহোদর, নিবৃন্ত,  
 কুন্ত এবং অভিকায়—ইহারা কেহই বুঝে শ্রীরামচজের সম্মুখে  
 অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২২

সীতাভিধানেন মহাগ্রহেণ

গ্রন্থোহসি রাজন্ ন চ তে বিমোক্ষঃ ।

তামেব সংকৃত্য মহাধনেন

দম্ভাভিরামায় সুখী ভব স্বম ॥ ২৩

যাবন্ন রামশ্চ স্থিতাঃ শিলীমুখা

লঙ্কামভি ব্যাপ্য শিরাংসি রক্ষসাম্ ।

ছিদ্যন্তি তাবদ্রঘুনায়কশ্চ ভো

তাং জানকীং ত্বং প্রতিদাতুমর্হসি ॥ ২৪

যাৎস্নগাতাঃ কপয়ো মহাবলা

হরিত্ততুলা নখদংষ্ট্রযাধিনঃ ।

লঙ্কাং সমাক্রম্য বিনাশয়ন্তি তে

তাবদ্রুতং দেহি রঘুতমায় তাম্ ॥ ২৫

রাজন্! আপনি সীতানামক মহাগ্রহের দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছেন; ইহা হইতে আপনার মুক্তি নাই। তবে আপনি যদি সেই সীতাকে মহামূল্য রত্নাদির দ্বারা সম্মানিতা করিয়া রামকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনি সুখী হইতে পারিবেন ॥ ২৩

যে পর্যাণ্ড না সীতামচল্যের নিশিত বাণসমূহ লঙ্কাপুরীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাক্ষসগণের মস্তক ছেদন আরম্ভ করে, আপনি তাহার পূর্বেই রঘুনাথ সীতারের পত্নী সেই জানকীকে সীতারের নিকট প্রত্যর্পণ করুন ॥ ২৪

যে পর্যাণ্ড না পর্বততুলা বিশালদেহ, মহাসিংহসদৃশ পরাক্রমশালী, নখ ও দন্তরূপ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধকারী মহাবল বানরগণ এই লঙ্কা আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যেই আপনি সম্বর রঘুতম রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করুন ॥ ২৫

অস্ত্রধার সুরেন্দ্রগণ বা যম শঙ্করও যদি আপনাকে রক্ষা করেন, তথাপি আপনি নিজের জীবন লইয়া রামের নিকট হইতে মুক্তি পাইবেন না। এমন কি, আপনি যদি দেবরাজ ইন্দের ক্রোড়ে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনার রক্ষা নাই; সাক্ষাৎ যুড়ার ক্রোড়ে থাকিলেও আপনার জীবনের আশা থাকিবে না এবং আপনি যদি পাতাল লোকেও বাইরা প্রবিষ্ট হন, তথাপি আপনার নিস্তার নাই ॥ ২৬

যুড়্য-পথযাত্রী ব্যক্তি বেক্রম ওষধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকে না, সেইরূপ এই খল রাবণ বিভীষণ-কথিত ভতজনক, হিতকর ও পবিত্র বাক্য গ্রহণ করিল না ॥ ২৭

যম এই দিতিবংশজাত রাক্ষস কালপ্রেরিত হইয়া বিভীষণকে বলিল—আমারই দেওরা ভোগসমূহে ইহার অঙ্গ-সকল পুষ্ট হইয়াছে, আমারই সমীপে বাস করিতেছে এবং

জীবন্ ন রামেণ বিমোক্ষ্যসে ত্বং

গুপ্তঃ সুরেন্দ্রৈরপি শঙ্করেণ ।

ন দেবরাজাঙ্কগতো ন যুতোঃ

পাতাললোকানপি সংপ্রবিষ্টঃ ॥ ২৬

গুভং হিতং পবিত্রঞ্চ বিভীষণবচঃ খলঃ ।

প্রতিজ্ঞগাহ নৈবাসৌ ত্রিয়মাণ ইবৌষধম্ ॥ ২৭

কলেন নোদিতো দৈত্যো বিভীষণমথাত্রবীং ।

মদন্তভোগৈঃ পুষ্টাক্ষৌ মৎসমীপে বসন্নপি ॥ ২৮

প্রতীপমাচরত্যেষ মমৈব হিতকারিণঃ ।

মিত্রভাবেন স্বশ্রমে জাতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯

অনার্যোণ কৃত্যেন সঙ্গতির্মে ন যুজ্যতে ।

বিনাশমভিকাক্ষন্তি জাতীনাং জাতয়ঃ সদা ॥ ৩০

আমি ইহার হিতকারী, তথাপি এই বিভীষণ আমার প্রতিজ্ঞা আচরণ করিতেছে। সে আমার মিত্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আমার শত্রু, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৭

এই অভয় ও কৃত্যের সতিত সম্পর্ক রাখা আমার উচিত হইবে না; কারণ, জাতিরা সর্বদাই জাতিগণের বিনাশ কামনা করে (১) ॥ ৩০

১। হিতভাবী বিভীষণের প্রতি রাবণের কটুক্তি বাল্যাকি-রামায়ণে—“বসেং সহ সপত্নেন কুৎসেদাণীবিষেণ চ। ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবশেচ্ছক্রেমেনা।” জানামি শীলং জাতানাং সর্বলোকেষু রাক্ষস। জাতয়েহাপ্যামন্ততে শূরং পরিভবতি চ। নিত্যমন্তোহন্তস্য সংকটো ব্যসনেষাততান্নিনঃ। প্রচ্ছন্ন-জদয়া ঘোরা জাতরস্তু ভয়াবহাঃ। অরন্তে হস্তিভিগীতাঃ স্রোকাঃ পদ্মবনে পুরা। পাশহস্তান্ নরান্ দৃষ্ট্বা শৃণুধ গদভো মম। নান্নির্নান্যানি লক্ষ্যানি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ। ঘোরাঃ স্বার্থ-প্রযুক্তাস্ত জাতরো নো ভয়াবহাঃ। উপায়মেতে বক্ষ্যন্তি গ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ। কুন্সাদ্ ভয়াজ্ জাতিভয়ং কুকটং বিদিতক নঃ। বিদতে গোসু সম্পন্নং বিদতে জাতিভো ভয়ম্। বিদতে জীষু চাপলাং বিদতে ব্রাহ্মণে ভপঃ। ভতো নেতৃমিদং সৌখ্য মদহং লোকসংকৃতঃ। ঐশ্বর্যমভিকাক্ষন্ত রিপুণাং মূর্খি চ হিতঃ। যথা পুঙ্করপদ্মে পতিতান্তোন্নবিন্দবঃ। ন স্নেহমধিগচ্ছতি তথানার্যেযু সৌহৃদম্। যথা শারদি যেষানাম্ নিকটামপি গর্জতাম্। ন ভবত্যনুসংক্রেদন্তথানার্যেযু সৌহৃদম্। যথা মধুকর-তর্জাদ্রসং বিন্দন্ ন তিষ্ঠতি। যথা ত্রমপি ভট্টেব তথানার্যেযু সৌহৃদম্। যথা মধুকরতর্জাং কাশপুষ্পং পিবন্নপি। রসমত্র ন বিন্দেত তথানার্যেযু সৌহৃদম্। যথা পূর্বং গজঃ স্নাত্বা গৃহ্য হন্তেন বৈ রজঃ। দূবরত্যাখানো দেহং তথানার্যেযু সৌহৃদম্। বোহন্ত-ভেবংবিধং ক্রমাদ্ বাক্যমেতন্নিশচর। অগ্নিন্ যুজুর্থে ন ভবেৎ ত্বাং তু যিক্ কুলপাংসন ॥ ৬। ১৬। ২-১৬

যোহিহুশ্বেবংবিধং ক্রয়াদ্ বাক্যমেকং নিশাচরঃ ।

হস্মি তস্মিন্ ক্ষণে এব ধিক্ ভাং রক্ষঃকুলাধমম ॥ ৩১

রাবণেনৈবযুক্তঃ সন্ পুরুষং স বিভীষণঃ ।

উৎপপাত সভামধ্যাদ্ গদাপাণির্মহাবলঃ ॥ ৩২

চতুর্ভিন্নমুদ্রিতিঃ সার্বং গগনস্থোহব্রবীদ্ বচঃ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রাবণং দশকন্ধরম্ ॥ ৩৩

মা বিনাশমুপৈহি ভুং প্রিয়বাদিনমেব মাম্ ।

ধিক্করোষি তথাপি ভুং জ্যোষ্ঠো ভ্রাতা পিতৃঃ সমঃ ॥ ৩৪

কালো রাঘবরূপেণ জাতো দশরথালয়ে ।

কালী সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী ॥ ৩৫

তাবুভাবাগতাবত্রে ভূমের্ভারাপহুস্তয়ে ।

তেনৈব প্রেরিতম্বস্ত ন শৃণোমি হিতং মম ॥ ৩৬

অর্থাৎ যদি অস্ত্র কোনও রাক্ষস আমাকে এই কথা বলিত, ভাগ্য হইলে আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাক্ষসকে বধ করিতাম; অতএব এই রাক্ষসকুলের অধম বিভীষণকে ধিক্ ॥ ৩১

রাবণ একরূপ কর্কশ বাক্যে ভিৎকার করিলে পর সেই মহাবল বিভীষণ হস্তে গদা ধারণ করত সভামধ্য হইতে চারিজন মন্ত্রী সহিত আকাশে লক্ষ প্রদান পূর্বক উখিত হইলেন (১) এবং আকাশে থাকিয়াই দশগ্রীব রাবণকে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩২-৩৩

আমি আপনাকে প্রিয় কথা বলিলাম, আর আপনি আমাকে এইভাবে ধিক্কার দিলেন? তথাপি আপনি জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, সেইহেতু প্রার্থনা করি—আপনার যেন বিনাশ না হয় ॥ ৩৪

দশরথের গৃহে সাক্ষাৎ কাল এই রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর সেই কালের শক্তি কালী সীতা নামে জনক-কঙ্কারূপে জন্মলাভ করিয়াছেন ॥ ৩৫

পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য তাঁহারা উভয়েই এই ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনি তাঁহাদেরই প্রেরণায় আমার হিতকর কথা শুনিলেন না ॥ ৩৬

১। অনুগামী চারিজন রাক্ষসের সহিত বিভীষণ হস্তে গদা ধারণ করিয়া আকাশ পথে চলিয়া যান, ইহা বাস্তবিক-রামায়ণেও পাওয়া যায়,—

ইত্যুতঃ পুরুষং বাক্যং ভায়বানী বিভীষণঃ । উৎপপাত গদাপাণিস্ততুভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ৬।১৬।১৭

শ্রীরামঃ প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎ পরমাত্মং সর্বদা স্থিতঃ ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং সমঃ সর্বত্র সংস্থিতঃ ॥ ৩৭

নামরূপাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবামলঃ ।

যথা নানাপ্রকারেষু বৃক্ষেষুৈকো মহাবলঃ ॥ ৩৮

তত্তদাকৃতিভেদেন ভিত্তিতে জ্ঞানচক্ষুসাম্ ।

পঞ্চকোষাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবাবভো ॥ ৩৯

নীলপীতাদিযোগেন নির্মলঃ স্ফটিকো যথা ।

স এব নিত্যমুক্তোহপি স্বমায়াগুণবিদ্বিতঃ ॥ ৪০

কালঃ প্রধানঃ পুরুষোহব্যাক্তক্ষতি চতুর্বিধঃ ।

প্রধান-পুরুষাভ্যাং স জগৎ কুৎস্নং সৃষ্টিভ্যঃ ॥ ৪১

কালরূপেণ কলনাং জগতঃ কুরুতেহব্যয়ঃ ।

কালরূপী স ভগবান্ রামরূপেণ মায়য়া ॥ ৪২

শ্রীরাম প্রকৃতিরও অতীত সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মরূপে সর্বদা বিরাজমান আছেন অথবা শ্রীরাম প্রকৃতির সাক্ষাৎ ও প্রকৃতির পরমাত্মার অবস্থিত নিষ্ঠাৎ পরম পুরুষ । তিনি সমস্ত ভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ তিনি সমদর্শী ॥ ৩৭

নাম ও রূপাদি ভেদে তিনিই তত্তৎ বস্তুস্বরূপে প্রতিভাত হন অর্থাৎ তিনি নামভেদে ও রূপভেদে নানাবিধ মাত্র । তিনি নির্মল অর্থাৎ সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বরহিত । যেমন নানাবিধ বৃক্ষসমূহে একই মহান্ অগ্নি বিদ্যমান থাকেন, কিন্তু বৃক্ষের নানাবিধ আকৃতি ভেদে—‘ইহা পলাশবৃক্ষাগ্নি, ইহা অশ্বথবৃক্ষাগ্নি’ একরূপ ভেদে অজ্ঞান ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে সজ্জিত হন, সেইরূপ এক শ্রীরাম অনন্তময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞান-ময় কোষ ও আনন্দময় কোষ—এই পঞ্চকোষ ভেদে সেই সেই কোষ রূপে প্রতিভাত হন ॥ ৩৮-৩৯

যেমন স্ফটিক মণি স্বাভাবিক স্বচ্ছ হইলেও নীল ও পীতাদি বর্ণের সংযোগে নীল স্ফটিক মণি ও পীত স্ফটিক মণি বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ তিনি নিত্যমুক্ত হইয়াও নিজ মায়াগুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া কাল, প্রধান, পুরুষ ও অব্যক্ত—এই চাররূপে প্রভীত হন । সেই জন্মরহিত পরমাখ্যা রজোগুণ অবলম্বন করত প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষরূপ ধারণ সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন ॥ ৪০-৪১

সেই অব্যয় পরমাখ্যা তমোগুণ অবলম্বন করত কালরূপ ধারণ করিয়া জগতের সংহার করেন এবং সত্ত্বগুণ অবলম্বন করত অব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়া জগৎ পালন করেন । সেই কাল-পী

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো দেবত্বদ্বার্থমিহাগতঃ  
 তদন্তথা কথং কুর্ধ্যাৎ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ॥ ৪৩  
 হনিষ্ঠ্যতি ত্বাং রামস্ত সপুত্রবলবাহনম্ ।  
 হন্ত্যমানং ন শক্লামি ত্রষ্টুং রামেণ রাবণ ॥ ৪৪  
 ত্বাং রাক্ষসকুলং কুংস্রং ততো গচ্ছামি রাঘবম্ ।  
 ময়ি যাতে সুখী ভূষা রমস্ব ভবনে চিরম্ ॥ ৪৫

দেব ভগবান্ ব্রহ্মার প্রার্থনায় তোমাকে বধ করিবার জন্ত  
 রামরূপ ধারণ করিয়া এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।  
 ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প, সূতরাং তিনি ইহার সন্তথা অর্থাৎ তোমাকে  
 বধ করিবার জন্ত অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে বধ না করা—ইহা  
 কিরূপে করিবেন ? ৪২-৪৩

অতএব রাম পুত্র, সৈন্ত ও বাহনসকলের সহিত তোমাকে  
 বধ করিবেন । রাবণ ! আমি স্বচক্ষে রাম কর্তৃক সম্পূর্ণ  
 রাক্ষসকুল ও তোমাকে নিহত দেখিতে পারিব না, অতএব

১। রাবণকে ত্যাগ করিয়া বাইবার সমস্ত বিভীষণ বাহা  
 রাবণকে বলিয়াছেন, তাহা বাল্মীকিরামায়ণে,—“অত্রবীচ তদা  
 বাক্যং জাতক্ৰোধো বিভীষণঃ । অন্তরিক্ণতঃ শ্রীমান্ ত্রাতা  
 বৈ রাক্ষসাবিগম্ । স তং ত্রাতোহসি মে রাজন্ ক্রহি মাং বদ  
 যদিচ্ছসি । জ্যেষ্ঠো মাতঃ পিতৃসমো ন চ ধর্মপথে স্থিতঃ ।  
 ইদং হি পুরুষং বাচ্যং ন ক্ষমাম্যগ্রজস্ত তে । সুনীতং হিতকামেন  
 বাক্যমুক্তং দশানন । গৃহস্তাকৃতাশ্বনঃ কালস্ত বশমাগতঃ ।  
 পুরুষাঃ সুলভা রাঘবন্ সততং প্রিয়বাসিনঃ ॥ অপ্রিয়স্ত পথস্য

শ্রীমদ্রবী বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ  
 সমাপ্ত ।

বিভীষণো রাবণবাক্যতঃ কণাৎ  
 বিসৃজ্য সর্বং সপরিচ্ছদং গৃহম্ ।  
 অগাম রামস্ত পদারবিন্দয়োঃ  
 সেব.ভিকাজ্জৌ পরিপূর্ণমানসঃ ॥ ৪৬  
 ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরমংবাদে  
 লঙ্কাকাণ্ডে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

আমি এখন সেই রামের নিকট গমন করিতেছি । আমি গমন  
 করিলে পর তুমি সুখী হইয়া দীর্ঘকাল এই ভবনে সানন্দে বাস  
 কর (১) ॥ ৪৪-৪৫

বিভীষণ রাবণের সেই বাক্যে ব্যথিত হইয়া ক্ষণকালের  
 মধ্যেই নিজের সমস্ত পরিজনবর্গ ও গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামের  
 ঐশাদপদাঙ্গের সেবার আকাঙ্ক্ষা করত পূর্ণমনোরথ হইয়া  
 শ্রীরামসমীপে গমন করিলেন ॥ ৪৬

বক্তা শ্রোতা চ তুল্যতঃ । বন্ধং কালস্ত পাশেন সর্বভূতাপ-  
 হারিণঃ । ন নশ্বত্মপেক্ষে ত্বাং প্রদীপ্তং শরণং যথা । দীপ্তপাংক-  
 সঙ্কটৈঃ শিতৈঃ কাক্ষনভূষটৈঃ । ত্বামিচ্ছামাহং ত্রষ্টুং রামেণ  
 নিহতং শটৈঃ । শূরাশ্চ বলবতশ্চ কৃতাত্মাশ্চ নরা বণে ।  
 কালাভিপ্লবঃ সীদন্তি যথা বালুকাসেতবঃ । তদ্যর্থমুত্থ্য যচ্চোক্তং  
 গুরুত্বাতিতমিচ্ছতা । আত্মানং সর্বথা রক্ষ পুরীক্ষেমাং  
 সরাক্ষসাম্ । যতি তেহন্ত গমিষ্ঠ্যামি সুখী ভব ময়া বিনা ।”  
 ৬।১৮।২৫-৩০

## তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

[ শ্রীরামশ্চ সমীপে বিভীষণস্তাগমনম্, শ্রীরামশ্চ স্তুতিঃ, সাগরবন্ধনবর্ণনঞ্চ ]

শ্রীমহাদেব উবাচ

বিভীষণো মহাভাগশ্চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সহ ।  
আগত্য গগনে রামমুখে সমবস্থিতঃ ॥ ১  
উচ্চৈরুবাচ ভোঃ স্বামিন্ রাম রাজীবলোচন  
রাবণস্তানুজোহহং তে দারত্ববিশীষণঃ ॥ ২  
নান্য ভ্রাতা নিরস্তোহহং হ্রমেব শরণং গতঃ ।  
হিতমুক্তং ময়া দেব তস্য চাবিদিতাত্মনঃ ॥ ৩  
সীতাং রামায় বৈদেহীং প্রেষয়েতি পুনঃ পুনঃ ।  
উক্তোহপি ন শৃণোত্যেব কালপাশবশং গতঃ ॥ ৪

### তৃতীয় অধ্যায়ঃ

[ শ্রীরামের নিকট বিভীষণের আগমন, শ্রীরামের স্তুতি ও সাগর বন্ধনবর্ণন ।

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— দেবি । ভদ্রনগর মহাভাগ বিভীষণ  
সিঁড়ির চাবিখন মন্ত্রীর সহিত আসিয়া আকাশেই শ্রীরামের  
মুখে অবস্থান করিলেন ॥ ১

ভারপর তিনি ঈর্ষ্যার বশিষ্ঠে লাগিলেন,— হে স্বামিন্ ।  
ও কমলোচন রাম । আমি আপনার ভাৰ্যাপহরণকারী  
রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম বিভীষণ । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা  
রাবণ আমাকে দুর্বাকা বলিয়া ভিতরকার করিয়াছে, আমি  
সেইজন্য আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম । দেব । সেই আশ্র-  
য়ানন্তর রাবণকে আমি পুনঃ পুনঃ এই হিত কথা বলিয়াছিলাম  
যে, বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও ।  
কিন্তু এই কথা আমি বলিলেও সেই রাবণ কালপাশের বশবর্তী  
হইয়া ভ্রাতা স্তম্ভিত না ॥ ২-৪

১ । ব্যাক্যিক রামায়ণে দেখা যায়,— রাম ও লক্ষ্মণ যেখানে  
ছিলেন, তথায় চার সহস্র সহ বিভীষণ আসিয়া আকাশে  
অবস্থান করিলে পর সুগ্রীব ও অন্তান্ত বানরগণ এই রাক্ষসদিগকে  
হত্যাকারী ভাবিয়া নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিল ।  
ভাইদের আলোচনা শুনিয়া বিভীষণ নিজের পরিচয় দিয়া  
বলিল—“সোহহং পুরুষভক্তো দাসবজ্জীবমানিভঃ । ভ্রাতৃ,  
পুত্রাংশ্চ দারাত্মক রাবণং শরণং গতঃ । বিবেদয়ত মাং কিপ্রং  
রাবণায় মহাত্মনে । সর্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্” ॥  
৬১৭:৬১৭

বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করত সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের  
মুখে রামকে বলিলেন—“প্রবীক্ঃ শক্রমৈতৎ হি প্রাপ্তঃ শত্রুরত-  
কিতঃ । নিহন্যাৎসত্ত্বং লক্ষ্মী উলুকেণ বায়ুসানিব । যন্তে ব্যাহে নয়ে

হন্তং মাং খড়্গনাদায় প্রাজ্জবদ রাক্ষসাধমঃ ।

ততোহচিরেণ সচিবৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতো ভয়াৎ ॥ ৫

ভ্রামেব ভবনোক্ষায় মুমুক্ষুঃ শরণং গতঃ ।

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাক্যমববীৎ ॥ ৬

বিশ্বাসার্হো ন তে রামঃ নারায়ী রাক্ষসাধমঃ ।

সীতাচতুর্ভিঃশেষেণ রাবণস্তানুজো বলী ॥ ৭

মন্ত্রিভিঃ সায়ুধৈশ্চান্যান্ বিবরে নিহনিস্মতি ।

তদাস্তাপয় মে দেগ বানরৈহ্যতানয়ম্ ॥ ৮

বরং সেই রাক্ষসাধম একটি খড়্গ লইয়া আমাকে বধ  
করিবার জন্য আমার দিকে ধাবিত হইয়া আসিল । সেইহেতু  
আমি ভয়ে আমার চার জন মন্ত্রীর সহিত আপনার শরণাগত  
হইলাম, কেবল রাবণের ভয়ের জন্যই নহে, আমি এই সংসার  
হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত মুক্তিকামী হইয়া আপনারই শরণ  
গ্রহণ করিলাম । তখন সুগ্রীব বিভীষণের এই কথা শ্রবণ  
করিয়া বলিলেন ॥ ৫-৬

রাম । এই রাক্ষসাধম তোমার বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে  
না । অর্থাৎ এই রাক্ষসকে তুমি বিশ্বাস করিও না; কারণ, সে  
মারাবী, বিশেষতঃ সীতাপহরণকারী রাবণের সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা  
ও বলবান্ ॥ ৭

অস্ত্রধারী চার মন্ত্রীর সহিত এই রাক্ষস ছিন্ন (সুযোগ)  
পাইলেই আমাদেরই বিনাশ করিবে । দেব । অতএব তুমি  
আদেশ কর, বানরগণ ইহাকে বধ করুক (১) ॥ ৮

চারে যুক্তো ভবিতুমর্হসি । বানরাণাঞ্চ ভদ্রং তে পরেষাঞ্চ পরশশ ॥  
অন্তর্ধানগতা হোত্তে রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ । শূরাশ্চ নিকৃতিকাস্চ  
তেষাং জাতু ন নিশ্চয়ং ॥ প্রণিধী রাক্ষসেন্দ্রিয় রাবণস্য ভবেদয়ম্ ।  
অনুপ্রবিণ্য সোহস্মান্ ন ভেদং কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ । অথবা  
স্বরমেবৈবজ্জিন্নমাসাদ বুদ্ধিমান্ । অনুপ্রবিণ্য বিশ্বস্তে কদাচিৎ  
প্রহরেদপি । মিত্রাদপি বলকৈব মৌলভূতাবলম্বথা । সর্বমেতদ্  
বলং গ্রাহ্যং বর্জয়িত্বা দ্বিষদ্বলম্ ॥ প্রকৃত্যা রাক্ষসো হ্যেব  
ভ্রাতা মিত্রস্ত নৈ প্রভো । আগতশ্চ রিপুঃ সাক্ষাৎ কথমশ্লিষ্টে  
বিশ্বসেৎ ॥ রাবণস্তানুজো ভ্রাতা বিভীষণ ইতি শ্রুতঃ । চতুর্ভিঃ সহ  
রক্ষোভির্ভবন্তঃ শরণং গতঃ ॥ রাবণেন প্রণীতং হি ভবমেহি  
বিভীষণম্ । তস্যাহং নিগ্রহং যন্তে ক্ষমং ক্ষমবত্যাং বর ইত্যাদি  
৬:১৭১৯-২৭ সুগ্রীবের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামেন্দ্র হনুমান্  
প্রভৃতি সকলের ‘মন্ত’ জানিতে চাহিলেন । প্রথমে অজদ

মমৈবং ভাতি তে রাম বুদ্ধা কিং নিশ্চিতং বদ ।

শ্রুত্বা সূগ্ৰীবচনং রামঃ সশ্রিতমব্রবীৎ ॥ ৯

যদীচ্ছামি কপিশেষ্ঠ লোকান্ সর্বান্ সহৈশ্বরান্ ।

নিমিষাৰ্হেন সংহৃতাং সৃজামি নিমিষাৰ্হিতঃ ॥ ১০

রাম । আমার মনে, 'ত' এই কথাই ভাসিতেছে । এখন তোমার বুদ্ধিতে কি কি বিবেচনা হইতেছে বল ? শ্রীরাম সূগ্ৰীবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্ত সহকারে বলিলেন । ৯  
কপিশেষ্ঠ (বানরোত্তম) । যদি আমি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে অর্দ্ধ নিমিষের মধ্যে লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোকসমূহকে ধ্বংস করিতে পারি এবং সৃষ্টিও করিতে পারি ।

বলিলেন—“শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা তর্ক্য এব হি ।  
বিশ্বাসনীরঃ সহসান কৰ্ত্তব্যো বিভীষণঃ” ॥ ইত্যাদি ৬১৭.৩৯  
তারপর শরত বলিলেন “শরতস্তুথ নিশ্চিত্য সার্থং বচনমব্রবীৎ  
কিপ্রমশ্রিতব্যাক্ত্য চারঃ প্রতিবিধায়তাম্ । প্রণিধায় হি চারৈণ  
বধাবৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিনা । পরোক্ষ্য চ ততঃ কার্যো যথাশাস্ত্রং পরিগ্রহঃ ।  
১১৭৭৪০-৪৪ ইহার পর জাহবান্ বলিলেন—“জাহবাত্তুথ  
সম্প্রেক্ষ্য শাস্ত্রবুদ্ধ্যা বিচক্ষণঃ । বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস গুণবদ্বোধ-  
বলিত্তম্ । বহুবৈরাগ্য পাশাপাশ্য রাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ । অদেশ-  
কালসম্প্রাপ্তঃ সর্বথা শক্ত্যভ্যাসম্ ॥ ৭১৭ ৪৫-৬ । অতঃপর  
মৈন্দ বলিলেন,—অনুজ্ঞা নাম তৈশ্বর্য রাবণস্য বিভীষণঃ । পৃচ্ছ-  
তাং মধুরৈশ্বর্যং শৈবৈশ্বর্যপতীশ্বরঃ । ভাবময় তু বিজ্ঞায় তত্ত্বতত্ত্বং  
করিত্বামি । যদি হুঁকৌ ন হুঁকৌ বা বুদ্ধিপূর্বকং নরহর্ষ । ৭১৭  
৪৮৪৯ সর্বশেষে মহামতি হনুমান্ পূর্বোক্ত সমস্ত মত খণ্ডন  
করিয়া ১১টি শ্লোকে নিজের অভিমত বক্ত করিয়াছেন—“অথ  
সংস্কারসম্পন্নো হনুমান্ সচিবোত্তমঃ । উবাচ বচনং স্তম্ভমর্থবশ্যমুদ-  
লম্ । এই ৭১৭ ৫০ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া—“উদ্যোগ-  
তব সম্প্রেক্ষ্য মিথ্যাবৃত্তক রাবণম্ । বালিনক হতং শ্রুত্বা  
সূগ্ৰীবকথাভিষেচিতম্ । রাজ্যং প্রার্থয়মানং তু বুদ্ধিপূর্বমিহাগতঃ ।  
এতাবৎ তু পুরস্কৃত্য বিদ্যতে তস্য সংগ্রহঃ । যথাশক্তি মরোক্তং  
তু রাক্ষসস্বার্থব্যং প্রতি । প্রমাণং ত্বং হি সর্বস্য শ্রুত্বা বুদ্ধিমতঃ  
বর ৭১৭৫৬-৬৮

(১) ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রতিজ্ঞা বাক্য বাল্মীকি  
রামায়ণেও ৬-১৮৭৩ শ্লোকে ‘অনুরূপ’ বাক্যেই কথিত হইয়াছে,  
যথা—“সকৃদেব প্রপন্নায় ভবান্মীতি চ যাচতে । অভয়ং সর্ব-  
ভূতেভ্যো দদাম্যেভদ্ ব্রতং মম ॥” বাল্মীকিরামায়ণে দেখা  
যায়, হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া পর শ্রীরাম সূগ্ৰীবকে কিছু  
নীতি কথা উপদেশ করেন, উদ্যোগে শরণাগতের প্রতি বেকপ

অতো ময়াভয়ং দত্তং শীঘ্রমানয় রাক্ষসম্ ॥ ১১

সকৃদেব প্রপন্নায় ভবান্মীতি চ যাচতে ।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেভদ্ ব্রতং মম ॥ ১২

অতএব আমি সেই রাক্ষসকে অভয় দান করিরাছি, তুমি সত্ত্ব  
তাহাকে এখানে লইয়া এস ॥ ১০-১১

যে ব্যক্তি ‘আমি তোমার’ এই কথা একবার বলিয়া  
আমার নিকট অভয় প্রার্থনা করে, তাহাকে সমস্ত ভূতবর্গ অর্থাৎ  
অবাস্তব, অজ্ঞ, যেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ প্রাণী এবং  
অলচর, স্থলচর ও খেচর প্রভৃতি সর্ববিধ প্রাণিবর্গ হইতে আমি  
অভয় দান করি এবং এই অভয় দান করা আমার ব্রত অর্থাৎ  
সঙ্কল্প (১) ॥ ১২

ব্যবহার করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে একটি ইতিহাস শ্রবণ কর, এই  
কথা বলিয়া শ্রীরাম কহিলেন,—‘শ্রুত্বো হি কপোতেন শত্রুঃ  
শরণমাগতঃ । অচিৎকথ্যাত্ম্যং যৈশ্চ মাংসৈনিমগ্নিতঃ । স  
হি তং প্রতিজ্ঞগ্রাহ ভাষ্যাহর্ষাক্ষমাগতম্ । কপোতো বানরশেষ্ঠ  
কিং পুনর্মদ্বিধো জনঃ । ঋষেঃ কথস্য পুণ্যেণ কত্বান্ পরমবিণা ।  
শূণ্ণাথা পুরা গীতা বস্মিষ্ঠা সভাবাদিনা । বহ্নাজলিপুটং দীনঃ  
যাচত শরণাগতম্ । ন হস্তাদানুশাস্ত্যর্থমপি শত্রুং পরন্তপ ।  
আর্তো বা যদি বা দৃশুঃ পরেষাং শরণং গতঃ । অগ্নিঃ প্রাণান্  
পরিভাজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃত্যয়না । ন চৈদ্ ভরাদ্ বা মোহাদ্ বা  
কামাদ্ বাপি ন রক্ষতি । যস্মা শক্ত্যা যথাশাস্ত্রং তৎপাণং  
লোকগহিতম্ । বিনষ্টঃ পশ্যাত্তস্য রক্ষিণঃ শরণং গতঃ ।  
আদায় স্কৃতং তস্য সর্বং গচ্ছেদরক্ষিতঃ । এবংদোবো মহানঃ  
প্রপন্নান্নরক্ষণে । অযর্গ্যং চাহশস্তকং বঙ্গবীর্য্যবিনাশনম্ ।  
করিত্বামি যথার্থং তু কতোর্বচনমুত্তমম্ । বস্মিষ্ঠক যশস্যক যগং  
স্মাতু কলোদয়ে ॥’ ৬১৮১২৪-৩২ ইহার পরই পরম কারুণিক  
শ্রীভগবানের সর্বলোকপ্রসিদ্ধ সেই অভয়বাণী—

“সকৃদেব প্রপন্নায় ভবান্মীতি চ যাচতে ।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেভদ্ ব্রতং মম ॥ ৬-১৮৭৩

এই অভয় দান করত শ্রীরাম সূগ্ৰীবকে বলিলেন,—‘আনয়নং  
হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্তাভয়ং ময়া । বিভীষণো বা সূগ্ৰীব যদি বা  
রাবণঃ যয়ম্ ॥’ শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করত সূগ্ৰীব অত্যন্ত  
সৌহার্দে পরিপূরিত হইয়া কহিলেন—‘কিমত্র চিত্রং ধর্মজ  
লোকনাথশিখামণে । যত্বমার্থ্যঃ প্রভাবেষণাঃ সত্ত্ববান্ সংপথে  
স্থিতঃ । মম চাপাত্তরায়ায়ং গুহ্যং বেত্তি বিভীষণম্ । অনুমানাত  
সর্বতঃ স্তম্ভীকিতঃ । তস্ম্যং কিপ্রং সহান্মাভিস্তল্যো ভবতু  
রাঘব । বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞঃ সখিত্বং চাভ্যুপৈতু নঃ ॥’

৬১৮১-৬৩৮

রামশ্চ বচনং শ্রুয়া স্মৃত্বীষ্যো হৃষ্টমানসঃ ।  
 বিভীষণমথানাম্য দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥ ১০  
 হর্ষগদগদয়া বাচা ভক্ত্যা চ পরয়াষিতঃ ॥ ১৪  
 বিভীষণস্ত সাত্বিকং প্রণিপতা রঘুন্তমম্ ।  
 রামং শ্যামং বিশালাক্ষং প্রসন্নমুখপঙ্কজম্ ॥ ১৫  
 ধনুর্বাণধরং শান্তং লম্বণেন সমন্বিতম্ ।  
 কৃতাজলিপুটো ভূষা স্তোভুং সমুপচক্রমে ॥ ১৬  
 বিভীষণ উবাচ ।  
 নমস্তে রাম রাজেন্দ্র নমঃ সীতামনোরম ।  
 নমস্তে চণ্ডকোদণ্ড নমস্তে ভরুবৎসল ॥ ১৭  
 নমোহনন্তায় শান্তায় রামায়ামিততেজসে ।  
 স্মৃত্বীষমিত্রায় চ তে রঘুণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮  
 জগদ্ধংপত্তিনাশানাং কারণায় মহাত্মনে ।  
 ত্রৈলোক্যগুরুবেহনাদিগৃহস্থায় নমো নমঃ ॥ ১৯

সূত্রীষ ঐরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত  
 প্রসন্ন হইলেন এবং তাহার পর বিভীষণকে আনাইয়া ঐরাম-  
 চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন ॥ ১০

ভবন বিভীষণ রঘুন্তম রামকে সাক্ষাৎ (৫।৫।১-৩ ব্যাখ্যা  
 দ্রষ্টব্য) প্রণাম করত পরম ভক্তিসহকারে কৃতাজলি হইয়া  
 হর্ষগদগদ বাক্যে বিণাললোচন, প্রসন্ন মুখকমল, ধনুর্বাণধারী,  
 শান্ত ও লম্বণের সহিত বিরাজমান শ্যামসুন্দর ঐরামকে স্তব  
 করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪-১৬

বিভীষণ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র রাম! আপনাকে  
 নমস্কার। সীতামনোরম! আপনাকে নমস্কার। প্রচণ্ড  
 কোদণ্ড-ধনুর্ধর রাম! আপনাকে নমস্কার। ভরুবৎসল!  
 আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭

হে অনন্ত! হে শান্ত অথচ অমিততেজস্বী রাম!  
 আপনাকে নমস্কার। আপনি সূত্রীষের মিত্র (উপকারকারী)  
 ও রঘুবংশের পতি (পালক), আপনাকে নমস্কার ॥ ১৮

আপনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, মহাত্মা  
 (পরমাত্মা), ত্রিভুবনগুরু ও অনাদিগৃহস্থ (‘ন গৃহং গৃহমিভ্যাকং  
 গৃহিণী গৃহমুচ্যতে’। ভাদ্রপদে গৃহে তিষ্ঠতীতি গৃহস্থঃ। ভৃগু  
 আদিং বক্তৃং কোহপি ন সমর্থ ইতি অনাদিগৃহস্থঃ। অর্থাৎ  
 হে জগদত্তরো পরমাত্মন! আপনি সর্বদা স্বীয় শক্তি মারা  
 দেবীর সহিত অবস্থান করেন, আপনি যে কোন অনাদি কাল  
 হইতে এইভাবে বশতির সহিত বিরাজমান আছেন, তাহা

হৃমাদির্জগতাং রাম হৃমেব স্থিতিকারণম্ ।  
 হৃমন্তে নিধনস্থানং স্বেচ্ছাচারম্বেব হি ॥ ২০  
 চরাচরাণাং ভূতানাং বহিরন্তশ্চ রাঘব ।  
 ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ ভবান্ ভাতি জগন্ময়ঃ ॥ ২১  
 হৃদয়ায়া হৃতজ্জানা নষ্টাত্মানো বিচেতসঃ ।  
 গতাগতাং প্রপত্তস্তে পাপপুণ্যবশাং সদা ॥ ২২  
 ভাবৎ সত্যং জগদ্বাতি শুক্তিকারজতং যথা ।  
 যাবন্ম জায়তে জ্ঞানচেতসা নাস্তগামিনা ॥ ২৩  
 হৃদজ্জানাং সদা যুক্তাঃ পুত্রদারগৃহাদিমু ।  
 রমন্তে বিষয়ান্ সর্বানন্তে হৃৎপ্রদান্ বিভো ॥ ২৪  
 হৃমিস্ত্রোহর্ষির্ঘমো রক্ষো বরুণশ্চ তথানিলঃ  
 কুবেরশ্চ তথা রুদ্রম্বেব পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫

বর্ণনা করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।) আপনাকে নমস্কার  
 নমস্কার ॥ ১৯

রাম! আপনিই জগতের আদি, আপনিই সেই জগতের  
 স্থিতির কারণ, আর অস্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই সেই  
 জগতের লয়স্থান এবং আপনিই এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি  
 লীলা কার্য ইচ্ছানুসারে করেন বলিয়া আপনিই বেচ্ছাধীন—  
 আপ্তকাম ॥ ২০

হে রাঘব! এই পরিতৃপ্তমান স্বাবর ও জজ্ঞাম্যাক প্রাণি-  
 বর্গের বাহিরে এবং অন্তরে ব্যাপ-ব্যাপক রূপে বিরাজমান  
 আছেন বলিয়া আপনি ‘জগন্ময়’ ॥ ২১

আপনার মাত্রা দ্বারা জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) অপসারিত  
 হইলে পর বাহাদের সদস্য চেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার  
 দেহ নষ্ট হইলে পর যত্নপাপ ও পুণ্য কর্মের বশীভূত হইয়া  
 চিরকাল এসংসারে বাতারাভ করিতে থাকে ॥ ২২

যে রূপ শুক্তিকার রূপ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বিকান্তে  
 রজত ভ্রম হইতে থাকে, সেইরূপ অনন্তগামী অর্থাৎ অন্ত সর্ব-  
 বিধ ভাবনামুক্ত জ্ঞানময় চিত্তে আপনার রূপ জ্ঞান না হওয়া  
 পর্যন্ত জগৎ সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ॥ ২৩

হে বিভো! আপনার রূপ জ্ঞানলাভ না হওয়ার জীবন  
 পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে সদা আসক্ত থাকিয়া অস্তে অর্থাৎ  
 পরিণামে হৃৎপ্রদ রূপাদি সমস্ত বিষয়সমূহ উপভোগ করিতে  
 থাকে ॥ ২৪

ভগবন্! আপনি ইন্দ্র, অগ্নি, বম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু,  
 কুবের এবং রুদ্র। আপনিই পুরুষোত্তম ॥ ২৫



ত্বমণোরপ্যীয়ান্শ্চ স্কুলাং স্কুলতরঃ প্রভো ।  
 ত্বং পিতা সর্বলোকানাং মাতা যাতা ত্বমেব হি ॥ ২৬  
 আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোহুচ্যতোহব্যয়ঃ ।  
 ত্বং পাণিপাদরহিতশ্চক্ষুঃশ্রোত্রবিবজ্জিতঃ ॥ ২৭  
 শ্রোতা দ্রষ্টা গ্রহীতা চ জবনস্থং খরাস্তকঃ ।  
 কোষেভ্যো ব্যতিরিক্তস্থং নিগুণো নিকৃপাশ্রয়ঃ ॥ ২৮  
 নিবিকল্পো নিবিকারো নিরাকারো নিরীশ্বরঃ ।  
 যড়ভাবরহিতোহনাদিঃ পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ ॥ ২৯  
 মায়য়া গৃহ্যমানস্থং মনুষ্য ইব ভাবাসে ।  
 জাহ্না ত্বাং নিগুণমজ্ঞং বৈষ্ণবা মোক্ষগামিনঃ ॥ ৩০  
 অহং ত্বংপাদমস্ত্যক্তিং নিশ্রেণীং প্রাপ্য রাখব ।

হে প্রভো! আপনি অণু (সূক্ষ্ম) হইতেও অণুতর এবং স্কুল হইতে স্কুলতর। আপনি পিতা (পালন-কর্তা ও রক্ষাকর্তা), আপনি মাতা (মনের পরিমাণ বোধযুক্ত) অর্থাৎ যিনি স্নেহ সহকারে সন্তানের সমস্ত মনের কামনা জানিয়া যথাকালে তাহা প্রদান করেন, তিনিই হইবেন—‘মাতা’।) এবং আপনি-ই যাতা (ধারণকর্তা) ॥ ২৬

আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই এবং আপনি পরিপূর্ণ, অচ্যুত (অমহিমা হইতে অবিচ্যুত) ও অব্যয়। আপনি হস্ত ও পদরহিত এবং চক্ষু ও কর্ণরহিত ॥ ২৭

প্রভো! যদিও আপনি কর্ণরহিত, তথাপি আপনি শুনিতে পান; চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান; হস্ত নাই, তথাপি গ্রহণ করেন এবং পদহীন হইয়াও সবেগে গমন করেন। আপনি গৃহীত্বহীন অর্থাৎ নিরাকার হইয়াও খরনামক দ্রব্য স্বাভাবিকভাবে ধারণ করিবার ক্ষমতা এই ‘রাম’ রূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি অন্নময়াদি পক্ষ কোষ হইতে ভিন্ন, নিগুণ, নিরাশ্রয়, নিবিকল্প, নিবিকার, নিরীশ্বর, জন্মাদি যড়ভাব রহিত (পূর্বে এই সমস্ত পদের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হওয়ার অন্তরে পুনঃ প্রদর্শিত হইল না।), অনাদি এবং প্রকৃতির পরস্থিত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরম পুরুষ ॥ ২৮-৩০

আপনি স্বীয় মায়াবলে এই দেহ গ্রহণ করায় মানুষের ভায় বোধ হইতেছেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবগণ আপনাকে নিগুণ ও অজ পরমব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩০

হে রাখব! হে ঈশ্বর! আপনার শ্রীপাদযুগলে অচলা ভক্তিরূপ নোপান (নির্ভী)-শ্রেনী প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানযোগ নামক সৌখে আরোহণ করিবার বাসনা হইয়াছে ॥ ৩১

ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাখ্যং সৌধমারোঢ়ুমীশ্বর ॥ ৩১  
 নমঃ সীতাপতে রাম নমঃ কারুণিকোত্তম ।  
 রাবণারে নমস্তভ্যং জাহি মাং ভবসাগরাং ॥ ৩২  
 ততঃ প্রসন্নঃ প্রোবাচ শ্রীরামো ভক্তবৎসলঃ ।  
 বরং বৃগীষ তত্রং তে বাঞ্ছিতং বরদোহস্মাহ ॥ ৩৩  
 বিভীষণ উবাচ ।

যথোহস্মি কৃতকৃত্যোহস্মি কৃতকার্যোহস্মি রাখব ।  
 ত্বংপাদদর্শনাদেব বিমুক্তোহস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪  
 নাস্তি মৎসদৃশো যথো নাস্তি মৎসদৃশঃ শুচিঃ ।  
 নাস্তি মৎসদৃশো লোকো রাম ত্বমুদ্ভিদর্শনাৎ ॥ ৩৫  
 কর্মবন্ধবিনাশায় ত্বজ্জ্ঞানং ভক্তিলক্ষণম্ ।  
 ত্বদুদ্যানং পরমার্থকং দেহি মে রঘুনন্দন ॥ ৩৬

হে সীতাপতে রাম! আপনাকে নমস্কার। হে কারুণিকোত্তম (দয়ালুশ্রেষ্ঠ)! আপনাকে নমস্কার। হে রাবণারে (রাবণলক্ষ)। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমাকে এই ভব (সংসার)-সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন (১) ॥ ৩২

তদনন্তর বিভীষণের এই স্তবে ভক্তবৎসল শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,— বিভীষণ! তোমার মঙ্গল চাইক, তুমি তোমার মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বরদান করিব ॥ ৩৩

বিভীষণ বলিলেন,— রাখব! আমি যজ্ঞ হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম ও কৃতকার্য (প্রাপ্য বস্ত্র প্রাপ্ত) হইলাম। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়াই আমি সর্বভোক্তা হইয়া মুক্ত হইয়া গিয়াছি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৪

রাম! আপনার এই দিবা মুক্তি আজ দর্শন করিতে পাওয়ায় অঙ্গগতে আমার তুল্য যজ্ঞ আর কেহ নাই, আমার সদৃশ আর কেহ পবিত্র নাই এবং আমার তুল্য আর কোন ব্যক্তিই নাই ॥ ৩৫

হে রঘুনন্দন! আমার কর্মবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্ত

(১) বাণ্যাকিরামায়ণে পাণ্ডুরা যান,—শ্রীরাম অভয়দান করিলে পর বিভীষণ আকাশ হইতে ঠার সহচরের সহিত ভূতলে নামিয়া শ্রীরামের শ্রীচরণদ্বয়ে পতিত হন এবং বলেন—‘যজ্ঞযুক্তক যুক্তক সাম্প্রভ্যং সম্প্রহর্ষণম্’। অনুজ্ঞা রাবণস্বাহং তেন চান্ধাবমানিতঃ ভবন্তং সর্বভূতানাং শরণং শরণং গন্তঃ। পরিত্যক্তা ময়া লঙ্কা মিত্রাণি চ বনানি চ। ভবদ্গতং হি মে বাজ্যং জীবিতক সুখানি চ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামো বচনমববীৎ ॥ ১।১১-৪ ৬

ন যাচে রাম রাজেন্দ্র সুখং বিষয়সম্ভবম্ ।  
 ত্বৎপাদকমলে সন্তা ভক্তিরেব সদাস্ত্র মে ॥ ৩৭  
 ওমিত্যুক্তা পুনঃ শ্রীভো রামঃ প্রোবাচ রাক্ষসম্ ।  
 শৃণু বক্ষ্যামি তে ভক্ত রহস্যং মম নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮  
 মন্ত্ৰজ্ঞানং প্রশাস্ত্রানং যোগি ॥ বীতরাগিণাম্ ।  
 জদয়ে গীতস্মা নিত্যং বসাম্যত্র ন সংশয় ॥ ৩৯  
 তস্মাৎ ত্বং সর্বদা শাস্ত্রঃ সর্বকল্মষবর্জিতঃ ।  
 মাং ধ্যাত্বা মোক্ষ্যসে নিত্যং ঘোরদংসারসাগরাৎ ॥ ৪০  
 স্তোত্রমেতৎ পাঠদ্যস্ত লিখদ্ যঃ শৃণুয়াদপি ।

আপনি আমাকে আপনার ভক্তি চিহ্নাক্ত জ্ঞান, ধ্যান ও পরমার্থ অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করুন ॥ ৩৬

হে রাজেন্দ্র । আমি বিষভোপন্ন সুখ প্রার্থনা করি না, কেবল আপনার শ্রীচরণকমলে যেন বদা আমার একনিষ্ঠা ভক্তি থাকে ॥ ৩৭

তখন শ্রীরাম বিভীষণের প্রার্থনা পূরণ করিয়া প্রীতচিত্তে বিভীষণকে বলিলেন,—ভক্ত ! আমি তোমার নিকট আমার নিশ্চিত গুঢ় রহস্য বর্ণনা করিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৩৮

আমার যে সাং ভক্তগণ শাস্ত্রচিত্ত ও যোগযুক্ত এবং সাহাদের হৃদয় হইতে বিশ্ব নুরাগ চলিয়া গিয়াছে, আমি তাহাদের হৃদয়ে নিত্য সীতার সতিত বাস করি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৯

সেইহেতু সর্বদা শাস্ত্র ও সর্বপাপমুক্ত হইয়া আমাকে নিত্য ধ্যান করিলে তুমি এই ভরসার সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ৪০

যে ব্যক্তি নিত্য আমার প্রীতির জন্ত এই স্তোত্র পাঠ করে, লিখে কিংবা শ্রবণও করে, সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১

এই কথা বলিয়া ভক্তবৎসল শ্রীরাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—বৎস ! এই বিভীষণ আমাকে দর্শন করার ফল এখনই অবলোকন করুক (ইহার ভাবপর্য্য হইল এই যে, আমার দর্শন হইলে ত' মুক্তিসাভ লাভ হইবেই, কিন্তু তাহা পরলোক-সাপেক্ষ; বর্তমানে সে ঐহিক ফল প্রাপ্ত হউক বাহা এই দেহেই ভোগ হইবে।) ॥ ৪২

যতদিন সংসারে চন্দ্র ও সূর্য থাকিবেন এবং যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে, ততদিনের জন্ত আমি তাহাকে (বিভীষণকে) লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তুমি সাগর হইতে জল আনয়ন কর ॥ ৪৩

মৎপ্রীতয়ে মমভীষ্টং সাক্ষ্যং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১

ইত্যুক্তা লক্ষ্মণঃ প্রাহ শ্রীরামো ভক্তভক্তিমান্ ।

পশ্যত্বিদানীমেবৈষ মম সন্দর্শনং ফলম্ ॥ ৪২

লঙ্কারাজ্যেহভিষেক্যামি জলমান্য সাগরাৎ ।

যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ ত্রিভূতি মেদিনী ॥ ৪৩

যাবন্মম কণা লোকে ভাবদ্রাজ্যং করোহসৌ ।

ইত্যুক্তা লক্ষ্মণেনাসু হানাস্য কলসেন তন্ম ॥ ৪৪

লঙ্কারাজ্যাধিপত্যার্থমভিমেকং রম্যপাণ্ডঃ

কারয়ামাস চিবেলক্ষ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ৪৫

যতকাল এসংসারে আমার কথার প্রচলন থাকিবে, ততকাল এই বিভীষণ লঙ্কার রাজত্ব করুক। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণের দ্বারা কলসে করিয়া সাগরের জল আনাইয়া লক্ষ্মণগতি শ্রীরাম লঙ্কা রাজ্যের অধিপতি হইবার জন্য লক্ষ্মণের দ্বারা এবং বিশেষতঃ মন্ত্রিগণের দ্বারা বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন (১) ॥ ৪১-৪৫

(১) বিভীষণের রাজ্যাভিষেকনিমিত্তে বাধ্যত্বিরামায়ণে দেখা যায়,—বিভীষণ শরণাপন্ন হইলে শ্রীরাম তাঁহাকে অস্ত্র দান করেন এবং তাঁহাকে রাক্ষসগণের বলাবল জিজ্ঞাসা করেন (দ্রষ্টব্য ৬।১৯।৭ হইতে)। বিভীষণের নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম বিভীষণের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন—“অহং হত্বা দশগ্রীবঃ সহস্রং মহাযজ্ঞম্ । রাজানং ত্বাং করিষ্যামি সত্যমেতচ্ছৃণোতু মে । রসাতলং বা প্রবিংশে পাতালং বাপি রাবণঃ । পিতামহসকাশং বা ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে । অহত্বা রাবণং সংখ্যে সপুত্র-জন-বান্ধবম্ । অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি ত্রিভূতৈর্জাতুভিঃ শপে ॥” ৬।১৯।১৯-২১ শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ রামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—“রাক্ষসানং বধে মাংসং লঙ্কারাশ্চ প্রদর্শনে । করিষ্যামি যথাপ্রাণং প্রবেক্ষ্যামি চ বাহিনীম্ ॥” ৬।১৯।২৩ বিভীষণ এই কথা বলিলে পর শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন—“ইতি ক্রবাণং রামস্ত পরিশ্রজ্য বিভীষণম্ । অত্রবীলক্ষ্মণং প্রীতঃ সমুদ্রাজ্জগমানয় ॥ তেন চেমং মহাপ্রাজ্ঞমভিষিক্ত বিভীষণম্ । রাজানং রক্ষসাং কিপ্রং প্রসন্নো যস্মৈ মানদ ॥ একমুক্তস্ত সৌমিত্রিরভিষিক্ত বিভীষণম্ । মধ্যে বানরমুখ্যানাং রাজানং রাজশাসনাৎ ॥” ৬।১৯।২৪-২৬

সাধু সাধ্বিতি তে সৰ্ব্বৈ বানরাস্তুহুবৃশ্ম ।  
 সূত্রীবোহপি পরিষজ্য বিভীষণমথাব্রবীৎ ॥ ৪৬  
 বিভীষণ বয়ং সৰ্ব্বৈ রামস্ত পরমাত্মনঃ ।  
 কিস্করাস্তত্র মুখ্যাস্তং ভক্ত্যা রামপরিগ্রহাৎ ।  
 রাবণস্ত বিনাশে ত্বং সাহায্যং কর্তুমর্হসি ॥ ৪৭  
 বিভীষণ উবাচ ।

অহং ত্রিফাং সহায়ত্বং রামস্ত পরমাত্মনঃ ।  
 কিস্ত দাস্যং করিয়েহহং ভক্ত্যা শক্ত্যা ত্বমায়া ॥ ৪৮  
 দশগ্রীবেন সন্নিষ্টঃ শুকো নাম মহাসুরঃ ।  
 সংস্থিতো হৃদয়ে বাক্যং সূত্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ৪৯  
 ত্বামাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং রাক্ষসাদিধিঃ ।  
 মহাকুলপ্রসূতস্ত্বং রাজাসি বনচারিণাম ॥ ৫০

অন্যদিকে সেই সব সমবেত বানরগণ অভ্যস্ত আনন্দিত হইয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্বক তব করিতে লাগিলেন । তখন সূত্রীবও বিভীষণকে আলিঙ্গন করত বিভীষণকে বলিলেন । ৪৬

বিভীষণ । আমরা সকলে পরমায়া শ্রীরামের কিস্কর ; কিন্তু শ্রীরাম তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে গ্রহণ করার তুমি আমাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এখন রাবণের বিনাশে তোমাকে আমাদের ( বা শ্রীরামের ) সাহায্য করিতে হইবে । ৪৭

বিভীষণ বলিলেন,—আমি আর পরমায়া শ্রীরামের লীলা-কার্য্যে কি সহায়তা করিব ? তবে আমি অকপট চিত্তে যথা-শক্তি ভক্তি সহকারে তাঁহার দাসত্ব করিব । ৪৮

অন্যদিকে দশানন রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শুক নামে (:) এক সুবিরোধী প্রধান রাক্ষস আকাশে থাকিয়া সূত্রীবকে এই কথা বলিল । ৪৯

রাক্ষসাদিধিতি রাজা রাবণ আপনাকে জাতৃ-সঙ্ঘোষন করিয়া বলিয়াছেন যে, আপনি মহদ্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং বনবাসী বানরগণের আপনি রাজা । ৫০

আপনি আমার জাতৃত্ব মিত্র, আপনার সহিত আমার কোনও স্বার্থসংঘটিত বিবাদও নাই ; এমতাবস্থায় আমি যে

(১) শুককে প্রেরণ করা বিষয়ে বাস্তবিক,—“উবাচ সহসা ব্রাহ্মঃ সম্প্রবার্য্যার্থমাখ্যনঃ । শুকং সাধু তদা রক্ষো বাক্য-মর্থবিদ্যং বরম্ । সূত্রীবং ত্রিহি গদ্যাত্ত রাজানং বনোদ্রম । যথা সন্দেশ-ক্লীবং রক্ষসঃ পরমো গিরী । ইত্যাদি ৬১০৮-৯

মম ভাতৃসমানস্তং তব নাত্যর্থবিপ্রবঃ ।

অহং যদহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্ত কিং তব ॥ ৫১  
 কিস্কিফ্যাং যাহি হরিভিলঙ্কা শক্যা ন দৈবভৈঃ ।

প্রাপ্তুং কিং মানবৈরজ্ঞমভৈবানরমুখপৈঃ ॥ ৫২  
 তং প্রাপয়ন্তং বচনং তুর্গমুৎপ্লুত্য বানরাঃ ।

প্রাপত্তস্ত তদা ক্ষিপ্ৰং নিহন্ত্য দৃঢ়মুষ্টিভিঃ ॥ ৫৩  
 বানরৈর্হৃদমানস্ত শুকো রামমথাব্রবীৎ ।

ন দূতান্ স্রস্তি রাজেন্দ্র বানরান্ বারয় প্রভো ॥ ৫৪  
 রামঃ স্রষ্টা তদা বাক্যং শুকস্ত পরিদেবিতম্ ।

মা বধিষ্ঠেতি রামস্তান্ বারয়ামাস বানরান্ ॥ ৫৫  
 পুনরস্বরমাসাত্ত শুকঃ সূত্রীবমব্রবীৎ ।

ত্রিহি রাজন্ দশগ্রীবং কিং বক্ষ্যামি ব্রজামাহম্ ॥ ৫৬

রাজপুত্র রামের ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছি, তাহাতে আপনার কি ? ৫১

অতএব আপনি বানরগণকে সঙ্গে লইয়া কিস্কিফ্যার ফিরিয়া যান । এই লঙ্কায় করিয়া অধিকার করিতে দেবগণই সমর্থ নন ; সুতরাং অজ্ঞপত্তি মানবগণ এবং বানর-সেনাপতি-গণের কথা ত' অতি তুচ্ছ । ৫২

শুকের এই কথা শুনিবামাত্র বানরগণ ক্রোধে সত্তর উল্লঙ্ঘন পূর্বক সেই রাবণের বাস্তবিক শুককে বধ করিবার জন্ত ঘন ঘন সুদৃঢ় মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল । ৫৩

বানরগণের প্রচণ্ড প্রহারে ব্যথিত শুক শ্রীরামকে (১) বলিল,—রাজেন্দ্র ! দৃঢ়গণকে বধ করিতে নাই । প্রভো ! সেইহেতু আপনি এই বানরদিগকে নিবারণ করুন । ৫৪

তখন শ্রীরাম শুকের সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন—তোমরা এই রাক্ষসকে বধ করিও না । রাম এই ভাবে সেই বানরগণকে নিবারণ (৩) করিলেন । ৫৫

তারপর পুনরায় আকাশে গিয়া শুক সূত্রীবকে বলিল,—

(২) শ্রীরামকে শুকের বাক্য বাস্তবিকরামানে,—“গগনাদ্ ভূতলে চাত্ত প্রতিগৃহ্যাবতারিতঃ । বানরৈঃ পীড়্যমানস্ত শুকো বচনমব্রবীৎ । ন দূতান্ স্রস্তি কাকুৎস্থ ভার্য্যাত্ত সাধু বানরাঃ । বস্ত হিমা মভং ভর্তৃঃ স্বভং সম্প্রবারয়েৎ । অনুক্তবাদী দৃতঃ সন্ স দূতো বধমর্হতি ॥” ৬১০১৭-১৮

(৩) শ্রীরামের বাক্যবিষয়ে মহর্ষি বাস্তবিক,—“শুকস্ত বচনং রামঃ স্রষ্টা তু পরিদেবিতম্ । উবাচ মা বধিষ্ঠেতি রতঃ শাখায়ুগর্ভতান্ ॥” ৬১০১৯

সুগ্রীব উবাচ ।

যথা বালী মম ভ্রাতা তথা ত্বং রাক্ষসাদম ।  
হস্তব্যঙ্গং ময়া যত্নাৎ সপুত্রবলবাহনঃ ॥ ৫৭  
ক্রোধি মে রামচন্দ্রস্ত ভাৰ্য্যাং হৃদা ক যাস্তসি ;  
ততো রামাঙ্জয়া ধৃত্বা শুকং বদ্ধাধ্বরক্ষয়ৎ ॥ ৫৮  
শাদূলোহপি ততঃ পূৰ্ব্বং দৃষ্ট্বা কপিবলং মহৎ ।  
যথাবৎ কথ্যামাস রাবণায় স রাক্ষসঃ ॥ ৫৯  
দীৰ্ঘচিন্তাপরো ভূতা নিঃশ্বসন্তাস মন্দিরে ।

রাজন! আমি এখন যাইতেছি, কিন্তু আমি দশানন রাবণকে বলিব? ৫৬

সুগ্রীব বলিলেন, 'রাক্ষসাদম। বালী যে রূপ আমার ভ্রাতা, সেইরূপ তুমিও আমার ভ্রাতা; সেইজন্য পুত্র, সৈন্য ও বাহন-সকলের সহিত তোমাকে যত্নসহকারে আমার বধ করা উচিত ॥ ৫৭

রামচন্দ্রের ভাৰ্য্যা হরণ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে?' আমার এই কথা তুমি রাবণকে গিয়া বল (১)। তদনন্তর রামের আদেশানুসারে শুককে বন্ধন করিয়া বন্দী করা হইল ॥ ৫৮

এই সময় শুকের পূর্বে আসিয়াছিল আর এক রাক্ষস শাদূল, সেই শাদূলও তৎপূর্ব্বে বিশাল বানরসৈন্যবাহিনী দেখিয়া লঙ্কার গমন করত সেই রাক্ষস রাবণকে যথাযথ ভাবে

(১) রাবণকে বলিবার জন্য শুকের নিকট সুগ্রীবের বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে, "ন মেহসি মিত্রং ন তথানুকম্প্যো, ন চোপ-কর্তাসি ন মে প্রিয়োহসি। অরিশ্চ রামস্ত সহানুবদ্ধস্ততোহসি বালীব বর্ধার্বধাঃ। নিহন্ত্যাহং তং সমুত্তং সবঙ্গুং সম্ভাতিবর্গং রজনীচরেশ। লক্ষক সর্ব্বাং মহতা বলেন সর্কৈঃ করিষ্ঠামি সমেতা ভঙ্গ্য। ন যোক্ষ্যসে রাবণ রাঘবস্ত মুঠৈঃ সুরৈশ্চৈরপি মূঢ় গুপ্তঃ। অন্তহিতঃ সূর্য্যাপথং গতোহপি তথৈব পাভালমন্-প্রবিষ্টঃ। গিরীশপাদান্বজসজতো বা হতোহসি রামেণ সহানু-জতুম্। তস্য তে জিহ্ন লোকেশু ন পিশাং ন রাক্ষসম্। জাতারং নানুপশ্যামি ন গচ্ছক্সং ন চাসুহম্ ॥ ইত্যাদি ৬২০।২০-২৬

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পাণ্ডুরায়,—অজ্ঞদের বাক্যরূপে অর্থাৎ এই শুক দূত নয়, গুপচর, সে আমাদের সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রসকল ও অন্ত্যস্ত জাতব্য বিষয় জানিয়া রাবণকে বলিবে, অতএব ইহাকে বন্দী কর, বাহাতে সে লঙ্কার ফিরিয়া যাইতে না পারে। অজ্ঞদের এই বাক্যে শুককে বন্দী করিয়া রাখা হয়। পরে শ্রীরামের আদেশে তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

ততঃ সমুদ্রমাবেক্ষ্য রামো রক্তান্তলোচনঃ ॥ ৬০

পশ্য লক্ষ্মণ ছট্টোহসৌ বারিধির্মামুপাগতম্ ।

নাভিনন্দতি ছট্টোহ্মা দর্শনার্থং মমানঘ ॥ ৬১

জানাতি মামুযোহয়ং মে কিং করিষ্ঠ্যতি বানরৈঃ ।

অন্ত পশ্য মহাবাহো শোষয়িষ্ঠ্যামি বারিধিম্ ॥ ৬২

পাদেনৈব গমিষ্ঠ্যন্তি বানরা বিগতজ্বরাঃ ।

ইত্যুক্ত্বা ক্রোধভাজ্ঞাক্ষ আরোপিতধমুর্জ্বরঃ ॥ ৬৩

সব কথাই বলিল (২) ॥ ৫৯

তখন রাবণ দীৰ্ঘ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া স্বগৃহে দীর্ঘশ্বাস ভ্যাগ করিল। অন্যদিকে সেই সময় রাম সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত (৩) লক্ষ্মণকে বলিলেন,— নিষ্পাপ লক্ষ্মণ! দেখ, এই সমুদ্র কিরূপ দৃষ্ট? আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, তথাপি সেই ছট্টোহ্মা আমাকে দর্শন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না ॥ ৬০ ৬১

সে নিশ্চয়ই মনে করিতেছে—এ একজন সাধারণ মানুষ, সে আমার এই বানরগণের দ্বারা আমার কি করিবে? মহাবাহো! আজ তুমি দেখ, আমি এই সাগরকে শোষণ করিব ॥ ৬২

(৩) মহাবী বাল্মীকি বলিয়াছেন,—হনুমান্ ও সুগ্রীব সাগর উত্তারণবিষয়ে বিভীষণের নিকট প্রস্ত করিলে বিভীষণ শ্রীরামকে সাগরের শরণ গ্রহণ করিবার উপদেশ করেন,— "এবমুক্তস্ত বর্ধাভ্য প্রভৃবাচ বিভীষণঃ। সমুদ্রঃ রাঘবো রাজা শরণং গচ্ছতীতি। খানিতঃ সগরেণায়মপ্রমেরো মহোদধিঃ। কর্তৃদুর্হতি রামস্ত জ্ঞাতেঃ কার্যং মহোদধিঃ ॥" ৬১৯।১০ ৩৯

বিভীষণের বাক্যানুসারে শ্রীরামচন্দ্র তিন দিন সাগরের উপাসনা করেন,— "স ত্রিরাত্রোষিতস্তএ নরজ্ঞো বর্ধবৎসলঃ। উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিভাং পতিম্। ন চ দর্শয়তে রূপং মন্দো রামস্ত সাগরঃ। প্রযতেনাপি রামেণ বর্ধার্বমতি-পূজিতঃ ॥" ৬২১।১১-১২

শ্রীরামের এই উপাসনার প্রসঙ্গ হই। সাগর শ্রীরামসমীপে উপস্থিত না হওয়ার শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হন, তারপর লক্ষ্মণকে বলেন,— "সমুদ্রস্ত ততঃ ক্রুদ্ধো রামো রক্তান্তলোচনঃ। সমীপস্থমুবাচেনং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্। অবলেনঃ সমুদ্রস্ত ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্। প্রথমশ্চ কমা চৈব অর্জবং প্রিয়বাদিতা। অসামর্থ্যফলা হ্যেতে নিষ্ঠ'ণেশু সত্যং গুণাঃ। আত্মপ্রশংসিনং দৃষ্টং ধৃষ্টং বিপরিহাব-কম্। সর্ব্বত্রোৎসৃষ্টদণ্ডক লোকঃ সং কুরুতে নরম্। ন সায়ী লক্যতে কীর্তিন সায়ী লক্যতে যশঃ ॥" ইত্যাদি ৬২১।১৩ ১৬

তুণীরাৎ বাণমাদায় কালাগ্নিসদৃশপ্রভম ।

সঙ্কায় চাপমারোপ্য রামো বাক্যমথাত্রবীং ॥ ৬৪

পশ্যন্ত সর্ষভূতানি রামস্যা শরবিক্রমম্ ।

ইদানীং ভাস্যস্যাং কুর্ধ্যাৎ সমুদ্রং সরিতাম্পতিম্ ।

এবং ক্রবতি রামে তু মশৈলবনকাননা ।

চচাল বশুধা জৌশ্চ শিশ্চ তমসাবৃতঃ ॥ ৬৬

চক্ষুস্তে সাগরো বেলাং ভয়াদযোজনমভ্যাগাৎ ।

তিমিনক্র বস্মা মীনাঃ প্রতপ্তাঃ পরিত্রস্তাঃ ॥ ৬৭

এতশ্চিন্নস্তরে সাগাং সাগরো দিবাক্রপম্বক্ ।

দিব্যাত্তরণম্পন্নঃ স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৬৮

স্বাস্তঃস্বদিব্যরত্নানি কলভ্যাং পরিগৃহ্য সঃ ।

পাদয়োঃ পুরতঃ ক্ষিপ্ত্বা রাস্মোপায়নং বহু ॥ ৬৯

দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ রামং রক্তাস্ত্রলোচনম্ ।

ভাষা হইলে এই বানরগণ নিশ্চিত হইয়া পদতলেই গমন করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া ঈরাম ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া গুণারোপিত ধনু ধারণ পূর্বক তুণ হইতে কালাগ্নিতুল্য ভরস্বর বাণ গ্রহণ করিয়া ধনুকে যোজনা করত ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে ঈরাম এই কথা বলিলেন ॥ ৬৩-৬৪

আজ সমস্ত প্রাণিবর্গ এই রামের বাণবিক্রম অবলোকন করুক, আমি তখনই নদীসকলের পতি সমুদ্রকে ভাস্ত্রভূত করিব ॥ ৬৫

তখন রাম এই কথা বলিলে পর পর্বত, বন ও উপবনের সহিত সম্পূর্ণ পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং নভস্তল ও দিক্‌সমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৬৬

সাগর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং ভীত হইয়া এক যোজন ভীরভূমি ছাড়িয়া দিয়া সরিষা মাটিল। তখন তিমি, নক্র (কুম্ভীর), বস্ম (বৃহৎ মৎস্য) এবং মীন (ক্ষুদ্র মৎস্য)-সকল উত্তপ্ত হইয়া ভীত হইল ॥ ৬৭

এই সময় সাগাং সাগর দিব্য রূপ ধারণ করিয়া (১) দিব্য আভরণসমূহ নিভূষিত হইয়া স্বীয় অঙ্গকাণ্ডিতে দিক্‌সকল উদ্ভাসিত করিতে করিতে নিজের অস্থলে স্থিত দিব্য রত্নসমূহ

(২) সাগরের আবির্ভাববশে বাহ্যাকিরামায়ণ,—“ভতো মধ্যাং সমুদ্রস্য সাগরঃ স্বয়মুৎখিতঃ। উদয়াগ্নিমহাশৈলা-  
গ্নোরোরিব দিবাকরঃ ॥ ৬২২১১৭ এই সময় সমুদ্রের রূপ বর্ণনা বাহ্যাকিরামায়ণের ৬২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই সাগরকে ঈরামের পূর্বপুরুষ সগর খনন করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই সমুদ্রের নাম হয় ‘সাগর’। এই বংশপরিচয় লক্ষ্যাকাণ্ডে ৭ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনরণ্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে।

ত্রাহি ত্রাহি জঃরাথ রাম ত্রৈলোক্যরক্ষক ॥ ৭০

জড়োহং রাম তে সৃষ্টঃ সৃজতা নিখিলং জগৎ :

স্বভাবমক্ৰথা কর্ণুং কঃ শস্তো দেবনিমিত্তম্ ॥ ৭১

স্থূলানি পঞ্চভূতানি জড়াশ্চৈব স্বভাবতঃ ।

সৃষ্টানি ভবতৈতানি ইদাক্ষাং লজ্জয়ন্তি ন ॥ ৭২

তামসাদমহমো রাম ভূতানি প্রভবন্তি হি ।

কারণানুগমাং তেষাং জড়ত্বং তামসং স্বতঃ ॥ ৭৩

নিগুণত্বং নিরাকারো যদা মায়াগুণান্ প্রভো ।

লীলয়াঙ্গীকরোষি ত্বং তদা বৈরাজনামবান্ ॥ ৭৪

গুণাত্মনো বিরাজন্ত সত্বাদেবা বহুনিরে ।

রজোগুণাং প্রজেশাত্মা মহাত্মাভূতপতিস্তব ॥ ৭৫

তামহং নায়য়চ্ছয়ং লীলয়া মানুষ্যকৃতিম্ ।

জড়বুদ্ধিজড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নিগুণম্ ॥ ৭৬

হুই হস্তে গ্রহণ করত ঈরামের পাদযুগলের মল্লিকটে বহুসর উপটোকন প্রদান পূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আরক্তলোচন রামকে বলিলেন, তে জগন্নাথ রাম! আমাকে রক্ষা করুন। হে জিভূবনরক্ষক রাম! আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬৮-৭০

রাম! আপনি এই অশ্বিন যুগে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি আপনাকেই সৃষ্টি এক জড় পদার্থ। দৈবনির্মিত এই স্বভাবকে অন্যথা করিতে কে সমর্থ হইবে? ৭১

এই স্থূল পঞ্চভূত (কিষ্টি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম) স্বভাবতই জড় আপনি ইত্যাদিকে এইভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আপনার সেই আদেশ (অর্গাং জড়ত্বাকাং বিদ্যমান থাকি) কেহই চ্যবন করে না ॥ ৭২

হে রাম! ভূতসকল তামস অহঙ্কার হইতে উপস্থিত হয়, সুতরাং কারণগুণের অবরনশতঃ সেই তামস ভূতসকলের জড়ত্বও স্বাভাবিক ॥ ৭৩

হে প্রভো! আপনি নিগুণ ও নিরাকার পরমাশ্রয়; কিন্তু যখন আপনি লীলাক্রমে মায়াগুণসমূহ অবস্থান করিয়া থাকেন, তখন আপনি ‘বিরাহি’ নাম প্রাপ্ত হন ॥ ৭৪

আপনার সেই গুণময় বিরাহীকরণের সত্ত্বগুণাংশ হইতে সনকাদি দেবগণ, রজোগুণাংশ হইতে মনু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ এবং তমোগুণাংশ হইতে রুদ্র প্রভৃতি ভূতপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৭৫

প্রভো! আপনি জীলা ক্রিয়বার জন্ত মায়াবরণ অবলম্বন করত এই মনুষ্যাকারে রামরূপ ধারণ করিয়াছেন। আমি মূর্খ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও জড়, অতএব গুণাভীত পরম পুরুষ আপনাকে আমি কি করিয়া জানিব? ৭৬

দণ্ড এব হি মূর্খাণাং সম্মার্গপ্রাপকঃ প্রভো ।  
 ভূতানামমরশ্রেষ্ঠ পশুনাং লগুড়ো যথা ॥ ৭৭  
 শরণং তে ব্রজামীশ শরণ্যং ভক্তবৎসল ।  
 অশ্রয়ং দেহি মে রাম লক্ষ্ম্যমার্গং দদামি তে ॥ ৭৮  
 শ্রীরাম উবাচ ।  
 অমোঘোহয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্ দেশে নিপাত্যভ্যাম ।  
 লক্ষ্যং দর্শয় মে শীঘ্রং বাণশ্চামোঘপাতিনঃ ॥ ৭৯  
 রামশ্চ বচনং শ্রুত্বা কংর দৃষ্টা মহাশরম্ ।  
 নহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০০

হে অমরশ্রেষ্ঠ প্রভো! যেক্রপ লগুড় অর্থাৎ লগুড়প্রহার  
 পত্নগণকে বর্ষা পথে লইয়া যায়, সেইক্রপ মূর্খসকলকে দণ্ডই  
 সংপথে পরিচালিত করিয়া থাকে ॥ ৭৭

হে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর! আপনিই একমাত্র সকলের শরণ্য,  
 (নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, 'শরণং গৃহ-রক্ষি ত্রাঃ' ইতি কোষাৎ।)  
 অতএব আমি আপনার শরণগ্রহণ করিলাম। হে রাম! আপনি  
 আমাকে অভয় দান করুন, আমি আপনাকে লক্ষ্য বাইবার  
 পথ প্রদান করিব ॥ ৭৮

তখন শ্রীরাম বলিলেন,— সাগর! আমার এই মহাবাণ  
 (১) অর্থাৎ ধনুতে সংযোজিত মহাবাণ অমোঘ (অব্যর্থ), অতএব  
 এই অব্যর্থ বাণ আমি কোন্ দেশে নিক্ষেপ করিব? তুমি সেই  
 লক্ষ্যস্থল দেখাইয়া দাও ॥ ৭৯

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করত এবং রামহস্তে সেই মহাবাণ  
 দর্শন করত মহাতেজস্বী মহাসাগর রাঘবকে এই কথা  
 বলিলেন ॥ ৮০

(১) মহর্ষি বাজ্রিকিও এই কথাই বলিয়াছেন,—“ভমব্রবীৎ  
 ভদা রামঃ শূণু মে বরুণালয়। অমোঘোহয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্  
 দেশে নিপাত্যভ্যাম্ ॥” ৬:২২:৩০

(২) শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগর বাহা বলিয়া  
 ছিলেন তদু পিষয়ে বাজ্রিকিরামায়ণে—“উত্তরেণাবকাশোহস্তি  
 কশ্চিৎ পুণ্যভরো মম। ‘ক্রমকূল্য’ ইতি খ্যাতি লোকে খ্যাতি  
 যথা ভবান্। উগ্রদর্শন-কর্ণাপো’ বহুবন্তঃ দম্ববঃ। আভীর-  
 প্রমুখাঃ পাপাঃ পিষন্তি সঙ্গিলং মম। তৈর্ন তৎস্পর্শনং পাপং  
 সহেয়ং পাপকর্মভিঃ। অমোঘঃ ক্রিয়তাং রাম অয়ং তত্র  
 শরোত্তমঃ ॥ তস্য ভদ্রবচনং শ্রুত্বা সাগরস্য মহাশয়ঃ। যুযোচ তং  
 শরণং দীপ্তং পরং সাগরদর্শনাৎ ॥ তেন ভগ্নরুকাভারং পৃথিব্যাং  
 কিল বিকৃতম্। নিপাতিতঃ শরো যত্র বজ্রাশনিসমপ্রভঃ ॥

ইত্যাদি ৬:২২:৩২-৩৬

রামোত্তরপ্রদেশে তু ক্রমকূল্য ইতি শ্রুতঃ ।  
 প্রদেশশ্চত্র বহবঃ পাপাত্মানো দিবানিশিম্ ॥ ৮১  
 বাধস্তে মাং রঘুশ্রেষ্ঠ তত্র তে পাত্যতাং শরঃ ।  
 রামেণ সৃষ্টো বাণস্ত ক্ণাদাভীরমণ্ডলম্ ॥ ৮২  
 হত্বা পুনঃ সমাগত্য তুণীরে পূর্ববৎ স্থিতঃ ।  
 ততোহব্রবীদ্ রঘুশ্রেষ্ঠং সাগরো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৮৩  
 নলঃ সেতুং করোত্বস্মিন্ জলে মে বিশ্বকর্মণঃ ।  
 স্তুতো ধীমান্ সমর্থোহস্মিন্ কার্য্যে লক্ষ্যবরো হরিঃ ॥ ৮৪

হে রাম! এই সাগরের উত্তর প্রদেশে ‘ক্রমকূল্য’ নামে  
 (২) যে এক বিখ্যাত স্থান আছে, তথায় পাপাত্মা বহু আভীর  
 বাস করে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তাহারা আমাকে দিব্যরাজ  
 উৎপীড়িত করে, এই বাণ আপনি তাহাদের উপর নিক্ষেপ  
 করুন। তখন রামনিক্ষিপ্ত দেখে বাণ ক্ষণকালের মধ্যে  
 আভীরমণ্ডলীকে (ঘোষণাক্ষীকে) ধ্বংস করিয়া পুনরায়  
 রামের নিকট আসিয়া পূর্বের স্থায় তুণীরে অবস্থান করিতে  
 লাগিল। তাহার পর সাগর বিনয়সহকারে রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে  
 বলিলেন ॥ ৮১-৮৩

রাম! বিশ্বকর্মার পুত্র এই নল (৩) অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে  
 আমার জলের উপরে একটি সেতু নির্মাণ করুক, কারণ, সে এই  
 কার্য্য করিতে সমর্থ। এই বানর জলের উপর ভাসমান সেতু  
 নির্মাণ করিবার ‘বর’ (৪) ব্রহ্মার নিকট হইতে লাভ  
 করিয়াছে ॥ ৮৪

(৩) নলের বিষয়ে সাগরের বাক্যরূপে মহর্ষি বাজ্রিকি,—  
 “অয়ং সৌম্য নলো নাম ভনয়ো বিশ্বকর্মণঃ। পিতা দত্তবরঃ  
 শ্রীমান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণঃ। এব সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু  
 মগ্নি বানরঃ। ভমহং ষারয়িষ্যামি যথা হেব পিতা ভবা ॥”

৬:২২:৪৫-৪৬

(৪) বাজ্রিকিরামায়ণে পাঠ্য বাহা, পিতা বিশ্বকর্ম। পুত্র  
 নলকে বর দান করেন,—“অয়ং সৌম্য নলো নাম ভনয়ো  
 বিশ্বকর্মণঃ ॥” ৬:২২:৪৫

বরপ্রদান প্রসঙ্গে বাজ্রিকিরামায়ণে—“মম মাতৃবরো  
 দত্তো মন্দ্রে বিশ্বকর্মণা। যত্র তু সদৃশঃ পুত্রস্তব দেবি  
 ভবিষ্যতি। ওরসন্ত্য পুত্রোহয়ং সদৃশো বিশ্বকর্মণা। আরিতো-  
 হন্যাহমেতেন তত্ত্বমাহ মহোদধিঃ। ন চাপ্যহম্নকো বঃ  
 প্রকর্য্যাম্যনো গুণান্ ॥” ৬:২২:৫১-৫২

কীৰ্ত্তি জানন্ত তে লোকাঃ সৰ্বলোকমলাপহাম ।

ইত্যুক্তা রাঘবং নত্বা যযৌ সিদ্ধুরদৃশ্যতাম ॥ ৮

ততো রামস্ত সুগ্রীব-লক্ষণাভ্যাং সমন্বিতঃ ।

নলমাজ্ঞাপয়চ্ছীজং বানরৈঃ সেতুবন্ধনে ॥ ৯

ততোহতিশ্রষ্টঃ প্রবগেজ্জযুধৈ-

র্মানগেজ্জপ্রতিমৈবুতো নলঃ ।

ববন্ধ সেতুং শতযোজনায়তং

সুবিস্তৃতং পৰ্বত-পাদপৈর্দৃঢ়ম ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমদখ্যানরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

এই লোকসকল আপনার এই সৰ্বলোকপাবনী কীৰ্ত্তি অবগত হউক। এই কথা বলিয়া সেই সাগর শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া অদৃশ হইয়া যাইলেন ॥ ৮

তদনন্তর সুগ্রীব ও লক্ষণের সহিত শ্রীরাম বানরগণকে সঙ্গে লইয়া নলকে সত্তর সাগরের উপর সেতু নির্মাণ করিতে আদেশ

শ্রীমদ্বর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদখ্যান-রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

করিলেন ॥ ৮৬

তখন নল অতি বৃহৎ পৰ্বতাকার বিশালদেহ বানর সেনা-পতিগণের সহিত অভ্যন্ত হৃষ্টচিত্তে পৰ্বত ও বৃক্ষসমূহের দ্বারা সেই সমুদ্রের উপর শতযোজন দীর্ঘ ও সুবিস্তৃত এক সুদৃঢ় সেতু বন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮৭

## চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীরামেণ 'রামেশ্বর'—শিবস্ত প্রতিষ্ঠা, রাবণসমীপে শুকেন শ্রীরামস্ত পরিচয়দানম্ । বানর—দৈত্যবর্ণনম্, শ্রীরামস্ত শরণং গ্রহীতুমমুরোধচ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

সেতুমারভমাণস্ত তত্র রামেশ্বরং শিবম্ ।

সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামো লোকহিতায় চ ॥ ১

প্রণমেৎ সেতুবন্ধং যো দৃষ্টা রামেশ্বরং শিবম্ ।

ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২

সেতুবন্ধে নরঃ স্রষ্টা দৃষ্টা রামেশ্বরং হরম্ ।

সঙ্কল্পনীয়তো ভূত্বা গত্বা বারাগসীং নরঃ ॥ ৩

আনীয় গঙ্গাসলিলং রামেশ্বরমভিষিচ্য চ ।

সমুদ্রে ক্ষিপ্তস্তারো ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪

## চতুর্থ অধ্যায় ।

[ শ্রীরাম কর্তৃক রামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা, রাবণের নিকট শুকের শ্রীরামের পরিচয় প্রদান, বানরদৈত্য বর্ণন ও রামের শরণ গ্রহণ করিতে অনুরোধ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি। শ্রীরাম সাগরের উপর সেতু নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়া তথায় প্রথমে লোককল্যাণের জন্য 'রামেশ্বর' শিব (০) স্থাপনা করত তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন ॥ ১

\* বাস্তবিকরামায়ণে এইস্থলে 'রামেশ্বর' শিবপ্রতিষ্ঠার কথা বর্ণিত হয় নাই ।

যে ব্যক্তি সেতুবন্ধে আসিয়া রামেশ্বর শিবকে দর্শন করত প্রণাম করিবে, আমার অনুগ্রহে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা দি পাপ-সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ২

মানুষ এই সেতুবন্ধে স্নান করিয়া এবং রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া 'আমি বারাগসী হইতে গঙ্গাজল আনিয়া এই রামেশ্বর শিবকে স্নান করাইব' এই ভাবে সঙ্কল্পমুক্ত হইয়া মানুষ বারাগসীতে গমন করত তথা হইতে গঙ্গাজল আনিয়া তাহা দ্বারা রামেশ্বর শিবকে অভিষেক (স্নান) করাইয়া সেই আনিবার ভার অর্থাৎ পাত্র এই সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে ব্রহ্মসানুপ্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩-৪

কৃতানি প্রথমেনাহা যোজনানি চতুর্দশ ।  
 দ্বিতীয়েন তথা চাহা যোজনানি তু বিংশতিঃ ॥ ৫  
 তৃতীয়েন তথা চাহা যোজনাশ্চৈকবিংশতিঃ ।  
 চতুর্থেন তথা চাহা দ্বাবিংশতিরিত্তি শ্রুতম্ ॥ ৬  
 পঞ্চমেন ত্রয়োবিংশদ যোজনানি সমস্ততঃ ।  
 ববন্ধ সাগরে সেতুং নলো বানরসন্তমঃ ॥ ৭  
 তেনৈব জগ্মুঃ কপয়ো যোজনানাং শতং ক্রুতম্ ।  
 অসংখ্যাতাঃ সুবেলাদ্ভিং রুক্মধুঃ প্রবগোগুমাঃ ॥ ৮  
 আকুহ্য মারুতিং রামো লক্ষ্মণোহপ্যঙ্গদং তথা ।  
 দিদৃক্ষু রাবণো লঙ্কামারুরোহাচলং মহৎ ॥ ৯  
 দৃষ্ট্বা লঙ্কাং সুবিশীর্ণাং নানাচিত্রধ্বজাকুলাম ।

বানরশ্রেষ্ঠ নল (১) প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন সাগর বন্ধন করেন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন এবং চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন সেতু বন্ধন করিয়া ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এইরূপ পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন সাগরে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ৫-৭

নল কর্তৃক বহু এই সেতুর দ্বারাই শত যোজন ( ১৪+১০+১১+১২+১৩=১০০ ) সমুদ্র পার হইয়া বানরগণ ক্রুত লঙ্কা

(২) নলের সেতুনির্মাণপ্রসঙ্গে মহাবি বাম্বীকি,—“কৃতানি প্রথমেনাহা যোজনানি চতুর্দশ । প্রকৃষ্টৈর্গজসঙ্কটৈশ্চরমায়ৈঃ প্রবজমৈঃ । দ্বিতীয়েন তথৈবাহা যোজনানি তু বিংশতিঃ । কৃতানি প্রবগৈশ্চতুর্থে ভীমকায়ৈর্মহাবলৈঃ । অহা তৃতীয়েন তথা যোজনানি তু সাগরে । তুরমায়ৈর্মহাকাঠৈরেকবিংশতিরৈব চ । চতুর্থেন তথা চাহা দ্বাবিংশতিরুথাপি বা । যোজনানি মহাবেগৈঃ কৃতানি তুরিভৈস্ততঃ । পঞ্চমেন তথা চাহা প্রবগৈঃ ক্ষিপ্ৰকারিভিঃ । যোজনানি ত্রয়োবিংশৎ সুবেলমধিকৃত্য বৈ । স বানরবরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্মাখ্যজো বলী । ববন্ধ সাগরে সেতুং যথা চাস্ত পিতা তথা । স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে যকরণরে । ওতভে স্তভগঃ শ্রীমান্ বাতীপথ ইবাধরে । ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ । আগম্য গগনে তদ্বন্দ্বৈর্কামাত্তদন্তুতম্ । দশযোজনবিশীর্ণং শতযোজনমায়তম্ । দদৃশুর্দেবগন্ধর্বা নলসেতুং সুদধরম্ । আপ্রবতঃ প্রবতশ্চ গর্জতশ্চ প্রবজমাঃ । ভমচিভ্য-মসহক জন্তুভ্যং লোমহর্ষণম্ । দদৃশুঃ সর্কভূতানি সাগরে সেতু-বন্ধনম্ । তানি কোটিসহস্রানি বানরাণাং মহৌজসাম্ । ববন্ধ সাগরে সেতুং জগ্মুঃ পারং মহোদধেঃ । বিশালঃ সুকৃতঃ শ্রীমান্ সুভূমিঃ সুসমাহিতঃ । অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমত ইব সাগরে ॥” ২২।৬।৬৮-৮০

চিত্রপ্রাসাদসম্বাধাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্ ॥ ১০  
 পরিখাভিঃ শতদ্বীভিঃ সংক্রমৈশ্চ বিরাজিতাম্ ।  
 প্রাসাদোপরি বিশ্ভীর্ণপ্রদেশে দশকন্ধরঃ ॥ ১১  
 মন্ত্রিভিঃ সহিতো বীরৈঃ কীরীটদশকোজ্জলঃ ।  
 নীলাভিশিখরাকারঃ কালমেঘসমপ্রভঃ ॥ ১২  
 রত্নদণ্ডৈঃ সিতচ্ছত্রৈরনেকৈঃ পরিশোভিতঃ ।  
 এতশ্চিন্নস্তরে বন্ধো মুক্তো রাগেণ বৈ শুকঃ ॥ ১৩  
 বানরৈস্তাড়িতঃ সমাগ্ দশাননমুপাগতঃ ।  
 ভমাহ রাবণঃ শিহ্না প্রকৃতঃ কিং পটৈঃ শুক ॥ ১৪  
 রাবণস্ত্র্য বচঃ শ্রুত্বা শুকো বচনমব্রবীৎ ।  
 সাগরোস্তোত্তরে ভীরেহক্ৰবৎ তে বচনং যথা ॥ ১৫

অভিমুখে গমন করে। এইভাবে অসংখ্য বানরশ্রেষ্ঠগণ সমুদ্র পার হইয়া সুবেল পর্বতকে অবক্রন্দ করিল ॥ ৮

রত্নবংশধর রাম পবননন্দন হনুমানের উপর এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের উপর আরোহণ করিয়া লঙ্কা দর্শন অভিলাষে এই বিশাল সুবেল পর্বতে আরুঢ় হইলেন ॥ ৯

তথা হইতে শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন যে, লঙ্কা নগরী অভিশর বিশীর্ণা। চিত্র-বিচিত্র নানাবিধ ধ্বজ-পতাকাসমূহ তাহার চারিদিকে উড়িতেছে, বিচিত্র প্রাসাদসকলে পরিপূর্ণ। এই লঙ্কার চারিদিকে স্বর্ণনির্মিত প্রাচীর আছে এবং তাহার ভোরণ-দ্বার স্বর্ণনির্মিত। পরিখা, শতদ্বী (শত শত গোলানিক্ষেপ-কারী কামানাদি অস্ত্র) ও সংক্রম (সাঁকো) শ্রেণীর দ্বারা লঙ্কানগরী সুশোভিতা রহিয়াছে।

সেই লঙ্কার একদিকে দশকন্ধর রাবণ এক প্রাসাদের উপর সুবিশীর্ণ স্থানে বীর মন্ত্রিবর্গের সহিত সমাসীন রহিয়াছে। তাহার দশ মস্তকে দশটি কীরীট দেদীপ্যমান আছে। নীলগিরির শিখরসদৃশ বিশালাকার রাবণ কালমেঘের তায় ঘন কাল বর্ণ ছিল ॥ ১০-১২

রাবণ রত্নদণ্ডযুক্ত অনেক যেতচ্ছত্রে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ে বানরগণ কর্তৃক ডাড়িত ও বহু রাক্ষস শুক রাম কর্তৃক মুক্ত হইয়া সেই দশাননের সমীপে উপস্থিত হইল। শুককে দেখিয়া রাবণ ঈষৎহাস্য করিয়া বলিল,—শুক! তোমাকে কি লঙ্করা গ্রহণ করিয়াছে? ১৩-১৪

রাবণের এই কথা শ্রবণ করত শুক বলিল,—আপনি বাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, সাগরের উত্তর ভীরে গিয়া আমি তাহা সুদ্রীবকে বলিয়াছি ॥ ১৫



তত উৎপ্লুত্য কপয়ো গৃহীত্বা মাং ক্ষণাৎ ততঃ ।  
 মুষ্টিভিন্ধদন্তৈশ্চ হস্তং লোপুং প্রচক্রমুঃ ।  
 ততো মাং রাম রক্ষতি ক্রোশন্তং রঘুপুঙ্গবঃ ॥ ১৬  
 বিস্ফ্র্যভামিতি প্রাহ বিস্ফ্রোহং কপীশ্বরৈঃ ।  
 ততোহহমাগতো ভীত্যা দৃষ্ট্বা তদ্ বানরং বলম্ ॥ ১৭  
 রাক্ষসানাং বলৌঘশ্চ বানরেন্দ্রবলশ্চ চ ।  
 নৈভয়োবিভ্রতে সন্ধির্দেবদানবয়োৱিণ ॥ ১৮  
 পুরপ্রাকারমায়ান্তি ক্ষিপ্রেমেকতরং কুরু ।  
 সীতা বাট্ম্য প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বা দীয়তাং প্রভো ॥ ১৯  
 মামাহ রামস্তং ক্রুহি রাবণং মদ্বচঃ শুক ।  
 যদ্বলঞ্চ সমাপ্তিত্য সীতাং মে হ্রতবানসি ॥ ২০  
 তদদর্শয় যথাকামং সসৈন্যঃ সংবাক্ষবঃ ।  
 শ্বঃ কালে নগরীং লঙ্কাং মপ্রাকারাং সতোৱণাম্ ॥ ২১  
 রাক্ষসঞ্চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং নরা ।  
 ঘোররৌষমহং মোক্ষ্য্য বলং ধারয় রাবণ ॥ ২২

কিন্তু আমার কথা শুনিবার পরই বানরগণ উল্লঙ্ঘনে তৎক্ষণাৎ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ধারণ করত মুষ্টি দ্বারা এবং নখ দ্বারা আঘাত করিতে করিতে আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন আমি ‘হে রাম! আমাকে রক্ষা করুন’ এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে রঘুপুঙ্গব রাম বলিলেন—ইহাকে ছাড়িয়া দাও। রামের আদেশে বানরশ্রেষ্ঠগণ আমাকে ছাড়িয়া দিলে পর আমি সেই বানর-সৈন্তবাহিনী দেখিয়া সত্যে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ১৬-১৭

যেৰূপ দেবতা ও দানবগণের মধ্যে সন্ধি হয় না, সেইরূপ বর্তমান অবস্থায় রাক্ষসদিগের সৈন্তবাহিনীর সহিত এই বানর-রাজ সুগ্ৰীবের সৈন্তবাহিনীর সন্ধি হইবে না। সম্প্রতি বানর-সৈন্তবাহিনী লঙ্কানগরীর প্রাকার পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি ‘সীতাকে সত্ত্বর রামের নিকট সমর্পণ করুন অথবা যুদ্ধ ঘোষণা করুন’ এই উভয়ের মধ্যে একটি শীঘ্র পালন করুন। ১৮-১৯

শ্রীরাম আমাকে বলিয়া দিয়াছেন—শুক। তুমি রাবণকে আমার এই কথা বলিবে যে, রাবণ। তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমার সীতাকে অপহরণ করিয়াছ, তুমি সৈন্ত ও বান্দবগণের সহিত মিলিত হইয়া ইচ্ছানুসারে সেই বল দেখাও। আগামীকাল প্রাকার ও তোরণদ্বার সহ সম্পূর্ণ লঙ্কা নগরীকে এবং রাক্ষস-সৈন্তগণকে বাণসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে দেখিবে। আমি অতঃপর ভয়ঙ্কর ক্রোধানল

ইত্যুক্তোপররামাণ্য রামঃ কমললোচনঃ ।  
 একস্থানগতা যত্র চ্ছারঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ২৩  
 শ্রীরামো লক্ষ্মণশৈচব সুগ্ৰীবশ্চ বিভীষণঃ ।  
 এত এব সমর্ধান্তে লঙ্কাং নাশয়িতুং প্রভো ॥ ২৪  
 উৎপত্য ভস্মীকরণে সর্বৈ তিষ্ঠন্ত বানরাঃ ।  
 তশ্চ যাদৃগ্ বলং দৃষ্টং রূপং প্রহরণানি চ ॥ ২৫  
 বধিষ্ঠতি পুরং সর্বমেকান্তিষ্ঠন্ত তে ত্রয়ঃ ।  
 পশ্য বানরসেনাং তামসংখ্যাতাং প্রপূরিভাম্ ॥ ২৬  
 গর্জন্তি বানরাস্ত্রজ পশ্য পর্বতসমীতাঃ ।  
 ন শক্যাস্তে গণয়িতুং প্রাধাশ্চেন ত্রয়ীমি তে ॥ ২৭  
 এষ যোহভিমুখো লঙ্কাং নদন্ তিষ্ঠতি বানরঃ ।  
 যুধপানাং সহস্রাণাং শভেন পরিবারিতঃ ॥ ২৮  
 সুগ্ৰীবসেনাধিপতির্নীলো নামাগ্নিনন্দনঃ ।  
 এষ পর্বতশৃঙ্গাভঃ পদ্মকিঞ্জলুসমীভঃ ॥ ২৯

ভাগ করিব। রাবণ। তোমার যত বল আছে দেখাও। ২০-২২

এই কথা বলিয়া কমললোচন রাম নিরত হইলেন। প্রভো! শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্ৰীব ও বিভীষণ—এই চার পুরুষশ্রেষ্ঠ যখন একত্রে সমবেত হইয়াছেন অর্থাৎ এক পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন ইহারাই আপনার এই লঙ্কা নগরীকে উৎপাটিত করিয়া বা ভস্মীভূত করিয়া ধ্বংস করিতে পারেন। যে সব বানরগণ সমবেত হইয়াছে, তাহাদের কথা থাকুক। কেবল একাকী রামের যেরূপ বল, বলপ্রকাশের অনুকূল রূপ অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশানুকূল আকার এবং তদনুকূল যে সব অস্ত্র আমি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তিনি একাকীই এই লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস-সাধন করিতে পারেন; অস্ত্র তিন জন অর্থাৎ লক্ষ্মণ, সুগ্ৰীব ও বিভীষণের কথা ছাড়িয়া দিলাম। ঐ দেখুন অসংখ্য বানরসেনা, বাহারা বিশাল সাগরকূলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ২৩-২৬

তদ্বার পর্বতভূম্য বিশালদেহ বানরগণ গর্জন করিতেছে, আপনি অবলোকন করুন। ইহাদিগকে গণনা করিয়া নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক জনের নাম আপনার নিকট বলিতেছি। ২৭

এই যে লক্ষ যুধপতি বানরগণের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া লঙ্কার দিকে যুধ করিয়া যে বানর সিংহনাদ করিতেছে, সে সুগ্ৰীবের সেনাপতি, তাহার নাম নীল এবং সে অগ্নিদেবের পুত্র। এই যে পর্বতশিখরসদৃশ বিশালাকার ও পদ্ম কিঞ্জলুভূম্য দৌর-বর্ণ বানর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গুল সমৃৎকিণ্ত করিয়া

ক্ষেপিত্যভিসংরক্তো লাক্ষ্মণঃ পুনঃপুনঃ ।

সুবরাজোহজদো নাম বালিপুত্রোহতিবীৰ্য্যবান্ । ৩০

যেন দৃষ্টো জনকজা রামশ্রুতৌ বনভা ।

হনুমানেষ বিখ্যাতে হতো যেন তবাত্মজঃ ॥ ৩১

শ্বেতো রজতসঙ্কাশো মহাবুদ্ধি-পরাক্রমঃ ।

তুর্গং শ্রুতীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ ॥ ৩২

যশ্বেষ সিংহসঙ্কাশঃ পশ্যত্ৰাতুলবিক্রমঃ ।

রম্ভো নাম মহামত্তো লঙ্কাং নাশয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৩৩

এষ পশ্যতি বৈ লঙ্কাং দিগ্ধক্ষ্মিব বানরঃ ।

শরভো নাম রাজেন্দ্র কোটিনৃপনায়কঃ ॥ ৩৪

পনশ্চ মহাবীৰ্য্যো মৈশ্চ দ্বিবিদস্তথা ।

নশ্চ সেতুকর্ত্তাণো বিশ্বকর্ষশ্চেতা বলী ॥ ৩৫

বানরাণাং বর্ণনে বা সম্মানে বা ক ঐশ্বরঃ ।

শূরাঃ সর্বে মহাকায়াঃ সর্বে যুদ্ধাভিকাজিগঃ ॥ ৩৬

দৃষ্টলে আঘাত করিতেছে, তাহার নাম অজদ । এই সুবরাজ  
অজদ বালীর পুত্র এবং অতিশয় শক্তিশালী । ২৮-৩০

রামের অতিশয় গিয়া জনকনন্দিনী সীতাকে সে এই লঙ্কা  
নগরিতে দেখিয়া গিয়াছে এবং আপনার পুত্র অক্ষকে বধ  
করিয়াছে, এই সেট বিখ্যাত হনুমান্ । ৩১

রজতরূপ্য শ্বেতবর্ণ, অতিশয় বুদ্ধিমান এবং মহাপরাক্রম-  
শালী এই যে বানর ক্রত সুগ্রীবের নিকট আসিয়া পুনরায়  
চলিয়া যাঠিতেছে, তাহার নাম শ্বেত । ৩২

এই যে অতুল পরাক্রমশালী ও মহাবলশালী বানর সিংহের  
ভায় দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার নাম রজত । এই রজত একাকী  
লঙ্কা নগরকে ধ্বংস করিতে পারে । ৩৩

রাজেন্দ্র ! এই যে বানর লঙ্কাকে যেন দগ্ধ করিতে ইচ্ছক  
হইয়া দৃষ্টিপাত করিতেছে, ইহার নাম শরভ, সে কোটি যুগপতির  
নায়ক । ৩৪

৩৫ বাতীত পনস, মহাশক্তির মৈশ্চ ও দ্বিবিদ রহিয়াছে ।  
আর ঐ যে এক বলশালী বানর দেখা যাইতেছে, সে বিশ্বকর্ষার  
পুত্র এবং তাহার নাম নল । এই নলই সাগরের উপর সেতু  
নির্মাণ করিয়াছে । ৩৬

এই বানর-সৈন্তগণের বর্ণনা করিতে এবং সংখ্যা গণনা  
করিতে কেই বা সমর্থ হইবে? ইহারা সকলে বিশালদেহ ও  
শৌখিনশালী বীর এবং সকলেই যুদ্ধ কামনা করিয়া অপেক্ষা  
করিতেছে । ৩৬

শক্তাঃ সর্বে চূর্ণয়িতুং লঙ্কাং রাক্ষোগণৈঃ সহ ।

এতেষাং বলসম্মানং প্রত্যেকং বচ্মি তে শৃণু ॥ ৩৭

এষাং কোটিমহত্যাগি নব পঞ্চ চ শত চ ।

তথা শত্ৰুসহত্যাগি তথাকর্দুদশতানি চ ॥ ৩৮

শ্রুতীবসচিবানাং তে বলমেত্যা প্রকৌন্তিতম্ ।

অশ্বেষাং তু বলং নাহং বক্তুং শক্তোহস্মি রাবণ ৩৯

রামো ন মামুষঃ সাক্ষাদাদিনারায়ণঃ পরঃ ।

সীতা সাক্ষাজ্জগদ্ধেতুশ্চিচ্ছক্তির্জগদাত্মিকা ॥ ৪০

তাভ্যামেব সমুৎপন্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।

তস্মাদ্রামশ্চ সীতা চ জগত্তত্ত্বমশ্চ তৌ ॥ ৪১

পিতরৌ পৃথিবীপাল তয়োর্বৈরী কণং ভবেৎ ।

অজানতা হয়ানীতা জগন্মাতৈব জানকী ॥ ৪২

ক্ষণনাশিনি সংমারে শরীরে ক্ষণতজুয়ে ।

পঞ্চভূতাত্মকে রাজন্ চতুর্বিংশতিভূতকে ॥ ৪৩

ইহারা সকলে অর্থাৎ নীলাদি দশ বানরগণের  
সহিত এই লঙ্কাকে চূর্ণ করিতে সমর্থ । আমি এখন ইহাদের  
প্রত্যেকের সৈন্ত সংখ্যা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন । ৩৭

নীল, অজদ, হনুমান্, শ্বেত, শরভ, রজত, পনস, মৈশ্চ, দ্বিবিদ  
ও নল—এই দশ বানর যুগপতির অধীনে একবিংশতি কোটি  
সহস্র, শত্ৰু সহস্র ও অর্কদশত বানরসৈন্ত রহিয়াছে । ৩৮

আমি আপনার নিকট সুগ্রীবের এই দশ মন্ত্রিগণের সৈন্ত  
সংখ্যা বর্ণনা করিলাম । রাবণ ! ইহা ব্যতীত আরও যে সব  
বানর যুগপতি আছে, তাহাদের সৈন্ত সংখ্যা আমি বলিতে  
সমর্থ হইব না । ৩৯

রাক্ষসরাজ ! এই রাম মানুষ নহেন, ইনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা  
আদিপুরুষ নারায়ণ । আর এই সীতাদেবী সাক্ষাৎ জগৎরূপা  
জগন্মাতার কারণ চিৎশক্তি । ৪০

ইহাদের উভয়ের দ্বারা এই স্থাবর ও জঙ্গমের জগৎ উৎপন্ন  
হইয়াছে, সেইহেতু এই রাম ও সীতা এই স্থাবর ও জঙ্গমের  
পিতা ও মাতা । হে ভূপাল ! তাহাদের আবার শত্রু কি  
ভাবে হইবে? আপনি এবিষয়ে কিছু না জানিয়া জগন্মাতা  
জনকনন্দিনী সীতাকে আনিয়াছেন । ৪১-৪২

রাজন্ ! এই জগৎ সংসার ক্ষণবিক্ষংসী, চতুর্বিংশতি  
(বাক্, পানি, পাদ, পানু ও উপহ—এই পঞ্চ কর্মজিহ্বা ;  
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেজিহ্বা ; শ্রাব,

মলমাংসাস্থিভূগন্ধ-ভূয়িষ্ঠেহংকৃত্যলয়ে ।

কৈবাস্থ্য ব্যতিরিক্তস্য কায়ে তব ভ্রাতৃকে ॥ ৪৪

যৎকৃতে ব্রহ্মহত্যাং পাতকানি কৃতানি তে ।

ভোগভোক্তা তু যো দেহঃ স দেহোহৈত পতিশ্রুতি । ৪৫

পুণ্যপাপে সমায়াতো জীবন সুখদুঃখয়োঃ ।

কারণে দেহযোগাদি নাত্মনঃ কুরুতেহনিশম ॥ ৪৬

যাবদেহোহস্মি কর্তাস্মীত্যাত্মাহং কুরুতেহবশঃ ।

অধ্যাসাৎ তাবদেব শ্রাজ্জন্মানাশাদিসম্ভবঃ ॥ ৪৭

অপনি, সমান, উদান, ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ ; কিত্তি, অণু, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম—এই পঞ্চ ভূত এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই চতুর্বিংশতি ) তত্ত্ব সংঘটিত এবং পঞ্চভূতাত্মক এই স্থূল দেহও ক্ষণভঙ্গুর, মল, মাংস ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, অহঙ্কারের আশ্রয় এবং অড়রূপ, সুতরাং এই দেহ আত্মা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তু, অতএব এই দেহেই বা আপনার আত্মা কি ? ৪৩-৪৪

যাহাকে পোষণ করিবার জন্ত আপনি ব্রহ্মহত্যাং বহু পাপ-সমূহ করিয়াছেন এবং যে দেহ রূপ-রসাদি ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করে, সেই স্থূল দেহ কিন্তু এখানে পড়িয়া থাকিবে । ৪৫

সুখ ও দুঃখের কারণ পুণ্য এবং পাপ জীবের সঙ্গেই গমন করে ; আর এই পুণ্য-পাপই আত্মার দেহের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া দিয়া নিরন্তর সুখ-দুঃখ বিধান করে । ৪৬

মারার বশীভূত হইয়া অধ্যাসবশতঃ আত্মা যতদিন ‘আমি দেহ, আমি কর্তা’ ইত্যাদি রূপে অহঙ্কার করে, ততদিন তাহার জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি হইতে থাকে । ৪৭

হে মহামতে ! অতএব আপনি দেহাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করুন । আত্মা অতি নির্মল, শুদ্ধ, বিজ্ঞানময়, অচল ও অব্যয় । ৪৮

আত্মা একরূপ হইলেও যখন নিজের স্বরূপ বোধ থাকে না, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্ম কৃত পুণ্য পাপ বলে পুনরায় সুখ-দুঃখ ভোগের জন্ত ভোগদেহ ধারণ করত স্বরূপভা জ্ঞান বিস্মৃত হয়, তখন সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া মোহগ্ৰস্ত হয় । সেইহেতু আপনি এই আত্মাকে শুদ্ধভাবে জানিয়া সর্বদা আত্মাকেই ধ্যান করুন ) “আত্মা বা অরে ব্রহ্মব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ । বৃহৎ ০২ ৪:৫ ; “যঃ পৃথিব্যাং ভিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অভরো যং পৃথিবী শরীরম্ । যঃ পৃথিবীমভরো যমরভোব আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ” । বৃহৎ ০ ৩.৭।৩) ৪৯

আপনি পুত্র, জ্ঞী ও গৃহাদির উপর ভোগ বাসনা পরিহার করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করুন । “(যদা সর্বক্বে প্রমুচ্যতে কামা

তস্মাৎ তং তাজ দেহাদাবভিমানং মহামতে ।

আত্মাভিনির্মলঃ শুদ্ধো বিজ্ঞানাত্মাচলোহব্যয়ঃ ॥ ৪৮

স্বাভ্জানবশতো বন্ধঃ প্রতিপত্ত বিমুক্তি ।

তস্মাৎ তং শুদ্ধভাবেন জ্ঞাত্বাত্মানং সদা স্মর ॥ ৪৯

বিরতিং ভজ সর্বত্র পুত্রদারগৃহাদিশু ।

নিরয়েষপি ভোগঃ স্যাচ্ছ শূকরতনাবশি ॥ ৫০

দেহং লব্ধ্বা বিবেকাত্যং দ্বিজত্বঞ্চ বিশেষতঃ ।

তত্রাপি ভারতে বর্ষে কর্মভূমৌ মুহূর্তম ॥ ৫১

বেহস্য যদি শ্রিতাঃ । অথ মর্ন্তোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমন্বতম্” । ইতি শ্রুতেঃ । কঠ ০ ২।৩।১৪) কারণ, নরকে বাস করিলেও ভোগ লাভ হয় ; কেবল ইহাই নহে, কুকুর ও শূকর প্রভৃতি দেহ প্রাপ্ত হইলেও সেই সব দেহেও ভোগ প্রাপ্তি হয় । সুতরাং বিষয় ভোগত্যাগ পরিভ্যাগ করুন । ৫০

বিবেকাতা দেহ লাভ করিয়া, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবংশে (১)

(১) তস্যোৎপত্তি-নাশো যথা—

মানবস্য নরৈশ্চৈত্ব আমোং পুত্রো দমঃ কিলঃ ।

নবমন্তস্য দানাদ্যশুণ্যবিন্দুরিতি শ্রুতঃ ॥

তস্য কস্তা ইড়বিড়া রূপেণাপ্রতিমা ভূবি ।

পুলস্ত্যায় স রাজবিশিষ্টং কস্তাং প্রত্যাশাদয়ৎ ॥

অমিষ্টৈর্ভবিড়ো যস্যঃ বিশ্রবাঃ সমপদ্যত ।

তস্য পদ্মাস্তম্ভশ্চ পূর্বা বৈ দেববর্গিনী ॥

জ্যোষ্ঠং বৈশ্রবণং যঃ কুরুপং দেববর্গিনী ।

ত্রিপাদং সূমহাকায়ং স্থলশীর্ষং মহাহনুম্ ॥

অষ্টদংষ্ট্রং হরিশ্রঙ্গং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্ ।

পিঙ্গলং নাম সংদৃষ্ট্বা পিতা তস্যাব্রবীৎ ততঃ ॥

কুংসার্যং তু কুশকোহয়ং শরীরক্ষেদমুচ্যতে ।

কুশরীরত্যাগে নায়ঃ তেন বৈ স কুবেরকঃ ॥

অথ্যং কুবেরো জনয়দ্ বিশ্রুতং নলকুবরম্ ।

রাবণং কৃতকর্ণক কস্তাং সূর্ণগবীং তথা ॥

বিভীষণং চতুর্ধং তু নৈকশ্রজয়ং সুভম্ ।

শঙ্কুকর্ণো দশগ্রীবঃ পিঙ্গলো ব্রতসূর্যজঃ ॥

চতুষ্পাদবিশিষ্টভূজো মহাকায়ো মহাবলঃ ।

জাত্যজ্ঞাননিভো মর্দলোহিতগ্রীব এব চ ॥

নিসর্গাদ্ দাক্ষণ্যং ক্রুরঃ স রাবণ ইতি শ্রুতঃ ।

হিরণ্যকশিপুস্ত্যাসীং স রাজা পূর্বজন্মনি ॥

কো বিধানানুসাং কৃতা দেহং ভোগানুগো ভবেৎ ।

অভ্যুৎ ব্রাহ্মণো ভূতা পৌলস্ত্যতনয়শ্চ সন্ ।

অজ্ঞানীষ সদা ভোগাননুধাবসি কিং মুখা ॥ ৫২

ইতঃ পরং বা ভ্যক্তা হং সর্বসঙ্গং সমাত্ময় ।

রামমেব পরাশ্রয়ং ভক্তিভাবেন সর্বদা ॥ ৫৩

সীতাং সমর্প্য রামায় তৎপাদানু রো ভব ।

বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো বিমূলোকং প্রয়াশ্চসি ॥ ৫৪

নো চেদ্ গমিষ্যসেহৃদোহঃ পুনরাবৃত্তিবিজিতঃ ।

উপন্ন হইয়া, ( কর্ণদোষে রাবণ পরে রাক্ষস হইয়া যায় । )

তাহাও আবার এই কর্ণভূমি ( “কর্ণ ব্রহ্মোক্তবং বিদ্ধি” ইতি শ্রীশীতোক্তেঃ, অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ণের ভূমি ) ভারতবর্ষে প্রতিশয় দুর্লভ অন্য প্রাপ্ত হইয়া ( অতএব লক্ষ্মী ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত এই বাক্যে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে ) কোন্ বিধান ব্যক্তি তারুণ দেহকে আত্মাধীন করত ভোগের অনুগামী অর্থাৎ ভোগলুপ্ত হয় ? অতএব আপনি ব্রহ্মবি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবার পুত্র বলিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া একজন সাধারণ অজ্ঞানী ব্যক্তির স্তায় যুধা কেন ভোগসকলের দিকে ধাবিত হইতেছেন ? ৫১-৫২

অথবা বাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, অতঃপর আপনি সমস্ত বিষয়সঙ্গ পরিভ্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে সর্বদা পরমাত্মা শ্রীরামকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করুন । (এখানে ভক্তিভাবে ভগবানের

চতুর্হুগানাং রাজা তু ত্রয়োদশ স রাক্ষসঃ ।

ভাঃ পঞ্চকোটো বর্ষাণাং সংখ্যাভাঃ সংখ্যায় তিলৈঃ ।

নিম্নুভানামেকশক্তিঃ সংখ্যাবিস্তিরুদাহতঃ ।

যক্তি চৈব সহস্রাণি বর্ষাণাং হি স রাবণঃ ।

দেবভানান্ পিতৃপাঞ্চ যোরং কৃতা প্রজাগরম্ ।

ত্রৈত্যয়ুগে চতুর্থাংশে রাবণস্তপসঃ ক্রয়াৎ ।

রামং দশরথং প্রাপ্য সগলঃ ক্রমমীলিবান্ ।

ইতি বহুপুত্রাণে বারাহপ্রাধুর্ভাবনামাখ্যায় :

শ্রীমদ্রবি বেদব্যাঙ্গপ্রদীপ শ্রীমদ্ অধ্যায়ানামাণশ্চ লক্ষ্মীকাণ্ডে উমামহেশ্বরসংবাদে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অজী কুরুষ মদ্যাক্যং হিতমেব বদামি তে ॥ ৫৫

সংসদতিং কুরু ভজস্ব হরিং শরণ্যং

শ্রীরাঘবং মরকতোপলকাস্তিকাস্তম্ ।

সীতাসমেতমনিশং ধৃতচাপবাণং

সুগ্রীবলক্ষ্মণবিভীষণসেবিতাঙ, শ্রিয় ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদধ্যায়ানামাণশ্চ উমামহেশ্বরসংবাদে

লক্ষ্মীকাণ্ডে চতুর্থোহ্যায়ঃ ॥ ৪

শরণাগত হইতে রাবণকে তরু উপদেশ করিল, কিন্তু শ্রীভগবান্ যন্ন অর্জুনকে বলিয়াছেন—“ভক্ত্যা ত্বনুগয়া শক্য অহমেবংবি-  
বোহর্জুন । জাতং দ্রষ্টুক তত্বেন প্রবেষ্টুক পরস্তপ ।”  
শ্রীশীতা ১১।৫৪ । “ভক্ত্যা মামভিধানাতি বাবাং বশ্চাস্মি  
ভক্ততঃ । ততো মাং ভক্তভো জাতা বিশতে মাং তদনন্তরম্ ।”  
শ্রীশীতা ১৮।৫৫ ) ॥ ৫৩

আপনি সীতাকে রামের নিকট সমর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অনুচর হউন, তাহা হইলে আপনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিমূলোকে গমন করিতে পারিবেন । ৫৪

নতুবা আপনি ক্রমে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন, বাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া আপনার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না । অতএব আপনি আমার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করুন ; কারণ, আমি আপনাকে হিত কথাই বলিতেছি । ৫৫

আপনি সংস্রব করুন, যাহার কমনীয় কান্তি মরকত মণির স্তায়, যিনি হস্তে ধন ও বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ যাহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতেছেন, এবং যিনি সীতাদেবীর সহিত বিরাজমান, আপনি রঘুবংশ-  
ভুষণ শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করুন ; কারণ, তিনি শরণাগত পালক ( অতএব আপনাকে অবশ্যই তিনি দয়া করিবেন ) । ৫৬

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

[ শুকশ্য পূর্বজন্মবৃত্তান্তকথনম্, রাক্ষসৈঃ সহ বানরসৈন্তানাং যুদ্ধবর্ণনঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শ্রদ্ধা শুকমুখোদগীতং বাক্যমজ্ঞাননাশনম্ ।

রাবণঃ ক্রোধভ্রাতাক্রোধে দহমিব ভ্রমব্রবীৎ ॥ ১

অনুজীব্য শূদ্রবর্ষে গুরুবস্ত্রাষসে কথম্ ।

শাসিতাহং ত্রিজগতাং হাং মাং শিক্ষন্ন লজ্জসে ॥ ২

ইদানীমেব হস্মি হাং কিন্তু পূর্বকৃতং ভব ।

স্মরামি তেন রক্ষামি হাং যতপি বধোচিতম্ ॥ ৩

ইতো গচ্ছ বিমূঢ় ভ্রমেবং শ্রোতুং ন মে ক্ষমম্ ।

মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা বেপমানো গৃহং যযৌ ॥ ৪

শুকোহপি ব্রাহ্মণঃ পূর্বং ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিস্তমঃ ।

বানপ্রস্থবিধানেন বনে তিষ্ঠন্ স্বকর্মকৃতং ॥ ৫

দেবানামভিবৃদ্ধার্থং বিনাশায় সুরদ্বিষাঃ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

[ শুকের পূর্ব জন্মের বৃত্তান্তকথন এবং রাক্ষসদিগের সহিত বানরসৈন্তগণের যুদ্ধবর্ণন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । শুকের মুখনির্গত অজ্ঞান-নাশন এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত ভাহাকে যেন দগ্ধ করিবার জন্তই তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল । ১

অতিশয় ধর্মতি তত । তুমি আমার অনুজীবী সেবক হইয়া কেন গুরুর ভায় উপদেশবাক্য বলিতেছে ? আমি স্বয়ং ত্রিজগতের শাসক ; এরূপ আমাকে শিক্ষা দিতে তোমার লজ্জা করিতেছে না ? ২

যদিও তুমি আমার বধযোগ্য এবং এখনই আমি তোমাকে বধও করিতে পারি, তথাপি তুমি পূর্বে আমার বহু উপকার করিয়াছ ভৎসমস্ত আমি স্মরণ করিতেছি বলিয়া (এবং কৃতজ্ঞ নই, সেইহেতু) তোমাকে বধ না করিয়া রক্ষা করিলাম ॥ ৩

রে বিমূঢ় । তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও, তোমার এরূপ কথা আমি শুনিতে সমর্থ নহি । তখন শুক রাবণের এই কথা শ্রবণ করত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ‘আপনার অপার কল্যাণ’ এই কথা বলিয়া গৃহে গমন করিল ॥ ৪

এই শুকও পূর্বে ব্রহ্মপরাধন ব্রহ্মজ্ঞপ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন ;

চকার যজ্ঞবিততিমবিচ্ছিন্নাং মহামতিঃ ॥ ৬

রাক্ষসানাং বিরোধোহভূচ্ছুকো দেবহিতোত্তমঃ ।

বজ্রদংষ্ট্র ইতি খ্যাতস্তত্রৈকো রাক্ষসো মহান্ ॥ ৭

অস্তরং প্রেপ্সুরাতিষ্ঠচ্ছুকাপকরণোত্তমঃ ।

কদাচিদাগতোহগস্ত্যস্তশ্রমপদং মূনেঃ ॥ ৮

ভেন সম্পূজিতোহগস্ত্যো ভোজনার্থং নিমন্ত্রিতঃ ।

গতে স্নাতুং মুনৌ কুস্তমস্তবে প্রাপ্য চাস্তরম্ ॥ ৯

অগস্ত্যরূপধ্বক্ সোহপি রাক্ষসঃ শুকমব্রবীৎ ।

যদি দাস্যসি মে ব্রহ্মন্ ভোজনং দেহি সামিষম্ ॥ ১০

বহুকালং ন ভুক্তং মে মাংসং ছাগাঙ্গদন্তবম্ ।

তথেষতি কারয়ামাস মাংসভোজ্যং স বিস্তরম্ ॥ ১১

সেইজন্ম বানগ্রহ বিধান অনুসারে বৈগানস-আশ্রম গ্রহণ করত স্বর্গশাস্ত্রকুল কর্ত্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৫

মহামতি শুক দেবগণের অভ্যুদয়ের জন্ত এবং দেবঘোষী, রাক্ষসাদির বিনাশের জন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহু যজ্ঞ করিয়া চলিলেন ॥ ৬

শুক দেবগণের হিতসাধনে রত বলিয়া রাক্ষসদিগের সহিত তাহার বিরোধ আরম্ভ হইল । এই সময় বজ্রদংষ্ট্র নামে এক প্রধান রাক্ষস শুকের অপকার করিতে উদ্যত হইয়া তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল । এদিকে কোনও এক দিন মগামুনি অগস্ত্য সেই শুকমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭-৮

অগস্ত্যকে উপস্থিত দেখিয়া শুক তাঁহাকে পান্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজননের জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন । ভারণর কুস্তম্বোনি মুনিবর অগস্ত্য স্নানের জন্ত গমন করিলে পর সুযোগ লাভ করত সেই রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্রও অগস্ত্যের রূপ ধারণ করিয়া শুককে বলিল,—ব্রহ্মন্ ! যদি তুমি আমাকে ভোজন করাইবে, তাহা হইলে আমাকে আমিষ (মাংসযুক্ত) ভোজন প্রদান করিও ॥ ৯-১০

কারণ, আমি বহুকাল ছাগলের মাংস ভোজন করি নাই । তখন শুক ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিয়া বহু মাংস সহ নানাবিধ ভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন ॥ ১১

উপবিষ্টে মুনৌ ভোক্তুং রাক্ষসোহভীব নৃন্দরম ।  
 শুকভার্য্যাবপুর্ষ্ণা তং চান্তর্মোহয়ন খলঃ ॥ ১২  
 নরমাংসং দদৌ তস্মৈ সুপকং বহুবিস্তরম ।  
 দৈত্ববাস্তদধে রক্ষন্ততো দৃষ্টা চূকোপ সঃ ॥ ১৩  
 অমেধ্যং মানুষং মাংসমগন্ত্যঃ শুকমব্রবীৎ ।  
 অভক্ষ্যং মানুষং মাংসং দত্তবানসি হৃষ্মতে ॥ ১৪  
 মহ্যং তং রাক্ষসো ভূত্বা ভিষ্ঠং তং মানুষাশনঃ ।  
 ইতি শব্দঃ পুরো ভীত্যা প্রাহাগন্ত্যং মুনৈ ত্বয়া ॥ ১৫  
 ইদানীং ভাষিতং মেহগ্ন মাংসং দেহীতি বিস্তরম ।  
 তথৈব দত্তং মে দেব কিং মে শাপং প্রদাস্তসি ॥ ১৬  
 ঋত্বা শুকশ্চ বচনং মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ ।  
 জ্ঞাত্বা রক্ষঃকৃতং সর্বং ততঃ প্রাহ শুকং সুধীঃ ॥ ১৭  
 ভবাপকারিণা সর্বং রাক্ষসেন কৃতং ত্বিদম ।

তারপর মূনিবর অগন্ত্য ভোজন করিতে বসিলে সেই খল  
 রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অভিশয় সুন্দর শুকভার্য্যার দেহ ধারণ করত  
 শুকভার্য্যাকে অন্তরে মোহিত করিয়া রাখিল অর্থাৎ রাক্ষসী-  
 মারার প্রভাবে শুকভার্য্যাকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিল যে,  
 শুকভার্য্যার বাহিরে আসিয়া কিছুই প্রকাশ করিবার সামর্থ্য  
 থাকিল না। এই অবস্থায় রাক্ষস ব্রাহ্মণীর বেশে মূনিবর  
 অগন্ত্যকে প্রচুর পরিমাণে সুপক নরমাংস প্রদান করিল।  
 রাক্ষস নরমাংস পরিবেশন করিয়াই অহিষ্ট হইল। কিন্তু সেই  
 মহামুনি অগন্ত্য অপবিত্র মনুষ্যমাংস দেখিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন  
 এবং শুককে বলিলেন—রে হৃষ্মতে! যেহেতু তুমি আমাকে  
 অভক্ষ্য মানুষ মাংস প্রদান করিয়াছ, সেইহেতু তুমি মানুষভোজী  
 রাক্ষস হইয়া অবস্থান কর। ১২-১৪ঃ

এইরূপ শাপ প্রাপ্ত হইয়া শুক ভীতি সহকারে অগন্ত্যকে  
 বলিল,—মুনৈ। আপনি এখনই আমাকে বলিলেন যে, তুমি  
 আজ আমাকে ভোজনের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাংস প্রদান  
 কর, আমি আপনাকে কথামুসারে এই মাংস ভোজন প্রদান  
 করিয়াছি। দেব! তথাপি আপনি আমাকে কেন এই শাপ-  
 দান করিলেন? ১৫-১৬

শুক এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি অগন্ত্য মুহূর্ত্ত কাল  
 ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন এবং ধ্যানবলে রাক্ষসের ( বজ্রদংষ্ট্রের )  
 হৃদয় সব কিছুই জানিতে পারিয়া পর শুককে বলিলেন। ১৭

অবিচাঠ্যেব মে দত্তঃ শাপন্তে মুনিসত্তম ॥ ১৮  
 তথাপি মে বচোহমোষমেবমেব ভবিষ্ণুতি ।  
 রাক্ষসং বপুর্নাস্তায় রাবণশ্চ সহায়কুং ॥ ১৯  
 ভিষ্ঠং তবদ যদা রামো দশাননবধায় হি ।  
 আগমিষ্ণুতি লঙ্কায়াঃ সমীপং বানরৈঃ সহ ॥ ২০  
 প্রেষিতে। রাবণেন ত্বং চারো ভূত্বা রঘুসত্তম ।  
 দৃষ্টা শাপাদ্ বিনির্মুক্তো বোধয়িষ্য চ রাবণম ॥ ২১  
 তত্ত্বজ্ঞানং ততো মুক্তঃ পরং পদমবাপ্ স্তসি ।  
 ইত্যন্তোহগন্ত্যমুনিম্ভা কৌ ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ২২  
 বভূব রাক্ষসঃ সন্তো রাবণং প্রাপ্য সংস্থিতঃ ।  
 ইদানীং চারুপেণ দৃষ্টা রামং সহানুজম্ ॥ ২৩  
 রাবণং তত্ত্ববিজ্ঞানং বোধয়িষ্য পুনরুত্তম ।  
 পূর্ববদব্রাহ্মণো ভূত্বা স্থিতো বৈখানসৈঃ সহ ॥ ২৪

হে মূনিশ্রেষ্ঠ শুক! তোমার অপকারকারী রাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র  
 এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু আমি এই সব বিচার না  
 করিয়াই তোমাকে শাপ দান করিয়াছি। ১৮

তথাপি আমার বাক্য অমোষ (অব্যর্থ) বলিয়া আমি বাহ্য  
 বলিয়াছি, তদনুরূপই সব হইবে। তুমি রাক্ষস-দেহ অবলম্বন  
 করত রাবণের সহকারী হইয়া ততকাল অবস্থান কর; যখন  
 ভগবান্ রামচন্দ্র দশানন রাবণকে বধ করিবার জন্য বানরগণের  
 সহিত লঙ্কার সমীপে আসিবেন, তখন তুমি রাবণ কর্তৃক প্রেরিত  
 চর হইয়া রঘুসত্তম রামের নিকট গমন করত উহাকে দর্শন করিয়াই  
 শাপ হইতে মুক্ত হইবে। তদনন্তর রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ  
 করিয়া মুক্তিলাভ করত পরম পদ লাভ করিবে। মূনিবর  
 অগন্ত্য এই কথা বলিলে পর ব্রাহ্মণপ্রবর শুক তৎক্ষণাৎ রাক্ষস  
 হইয়া বাইল এবং রাবণের নিকট গমন করত তথায় অবস্থান  
 করিতে লাগিল। তারপর সেই শুক বর্ত্তমানে চররূপে কনিষ্ঠ  
 ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সীতারূপে দর্শন করিয়া এবং রাবণকে  
 তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া পুনরায় সত্তর পূর্ববৎ ব্রাহ্মণ হইয়া  
 বৈখানসগণের সহিত বাস করিতে লাগিল। ১৯-২৪

তদনন্তর বৃদ্ধিমান্ ও নীতিনিপুণ এক বৃদ্ধ রাক্ষস রাবণের  
 সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রাক্ষসের নাম মাল্যবান্।

ততঃ সমাগমদ্ বৃক্ষো মাণ্যবান্ রাক্ষসো মহান্ ।  
 বৃদ্ধিমান্ নীতিনিপুণো রাজ্ঞো মাতুঃ প্রিয়ঃ পিতা ॥২৫  
 প্রাহ তং রাক্ষসং বীরং প্রশান্তেনাস্তরাগ্ননা ।  
 শৃণু রাজন্ বচো মেহন্ত শ্রদ্ধা কুরু যথোক্তিভম ॥ ২৬  
 যদা প্রবিষ্টা নগরী জনকী রামবল্লভা ।  
 তদাদি পুৰ্য্যাং দৃশ্যন্তে নিমিত্তানি দশানন ॥ ২৭  
 ঘোরাণি নাশহেতুনি তানি মে বদতঃ শৃণু ।  
 খরন্তনিতনির্বোষা মেঘা অতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৮  
 শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুঞ্জন সর্বদা ।

সে রাজা রাবণের অভিশপ্ত প্রিয় এবং মাতা নিকম্বার পিতা অর্থাৎ  
 রাবণের মাতামহ(১) ॥ ২৫

এই রাক্ষস মাণ্যবান্ প্রশান্ত অন্তঃকরণে বীর রাক্ষসরাজ  
 রাবণকে বলিল,—রাজন্ । তুমি এখন আমার কথা শ্রবণ কর,  
 শ্রবণ করিয়া তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর ॥ ২৬

দশানন । যে সময় হইতে রামপ্রিয়া জনকনন্দিনী সীতা এই  
 লঙ্কা নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই সময় হইতেই এই নগরীতে  
 নানাবিধ দুর্নিমিত্তসকল দেখা যাইতেছে ॥ ২৭

আমি সেই সব ভয়ঙ্কর নাশসূচক নিমিত্ত ( অপশকুন )-সকল  
 বলিতেছি, শ্রবণ কর । মেঘসমূহ অতি ভয়ঙ্করাকৃতি হইয়া সুতীক্ষ্ণ  
 গর্জন করিতেছে এবং বজ্রপাত হইতেছে ॥ ২৮

এই মেঘমণ্ডল লঙ্কাকে লক্ষ্য করিয়া উষ্ণ শোণিত বর্ষণ  
 করিতেছে । দেবমুর্তিসকল রোদন করিতেছেন, ধর্ম্মান্ত হইয়া  
 উঠিয়াছেন এবং কল্লিত চটতেছেন ॥ ২৯

(১) রাবণকে মাতামহ মাণ্যবানের প্রবোধব্যাক্য বিষয়ে  
 মহর্ষি বাম্বীকি—

“ততস্ত সুমহাপ্রাজ্ঞো মাণ্যবান্ নাম রাক্ষসঃ ।  
 রাবণস্য বচঃ শ্রদ্ধা ইতি মাতামহোহব্রবীৎ ।  
 বিদ্যাস্তিভিনীতো যো রাজা রাজন্ নরানুগঃ ।  
 স শান্তি চিরমৈশ্বর্য্যমরীংশু কুরুতে বশে ।  
 সন্দধানো হি কালেন বিগৃহ্মণ্চারিভিঃ সহ ।  
 স্বপক্ষে বর্জনং কুর্বন্ মহদৈশ্বর্য্যমন্নতে ।  
 হীরমানেন কর্তব্যো রাজা সন্ধিঃ সমেন চ ।  
 ন শক্রমবমতেত জ্যায়ান্ কুবীত বিগ্রহম্ ।  
 ভয়ঙ্করং রোচতে সন্ধিঃ সহ রামেন রাবণ ।  
 বদর্শমভিমুখোহসি সীতা ভস্মৈ প্রদীরতাম্ ।

রুদন্তি দেবলিঙ্গানি শিথন্তি প্রচলন্তি চ ॥ ২৯

কালিকা পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতা ।

খরা গোমু প্রজায়ন্তে মুষিকা নকুলৈঃ সহ ॥৩০

মার্জারেন তু বৃষান্তি পন্নগা গরুড়েন তু ।

করালো বিকটো মৃগুঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গল ॥ ৩১

কালো গৃহাণি সর্বেষাং কালে কালে স্ববেক্ষতে

এতান্মিত্তানি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্ভবন্তি চ ॥ ৩২

অতঃ কুলশ্চ রক্ষার্থং শান্তিং কুরু দশানন ।

সীতাং সংকৃত্য সধনাং রামায়ান্ত প্রযচ্ছ ভোঃ ॥ ৩৩

পুরহিতা কালিকা পাণ্ডুবর্ণ দন্তসমূহ বিকশিত করিয়া অট্টহাস্য  
 করিতেছেন । গর্দভগণ এখন গাভীগর্ভে জন্মলাভ করিতেছে ।  
 মুষিকগণ ( ইন্দ্রগণ ) নকুলদলের সহিত মিলিত হইয়া মার্জারের  
 ( বিড়ালের ) সহিত যুদ্ধ করিতেছে এবং সর্পগণ গরুড়ের সহিত  
 সজ্জর্বে লিপ্ত হইয়াছে । কৃষ্ণপিঙ্গল, মৃগু, করাল ও  
 বিকটাকার কালপুরুষ অর্থাৎ মৃত্যু সৎ সময় সকলের গৃহের নিকে  
 তাকাইয়া রহিয়াছে । এই সকল এবং অন্যান্য বহু নিমিত্তসকল  
 দেখা যাইতেছে ও প্রতিনিয়ন্ত উৎপন্ন হইতেছে ॥ ৩০-৩২

দশানন । অতএব এই তোমার বংশকে রক্ষা করিবার জন্য  
 সামাদি উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে শান্তিপ্রদ সাম উপায় অবলম্বন

ভ্য দেবর্ষয়ঃ সর্বে গন্ধর্ব্বাশ্চ জরৈরিণঃ ।

বিরোধং মা গমন্তেন সন্ধিস্তে তেন রোচতাম্ ।

অসৃজদ্ ভগবান্ পক্ষৌ ঘাবেব হি পিতামহঃ ।

সূরাণামসূরাণাঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তদাশ্রমৌ ।

ধর্ম্মৌ হি জরতে পক্ষ অমরাণাং মহাশ্রনাম্ ।

অধর্ম্মৌ রক্ষসাং পক্ষৌ হ্রস্বরাণাঞ্চ রাক্ষস ।

ধর্ম্মৌ বৈ গ্রসতেহধর্ম্মং যদা কৃতমভূদ্ যুগম্ ।

অধর্ম্মৌ গ্রসতে ধর্ম্মং তদা ভিষাঃ প্রবর্ততে ।”

ইত্যাদি ৬৩৫৬-১৪ ইহার পর বহু উপপাত্তের কথা  
 মাণ্যবান্ রাবণকে বলিয়াছে । অবশেষে নিজের অভিমত  
 প্রকাশ করিতেছে—

“বিষ্ণুং মতামহে রামং মানুষং রূপমাহিতম্ ।

নহি মনুজমাজ্রোহসৌ রাঘবো দৃঢ়বিক্রমঃ ।

যেন বহুঃ সমুদ্রে চ সেতুঃ স পরমাত্তমঃ ।

কুরুষ নররাজেন সন্ধিঃ রামেন রাবণ ।

জাতাবধার্য্য কর্ণাণি ক্রিয়তামারভিক্ষম্ ।”

রামং নারায়ণং বিদ্ধি বিদেষ্যং তাজ্জ রাঘবে ।  
 যৎপাদপোভমশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবসাগরম্ ॥ ৩৪  
 ভরন্তি ভক্তিপূতাজ্জা ততো রামো ন মানুষ্যঃ ।  
 ভজ্যস্ব ভক্তিভাবেন রামং সর্বহৃদালয়ম্ ॥ ৩৫  
 যত্নপি হং হুরাচারো ভক্ত্যা পূতো ভবিষ্যসি ।  
 মদ্বাক্যং কুরু রাজেন্দ্র কুলকৌশলহেতবে ॥ ৩৬  
 তত্ত্ব মাল্যবতো বাক্যং হিতযুক্তং দশাননঃ ।  
 ন মনয়তি হৃষ্টাজ্জা কালশ্চ বশমাগতঃ ॥ ৩৭  
 মানবং কৃপণং রামমেকং শাখায়ুগাশ্রয়ন ।  
 সমর্থং মন্ত্রমে কেন হীনং পিত্রা মুনিপ্রিয়ম্ ॥ ৩৮  
 রামেণ প্রেষিতো নুনং ভাষমে ভ্রমনর্গলম্ ।

৩৪। রাবণ। ধন-রত্নাদি দান করত সীতাকে সম্মানিত করিয়া  
 রামের নিকট সত্ত্বর সমর্পণ কর । ৩৩

কারণ, এই রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই জানিবে ।  
 তুমি এই রাঘবের প্রতি বিদেষ্য ভাব পরিত্যাগ কর । ভক্তিপূত-  
 চিত্ত জ্ঞানিগণ হাঁহার শ্রীচরণতরঙ্গী আশ্রয় করিয়া এই ভবসাগর  
 পার হইয়া যান, সেইহেতু এই রাম মানুষ নহেন—মানুষাকারে  
 সাক্ষাৎ নারায়ণ । অতএব সর্বহৃদরবাসী (ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং  
 হৃদদেশেহর্জুন তিষ্ঠীতি গীতাক্তে: ১৮।৬১) পরমেশ্বর রামকে  
 ভক্তিভাবে ভজনা কর । ৩৪-৩৫

যদিও তুমি হুরাচার পুরুষ, তথাপি তুমি শ্রীরামের ভক্তিতে  
 পবিত্র হইয়া যাইবে (‘‘অপি চেৎ সুহুরাচারো ভজতে যামনত-  
 তাক্ । সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগু ব্যবসিতো হি সঃ’’ । শ্রীগীতা  
 ১৩ ) । রাজেন্দ্র । বংশের মঙ্গলের জন্য তুমি আমার এই  
 বাক্য পালন কর । ৩৬

কিন্তু হৃষ্টাজ্জা দশানন রাবণ কালের বশীভূত হস্তায় মাভামহ  
 মালাবানের এই হিতকর বাক্য সহ্য করিতে পারিল না । ৩৭

(১) মাল্যবান্কে রাবণের উক্তিবিষয়ে,—

‘‘হিতবুদ্ধ্যা যদাহিতং বচঃ পরুষমুচ্যতে ।  
 পরপক্ষং প্রবিশ্লেষ নৈতচ্ছোভগতং মম ।  
 মানুষং কৃপণং রামমেকং শাখায়ুগাশ্রয়ম্ ।  
 সমর্থং মন্ত্রমে কেন ভাষ্যং পিত্রা বনশ্রয়ম্ ।  
 রক্ষসামীশ্বরং যাক দেবানাঞ্চ ভরত্বরম্ ।  
 হীনং যং মন্ত্রমে কেন অহীনং সর্ববিক্রমৈঃ ॥

ইত্যাদি । ৬।৩৬।৪-৫

গচ্ছ বুদ্ধোহসি বন্ধুস্তঃ দোঢ়ঃ সর্বং ত্রয়োদিতম্ ২৯  
 ইতো মৎকর্ণপদবাং দহত্যেতদ্ বচস্তব ।

ইত্যুক্ত্বা সর্বসচিবৈঃ সহিতঃ প্রস্থিতস্তদা ॥৪০

প্রাসাদাগ্রে সমাসীনঃ পশ্যন্ বানরসৈনিকান্ ।

বুদ্ধায়াজ্জয়ন্তং সক্ষরাক্ষমান্ সমুস্থিতান্ ॥ ৪১

রামোহপি ধনুর্দাদায় লক্ষ্মণেন সমাস্ততম্ ।

দৃষ্ট্বা রাবণমাসীনং কোপেন কলুষাকৃতঃ ॥ ৪২

কিরীটিনং সমাসীনং মস্ত্রিভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ।

শশাঙ্কান্নিভৈনৈব বাণেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ৪৩

শ্বেতচ্ছত্রসহস্রাণি কিরীটদশকং তথা ।

চিচ্ছেদ নিমিষাঙ্কেন ভদ্রদুতমিবাভবৎ ॥ ৪৪

তখন রাবণ মাল্যবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,(১)—মাতামহ ।  
 এই রাম মানুষ, তাহার উপর কৃপণ অর্থাৎ দীন-হীন, অতএব  
 দয়াযোগ্য, একাকী অথবা একমাত্র বানর তাহার আশ্রয়, ঘিড়ির  
 কোনও আশ্রয় তাহার নাই, পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং মুনি-  
 গণের প্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, মৌনব্রতপালক, ক্ষণদেহ,  
 দুর্বল ও বনবাসী জাপসগণের প্রিয়, সেই রামকে তুমি সমর্থ অর্থাৎ  
 শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া মনে করিতেছ কেন ? ৩৮

নিশ্চয়ই তুমি রামকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, নতুবা আমার  
 সম্মুখে তুমি নিরর্গল অর্থাৎ নিরীক্ষার একরূপ রামস্ততি করিবে  
 কেন ? তুমি এখন চিনিয়া যাও ; তুমি যুদ্ধ এবং বন্ধু—আত্মীয়  
 সেইজন্য তোমার এই সব কথা আমি সহ্য করিলাম । ৩৯

তোমার এই সব কথা আমার কর্ণপথে প্রবিকী হইয়া উঠাকে  
 দৃষ্ট করিয়া দিতেছে । এই কথা বলিয়া সভাস্থল হইতে অস্ত্র সব  
 মস্ত্রিগণের সহিত রাবণ তখন চিনিয়া যাইল । ৪০

তাহার পর প্রাসাদের উপরে অর্থাৎ ছাদে আরোহণ পূর্বক  
 উপবেশন করত বানরসৈন্যদিককে দেখিতে দেখিতে ভাষার  
 উপস্থিত সমস্ত রাক্ষসগণকে যুদ্ধ করিবার জন্য আরোজন করিতে  
 বলিল । ৪১

অতদিকে শ্রীরামও লক্ষ্মণ কর্তৃক আনীত ধনুঃগ্রহণপূর্বক  
 রাবণকে মন্ত্রকে কিরীট ধারণ করত মস্ত্রিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত  
 হইয়া প্রাসাদের ছাদে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্রোধে ব্যাকুল  
 হইয়া উঠিলেন । রঘুবংশধর রাম অর্ধ চন্দ্রাকৃতি একটি বাণের  
 দ্বারা নিমিষাঙ্ক কালের মধ্যেই সহস্র শ্বেতচ্ছত্র ও দশমস্তকে



লঙ্কিতো রাবণন্তুর্গং বিবেশ ভবনং স্বকম ।  
 আহুয় রাক্ষসান্ সর্বান প্রহস্তপ্রমুখান্ খলঃ ॥ ৪৫  
 বানরৈঃ সহ বৃদ্ধায় নোদয়ামাস সত্তরঃ ।  
 ততো ভেরী-মুদলাস্তৈঃ পণবাণকগোমুখৈঃ ॥ ৪৬  
 মহিবোষ্ট্রৈঃ খটৈঃ সিংহৈর্দ্বীপিভিঃ কুণ্ডবাহনাঃ ।  
 খড়্গা-শূল-ধনুঃ-পাশ-যষ্টি-ভোমর-শক্তিভিঃ ॥ ৪৭  
 লঙ্কিতাঃ সর্বতো লঙ্কাং প্রতিধারমুপায়যুঃ ।  
 তৎ পূর্বমেব রামেণ নোদিতা বানরর্ষভাঃ ॥ ৪৮  
 উত্তম্য গিরিশৃঙ্গানি শিখরানি মহাস্ত ৮ ।

রাবণের দশটি ক্রোট ছেদন করিয়া দিলেন(১) । ইহা যেন তখন  
 এক অভ্যাশ্চর্য ঘটনা বলিয়া সকলের মনে হইতে লাগিল ৪২-৪৪

ইহাতে রাবণ লঙ্কিত হইয়া ক্রুত নিজের ভবনে প্রবিষ্ট  
 হইল । তারপর সেই খল রাবণ প্রহস্ত প্রভৃতি সমস্ত রাক্ষসগণকে  
 ডাকিয়া আনিয়া বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অস্ত সত্তর  
 প্রেরিত করিল । ভদনন্তর ভেরী, মুদঙ্গ, পণব, ঢকা প্রভৃতি  
 রণবাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল । রাবণের আদেশ পাইয়া  
 রাক্ষসগণ মহিব, উষ্ট্র, ( উট ), খর ( গর্দভ বা খচ্চর ), সিংহ ও  
 ব্যাঘ্র—এই সব বাহনে আরোহণ করিয়া খড়্গ, শূল, ধনু, পাশ,  
 যষ্টি, ভোমর ও শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লঙ্কাকে  
 রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্বাঙ্গিক দিয়া আগমন করত লঙ্কার প্রতি  
 দ্বারের সমীপে বাইয়া উপস্থিত হইল । এদিকে তাহার পূর্বেই  
 রাম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রেষ্ঠ বানরগণ পর্বতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও

(১) বাঙ্গালিকিরামায়ণে পাণ্ডুরা বানর,—সুবেল পর্বতে  
 অবস্থিত অীরাম, লক্ষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি লঙ্কার রাজপ্রাসাদের  
 দ্বারে অবস্থিত রাবণকে দেখিয়া বজ্রবৎসল সুগ্রীব বজ্র অীরামের  
 শত্রু রাবণকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না । তিনি  
 তৎক্ষণাৎ অধৈর্য্যবশতঃ রামের অনুমতি না লইয়াই লক্ষ প্রদান  
 পূর্বক রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাকে বধ করিবার  
 ইচ্ছায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন—

“পশুভ্যাং বানরেস্ত্র্যাণাং রাঘবস্তাপি পশ্যভঃ ।  
 দর্শনাদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্ত সুগ্রীবঃ সহসোখিতঃ ।  
 ক্রোধাবেগেন সংযুক্তঃ সন্তেন চ বলেন চ ।  
 অচলাগ্রাদধোখ্যায় পুপ্পবে গোপুরস্থলে ।  
 হিষ্টা মুহূর্তং সম্প্রেক্ষ্য নির্ভয়েনাতরাশ্বনা ।  
 ভূণীকৃত্য চ ভদ্ রক্ষঃ সোহিববীং পরবং বচঃ ।  
 লোকনাথস্ত রামস্ত সখা দাসোহস্মি রাক্ষস ।  
 ন ময়া যোক্যমেহন্ত ত্বং পার্থিবেন্দ্রস্ত ভেজসা ।

তরুংশ্চোৎপাট্য বিবিধান বৃদ্ধায় হরিবৃথপাঃ ॥ ৪৯  
 প্রেক্ষমাণা রাবণস্ত তান্মনীকানি ভাগশঃ ।  
 রাঘবপ্রিয়কামার্থং লঙ্কামাকুরুহস্তদা ॥ ৫০  
 তে ক্রমৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিষ্চ প্রবজমাঃ ।  
 ততঃ সহস্রযুধাশ্চ কোটিযুধাশ্চ যুথপাঃ ॥ ৫১  
 কোটিশতযুধাশ্চাত্তো রুরুধূর্নগরং ভূশম ।  
 আগ্রবস্তুঃ প্রবস্তুশ্চ গর্জন্তুশ্চ প্রবজমাঃ ॥ ৫২  
 রামো জয়ভাতিবলো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ।  
 রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাপালিতঃ ॥ ৫৩

বৃহৎ বৃহৎ শিখরসমূহ উত্তোলিত করিয়া এবং মানাবিধ বৃক্ষ-  
 সকল উৎপাটিত করিয়া বানরসেনাপতিগণ যুদ্ধের অস্ত দলে দলে  
 বিভক্ত হইয়া রাবণের সেই সব সৈন্যদিককে লক্ষ্য রাখিতে  
 রাখিতে অীরামের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় লঙ্কাকে চারিদিকে  
 অবরুদ্ধ করিল ৪৫-৫০

দলপতি এই সব বানরগণ কেহ কেহ সহস্রযুধ, কেহ কেহ  
 কোটিযুধ, কেহ কেহ শতকোটিযুধে পরিবৃত্ত হইয়া বৃক্ষ,  
 পর্বতাগ্র ও মুষ্টি দ্বারা যুদ্ধ বাসনায় লঙ্কানগরকে সর্বতোভাবে  
 রুদ্ধ করিল । বানরগণ তখন লক্ষ প্রদান পূর্বক উপরে উঠিতে  
 লাগিল এবং চারিদিকে লাফালাফি করিতে করিতে গর্জন  
 করিতে লাগিল ৫১-৫২

সর্বাতিরিক্ত বলশালী অীরাম জয়লাভ করুন, মহাবল লক্ষ্মণ  
 জয়যুক্ত হউন এবং অীরামপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়  
 হউক ৫৩

ইত্যুক্ত্য সহসোৎপেতা পুপ্পবে ভস্য চোপরি ।  
 আকৃষ্ট মুকুটং চিত্রং পাভয়ামাস ভদ্ভুবি ॥”

৬।৪০ ৭-১১

ইহার উপর রাবণ ও সুগ্রীবের মধ্যে প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ আরম্ভ  
 হয় । মল্লযুদ্ধে পরাজিত অবস্থায় রাবণ দ্বারা অবলম্বন করিলে  
 সুগ্রীব রাবণকে ভ্যাগ করিয়া আকাশপথে অীরামের নিকট  
 চলিয়া আসেন । সুগ্রীবের এই দুঃসাহসিৎ ভাণ্ডার্য্য দেখিয়া  
 অীরাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়েন ।  
 তারপর সুগ্রীব কিরিয়া আসিলে অীরাম বলিলেন,—

“অসম্ভব্যা ময়া সার্থং ভদিদং সাহসং কৃতম্ ।  
 এবং সাহসযুক্তানি ন কুরুন্তি জনেশ্বর্য্যঃ ।  
 সংশয়ে স্থাপ্য মাক্ষেদং বলক্ষেদং বিভীষণম্ ।  
 কক্কে কৃতমিদং বীর সাহসং সাহসপ্রিয় ॥” ইত্যাদি

৬।৪১২-৩

অীরামের বাক্যের উত্তরে সুগ্রীব বলিলেন,—

ভব ভাধ্যাপহর্ভারং দৃষ্ট্য রাঘব রাবণম্ ।

মর্ষরামি কথং বীর জানন্ বিক্রমমাত্মনঃ ॥” ৬।৪১১

ইত্যেবং ঘোষণান্তঃ সমং যুযুধিরেহরিভিঃ ।  
 হনুমানজদশ্চৈব কুমুদো নীল এব চ ॥ ৫৪  
 নলশ্চ শরভশ্চৈব মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ।  
 জাম্ববান্ দধিবক্তৃশ্চ কেশরী তার এব চ ॥ ৫৫  
 অশ্বে চ বলিনঃ সর্বে যুথপাশ্চ প্রবজমাঃ ।  
 দ্বারাপ্যাপ্তা লঙ্কায়াঃ সর্বতো রুরুধূর্ভাশম ।  
 তদা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ ॥ ৫৬  
 নিজস্বস্তানি রক্ষাংসি নৈখর্দৈশ্চৈব বেগিতাঃ ।

এইরূপ অন্ন ঘোষণা করিতে করিতে বানরগণ শত্রুদিগের  
 সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । হনুমান্, অজদ, কুমুদ, নীল, নল,  
 শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, দধিবক্তৃ, কেশরী ও তার এবং  
 অজ্ঞাত বলবান্, যুথপতি বানরগণ লঙ্কার দ্বারসমূহ অতিক্রম  
 করিয়া সর্বদিকে নির্ভে ভাবে রুদ্ধ করিল । সেই সময়  
 বিশালদেহ বানরগণ সবেগে ধাবিত হইল । যুদ্ধ ও পর্বত শিখর-  
 সমূহ এবং নখ-দন্তসমূহের আঘাতে সেই সব রাক্ষসগণ বধ  
 করিতে লাগিল । এইরূপ বিশালদেহ মহাবল ভরস্কর রাক্ষসগণ  
 রোষসহকারে লঙ্কার দ্বারসমূহ হইতে সর্বদিকে নির্গত হইয়া  
 ভিন্দিপাল, খড়্গ, শূল ও পরশ্ব অস্ত্রসমূহের দ্বারা বানর-  
 সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিল ॥ ৫৪-৫৬

এইরূপ অন্নলাভে উৎফুল্ল বানরগণও রাক্ষসদিগকে সংহার  
 করিতে লাগিল । তখন লঙ্কার এইভাবে বানর ও রাক্ষস সৈন্য-

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়—শ্রীরাম সৈন্য-  
 সমাবেশের পর যুদ্ধের পূর্বে রাবণের সভায় অজদকে পাঠান,—

“অজদং বালিনরং সমাহুয়েদমব্রবীৎ ।  
 গতা সৌম্য দশগ্রীবঃ ক্রুহি মদ্বচনাং কপে ।  
 লজ্বলিতা পুরীং লঙ্কাং ভয়ং ভ্যক্তা গভব্যথাঃ ।  
 অকৌশল্যং গতেষ্বাং যুযুর্ং নক্টেচেনম্ ।  
 অধীনাং দেবভানাক গচ্ছর্কোপসং তথা ।  
 নাপানামথ স্বকাণাং রাজ্যাক রজনীচর ।  
 বচ পাণং কৃতং মোহাদবলিপ্তেন রাক্ষস ।  
 নুনং তে বিগতো দর্পঃ স্বয়ম্ভবরদানজঃ ।  
 ভয় পাণস্য সম্প্রাপ্তা ব্যুত্থিত্য দ্রাসদা ।  
 বস্য দত্তধরকেহং দারাহরণকণিতঃ ।  
 দত্তং ধারয়মাণস্ত লঙ্কাধারে ব্যবহিতঃ ।  
 পদবীং দেবভানাক মহর্ষীণাক রাক্ষস ।  
 রাজর্ষীণাক সর্বেষাং পশিত্যসি যুধি হিরঃ ।

রাক্ষসাশ্চ তদা ভীমা দ্বারেভ্যঃ সর্বতো রুধা ॥ ৫৭  
 নির্গত্য ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গৈঃ শূলৈঃ পরশ্বৈঃ ।  
 নিজস্ববানরানীকং মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৫৮  
 রাক্ষসাশ্চ তথা জম্ববানরা জিতকাশিনঃ ।  
 তথা বভূব সমরো মাংসশোণিতকর্দমঃ ॥ ৫৯  
 রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সমভূবাত্তোপমঃ ।  
 তে হইশ্চ গজৈশ্চৈব রথৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ ॥ ৬০  
 রক্ষো, ব্যাঘ্রা যুযুধিরে নাদয়ন্তো দিশো দশ ।  
 রাক্ষসাশ্চ কপীন্দ্রাশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥ ৬১

বাচিনীর মধ্যে মাংস ও শোণিতে কর্দমপূর্ণ যুদ্ধ চলিতে  
 লাগিল ॥ ৫৯

রাক্ষস ও বানরগণের সেই যুদ্ধ তখন যেন এক অভূত  
 আকার ধারণ করিল । রাক্ষসপ্রধান বীরগণ তখন অশ্ব, হস্তী,  
 ও স্বর্ণপ্রভ রথসমূহে আরোহণ করত দণ দিক্ নিনাদিত  
 করিতে করিতে যুদ্ধ করিয়া যাইল । এই সময় রাক্ষসগণ ও  
 বানরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর পরস্পরকে অন্ন করিতে  
 ইচ্ছুক হইল (১) ॥ ৬০-৬১

বলেন যেন বৈ সীতাং মারয়া রাক্ষসাধম ।  
 মামতিক্রময়িত্বা ত্বং হ্রতবাংস্তদ্বিদর্শয় ।  
 অরাক্ষসমিমং লোকং কর্তাশ্চি নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 ন চেচ্ছরণমভ্যোষি ভগাদায় তু মৈথিলীম্ ।  
 বর্ষায়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সম্প্রাপ্তোহয়ং বিভীষণঃ ।  
 লঙ্কৈশ্বর্যমিদং শ্রীমান্ ধ্রুবং প্রাপ্তোভ্যকটকম্ ।  
 নহি রাজ্যমধর্ষেণ ভক্ত্যং কণমপি ত্বরা ।  
 শকাং মূর্খসহায়েন পাপেনাবিদিভাষনা ।  
 যুধায় মা ধৃতিং কৃত্বা শৌর্যমালম্ব্য রাক্ষস ।  
 মচ্ছরৈস্ত্বং রণে শান্তভতঃ পুতো ভবিষ্যসি ।  
 বদ্যাবিশসি লোকাংস্ত্রীন্ পক্ষীভূতো নিশাচর ।  
 মম চক্ষুঃপথং প্রাপ্য ন জীবন্ প্রতিযাত্যসি ।  
 ব্রবীমি ত্বাং হিতং বাক্যং ক্রিয়ভামৌর্ধ্বদেহিকম্ ।  
 সুদৃষ্টা ক্রিয়তাং লঙ্কা জীবিতং তে ময়ি হিতম্ ।

৬৪১।৬০-৭২

শ্রীরাম এই কথা বলিয়া অজদকে রাবণের নিকট  
 পাঠাইলেন । অজদ রাবণের সভায় গিয়া—

ভদ্রামবচনং সর্বমন্যুনাথিকমুত্তমম্ ।  
 সামান্যং শ্রাবয়ামাস নিবেদ্যাত্মানমাশ্রনা ॥

৬৪১।৭৬

রাক্ষসান্ বানরা জম্বু বানরাঃশৈব রাক্ষসাঃ ।  
 রামেণ বিষ্ণুনা দৃষ্টা হরয়ো দিবিজাঃশজাঃ ॥ ৬২  
 বভূবুর্বলিনো হৃষ্টান্তদা পৌতামৃত্য ইব ।  
 সীতাভিমর্ষণাপেনে রাবণেনাভিপালিতান্ ॥ ৬৩  
 হতশ্রীকান্ হতবলান্ রাক্ষসান্ জম্বুরোজসা ।  
 চতুর্থাংশাবশেষেণ নিহতং রাক্ষসং বলম্ ॥ ৬৪  
 স্বমৈন্ত্যং নিহতং দৃষ্ট্বা মেঘো মেঘনাদোহথ দৃষ্টধীঃ  
 ব্রহ্মদত্তবরঃ শ্রীমানন্তর্ধানং গতাঃশুরঃ ॥ ৬৫  
 সর্বাত্মকুশলো ব্যোম্মি ব্রহ্মান্ত্রেণ সমস্তৃতঃ ।  
 নানাবিধানি শস্ত্রাণি বানরানীকমর্দয়ন্ ।  
 ববর্ষ শরচ্ছালানি ওদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৬৬

এই বানরগণ রাক্ষসদিগকে বধ করিতে লাগিল এবং রাক্ষসেরা বানরগণকে বধ করিতে লাগিল। অমৃত পান করিবার পর প্রাণীমাত্রই যেকোন আনন্দিত ও বলশালী হয়, সেইরূপ দেবাংশসমুভ বানরগণ সাক্ষাৎ বিষ্ণু রাম কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া আনন্দিত এবং বলবান্ হইতে লাগিল। সীতাকে দৃষ্টভাবে স্পর্শ করিয়া অথবা সীতাকে অপহরণ করিয়া পাণকারী রাবণ কর্তৃক পালিত রাক্ষসগণ হতশ্রী ও হতবল হওয়ার বানরগণ সবেগে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। এইভাবে নিহত হইয়া রাক্ষসদৈত্যদের আর এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রহিল ॥ ৬২-৬৪

তখন দৃষ্টবুদ্ধি শ্রীমান্ মেঘনাদ নিজের সৈন্যদিগকে নিহত হইতে দেখিয়া অভিহিত হইয়া যাইল। দেব-বিরোধী এই রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিল ॥ ৬৫

অজদের বাক্যে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ করিলে ৪ জন রাক্ষস আসিয়া অজদকে ধরিল। এই সময় অজদ নিজের বল রাক্ষসগণকে জানাইবার জন্য ধরা দিয়া সেই চারজন রাক্ষস সহ লক্ষ প্রদান পূর্বক প্রাসাদের হাদে উঠিলেন। তাহার লক্ষ্য বেষ সহ করিতে না পারিয়া ৪ জন রাক্ষস রাবণের সম্মুখেই ভূতলে পতিত হইল। তারপর অজদ—

“ততঃ প্রাসাদনিখরং শৈলশূন্যমিবোত্তম্ ।

চক্রাম রাক্ষসেন্দ্রস্য বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।

পক্ষাল চ তদাক্রান্তং দশদ্রীঘস্ত পশ্যতঃ ।

পুরা হিমবতঃ শৃঙ্গং বজ্রপেব বিদারিতম্ ।

ততঃ তদা প্রাসাদনিখরং নাম বিজ্ঞায চান্মনঃ ।

বিনদ্য সূমহানাদমুৎপাদ্য বিহারসা ॥ ৬৮১৮৮-১০

এইভাবে অজদ ফিরিয়া আসিবার পর মুক্ত আরও হয়।

রামোহপি মানবান্ ব্রাহ্মমন্ত্রমন্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ৬৭

ক্ষণং তুষ্ণীযুবাসাথ দদর্শ পতিতং বলম্ ।

বানরাগাং রঘুশ্রেষ্ঠশ্চকোপানলসম্মিতঃ ॥ ৬৮

চাপমানয় সৌমিত্রে ব্রহ্মান্ত্রেণাশুরং ক্ষণাৎ ।

ভস্মী করোমি মে পশ্য বলমন্ত রঘুত্তম ॥ ৬৯

মেঘনাদোহপি তচ্ছ্রুত্বা রামবাক্যমভিলিভতঃ ।

তুর্গং জগাম নগরং মায়য়া মায়িকোহশুরঃ ॥ ৭০

পতিতং বানরানীকং দৃষ্ট্বা রামোহতিহৃষিতঃ ।

উবাচ মারুতিং শীঘ্রং গতা ক্ষীরমহোদধিম্ ॥ ৭১

তত্র জোগগিরিনাম দিব্যৌষধিসমুদ্ভবঃ ।

তন্মানয় ক্রতং গতা সঞ্জীবয় মহামতে ॥ ৭২

সর্ববিধ অস্ত্রকুশল এই মেঘনাদ তখন আকাশে (অদৃশ্যভাবে) থাকিয়া বানরসৈন্যদিগকে মর্দন করিতে করিতে নানাবিধ অস্ত্রসকল ও বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা তখন যেন সকলের অন্তর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল অর্থাৎ কাহাকেও দেখা যাইতেছে না, অথচ কিভাবে এই সব অস্ত্র ও বাণসকল বানরগণের উপর পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল ॥ ৬৬

অস্ত্রবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামও তখন ব্রহ্মান্ত্রে সন্মান রক্ষার জন্য ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিলেন। তারপর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম বানরসৈন্যদিগকে পতিত দর্শন করিলেন এবং ইহাতে তিনি অগ্নিতু্যা সত্যত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৭-৬৮

তখনস্বর বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন। তুমি আমার ধনু আনয়ন কর। রঘুত্তম লক্ষণ। তুমি আমার বল অদ্য অবলোকন কর, আমি ব্রহ্মান্ত্রে ঘরা ক্ষণকালের মধ্যেই এই রাক্ষসকে ভস্মীভূত করিব ॥ ৬৯

এদিকে নিরলস মায়াবী অসুর মেঘনাদও শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মায়াবলে ক্রত লঙ্কানগরীতে চলিয়া যাইল ॥ ৭০

তারপর শ্রীরাম সেই বানরসৈন্যদিগকে পতিত দেখিয়া অভিমন্যু হৃষিত হইলেন এবং পবননন্দন হনুমানকে বলিলেন,—হনুমন। তুমি শীঘ্র ক্ষীর মহাসাগরে গমন করত তথায় দিব্য ওষধিসমূহের উৎপত্তিক্রম জোগনায়ে এক পর্বত আছে। মহামতে। তুমি ক্রত গমন করিয়া এই জোগ পর্বতকে আনয়ন কর এবং এই সব মহাপরাক্রমশালী বানরগণকে সঞ্জীবিত কর ॥ ৭১-৭২

বানরৌষান্ মহাসত্বান্ কৌন্তিস্তে স্থস্থিঃ ভবেৎ ।

আজ্ঞা প্রমাণমিত্যুক্তা জগামানিনন্দনঃ ॥ ৭৩

আনীয় চ গিরিং সর্বান্ বানরান্ বানরর্ষভঃ ।

জীবয়িত্বা পুনস্তত্র স্থাপয়িত্বাষষৌ ক্রতম্ ॥ ৭৪

পূর্ববৈষ্ণবং নাদং বানরাণাং বলৌহতঃ ।

ঋত্বা বিস্ময়মাপনো রাবণো বাক্যমব্রवी ॥ ৭৫

রাঘবো মে মহান্ শত্রুঃ প্রাপ্তো দেববিনিমিত্তঃ

হস্তং তং সমরে শীঘ্রং গচ্ছন্ত মম যুধপাঃ ॥ ৭৬

মস্ত্রিণো বান্ধবাঃ শূরা যে চ মৎপ্রিয়কাক্ষিণঃ ।

সর্বৈ গচ্ছন্ত যুদ্ধায় ত্রিভুং মম শাসনাং ॥ ৭৭

যে ন গচ্ছন্ত যুদ্ধায় ভীরবঃ প্রাণবিপ্রবাং ।

তান্ হনিষ্যাম্যহং সর্বান্ মচ্ছাসনপরাঙমুখান্ ॥ ৭৮

তচ্ছ ভা ভয়মস্তস্তানির্জগ্মু রণকোবিদাঃ ।

ইহাতে তোমার কীৰ্ত্তি চিরকাল সুখির অর্থাৎ অক্ষয় হইয়া থাকিবে। আপনার 'আজ্ঞা শিরোধার্য্য' এই কথা বলিয়া গবনন্দন হনুমান্ গমন করিলেন ॥ ৭৩

বানরপ্রবর হনুমান্ সেই স্রোণ পর্বত আনয়ন করত সমস্ত বানরগণকে পুনরায় জীবিত করিয়া যথায় এষ্ট পর্বত ছিল, তথায় গিয়া পর্বতকে রাখিয়া দিয়া ক্রত ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৭৪

এদিকে বানর-সৈন্যবাহিনীসমূহ হইতে পূর্বের দ্বায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিল ॥ ৭৫

রাঘবকে আমার মহাশত্রুরূপে সাক্ষাৎ বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই রাঘব এখন আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আমার সেনাপতিগণ সেই রাঘবকে বধ করিবার জন্য শীঘ্র গমন করুক ॥ ৭৬

মস্ত্রিগণ, বান্ধববর্গ এবং শৌর্য্যশালী বীরবৃন্দ এবং বাহারা আমার প্রিয়কামী, তাহারা সকলে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধ করিবার জন্য সত্বর গমন করুক ॥ ৭৭

প্রাণসঙ্কটের আশঙ্কা করিয়া যে সব ভীরুগণ যুদ্ধে গমন করিবে না, আমার আদেশ পালনে বিশ্বাস সেই সব ব্যক্তিগণকে আমি বধ করিব ॥ ৭৮

রাবণের এই কথা শ্রবণ করত যত্নভরে সমস্ত হইয়া যুদ্ধ-বিশারদ বীরগণ যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল। অতিকার প্রহৃত,

অতিকারঃ প্রহৃতশ্চ মহানাদ-মহোদরৌ ॥ ৭৯

দেবশত্রুনিবৃন্তশ্চ দেবান্তক-নরান্তকৌ ।

অপরে বলিনঃ সর্বৈ যযুর্দ্বায় বানরৈঃ ॥ ৮০

এতে চাশ্ত্রে চ বহবঃ শূরাঃ শতসহস্রশঃ ।

প্রবিশ্য বানরাং সৈন্যাং মমদ্বীপলদপিভাঃ ॥ ৮১

ভূতুগৈভিল্পিপালৈশ্চ বাণৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ ।

অন্যৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্জিহ্বা হ্রীষুধপান্ ॥ ৮২

তে পাদপৈঃ পর্বতপ্রৈর্নখদংষ্ট্রৈশ্চ মুষ্টিভিঃ ।

প্রাণৈর্বিমোচয়ামাসুঃ সর্বরাক্ষসযুধপান্ ॥ ৮৩

রামেণ নিহতাঃ কেচিৎ স্ত্রীবেণ তথাপরে ।

হনুমতা চাক্রদেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ॥ ৮৪

যুধৈর্বানরাণাং তে নিহতাঃ সর্বরাক্ষসাঃ ।

রামতেজঃ সমাদিশ্য বানরা বলিনোহভবন্ ॥ ৮৫

রামশক্তিবিশোনানামেবং শক্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৮৬

মহানাদ, মহোদর, দেবশত্রু নিকুন্ত, দেবান্তক, নরান্তক এবং অন্য বলশালী সকল যোদ্ধারা বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধবাতা করিল ॥ ৭৯ ৮০

এই সব যোদ্ধারা এবং অন্যান্য লক্ষ লক্ষ বীর সৈন্যগণ বলগর্বের গর্বিত হইয়া বানরসৈন্যবাহিনী মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে মর্ষিত করিতে লাগিল ॥ ৮১

তাহারা ভূতুগ, ভিল্পিপাল, বাণ, খড়্গ, পরশ্ব ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্রসমূহের দ্বারা বানর-যুধপতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৮২

আবার অত্রদিকে বানরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা বৃক্ষ, পর্বতশিখর, নদ, দন্ত ও মুক্তিসমূহের আঘাতে সমস্ত রাক্ষস সেনাপতিগণকে প্রাণহীন করিয়া দিল ॥ ৮৩

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রামের দ্বারা নিহত হইল, আবার অত্র অনেকে সূর্য্যব কর্তৃক হত হইল। এইরূপ অনেক যোদ্ধাকে হনুমান্, অঙ্গদ ও মহাত্মা লক্ষ্মণ বধ করিলেন ॥ ৮৪

এইভাবে বানরসেনাপতিগণের দ্বারা সেই সমস্ত রাক্ষস সৈন্য-সকল নিহত হইল; কারণ বানরগণ রামতেজে ভেজয়ী হইয়া (অর্থাৎ রামবলে বলীমান্ হওয়ার তাহারা রাক্ষসসৈন্য অপেক্ষা অধিক) বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৮৫

সর্বৈশ্বর্যঃ সর্বময়ো বিধাতা

মায়ামনুজ্যত্ববিড়ম্বনেন ।

সদা চিদানন্দময়োহপি কামো

বুদ্ধাদিলীলাং বিভনোতি মায়াম ॥ ৮৭

আর বাহারা রামশক্তিহীন, সেই সব রাক্ষসগণ এইরূপ  
শক্তি অর্থাৎ বানরগণের ভার শক্তি ভাহারা কোথা হইতে  
পাইবে ? ৮৬

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

### ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

[ রাবণেন সহ হনুমদাদীনাং প্রবলঃ সংগ্রামঃ, লক্ষ্মণশ্চ মূর্ছা, রাবণসমীপে কালনেমিনা শ্রীরামমহিমা বর্ণনঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ

শ্রুত্বা বুদ্ধে বলং নষ্টমভিকায়মুখং মহৎ ।

রাবণো হুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ ॥ ১

নিধায়েন্দ্রজিতং লঙ্কারক্ষণার্থং মহাত্মাতিঃ ।

স্বয়ং জগাম বুদ্ধায় রামেণ সহ রাক্ষসঃ ॥ ২

দিব্যং সৃশ্লনমাক্রুহ সর্বদশস্ত্রাসংযুতম্ ।

রামমেবাভিহুজ্জাব রাক্ষসেন্দ্রে মহাবলঃ ॥ ৩

বানরান্ বহুশো হত্বা বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ

পাতয়ামাস শূদ্রীবপ্রমুখান্ বৃখনায়কান্ ॥ ৪

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[ রাবণের সহিত হনুমানাদির প্রবল সংগ্রাম, লক্ষ্মণের মূর্ছা  
এবং রাবণের নিকট কালনেমি কর্তৃক শ্রীরামের মহিমা বর্ণন । ]

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—দেবি । বুদ্ধে অভিকারাদি প্রভূত  
সৈন্ত বিনষ্ট হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করত রাবণ হুঃখসন্তপ্ত  
হইল । তারপর অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাতেজস্বী রাক্ষসপ্রবর  
রাবণ লঙ্কা রক্ষার ভার ইন্দ্রজিতের উপর ভার করিয়া রামের  
সহিত যুদ্ধ করিবার অস্ত্র সত্ত্ব যুদ্ধস্থলে গমন করিল । ১-২

সর্ববিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া মহাবল  
রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরামকেই বাইরা আক্রমণ করিল । ৩

আশীবিধ (সর্প)-ভূল্য ভরত্বর বাণসমূহের দ্বারা বহুতর  
বানরদিগকে বধ করিয়া রাবণ শূদ্রীব প্রভৃতি দলপতিগণকে  
ধরাশায়ী করিয়া দিল । ৪

তারপর সেই রণস্থলে মহাপরাক্রমী বিভীষণকে গদা হস্তে

ইতি শ্রীমদ্রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

সর্বৈশ্বর্য পরমাত্মা শ্রীরাম সর্বময় জগৎপ্রভু এবং সদা  
চিদানন্দময় হইরাও মারাবলে মনুষ্যের অনুকরণ করায় এই  
বুদ্ধাদি লীলারূপা মায়ী বিস্তার করিতেছেন । ৮৭

গদাপাণি মহাসত্ত্ব তত্র দৃষ্টা বিভীষণম্ ।

উৎসসজ্জ মহাশক্তিং ময়দত্তাং বিভীষণে ॥ ৫

তামাপতস্ত্রীমালোক্য বিভীষণবিষাভিনীম্ ।

দস্তাভয়োহয়ং রামেণ বধার্হো নায়মানুরঃ ॥ ৬

ইত্থান্তা লক্ষ্মণো ভীমং চাপমাদায় বীৰ্য্যবান্ ।

বিভীষণশ্চ পরতঃ স্থিতোহকম্প ইবাচলঃ ॥ ৭

স শক্তি লক্ষ্মণতত্ত্বং বিবেশামোঘশক্তিতঃ ।

যাবত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়ীয়াঃ সন্তবন্তি হি ॥ ৮

তাসামাধারভূতশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাত্মনঃ

মায়ীশক্ত্যা ভবেৎ কিং বা শেখাংশশ্চ হরন্তুনোঃ ॥ ৯

সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া রাবণ সেই বিভীষণের উপর  
ময় ( রাবণগড়ী মন্দোদরীর পিতা ) প্রদত্ত মহাশক্তি নিক্ষেপ  
করিল । ৫

বিভীষণকে বধ করিতে সমর্থ্য সেই মহাশক্তিকে বিভীষণের  
দিকে দ্রুত আসিতে দেখিয়া 'রাম বাহাকে অভয় দান  
করিয়াছেন, সেই এই বিভীষণের বধ হওয়া অনুচিত' এই কথা  
বলিয়া শক্তিশালী লক্ষ্মণ ভরত্বর বনু গ্রহণ করত বিভীষণের অগ্র-  
ভাগে আসিয়া পর্বতের ভার অবিচলভাবে অবস্থান করিতে  
লাগিলেন । ৬-৭

ভদনন্তর রাবণনিকিপ্ত সেই শক্তি নিজের অমোঘ শক্তি-  
বলে লক্ষ্মণের দেহে প্রবেশ করিল । জগতে যত শক্তি আছে,  
সেই সমস্ত শক্তিই মায়ী হইতে উৎপন্ন হয় ; কিন্তু এই মহাত্মা  
লক্ষ্মণ সেই সমস্ত শক্তির আশ্রয়রূপ এবং ইনি অনন্তের অংশ ও  
নারায়ণের মূর্তি, সুতরাং তাঁহার আর মায়ীশক্তির দ্বারা কি  
হইতে পারে ? ৮-৯

তথাপি মাহুযং ভাবমাপন্নস্তদনুভূতঃ ।  
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ তদাদাত্তং দশাননঃ ॥ ১০  
 হস্তৈস্তোলয়িত্ব শক্তো ন বভূবাভিবিম্বিতঃ ।  
 সর্বশ্চ জগতঃ সারং বিরাজং পরমেশ্বরম্ ॥ ১১  
 কথং লোকাশ্রয়ং বিষ্ণুং তোলয়েন্নবুরাক্ষসঃ ।  
 গ্রহীতুকামং নোমিত্রিং রাবণং বৌক্ষ্য মারুতিঃ ॥ ১২  
 অজ্ঞানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্লেন মুষ্টিনা ।  
 তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জাহ্নভ্যামপতন্তুবি ॥ ১৩  
 আশৈশ্চ নেত্র-শ্রবণৈরুদ্বগ্ননু কুধিরং বহুঃ ।  
 ত্রিঘূর্ণমাননয়নো রথোপস্থ উপাভিশং ॥ ১৪  
 অথ লক্ষণমাদায় হনুমান্ রাবণাদিতম্ ।  
 আনয়দ্ রামসামীপ্যং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম্ ॥ ১৫

তথাপি ইনি মনুষ্যভাষ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া তদনুসারে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । এই সময় দশানন রাবণ লক্ষণকে রথে তুলিয়া লইয়া যাইতে অভিলাষী হইলেও নিজের হস্তসমূহের (বিংশতি চস্তের) দ্বারা তাঁহাকে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইল না, সেইজন্য অস্ত্রিশর বিস্মিত হইল । যিনি সমস্ত জগতের সার, লোকসকলের আশ্রয় এবং বিরাট পুরুষ, সেই পরমেশ্বর লক্ষণরূপী বিষ্ণুকে একজন সাধারণ অজ্ঞ শক্তিবিশিষ্ট রাক্ষস কি করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে? রাবণ সুমিজানন্দন লক্ষণকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া পবনকুমার হনুমান্ ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বজ্রতুল্য মুষ্টি দ্বারা রাবণের বক্ষে আঘাত করিলেন । সেই মুষ্টি প্রহারে রাবণ দুই জানু দ্বারা ভূতলে পতিত হইল । নিজের দশ বদন, বিংশতি চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা প্রভূত রক্ত বমন করিতে করিতে নরন-সকল ঘুরিতে থাকিলেও রাবণ কোনক্রমে রথের আসনে বসিয়া পড়িল ॥ ১০-১৪

তদনন্তর হনুমান্ রাবণপীড়িত লক্ষণকে গ্রহণ করত দুই হস্তের দ্বারা তুলিয়া লইয়া রামসমীপে আনয়ন করিলেন ॥ ১৫

হনুমানের এই সহৃদয়তা ও উত্তির বলে গুরু (অভ্যন্তরীণদার্দ্র্যসমূহ) অপেক্ষাও গুরু (ভারসম্পন্ন, অথবা ব্রহ্মাদি গুরুগণেরও গুরু—উপদেষ্টা) হইয়াও অস্বহিত দ্ব্যোতির্ময় পরমেশ্বর এই হনুমানের নিকট লঘু (হাল্কা) হইয়া যাইলেন অর্থাৎ রাবণ যাহাকে তুলিতেই পারিল না, এই হনুমান্ অনারাসে তাঁহাকে দুই হস্তে তুলিয়া আনিলেন ॥ ১৬

এদিকে রাবণনিকিণ্ণা সেই শক্তিও লক্ষণকে নারায়ণের অংশসম্পূর্ণ জানিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করত রাবণের রথে গমন

হনুমন্তঃ স্তম্ভং তেন ভক্ত্যা চ পরমেশ্বরঃ ।

লঘুভ্রমগমদেবো গুরুগাং গুরুরপাক্ষঃ ॥ ১৬

সাঁ শক্তিরূপি তং ত্যক্ত্যু জাহ্না নারায়ণাংশজম্ ।

রাবণশ্চ রথং প্রাগাজাবণোহপি শনৈস্ততঃ ॥ ১৭

সংজ্ঞঃ সবাণ্য ক্রত্ৰীং বাণামনমথো রুধা ।

রামমেবাভিত্তদ্রাব দৃষ্ট্যু রামোহপি তং ক্রুধা ॥ ১৮

আক্রুহ জগতাং নাথো হনুমন্তং মহাবলম্ ।

রথং রাবণং দৃষ্ট্যু অভিত্তদ্রাব রাঘবঃ ॥ ১৯

জ্যাশব্দমকরোত্তীত্রঃ বজ্রনিপ্পননিষ্ঠুরম্ ।

রামো গন্তৌরয়া বাচা রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ ॥ ২০

রাক্ষসাধম তিষ্ঠাত্ত্ব ক গমিষ্যসি মে পুরঃ ।

কুতাপরাধমেবং মে সর্বত্র সমদর্শিনঃ ॥ ২১

করিল । তাহার পর রাবণও ধীরে ধীরে সংজ্ঞালাভ করত গোষসহকারে ধনু গ্রহণ করিল এবং রামকেই যাইয়া আক্রমণ করিল । তদনন্তর জগন্নাথ শ্রীরামও তাহাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া এবং রাবণকে রথमध्ये অবস্থিত দেখিয়া হনুমানের স্তম্ভে (বা পৃষ্ঠে) আরোহণ করত ক্রোধের সহিত রাম রাবণকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৭-১৯

তদনন্তর রাম বজ্রনির্ঘাততুল্য অস্ত্রিশর কঠোর তীব্র জ্যা-শব্দ (ধনুষ্টকার) করিলেন এবং গন্তৌর বাচ্যে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বলিলেন ॥ ২০

রে রাক্ষসাধম । তুমি আমার সম্মুখে আজ অবস্থান কর । আমি সর্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ ব্যবহিত ও সন্নিহিত সকল স্থানেই আমি সমানভাবে দেখিতে পাই, সুতরাং আমার একরূপ অপরাধ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? 'সর্বত্র সমদর্শিনঃ' ইহার ব্যাখ্যা একরূপও করা যায়,—আমি সর্বত্র সমদর্শী । আমার সমদর্শিতা এইরূপ,—যে পাপী, তাহাকে পাপী বলিয়া দেখি ; যে পুণ্যবান্, তাহাকে পুণ্যবান্ বলিয়া দেখি ; যে জ্ঞানী তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া দেখি এবং তদনুসারে ফল দান করি । যে পাপী, তাহাকে দণ্ড দান করি, যে পুণ্যবান্, তাহাকে সুখদান করি, এইরূপ যে, যে অবস্থার আছে, তাহাকে সেই অবস্থায় দেখি বলিয়া আমি সমদর্শী । সমদর্শী অর্থে ব্রহ্মদর্শীও করা যায়, এই অর্থ করিলেও ভগবান্ শ্রীরাম যে ভাব অবলম্বন করিয়া রাবণকে কথা বলিলেন, তাহার অসঙ্গতি হয় না । কারণ, প্রকৃত বিচারে দেখা যায়,—যবের হার ও কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কারে স্বর্ণজ্ঞান থাকিলেও ব্যবহারকালে যেসকল হার কর্ণে ধারণ করা চলে না এবং কুণ্ডল কণ্ঠে ধারণ করা ব্যবহারবিরুদ্ধ, সেইরূপ 'সর্বত্র সমদর্শিনঃ ব্রহ্ম' এরূপ জ্ঞান

যেন বাণেন নিহতা রাক্ষসাস্তে জনালয়ে ।  
 তেনৈব হ্যং হনিষ্যামি তিষ্ঠাত্ত মম গোচরে ॥২২  
 শ্রীরামস্তা বচঃ শ্রুত্বা রাবণো মারুতঃস্বজম্ ।  
 বহন্তং রাঘবং সংখ্যে শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বাযুসূনোঃ স্বভেজসা ।  
 হতস্তাপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বাযুসূনোঃ স্বভেজসা ।  
 ব্যবধ্বজত পুনস্তেজো ননর্দ চ মহাকপিঃ ॥ ২৪  
 ততো দৃষ্টা হনুমন্তং সত্ৰং রঘুসন্তমঃ ।  
 ক্রোধমাহারয়ামাস কালরুদ্ধ ইবাপরঃ ॥ ২৫  
 সাংখ্যং রথং ধ্বজং সূতং শস্ত্রোষণং ধনুঃরজসা ।  
 ছত্রং পাতাকাং তরসা চিচ্ছেদ শিতসায়কৈঃ ॥ ২৬  
 ততো মহাশরেশাস্ত্র রাবণং রঘুসন্তমঃ ।  
 বিব্যাধ বজ্রকল্লেন পাকারিরিব পর্বতম্ ॥ ২৭  
 রামবাণহতো বীরশ্চচাল চ সুমোহ চ ।

লাভ হইলেও ব্যবহার কালে মানুষ ব্রহ্ম, বৃক্ষ ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম, চণ্ডাল ব্রহ্ম ইত্যাদি সাকার ব্রহ্মভাব থাকিবেই যতদিন লক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান মহাত্মা সাকারে থাকিবেন অর্থাৎ যতদিন তাঁহার দেহ আছে, ততদিন এইরূপ সাকার ব্রহ্মের বিচারে রত থাকিবেনই। সেইজন্য তাঁহারা সাধুব্রহ্ম আসিলে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আপ্যায়ন করেন; কিন্তু চোরব্রহ্ম আসিলে সেরূপ করিতে পারিবেন না, ইহাই হইল শ্রীরামকথিত ব্রহ্মভক্তের নিগূঢ় রহস্য ॥ ২১

তোমার দণ্ডকারণের জনস্থানবাসী রাক্ষসগণ যে বাণে নিহত হইয়াছে, আজ তুমি আমার সম্মুখে অবস্থান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সেই বাণের দ্বারা বধ করিব ॥ ২২

শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ রাঘবকে বহনকারী হনুমানকে যুদ্ধে ভীকৃ বাণসমূহের দ্বারা ভাঙিত করিল ॥ ২৩

রাবণের ভীকৃ বাণসমূহে আহত হইয়াও বায়ুনন্দন হনুমানের নিজের ভেজে পুনরায় ভেজ বরং আরও বর্ধিত হইল এবং তখন সেই মহাকপি পর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তদনন্তর রঘুসন্তম রাম হনুমানকে রাবণের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত দেখিয়া দ্বিতীয় কালরুদ্ধের ( প্রলয়কালীন সংহার-কর্ত্তা রুদ্ধের ) তার অভ্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ২৫

তিনি তখন অভিশয় ভীকৃ বাণসমূহের দ্বারা রাবণের অঙ্গগণ সহ রথ, ধ্বজ, সারথি, নানাবিধ অস্ত্রসকল, ছত্র ও পাতাকা সমেগে হেদন করিলেন ॥ ২৬

তদনন্তর রঘুসন্তম রাম একটি বজ্রতুল্য বাণের দ্বারা পাকা-

হস্তান্নিপতিতশ্চাপস্তং সমীক্ষ্য রঘুসন্তমঃ ॥ ২৮  
 অর্দ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ তৎকিরীটং রবিপ্রভম্ ।  
 অশ্রুজানামি গচ্ছত্বসিদানীং বাণপীড়িতঃ ॥ ২৯  
 প্রবিষ্ট্য লঙ্কামাখ্যাস্য খঃ পশ্যামি বলং মম ।  
 রামবাণেন সংবিদ্ধো হতদর্পোহথ রাবণঃ ॥ ৩০  
 মহত্যা লঙ্কয়া যুক্তো লঙ্কাং প্রাশিশদাতুরঃ ।  
 রামোহপি লক্ষ্মণং দৃষ্টা মুচ্ছিতং পতিতং ভুবি ॥ ৩১  
 মাহুযত্মপাশ্রিত্য লীলয়াহুস্তে-পাচ হ ।  
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং বৎস জীবয় লক্ষ্মণম্ ॥ ৩২  
 মহৌষধীঃ সমানীয পূর্ববৎ বানরানপি ।  
 তথেষতি রাঘবেণোক্তো জগামাস্ত মহাকপিঃ ॥ ৩৩  
 হনুমান্ বায়ুবেগেন ক্ষণান্তীত্বা মহোদধিম্ ।  
 এতস্মিন্নন্তরে চারা রাবণায় শ্রবেদয়ন্ ॥ ৩৪

সুরনাশী ইন্দ্র যেরূপ বজ্রের দ্বারা পর্বতকে বিদীর্ণ করেন, সেইরূপ রাবণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৭

রামবাণে আহত হইয়া বীর রাবণ বিচলিত হইল এবং মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহার হাত হইতে ধনু বিচ্যুত হইল। এই অবস্থায় রাবণকে দেখিয়া রঘুবর রাম একটি অর্দ্ধচন্দ্র বাণে রাবণের সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল কিরীট হেদন করিয়া দিলেন। তারপর রাবণকে বলিলেন,—আমি আদেশ করিতেছি, তুমি এখন পমন কর; কারণ, তুমি এখন বাণপ্রহারে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছ ॥ ২৮-২৯

তুমি এখন লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া আহত হও, তারপর আগামী কাল যুদ্ধে তুমি আমার বল দেখিতে পাইবে। রামবাণে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রাবণের দর্প চূর্ণ হইয়া বাইল। সে তখন অভ্যন্ত লজ্জিত হইয়া আহত অবস্থায় লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল। এদিকে রামও ভূতলে পতিত লক্ষ্মণকে মুচ্ছিত দেখিয়া মানুষভাব অবলম্বন করত লীলাক্রমে লক্ষ্মণের অঙ্গ শোক করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাম হনুমানকে বলিলেন,—বৎস! পূর্বের তার মহৌষধি আনয়ন করিয়া তুমি লক্ষ্মণকে জীবিত কর এবং বানরগণকেও জীবন দান কর। রঘুবর রাম এই কথা বলিলে পর ‘বধা আজ্ঞা’ বলিয়া মহাকপি হনুমান সত্বর পমন করিলেন ॥ ৩০-৩৩

হনুমান্ বায়ুবেগে পমন করত ক্ষণকালের মধ্যে মহাসাগর পার হইয়া বাইলেন। এই সময়ে রাবণের চরগণ রাবণকে নিবেদন করিল ॥ ৩৪



লঙ্কাভাগবিষয়ে জ্ঞাতব্য—মহর্ষি বাল্মীকি ১২৮ অধ্যায়ে দক্ষা (যুদ্ধ) কাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন। এই কালেনমি বৃত্তান্ত বাল্মীকিরামায়ণে নাই। বাল্মীকির সহিত পার্থক্য বুঝিবার জন্য এখানে রাবণ বধ পর্য্যন্ত ক্রমানুসারে বাল্মীকির অভিমত প্রদর্শিত হইল। শ্রীরাম যখন হনুমানের উপর ও লক্ষ্মণ অজ্ঞদের উপর আরোহণ করিয়া সুবেল পর্ব্বতে অবস্থান করত প্রাসাদোপরি হিত দশানন রাবণকে দর্শন করেন, তখন রাবণের নিকট তাহার দুই গুপ্তর গুপ্ত ও সারণ রাম-লক্ষ্মণের বল এবং বানর-সৈন্যগণের প্রবল পরাক্রম বর্ণনা করে। শ্রীরামের উপস্থিতি ও বানরগণের পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া মারীচি বিদ্যাজিহ্বকে সঙ্গে লইয়া সীতাদেবীকে মোহিত করিবার জন্য মারীচি-রচিত শ্রীরামের মন্তক প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজের বশীভূত হইতে সীতাকে রাবণের উপদেশ। তারপর শ্রীরামের সেই মারাময় ছিন্ন মন্তক দেখিয়া সীতার মুচ্ছা, সরমা কর্তৃক তাঁহাকে আশ্বাস দান, রাবণের মারী উদ্ঘাটন, শ্রীরামের লঙ্কার আগমনবার্তা জ্ঞাপন এবং শ্রীরামের বিজয়বিষয়ে সীতার বিশ্বাস উৎপাদন। এদিকে সুবেল পর্ব্বতে হিত রামের সম্মুখ হইতে হঠাৎ সুগ্ৰীব লক্ষ প্রদান পূর্ব্বক রাবণের নিকট গমন করত তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরে মারীচি অবলম্বন করিয়া রাবণ যুদ্ধ করিতে থাকিলে সুগ্ৰীব রাবণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় লক্ষ প্রদান পূর্ব্বক আকাশ মার্গে শ্রীরামের নিকটে আসেন। সুগ্ৰীবের এই বিশ্বাসকর কর্ম তখন শ্রীরাম প্রভৃতি সকলেই প্রত্যক্ষ করিলেন। এরূপ হুঃসাহসিক কর্ম তার না করিতে সুগ্ৰীবকে শ্রীরামের অনুরোধ, লঙ্কার চার দ্বারে বানর-সৈন্যগণের নিযুক্তি, রাবণ-সভার অজ্ঞদের পরাক্রম প্রকাশ, বানরগণের আক্রমণে রাক্ষসদের ভীতি, এই সমস্ত যুদ্ধে রাক্ষস-গণের পরাজয়, রাজিতে বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ, এই যুদ্ধে অজ্ঞদ কর্তৃক ইন্দ্রজিতের পরাজয়, মারীচলে অদৃষ্ট ভাবে থাকিয়া নাগবাণ দ্বারা শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বন্দন, নাগপাশ বদ্ধ হইয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সংজালোপ, এই অবস্থার তাঁহাদিগকে দেখিয়া বানরগণের শোক, ইন্দ্রজিতের উল্লাস, পিতা রাবণের নিকট শত্রুবধবৃত্তান্ত কথন, ইহাতে রাবণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতকে অভিনন্দন জ্ঞাপন, বানরগণ কর্তৃক শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে রক্ষা, রাবণের আদেশে পুষ্পক বিমানে সীতাকে আরোহণ করাইয়া নিহত রাম-লক্ষ্মণকে দেবদ্বারের অন্ত রাক্ষসগণের রণভূমিতে গমন, তাঁহাদিগকে এরূপ অবস্থার দেখিয়া সীতার রোদন, বিলাপকারিণী সীতাকে ত্রিভুজের আশ্বাসদান, শ্রীরামের চৈতন্যপ্রাপ্তি, অচৈতন্য লক্ষ্মণকে দেখিয়া শ্রীরামের

বিলাপ, প্রাণভাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া বানরগণকে বধ স্থানে করিয়া বাইতে শ্রীরামের নির্দেশ, সুগ্ৰীবের স্বস্তর সুবেণের পরামর্শে সঞ্জীবকরণ ও বিশলোকরণ—এই দুই মহৌষধ ক্ষীর-সাগরের তীরে দ্রোণপর্ব্বত ও চম্পকপর্ব্বত হইতে আনিবার জন্য হনুমানকে তথায় বাইতে অনুরোধ, এই অবকাশে গরুড়ের তথায় আগমন, গরুড়ের আগমনে নাগপাশ হইতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মুক্তিলাভ, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে মুখ দেখিয়া বানরগণের সিংহনাদ, দুই জাতির বন্ধন মুক্তির সংবাদ পাইয়া চিত্তিত রাবণ কর্তৃক যুদ্ধে ধৃত্যাককে প্রেরণ, হনুমান কর্তৃক যুদ্ধে ধৃত্যাককে বিনাশ, তারপর যুদ্ধে বজ্রদংষ্ট্রের আগমন, অজ্ঞদ কর্তৃক বজ্র-দংষ্ট্রকে বধ, অকম্পনের যুদ্ধে আগমন ও হনুমান কর্তৃক বিনাশ, প্রহস্তের যুদ্ধে আগমন ও নীল কর্তৃক তাহাকে বধ, প্রহস্তের যুদ্ধে হুঃখার্ত রাবণের যুদ্ধে আগমন, রাবণের বাণাঘাতে সুগ্ৰীবের মুচ্ছা, তারপর রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে লক্ষ্মণের আগমন, রাবণ ও হনুমানের পরস্পর চপেটাঘাত, লক্ষ্মণের শক্তি-প্রহারে রাবণের সংজালোপ, পরাজিত হইয়া রাবণের লঙ্কার প্রবেশ, কুন্তকর্ণের নিম্নাভ্রাণ, তাহার যুদ্ধে আগমন, রাম কর্তৃক কুন্তকর্ণ বধ, কুন্তকর্ণের যুদ্ধে রাবণের বিলাপ, রাবণকে বিলাপ করিতে দেখিয়া ত্রিশিরা প্রভৃতি রাবণপুত্রগণের যুদ্ধে আগমন, এই যুদ্ধে অজ্ঞদ কর্তৃক নরাস্তক, হনুমান কর্তৃক ত্রিশিরা ও দেবাস্তক, নীল কর্তৃক মহোদর এবং শ্রবত কর্তৃক মহাপার্শ্বকে বিনাশ, তাহার পর যুদ্ধে রাবণপুত্র অভিচারের আগমন, লক্ষ্মণ কর্তৃক তাহাকে বধ, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে আগমন, ত্রিবিধ ব্রহ্মাস্ত্রে বানরসেনাগণ সহ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মুচ্ছা, আশ্ববানের নির্দেশে হনুমানের দিব্যৌষধি সংগ্রহের জন্য হিমালয়ে গমন, ওষধি লইয়া প্রত্যাগমন, সেই দিব্যৌষধির গন্ধে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের পুনরায় সংজালাভ, বানরগণ কর্তৃক লঙ্কানগরী দহন, অবশিষ্ট রাক্ষসগণের সহিত বানরগণের যুদ্ধ, অজ্ঞদ কর্তৃক কম্পন ও প্রজজ্ব, দ্বিবিদ কর্তৃক শোণিতাক, মৈন্দ কর্তৃক যুগাক, সুগ্ৰীব কর্তৃক কুন্ত, হনুমান কর্তৃক নিকুন্ত এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক মকরাক বধ। রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিতের ঘোর যুদ্ধ, তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণের পরামর্শ, ইন্দ্রজিত কর্তৃক মারামরী সীতাবধ, হনুমানের নেতৃত্বে বানরগণের রাক্ষসদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম, নিকুন্তিলা মন্দিরে বাইয়া ইন্দ্রজিতের বজ্রারম্ভ, সীতার যুতাসংবাদে শোকে শ্রীরামের মুচ্ছা, তাঁহাকে লক্ষ্মণের প্রবোধদান, ইন্দ্রজিতের ইহা মারী, বিভীষণের এই বাক্যে সকলের বিশ্বাস, নিকুন্তিলা মন্দিরে সসৈন্তে লক্ষ্মণের গমনের জন্য অনুরোধ, ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার



রামেন প্রেষিতো দেব হনুমান্ ক্ষীরসাগরম ।  
 গতৌ নেতুং লক্ষ্মণশ্চ জীবনার্থং মহৌষধীঃ ॥ ৩৫  
 শ্রুত্বা উচ্চারণচনং রাজা চিন্তাপরোহতবৎ ।  
 জগাম রাত্ৰাবেকাকৌ কালনেমিগৃহং ক্ষণাৎ ॥ ৩৬  
 গৃহাগতং সমালোক্য রাবণং বিস্ময়াস্থিতঃ ।  
 কালনেমিরূবাচেদং প্রাজ্ঞলিভয়বিহ্বলঃ ॥  
 অৰ্ঘ্যাদিকং ততঃ কৃত্বা রাবণস্তাশ্রিতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৭  
 কিং তে কেরামি রাজেন্দ্র কিমাগমনকারণম ।  
 কালনেমিমূবাচেদং রাবণো হুঃখপীড়িতঃ ॥ ৩৮

দেব । রাম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হনুমান্ লক্ষ্মণের জীবনের  
 জন্ত মহৌষধি আনয়ন করিতে ক্ষীরসাগরে গমন করিয়াছে ॥ ৩৫  
 চারণকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা রাবণ চিন্তিত  
 হইল। তারপর রাজিকালে একাকী রাবণ তৎক্ষণাৎ  
 কালনেমির গৃহে গমন করিল ॥ ৩৬

রাবণকে গৃহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কালনেমি বিস্মিত  
 হইল এবং অৰ্ঘ্যাদি দ্বারা তাহার যথোচিত সংকার পূর্বক  
 রাবণের সম্মুখে অবস্থান করত ভয়ে ব্যাকুলচিত্তে কৃতজ্ঞলি  
 হইয়া রাবণকে বলিল ৩৭

রাজেন্দ্র । আপনার আগমনের কারণ কি? আমি  
 আপনার কি কার্য্য করিব? তখন রাবণ হুঃখপীড়িত হইয়া  
 কালনেমিকে এই কথা বলিল ৩৮

জন্য লক্ষ্মণকে অীরামের আদেশ । সৈন্যগণের সহিত লক্ষ্মণের  
 নিকৃষ্টলা মন্দিরে গমন, তথায় বানর ও রাক্ষসগণের মধ্যে  
 যুদ্ধ, হনুমান্ কর্তৃক রাক্ষসসৈন্য সংহার, ইন্দ্ৰজিতকে লক্ষ্মণের দর্শন,  
 বিভীষণ ও ইন্দ্ৰজিতের ক্রোধপূর্ণ প্রতি-প্রত্যুত্তি, লক্ষ্মণের সহিত  
 ইন্দ্ৰজিতের সরোষ বাক্য বিনিময়, উভয়ের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ,  
 লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্ৰজিতের সারথিকে বিনাশ, বানরগণ কর্তৃক  
 তাহার অশ্বদিগকে সংহার, ভূতলে থাকিয়াই লক্ষ্মণের সহিত  
 ইন্দ্ৰজিতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্ৰজিৎ বধ, রামসমীপে  
 লক্ষ্মণাদি সকলের আগমন, ইন্দ্ৰজিতের বিনাশসংবাদে  
 অীরামের আনন্দ, অন্যদিকে রাবণের শোক, সুপার্ষের প্রবোধ-  
 বাক্যে রাবণের সীতাহত্যা হইতে নিবৃত্তি, অীরাম কর্তৃক সমস্ত  
 রাক্ষসসৈন্যগণকে বিনাশ, ইহাতে রাক্ষসীগণের বিলাপ,  
 রাবণের যুদ্ধে আগমন, পরাক্রম প্রদর্শন, সুগ্রীব কর্তৃক রাক্ষস-  
 সৈন্য ও বিরূপাক্ষ বধ, সুগ্রীব ও মহোদরের যুদ্ধ, সুগ্রীব কর্তৃক  
 মহোদর বিনাশ, অঙ্গদ কর্তৃক মহাপার্ষ বধ, অীরাম-রাবণের  
 যুদ্ধ, রাবণের শক্তির আঘাতে লক্ষ্মণের মুচ্ছা, যুদ্ধ হইতে

মমাপি কালবশতঃ কষ্টমেতদুপস্থিতম্ ।  
 ময়া শক্ত্যা হতো বীরো লক্ষ্মণঃ পতিতো ভূবি ॥ ৩৯  
 তং জীবয়িতুমানোভূমোষধীর্হনুমান্ গতঃ ।  
 যথা তত্ত্ব ভবেদ্ বিদ্বং তথা কুরু মহামতে ॥ ৪০  
 মায়ায়া মুনিবেশেন মোহয়স্ব মহাকপিম্ ।  
 কালাত্যয়ো যথা ভূয়াং তথা কুডেহি মন্দিরে ॥ ৪১  
 রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা কালনেমিরূবাচ তম্ ।  
 রাবণেশ বচো মেহত্ত্ব শৃণু ধারয় তত্ত্বতঃ ॥ ৪২  
 প্রিয়ং তে করবাণ্যেব ন প্রাণান্ ধারয়াম্যহম্ ।  
 মারীচস্ত যথারণ্যে পুরাভূত্গুরূপিণঃ ॥ ৪৩

আমারও অর্থাৎ আমি ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ, সেই আমারও  
 কালবশতঃ এই কষ্টকর দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার  
 শক্তিপ্রহারে বীর লক্ষ্মণ নিহত হইয়া ভূতলে পতিত আছে ॥ ৩৯

তাহাকে জীবিত করিবার জন্ত হনুমান্ ওষধি আনিতে  
 ক্ষীরসাগরে গমন করিয়াছে। মহামতে! অতএব সেই  
 হনুমান্ সাহায্যে মহৌষধি আনিতে না পারে, তুমি তাহার  
 কার্য্যে সেটভাবে বিদ্য সৃষ্টি কর ৪০

তুমি মায়াবলে মুনিবেশ ধারণকরত মহাকপি হনুমান্কে  
 মোহিত কর। যেভাবে সমস্ত কাটিয়া যান অর্থাৎ এই ত্রি-  
 লোক অতিবাহিত হইয়া যান, তুমি তাহা করিয়া গৃহে ফিরিয়া  
 এস ৪১

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কালনেমি তাহাকে বলিল--  
 ইশ (দণ্ডাভ্যাস) রাবণ। আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন এবং  
 উহা যথাস্থভাবে ধারণ করিতে অর্থাৎ বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া  
 গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হউন ৪২

আমি আপনার প্রিয় কার্য্য করিবই এবং তাহা করিতে

রাবণের পলায়ন, অীরামের বিলাপ, ওষধি আনিতে হনুমানের  
 গমন ও প্রত্যাবর্তন, হনুমদানীত ওষধির প্রয়োগে লক্ষ্মণের  
 চেতনালভ ও উত্থান, ইন্দ্ৰপ্রেরিত রথে আরোহণ করিয়া  
 রাবণের সহিত অীরামের সংগ্রাম, রাবণের প্রতি অীরামের  
 ভিরঙ্কার, যুদ্ধে যুদ্ধপ্রায় রাবণকে লইয়া সারথির পলায়ন,  
 সেজন্য সারথিকে রাবণের ভিরঙ্কার, রাবণকে সম্বলিত করিয়া  
 সারথির পুনরায় যুদ্ধহলে আগমন, অীরামের অরুণাভের জন্ত  
 অগস্ত্যমুনি কর্তৃক 'আদিভ্য-হৃদয়' তোত্র পাঠের সম্মতিদান,  
 রাবণের পরাজয়সূচক ও অীরামের বিজয়সূচক লক্ষণসমূহ  
 বর্ণন, অীরাম-রাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং অীরাম কর্তৃক রাবণ বধ।

তথৈব মে ন সন্দেহো ভবিষ্যতি দশানন ।  
 হতাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবা রাক্ষসাশ্চ তে ॥ ৪৪  
 ষাতিয়াস্রকুলং জীবিতেনাপি কিং তব ।  
 রাজ্যেন বা সীতয়া বা কিং দেহেন জড়াক্ষনা ॥ ৪৫  
 সীতাং প্রযচ্ছ রামায় রাজ্যং দেহি বিভীষণে ।  
 বনং যাহি মহাবাহো রম্যং মুনিগণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬  
 স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃড়া সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 তত একান্তমাত্রিতা মুখাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৪৭  
 বিন্ধ্যজ্য সর্বভুতঃ সঙ্গমিতরান্ বিষয়ান্ বহিঃ ।  
 বহিঃপ্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যেক্ প্রবাহয় ॥ ৪৮  
 প্রকৃতেভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানব  
 চরাচরং জগৎ কুংস্রং দেহবুদ্ধৌজিয়াদিকম্ ॥ ৪৯

গিয়া আমাকে আর প্রাণধারণ করিতে হইবে না । দশানন ।  
 পূর্বে যুগরূপধারী মারীচের অরণ্যমধ্যে যে অবস্থা হইয়াছিল  
 আমারও সেই অবস্থা হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।  
 আপনার পুত্রগণ ও পৌত্রগণ এবং বান্ধব রাক্ষসবৃন্দ সকলেই  
 এইভাবে নিহত হইল ॥ ৪৪-৪৬

দেবদেবী এই রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করাইয়া আপনার জীবন-  
 ধারণেও কি ফল হ'বে? এই রাজ্যে, সীতা বা আপনার এই  
 জড়াক্ষক দেহেই বা কি হইবে ॥ ৪৫

মহাবাহো! আপনি সীতাকে রামের নিকট সমর্পণ করুন  
 এবং বিভীষণকে রাজ্যদান করুন । তারপর আপনি যুগ  
 মুনিগণের আশ্রয় (অথবা পুণ্যস্থান ও শান্তির আশ্রয়) রমণীর  
 (আনন্দদায়ক) বনে গমন করুন অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম গ্রহণ  
 করুন ॥ ৪৬

আপনি প্রাতঃকালে পবিত্র জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যাদি  
 নিত্যক্রিয়াসমূহ সমাপন করত শুদনন্তর একান্ত (নির্জন) স্থান  
 আশ্রয় করিয়া মুখাসনে উপবেশন করুন ॥ ৪৭

তাহার পর সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক অস্ত্রাত্ত বিষয়সমূহও  
 পরিত্যাগ করিয়া বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রত্যাহার করত বীরে  
 বীরে অভ্যাসাভিমুখী করুন ॥ ৪৮

নিষ্কাশ্য রাবণ । এই অবস্থায় আপনি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন  
 আত্মাকে বিচার করুন অর্থাৎ আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্  
 - বলিয়া বিবেচনা করুন । দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, অধিক কি  
 অস্ত্রস্ত্রস্ত্র পর্যন্ত বাহ্য কিছু দেখা বাইতেছে ও শুনা বাইতেছে,

আত্মকৃত্ত্বপার্থ্যন্ত্যং দৃশ্যতে জ্ঞায়তে চ যৎ ।  
 সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কৌত্তিভা ৫০  
 সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগদ্বৃক্ষস্ত কারণম্ ।  
 লোহিতশ্বেতকৃষ্ণাদি প্রজাঃ সৃজতি সর্বদা ॥ ৫১  
 কামক্রোধাদিপুত্রাত্মান্ হিংসাতৃষ্ণাদিকশ্চকাঃ ।  
 মোহয়তানিশং দেবমাত্মানং শৈশুগৈবিতুম্ ॥ ৫২  
 কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখান্ স্বগুণানাত্মনীর্বরে ।  
 আরোপ্য স্ববশং কৃতা তেন ক্রৌড়তি সর্বদা ॥ ৫৩  
 শুদ্ধোহপ্যাত্মা যয়া বৃত্তঃ পশ্যতীব সদা বহিঃ ।  
 বিশ্বিত্য চ স্বমাত্মানং নায়োগণবিমোহিতঃ ॥ ৫৪  
 যদা সদৃশরূপা যুক্তো বোধাতে বোধরূপিণা ।  
 নিবৃত্তদৃষ্টিরাত্মানং পশ্যত্যেব সদা স্মৃটম্ ॥ ৫৫

এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎই প্রকৃতি বলিয়া কথিত এবং ইহাকে  
 অর্থাৎ এই প্রকৃতিকেই কেহ কেহ 'মায়ী' বলিয়া অভিহিত  
 করেন ॥ ৪৯-৫০

এই প্রকৃতিই জগদ্রূপ বৃক্ষের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু  
 এবং ইনি সর্বদা লোহিত (রাসিক), শ্বেত (সাত্ত্বিক) ও  
 কৃষ্ণ (তামসিক) প্রভৃতি প্রজাদিগকে সৃষ্টি করেন ॥ ৫১

এই প্রকৃতি কাম ও ক্রোধাদি পুণ্যগণকে এবং হিংসা ও  
 তৃষ্ণাদি ক্রোধাদিগণকেও সৃষ্টি করেন । ইনি সমস্ত সর্বব্যাপী  
 জ্যোতির্ময় আত্মাকে নিজগুণসমূহের দ্বারা বিমোহিত করিয়া  
 রাখেন ॥ ৫২

আত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই প্রকৃতি (মায়ী) কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি  
 নিজ গুণসমূহ আরোপিত করিয়া স্ববশে আনয়ন করত সর্বদা  
 তাঁহার সহিত ক্রৌড়া করিতেছেন ॥ ৫৩

সুভরাং আত্মা শুদ্ধ অর্থাৎ নির্বিকার হইলেও এই প্রকৃতির  
 সংসর্গে থাকিয়া মায়ীগুণসমূহে বিমোহিত হওয়ার নিম্নের  
 শুদ্ধ সত্তা বিশ্বিত হইয়া যান বলিয়া সর্বদা বহিঃবিষয়—বাহ্য  
 বিষয়সমূহ দর্শন করিতে থাকেন অর্থাৎ বিষয়ানুগত বলিয়া  
 প্রভীত হইতে থাকেন ॥ ৫৪

কিন্তু যখন এই প্রভাগাত্মা (জীবাত্মা—মায়াবাত্মা)  
 জীবমুখ সদৃশরূপ সান্নিধ্য লাভ করত তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে  
 সঞ্চার প্রাপ্ত হন এবং বিষয় দৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত হন, তখন তিনি  
 নিজেকে নিরন্তর শুদ্ধ-বুদ্ধরূপে স্পষ্টই দেখিতে থাকেন অর্থাৎ  
 তাৎপূর্ণ জীবাত্মা মুক্ত হইয়া যান ॥ ৫৫

জীবমুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈশ্চরণৈঃ ।  
 ত্বমপ্যেবং সদাস্থানং বিচার্য নিয়তেশ্রিয়ঃ ॥ ৫৬  
 প্রকৃতেঃ স্যাম্যাত্মানং জাহা মুক্তো ভবিষ্যসি ।  
 ধাতুং যত্নসমর্থোহসি সন্তপং দেবমাশ্রয় ॥ ৫৭  
 হ্রংপদ্মকণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণাঘিতে ।  
 মুক্তশ্লক্কতরে তত্র জানক্যা সহ সংস্থিতম্ ॥ ৫৮  
 বীরাসনং বিশালাক্ষং বিদ্যৎপুঞ্জনিভাঘরম্ ।  
 কিরীটহারকেয়ুর-কৌন্তুভাদিভিরবিতম্ ॥ ৫৯  
 নুপুরৈঃ কটকৈর্ভাতং তথৈব বনমালায়া ।  
 লক্ষ্মণেন ধনুর্ধ্বকরেণ পরিষেবিতম্ ॥ ৬০  
 এবং ধ্যায়া সদাস্থানং রামং সর্বব্রহ্মদি স্থিতম্ ।

এই ভাবে জীবমুক্ত দেহধারী জীবাত্মা প্রকৃতিজাত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি গুণসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যান। অতএব আপনিও ইচ্ছিতসংযম পূর্বক সর্বদা আত্মবিচারে রত হইয়া আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথকরূপে জ্ঞাত হইয়া মুক্ত হইবেন। যদি আপনি একরূপ আত্মধ্যান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আপনি সন্তপ (সাকার) দেবের আশ্রয় গ্রহণ করুন। ৫৬-৫৭

সেই সাকার দেবের পরিচয় কালনেমি নিজের প্রদান করিতেছে—হ্রংপদ্মের কণিকাতে মণিরাশি সুশোভিত (অথবা মুনিগণ পরিবেষ্টিত), অভিশয় যুগ (কোমল), স্নিগ্ধ স্বর্ণময়পীঠে জনকনন্দিনী সীতাদেবীর সহিত বিরাজিত, বীরাসনে উপবিষ্ট, বিশাললোচন, বিদ্যাপুঞ্জতুল্য ভাষর, কিরীট-হার-কেয়ুর-কৌন্তুভাদি আভরণসমূহে বিভূষিত, নুপুর, কটক ও বনমালায় সুশোভিত, ধনুর্ধ্বধারী লক্ষ্মণ কর্তৃক বহুস্তে পরিসেবিত, সর্ব

শ্রীমদ্রহস্যি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬১

শৃণু বৈ চরিতং তন্তু তত্কে নিত্যমনন্তধীঃ ।

এবং চেৎ কৃতপূর্বাণি পাপানি চ মহান্ত্যপি ।

ক্ষণাদেব বিনশ্যন্তি যথায়ৈত্তুলরাশয়ঃ ॥ ৬২

ভক্ত্য রামং পরিপূর্ণমেকং

বিহায় বৈরং নিজভক্তিযুক্তঃ ।

হ্রদা সদা ভাবিতভাবরূপ-

মনামরূপং পুরুষং পূরণম্ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

হৃদয়বাসী, অতএব সর্বান্তর্ধ্যামী পরমাত্মা শ্রীরামকে পরম ভক্তি সহকারে সদা ধ্যান করিলে আপনি মুক্তি লাভ করিবেন— ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৫৮-৬১

ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনি অনন্তচিত্তে তাঁহার চরিত অর্থাৎ রামচরিত শ্রবণ করুন; একরূপ করিলে পর অগ্নি বেরূপ সহজেই তুলরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আপনার পূর্ব পূর্ব অশুদ্ধ মহাপাপসকলও তৎক্ষণাৎ যতই নষ্ট হইয়া যাইবে। ৬২

মুভয়াং আপনি শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া নিজের ভক্তি অনুসারে যিনি সদা হৃদয়ে নিজের অশ্রুভাব ভাবনা করেন, যিনি নাম ও রূপবর্জিত, যিনি এক ও পরিপূর্ণ, সেই পূরণ-পুরুষ রামকে ভজন করুন। ৬৩

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

(কালনেমিবাক্যেন রাবণশ্চ ক্রোধঃ, হনুমৎকার্যো বিস্ময়শ্চিৎ কৰ্ত্তুং কালনেমের্গমনঃ, মায়াবলেন হিমবৎপার্শ্বে আশ্রমং নির্মায় তস্যাবস্থানম্, তস্মিন্ আশ্রমে হনুমত আগমনম্, তত্র কালনেমিবাক্যেন জলপানং কৰ্ত্তুং গতেন হনুমতা মকধ্যা উদ্ধারঃ, দিব্যরূপিণ্যা ষাণ্ডমালায়া বাক্যেন কালনেমোঃ পরিচয়ঃ প্রাপ্য হনুমতা কালনেমের্গমঃ, লক্ষ্মণস্য চৈতচ্চলান্তঃ ।)

ঐমহাদেব উবাচ ।

কালনেমিষঃ ক্রোধা রাবণোহমৃতসন্নিভম্ ।  
জজ্ঞাল ক্রোধতাত্প্রাক্ষঃ স্পিরন্তিরিবাগ্নিমৎ ॥ ১  
নিহস্মি হাং হুৱাত্মানং মচ্ছাসনপরাঙ্মুখম্ ।  
পঠৈঃ কিঞ্চিদ্ গৃহীত্বা হং ভাষসে রামকিঙ্করঃ ॥ ২  
কালনেমিরূবাচেদং রাবণং দেব কিং ক্রোধা ।  
ন রোচতে মে বচনং যদি গদ্যা করোমি তৎ ॥ ৩  
ইত্যুক্ত্য প্রযযৌ শীঘ্রং কালনেমির্মহাসুরঃ ।  
নোদিতৌ রাবণেনৈব হনুমদবিস্ময়কারণাৎ ॥ ৪  
স গদ্যা হিমবৎপার্শ্বে তপোবনমকল্পয়ৎ ।  
তত্র শিষ্টৈঃ পরিবৃত্তো মুনিবেশধরঃ খলঃ ৫

সপ্তম অধ্যায় ।

[কালনেমির বাক্যে রাবণের ক্রোধ, হনুমানের কার্যে বিস্ময়শ্চিৎ করিতে কালনেমির গমন, মায়াবলে হিমালয় পার্শ্বে আশ্রম নির্মাণ করিয়া তাহার অবস্থান, সেই আশ্রমে হনুমানের আগমন, তথায় কালনেমিবাক্যে জলপান করিতে গিয়া হনুমান্ কর্ত্তক মকরী উদ্ধার, দিব্যরূপিণী ষাণ্ডমালীবাক্যে কালনেমির পরিচয় পাইয়া হনুমান্ কর্ত্তক কালনেমি বধ এবং লক্ষ্মণের চৈতচ্চলান্ত ।]

ঐমহাদেব বলিলেন,—দেবি! কালনেমির এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিল এবং অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত হৃদয় জলবিন্দু সংযোগেও বেরূপ জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ কালনেমির বাক্যে আরও জ্বলিয়া উঠিল ॥ ১

তারপর রাবণ বলিল,—তুমি হুৱাত্মা ও আমার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ, সুতরাং আমি তোমাকে বধ করিব। তুমি শত্রুদিগের নিকট কিছু ধন গ্রহণ করিয়া এই ধনলোভেই এরূপ বলিতেছ, অতএব তুমি রামকিঙ্কর অর্থাৎ রাম কর্ত্তক ধন ধারা ক্রীত দাস ॥ ২

তখন কালনেমি রাবণকে এই কথা বলিল,—দেব! এতে ক্রোধ করিবার কি আছে? আপনার যদি আমার কথা ভাল না লাগে, তবে আপনি বাহা বলিয়াছেন, আমি গিয়া তাহাই করিতেছি ॥ ৩

এই কথা বলিয়া সেই মহাসুর কালনেমি রাবণ কর্ত্তক

গচ্ছতো মার্গমাসান্ত বায়ুশ্চনোর্মহাস্থনঃ ।

ততো গদ্যা দদর্শাৎ হনুমানাশ্রমং শুভম্ ॥ ৬

চিস্তয়ামাস মনসা শ্রীমান্ পবননন্দনঃ ।

পুরা ন দৃষ্টমেতন্মৈ মুনিমণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৭

মার্গো বিভ্রংশিতো বা মে ভ্রমো বা চিন্তাসম্ভবঃ ।

যদবাবিশ্চাশ্রমপদং দৃষ্টা মুনিমশেষতঃ ॥ ৮

পীত্বা জলং ততো যামি জ্যোৎস্বালমুত্তমম্ ।

ইত্যুক্ত্য প্রবিবেশাৎ সর্বতো যোজনালয়ম্ ॥ ৯

আশ্রমং কদলী-শাল-খর্জুর-পনসাদিভিঃ ।

সমাবৃত্তং পক্ষফলৈর্নৈঋণাথৈশ্চ পাদপৈঃ ॥ ১০

প্রেরিত হইয়াই হনুমানের কার্যে বিস্ময় উপাদানের জন্য শীঘ্র প্রস্থান করিল ॥ ৪

এই কালনেমি হিমালয়ের পার্শ্বে গিয়া (মায়াবলে) এক তপোবন রচনা করিল। তারপর সেই খল রাক্ষস মুনির ভায় বেশ ধারণ করত শিষ্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৫

কীরোদসাগর অভিমুখে গমনকারী মহাত্মা হনুমানের পশ্চিমধ্যে এই তপোবন ছিল। তদনন্তর এদিকে হনুমান্ গমন করিতে করিতে তথায় এই সুন্দর আশ্রমটি দর্শন করিলেন ॥ ৬

তখন শ্রীমান্ পবননন্দন হনুমান্ মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আমি যখন পূর্বে আসিয়াছিলাম; তখন ত' আমি এই উত্তম মুনিমণ্ডল দর্শন করি নাই ॥ ৭

তাহা হইলে আমি কি পূর্ব পথ হাড়িয়া দিয়াছি? কিংবা এই আশ্রম দর্শন আমার চিন্তাজাত কোনও ভ্রম? বাহা হউক, আমি আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত মুনিগণকে দর্শন করত জলপান করিয়া তারপর সর্বোত্তম জ্যোৎস্বালমুত্তম গমন করিব। এই কথা বলিয়া হনুমান্ সর্বদিকে এক যোজন বিস্তৃত সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮-৯

এই আশ্রম কদলী, শাল, খর্জুর, পনস (কাঁটাল) প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে পূর্ণ ছিল এবং সেই সকল বৃক্ষ আবার পক্ষফলসমূহ ও নান্য শাখাসমূহে সুশোভিত ছিল। এই আশ্রম শত্রু-ভাববর্জিত ও পবিত্র বলিয়া নির্মল লক্ষণযুক্ত ছিল। এইরূপ

বৈরভাববিনিমুক্তং শুকং নির্মললক্ষণম ।  
 তস্মিন্ মহাশ্রমে রম্যে কালনেমিঃ স রাক্ষসঃ ॥ ১১  
 ইন্দ্রযোগং সমাস্তায় চকার শিবপূজনম ।  
 হনুমান্ত্রিভাজাহ গৌরবেণ মহানুরম ॥ ১২  
 ভগবন্ রামদূতৌহহং হনুমান্নাম নামতঃ ।  
 রামকার্যেণ মহতা ক্ষীরাক্ষিঃ গন্তুমুত্তমঃ ॥ ১৩  
 তুষা মাং বাধতে ব্রহ্মহৃদকং কুত্র বিদ্বতে ।  
 যথেষ্টং পাতুমিচ্ছামি কথ্যতাং মে মুনীশ্বর ॥ ১৪  
 শুক্ৰা মারুতের্বাক্যং কালনেমিস্তমব্রবীৎ ।  
 কমণ্ডলুগতঃ তোরং মম হং পাতুমর্হসি ॥ ১৫  
 ভূঙ্ক্ষ চেমানি পকানি ফলানি তদনন্তরম্ ।  
 নিবসস্ব সুখেনাত্র নিজ্রামেহি ত্রাস্ত মা ॥ ১৬  
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ জানামি তপসা স্বয়ম্ ।  
 উখিতো লক্ষণঃ সর্বৈ বানরাঃ কামধীক্ষিতাঃ ॥ ১৭

রমণীয় বিশাল আশ্রমে সেই রাক্ষস কালনেমি ইন্দ্রযোগ অর্থাৎ  
 কপটভা অবলম্বন করিয়া শিবপূজা করিতেছিল। হনুমান্  
 তখন সেই আশ্রমে প্রবেশ করত অভিশয় সমাদর সহকারে  
 মহাসূর কালনেমিকে ( মুনীবেশধারী কালনেমিকে ) অভিবাদন  
 করত বলিলেন ॥ ১০-১২

ভগবন্। আমি ক্ষীরামের দূত এবং আমার নাম হইল  
 হনুমান্। আমি রামের এক বিশেষ কার্যসাধনের জন্ত  
 ক্ষীরসাগরে গমন করিতে উদ্ভোগী হইয়াছি ॥ ১৩

ব্রহ্মন্। আমার সেই গমনকার্য্যে তুষা আমাকে বাধাদান  
 করিতেছে অর্থাৎ আমি অত্যন্ত তুষা পীড়িত হইয়াছি, অতএব  
 কোথায় জল আছে? মুনীশ্বর। ইচ্ছানুসারে আমি জলপান  
 করিতে চাই, সুতরাং আপনি কোথায় জল আছে, তাহা  
 বলুন ॥ ১৪

পবননন্দন হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃদবেশী  
 কালনেমি বলিল,—আমার এই কমণ্ডলুমধ্যে জল আছে,  
 তুমি তাহা পান করিতে পার ॥ ১৫

এই সকল পক ফল রহিয়াছে, তুমি এই সকলও ভোজন  
 কর। তারপর তুমি এখানে কিছুকাল সুখে বাস কর এবং নিদ্রা  
 যাও; তুষা করিবার কিছু নাই ॥ ১৬

আমি স্বয়ং অতীত, অনাগত ও বর্তমান—এই তিন কালের  
 সব কিছুই জানি। রাম কৃপাদৃষ্টি করিলে পর লক্ষণ ও সমস্ত  
 বানরগণ উখিত হইয়াছেন ॥ ১৭

শুক্ৰা হনুমানাহ কমণ্ডলুজলেন মে ।  
 ন শাম্যতাধিকা তুষা ততো দর্শয় মে জলম্ ॥ ১৮  
 তথেষ্টাঙ্গাপয়ামাস বটুং মায়াবিকল্পিতম ।  
 বটৌ দর্শয় বিস্তীর্ণং বায়ুত্বনোজ্জ্বলাশয়ম্ ॥ ১৯  
 নিমীল্য চাক্ষুণী তোরং পীঠাগচ্ছ মমাস্তিকম্ ।  
 উপদেক্ষ্যামি তে মন্ত্রং যেন দ্রক্ষ্যসি চৌষধীঃ ॥ ২০  
 তথৈতি দর্শিতং শীঘ্রং বটুনা সলিলাশয়ম্ ।  
 প্রবিষ্ট্য হনুমাংস্তোয়মপি বন্দ্যলিতেক্ষণঃ ॥ ২১  
 ততশ্চাগত্য মকরী মহামায়া মহাকপিম্ ।  
 অগ্রদত্তং মহাবেগান্মারুতিং বোররূপিণী ॥ ২২  
 ততো দদর্শ হনুমান্ প্রসস্তীং মকরীং ক্রুযা ।  
 দারয়ামাস হস্তাত্যাং বদনং মা মনোর হ ॥ ২৩  
 ততোহন্তরীক্ষে দদৃশে দিব্যরূপধরাক্ষমা ।  
 ধাত্তমালীতি বিখ্যাতা হনুস্তমথ্যব্রবীৎ ॥ ২৪

এই কথা শ্রবণ করিয়া হনুমান্ বলিলেন,—আপনার এই  
 কমণ্ডলুর জলে আমার প্রবল তুষা শান্ত হইবে না, অতএব  
 কোথায় জল আছে, আমাকে দেখাইয়া দিন ॥ ১৮

‘আজ্ঞা, তাহাই হইতেছে’ এই কথা বলিয়া কালনেমি মায়া  
 কল্পিত এক বটুকে ( ব্রহ্মচারীকে ) আজ্ঞা করিল,—বটৌ।  
 তুমি এই বায়ুপুত্র হনুমান্কে এক বিস্তীর্ণ জলাশয় দেখাইয়া  
 দাও ॥ ১৯

তারপর ভৎক্ষণঃ হনুমান্কেও বলিল—তুমি নয়নবদ্ধ মুদ্রিত  
 করিয়া জলপান করিবার পর পুনরায় আমার নিকটে আসিবে,  
 আমি তোমাকে একটি মন্ত্র উপদেশ করিব, যে মন্ত্রবলে তুমি  
 ওষধিসমূহ দেখিতে পাইবে ॥ ২০

‘বথা আজ্ঞা’ বলিয়া বটু তখন হনুমান্কে এক জলাশয়  
 দেখাইয়া দিল। তারপর হনুমান্ সেই জলাশয়ে প্রবেশ করত  
 দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জলপান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তখন এক অত্যন্ত মারাবিনী বোররূপিণী মকরী ভীতবেগে  
 আসিয়া কপিপ্রবর পবননন্দন হনুমান্কে গ্রাস করিতে  
 লাগিল ॥ ২২

তখন হনুমান্ দেখিলেন যে, এক মকরী তাহাকে গ্রাস  
 করিতেছে, তাই ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমান্ দুই হস্তে সেই মকরীর মূখ  
 বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতে সেই মকরী মরিয়া বাইল ॥ ২৩

তদনন্তর আকাশে এক দিব্য রূপধারিণী রমণীকে দেখা  
 হইল। ধাত্তমালী নামে বিখ্যাতা এই অক্ষরা তখন হনুমান্কে  
 বলিল ॥ ২৪

স্বপ্নপ্রসাদাদহং শাপাদ্ বিমুক্তঃ স্মি কপীশ্বর ।  
 শপ্তাহং মুনিনা পূর্বমঙ্গরাঃ কারণান্তরে ॥ ২৫  
 আশ্রমে যন্ত তে দৃষ্টে কালনেমির্মহাসুরঃ ।  
 রাবণপ্রহিতো মার্গে বিদ্বং কৰ্ত্তুং ভবানঘ ॥ ২৬  
 মুনিবৈশ্বরো নাসৌ মুনিবিপ্রবিহিংসকঃ ।  
 জহি দৃষ্টং গচ্ছ শীঘ্রং জোগাচলমগ্নস্তমম্ ॥ ২৭  
 গচ্ছাম্যহং ব্রহ্মলোকং স্বংস্পর্শাচ্ছতকল্মষা ।  
 ইত্যুক্তা সা যযৌ স্বর্গং হনুমানপ্যাশ্রমম্ ॥ ২৮  
 আগত্য তং সমালোক্য কালনেমিরভাষত ।  
 কিং বলিষ্মেন মহতা ভব বানরসত্তম ॥ ২৯  
 গৃহাণ মন্তো মন্ত্রাংস্বং দেহি মে গুরুদক্ষিণাম্ ।  
 ইত্যুক্তো হনুমান্মুষ্টিং দৃঢ়ং বদ্ধ্বাহ রাক্ষসম্ ॥ ৩০  
 গৃহাণ দক্ষিণামেতামিত্যুক্তা নিজধান উম্ ।  
 বিসৃজ্য মুনিবৈশ্বং স কালনেমির্মহাসুরঃ ॥ ৩১

কপীশ্বর! তোমার প্রসাদে আজ আমি মুক্তিলাভ  
 করিলাম। আমি অপ্সরাঃ, বিশেষ কারণবশতঃ কোনও  
 এক মুনী পূর্বে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন (সেই  
 কারণেই আমি এই মকরী হইয়া এই জলাশয়ে বাস করিতে  
 ছিলাম) ॥ ২৫

তুমি আশ্রমে মুনিক্রমে বাহাকে দেখিয়া আসিয়াছ, সে  
 মুনী নহে; কালনেমি নামে এক মহাসুর। নিষ্পাপ হনুমান্।  
 পথে তোমার কার্য্যে বিরম্বৃষ্টি করিবার জন্য রাবণ এই রাক্ষসকে  
 পাঠাইয়াছে ॥ ২৬

যে মূনির ভায় বৈশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে মুনী নহে;  
 ব্রাহ্মণহিংসক রাক্ষস। তুমি সেই দৃষ্ট রাক্ষসকে বধ কর এবং  
 তাহার পর সত্তর সর্বোত্তম দ্রোণ পর্বতে গমন কর ॥ ২৭

আমি তোমার স্পর্শে পাপমুক্তা হইয়া এখন ব্রহ্মলোকে  
 গমন করিতেছি। এই কথা বলিয়া সেই শাপ্তমালী স্বর্গে গমন  
 করিল এবং এদিকে হনুমান্ও আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত  
 হইলেন ॥ ২৮

তখন মুনিবৈশ্বধারী কালনেমি হনুমান্কে আশ্রমে উপস্থিত  
 হইতে দেখিয়া বলিল,—বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার আর অধিক  
 বলিষ করিয়া কি হইবে? ২৯

তুমি আমার নিকট হইতে মন্ত্রসকল গ্রহণ কর এবং  
 আমাকে গুরু দক্ষিণা প্রদান কর। কালনেমি এই কথা বলিলে  
 পর হনুমান্ দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাক্ষসকে বলিলেন ॥ ৩০

যুযোধ বায়ুপুত্রেন নানামায়াবিধানতঃ ।  
 মহামায়িকদ্রুতোহসৌ হনুমান্ মায়িনাং রিপুঃ ॥ ৩১  
 জঘান মুষ্টিনা শীর্ণি ভগ্নমূৰ্দ্ধা মমার সঃ ।  
 ততঃ ক্ষীরনিধিং গতা দৃষ্টো দ্রোণং মহাগিরিম্ ॥ ৩২  
 অদৃষ্টো চৌষধীস্তত্র গিরিমুৎপাটা সত্তরঃ ।  
 গৃহীত্বা বায়ুবেগেন গতা রামস্ত সন্নিধিম্ ॥ ৩৩  
 উবাচ হনুমান্ রামমানৌতোহয়ং মহাগিরিঃ ।  
 যদবুক্তং কুরু দেবেশ বলিষ্মো নাত্র যুজ্যতে ॥ ৩৪  
 শ্রুত্বা হনুমন্তো বাকাং রামঃ সন্তপ্তমানসঃ ।  
 গৃহীত্বা চৌষধীঃ শীঘ্রং শ্রুষণেন মহামতিঃ ॥ ৩৫  
 চিকিৎসাং কারয়ামাস লক্ষ্মণায় মহাত্মনে ।  
 ততঃ শ্রুতোখিত ইব বৃদ্ধা প্রোবাচ লক্ষ্মণঃ ॥ ৩৬  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক গন্তাসি হনুমানৌ দশনন ।  
 ইতি ক্রবন্তমালোকা মুধীর্বজ্রায় রাঘবঃ ॥ ৩৭

“এই গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ কর” এই কথা বলিয়া সেই রাক্ষসকে  
 হনুমান্ প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তখন সেই মহাসুর কালনেমি  
 মুনিবৈশ্ব ত্যাগ করিয়া নানাবিধ মায়ী অবলম্বন করত বায়ু-  
 স্তম্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহামায়িক জীরাণের দ্রুত  
 এবং মায়াবী রাক্ষসগণের শত্রু হনুমান্ নিজের মুষ্টির দ্বারা  
 রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিলেন। ইহাতে রাক্ষসের মস্তক  
 ভগ্ন হইল এবং সেই রাক্ষস মৃত্যুবরণ করিল। তদনন্তর  
 হনুমান্ ক্ষীরসাগরে গমন করত তথায় মহাপর্বত দ্রোণকে  
 দেখিয়া এবং ঔষধিসমূহ চিনিতে না পারিয়া তরাসহকারে  
 দ্রোণ পর্বতকেই উত্তোলিত করিয়া গ্রহণ পূর্বক বায়ুতুল্য বেগে  
 জীরাণের নিকট গমন করত হনুমান্ জীরাণকে বলিলেন,—এই  
 মহাপর্বত দ্রোণকে আমি আনিয়াছি, দেবেশ্বর। অতঃপর  
 বাহা মুক্তিযুক্ত, তাহাই করুন; কারণ, আর বলিষ করা উচিত  
 নহে ॥ ৩১-৩৫

মহামতি রাম হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট  
 হইলেন এবং সুযোগকে দিয়া সত্তর ঔষধিসমূহ সংগ্রহ করিয়া  
 মহাত্মা লক্ষ্মণের চিকিৎসা করাইলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণ যেন  
 নিদ্রা হইতে উত্থানের পর জাগরিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৬-৩৭

দশানন! তুমি অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর, তুমি কোথায়  
 বাইবে। আমি তোমাকে এখনই বধ করিব। লক্ষ্মণ এই কথা  
 বলিতে থাকিলে রঘুবংশধর রাম তাঁহার নিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

মারুতিং প্রাহ বৎসাত্ত্বং প্রসাদাদ্ মহাকপে ।

নিরাময়ং প্রপশ্যামি লক্ষণং ভ্রাতরং মম ॥ ৩৯

ইত্যুক্ত্বা বানরৈঃ সার্কং শ্রুত্বোবেণ সমম্বিতঃ ।

বিভীষণমভেনৈব যুদ্ধায় সমরস্থিতঃ ॥ ৪০

পাষাণৈঃ পাদপৈশৈশ্চ বর্ষভাগৈশ্চ বানরাঃ ।

যুদ্ধায়াভিমুখা ভূত্বা যযুঃ সর্বৈ যুযুংসবঃ ॥ ৪১

রাবণো বিব্যাধে রামবাণৈর্বিদ্ধো মহামুরঃ ।

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনৈব পন্নগঃ ॥ ৪২

তাহার মস্তক আঘাত করত পবননন্দন হনুমান্কে বলিলেন,—  
মহাকপে! বৎস! আজ তোমার করুণার আমার ভ্রাতা  
লক্ষণকে নিরাময় অর্থাৎ সুস্থ দেখিতে পাইলাম ॥ ৩৮-৩৯

এই কথা বলিয়া শ্রীরাম স্ত্রীবি এবং বানরগণের সহিত  
বিভীষণের মতানুসারে যুদ্ধের জন্ত যথাযথভাবে অর্থাৎ বাহ  
রচনা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

এন্তর, যুদ্ধ ও পর্বতশিখরসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিবার জন্ত  
সমস্ত বানরগণ যুদ্ধ কামনা করত শত্রুদের অভিমুখে গমন  
করিতে লাগিল ॥ ৪১

মহামুর রাবণ রামবাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হইল এবং  
সিংহ কর্তৃক হস্তীর ভায় ও গরুড় কর্তৃক সর্পের ভায় মহাত্মা  
রাম কর্তৃক পরাভূত হইয়া রাজা রাবণ গৃহে প্রত্যাপ্ত হইল।  
তদ্বার সিংহাসনে উপবেশন করত রাবণ রাক্ষসগণকে এই কথা  
বলিল ॥ ৪২-৪৩

(১) বৈবশ্বতম্নর পুত্র ইক্ষাকু, এই ইক্ষাকু বংশে রাজা সভ্যব্রতের  
জন্ম হয়, ইনিই জিশঙ্ক নামে পরে খ্যাত হন। জিশঙ্কর পুত্র  
হরিশ্চন্দ্র, তাহার পুত্র রোহিত, রোহিতের পুত্র হরিত, হরিতের  
পুত্র চকু, তাহার পুত্র কুরুক, কুরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র  
বাহু, এই বাহু গরের (বিষের) সহিত অগ্ন্যগ্রহণ করেন বলিয়া  
তাঁহার নাম হয় ১। সগর (বাহুর বাদবী পত্নী ভৃগুবংশীর উর্ব-  
রার) আশ্রমে এই সম্ভান প্রসব করিয়া ছিলেন। দ্রষ্টব্য হরিবংশ  
পর্বের চতুর্দশাধ্যায়)। এই সগরের বহু পুত্র থাকিলেও  
তাঁহার বিদূর্ভরাজকতা পত্নী কেশিনীর গর্ভে যে ২। অসমঞ্জস  
নামে পুত্র অগ্ন্যগ্রহণ করেন, সেই পুত্রই রাজা হন। ইনি পঞ্চজন  
নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। অসমঞ্জসের পুত্র ৩। অশ্বত্থমান,  
তাঁহার পুত্র ৪, দিলীপ, এই দিলীপ ঋষ্টাজ নামেও প্রখ্যাত ছিলেন  
(শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ প্রপিতামহ দিলীপ হইতে ইনি ভিন্ন, কিন্তু  
ইনি সেই বংশেই অগ্ন্যগ্রহণ করেন।) দিলীপের পুত্র  
৫। ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ৬। অকুত, অকুতের পুত্র

অভিভূতোহগমদ্ রাজা রাবণেণ মহামুরা ।

সিংহাসনে সমাবিশ্য রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৪৩

মামুর্ষেণৈব মে যুত্ব্যমাহ পূর্বং পিতামহঃ ।

মামুর্ষো হি ন মাং হস্তং শক্তোহস্তি ভূবি কশ্চন ॥ ৪৪

ততো নারায়ণঃ সাক্ষান্মামুর্ষোহভূন্ন সংশয়ঃ ।

রামো দাশরথিভূত্বা মাং হস্তং সমুপস্থিতঃ ॥ ৪৫

অনরণ্যেন যৎ পূর্বং শপ্তোহহং রাক্ষসেশ্বরঃ ।

উৎপৎস্রতে চ মদ্বংশে পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪৬

পিতামহ ব্রহ্মা (ব্রহ্মা রাবণের প্রপিতামহ—ব্রহ্মার মানস  
পুত্র পুলস্ত্য, তাহার পুত্র বিশ্ববা, তাহার পুত্র রাবণ।) পূর্বে  
আমাকে বরদানকালে বলিয়াছেন যে, মানুষেরই দ্বারা আমার  
যত্ন হইবে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ আমাকে এই ভূতলে  
বধ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৪৩

সেইহেতু সাক্ষাৎ নারায়ণ মানুষ হইয়াছেন, ইহাতে কোনও  
সংশয় নাই। তিনি দশরথপুত্র রাম হইয়া আমাকে বধ  
করিবার জন্ত আজ উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪৫

রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! রাজা অনরণ্য যে পূর্বে আমাকে  
শাপদান করিয়াছিলেন, “আমার বংশে সনাতন পরমাত্মা  
আবির্ভূত হইবেন, তিনিই তোমাকে পুত্র, পৌত্র ও বান্দবগণের  
সহিত বধ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই” এই কথা  
আমাকে বলিয়া রাজা অনরণ্য বর্গে গমন করিলেন (১) ॥ ৪৬-৪৭

৭। নাভাগ, তাঁহার পুত্র ৮। অমরীষ, তাঁহার পুত্র  
৯। সিন্ধুধীপ, তাঁহার পুত্র ১০। অমৃতাজিৎ, তাঁহার পুত্র  
১১। ঋতুর্ণ (এই ঋতুর্ণ রাজা নলের সখা ছিলেন।  
শ্রীরামের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিবধ,  
নিবধের পুত্র নল। ঋতুর্ণ যে নলের সখা ছিলেন, তিনি  
বীরসেনপুত্র নল এবং এই নল রাজার উপাখ্যান সর্বত্র  
প্রসিদ্ধ।) তাঁহার পুত্র ১২। আর্ভগনি, তাঁহার পুত্র  
১৩। সুদাস, (এই সুদাস ইন্দ্রের সখা ছিলেন।) সুদাসের  
পুত্র ১৪। সৌদাস (এই সৌদাস কন্যাব-পাদ ও মিত্রসহ নামে  
খ্যাত ছিলেন।) এই কন্যাবপাদের পুত্র ১৫। সর্বকর্মা,  
তাঁহার পুত্র ১৬। অনরণ্য (এই অযোধ্যাপতি অনরণ্যই  
যত্নাকালে রাবণকে অভিগাণ দিয়াছিলেন যে আমার বংশে  
ঋভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া তোমাকে সবংশে বধ করিবেন।),  
অনরণ্যের পুত্র ১১। নিম্ন, এই নিম্নের দুই জন পুত্র ছিল  
অনমিত্র এবং রত্ন (এই রত্ন শ্রীরামের প্রপিতামহ হইতে ভিন্ন।)  
অনমিত্রের পুত্রের নাম ১১। দ্বলিহ, তাঁহার পুত্র ২০। দিলীপ

ভেন ত্বং পুত্রপৌত্রৈশ্চ বান্ধবৈশ্চ সমন্বিতঃ ।  
হনিষ্ঠাসে ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্যু। মাং দিবং গতাঃ ॥ ৪৭  
স এব রামঃ সজ্জাতো মদার্থে মাং হনিষ্ঠতি ।  
কুন্তকর্ণস্ত মুঢ়াত্মা সগা নিদ্রাবশং গতাঃ ॥ ৪৮  
তাং বিবোধ্য মহাসত্ত্বমানয়ন্ত সমাস্তিকম্ ।  
ইত্যুক্তান্তে মহাকায়ান্তুর্ণং গতা তু যত্নতঃ ॥ ৪৯  
বিবোধ্য কুন্তশ্রবণং নিন্থ রাবণসমিধিম্ ।  
নমস্কৃত্য স রাজানমাসনোপরি সংস্থিতঃ ॥ ৫০  
তমাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং দীনয়া গিরা ।  
কুন্তকর্ণ নিবোধ ত্বং মহং কষ্টমুপস্থিতম্ ॥ ৫১  
রামেণ নিহতাঃ শূরাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বান্ধবাঃ ।  
কিং কর্তব্যমিদানৌ মে মুতুকাল উপস্থিতে ॥ ৫২  
এষ দাশরথী রামঃ সুগ্রীবসহিতো বলী ।

সমুদ্রং সবলন্তীর্ষা। মূলং নঃ পরিকল্পতি ॥ ৫৩  
যে রাক্ষসা মুখ্যতমান্তে হতা বানরৈর্মুখি ।  
বানরাণাং ক্ষয়ং বুদ্ধে ন পশ্যামি কদাচন ॥ ৫৪  
নাশয়স্ব মহাবাহো যদর্থং পরিবোধিতঃ ।  
ভ্রাতুরর্থং মহামম্ব কুরু কর্ম্ম সুদৃকরম্ ॥ ৫৫  
ঋত্বা তদ্রাক্ষসেস্ত্রশ্চ বচনং পরিদেবিতম্ ।  
কুন্তকর্ণো জহাসোচ্চৈর্বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫৬  
পুরা মন্ত্রবিচারে তে গদিভং যন্ময়া নৃপ ।  
তদন্ত স্বামুপগত্য ফলং পাপশ্চ কর্ম্মণঃ ॥ ৫৭  
পূর্বমেব ময়া প্রোক্তো রামো নারায়ণঃ পরঃ ।  
সীতা চ যোগমায়েতি বোধিতোহপি ন বুধ্যসে ॥ ৫৮  
একদাহং বনে সানৌ বিশালায়াং স্থিতৌ নিশি ।  
দৃষ্টৌ ময়া মূনিঃ সাক্ষাৎসারদৌ দিব্যদর্শনঃ ॥ ৫৯

সেই সনাতন পরমাখাই আমাকে বধ করিবার জন্ত রামরূপে  
অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব এই রাম আমাকে বধ করিবেন ।  
কিন্তু মুঢ়াত্মা কুন্তকর্ণ সর্বদা নিদ্রাবশবর্তী হইয়া রহিয়াছে  
(মুতরাং সে আমার এই বিপদসম্বন্ধে কিছুই জানে না) ॥ ৪৮

ভোমরা সেই মহাবল কুন্তকর্ণকে জাগাইয়া আমার নিকট  
আনিয়ন কর । রাবণ এই কথা বলিলে পর সেই বিশালদেহ  
রাক্ষসগণ সত্তর গমন করত যত্নের সহিত কুন্তকর্ণকে জাগাইয়া  
রাবণের নিকট লইয়া আসিল । সেই কুন্তকর্ণ রাজা রাবণকে  
প্রণাম করত আসনের উপরে উপবিষ্ট হইল ॥ ৪৯-৫০

তদনন্তর রাজা রাবণ ভ্রাতা কুন্তকর্ণকে কাতরতাপূর্ণ বাক্যে  
বলিল,—কুন্তকর্ণ । তুমি আমার কথা শ্রবণ কর, আমার  
মহাকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ আমি এখন গুরুতর কষ্টে  
পতিত হইয়াছি ॥ ৫১

রাম আমার শৌর্য্যশালী বীর পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণকে  
বধ করিয়াছে । অতঃপর আমার মুতুকাল উপস্থিত হইয়াছে,  
এখন আমার কি কর্তব্য ? ৫২

(ইনি জীরামের বৃদ্ধ প্রপিতামহ), দিলীপের পুত্র ২১। রঘু,  
রঘুর পুত্র ২২। অজ, অজের পুত্র ২৩। দশরথ এবং দশরথের  
পুত্র ২৪। রাম । (সগর ও অনরণ্যের সহিত ভগবান্  
জীরামের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্ত হরিবংশের হরিবংশপর্বের  
১৪।১৫ অধ্যায়ের কিরদংশ এখানে সংযোজিত হইল। সগর  
হইতে অবন্তন চতুর্বিংশতিতম পুরুষ হইলেন জীরাম এবং  
অনরণ্য হইতে অবন্তন অষ্টম পুরুষ ।

এই দশরথনন্দন বলশালী জীরাম সুগ্রীব ও সৈন্তবাহিনীর  
সহিত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এখন আমাদের মূলোচ্ছেদ  
করিতেছে ॥ ৫৩

যে সকল প্রধান প্রধান রাক্ষস ছিল, তাহারা সকলেই বুদ্ধে  
বানরগণের দ্বারা নিহত হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধে বানরগণের ক্ষয়  
আমি কখনও দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৪

মহাবাহো । আমি তোমাকে যে জন্ত জাগরিত করিয়াছি,  
সেই আমার শত্রুসৈন্তগণকে তুমি বিনাশ কর । মহাবল  
কুন্তকর্ণ । তুমি ভ্রাতার জন্ত এই অভিশয় দ্রুত কর্তব্য সম্পাদন  
কর ॥ ৫৫

রাক্ষসরাজ রাবণের এই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কুন্তকর্ণ  
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল এবং রাবণকে এই কথা বলিল ॥ ৫৬

নৃপ । পূর্বে আমি মন্ত্রণা করিবার সময় যে কথা  
তোমাকে বলিয়াছিলাম, সেই পাপ কর্ম্মের ফল আজ  
তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৭

আমি ত' তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, রাম সাক্ষাৎ পরমাখা  
নারায়ণ, আর এই সীতাদেবী যোগমায়া ; তোমাকে ইহা  
বুঝাইলেও তুমি বুঝিতেছ না ॥ ৫৮

একদিন আমি এক বিশাল পর্বতশিখরে রাজিকালে  
(জীকাকার মতে হেমন্ত-রজনীতে) বসিয়া আছি, এমন সময়  
দিব্যদর্শন সাক্ষাৎ নারদ মুনিকে আমি তথায় দর্শন  
করিলাম ॥ ৫৯



ভমক্ৰবং মহাভাগ কূতো গন্ত্যসি মে বদ ।  
 ইত্যাঙ্কো নারদঃ প্রাহ দেবানাং মন্ত্ৰণে স্থিতঃ ॥ ৬০  
 তজ্যোৎপন্নমুদন্তং তে বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ।  
 সুভাভ্যাং পীড়িতা দেবাঃ সর্বৈ বিষ্ণুপাগতাঃ ॥ ৬১  
 উচুস্তে দেবদেবেশং স্তুত্বা ভক্ত্যা সমাহিতাঃ ।  
 জহি রাবণমক্ষোভ্যাং দেব ত্রৈলোক্যকণ্টকম্ ॥ ৬২  
 মানুষ্যেণ যুতিস্তস্য কল্লিতা ব্রহ্মণা পুরা ।  
 অতস্তং মানুষ্যো ভূত্বা জহি রাবণকণ্টকম্ ॥ ৬৩  
 তথেষ্যাহ মহাবিশ্বঃ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ।  
 জাতো রঘুকুলে দেবো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ৬৪  
 স হনিষ্যতি বঃ সর্বানিত্যুক্ত্য প্রযযৌ মুনিঃ ।  
 অতো জানীহি রামং হং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৫  
 ত্যজ বৈরং ভজস্বাত্ম মায়ামানুষ্যরূপিণম্ ।

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—মহাভাগ! আপনি এখন কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। আমি এই কথা বলিলে পর নারদ আমাকে বলিলেন,—যথায় দেবগণ সমবেত হইয়া মন্ত্ৰণা করিতে ছিলেন, আমি তথায় ছিলাম (আমি এখন সেস্থান হইতেই আসিরাছি) ॥ ৬০

তথায় যে সব আলোচনা হইয়াছিল, আমি তৎসমস্তই যথাযথভাবে বলিতেছি তুমি তাহা শ্রবণ কর। তোমাদের উভয়ের দ্বারা (রাবণ ও কুন্তকর্ণের দ্বারা) পীড়িত হইয়া সমস্ত দেবগণ বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হন ॥ ৬১

তাঁহারা সকলে সমাহিতচিত্তে ভক্তি সহকারে তাঁহার স্তুব করিয়া দেবদেবেশ্বর ঈশ্ব্বিককে বলিলেন,—জ্যোতির্ষ্য ভগবন্! আপনি ত্রিলোকের কণ্টকস্বরূপ অক্ষোভ্য অর্থাৎ হুর্জর রাবণকে বধ করুন ॥ ৬২

পুরাকালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মানুষের দ্বারা তাহার যুড়ার বিধান করিয়াছেন, অতএব আপনি মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া অগভের কণ্টকস্বরূপ রাবণকে বিনাশ করুন ॥ ৬৩

তখন সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর মহাবিশ্ব ‘তথাস্ত’ বলিয়া দেবগণের বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন। সেই জ্যোতির্ষ্য পুরাণপুরুষ রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়া ‘রাম’ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৬৪

তিনি তোমাদের সকলকে বধ করিবেন, এই কথা বলিয়া

ঈশ্বরহবি বেদব্যাসপ্রণীত ঈশ্বদ্ অধ্যায়ানুসারে লঙ্কাকাণ্ডে

ভজতো ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘুতমঃ ॥ ৬৫  
 ভক্তির্জনিতী জ্ঞানস্ত ভক্তির্যোক্ষপ্রদায়িনী ;  
 ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্বমসংসমম্ ॥ ৬৬  
 অবতারাঃ সুবহবো বিকোলীলানুকারণিণঃ ।  
 তেষাং সহস্রসদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ ॥ ৬৭  
 রামং ভজন্তি নিপুণা মনসা বচসানিশম্ ।  
 অনায়াসেন সংসারং তীৰ্ণা যান্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৬৮  
 যে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধমত্বা

ধ্যায়ন্তি তস্য চরিতানি পঠন্তি সন্তঃ ।

মুক্তাস্ত এব ভবভোগমহাহিপাশৈঃ

সীতাপতেঃ পদমনস্তস্মৃৎ প্রয়ান্তি ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমদধ্যায়ানুসারে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭

মুনিবর নারদ প্রস্থিত হইলেন। অতএব তুমি রামকে সনাতন পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানিও ॥ ৬৫

তুমি তাহার সহিত শত্রুতা ত্যাগ কর এবং অদ্য হইতে সেই মায়াবলে মন্থ্য রূপধারী শ্রীরামের ভজনা কর; কারণ, যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে তাঁহার ভজনা করে, রঘুতম রাম তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ॥ ৬৬

এই ভক্তি জ্ঞান উৎপন্ন করে এবং এই ভক্তি যোক্ষও প্রদান করে। ভক্তিহীন হইয়া যদি কোনও সং কর্মও করা যায়, তবে তাহা ‘অসৎ’ অর্থাৎ না করাই তুল্য বলিয়া জানিবে ॥ ৬৭

লীলানুকরণী বিষ্ণুর অসংখ্য অসংখ্য অবতার আছেন; কিন্তু এই জ্ঞানময় ও কল্যাণময় রাম সেইরূপ সহস্র অবতারের সদৃশ ॥ ৬৮

যে সব নিপুণ ব্যক্তিগণ বাক্য ও মনের দ্বারা সর্বদা শ্রীরামের ভজনা করেন, তাঁহারা অনায়াসেই সংসার পার হইয়া শ্রীহরির পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬৯

যে সব বিত্তহীনে সংপুরুষগণ এই ভূতলে সর্বদা শ্রীরামকেই ধ্যান করেন এবং তাঁহার চরিতবর্ণনাত্মক রামায়ণাদি পাঠ করেন, তাঁহারা সংসারের ভোগরাশিরূপ যে মহানাগ পাশ, সেই মহানাগ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং সীতাপতির অনন্ত সুখময় পদ অর্থাৎ ধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৭০

উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

[ কুন্তকর্ণশ্চ যুদ্ধে আগমনম্, শ্রীরামেণ কুন্তকর্ণশ্চ বিনাশঃ, শ্রীরামসমীপে নারদশ্রাগমনম্, নিকুন্তিলাগারে মেঘনাদশ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কুন্তকর্ণবচঃ শ্রদ্ধা ক্রকুটাবিকটাননঃ ।  
দশদ্রৌবো ভ্রগাদেদমাসনাচ্ছপতমিব ॥ ১  
ভ্রমণীভো ন মে জ্ঞানবোধনায় শুবুদ্ধিমান্ ।  
ময়া কৃতং সমীকৃত্য যুধ্যস্ব যদি রোচতে ॥ ২  
নো চেদ গচ্ছ শ্রুগুণ্যর্থং নিদ্রা হাং বাধতেহধুনা ।  
রাবণশ্চ বচঃ শ্রদ্ধা কুন্তকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৩  
রুষ্টোহয়মিতি বিজ্ঞায় তুর্ণং যুদ্ধায় নির্যযৌ ।  
স লজ্জয়িত্বা প্রাকারং মহাপর্বতসম্মিতঃ ॥ ৪  
নির্যযৌ নগরাতুর্ণং ভীষয়ন্ হরিসৈনিকান্ ।  
স ননাদ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্ ॥ ৫  
বানরান্ কালয়ামাস বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রুমা ।  
কুন্তকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা অপক্ৰমিব পর্বতম্ ॥ ৬

### অষ্টম অধ্যায় ।

[ কুন্তকর্ণের যুদ্ধে আগমন, শ্রীরামকর্তৃক কুন্তকর্ণের বিনাশ, রামের নিকট নারদের আগমন এবং নিকুন্তিলাগারে মেঘনাদের যজ্ঞানুষ্ঠান । ]

দশানন রাবণ কুন্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলন্ত করিলে পর তাহার বদন বিকরাল হইয়া উঠিল। তখন রাবণ নিজের সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়াই এই কথা বলিল ॥ ১

তুমি যে অতিশয় বুদ্ধিমান, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য তোমাকে আগাইয়া আনি নাই। আমি যাহা করিরাছি, তাহা মানিয়া লইয়া যদি ভাল লাগে, তবে যুদ্ধ কর ॥ ২

নতুবা তুমি নিদ্রা বাইবার জন্য গমন কর; কারণ, নিদ্রা তোমাকে এখন পীড়িত করিতেছে ( অথবা নিদ্রাই তোমাকে আমার আদেশ পলনে বাধাদান করিতেছে । ) রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল কুন্তকর্ণ ‘ইনি কষ্ট হইয়াছেন’ ইহা জানিতে পারিয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল। সেই মহাপর্বতাকার কুন্তকর্ণ লকানগরীর প্রাকার লজ্জন করত বানরসৈন্যগণকে ভীতস্রাসিত করিতে করিতে নগর হইতে সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইল এবং সমুদ্রকে প্রতিশ্রুতি করিতে করিতে সে সিংহনাদ করিতে লাগিল । ৩-৫

কুন্তকর্ণ রোষসহকারে হইহতে বানরগণকে ভক্ষণ করিতে

ছজ্জবুর্বানরাঃ সর্বৈ কালান্তকমিবাখিলাঃ ।

ভ্রমন্তঃ হরিবাহিষ্ঠাং যুদগরেণ মহাবলম্ ॥ ৭

কালয়ন্তঃ হরীন্ বেগাদ ভক্ষয়ন্তঃ সমন্ততঃ ।

চূর্ণয়ন্তঃ যুদগরেণ পাণিপাদৈরনেকথা ॥ ৮

কুন্তকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা গদাপাণিবিভীষণঃ ।

ননাম চরণৌ তস্ত ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠশ্চ বুদ্ধিমান্ ॥ ৯

বিভীষণোহহং ভ্রাতর্মে দয়াং কুরু মহামতে ।

রাবণশ্চ ময়া ভ্রাতর্বহুধা পরিবোধিতঃ ॥ ১০

সীতাং দেহৌতি রামায় রামঃ সাক্ষাচ্ছনার্দিনঃ ।

ন শৃণোতি চ মাং হস্তং খড়্গমুদ্যম্য চোক্তবান্ ॥ ১১

ধিক্ হাং গচ্ছেতি মাং হত্বা পদা পাপিভিরাবৃতঃ ।

চতুর্ভিন্নিত্তিভিঃ সার্ব্ধং রামং শরণমাগতঃ ॥ ১২

করিতে তাড়াইয়া লইয়া বাইতে লাগিল। সেই সময় সমস্ত প্রাণি-গণ যেরূপ কালান্তক যমকে (অথবা কাল ও অমৃতকে) দেখিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বানরগণ পক্ষযুক্ত পর্বতভূম্য বিশালদেহ এই কুন্তকর্ণকে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল কুন্তকর্ণ বানরসৈন্যবাহিনী মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, সবেগে যুগল প্রহার করত বানরগণকে সংহার করিতে করিতে, তাহা-দিগকে ভক্ষণ করিতে করিতে এবং যুদগর, হস্ত ও পাদপ্রহারে চতুর্দিকে বানরবাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে যুদ্ধরত দেখিয়া বুদ্ধিমান বিভীষণ হস্তে গদা ধারণ করত জোষ্ঠ ভ্রাতা কুন্তকর্ণের হই চরণে প্রণত হইলেন ॥ ৬-৯

ভ্রাতঃ! আমি বিভীষণ (প্রণাম করিলাম)। মহামতে! আপনি আমাকে দয়া করুন। ভ্রাতঃ! আমি রাবণকে বহু-ভাবে দুর্ভাইয়াছিলাম ॥ ১০

আপনি রামকে সীতা প্রদান করুন; কারণ, এই রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ—আমি এইভাবে যুক্তিযুক্ত কথা বলিলেও রাবণ পানী মস্ত্রিগণে পরিবৃত থাকার ( তাহার বিচার বুদ্ধিও পাপপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ) আমার কোনও কথাই শ্রবণ করেন নাই; খড়্গ উত্তোলিত করিয়া আমাকে পদাঘাত করত এই কথা বলিলেন—‘তোমাকে ধিক্’, অতএব তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া বাও অর্থাৎ দূর হও। সেইজন্য আমি চারিজন মন্ত্রীর সহিত আসিয়া শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করিরাছি ॥ ১১-১২

উচ্ছুড়া কুন্তকর্ণোহপি জ্ঞাতা ভ্রাতরমাগতম্ ।  
 সমালিঙ্গ্যাহ বৎস ত্বং জীব রামপদাশ্রয়ঃ ॥ ১০  
 কুলসংরক্ষণার্থায় রাক্ষসানাং হিতায় চ ।  
 মহাভাগবতোহসি ত্বং পুরা মে নারদাচ্ছ তম্ ॥ ১৪  
 গচ্ছ তাত মমেদানীং দৃশ্যতে ন চ কিঞ্চন ।  
 মদৌয়ো বা পরো বাপি মদমত্তবিলোচনঃ ॥ ১৫  
 ইত্যুক্তোহক্ষমুখো ভ্রাতৃশরণাবতিবন্দ্য সঃ ।  
 রামপার্শ্বমুপাগত্য চিস্তাপর উপস্থিতঃ ॥ ১৬  
 কুন্তকর্ণোহপি হস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং পেষয়ন্ হরীন্ ।  
 চচার বানরীং সেনাং কালয়ন্ গন্ধহস্তিবৎ ॥ ১৭  
 দৃষ্ট্বা তং রাঘবং ক্রুদ্ধো বায়ব্যং শত্রুমাধরাং ।  
 চিক্ৰেপ কুন্তকর্ণায় তেন চিচ্ছেদ রাক্ষসঃ ॥ ১৮  
 সমুদগরং দক্ষহস্তং তেন ঘোরং ননাদ সঃ ।  
 স হস্তঃ পতিতো ভূমাবনেকান্ মর্দয়ন্ কপীন্ ॥ ১৯

এই কথা শ্রবণ করত কুন্তকর্ণও ভ্রাতা বিভীষণ আসিরাছে  
 জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক বলিল—বৎস! বৎস  
 রক্ষার জন্ত এবং রাক্ষসগণের মঙ্গলের জন্ত তুমি রামপদের আশ্রয়  
 গ্রহণ করত জীবিত থাক। তুমি মহাভাগবত, ইহা আমি পূর্বে  
 নারদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ১০-১৪

বৎস! তুমি এখন আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও; কারণ,  
 আমার নয়নধর মদমত্ত রহিয়াছে, সুতরাং কে আমার স্বপক্ষ  
 অর্থাৎ মিত্র এবং পরপক্ষ অর্থাৎ শত্রু, ইহা দেখিতে (বুঝিতে)  
 পাঠিতেছি না (পারিতেছি না)। ১৫

কুন্তকর্ণ এই কথা বলিলে পর সেই বিভীষণ অক্ষপূর্ববদনে  
 ভ্রাতার চরণধর বন্দনা করিয়া চিভিমনে রামের পার্শ্বে আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন। ১৬

কুন্তকর্ণও দুই হস্ত এবং দুই পাদের দ্বারা বানরগণকে পেষণ  
 করিতে করিতে মদমত্ত হস্তার ভ্রাতা বানরসৈন্তবাহিনীকে পীড়িত  
 করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ১৭

কুন্তকর্ণকে এইভাবে বানরসৈন্তবাহিনী মধ্যে বিচরণ করিতে  
 দেখিয়া ঐরামচন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বহুসংহারে তাহার উপর  
 বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং এই অস্ত্রে রাক্ষস কুন্তকর্ণের  
 মূদগরের সহিত দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন। এই দক্ষিণ হস্ত  
 ছিন্ন হইলে পর সেই কুন্তকর্ণ ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া উঠিল। অত  
 দিকে সেই ছিন্ন হস্ত বহু বানরগণকে মর্দিত করিয়া ভূতলে পতিত  
 হইল। ১৮-১৯

পর্য্যস্তমাত্রিভাঃ সর্বৈ বানরা ভয়বেপিভাঃ ।  
 রাম-রাক্ষসয়োর্বৃদ্ধঃ পশ্যন্তঃ পর্য্যবস্থিতাঃ ॥ ২০  
 কুন্তকর্ণশ্চিন্নহস্তঃ শালমুচ্চম্য বেগতঃ ।  
 সমরে রাঘবং হস্তং ছুদ্রাব ভমখোহচ্ছিনৎ ॥ ২১  
 শালেন সহিতং বামহস্তমৈশ্রেণ রাঘবঃ ।  
 ছিন্নবাহমখায়াস্তং নর্দন্তং বীক্ষ্য রাঘবঃ ॥ ২২  
 দ্বাবর্দ্ধচন্দ্রৌ নিশিতাবাদায়াস্ত পদধরম্ ।  
 চিচ্ছেদ পতিতো পাদৌ লঙ্কাদ্বারি মহাশ্বনৌ ॥ ২৩  
 নিকৃন্তপানিপাদোহপি কুন্তকর্ণোহতিভীষণঃ ।  
 বড়বামুখবদবক্রং ব্যাদায় রঘুনন্দনম্ ॥ ২৪  
 অভিহুদ্রাব নিনদন্ রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা ।  
 অপূরয়ং শিতাগ্রৈশ্চ সায়কৈস্তদ্রঘুস্তমঃ ॥ ২৫  
 শরপূরিতবজ্রৈঃসৌ চূক্রোশাতিভয়ঙ্করঃ ।  
 অথ সূর্য্যপ্রভীকাশমৈশ্রেণ শরমমুত্তমম্ ॥ ২৬

তখন সমস্ত বানরগণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রণক্ষেত্রের  
 শেষভাগে বাইরা অবস্থান করত তথা হইতে ঐরাম ও রাক্ষস  
 কুন্তকর্ণ—এই উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। ২০

রাক্ষস কুন্তকর্ণ নিজের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইলে বাম হস্তের  
 দ্বারা এক শালবৃক্ষ উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধে রাঘবকে বধ করিবার  
 জন্ত সবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। তখন রাম ঐরাম অস্ত্রের  
 দ্বারা কুন্তকর্ণের শালবৃক্ষসহ বাম হস্ত ছেদন করিয়া দিলেন।  
 তখনও ছিন্নবাহ কুন্তকর্ণকে গর্জন করিতে করিতে আসিতে  
 দেখিয়া রাম দুইটি নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা কুন্তকর্ণের দুইপদ  
 ছেদন করিলেন। তখন ছিন্ন সেই দুই পদ প্রচণ্ড শব্দ সহকারে  
 লঙ্কার দ্বারদেশে বাইরা পতিত হইল। ২১-২৩

হস্তধর ও পাদধর ছিন্ন হইয়া বাইলেও অভিভীষণকৃতি  
 কুন্তকর্ণ রাহু বেক্রপ চন্দ্রকে গ্রাস করিবার জন্ত মূখব্যানান ধাবিত  
 হয়, সেইরূপ মূখব্যানান করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে  
 রামের দিকে সবেগে বাইতে লাগিল। তখন রঘুত্তম রাম  
 ভীতাক্রাণ বাণসমূহে কুন্তকর্ণের মূখ (মুখবির) পরিপূর্ণ করিয়া  
 দিলেন। রামবাণসমূহে বদন পূর্ণ হইয়া বাইলে সেই  
 অভিযন্ত্র ভয়ঙ্কর কুন্তকর্ণ চীৎকার করিতে লাগিল। তখনও  
 রাম দেবঘেবী কুন্তকর্ণের যত্নের জন্ত সূর্য্যভূত্য ভেজরী এবং বজ্র  
 অনিনিসদৃশ ভয়ঙ্কর সর্বোত্তম ঐরাম বাণ নিক্ষেপ করিলেন।  
 বজ্র বেক্রপ বজ্রাসুরকে ছেদন করিয়াছিল, সেইরূপ এই রাম-  
 নিক্ষিপ্ত ঐরাম বাণ রাক্ষসাবিশিষ্ট কুন্তকর্ণের কৃতলমণ্ডিত ও

বজ্রাশনিসমং রামশিক্ষিপানুরমৃত্যবে ।

স তৎপর্বতসঙ্কাশং ক্ষুরংকুণ্ডলদণ্ডকম ॥ ২৭

চক্ৰং রক্ষোহধিপতেঃ শিরো ব্রতমিবাশনিঃ ।

ভচ্ছিরঃ পতিভং লক্ষ্যাবারি কায়ো মহোদধৌ ॥ ২৮

শিরোহস্ত রোধয়দ্বারং কায়ো নক্ষত্রচূর্ণয়ং ॥ ২৯

ভতো দেবাঃ সঞ্চযয়ো গন্ধর্বাঃ পন্নগাঃ খগাঃ ।

সিদ্ধা যক্ষা গৃহকাস্ত অঙ্গরোভিষ্ট রাঘবম্ ।

ঈড়িরে কুম্বাসারৈর্ববৃন্তশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ৩০

আজগাম তদা রামং ত্রুষ্ণং দেবমুনীশ্বরঃ ।

নারদো গগনাস্তূর্ণং স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৩১

রামমিন্দীবরশ্যামমুদারাজং ধনুর্ধরম্ ।

ঈষন্ত্রাশ্রবিশালাক্ষমৈস্ত্রাশ্রাশ্রিতবাহকম্ ॥ ৩২

দয়ার্জদৃষ্ট্য পশ্যন্তং বানরান্ শরণীড়িতান্ ।

দৃষ্ট্য গদগদয়া বাচ্য ভক্ত্যা স্তোতুং প্রচক্রেমে ॥ ৩৩

দত্তপঙ্কজসুশোভিত পর্বততুল্য বিশাল মস্তক হেদন করিল ।  
বাণের আঘাতবেগে তখন সেই কুন্তকর্ণের মস্তক লঙ্কানগরীর  
ঘারে গিয়া পতিত হইল এবং দেহ (মস্তক, পদব্বর ও হস্তধর-  
বহীন) মহাসাগরে গিয়া পতিত হইল । কুন্তকর্ণের এই মস্তক  
লঙ্কানগরীর ঘার রুদ্ধ করিল এবং দেহ সাগরস্থিত কুমীরাদি  
জলজন্তুদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল ॥ ২৪-২৯

তদনন্তর দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সর্প, পক্ষী ( কিংবা আকাশচারী  
দিব্য প্রাণিগণ ), সিদ্ধ, যক্ষ গৃহক ও অঙ্গরোগণ রতুনন্দন রামের  
উপর পুষ্পধারা বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার স্তব করিতে  
লাগিলেন ॥ ৩০

সেই সময় দেবর্ষি শ্রেষ্ঠ নারদ ঈরামকে দর্শন করিবার জন্য  
যীর দিব্য অজ্ঞোভিষে দিক্‌সকল উদ্ভাসিত করিতে করিতে  
আকাশ হইতে সত্তর মর্তে ভাগমন করিলেন ॥ ৩১

ইন্দীবরের ( নীলগন্ধের ) ভার শ্যামবর্ণ, উদারাজ ( মনোরম  
অবশিষ্ট বা সাপাং উদারমুতি ), ধনুর্ধর, ঈষং ভাস্রবর্ণ ও  
বিশাল নরনশোভিত এবং হস্ত ঐশ্রবাণভূষিত, দয়াবিগলিত  
দৃষ্টিতে বাণপীড়িত বানরগণকে নিরীক্ষণকারী ঈরামকে ভক্তি-  
পদগদবাক্যে স্তব কথিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২-৩৩

নারদ বলিলেন,—হে সনাতন পরমাত্মন । আপনি জগতের  
নাথ ( রক্ষক ও পালক ) এবং হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণেরও দেবতা

নারদ উবাচ ।

দেবদেব জগন্নাথ পরমাত্মন সনাতন ।

নারায়ণাখিলাধার বিশ্বসাক্ষিন্নমোহন্ত তে ॥ ৩৪

বিশুদ্ধজ্ঞানরূপোহপি ত্বং লোকানভিবক্ষ্যন ।

মায়য়া মজ্জাকারঃ স্মৃৎস্বঃখাদিমানিব ॥ ৩৫

ত্বং মায়য়া গৃহমানঃ সর্বেষাং হৃদি সংস্থিতঃ ।

স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবত্বং ব্যক্ত এবামলাত্মনাম্ ॥ ৩৬

উন্মীলয়ন্ সৃজন্তোত্তমেন্ত্রে রাম জগৎত্রয়ম্ ।

উপসংহ্রিয়তে সর্বং ত্বয়া চক্ষুনিমীলনাং ॥ ৩৭

যস্মিন্ সর্বমিদং ভাতি যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ।

যস্মান্ কিঞ্চিন্নোকেহস্মিন্ তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩৮

প্রকৃতিং পুরুষং কালং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্ ।

যং জানন্তি মুনিশ্রেষ্ঠঃস্তস্মৈ রামায় তে নমঃ ॥ ৩৯

( আরাধ্যানিধি ) । হে নারায়ণ । আপনি অখিলাধার—  
সকলেরই আধার ( আশ্রয় ) ও বিশ্বসাক্ষী অর্থাৎ সর্বান্তর্ধ্যামী  
বলিয়া জগতের সাক্ষী, অতএব আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৩৪

আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ হইয়াও যীর মায়াবলে মনুজাকার  
ধারণ করত লোকসকলকে বন্ধনা করিয়া ভাষাদিগের নিকট  
স্ব-দুঃখ ভোগকারী সাধারণ মানুষের ভার প্রতীর্ণমান  
হইতেছেন ॥ ৩৫

আপনি সকলের হৃদয়বাসী অন্তর্ধ্যামী এবং স্বয়ংপ্রকাশরূপ  
হইয়াও মায়াবলে গৃহ হইয়া রহিয়াছেন ; কিন্তু বাহ্যারী নির্মলাত্মা  
সেই সব ভক্তগণের নিকট আপনি ব্যক্ত হইয়া বিরাজ  
করেন ॥ ৩৬

হে রাম । আপনি নরনর উন্মীলিত কলিলেই জগৎত্রয়ের  
সৃষ্টি এবং নিমীলন করিলে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকেন  
অর্থাৎ জগৎত্রয়ের সৃষ্টি ও সংহার লীলা আপনার নেত্রপলকের  
ব্যাপার মাত্র ॥ ৩৭

যাহা হইতে এই চরাচর ( স্থাবর-জলময় ) জগৎ উৎপন্ন  
হইয়া বাহাতে এই সবকিছুই প্রকাশিত হইতেছে এবং এ জগতে  
যাহা হইতে অতিরিক্ত অস্ত কিছুই নাই ( অতএব 'সর্বং স্বাধনং  
ব্রহ্ম' ) আপনি সেই ব্রহ্মরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৮

মুনিশ্রেষ্ঠগণ যাহাকে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল, ব্যক্তরূপ—  
পঞ্চভূতময় জগদাদি ও অব্যক্তরূপ—ব্রহ্ম বলিয়া জানেন,  
আপনি সেই ঈরাম, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৯

বিকাররহিতং শুদ্ধং জ্ঞানরূপং শ্রুতির্জগৌ ।  
 যাং সর্বজগদাকারমুত্তিং চাপ্যাহ সা শ্রুতিঃ ॥ ৪০  
 বিরোধো দৃশ্যতে দেব বৈদিকো বেদবাদিনাম ।  
 নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি তৎপ্রসাদং বিনা বুধাঃ ॥ ৪১  
 মায়য়া ক্রীড়তো দেব ন বিরোধো মনাগপি ।  
 রশ্মিজালং রবের্ষদৃশ্যতে জলবদ ভ্রমাৎ ।  
 ভ্রান্তিজ্ঞানান্তথা রাম ভয়ি সর্বং প্রকল্পাতে ॥ ৪২  
 মনসোহবিষয়ো দেব রূপং তে নিগুণং পরম্ ।  
 কথং দৃশ্যং ভবেদেব দৃশ্যাভাবে ভজ্ঞেং কথম্ ॥ ৪৩  
 অভক্তবাবভারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি ।  
 ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্ ॥ ৪৪  
 কামক্রোধাদয়স্তত্র বহবঃ পরিপস্থিনঃ ॥ ৪৫

যে শ্রুতি (বেদ) আপনাকে নিবিকার শুদ্ধ জ্ঞানরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, সেই শ্রুতিই আবার আপনাকে দৃষ্টিগোচর সর্ব জগৎরূপ বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৪০

দেব । বেদবাদী ব্যক্তিগণের এই যে বৈদিক মতবাদ, ইহাতে এইভাবে বিরোধ দেখা যায় ; সেই কারণে পণ্ডিতগণ আপনার করুণা ব্যতীত এই উভয় পক্ষমধ্যে প্রকৃত ভক্তের নিশ্চয় করিতে পারেন না ॥ ৪১

দেব । এ বিষয়ে কিন্তু ঈষৎও বিরোধ নাই ; আপনি যখন মায়া অবলম্বন করিয়া লীলা করেন, তখন আপনি 'সাকার' পরন্তু আপনি নিরাকার অর্থাৎ নিরাকার হইয়াও আপনি লীলা করিবার মানসে মায়াবলে সাকার হন ; সুতরাং ইহাতে অজ্ঞও বিরোধ নাই । রাম । মল্লভূমিতে সূর্য্যের রশ্মিজাল যে রূপ জলের ভ্রম উৎপাদন করে অর্থাৎ মরোচিকার জলভ্রম হয়, সেইরূপ ভ্রমজ্ঞানবশতঃ আপনার মধ্যে সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪২

দেব । আপনার নিগুণ রূপ শ্রেষ্ঠ এবং মনের অগোচর । দেব । আপনার সেই মনের অগোচররূপ দৃষ্ট হইবে কিরূপে ? আর যদি দৃষ্ট-ই না হয়, তবে তাহার ভজনা কিভাবে হইবে ? ৪৩

অতএব এই ভূতলে আপনি যে সকল রূপে (মৎস্যাদিরূপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন, বুদ্ধিমান নিপুণব্যক্তিগণ সেই সমস্ত রূপ ভজনা করেন এবং এইভাবে এই ভবসাগর পার হইয়া যান ॥ ৪৪

কিন্তু এই আপনার ভজনে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বহু পরিপন্থী (ভজনবিয়কারী শত্রু) আছে । মার্জার (বিড়াল) যে রূপ নৃষিককে (ইহরকে) ভয় দেখায়, সেইরূপ সব শত্রু চিত্তকে (অন্তঃকরণকে) যোগশাস্ত্রে চারভাগে ভাগ করা হইয়াছে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার । মনের কার্য্য সঙ্কল্প-বিকল্প, বুদ্ধির কার্য্য

ভীষয়ন্তি তদা চেতো মার্জারা মুখকং যথা ।  
 ভ্রমাম অরতাং নিত্যং ভৃঙ্গপমপি মানসে ॥ ৪৬  
 ভৃংপুজানিরতানাং তে কথামুতপরাঅনাম ।  
 ভৃন্তক্কেসজিনাং রাম সংসারো গোপ্পদায়তে ॥ ৪৭  
 অতন্তে সগুণং রূপং ধ্যায়াহং সর্বদা হ্রদি ।  
 মুক্তশ্চরামি লোকেষু পুজ্যোহহং সর্বদৈবতৈঃ ॥ ৪৮  
 রাম ভয়া মহৎ কার্য্যং কৃতং দেবহিতেচ্ছয়া ।  
 কুন্তকর্ণবধেনাত্ত ভূভারোহহং গতঃ প্রভো ॥ ৪৯  
 শ্বেহনিমিত্তাতি সৌমিত্তিরিন্দ্রজিতরামাহবে ।  
 হনিম্যসেহং রামন্তং পরশো দশকন্ধরম্ ॥ ৫০  
 পশ্যামি সর্বং দেবেশ মিষ্টৈঃ সহ নভোগতঃ ।  
 শূন্যহৃদী মাং দেব গমিষ্যামি সুরালয়ম্ ॥ ৫১

—সে বিষয়ে স্থির করা, চিত্তের কার্য্য—বুদ্ধিধারা স্থিরীকৃত বিষয়ের আধার হওয়া এবং অহঙ্কারের কার্য্য—‘আমি করি’ ইত্যাকার জ্ঞান ) ভয় দেখায় অর্থাৎ ভজন করিবার আগ্রহকে নষ্ট করিয়া দেয় । রাম । কিন্তু বাঁহারা আপনার নাম স্মরণ করেন, নিত্য আপনার রূপ মনে মনে ধ্যান করেন, আপনার পূজায় নিরত থাকেন, আপনার লীলাকথায় পানে তৎপর থাকেন এবং আপনার ভক্তগণের সঙ্গ করেন, তাঁহারা এই সংসার-সাগরকে গোপ্পদের ভায় অ-সংসারে উত্তীর্ণ হইয়া যান অর্থাৎ এই সংসারসাগরও গোপ্পদতুল্য হইয়া যায় ॥ ৪৬-৪৭

অতএব আমি সর্বদা আপনার সগুণ রূপ হ্রদে ধ্যান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং সমস্ত দেবগণের পূজ্য হইয়া আমি এখন লোকসমূহে বিচরণ করিতেছি ॥ ৪৮

রাম । আপনি দেবগণের মঙ্গল কামনা করিয়া আজ এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন । হে প্রভো ! আপনি কুন্তকর্ণকে বধ করার আজ ভূভার অনেকাংশে অপসৃত হইল ॥ ৪৯

স্মৃতিভানন্দন লক্ষণ আগামীকাল যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকে বধ করিবে । রাম । ভায়গর আপনি আগামী পরশ্ব দিনে দশাননকে বধ করিবেন । (এইস্থলে ‘কস্য’ ও ‘পরশ্ব’ শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের যুদ্ধ আসন্ন ; এবং অগ্রে ইন্দ্রজিৎ ও পরে রাবণ নিহত হইবে । প্রকৃতপক্ষে তিনদিন যুদ্ধের পর ইন্দ্রজিৎ এবং আঠার দিন যুদ্ধের পর রাবণ নিহত হয় । এবিষয়ে বাল্মীকি এবং অগ্নিবৈশম্য ঋষ্য ) ॥ ৫০

দেবেশ্বর ! আমি সিদ্ধগণের সহিত অভ্যন্তরীণে অবস্থান করত আপনার লীলাকর্ম সমস্তই দর্শন করিতেছি । জ্যোতির্ময় ভগবন্ ! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অনুমতি করুন, আমি এখন দেবলোকে গমন করিব ॥ ৫১

ইত্যুক্ত। রামমামন্ত্য নারদো ভগবানুযিঃ ।  
 যযৌ দেবৈঃ পূজ্যমানো ব্রহ্মলোকমকল্মষম ॥ ৫২  
 ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা কুন্তকর্ণং মহাবলম্ ।  
 রাবণঃ শোকসন্তপ্তো রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ৫৩  
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমাবুখ্যায় বিললাপ হ ।  
 পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা পিতরং চাতিবিস্ময়ম্ ॥ ৫৪  
 ইত্বজ্জিৎ প্রাহ শোকাক্তং ভ্যজ শোকং মহামতে ।  
 ময়ি জীবতি রাজেন্দ্র মেঘনাদে মহাবলে ॥ ৫৫  
 হৃৎস্থাবসরঃ কুত্র দেবাস্তক মহামতে ।  
 ব্যোভূ তে হৃৎস্থমখিলং স্বস্থো ভব মহীপতে ॥ ৫৬  
 সর্বং সমীকরিত্বামি হনিত্বামি চ বৈ রিপুন্ ।  
 গতা নিকুন্তিলাং সত্তত্তপরিয়াত্বা হতাশনম্ ॥ ৫৭  
 লক্শ্ম, রথাদিকং তস্মাদজ্যেয়োহহং ভবাম্যরেঃ ।  
 ইত্যুক্ত, ত্বরিতং গতা নিদ্রিষ্টং হবনস্থলম্ ॥ ৫৮  
 রক্তমালাস্বরধরো রক্তগন্ধাভূষণনঃ ।

এই কথা বলিয়া ঋষিপ্রবর ভগবান্ নারদ রামের নিকট হইতে গমনের অনুমতি গ্রহণ করত দেবগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । ৫২

এদিকে রাবণ অনার্সাসে মহৎ কর্মকারী রামের দ্বারা মহাবল ভ্রাতা কুন্তকর্ণ নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল এবং মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল । ক্রিয়াকাল পরে উখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল । পিতৃব্য কুন্তকর্ণের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া ও পিতা রাবণকে অভ্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ইত্বজ্জিৎ শোকাক্ত পিতাকে বলিল—মহামতে ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন । মহামতি দেবাস্তক রাজেন্দ্র ! মহাবল মেঘনাদ আমি জীবিত থাকিতে আপনার হৃৎস্থের অবসর কোথায় ? ভূপতে ! আপনার সমস্ত হৃৎস্থের অবসান হউক এবং আপনি এখন রহু হউন । ৫৩-৫৬

আমি সব কিছু সমীকরণ করিব অর্থাৎ আজ আপনি যেসকল আত্মহত্যাভাজিত শোকে ব্যাকুল হইয়াছেন, সেইরূপ আমি লক্ষ্মণকে বধ করিয়া আপনার প্রধান শত্রু রামকেও আত্মবধ-জনিত শোকে অভিভূত করিব এবং সমস্ত শত্রুদিককে বধ করিব । আমি এখন নিকুন্তিলা বজাগারে গমন করত অগ্নিদেবের তৃপ্তিসাধন পূর্বক ভাহার নিকট হইতে সাংগ্ৰামিক রথাদি লাভ করিয়া যুদ্ধ করিব, তাহা হইলেই আমি শত্রুর নিকট যুদ্ধে 'অজের' হইয়া থাকিব, এই কথা বলিয়া মেঘনাদ দ্বারা সহকারে

নিকুন্তিলাস্থলে মৌনী হবনাযোগচক্রমে ।  
 বিভীষণোহথ তচ্ছ্রুত্বা মেঘনাদস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৫৯  
 প্রাহ রামায় সকলং হোমারম্ভং দ্বরাশুনঃ ।  
 সমাপ্যতে চেক্ষোমোহয়ং মেঘনাদস্ত হৃদ্মতেঃ ।  
 তদাজ্যেয়ো ভবেদ্ রাম মেঘনাদঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৬০  
 অতঃ শীঘ্রং লক্ষ্মণেন দ্বাতয়িত্বামি রাবণিম্ ।  
 আশ্রাপয় ময়া সার্কং লক্ষ্মণং বলিনাং বরম্ ।  
 হনিত্বাতি ন মন্দেহো মেঘনাদং তবানুজঃ ॥ ৬১

শ্রীরামচন্দ্র উবাচ ।

অহমেব গমিত্বামি হস্তমিস্ত্রিজিতং রিপুম্ ।  
 আগ্নেয়েন মহাত্মেন সর্বরাক্ষসঘাতিনা ॥ ৬২  
 বিভীষণোহপি তং প্রাহ নাসাবশ্যৈনিহত্বতে ।  
 যন্ত দ্বাদশবর্ষানি নিদ্রাহারবিবজ্জিতঃ ॥ ৬৩  
 তেনৈব যুতানিদ্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্ত দ্বরাশুনঃ ।  
 লক্ষ্মণস্ত অযোধ্যায়া নির্গম্যায়ানুয়া সহ ॥ ৬৪

নিদ্রিষ্ট হবনস্থলে গমন করত রক্তবর্ণ বস্ত্র ও মালা ধারণ করিয়া এবং রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্বক ইত্বজ্জিৎ নিকুন্তিলাস্থলে হোম করিবার অস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল । এদিকে বিভীষণ মেঘনাদের এই উদ্দেশ্যের সংবাদ চরমুখে শ্রবণ করিয়া রামকে দ্বরাশ্রা ইত্বজ্জিৎয়ের হোমারম্ভের সকল বৃত্তান্ত বলিলেন । বিভীষণ আরও বলিলেন,—রাম হৃদমতি মেঘনাদের এই হোম যদি সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই মেঘনাদ সুরাসুর সকলেরই 'অজের' হইয়া উঠিবে । ৫৭-৬০

অতএব আমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে দিয়া রাবণপুত্র মেঘনাদকে বধ করাইব । আপনি বলবান্ বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে আমার সহিত গমন করিতে আজ্ঞা করুন, আপনার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৬১

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—আমিই সর্ব রাক্ষসঘাতি আগ্নেয়নামক মহাত্মের দ্বারা শত্রু ইত্বজ্জিৎকে বধ করিবার অস্ত্র গমন করিব । ৬২  
 তখন বিভীষণও সেই শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—প্রভো ! এই ইত্বজ্জিৎ অস্ত্র কাহারও দ্বারা নিধনযোগ্য নহে । যে ব্যক্তি বার বৎসর বাবং আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, সেই ব্যক্তির দ্বারা এই দ্বরাশ্রা ইত্বজ্জিৎয়ের যুত্বার বিধান ঘনং বিধাতা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । এই লক্ষ্মণ আপনার সহিত অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন । ৬৩-৬৪

ভদাদি নিজ্জাহারাদীন্ন জানাতি রঘুন্তমঃ ।

সেবার্থং তব রাজেন্দ্র জাতং সর্ব্বমিদং ময়া ॥ ৬৫

ভদাভ্যাপয় দেবেশ লক্ষণং ত্বরয়া ময়া ।

হনিত্যতি ন সন্দেহঃ শ্রেয়ঃ সাক্ষাৎকরাধরঃ ॥ ৬৬

সেই সময় হইতেই এই রঘুবর লক্ষণ আপনার সেবার জন্ত নিজ্জা ও আহারাদি কিছুই জানে না অর্থাৎ আপনার সেবার আশ্রয়নিরোগ করার এই লক্ষণের আহার ও নিজ্জার প্রয়োজনই হয় নি (অথবা নিজ্জা ও আহারের সুযোগ হয় নি); সেইজন্য এই লক্ষণ জিতনিদ্র ও নিরাহার দুর্লভ ভাগবতোত্তম । রাজেন্দ্র । আমি এই সবই অবগত আছি ॥ ৬৫

দেবেশ রাম । সেই হেতু আপনি আমার সহিত লক্ষণকে শ্রীমদাশ্বিনী বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অশ্বাশ্বারামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে

তমেব সাক্ষাৎকৃতামধীশো

নারায়ণো লক্ষণ এব শ্রেয়ঃ ।

যুবাং ধরাভারনিবারণার্থং

জাতৌ জগন্নাটকসূত্রধারৌ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমদাশ্বাশ্বারামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮

সত্তর গমন করিতে আদেশ করুন । এই লক্ষণ সাক্ষাৎ ধরণীর অনন্ত, সূত্ররূপে সে অবস্থাই ইন্দ্রজিতকে বধ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬৬

আপনি সাক্ষাৎ ত্রিজগতের অধীশ্বর নারায়ণ এবং এই লক্ষণ অনন্ত । আপনারা উভয়েই এই অগদরূপ নাটকের সূত্রধার, এই ধরণীর ভারলাঘবের জন্তই আপনারা অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৬৭

উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

### নবমোহধ্যায়ঃ ।

[ বিভীষণ-হনুমদদদ-জাম্ববদাদিভির্বানরবাহিনীভিঃ সহ লক্ষণশ্চ নিকুন্ডিলা-যজ্ঞাগারসমীপে গমনম্, তত্র রাক্ষস-সৈন্যৈঃ সহ বানরসৈন্যবাহিনীনাং তুমূলং যুদ্ধম্, যজ্ঞং ত্যক্ত্বা মেদনাদশ্চ যুদ্ধে আগমনম্, লক্ষণেনৈন্দ্রজিতো বধশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাত্রবীং ।

জানামি তস্মৈ রৌদ্রশ্চ মায়াং কৃৎস্নাং বিভীষণ ॥ ১

স হি ব্রহ্মান্নবিচ্ছুরো মায়াবী চ মহাবলঃ ।

জানামি লক্ষণস্তাপি স্বরূপং মম সেবনম্ ॥ ২

জ্ঞানৈবাসমহং তুষ্ণীং ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবাং ।

ইত্যুক্ত্বা লক্ষণং প্রাহ রামো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥ ৩

### নবম অধ্যায় ।

[ বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ ও জাম্ববাদি বানরবাহিনীর সহিত লক্ষণের নিকুন্ডিলা যজ্ঞাগারসমীপে গমন, তথায় রাক্ষস-সৈন্যগণের সহিত বানর-সৈন্যবাহিনীর তুমূল যুদ্ধ, ইন্দ্রজিতের বজ্র পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে আগমন এবং লক্ষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । শ্রীরাম বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—বিভীষণ । আমি অভিন্নরূপের রাক্ষস ইন্দ্রজিতের সকল মায়া জানি ॥ ১

এই ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মান্নবিৎ, দৌর্য্যপালী বীর, মহাবল ও মায়াবী । আর লক্ষণের স্বার্থ স্বরূপ এবং আমার সেবারূপ ধর্ম্মপালনের বিষয়ও আমি জানি ॥ ২

আমার সেবা করিতে যাইয়া লক্ষণ আহার ও নিজ্জা ত্যাগ

গচ্ছ লক্ষণ সৈন্যেন মহতা জহি রাবণিম্ ।

হনুমৎপ্রমুখৈঃ সর্বৈষুর্থপৈঃ সহ লক্ষণ ॥ ৪

জাম্ববানুক্ষরাজোহয়ং সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ ।

বিভীষণশ্চ সচিবৈঃ সহ ভ্রামতিযাত্ততি ॥ ৫

অভিজ্ঞস্তশ্চ দেশশ্চ জানতি বিবরাণি সঃ ।

রামশ্চ বচনং শ্রুত্বা লক্ষণঃ সবিভীষণঃ ॥ ৬

করিয়াছে, ইহা জানিয়াও ভবিষ্যৎ কার্য্যের অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ বধ-রূপ কার্য্যের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি সেই সময় হইতেই নীরব হইয়া আছি । এই কথা বলিয়া জানিগণশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষণকে বলিলেন ॥ ৩

লক্ষণ । তুমি বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত গমন কর এবং রাবণপুত্র যেমনাদকে বধ কর । লক্ষণ । হনুমান্ প্রভৃতি সমস্ত বানর-যুদ্ধপতিগণের সহিত সৈন্যপরিবৃত্ত এই ষড়রাক্ষস জাম্ববান্ এবং বীর মন্ত্রিগণের সহিত বিভীষণ ভোমার অনুগমন করিবে ॥ ৪-৫

কারণ, এই বিভীষণ সেই দেশের ( হানের ) বিবরে অভিজ্ঞ এবং লক্ষণের সমস্ত হিঙ্গ জানে । রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী লক্ষণ বিভীষণকে সঙ্গে লইয়া



জগ্ৰাহ কার্ম্মকং শ্রেষ্ঠমশ্রুতীমপরাক্রমঃ ।  
 রামপাদামুজং স্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরবীং ॥ ৭  
 অত্র মংকার্ম্মকামুক্তাঃ শরা নিভিত্ত রাবণিম্ ।  
 গমিস্তান্তি হি পাতালাং স্নাতুং ভোগবতীজলে ॥ ৮  
 এবমুক্তা স সৌমিত্রিঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।  
 ইন্দ্রজিৎমিথনাকাক্ষী যযৌ হরিভবিক্রমঃ ॥ ৯  
 বানরৈর্বহসাহসৈর্হনুমান্ পৃষ্ঠতোহঘ্রয়াং ।  
 বিভীষণস্ত সহিতো মস্ত্রিভিঃসুহৃতিভ্যং যযৌ ।  
 জাম্ববৎপ্রমুখা ঋক্ষাঃ সৌমিত্রিং হরয়াবধুঃ ॥ ১০  
 গতা নিকুন্ডিলাদেশং লক্ষ্মণো বানরৈঃ সহ ॥ ১১  
 অপশ্যদ্ বলসজ্জাতং দূরাদ্রাক্ষসসঙ্কুলম্ ।  
 ধমুর্জানম্য সৌমিত্রির্ভতোহভূদুরিবিক্রমঃ ॥ ১২  
 অঙ্গদেন চ বীরেণ জাম্ববান্ রাক্ষসাবিধিঃ ।  
 তদা বিভীষণ প্রাহ সৌমিত্রিং পশ্য রাক্ষসান্ ॥ ১৩

অত্র এক শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করিলেন । তারপর সূমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ  
 ঐরামের ঐপাদপদ্ম স্পর্শ করত হৃষ্টচিত্তে বলিলেন ॥ ৬-৭

আজ আগার এই ধনুনিষ্কণ্ড বাণসমূহ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে  
 ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া ভোগবতীর পবিত্র জলে স্নান করিবার  
 জন্য পাতালে নিষ্করই গমন করিবে ॥ ৮

এই কথা বলিয়া সূমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ঐরামকে প্রদক্ষিণ  
 পূর্বক প্রণাম করত ইন্দ্রজিৎকে নিধন কামনা করিয়া দ্রুত  
 গতিতে পদক্ষেপ করিতে করিতে গমন করিলেন ॥ ৯

এই সময় বহু সহস্র বানরসৈন্তবাহিনীর সহিত হনুমান্  
 তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন । বিভীষণও  
 মস্ত্রিগণের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া গমন করিলেন এবং জাম্ববান্  
 প্রভৃতি ঋক্ষগণও তখন সূমিত্রাকুমারের অনুগমন করিতে  
 লাগিলেন ॥ ১০

বানরগণের সহিত লক্ষ্মণ নিকুন্ডিলা দেশে (যজ্ঞাগারের  
 সন্নিকটে) গমন করত দূর হইতে রাক্ষসপরিপূর্ণ বিশাল  
 সৈন্তবাহিনী দর্শন করিলেন । তখন প্রভূত পরাক্রমশালী  
 সূমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ ধনু আনত করিয়া ৩৭ সংযোজন পূর্বক  
 বৃদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন । বীর অঙ্গদের সহিত  
 জাম্ববান্ও বৃদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন । সেই সময় রাক্ষসরাজ  
 বিভীষণ সূমিত্রাকুমারকে বলিলেন,—আপনি এই রাক্ষস-  
 সৈন্তগণের দিকে অবলোকন করুন । এই যে মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ

যদেতদ্দ্রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে ।  
 অস্থানীকস্ত মহতো ভেদনে যত্ববান্ ভব ॥ ১৪  
 রাক্ষসেন্দ্রশ্রুতোহপ্যশ্মিন্ ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি ।  
 অভিজবাস্ত যাবদ্ বৈ নৈতৎ কৰ্ম্ম সমাপ্যতে ॥ ১৫  
 জহি বীর হুরাক্সানং হিংসাপরমধাশ্মিকম্ ।  
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ ॥ ১৬  
 ববর্ষ শরবর্ষাপি রাক্ষসেন্দ্রশ্রুতং প্রভি ।  
 পাষাণৈঃ পর্বতাত্ৰৈশ্চ বৃক্ষৈশ্চ হরিবৃষণাঃ ॥ ১৭  
 নির্জম্বুঃ সর্বতো দৈত্যান্ তেহপি বানরযুগপান্ ।  
 পরশ্বধৈঃ সিতৈর্বাণৈরসিভির্ঘটিতোমরৈঃ ॥ ১৮  
 নির্জম্বুর্বানরানীকং তদা শব্দো মহানভূৎ ।  
 স সম্প্রহারস্তমূলঃ সঞ্জজে হরি-রক্ষসাম্ ॥ ১৯  
 ইন্দ্রজিৎ স্ববলং সর্বং মর্দ্যমানং বিলোক্য সঃ ।  
 নিকুন্ডিলাঞ্চ হোমঞ্চ ত্যক্ত্বা শীঘ্রং বিনির্গতঃ ॥ ২০

রাক্ষসসৈন্তবাহিনী দেখা বাইতেছে, প্রথমে এই বিশাল সৈন্ত-  
 বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করিতে যত্ন করুন ॥ ১১-১৪

কারণ, এই সৈন্তদিগের ব্যূহ ভেদ করিয়া বাইতে পারিলেই  
 রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাওয়া যাইবে ।  
 অতএব যে পর্য্যন্ত না ইন্দ্রজিৎকে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, তাহার  
 পূর্বেই আপনি সত্বর এই সৈন্তবাহিনীর উপর আক্রমণ  
 করুন ॥ ১৫

হে বীর লক্ষ্মণ । আপনি হিংসাপরায়ণ ও অধাশ্মিক  
 হুরাক্সা মেঘনাদকে বধ করুন । বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 শুভলক্ষণ যুক্ত লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্রের দিকে বাণ-  
 সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । অতর্কিতকালে বানরযুগপতিগণ  
 প্রস্তর, পর্বতশিখর ও বৃক্ষসমূহের দ্বারা চারিদিকে রাক্ষস-  
 দিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং সেই রাক্ষসগণও বানর-  
 যুগপতিদিগকে এবং বানরসৈন্তবাহিনীকে পরশ্বধ (কুঠার),  
 ভীক্ষ বাণ, অসি, বষ্টি ও ভোমরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে  
 লাগিল । তখন সেইস্থলে অস্ত্রাঘাতের ও বৃদ্ধের কলরবের  
 প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল । এইভাবে সেই সময় বানর ও  
 রাক্ষসগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৬-১৯

তারপর সেই ইন্দ্রজিৎ নিজের সৈন্তদিগকে শত্রুবাহিনীর দ্বারা  
 পরহাসিত হইয়া বাইতে দেখিয়া নিকুন্ডিলা যজ্ঞশালা ও হোম  
 ত্যাগ করত সত্বর নির্গত হইল ॥ ২০



রথমারুহ সধনুঃ ক্রোধেন মহভাগমং ।  
 সমাহ্রয়িষ্য। সৌমিত্রিং যুধ্যায় রণমূৰ্ছনি ॥ ২১  
 সৌমিত্রে মেঘনাদোহহং ময়া জীবন্ন মোক্ষ্যসে ।  
 তত্র দৃষ্টা পিতৃব্যং স প্রাহ নিষ্ঠুরভাষণম্ ॥ ২২  
 ইহৈব জাতঃ সংযুক্তঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতাপিতৃমম ।  
 যযুং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যভ্যমাগতঃ ॥ ২৩  
 কথং ক্রুহসি পুত্রায় পাপীয়ানসি কুস্মতিঃ ॥ ২৪  
 ইত্যুক্ত্বা লক্ষণং দৃষ্ট্বা হনুমৎপৃষ্ঠতঃ স্থিতম্ ।  
 উত্তদায়ুধনিব্রিংশে রথে মহতি সংস্থিতঃ ।  
 মহাপ্রমাণমুত্তম্য বোরং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ ॥ ২৫  
 অস্ত্রং বো নামকা বাণাঃ প্রাণান্ পাতন্তি বানরাঃ ।  
 ততঃ শরং দাশরথিঃ সঙ্ক্রায়ামিত্রকর্ষণঃ ॥ ২৬  
 সসজ্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব স্বসন্  
 ইন্দ্রজিত্রকুনয়নো লক্ষণং সমুদৈক্ষত ॥ ২৭

ভদ্রনন্দর মেঘনাদ রথে আরোহণ করত ধনু গ্রহণ পূর্বক  
 যুদ্ধের জন্য লক্ষণকে আহ্বান করিয়া রণক্ষেত্রে অভিশর ক্রোধের  
 সহিত গমন করিল এবং বলিল,—সৌমিত্রে! আমি  
 মেঘনাদ, তুমি জীবিত থাকিতে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব  
 না (অথবা তুমি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি  
 পাইবে না।) তথায় পিতৃব্য বিভীষণকে দেখিয়া এই নিষ্ঠুর  
 বাক্যে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বলিল ॥ ২১-২২

তুমি এই স্থানেই (লঙ্কায়) অনিরাহ, বিশেষভাবে বঞ্চিত  
 হইয়াছ এবং তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ অর্থাৎ সহোদর ভ্রাতা ;  
 তথাপি তুমি এখন স্বজন পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর দাসত্ব  
 করিতেছ ॥ ২৩

কেবল ইহাই নহে, আমি তোমার পুত্রত্ব, সেই আমার  
 উপরও তুমি স্রোহাচরণ করিতেছ; দুৰ্ব্বিতেহি—তোমার বুদ্ধি  
 বিকৃত হইয়াছে, তুমি এখন এক পাণিষ্ঠ ব্যক্তি ॥ ২৪

এই কথা বলিয়া মেঘনাদ লক্ষণকে হনুমানের পৃষ্ঠে অবস্থিত  
 দর্শন করত অস্ত্র ও কৃপাণ প্রভৃতি নানা শস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ  
 বিশাল রথে আরুঢ় হইয়া মহাপ্রমাণ (অতি বিশালাকার)  
 ভরদ্বার ধনু বিস্ফারিত করিতে করিতে বলিল,—রে বানরগণ!  
 অন্য আমার এই বাণসকল তোমাদের প্রাণ পান করিবে।  
 ভদ্রনন্দর শক্রনাশন দশরথ-পুত্র লক্ষণ ক্রুদ্ধ সর্পের ভায় নিরাস  
 ভ্যাগ করিতে করিতে বাণসহান পূর্বক রাক্ষসজ্যেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ

শক্রাশনিসম্পর্শৈর্লক্ষণেনাহতঃ শরৈঃ ।  
 যুহুৰ্ত্তমভবযুতঃ পুনঃ প্রত্যাজ্ঞতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৮  
 দদর্শাবস্থিতং বীরং বীরো দশরথাস্বজম্ ।  
 সোহভিচক্রাম সৌমিত্রিং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৯  
 শরান্ ধনুষি সঙ্ক্রায় লক্ষণং দেদমত্রবীৎ ।  
 যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মে পরাক্রমঃ ॥ ৩০  
 অস্ত্রং হাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ ।  
 ইত্যুক্ত্বা সপ্তভির্বাণৈরভিবিব্যাধ লক্ষণম্ ॥ ৩১  
 দশভিষ্চ হনুমন্তং ভীক্ষুধারৈঃ শরোত্তমৈঃ ।  
 ততঃ শরশতেনৈব সম্প্রযুক্তেন বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩২  
 ক্রোধবিগুণসংরক্তো নিব্বিভেদ বিভীষণম্ ।  
 লক্ষণোহপি তথা শত্রুং শরবর্ষৈরবাকিরং ॥ ৩৩  
 ততঃ বাণৈঃ স্রুসংবিদ্ধং কবচং কাঞ্চনপ্রভম্ ।  
 ব্যালীর্ঘ্যত রথোপস্থে ভিলশঃ পতিতং ভূবি ॥ ৩৪

উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে চক্ষু রক্ত-  
 বর্ণ করত লক্ষণের দিকে তাকাইয়া রহিল ॥ ২৫-২৭

লক্ষণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ইন্দ্রের বজ্রের ভায় কঠোর স্পর্শ বাণ-  
 সমূহের আঘাতে আহত হইয়া যুহুৰ্ত্তকাল অচেতন হইয়া পড়িল,  
 ভদ্রনন্দর পুনরায় চৈতন্যলাভ করত বীর মেঘনাদ সম্মুখে দশরথ-  
 পুত্র বীর লক্ষণকে অবস্থান করিতে দেখিল। ইহাতে ক্রোধে  
 তাহার চক্ষু অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সে সৌমিত্রানন্দন  
 লক্ষণের দিকে ষাণ্ডিত হইল ॥ ২৮-২৯

ধনুতে বাণসকল সংযোজিত করিয়া মেঘনাদ লক্ষণকে এই  
 কথা বলিল,—“যদি তুমি প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখিয়া  
 থাক, তাহা হইলে আজ তোমাকে আমি সেই পরাক্রম দেখাইব;  
 তুমি এখন আমার সম্মুখে অবস্থান কর” এই কথা বলিয়া ইন্দ্রজিৎ  
 সাতটি বাণে লক্ষণকে বিদ্ধ করিল ॥ ৩০-৩১

ভীক্ষুধার উত্তম দশটি বাণে হনুমানকে বিদ্ধ করিল এবং  
 তারপর শক্তিশালী ইন্দ্রজিৎ সাধারণ ক্রোধ হইতে বিগুণ ক্রুদ্ধ  
 হইয়া একশত বাণ নিক্ষেপ করিয়া বিভীষণকে বিশেষভাবে  
 বিদ্ধ করিল। তখন লক্ষণও বাণসকল বর্ষণ করিয়া শত্রু  
 মেঘনাদকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৩২-৩৩

লক্ষণের সেই সব বাণে ইন্দ্রজিৎের রণবর্ণ কবচ অভিশর  
 বিদ্ধ হইয়া খণ্ডিত হইল এবং রথের উপর ভিল ভিল ভাবে  
 পতিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৪

ততঃ শরসহশ্রেন সংক্রুদ্ধো রাবণাশ্রজঃ ।  
 বিভেদ সমরে বীরং লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমম্ ॥ ৩৫  
 ব্যাধীৰ্য্যতাপতদ্ভিবাং কবচং লক্ষ্মণশ্চ ৮ ।  
 কৃতপ্রতিকৃতাত্মোহশ্রং বভূবতুরভিক্রতো ॥ ৩৬  
 অভীক্ষং নিশ্বসন্তৌ তৌ বুধ্যতাং তুম্ভলং পুনঃ ।  
 শরসংবৃত্তসর্বাদৌ সর্বভৌ রুধিরোক্শিতৌ ॥ ৩৭  
 সুদীর্ঘকালং তৌ বীরাবশ্রোশ্রং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।  
 অমুধ্যতাং মহাসম্বো জয়াজয়বিবল্লিতৌ ॥ ৩৮  
 এতস্মিন্নস্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ।  
 রাবণেঃ সারথিং সাশ্বং রথঞ্চ সমচূর্ণয়ৎ ॥ ৩৯  
 চিচ্ছেদ কার্ম্মকং তশ্চ দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ।  
 সোহশ্রুতু কার্ম্মকং তত্রং মজ্জাঞ্চক্রে ভরাধিতঃ ॥ ৪০  
 তচ্চাপমপি চিচ্ছেদ লক্ষ্মণস্তিভিরাশ্রুতৈঃ ।  
 তমেব চ্ছিন্নধন্বানং বিব্যাধানেকসার্যকৈঃ ॥ ৪১

তদনন্তর রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বীর লক্ষ্মণকে যুদ্ধে সহস্র বাণের দ্বারা বিশেষভাবে বিদ্ধ করিল ॥ ৩৫

ইহাতে লক্ষ্মণের দিব্য কবচ খণ্ডিত ও পতিত হইল। এইভাবে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পরের কার্য্যের প্রতীকার করিতে করিতে পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৬

যন যন নিশ্বাস ভ্যাগ করিতে করিতে তাঁহারা পুনরায় পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে উভয়ের সর্বজ্ঞ বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া বাইল এবং সর্বজ্ঞ রক্তাধ্বত হইয়া উঠিল ॥ ৩৭

এইভাবে সেই দুই মহাপরাক্রমশালী বীর জয়-পরাজয়ের কথা ভ্যাগ করিয়া ভীক্ষ বাণসমূহের দ্বারা অতি দীর্ঘকাল বাবৎ পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

এই সময়ের মধ্যে বীর লক্ষ্মণ পাঁচটি বাণে রাবণ-পুত্র মেঘনাদের সারথিকে এবং অশ্বগণসহ রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৩৯

লক্ষ্মণ নিজের হস্তনৈপুণ্য দেখাইয়া সত্তর মেঘনাদের ধনুত ছেদন করিলেন। ইহাতে মেঘনাদ সত্তর অস্ত্র একটি উত্তম ধনু গ্রহণ করত উহাতে তপারোপণ করিল ॥ ৪০

এই ধনুটিকেও লক্ষ্মণ শীঘ্রগামী তিনটি বাণে ছেদন করিলেন এবং ছিন্নধনু সেই মেঘনাদকেও বহু বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪১

পুনরশ্রং সমাদায় কার্ম্মকং ভীমবিক্রমঃ ।  
 ইন্দ্রজিৎলক্ষ্মণং বাণৈঃ শতৈরাতিভ্যসন্নিতৈঃ ॥ ৪২  
 বিভেদ বানরান্ সর্বান বাণৈরাপূরয়ন্ দিশঃ ।  
 ততঃ শ্রীশ্রং সমাদায় লক্ষ্মণো রাবণিং প্রাতি ॥ ৪৩  
 সঙ্কায়াকৃশ্চ কর্ণান্তং কার্ম্মকং দৃঢ়নিষ্ঠুরম্ ।  
 উবাচ লক্ষ্মণো বীরঃ স্মরন্ রামপদাস্মৃজম্ ॥ ৪৪  
 ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্কশ্চ রামো দাশরথির্ষদি ।  
 ত্রিলোক্যামপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদেনং জহি রাবণিঃ ॥ ৪৫  
 ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণাদ বিকৃশ্চ তদজিগ্ৰগম্ ।  
 লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সমর্জ্জেন্দ্রজিতং প্রাতি ॥ ৪৬  
 স শরঃ শশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জলিতকুণ্ডলম্ ।  
 প্রমথোজ্জিতঃ কায়ান্ পাভয়ানাস ভূতলে ॥ ৪৭  
 ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ কীৰ্ত্তয়ন্তৌ রঘুত্তমম্ ।  
 ববুযুঃ পুষ্পবর্ষাণি স্তবস্তশ্চ মুহূর্ম্মহুঃ ॥ ৪৮

এই সময় ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ইন্দ্রজিৎ পুনরায় অস্ত্র একটি ধনু গ্রহণ করত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ভীক্ষ বাণসমূহে লক্ষ্মণকে এবং সমস্ত বানরগণকে বিদ্ধ করিল। তখন ইন্দ্রজিৎের বাণ-সমূহে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া বাইল। তদনন্তর লক্ষ্মণ 'ঐশ্র' বাণ গ্রহণ করত রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া ধনুতে বোজনা পূর্ব্বক সেই সময় বীর লক্ষ্মণ অভিশর দৃঢ় ও নিষ্ঠুর ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত শ্রীরামপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৪২-৪৩

হে ঐশ্র বাণ! যদি দশরথনন্দন রাম সত্যপ্রভিঙ্গ, ধর্ম্মাত্মা ও ত্রিলোকমধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর হন, তাহা হইলে তুমি রাবণপুত্র এই ইন্দ্রজিৎকে বধ কর ॥ ৪৫

বীরবর লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ্য করিয়া সেই অজিগ্ৰগ অর্থাৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬

তখন সেই লক্ষ্মণনিকিপ্ত বাণ ইন্দ্রজিৎের শিরস্ত্রাণপরি-শোভিত ও উজ্জ্বল কুণ্ডলযুক্ত পরম সুন্দর মস্তকটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেহ হইতে ভূতলে পাতিত করিল ॥ ৪৭

তদনন্তর দেবগণ সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রঘুবর লক্ষ্মণের প্রশংসা করিতে করিতে এবং স্তব করিতে করিতে তাঁহার উপর পুনঃ পুনঃ পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

জহর্য শক্রো ভগবান্ সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ ।  
 আকাশেহপি চ দেবানাং শুক্রবে হৃদুভিষ্মনঃ ॥ ৪৯  
 বিমলং গগনং চাসীং স্থিরাভূদ্ বিশ্বধারিণী ।  
 নিহতং রাবণিং দৃষ্ট্বা জয়জয়সমধিতঃ ॥ ৫০  
 গভ্রমঃ স সৌমিত্রিঃ শম্ভুমা পুরয়ত্রেণে ।  
 সিংহনাদং ততঃ কৃৎস্না জ্যাশ্রমকরোদ্বিভুঃ ॥ ৫১  
 তেন নাদেন সংস্রষ্টা বানরাশ্চ গভ্রমাঃ ।  
 বানরেজৈশ্চ সহিতস্তবস্তিস্রষ্টমানসৈঃ ॥ ৫২  
 লক্ষ্মণঃ পরিতুষ্টাত্মা দদর্শাত্যেত্য রাঘবম্ ।  
 হনুমদ্রাক্ষসাত্মাঞ্চ সহিতো বিনয়াদ্বিতঃ ॥ ৫৩  
 ববল্লে ভ্রাতরং রামং জ্যেষ্ঠং নারায়ণং বিভূম্ ।  
 ত্বংপ্রসাদাজবুশ্চেষ্টে হতো রাবণিরাহবে ॥ ৫৪  
 শ্রদ্ধা ভল্লক্ষ্মণাস্ত্যক্ত্যা তমালিক্য রঘুন্তমঃ ।  
 মুখ্যবজ্রায় মুদিতঃ সন্তোষমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৫

তখন ভগবান্ ইন্দ্র দেবতা ও মহর্ষিগণের সহিত হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আকাশেও দেবগণের হৃদুভিষ্মনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৪৯

রাবণপুত্র মেঘনাদকে নিহত দেখিয়া আকাশ নির্মল হইল, পৃথিবী সুস্থিরা হইলেন এবং চারিদিকে কেবল লোকে জয় জয়কার করিতে লাগিল ॥ ৫০

এদিকে লক্ষ্মণও (এই সব শুভলক্ষণসমূহ দেখিয়া) যুদ্ধশ্রম অপগত হওয়ার সেই রণক্ষেত্রে সানন্দে শম্ভুধরনি করিলেন। তদনন্তর প্রভু লক্ষ্মণ সিংহনাদ করিয়া জ্যা-শব্দ অর্থাৎ ধনুর্ফাটার করিলেন ॥ ৫১

লক্ষ্মণের সেই জ্যা-শব্দে বানরগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং ভাঁহাদের যুদ্ধশ্রমও অপসৃত হইল। তখন হৃষ্টচিত্ত ও শুভকারী বানরেজগণের সহিত লক্ষ্মণ অভিশর আনন্দিতমনে ঐরামের নিকট গমন করত ভাঁহাকে দর্শন করিলেন। তারপর হনুমান্ ও বিভীষণের সহিত লক্ষ্মণ বিনয় সহকারে সর্বব্যাপী নারায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন,— রঘুশ্রেষ্ঠ রাম! আপনার করুণায় রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ৫২-৫৪

লক্ষ্মণের নিকট হইতে ইন্দ্রজিৎের নিধনবার্তা অবগত করিয়া রঘুন্তম রাম অনুরাগসহকারে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করত আনন্দিত হইয়া ভাঁহার মস্তক আশ্রয় করিয়া সন্তোষে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৫

সাধু লক্ষ্মণ তুষ্টোহস্মি কস্ম্য তে হৃদরং কৃতম্ ।  
 মেঘনাদস্ত নিধনে জিতং সর্বমরিন্দম ॥ ৫৬  
 অহোরাত্রৈজিভির্বীরঃ কথঞ্চিদ্বিনিপাতিতঃ ।  
 নিঃসপত্নঃ কৃতোহস্ম্যন্ত নির্যাত্ত্বিতি হি রাবণঃ ॥ ৫৭  
 পুত্রশোকান্ময়া যোক্ষুং তং হনিষ্যামি রাবণম্ ।  
 মেঘনাদং হতং শ্রদ্ধা লক্ষ্মণেন মহাবলম্ ॥ ৫৮  
 রাবণঃ পতিতো ভূমৌ মুচ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ ।  
 বিললাপাতিদীনাত্মা পুত্রশোকেন রাবণঃ ॥ ৫৯  
 পুত্রস্ত গুণকর্ম্মাণি সংশ্রবন্ পর্যাদেবয়ৎ ।  
 অস্ত দেবগণাঃ সর্বের লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬০  
 হতমিন্দ্রজিতং জ্ঞাত্বা মুখং স্বপ্যাস্তি নির্ভয়াঃ ।  
 ইত্যাদি বহুশঃ পুত্রলালসো বিললাপ হ ॥ ৬১  
 ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাবিধিঃ ।  
 উবাচ রাক্ষসান্ সর্বান্ নিনাশয়িষ্যুরাহবে ॥ ৬২

লক্ষ্মণ। সুসংবাদ, তুমি অতি হৃদরং কর্ম্ম করিয়াছ। তোমার এই কর্ম্মে আমি তুষ্ট হইয়াছি। অরিন্দম (শত্রুদমন বা ইন্দ্রজয়দমন)। মেঘনাদের নিধনে তুমি সকলকেই জয় করিয়াছ অর্থাৎ তুমি আমার সর্বজয়ী ভ্রাতা ॥ ৫৬

ভিন দিন ভিন রাজি যুদ্ধ করিয়া তুমি বহু কষ্টে এই বীর মেঘনাদকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছ। ভ্রাতঃ! তুমি আজ আমাকে শত্রুশূত্র করিয়া দিয়াছ। অভঃপর রাবণ পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বহির্গত হইবে এবং আমিও সেই সুযোগে রাবণকে বধ করিব। লক্ষ্মণের ভ্রাতা মহাবল মেঘনাদ নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত করিয়া রাবণ মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তারপর পুনরায় উত্থিত হইয়া রাবণ পুত্রশোকে অভিশর কাতর-চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৫৭-৫৯

পুত্র ইন্দ্রজিৎের নানাধি গুণ ও কর্ম্মসকল শ্রবণ করিতে করিতে রাবণ সবিশেষ পরিতাপ করিতে লাগিল এবং বলিল— আজ সমস্ত দেবগণ, লোকপালগণ ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রজিৎের নিধন বার্তা অবগত হইয়া নির্ভর হইবেন এবং সুখে নিদ্রা যাইবেন। পুত্রবৎসল রাবণ এইরূপে বহুভাবে বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৬০-৬১

তদনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস-গণকে বিনাশ করাইতে ইচ্ছুক হইয়া যুদ্ধে যাইতে বলিল ॥ ৬২

স পুত্রবধসম্পন্নঃ পুরঃ ক্রোধবশং গতঃ ।  
 সংবীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধা হস্তং সীতাং প্রহৃষ্টবে ॥ ৬৩  
 খড়্গপাণিমথায়ান্তং ক্রুদ্ধং দৃষ্টা দশাননম্ ।  
 রাক্ষসীমধাগা সীতা ভয়শোকাকুলান্তবৎ ॥ ৬৪  
 এতস্মিন্নস্তরে তস্ত সচিবো বুদ্ধিমান্ শুচিঃ ।  
 সুপার্ষো নাম মেধাবী রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫  
 নহু নাম দশগ্রীব সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণাহুজঃ ।  
 বেদবিভাষিতস্তাতঃ স্বকর্ম্মপরিণিষ্ঠিতঃ ॥ ৬৬  
 অনেকগুণসম্পন্নঃ কথং জীবশমিচ্ছসি ।

অস্মাভিঃ সহিতো যুদ্ধে হত্বা রামঞ্চ লক্ষ্মণম্ ।  
 প্রাপ্তশ্চাসে জানকীং শীঘ্রমিত্যাক্তঃ স শুবর্ত্তত ॥ ৬৭  
 ততো হুরায়া সুহৃদা নিবেদিতং  
 বসঃ সুধর্ম্মং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ ।  
 গৃহং জগামাস্ত শুচা বিমূঢ়াঃ ।  
 পুনঃ সভাঞ্চ প্রাঘর্ষো সুহৃদব্রতঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 লঙ্কাকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯

সেই রাবণ পুত্রবধে অভ্যন্ত সম্পন্ন হইয়া ক্রোধের বশীভূত  
 হইল এবং নিজ বুদ্ধি অনুসারে প্রাথমিক কর্তব্য পর্যালোচনা  
 করিয়া সীতাকে বধ করিবার অস্ত্র খাতি হইল ॥ ৬৩

হস্তে খড়্গ ধারণ করত ক্রুদ্ধ দশানন রাবণকে আসিতে  
 দেখিয়া রাক্ষসদিগের মধ্যভাগে অবস্থিতা সীতা ভয়ে ও  
 শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৪

এই সময়ের মধ্যে রাবণের এক পবিত্রচিত্ত ও বুদ্ধিমান  
 মেধাবী সুপার্ষনামক মন্ত্রী তথায় রাবণকে এই কথা বলিল ॥ ৬৫

হে দশানন! আপনি সাক্ষাৎ কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা,  
 যথাবিধানে বেনাধ্যয়ন করিয়াছেন, গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য-  
 ব্রত পালন করিয়াছেন এবং নিয়মানুসারে সমাবর্ত্তন করিয়া

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমামহেশ্বর-সংবাদে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## দশমোহধ্যায়ঃ ।

[ যুদ্ধে রাবণশ্য গমনম্ । পরাজিতস্য তস্য লঙ্কাং প্রত্যাবর্ত্তনম্, পরামর্শায় দৈত্যগুরু-শুক্রাচার্য্যসমীপে রাবণস্য  
 গমনম্, শুক্রাচার্য্যোপদেশেন গুহ্যমধ্যে রাবণস্য হোমানুষ্ঠানম্, বানরৈস্তদ্ধোমস্য বিদ্রোংপাদনঞ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

স বিচার্য্য সভামধ্যে রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্ৰিভিঃ ।  
 নির্ঘযৌ যেহবশিষ্টাষ্টৌ রাক্ষসৈঃ সহ রাঘবম্ ॥ ১  
 শলভঃ শলভৈবুজ্জঃ প্রজ্ঞলন্তমিবানলম্ ।  
 ততো রামেণ নিহতাঃ সর্বে তে রাক্ষসা বৃধি ॥ ২

দশম অধ্যায় ।

[ যুদ্ধে রাবণের গমন, পরাজিত হইয়া লঙ্কা প্রত্যাবর্ত্তন,  
 পরামর্শের জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট রাবণের গমন,  
 শুক্রাচার্য্যের উপদেশে গুহ্যমধ্যে রাবণের হোমানুষ্ঠান এবং  
 বানরগণ কর্তৃক সেই হোমের বিদ্রোংপাদন । ]

শ্রীমহাদেব কহিলেন—দেবি! সেই রাবণ মন্ত্রী রাক্ষসগণের  
 সহিত সভামধ্যে নিচায় করিয়া পতন বরূপ বহু পতনদলে

স্বয়ং রামেণ নিহতস্তীক্ষ্ণবাহেন বক্ষসি ।

ব্যখিতস্তুরিতং লঙ্কাং প্রবিবেশ দশাননঃ ॥ ৩

দৃষ্টা রামশ্চ বহ্লশঃ পৌরুষং চাপ্যমানুষম্ ।

রাবণো মারুভেষ্টৈশ্চ শীঘ্রং শুক্রাস্তিকং ঘর্ষো ॥ ৪

পরিবৃত্ত হইয়া প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ রাবণ  
 হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণের সহিত শ্রীরামের নিকট গমন করিল ।  
 তদনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সব রাক্ষসই রামের দ্বারা নিহত হইল ১-২  
 তারপর স্বয়ং দশানন রাবণ রাম কর্তৃক এক তীক্ষ্ণ বাণে  
 বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ব্যখিত হইল এবং ক্রমশঃ লঙ্কা  
 প্রবেশ করিল ৩

রাবণ বহুবীর্য্য শ্রীরামের ও হনুমানের অলৌকিক পুরুষকার  
 দেখিয়া সত্তর আচার্য্য শুক্রের নিকট গমন করিল ৪

নমস্কৃত্য দশগ্রীবঃ শুক্রং প্রাঞ্জলিরতবীং ।  
ভগবন্ রাঘবেণৈবং লঙ্কা রাক্ষসযুগ্মপৈঃ ॥ ৫  
বিনাশিতা মহাদৈত্যানিহতাঃ পুত্র-বান্ধবাঃ ॥ ৬  
কথং মে হুঃখসম্প্রদাহস্য যি ভীত্বাতি সদৃশুরো ॥ ৭  
ইতি বিজ্ঞাপিতো দৈত্যগুরুঃ প্রাহ দশাননম্ ।  
হোমং কুরু প্রযত্নেন রহসি ত্বং দশানন ॥ ৮  
যদি বিদ্রো ন চেদ্ধোমে ত্বহি হোমানলোখিতঃ ।  
মহান্ রথশ্চ বাহশ্চ চাপ-ভূগীর-সায়কাঃ ।  
সম্ভবিস্থাস্তি ভৈরুত্বমজ্ঞেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ৯  
গৃহাণ মস্ত্রান্দস্তান্ গচ্ছ হোমং কুরু ত্রুতম্ ॥ ১০  
ইত্যুক্তস্তুরিতং গতা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।  
গুহাং পাভালসদৃশীং মন্দিরে যে চকার হ ।  
লঙ্কাদ্বারকপাটাদি বদ্ধা সর্বত্র যত্নতঃ ॥ ১১  
হোমদ্রব্যানি সম্পাচ্চ যাহ্যুক্তাশ্চাভিচারিকে ।

শুক্রাচার্য্যাকে প্রণাম করত কৃতান্তলি হইয়া রাবণ বলিল,—  
হে ভগবন্ । শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসযুগ্মপতিগণের সহিত লঙ্কা  
নগরীকে এইভাবে ধ্বংস করিয়াছে । প্রধান প্রধান দৈত্যগণ  
এবং আমার পুত্র ও বান্ধবগণ সকলেই নিহত হইয়াছে । ৫-৬

আগনার ভায় সদৃশ বিদ্যমান থাকিতে আমার একপ  
( যুগপৎ ) হুঃখরানি উপস্থিত হইল কেন ? ৭

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ নিবেদন করিলে পর দৈত্যগুরু  
শুক্র দশাননকে বলিলেন,—দশানন । তুমি কোনও নির্জন স্থানে  
বিশেষ যত্নের সহিত হোম আরম্ভ কর । ৮

যদি সেই হোমে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে  
সেই হোমাগ্নি হইতে উখিত হইয়া এক বিশাল রথ আসিবে,  
বাহনসকল এবং ঘন, তৃণ ও বাণসমূহ উৎপন্ন হইবে । তুমি  
যদি এ সবেদ ঘারা যুক্ত হইতে পার, তবে অবশ্যই তুমি শত্রুর  
অজ্ঞেয় হইবে । ৯

তুমি আমার প্রদত্ত অর্থাৎ নিকট হইতে এই সব যন্ত্র গ্রহণ  
কর এবং যাও, সত্বর হোম আরম্ভ কর । ১০

শুক্রাচার্য্য এই কথা বলিলে পর রাক্ষসরাজ রাবণ সত্বর  
গমন করত স্ব-ভবনমধ্যে এক পাভাল-সদৃশ গুহা নির্বাণ  
করাইল । তারপর যত্নসহকারে সর্বত্র লঙ্কার দ্বার ও কপাটাদি  
বদ্ধ করিয়া দিয়া অভিচার-কার্য্যে যে সব হোম-দ্রব্য উল্লিখিত  
আছে, সেই সমস্তই সংগ্রহ, করিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করত

গুহাং প্রবিষ্ট্য চৈকান্তে মৌনী হোমং প্রচক্রমে ॥ ১১  
উখিতং ধূমমালোক্য মহান্তং রাবণাশ্রুতঃ ।  
রামায় দর্শয়ামাস হোমধূমং ভয়াকুলঃ ॥ ১০  
পশ্য রাম দশগ্রীবো হোমং কর্তুং সমারভৎ ।  
যদি হোমঃ সমাপ্তঃ স্যাত্তদাজ্ঞেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৪  
অতো বিদ্রায় হোমশ্চ প্রেষয়াশু হরীশ্চরান্ ।  
তথেষতি রামঃ স্মৃগ্রীবসম্মতেনাঙ্গদং কপিম্ ॥ ১৫  
হনুমৎপ্রমুখান্ বীরান্ আদিদেশ মহাবলান্ ।  
প্রাকারং লজ্জয়িত্বা তে গতা রাবণমন্দিরম্ ॥ ১৬  
দশকোটিঃ প্লবঙ্গানাং গতা মন্দিররক্ষকান্ ।  
চূর্ণয়ামান্তরধ্বাংশ্চ গজাংশ্চ গৃহনন্ কপাৎ ॥ ১৭  
ভুতশ্চ সরমা নাম প্রভাতে হস্তসংজ্ঞয়া ।  
বিভীষণশ্চ ভার্য্যা সা হোমস্থানমসুচয়ৎ ॥ ১৮  
গুহাপিধানপাষণমঙ্গদঃ পাদঘট্টনৈঃ ।  
চূর্ণয়িত্বা মহাসত্ত্বঃ প্রবিবেশ মহাগুহাম্ ॥ ১৯

সেই নির্জন স্থানে মৌন অবলম্বন পূর্বক রাবণ হোম আরম্ভ  
করিল । ১১-১২

এদিকে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ রাবণকৃত হোমায়ির  
বিশাল ধূম উখিত হইতে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন  
এবং হোমধূম রামকে দেখাইলেন । ১৩

রাম । এই দেখুন, দশানন হোম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।  
যদি এই হোম সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাবণ অজ্ঞেয় হইয়া  
উঠিবেন । ১৪

অতএব এই হোমের বিঘ্নের অশ্রু সত্বর বানরশ্রেষ্ঠগণকে  
পাঠাইয়া দিন । তখন ‘ভথান্ত’ অর্থাৎ তাহাই করিতেছি,  
বলিয়া স্মৃগ্রীবের সম্মতিক্রমে বানরবর অঙ্গদকে এবং হনুমান্  
প্রভৃতি মহাবল বীর বানরগণকে হোমবিঘ্ন করিতে আদেশ  
করিলেন । ইহাতে সেই সব বানরশ্রেষ্ঠগণ লঙ্কার প্রাকার  
অতিক্রম করিয়া রাবণভবনে বাইরা উপস্থিত হইল । সেই  
সময় দশ কোটি বানর ভথায় বাইরা গৃহরক্ষকদিগকে খণ্ড খণ্ড  
করিয়া দিল এবং ক্ষণকালের মধ্যে অশ্রু ও হস্তাদিগকে নিহত  
করিল । ১৫-১৭

তদনন্তর প্রভাতকালে বিভীষণের ভার্য্যা সেই সরমানামে  
এক রমণী হস্তের সঙ্কেতে হোমস্থান জানাইয়া দিল । ১৮

তখন মহাবল অঙ্গদ গুহার মুখে অবস্থিত আজ্ঞাদনকারী  
প্রস্তরকে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়া সেই বিশাল গুহার  
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল । ১৯

দৃষ্টা দশাননং তত্র মৌলিতাক্ষং দৃঢ়াসনম্ ।  
 ততোহঙ্গদাজয়া সর্ব্বং বানরা বিবিস্তৃক্ৰ্ত্তম্ ॥ ২০  
 তত্র কোলাহলং চক্রেস্তাড়রুস্তৃশ্চ সেবকান্ ।  
 সস্তারান্শিক্শিপুস্তৃত্র হোমকৃৎ সমন্ততঃ ॥ ২১  
 ঋবমাচ্ছিত্ত হস্তাচ্চ রাবণস্য বলাদ্ রুধা ।  
 তেনৈব সঞ্জবানান্ত হনুমান্ প্রবগাগ্রণীঃ ॥ ২২  
 যন্তি দন্তৈশ্চ কাঠৈশ্চ বানরাস্তমিতস্ততঃ ।  
 ন জহৌ রাবণো ধ্যানং হতোহপি বিজীগীষয়া ॥ ২৩  
 এবিশ্যাস্তঃপুরে বেষ্মাশ্চজদো বেগবন্তরঃ ।  
 সমানয়ৎ কেশবন্ধে ধ্বা মন্দোদরীং শুভাম্ ॥ ২৪  
 রাবণস্যৈব পুরতো বিলপন্তীমনাথবৎ ।  
 বিদদারাজদন্তশ্চাঃ কঞ্চুকং রত্নভূষিতম্ ॥ ২৫  
 মুক্তা বিমুক্তাঃ পতিতাঃ সমস্তাভ্রত্বসঞ্চয়ৈঃ ।  
 ত্রোণিস্মৃত্রং নিপতিতং ক্রটিতং রত্নচিহ্নিতম্ ॥ ২৬

তথায় রাবণকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া সমস্ত বানরগণ অঙ্গদের আজ্ঞানুসারে অঙ্গদের প্রবেশের পর ঋত ওহামধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২০

তাহার পর তথায় স্থিত রাবণের সেবকগণকে তাড়না করিতে করিতে কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল এবং হোমকৃত্তের চারিদিকে স্থিত হোমদ্রব্যসমূহ হোমকৃত্তে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২১

বানরগণের অগ্রগামী সেতা হনুমান্ রোষবশতঃ সবলে রাবণের হস্ত হইতে ঋব কাড়িয়া লইয়া তাহারই ঘারা রাবণকে সত্তর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তখন অত্যন্ত বানরগণ সকলেই দন্তসমূহ ও কাঠসমূহের দ্বারা সেই রাবণকে ইতস্ততঃ প্রহার করিতে লাগিল। রামকে জয় করিবার বাসনায় রাবণ সেই সমস্ত বানরগণ কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও রাবণ কোনরূপেই ধ্যান ভ্যাগ করিল না ॥ ২৩

এদিকে অভিশয় বেগবান্ অঙ্গদ অন্তঃপুরভবনে প্রবেশ করত কেশমুষ্টি ধারণ করিয়া সতী মন্দোদরীকে তথায় লইয়া আসিল ॥ ২৪

রাবণেরই সম্মুখে অনাথার ভায় বিলাপকারিনী সেই মন্দোদরীর রত্নবিজড়িত কঞ্চুক (কাঁচুলি) ছিঁড়িয়া দিল ॥ ২৫

কঞ্চুক ছিন্ন হইয়া যাওয়ার বিবিধ রত্ননিকরের সহিত মুক্তা-সকল তাহা হইতে বিজিন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং মন্দোদরীর রত্নচিহ্নিত মেখলা ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ২৬

কোটিপ্রদেশাদ্ বিস্তৃতা নীবী তন্ত্বেব পশ্যতঃ ।  
 ভূষণানি চ সর্ব্বাণি পতিতানি সমন্ততঃ ॥ ২৭  
 দেব-গন্ধর্ব্বকন্তাশ্চ নীতা হ্রষ্টৈঃ প্রবজ্জমৈঃ ।  
 মন্দোদরী রুরোদাধ রাবণস্তাগ্রতো ভূষম্ ॥ ২৮  
 ক্রোশন্তী কঙ্কণং দীনা জগাদ দশকঙ্করম্ ।  
 নির্গজ্জোহসি পঠৈরেবং কেশপাশে বিকুম্বাতে ॥ ২৯  
 ভাৰ্য্যা তবৈব পুরতঃ কিং জুহোষি ন লজ্জসে ।  
 হন্ততে পশ্যতো যন্ত ভাৰ্য্যা পাপৈশ্চ শত্রুভিঃ ॥ ৩০  
 মর্তব্যং তেন তত্রৈব জীবিতান্মরণং বরম্ ।  
 হা মেঘনাদ তে মাতা ক্রিষ্টতে বত বানরৈঃ ॥ ৩১  
 ত্বয়ি জীবতি মে দ্বঃখমীদৃশঞ্চ কথং ভবেৎ ।  
 ভাৰ্য্যা লজ্জা চ সন্ত্যক্তা ভর্তা মে জীবিতাশয়া ॥ ৩২  
 ঋত্বা তদেবিতং রাজা মন্দোদর্য্যা দশাননঃ ।  
 উত্তম্ভৌ খড়্গমাদায় ত্যজ দেবীমিতি ঋবন্ ॥ ৩৩

এই সমস্ত রাবণের সমক্ষেই মন্দোদরীর কটদেশ হইতে বস্ত্রবহন শিথিল হইয়া যাইল। তারপর অত্যন্ত সমস্ত অলঙ্কারসমূহও চারিদিকে পতিত হইল ॥ ২৭

তখন হ্রষ্ট বানরগণ রাবণের অন্তঃপুরে স্থিত দেব ও গন্ধর্ব্ব-কন্তাদিগকে তথায় লইয়া আসিল। ওদনন্তর মন্দোদরী রাবণের সম্মুখে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল ॥ ২৮

এইভাবে কঙ্কণদ্বয়ের বিলাপ করিতে করিতে দীনা (কঙ্কণ) মন্দোদরী দশানন রাবণকে বলিল,—তুমি এক্ষণ নির্জ্জ হইয়া পড়িয়াছ যে, তোমারই সম্মুখে তোমার ভাৰ্য্যার কেশপাশে ধরিয়া শত্রুরা টানিয়া আনিতেছে (অথবা টানাটানি করিতেছে) ইহাতেও তুমি কিনা হোম করিতেছ, লজ্জিত হইতেছ না। পাণী শত্রুগণ বাহার ভাৰ্য্যাকে পতির সাক্ষাতেই প্রহার করে, সেদ্রুপ পতির তথায় মরাই উচিত; কারণ, তাহার জীবিত থাকা অপেক্ষা মরাই বরং ভাল (তাহাকে লোকনিন্দা তুলিতে হইবে না)। হায় মেঘনাদ! তোমার মাতাকে কিনা এই বানরগণ ক্রেশ দিতেছে? ২৯-৩১

তুমি জীবিত থাকিলে কি আমাকে এক্ষণ দ্বঃখ ভোগ করিতে হইত? হায়। আমার স্বামী এখন নিজের জীবনের আশায় ভাৰ্য্যাকে ও লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২

রাজা দশানন এইভাবে মন্দোদরীর বিলাপ শ্রবণ করত 'দেবীকে পরিত্যাগ কর' এই কথা বলিয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক উখিত হইল ॥ ৩৩

জঘানাজদমব্যগ্রাঃ কটিদেশে দশাননঃ ।

ততোঃসৃজ্য যযুঃ সর্বে বিধবস্ত হবনং মহং ॥ ৫৪

রামপার্শ্বমুপাগম্য তস্তুঃ সর্বে প্রহসিতাঃ ।

রাবণস্ত ততো ভাঃখ্যামুবাচ পরিসাস্তুয়ন ॥ ৩৫

দৈবাধীনমিদং ভদ্রে জীবতা কিম দৃশ্যতে ।

ভ্যজ শোকং বিশালাক্ষি জ্ঞানমালম্ব্য নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬

অজ্ঞানপ্রভবঃ শোকঃ শোকো জ্ঞানবিনাশকৃৎ ।

অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ শরীরাদিধনাত্মনু ॥ ৩৭

তন্মূলঃ পুত্রদারাদি-সম্বন্ধঃ সংসৃতিস্ততঃ ।

হর্ষ-শোক-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-স্পৃহাদয়ঃ ॥ ৩৮

অজ্ঞানপ্রভবা হেতে জন্ম-মৃত্যু-জরাদয়ঃ ।

আত্মা তু কেবলঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো হ্যলেকঃ ॥ ৩৯

আনন্দরূপো জ্ঞানাত্মা সর্বভাববিবর্জিতঃ ।

ন সংযোগো বিয়োগো বা বিস্তৃতে কেনচিৎ সতঃ ॥ ৪০

দশানন এই সময় কোনরূপ উন্মিগ না হইয়াই অঙ্গদের কটিদেশে (কোমরে) সেই খড়্গের দ্বারা আঘাত করিল। তখন সকল বানরগণ সেই মহৎ হোমকার্য্য ধ্বংস করিয়া দিয়া মন্দোদরী প্রভৃতিকে পরিভাগ করত চলিয়া যাইল ॥ ৩৪

তাহারা সকলে শ্রীরামের পার্শ্বে গমন করত আনন্দিতে হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যদিকে রাবণ বানরগণ চলিয়া যাইবার পর ভাঃখ্য মন্দোদরীকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিল ॥ ৩৫

ভদ্রে! ইহা দৈবাধীন অর্থাৎ আজ যাহা ঘটিল, তাহা দৈবায়ত্ত বলিয়াই আনিবে। জীবিত থাকিলে কিনা দেখা যায় অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তিকে কত প্রকার অসম্ভাবিত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে হয়। বিশালাক্ষি! তুমি নিশ্চিত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া শোক পরিভাগ কর ॥ ৩৬

কারণ, এই শোক অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং এই শোক জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেয়। দেহ প্রভৃতি অনাশ্রয় বস্তুসমূহে যে অহংবুদ্ধি অর্থাৎ আত্মা বলিয়া জ্ঞান, ইহাও অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত ॥ ৩৭

অতএব এই অজ্ঞানই স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধের মূল; আর এই সম্বন্ধ হইতেই সংসার সৃষ্ট হয়। হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও কামনা প্রভৃতি (বুদ্ধিঘর্ষ সকল) এবং জন্ম, মৃত্যু ও জরা প্রভৃতি (দেহঘর্ষসকল)—এ সমস্তই অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। কিন্তু আত্মা এক, শুদ্ধ, ভূতাদির অতিরিক্ত (কিংবা শরীরাদি হইতে পৃথক), নির্লেপ, আনন্দময়, জ্ঞানময়

এবং জ্ঞাত্ব স্বমাত্মানং ভ্যজ শোকমনিন্দিতে ।

ইদানীমেব গচ্ছামি হত্যা রামং সলক্ষ্মণম্ ॥ ৪১

আগমিষ্ঠ্যামি নো চেহ্মাং দারয়িষ্ঠ্যতি সায়কৈঃ ।

শ্রীরামো বজ্রকল্লৈশ্চ ততো গচ্ছামি তৎপদম্ ॥ ৪২

তদা ত্বয়া মে কর্তব্য্যা ত্রিযা মচ্ছাসনাং প্রিয়ে ।

সীতাং হত্যা ময়া সার্ব্বং ত্বং প্রবেক্ষ্যসি পাবকম্ ॥ ৪৩

এবং শ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্ত্যতিত্বঃখিতা ।

উবাচ নাথ মে বাক্যং শৃণু সত্যং তথা কুরু ॥ ৪৪

শক্যো ন রাঘবো জেতুং ত্বয়া চাত্মৈঃ কদাচন ।

রামো দেববরঃ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪৫

মৎস্তো ভূত্বা পুরা কল্পে মহুং বৈবস্বতং প্রভুঃ ।

ররক্ষ সকলাপস্ত্যো রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৬

রামং কুর্শ্মোহভবৎ পূর্বং লক্ষ্যযোজনবিস্তৃতঃ ।

সমুদ্রমস্থনে পৃষ্ঠে দধার কনকচীলম্ ॥ ৪৭

ও মুখ-দুঃখাদি সর্বভাববিজিত। এই সং অর্থাৎ নিত্য আত্মার কাহারও সহিত সংযোগ বা বিরোগ নাই ॥ ৩৮-৪০

অনিন্দিতে মন্দোদরি! নিজ আত্মাকে এইরূপ জানিয়া তুমি শোক পরিভাগ কর। আমি এখনই গমন করিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া ফিরিয়া আনিব। নতুবা শ্রীরাম যৌর বজ্রতুল্য বাণসমূহের দ্বারা আমাকে বিদীর্ণ করিবেন, তাহা হইলে আমি সেই পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিব ॥ ৪১-৪২

প্রিয়ে! আমি যদি রামবাণে নিহত হই, তাহা হইলে তুমি আমার আদেশ অনুসারে আমার প্রেত কার্য্য করিবে। কিংবা সীতাকে হত্যা করিয়া তুমি আমার সহিত অনলে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ সহমৃতা হইবে ॥ ৪৩

রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় দুঃখিতা হইয়া মন্দোদরী বলিল,—নাথ! তুমি আমার কথা শ্রবণ কর এবং তাহা প্রতিপালন কর ॥ ৪৪

তুমি কিংবা অস্ত্র কাহারও এই রত্নবংশধর রামকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ, এই রাম সাক্ষাৎ জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ নারায়ণ এবং প্রকৃতি ও পুরুষেরও ঈশ্বর অর্থাৎ নিরামক (অথবা ব্রহ্মাদি প্রধানপুরুষগণেরও ঈশ্বর) ॥ ৪৫

এই ভক্তবৎসল প্রভু শ্রীরাম পূর্ব কল্পে মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬

এই রাম পূর্বে লক্ষ্যযোজনবিস্তৃত কুর্শ্মরূপ রূপ ধারণ



হিরণ্যাক্ষোহতিত্ববৃত্তো হতোহনেন মহাজ্ঞান।  
 ক্রোড়রূপেণ বপুষা ক্রৌণীমুদ্ররতা কচিং ॥ ৪৮  
 ত্রিলোককণ্টকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা।  
 হতবান্ন'রসিংহেন বপুষা রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯  
 বিক্রমৈজ্জিভিরেবামৌ বলিং বদ্ধা জগৎত্রয়ম্।  
 আক্রামাদ্যাৎ সুরেন্দ্রায় ভৃত্যায় রঘুনন্দনঃ ॥ ৫০  
 রাক্ষসাঃ ক্ষত্রিয়াকারা জাতা ভূমৈর্ভরাবহাঃ।  
 তান্ হত্বা বহশো রামো ভুবং জিহ্বা ছদাম্বুনেঃ ॥ ৫১  
 স এব সাম্প্রত্যং জাতো রঘুবংশে পরাংপরঃ।  
 ভবদর্শে রঘুশ্রেষ্ঠো নানুশঙ্কমুপাগতঃ ॥ ৫২  
 তশ্চ ভাৰ্য্যা কিমর্থং বা হত্বা সীতা বনাদ্ বলাৎ।  
 মম পুত্রবিনাশার্থং স্বস্তাপি নিধনায় চ ॥ ৫৩  
 ইতঃ পরং বা বৈদেহীং প্রেময়স্ব রঘুশ্রেষ্ঠ ॥

করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র মন্থনকালে স্বীয় পৃষ্ঠে সুবর্ণ পর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭

এই মহাশয় শ্রীরাম পূর্বে কোনও এক সময়ে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করত অতি দূরত্বের অসুর হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮

রঘুবংশের আনন্দবর্জন রাম পূর্বে নরসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া ত্রিলোককণ্টক দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৪৯

এই রঘুবর শ্রীরামই পূর্বে বামনরূপ ধারণ করত স্বীয় তিন পদে তিন ভুবনকে আক্রমণ (পরিমাপ) করিয়া বলিকে (হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি।) বধন করত ভৃত্য (ভরণযোগ্য) সুরেন্দ্র অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে সেই জিভুবন প্রদান করেন ॥ ৫০

পরে এই পৃথিবীতে রাক্ষসগণ ক্ষত্রিরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং পৃথিবীর পক্ষে ভারবহ হইয়া উঠে, তখন এই রামই পরতরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া বহবার (একুশবার) সেই সব ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করত এই পৃথিবীকে জয় করিয়া সুনিবর কতপক্ষে উহা দান করেন ॥ ৫১

সেই পরাংপর পরম-পুরুষ নারায়ণই তোমাকে বধ করিবার জন্য রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামরূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং মনুজ্ঞাকার ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫২

আমার পুত্রনাশের জন্য এবং নিজেরও বিনাশের জন্য

বিভীষণায় রাজ্যং তু দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্ ॥ ৫৪  
 মন্দোদরীবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।  
 কথং ভদ্রে রণে পুত্রান্ ভ্রাতৃন রাক্ষসমণ্ডলম্ ॥ ৫৫  
 ষাভয়িত্বা রাঘবেণ জীবামি বনগোচরঃ।  
 রামেণ সহ যোংস্থামি রামবানৈঃ শুলীভ্রগৈঃ ॥ ৫৬  
 বিদার্যমাণো যাস্তামি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্।  
 জানামি রাঘবং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীম্ ॥ ৫৭  
 জ্ঞাত্বৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাদ্ বলাৎ।  
 রামেণ নিধনং প্রাপ্য যাস্তামীতি পরং পদম্ ॥ ৫৮  
 বিমুচ্য ভাং তু সংসারং গমিষ্যামি সহ প্রিয়ে।  
 পরানন্দময়ী শুদ্ধা সেব্যতে বা মুমুক্ষুভিঃ।  
 ভাং গতিস্তু গমিষ্যামি হতো রামেণ সংযুগে ॥ ৫৯  
 প্রাকাল্য কল্যাণীহ মুক্তিং যাস্তামি ছল্ভ্যাম্ ॥ ৬০

তুমি বন হইতে তাঁহার ভাৰ্য্যা সীতাকে বলপূর্বক কি হেতু হরণ করিয়া আনিলে? ৫৩

(যাহা করিয়াছ, সেজন্য এখন আর অনুভাপ করিয়া কি হইবে?) বাহা হউক, অতঃপর তুমি বিদেহরাজ জনক-হৃদিতা সীতাকে রঘুশ্রেষ্ঠ রামের নিকট পাঠাইয়া দাও। তাঁরপর বিভীষণকে রাজ্যদান করিয়া আমরা বনে গমন করিব ॥ ৫৪

মন্দোদরীর এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ তাহাকে বলিল,— ভদ্রে! যুদ্ধে পুত্রগণকে ও ভ্রাতৃগণকে এবং সম্পূর্ণ রাক্ষস-মণ্ডলকে রামের দ্বারা বধ করাষ্টয়া বনে বাস করত কিভাবে জীবন ধারণ করিব? আমি রামের সহিত যুদ্ধ করিব এবং তাঁহার অতি ক্রভগামী বাণসমূহে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া সেই বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিব। আমি রঘুবংশজাত রামকে বিষ্ণু বলিয়া জানি এবং জনকনন্দিনী সীতাকেও লক্ষ্মীদেবী বলিয়া জানি ॥ ৫৫-৫৭

‘রামের দ্বারা নিহত হইয়া আমি পরম পদে গমন করিব’ এই বাসনার আমি জনকনন্দিনী সীতাকে জানিরা-তিনিরাই দত্তকারণ্য হইতে এই লঙ্কার লইয়া আনিয়াছি ॥ ৫৮

প্রিয়ে! আমি তোমাকে এবং সংসারকে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ বজ্রগণের সহিত গমন করিব। মুমুক্ষুগণ নিরন্তর যে আনন্দময় শুদ্ধ গতির সেবা করেন, আমি যুদ্ধে রামের দ্বারা নিহত হইয়া সেই গতিলাভ করিব। রামের হস্তে নিহত হইলে আমি সমস্ত পাপরাশি হইতে তত্ত্বি লাভ করত ছল্ভ্যাম্ মুক্তি লাভ করিব ॥ ৫৯-৬০



ক্লেশাদিশঙ্ককভরজবুগং প্রমাঢ়াং

দারাত্মজাপ্তধনবন্ধুবাতিযুক্তম্ ।

ঔর্ধ্বানলাভনিজরোষমনজজ্ঞানং

সংসারসাগরমভীত্য হরিং ব্রজামি ॥৬১

(প্রিয়তমে মন্দোদরি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর। আমি ঈরামহন্তে নিহত হইয়া) অবিদ্যা, অস্মিতা (আত্মা দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত নন, একগুণ জ্ঞান), রাগ, ঘেব ও অভিভিবেশ (মরণাদি জ্ঞাস)—এই পঞ্চক্লেশরূপ ভরজমালাযুক্ত, যুগপরিবর্তনরূপ আবর্তসমব্রিত, স্ত্রী, পুত্র, আপ্ত—আত্মীয়

ঈমস্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত ঈমদম্ভাশ্রমায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে

ইতি ঈমদম্ভাশ্রমায়ণে উদ্যমহেব্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০

(কিংবা—রাগ-ঘেবিনির্মুক্ত আপ্ত ইত্যভিধীয়তে।), ধন ও বন্ধু-বান্ধবাদিরূপ জলজন্তুগণে পূর্ণ, প্রাণিগণের নিজ নিজ ক্লেশরূপ বাড়বানলযুক্ত এবং কামরূপ জালে সমাবৃত এই সংসাররূপী সাগর অভিক্রম করিয়া ঈহরিকে প্রাপ্ত হইব ॥ ৬১

উদ্যমহেব্বর সংবাদপ্রসঙ্গে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

### একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

[বুদ্ধে রাবণস্য গমনম্, হনুমতা সহ মুষ্টিবুদ্ধম্, ইন্দ্ৰেণ মাতলিসারথিবুদ্ধস্য রথস্য প্রেষণম্, তদূরথমারুহ্য রাবণেন সহ ঈরামস্য ভয়ঙ্করং বুদ্ধম্, ঈরামেণ রাবণস্য বধশ্চ ।]

ঈমহাদেব উবাচ ।

ইত্যাক্তা বচনং প্রেক্ষা রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা ।

রাবণঃ প্রযযৌ যোদ্ধুং রামেণ সহ সংযুগে ॥ ১

দৃঢ়ং স্থম্পনমান্বায় বৃত্তো ঘোরৈর্নিশাচরৈঃ ।

চক্রেঃ ঘোড়শভিবৃক্তং সবল্লথং সফুবরম্ ॥ ২

শিশাচবদনৈর্ঘোরৈঃ খরৈর্বৃক্তং ভয়াবহম্ ।

সর্ব্বাঙ্গ-শস্ত্রসহিতং সর্ব্বোপকরসংযুতম্ ॥ ৩

নিশ্চক্রামাথ সহসা রাবণো ভীষণাকৃতিঃ ।

আয়াস্ত্যং রাবণং দৃষ্টা ভীষণং রণকর্কশম্ ॥ ৪

সজ্জতাভূতদা সেনা বানরী রামপালিতা ॥ ৫

হনুমানথ চোৎপ্লুত্য রাবণং যোদ্ধুমাযযৌ ।

আগত্য হনুমান্ রক্ষৌ বক্ষস্তুলবিক্রমঃ ॥ ৬

মুষ্টিবদ্ধং দৃঢ়ং বদ্ধা ভাড়য়ামাস বেগতঃ ।

ভেন মুষ্টিপ্রহারেণ জাহুত্যা মপতদূরথে ॥ ৭

মুচ্ছিতোহথ মুহূর্ত্তেন রাবণঃ পুনরুখিতঃ ।

উবাচ চ হনুমন্ত্য শুরোহসি মম সম্মতঃ ॥ ৮

হনুমানাহ তং ঘিঙ্মাং যস্য জীবসি রাবণ ।

ভং ভাবমুষ্টিনা বক্ষৌ মম ভাড়য় রাবণ ॥ ৯

### একাদশ অধ্যায় ।

রাবণের বুদ্ধে গমন, হনুমানের সহিত মুষ্টিবুদ্ধ, ইন্দ্ৰ কর্তৃক মাতলি সারথি যুক্ত রথ প্রেরণ, সেই রথে আরোহণ করত রাবণের সহিত রামের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং ঈরাম কর্তৃক রাবণ বধ ।]

ঈমহাদেব বলিলেন,—দেবি। সেই সময় রাজ্ঞী মন্দোদরীকে রাবণ সপ্রেমে এই কথা বলিয়া ঈরামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে প্রস্থিত হইল ॥ ১

ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্ট রাবণ ঘোর রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঘোড়শ চক্রযুক্ত, বল্লথ (রথভৃগু)—শস্ত্রসজ্জ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত আবরণবিশেষ) ও কুবর (রথের যুগকাঠবদ্ধ কাঠবিশেষ)-সমব্রিত, শিশাচবদন ঘোররূপী খর- (গাধা) বাহিত, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রপূর্ণ, বুদ্ধোপযোগী সর্ব্ববিধ উপকরণসজ্জিত এবং ভয়াবহ দৃঢ় রথে আরোহণ করত

সহসা নিক্রান্ত হইল। রণকর্কশ ভীষণাকৃতি রাবণকে আসিতে দেখিয়া রামপালিতা বানরসৈন্যবাহিনী সজ্জত হইয়া উঠিল ॥ ২-৫

তদনন্তর হনুমান্ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ত লক্ষ প্রদান করিয়া আসিলেন। অতুল পরাক্রমশালী হনুমান্ রাবণের সম্মুখে আসিয়া দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করত সবেগে সেই রাক্ষসের বক্ষে আঘাত করিলেন। এই মুষ্টি প্রহারে রাবণ দুই আনু দ্বারা অর্ধাৎ দুই হাঁটু গাড়িয়া রথে পতিত হইল ॥ ৬-৭

পরে মুচ্ছিত হইল। অনন্তর রাবণ মুহূর্ত্তকাল পরে পুনরায় উখিত হইয়া হনুমান্কে বলিল—তুমি আমার অভিমত বীর বটে ॥ ৮

তখন হনুমান্ সেই রাবণকে বলিলেন,—রাবণ। আমাকে বিক্। কারণ, তুমি আমার মুষ্টিপ্রহার প্রাপ্ত হইয়াও এখনও জীবিত রহিয়াছ। রাবণ। অতঃপর তুমি আমার বক্ষে মুষ্টিপ্রহার কর ॥ ৯

পশ্চাৎপ্রয়া হতঃ প্রাণান্মোক্যসে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 তথেষতি মুষ্টিনা বক্ষো রাবণেনাপি ভাঙিতঃ ॥ ১০  
 বিঘূর্ণমাননয়নঃ কিকিৎকশ্মলমাযযৌ ।  
 সংজ্ঞামবাণ্য কপিরাড্ রাবণং হস্তমুদাতঃ ॥ ১১  
 ততোহস্তত্র গতো ভীত্যা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।  
 হনুমানজদশ্চৈব নলো নীলস্তথৈব চ ॥ ১২  
 চত্বারঃ সমবেতাগ্রে দৃষ্ট্ৱা রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।  
 অগ্নিবর্ণং তথা সর্পরোমাণং খড়্গরোমকম্ ॥ ১৩  
 তথা বৃষ্টিকরোমাণং নিজস্রঃ ক্রমশোহশ্রুতান্ ।  
 চত্বারশ্চতুরো হত্বা রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্ ॥ ১৪  
 সিংহনাদং পৃথক্ কৃষ্বা রামপার্শ্বমুপাগতাঃ ।  
 ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ সম্পদ্য দশনচ্ছদম্ ॥ ১৫  
 বিবৃত্য নয়নে ক্রুরো রামমেবাধ্বাবত ।  
 দশগ্রীবো রথস্থস্ত রামং বজ্রোপঠৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬

তাহার পর আমার মুষ্টিগ্রহণে তুমি হত হইয়া প্রাণত্যাগ  
 করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । রাবণও 'তাহাই হউক'  
 বলিয়া নিজের মুষ্টি দ্বারা হনুমানের বক্ষে আঘাত করিল ॥ ১০

রাবণের মুষ্টিআঘাতে কপিবর হনুমানের নয়ন ঘূর্ণিতে লাগিল  
 এবং পরে কিকিৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পরে সংজ্ঞা  
 লাভ করিয়া হনুমান রাবণকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১১

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ভীত হইয়া অস্ত্র চলিয়া যাইল ।  
 এদিকে হনুমান, অজদ, নল ও নীল এই চার বানরপ্রবর সম্মুখে  
 সমবেত অগ্নিবর্ণ, সর্পরোমা, খড়্গরোমা ও বৃষ্টিকরোমা—এই  
 চার রাক্ষসপ্রধানকে দেখিয়া ক্রমশঃ এই সুরবিরোধী রাক্ষসগণ-  
 কে বধ করেন । এই চার বানরপ্রবর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী  
 চার রাক্ষসকে বধ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সিংহনাদ করত  
 ঈরামের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তদনন্তর অর্থাৎ  
 চার রাক্ষসপ্রধানকে নিহত হইতে দেখিয়া রাবণ অধর দংশন  
 করত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ॥ ১২-১৫

ক্রুর রাবণ নয়ন ঘূর্ণিত করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত  
 হইল । দশনান্ন রথে থাকিয়া মেঘ বেক্রপ জলধারা বর্ষণ দ্বারা  
 গর্ভভক্রে আঘাত করে, সেইরূপ বজ্রতুল্য মহাভয়ঙ্কর বাণসমূহের  
 দ্বারা রামকে আঘাত করিতে লাগিল । রামের সম্মুখে স্থিত  
 সমস্ত বানরগণও তখন রাবণবাণে ব্যথিত হইয়া উঠিল ॥ ১৬-১৭

আজ্ঞান মহাঘোরৈর্ধারাভিরিব ভোয়দঃ ।  
 রামস্ত পুরতঃ সর্বান বানরানপি বিব্যাধে ॥ ১৭  
 ততঃ পবনসঙ্ঘাটৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ।  
 অভাবর্ষদ্রুণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ ॥ ১৮  
 রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্ৱা ভূমিষ্ঠং রঘুনন্দনম্ ।  
 আহুয় মাতলিং শক্ৰো বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ॥ ১৯  
 রথেন মম ভূমিষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘুন্তমম্ ।  
 হরিতং ভূতলং গতা কুরু কার্য্যং মমানঘ ॥ ২০  
 এবমুক্তোহথ তং নত্বা মাতলির্দেবসারথিঃ ।  
 ততো হরৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ শৃঙ্গনোত্তমম্ ॥ ২১  
 স্বর্গাজ্জয়ার্থং রামস্ত হৃপাক্রোম মাতলিঃ ।  
 অববীচ্চ ততো রামমপ্রতর্ক্যরথে স্থিতঃ ।  
 প্রাজলির্দেবরাজেন প্রেমিতোহশ্মি রঘুন্তম ॥ ২২  
 রথোহয়ং দেবরাজস্ত বিজয়ায় তব প্রভো ।  
 প্রেমিতশ্চ মহারাজ ধনুর্নৈন্দ্রধ্ব ভূষিতম্ ॥ ২৩

তদনন্তর রাম বিশেষ সাবধানতার সহিত যুদ্ধে দশানন  
 রাবণের উপর সুবর্ণভূষিত বায়ুতুল্য ক্রান্তগামী বাণসমূহ বর্ষণ  
 করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

রাম রাবণের এই যুদ্ধকালীন ইচ্ছা রাবণকে রথে অবস্থান  
 করিতে এবং ঈরামকে ভূমিতে অবস্থান করিতে দেখিয়া নিজ  
 সারথি মাতলিকে আহ্বান করত তাঁহাকে এই কথা  
 বলিলেন ॥ ১৯

নিষ্পাপ সারথি । তুমি আমার লইয়া ভূতলস্থিত রামের  
 নিকট শীঘ্র গমন কর এবং সমস্ত ভূতলে গমন করিয়া আমার  
 কার্য্য পরিপালন কর ॥ ২০

দেবরাজ ইচ্ছা এই কথা বলিলে পর দেবসারথি মাতলি  
 তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তখন হরিত বর্ণের অশ্বগণকে শ্রেষ্ঠ রথে  
 সংযোজিত করিয়া ঈরামের জয়লাভের জন্য স্বর্গ হইতে  
 অবতরণ করিলেন । তদনন্তর অপ্রতর্ক্য (অদৃশ্য) সেই রথে  
 অবস্থান করত প্রাজলি হইয়া ঈরামকে বলিলেন,—রঘুন্তম রাম ।  
 দেবরাজ ইচ্ছা আমাকে পাঠাইয়াছেন ॥ ২১-২২

হে প্রভো ! এই রথ দেবরাজ ইচ্ছার, আপনি রাবণকে  
 যুদ্ধ জয় করিবেন বলিয়া তিনি এই রথ আমাকে দিয়া  
 পাঠাইয়াছেন । মহারাজ । ভূষিত ইচ্ছানু, অশেষ কবচ,  
 খড়্গ এবং দিব্য দুইটি তুণীও দেবরাজ পাঠাইয়াছেন । হে

অভেজ্ঞং কবচং খড়্গং দিব্যভূতীযুগং তথা ।  
 আকুঙ্ক চ রথং রাম রাবণং জহি রাক্ষসম্ ।  
 ময়া সারথিনা দেব বৃত্রং দেবপতির্বিধা ॥ ২৪  
 ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য রথোত্তমম্ ॥ ২৫  
 আরুরোহ রথং রামো লোকান্ লক্ষ্ম্যা নিয়োজয়ন্  
 ততোহভবন্নহাবুধং ভৈরবং রোমহর্ষণম্ ॥ ২৬  
 মহাত্মনো রাঘবশ্চ রাবণশ্চ চ বীমতঃ ।  
 আগ্নেয়েন চ আগ্নেয়ং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ ॥ ২৭  
 অস্ত্রং রাক্ষসরাজশ্চ জঘান পরমাস্ত্রবিৎ ।  
 ততস্ত্ব সসৃজে ঘোরং রাক্ষসং চাত্তমস্ত্রবিৎ ।  
 ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রামশ্চোপরি রাবণঃ ॥ ২৮  
 রাবণশ্চ ধনুর্মুক্তাঃ সর্পা ভূত্বা মহাবিধাঃ ।  
 শরাঃ কাঞ্চনপুষ্পাভা রাঘবং পরিভোইপতন্ ॥ ২৯  
 তৈঃ শরৈঃ সর্পবদনৈর্বমস্তিরনলং মুখৈঃ ।  
 দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ব্যাপ্তাস্তত্র তদাভবন্ ॥ ৩০  
 রামঃ সর্পাংস্ততো দৃষ্ট্বা সমস্তাং পরিপ্তিরিতান্ ।

রাম । আমাকে সারথি করিয়া এই রথে আরোহণ করত  
 দেবরাজ ইন্দ্র স্বরূপ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ  
 আমি সারথি এই যে রথ আনিয়াছি, দেব । সেই রথে আপনি  
 আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাবণকে বধ করুন ॥ ২৩-২৪

সারথি মাতলি এই কথা বলিলে পর রাম সেই রথোত্তম  
 ইন্দ্ররথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া সমস্ত লোকসমূহকে  
 উল্লসিত করিতে করিতে সেই রথে আরোহণ করিলেন ।  
 তদনন্তর মহাত্মা শ্রীরাম ও বৃদ্ধিমান্ রাবণ এই উভয়ের মধ্যে  
 রোমাঞ্চকর ভীষণ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল । রত্নবংশধর রাম  
 রাক্ষসরাজ রাবণের আগ্নেয়াস্ত্র আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া এবং দৈব অস্ত্র  
 দৈবাস্ত্র ছাড়া নিবারণ করিতে লাগিলেন । অজ্ঞজ রাবণ তাহার  
 পর অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামের উপর ঘোর রাক্ষস অস্ত্র  
 নিক্ষেপ করিল ॥ ২৫-২৮

রাবণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণপুষ্পশোভিত বাণসমূহ  
 মহাবিধের সর্প হইয়া রামের চারিদিকে পতিত হইতে  
 লাগিল ॥ ২৯

সেই সময় এই সব সর্পযুগ বাণসমূহ তথার মুখ দিয়া অগ্নি  
 উদ্গিরণ করিতে করিতে চারিদিকে তখন ব্যাপ্ত হইয়া  
 উঠিল ॥ ৩০

সৌপর্ণমস্ত্রং তদ্ব্যোরং পুরঃ প্রাবর্তয়দ্ রণে ॥ ৩১  
 রামেণ মুক্তান্তে বাণা ভূত্বা গরুড়রূপিণাঃ ।  
 চিচ্ছিচ্ছঃ সর্পবাণাংস্তান্ সমস্তাং সর্পশত্রবঃ ॥ ৩২  
 অস্ত্রে প্রতিহতে বুদ্ধে রামেণ দশকন্ধরঃ ।  
 অভ্যবর্ষস্ততো রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৩  
 ততঃ পুনঃ শরানীকৈ রামমক্লিষ্টকারিণম্ ।  
 অর্দ্ধয়িত্বা তু ঘোরেণ মাতলিং প্রত্যাবিধ্যত ॥ ৩৪  
 পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথকেতুঞ্চ কাঞ্চনম্ ।  
 ঐন্দ্রানস্বানভ্যহনদ্রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ৩৫  
 বিষেহুর্দেবগন্ধর্ব্বাশ্চারণাঃ পিতরস্তথা ।  
 আর্তাকারং হরিং দৃষ্ট্বা ব্যথিতাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৬  
 ব্যথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ ।  
 দশাশ্চো বিংশতিভূজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ॥ ৩৭  
 দদৃশে রাবণস্তত্র মৈনাক ইব পর্ব্বতঃ ।  
 রামস্ত ভূকুটিং বদ্ধা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৩৮

রাম সেই সময় চারিদিকে সর্পশ্রেণী পরিপূর্ণ দেখিয়া ধনু-  
 হলে ভয়ঙ্কর গরুড়াস্ত্র সমুদ্রে প্রয়োগ করিলেন ॥ ৩১

রামনিক্ষিপ্ত সেই সব বাণ সর্পশত্রু গরুড়রূপ ধারণ করত  
 চারিদিকে সর্পবাণসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল ॥ ৩২

এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরাম কর্তৃক সর্পাস্ত্র প্রতিহত হইলে পর  
 দশানন রাবণ রামের উপর ভয়ঙ্কর শরবৃষ্টি করিতে  
 লাগিল ॥ ৩৩

তাহার পর রাবণ অনার্য্যাসে মহৎ কর্মকারী শ্রীরামকে পুন-  
 রায় বহু বাণে পীড়িত করিয়া এক ভয়ঙ্কর বাণে মাতলিকে  
 বিন্ধ করিল ॥ ৩৪

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণ রথাসনে বর্ণনির্ম্মিত রথের ধ্বজ হেদন  
 করত পাতিত করিয়া ইন্দ্রের অশ্বগণকে আঘাত করিল ॥ ৩৫

এই সময় শ্রীহরি রামচন্দ্রকে অত্যন্ত পীড়িত দেখিয়া দেব,  
 গন্ধর্ব্ব, চারণ ও পিতৃগণ বিষম হইলেন এবং মহাবিগ্ন ব্যথিত  
 হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৬

বিভীষণের সহিত বানরশ্রেষ্ঠগণও ব্যথিত হইল । বিংশতি-  
 বাহ দশানন রাবণ হস্তে ধনু গ্রহণ করিয়া তথার মৈনাক  
 পর্ব্বতের ভাঙ্গ দৃষ্ট হইতে লাগিল । অতদিকে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া  
 চতুঃস্তবর্ণ করত অকুটি করিয়া রাক্ষস রাবণকে বেন দহ  
 করিতে করিতে অনুরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন । ইন্দ্র ধনু

কোপং চকার সদৃশং নির্দহমিব রাক্ষসম্ ।  
 ধনুর্দাদায় দেবেশ্রদ্ধানুকারমভুতম্ ॥ ৫৯  
 গৃহীত্বা পাণিনি বাণং কালানলসমপ্রভম্ ।  
 নির্দহমিব চক্ষুর্ভ্যাং দদৃশে রিপুমন্তিকে ॥ ৬০  
 পরাক্রমং দর্শয়িতুং ভেজসা প্রজ্জলমিব ।  
 প্রচক্রমে কালরূপী সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ॥ ৬১  
 বিকৃত্য চাপং রামস্ত রাবণং প্রতিবিধ্য চ ।  
 হর্ষয়ন্ বানরানীকং কালান্তক ইবাবর্তো ॥ ৬২  
 ক্রুদ্ধং রামস্ত বদনং দৃষ্টা শত্রুং প্রধাবতঃ ।  
 ভজন্তুঃ সর্বভূতানি চচাল চ বশুন্ধরা ॥ ৬৩  
 রামং দৃষ্ট্বা মহারৌদ্ৰমুৎপাতাংশ্চ সুরাক্রপান্ ।  
 ত্রস্তানি সর্বভূতানি রাবণং চাবিশস্তয়স্ ॥ ৬৪  
 বিমানস্থাঃ সুরগণাঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ ।  
 দদৃশুঃ স্রুমহাযুদ্ধং লোকসমুত্তকোপমম্ ।  
 ঐন্দ্রমস্ত্রং সমাদায় রাবণস্ত শিরোহচ্ছিন্নং ॥ ৬৫

তার অল্পত এক ধনু রাম হস্তে গ্রহণ করত এবং দক্ষিণহস্তে  
 যুগান্তায়িতুল্য একটি বাণ গ্রহণ করিয়া সমীপে স্থিত শত্রু  
 রাবণকে দুই নয়ন দ্বারা যেন দগ্ধ করিবার জন্য তাকে  
 দেখিতে লাগিলেন । ৩৭ ৪০

কালরূপী রাম স্রী যেন ভেজে যেন প্রজ্জলিত হইতে হইতে  
 সর্বলোকের সাক্ষাতে নিজের পরাক্রম দেখাইবার জন্য পরাক্রম  
 প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । ৬১

তখন রাম স্রী ধনু আকর্ষণ করত রাবণকে প্রতিবিদ্ধ  
 করিয়া বানরসৈন্যবাহিনীকে আনন্দিত করিতে করিতে যরং  
 কালান্তকের তুল্য বিরাজ করিতে লাগিলেন । ৬২

শত্রু রাবণের দিকে ধাবিত রামের ক্রুদ্ধ মুখমণ্ডল দর্শন  
 করিয়া সমস্ত ভূত ( প্রাণি )-বৃন্দ ভীত হইল এবং পৃথিবী কম্পিত  
 হইতে লাগিল । ৬৩

ঐরাবতের মহারৌদ্ৰ অর্থাৎ সর্বসংহারক মহাভয়ঙ্কর মূর্তি  
 দেখিয়া এবং অভিশপ্ত দারুণ উৎপাতসমূহ ও সমস্ত প্রাণিগণকে  
 ভীত সন্ত্রস্ত দেখিয়া রাবণের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল । ৬৪

বিমানস্থিত দেবগণ এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ লোক-  
 সমূহের প্রলয়কর আতীবিকাদি যুদ্ধের তার রাম-রাবণের সেই  
 নিদারুণ মহাযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন । অতদিকে ঐরামচন্দ্র  
 তখন 'ঐন্দ্র' অস্ত্র গ্রহণ করত তাহা প্রয়োগ করিয়া রাবণের  
 শিরশ্ছেদ করিলেন । ৬৫

মূর্ছানো রাবণস্তাথ বহবো রুধিরোক্ষিতাঃ ।  
 গগনাং প্রপতন্তি স্ম তালাদিব ফলানি হি ॥ ৬৬  
 ন দিনং ন চ বৈ রাত্রির্ন সন্ধ্যা ন দিশোহপি বা ।  
 প্রকাশস্তে ন তদ্রূপং দৃশ্যতে ভজ সঙ্গরে ॥ ৬৭  
 ততো রামো বভূবাথ বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ ।  
 শতমেকোত্তরং ছিন্ন শিরসাং চৈকবর্চসাম্ ॥ ৬৮  
 ন চৈব রাবণঃ শাস্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়াৎ ।  
 ততঃ সর্বাত্ত্রবিদ্ বীঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ৬৯  
 অস্ত্রেণ বহুভিযুক্তশ্চিন্তয়ামাস রাঘব ।  
 যৈর্ধৈর্বাগৈর্হতা দৈত্যৈঃ মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ ॥ ৭০  
 ত এতে নিষ্ফলং যাতা রাবণস্ত নিপাতনে ।  
 ইতি চিন্তাকূলে রামে সমীপস্থো বিভীষণঃ ॥ ৭১  
 উবাচ রাঘবং বাক্যং ব্রহ্মদত্তবরো হসৌ ।  
 বিচ্ছিন্না বাহবোহপ্যস্ত বিচ্ছিন্নানি শিরাংসি চ ॥ ৭২

ভদনন্তর যেরূপ ভাল বৃক্ষ হইতে ভাল-ফলসকল পতিত  
 হয়, সেইরূপ রাম-বাণে ছিন্ন রাবণের মস্তকসমূহ ( দশ মস্তক )  
 রক্তপ্লুত হইয়া গগন হইতে পতিত হইল । ৬৬

সেই সময় দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা বা দিক্‌সমূহ কিছুই প্রকাশিত  
 হইতেছিল না । এই যুদ্ধে রাবণের মস্তকহীন রূপ অর্থাৎ  
 কবচাকৃতি কেহই দেখিতে পাইল না । কারণ, যতবার রাম  
 রাবণের মস্তক ছেদন করেন, ততবারই রাবণের মস্তক পুনরায়  
 উদ্ভিত হইতে লাগিল । ৬৭

ভদনন্তর রাম ইহা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ।  
 এইভাবে সমানভেদ্য একশত একটি মস্তক রাবণের ছিন্ন হইল,  
 কিন্তু তথাপি প্রাণনাশের ভয়ে রাবণকে শান্ত হইয়া বাইতে  
 দেখা যাইল না ( বরং যুদ্ধ করিতে সচেষ্ট থাকিতেই দেখা  
 যাইল । ) তখন কৌশল্যাদেবীর আনন্দবর্দ্ধনকারী সর্ববিধ  
 অস্ত্রবিধেযজ বীরবর ঐরাম বহু অস্ত্রসমূহে যুক্ত থাকিয়া চিন্তা  
 করিতে লাগিলেন—“যে যে বাণসমূহে মহাবল ও মহাপরাক্রম-  
 লালী দৈত্যগণ নিহত হইয়াছে, এই সেই সব বাণ রাবণকে  
 বিনাশ করিয়া ভূপাতিত করিতে নিষ্ফল হইল” এইরূপে রাম  
 যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন বিভীষণ তাঁহার নিকটে আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন । ৬৮-৭১

ভারপর তিনি রাঘবকে এই কথা বলিলেন,—এই রাবণকে  
 ব্রহ্মা বরদান করিয়াছেন । ভগবান্ যন্ত্রভূ ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

উৎপৎস্তত্তি পুনঃ শীত্ৰমিত্যাহ ভগবানজঃ ।  
 নাভিদেবেশেহমৃতং তস্মৈ কুণ্ডলাকারসংস্থিতম্ ॥ ৫৩  
 তচ্ছোষয়ানলাজ্বেণ তস্মৈ মৃত্যুস্ততো ভবেৎ ।  
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামঃ শীত্ৰপরাক্রমঃ ॥ ৫৪  
 পাবকাজ্বেণ সংযোজ্য নাভিং বিব্যাধ রক্ষসঃ ।  
 অনন্তরঞ্চ চিচ্ছেদ শিরাংসি চ মহাবলঃ ॥ ৫৫  
 বাহুনপি চ সংরকৌ রাবণস্ত রঘুন্তমঃ ।  
 ততো ঘোরাং মহাশক্তিমান্দায় দশকন্ধরঃ ॥ ৫৬  
 বিভীষণবধার্থায় চিক্বেপ ক্রোধবিহ্বলঃ ।  
 চিচ্ছেদ রাঘবো বাণৈস্তাং শিতৈর্হেমভূষিতৈঃ ॥ ৫৭  
 দশগ্রীবশিরশ্ছেদ্যাস্তদা তেজো বিনির্গতম্ ।  
 স্নানরূপো বভূবাহ চ্ছিন্নৈঃ শীর্ষৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ৫৮  
 একেন মুখ্যশিরসা বাহুভ্যাং রাবণো বভৌ ॥ ৫৯  
 রাবণস্ত পুনঃ ক্রুদ্ধা নানাস্ত্রাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ ।

“এই রাবণের বাহু (বিংশতি)-সকল ছিন্ন হইলে এবং মস্তক (দশ)-সমূহ ছিন্ন হইলে পুনরায় সত্তর বাহু ও মস্তক উৎপন্ন হইবে।” এই রাবণের নাভিদেবে কুণ্ডলাকারে অমৃত রহিয়াছে ॥ ৫২-৫৩

আপনি আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহা শোষিত করুন, তাহার পর এই রাবণের মৃত্যু হইবে। বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করত শীত্ৰপরাক্রম রাম ধনুতে আগ্নেয়স্ত্র সংযোজন করিয়া উহা নিক্ষেপ করত রাক্ষস রাবণের নাভিতে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর মহাবল স্ত্রীরাম তাহার মস্তকসকল ছেদন করিলেন ॥ ৫৪-৫৬

রঘুন্তম রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের বাহুসকলও ছেদন করিলেন। এই সময় দশানন রাবণ এক ভয়ঙ্করী মহাশক্তি গ্রহণ করত ক্রোধে বিহ্বল হইয়া বিভীষণকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিল, কিন্তু রাম স্বর্ণভূষিত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সেই মহাশক্তিকে ছেদন করিলেন ॥ ৫৬-৫৭

দশানন রাবণের মস্তকসকল ছিন্ন হইয়া বাওরার সেই সময় তাহার ডেজ নির্গত হইয়া বাইল। ভয়ঙ্কর মস্তকসমূহ ছিন্ন হওয়ার রাবণের কাতি স্নান হইয়া গেল ॥ ৫৮

এই সময় রাবণ একটিমাত্র প্রধান মস্তক ও দুইটি বাহুহারি শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫৯

রাবণ তখন পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রামের উপর নানা

বর্ষ্য রামং তং রামস্তথা বাণৈর্বর্ষ্য চ ।  
 ততো বুদ্ধমভূদ্ ঘোরাং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬০  
 অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা ।  
 বিন্শজাতং বধায়ান্ত ব্রাহ্মণ শীত্ৰং রঘুন্তম ॥ ৬১  
 বিনাশকালঃ প্রথিতো যঃ স্মরৈঃ সোহিহ বর্ততে ।  
 উত্তমাজং ন চৈতস্মৈ চ্ছেদ্যায় রাঘব ত্বয়া ॥ ৬২  
 নৈব শীর্ষি প্রভো বধ্যো বধ্য এব হি মর্ষগি ।  
 ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ ॥ ৬৩  
 জগ্রাহ স শরং দীপ্তং নিখসন্তমিবোরগম্ ।  
 যন্ত পার্শ্বে তু পবনঃ ফলে ভাস্কর-পাবকৌ ॥ ৬৪  
 শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেক্স-মন্দরৌ ।  
 পর্ব্বস্বপি চ বিন্শতা লোকপালা মহৌজসঃ ॥ ৬৫  
 জাজ্বল্যমানং বপুষা ভাতং ভাস্করবর্চসা ।  
 তমগ্রমস্ত্রং লোকানাং ভয়নাশনমভুতম্ ॥ ৬৬

অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল এবং রামও তখন রাবণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাম-রাবণের মধ্যে সেই সময় রোমাঞ্চকর, ভয়ঙ্কর ও তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৬০

তাহার পর সারথি মাতলি সেই সময় রামকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, রঘুন্তম। এই রাবণের বধের জন্য আপনি ইহার উপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন ॥ ৬১

দেবগণ যাহাকে ইহার বিনাশকাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কাল এখন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাঘব। আপনি ইহার উত্তমাজ (মস্তক) ছেদন করিবেন না ॥ ৬২

প্রভো। ইহার মস্তক ছেদন করিলেও ইহার বধ হইবে না। ইহার মর্ষে আঘাত করিলেই এই রাবণের বধ হইবে। মাতলির এই বাক্যে তখন রামের সকল বিষয়ই স্মরণ হইল ॥ ৬৩

এই সময় রাম নিখাসভ্যাগকারী অর্ধাং পর্জনকারী সর্পের ভায় ভয়ঙ্কর ও প্রদীপ্ত একটি বাণ গ্রহণ করিলেন। এই বাণের পার্শ্বে পবনদেব (বায়ু), কলার সূর্য্য ও অগ্নি এবং দেহ আকাশময়। এই বাণ গৌরবে মেক্স ও মন্দরপর্ব্বততুল্য। এই বাণের সমুদয় পর্ব্বক মহাভেজয়ী লোকপালগণ অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬৪-৬৫

তদনন্তর বলী মহাবাহু রাম দেহপ্রভার দেদীপ্যমান, সূর্য্য-কিরণসমূহ ভেজয়ী, বীর ভেজে ভায়র, লোকসমূহের ভয়নাশন

অভিমতন্ত্য ততো রামন্তঃ মহেশুঃ মহাভুজঃ ।  
 বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সম্পদে কাম্যু'কে বলৌ ॥ ৬১  
 তস্মিন্ সঙ্কীয়মানে তু রাঘবেণ শরোত্তমে ।  
 সর্বভুতানি বিজ্ঞেশ্চচাল চ বশুধরা ॥ ৬২  
 স রাবণায় সংজুহো ভূশমানস্য কাম্যু'কম্ ।  
 চিক্লেপ পরমায়ত্তত্তমন্তঃ মর্ষবাভিনম্ ॥ ৬৩  
 স বজ্র ইব দুর্ধরো বজ্রপাণিবিমর্জিতঃ ।  
 কৃতান্ত ইব ঘোরান্তো শূপতদ্ রাবণোরসি ॥ ৭০  
 স নিমগ্নো মহাঘোরঃ শরীরান্তকরঃ শরঃ ।  
 বিভেদ হৃদয়ং তূর্ণং রাবণস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৭১  
 রাবণস্তাহরণং প্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলে ।  
 স শরো রাবণং হত্বা রামতুগীরমাশিত্বং ॥ ৭২  
 তস্ত হস্তাৎ পপাতান্ত সশরং কাম্যু'কং মহৎ ।  
 গতান্ভ্র'মিবেগেন রাক্ষসেস্ত্রোহপতন্তুবি ॥ ৭৩

অভুত এবং উগ্র সেই বাণকে বেদোক্ত বিধি অনুসারে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই মহাবাণকে ধনুতে সংযোজিত করিলেন ॥ ৬১-৬৭

রাঘবকর্তৃক সেই ত্রৈলোক্য মহাবাণকে ধনুতে সংযোজিত করিলে পর সমস্ত ভূতগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং বশুধরা কম্পিতা হইলেন ॥ ৬৮

তখন রাম রাবণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনু বিশেষভাবে আকর্ষণপূর্বক আনত করিয়া পরম যত্নসহকারে সেই মর্ষবাভী ( হৃদয়বিদারক ) বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৯

বজ্রপাণি ইন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রভূষা দুর্ধর সেই বাণ করাল-বদন যমের ভায় রাবণের বক্ষে যাইয়া পতিত হইল ॥ ৭০

সেই শরীরনাশক মহাভয়ঙ্কর বাণ পতিত হইয়া বিশালদেহ রাবণের হৃদয় সত্তর বিদীর্ণ করিয়া দিল । ( এ স্থলে লোকস্ব 'মহাত্মা' পদের ব্যাখ্যা বিশালদেহ করা হইল । 'মহান্ বিশালঃ আত্মা দেহো যস্ত স মহাত্মা' । 'আত্মা যন্তে ধৃতো দেহে যভাবে পরমাত্মনী'তি কোষাৎ । ) ৭১

রামনিক্ষিপ্ত সেই বাণ রাবণের প্রাণ হরণ করিল, তারপর ধরাতে প্রবিষ্ট হইল এবং এইভাবে রাবণকে বধ করিয়া পুনরায় রামের তুগীরে আসিয়া প্রবেশ করিল ॥ ৭২

রামবাণে নিহত হইলে পর রাবণের হস্ত হইতে বাণসহ বিশাল ধনু সত্তর পতিত হইল এবং রাবণের প্রাণ নির্গত হওয়ার সেই সময় রাক্ষসরাজ মূরিতে মূরিতে বেগে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৭৩

তং দৃষ্টা পতিতং ভূমৌ হতশেষাশ্চ রাক্ষসাঃ ।  
 হতনাশা ভয়স্ততা দুঃখবুঃ সর্বতো দিশম্ ॥ ৭৪  
 দশগ্রীবস্ত নিধনং বিজয়ং রাঘবস্ত চ ।  
 ততো বিনেতুঃ সংগ্রষ্টা বানরা ক্রিতকাশিনঃ ॥ ৭৫  
 বদন্তো রামবিজয়ং রাবণস্ত চ তদ্বধম্ ।  
 অশান্তরৌক্ষে বানদং সৌমাস্ত্রিনশত্বন্দুভিঃ ॥ ৭৬  
 পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ সমস্তাদ্ রাঘবোপরি ।  
 তুষ্টুর্মুদয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ৭৭  
 অশান্তরৌক্ষে ননুতুঃ সর্বতোহঙ্গরসো মুদা ।  
 রাবণস্ত চ দেহোখং জ্যোতিরাদিত্যবৎ সুরং ॥ ৭৮  
 প্রবিবেশ রঘুশ্রেষ্ঠং দেবানাং পশ্যতাং সতাম্ ।  
 দেবা উচুরহো ভাগ্যং রাবণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৯  
 বয়ং তু সাধিকা দেবা বিক্ষোঃ কারুণ্যভাজনাঃ ।  
 ভয়তুঃখাদিভির্ব্যাগ্ভাঃ সংসারে পরিবর্তিনঃ ॥ ৮০

ভূতলে রাবণকে পতিত হইতে দেখিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ রক্ষক নিহত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ৭৪

তখন দশানন রাবণের নিধন এবং রঘুবর শ্রীরামের বিজয় দর্শন করিয়া সমস্ত বানরগণ অরোহাসিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করিল ও শ্রীরামের বিজয়গাথা এবং রাবণের বধের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে ডাহারা সিংহনাদ করিতে লাগিল । ভদনতর সেই সময় আকাশে মঙ্গলকর দেবত্বন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল ॥ ৭৫-৭৬

তখন চারিদিক হইতে শ্রীরামের উপরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । মুনি, সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সকলেই শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭

সমস্ত অঙ্গরোহণ আনন্দসহকারে স্বর্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন । এদিকে রাবণের দেহোখিত জ্যোতি সূর্যের ভায় উদ্ভাসিত হইতে হইতে সমস্ত দেবতাবৃন্দ ও সং-পুরুষগণের সাক্ষাতে রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । ইহা দেখিয়া দেবগণ বলিলেন,—অহো ! মহাত্মা রাবণের কি ভাগ্য ! ৭৮-৭৯

আমরা সত্ত্বগুণপ্রধান দেবতা হইয়া এই বিষ্ণুর করুণার পাত হইয়া রহিয়াছি ; কারণ, আমরা ভয়, দুঃখ ও শোকাগ্নিতে পরিবেষ্টিত হইয়া এই সংসারে যাতায়াত করিতে থাকি ( অভাব আমাদের নৃজিলাভ হইতেছে না । ) ৮০

অয়ং তু রাক্ষসঃ কুরো ব্রহ্মহত্যীব তামসঃ ।

পরদাররতো বিষ্ণুদেবী তাপসহিংসকঃ ॥ ৮১

পশ্যৎসু সর্বভূতেষু রামমেব প্রবিষ্টবান্ ।

এবং ক্রবৎসু দেবেষু নারদঃ প্রাহ সন্মিতঃ ॥ ৮২

শৃণুতাং সুরা যুয়ং ধর্মভদ্রবিচক্ষণাঃ ।

রাবণো রাঘবদেবাদনিশং হ্রদি ভাবয়ন্ ॥ ৮৩

ভূতৈঃ সহ সদা রামচরিত্রং ধ্যেয়ং যুতঃ ।

শ্রুত্বা রামাং অনিধনং ভয়াং সর্বত্র রাঘবম্ ॥ ৮৪

পশ্যন্নহুদিনং স্বপ্নে রামমেবাপুপশ্চতি ।

ক্রোধোহপি রাবণশ্চাপ্ত গুরুবোধাদিকোহভবৎ ॥ ৮৫

রামেণ নিহতশাস্ত্রে নিধূর্তাশেষকল্যাণঃ ।

রামসামুদ্র্যমেবাপ রাবণো মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৬

পাপিষ্ঠো বা হুরাত্মা পরধন-

পরদারেষু সক্তো যদি স্ম্যৎ,

নিত্যং স্নেহাদ্ ভয়াদ্ বা

রঘুকুলভিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ ।

কিত্ত এই রাক্ষস রাবণ কুর, ব্রহ্মহত্যাকারী, অভিশর ভ্রমোত্তপস্পন্ন, পরত্নী আসক্ত, বিষ্ণুদেবী এবং তাপসগণের হিংসাকারী; তথাপি সে আজ সকল প্রাণীর সাক্ষাতে ঈরামেই প্রবিষ্ট হইল। দেবগণ এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে নারদ ঈষৎহাস্যসহকারে বলিলেন ॥ ৮১-৮২

হে দেবগণ! ভোমরা সকলে ধর্মভদ্রে বিশেষজ্ঞ; তথাপি (আমি) এবিষয়ে (এক তথ্যপূর্ণ কথা বলিতেছি, আমার অভিমত শ্রবণ কর,—রাবণ রামের প্রতি দ্বেষবশতঃ সর্বদা তাঁহাকেই হ্রদ্রে ভাবনা করিতে করিতে ঘেবে পরিপূর্ণ হইয়া ভূতগণের সহিত সদা রামচরিত্র শ্রবণ করত রাম হইতে নিজের নিধনের ভরে সর্বত্র রামকেই দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন স্বপ্নেও সেই রামকেই দেখিতে পাইত। রামের প্রতি রাবণের ক্রোধও রাবণের নিকট গুরু উপদেশে লব্ধ জ্ঞান হইতেও সত্তর অবিকলদারক হইরাছিল ॥ ৮৩-৮৫

সেইজন্য এই জীবনের শেষ সময়েও রাম ঘরা নিহত

কবালীকিরামারণে দেখা যায়, ঈরামের বিজয়ের লভ্য মহামুনি অগস্ত্য ঈরামকে 'আদিত্য-হ্রদর' স্তোত্রপাঠ করিতে উপদেশ করেন। বাল্মীকিরামারণে উল্লিখিত আদিত্যহ্রদর স্তোত্রের বিনিয়োগও ভাসবিধি—

বিনিয়োগঃ—

অস্ত আদিত্যহ্রদঃ স্তোত্রস্তাপস্ত্য ধ্বিরনুষ্টিপ্ৰহসঃ,

ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশতজনিতানেক-

দোষৈর্বিমুক্তঃ,

সঙ্কো রামস্য বিকোঃ সুরবরবিমুতং যাতি

বৈকুণ্ঠমাভ্যম্ ॥ ৮৭

হৃদা যুদ্ধে দশায়াং

ত্রিভুবনবিসমং বামহস্তেন চাপং,

ভূমৌ বিষ্টভ্য ভিষ্ঠন্নিতরকরধৃতং

ব্রাময়ন্ বাণমেকম্ ।

আরক্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ-

সূর্য্যকোটিপ্রকাশো

বীরঃ শ্রীবন্ধুরাজদ্বিদেশপতিমুতঃ

পাতু মাং বীররামঃ\* ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১

হইয়া রাবণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত বন্ধন মুক্ত হইল এবং রামসামুদ্র্যই লাভ করিল ॥ ৮৬

পাপিষ্ঠ, হুরাত্মা, পরধনলোভী কিংবা পরত্নী আসক্ত ব্যক্তিও যদি নিত্য স্নেহবশতঃ বা ভয়বশতঃ রঘুবংশভূষণ ঈরামকে ভাবনা করিতে করিতে যত্নবরণ করে, তবে সেই ব্যক্তিও শত শত অশ্রাজিত নানাবিধ দোষ হইতে মুক্ত হইয়া এবং নির্মলচিত্ত হইয়া ভৎক্ষণাৎ রামরূপী বিষ্ণুর সুরশ্রেষ্ঠগণ প্রাশংসিত আদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করে ॥ ৮৭

যিনি যুদ্ধে ত্রিভুবনের কণ্টকরূপ দশবদন রাবণকে বধ করত বনু ভূমিতে স্পর্শ করিয়া বামহস্তে ধারণ পূর্বক দক্ষিণ হস্তে একটি বাণ ধারণ করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে অবস্থিত, যাহার নয়নপ্রান্ত আরক্ত, শরাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত, কোটি-সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান, অরলক্ষীর ঘারা যাহার শ্রীতনু স্পোষিত এবং সুরপতি ইন্দ্র যাহার স্তব করেন, সেই বীরবর ঈরাম আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৮৮

আদিত্যহ্রদরভূতো ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতা, নিরস্ত্রাশেষবিয়তরা ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধৌ সর্বত্র জয় সিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ ।

ব্রহ্মাদিত্যাসঃ

শিরসি—ও অগস্ত্যঋষয়ে নমঃ, যুদ্ধে—অনুষ্টিপ্ৰহসসে নমঃ, হ্রদি—আদিত্যহ্রদরভূতব্রহ্মদেবতায়ৈ নমঃ, তথৈ—ও বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ—ও রশ্মিমতে শক্তয়ে নমঃ, নাভৌ—ও তৎসবিতুরিত্যাং গায়ত্রীকীলকায় নমঃ ।

অজ্ঞান-করতাসো—

(আদিভ্যাহুদয়স্তোত্রের অজ্ঞান ও করতাস ভিনভাবে করা যায়। কেবল ‘ও’—এই প্রণব দ্বারা, পায়তী দ্বারা অথবা ‘রশ্মিমতে নমঃ’ এইরূপ সূর্যের ছয়টি নাম-মন্ত্রের দ্বারা অজ্ঞ-তাস ও করতাস করিতে হয়। অজ্ঞ দুইটি সহজ বলিয়া কেবল নাম মন্ত্রের দ্বারা অজ্ঞতাস ও করতাস উল্লিখিত হইল—

অজ্ঞতাস—

ও রশ্মিমতে হৃদয়ায় নমঃ, ও সমুদতে পিরসে বাহা, ও দেবাসুরনমস্কৃতায় শিখায়ৈ বযট্ নমঃ ও বিবসতে কবচার হম্, ও ভাকরায় নেত্রায়ৈ বোবট্, ও ভুবনেশ্বরায় অজ্ঞায় কট্।

করতাস—

ও রশ্মিমতে অজুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও সমুদতে তর্জনীভ্যাং নমঃ। ও দেবাসুরনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ ও বিবসতে অনামিকাভ্যাং নমঃ, ও ভাকরায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ও ভুবনেশ্বরায় ও করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

এইরূপে তাসাদি করিয়া ভগবান্ সূর্যাদেবের ধ্যান ও তাঁহাকে প্রণাম করত জ্ঞানগণের আদিভ্যাহুদয় স্তোত্র পাঠ কর্তব্য। অজ্ঞানগণ পৌরাণিক মন্ত্ররূপে কেবল এই আদিভ্যাহুদয় পাঠ করিবেন।

“ভতো বৃদ্ধপরিজ্ঞাতং সময়ে চিত্তয়া স্থিতম্।

রাবণং চাগ্রতো দৃষ্ট্বা বৃদ্ধায় সমুপস্থিতম্।

দৈবতৈশ্চ সমাগম্য ব্রহ্মমভ্যাগতো রণম্।

উপগম্যাত্ৰবীদ্ রামমগন্তো ভগবাংস্তদা।

রাম রাম মহাবাহো শূদ্ৰ গৃহ্যং সনাতনম্।

যেন সর্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িতসে।

আদিভ্যাহুদয়ং পুণ্যং সর্বলক্ষণানামনম্।

অরাবহং জগৎ নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্।

সর্বমঙ্গলমাজ্জল্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্।

চিত্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্ধনমুত্তমম্।

রশ্মিমত্তং সমুত্তমং দেবাসুরনমস্কৃতম্।

পূজয়স্ব বিবসত্তং ভাকরং ভুবনেশ্বরম্।

সর্বদেবাত্মকে হ্রেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।

এব দেবাসুরগণাক্রোধান্ পাতি গভস্তিভিঃ।

এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ কলঃ প্রজাপতিঃ।

মহেশ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হৃদ্যংপতিঃ।

পিতরো বসবো সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মনুঃ।

বাহুবলিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ।

আদিভ্যঃ সবিভা সূর্যঃ ঋগ্ পুবা গভস্তিমান্।

স্ববর্ণসদুশো ভানুহিরণ্যরেভা দিবাকরঃ।

হরিশ্রবঃ সহস্রাঙ্ঘিঃ সন্তসপ্তিমরীচিমান্।

ভিমিরোক্ষণনঃ শত্ৰুত্বকী মার্ত্তণ্ডকোহংগমান্।

হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোহহকরো রবিঃ।

অগ্নিগর্ভোহদিতেঃ পুত্রঃ শম্ভুঃ শিশিরনামনঃ।

ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্-যজুঃ-সামপারগঃ।

যনবৃষ্টিপাং মিজো বিদ্যাবীথীপ্রবক্ষমঃ।

আভপী মণ্ডলী যুত্যাঃ পিজলঃ সর্বভাপনঃ।

কবিবিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্বভবোদ্ববঃ।

নক্ষত্র-গ্রহ-ভাৱাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ।

ভেজসামপি ভেজস্বী ঋদশাশ্বান্ নমোহিস্ত তে।

নমঃ পূর্বায় পিররে পশ্চিমায়াজ্জয়ে নমঃ।

জ্যোতির্গণানাং পত্তরে দিনাধিপত্তরে নমঃ।

অরায় অরভজায় হর্যায় নমো নমঃ।

নমো নমঃ সহস্রাংশো আদিভ্যায় নমো নমঃ।

নম উগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমো নমঃ।

নমঃ পদ্মপ্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোহিস্ত তে।

ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সুরায়াদিত্যাবর্চসে।

ভাস্ত্রে সর্বভক্ষায় রৌদ্রায় ঋপুবে নমঃ।

ভমোরায় হিমোরায় শক্ররায়ামিতাশনে।

কৃত্তয়রায় দেবায় জ্যোতিষাং পত্তরে নমঃ।

তপ্তচামীকরাভয়ে হরয়ে বিশ্বকর্ষণে।

নমস্তমোহিত্মিরায় রুচয়ে লোকসাক্ষিণে।

নাশরতোষ বৈ ভূতং তমেব সৃজতি প্রভুঃ।

পায়তোষ তপতোষ বর্ষতোষ গভস্তিভিঃ।

এহু স্তপ্তেহু জাগতি ভূতেহু পরিনিষ্ঠিতঃ।

এষ বৈ চারিহোত্রক ফলকৈবাগ্নিহোত্রিণাম্।

দেবাস্চ ক্রতবশ্চৈব ক্রতুনাং ফলমেব চ।

যানি কৃত্যানি লোকেহু সর্কেহু পরমপ্রভুঃ।

এনমাপংসু কৃষ্ণেহু কাণ্ডারোহু ভরেহু চ।

কীর্তয়ন্ পুরুষঃ কশ্চিরাবসীদতি রাঘব।

পূজয়ৈবনমেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিম্।

এতৎজিগৃষিতং জপ্ত্বা বৃদ্ধেহু বিজয়িততি।

অগ্নিন্ ক্ষপে মহাবাহো রাবণং ত্বং জহিযাসি।

এবমুত্ৰা ভতোহংস্তো জগাম স যথাগতম্।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাতেজা নষ্টশোকোহভবত্তদা।

ধারয়ামাস সুপ্রীতো রাঘবঃ প্রবতাত্মবান্।

আদিভ্যং প্রেক্ষ্য জপ্ত্বাং পরং হর্ষমবাপ্তবান্।

জিরাচম্য তচিহ্নত্বা ধন্বাদায় বীৰ্য্যবান্।



রাবণং প্রেক্ষ্য হৃষ্টায়া অন্নার্থং সমুপাগমং ।

সৰ্ব্ববস্ত্ৰেন মহতা বৃত্তস্ত বধেভবং ।

অথ রবিরবদগ্নিরাক্ষ্য রামং

মুদিতমনাঃ পরমং প্রহব্যমাণঃ ।

নিশিচরপতিসংকল্পং বিদিত্ব।

সুরগণমধ্যগতো বচন্তুরেতি ।”

ইতি বায়্মীকিপ্ৰোক্ত আদিভ্যাহুদয়ন্তবঃ ।

এই অধ্যায়রামায়ণে পাওরা বার, ঐরাম সারথি মাভলির বাক্যে ‘অন্নাত্ন’ প্রয়োগ করিয়া রাবণকে বধ করেন। বায়্মীকি-  
ঐমসহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত ঐমদ্ অধ্যায়রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে উমা-মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ

সমাপ্ত ।

## দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

[ ভ্রাতৃশোকেন বিভীষণস্ত বিলাপঃ. রামপ্রেরণয়া লক্ষ্মণকর্তৃকং বিভীষণায় সাঙ্ঘনাদানম্, বিভীষণস্ত রাজ্যা-  
ভিষেকঃ, সীতাদেবী অগ্নিপরীক্ষা চ । ]

ঐমহাদেব উবাচ

রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা হনুমন্তং তথাঙ্গদম্ ।

লক্ষ্মণং কপিরাজঞ্চ জাহ্নবন্তং তথাপরান্ ॥ ১

পরিভ্রুষ্টেন মনসা সর্বানৈবাত্রবীদ বচঃ ।

ভবতাং বাহুবীৰ্য্যেণ নিহতো রাবণো ময়া ॥ ২

কীৰ্ত্তিঃ স্থাস্ততি বঃ পুণ্যা যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরো ।

কীৰ্ত্তয়িত্ত্বাস্তি ভবতাং কথাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ৩

যয়োপেতাং কলিহরাং যাস্তিস্তি পরমাং গতিম্ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

[ ভ্রাতৃশোকে বিভীষণের বিলাপ, রামের প্রেরণায় লক্ষ্মণ কর্তৃক বিভীষণকে সাঙ্ঘনাপ্রদান, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা । ]

রাক্ষসরাজ রাবণের যত্নের পর ঐরাম বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, কপিরাজ সূত্রীব, জাহ্নবান্ এবং অস্তাত্ত বীরগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অভ্যন্ত সন্তুষ্টমনে সকলকেই এই কথা বলিলেন,—তোমাদের বাহুবলের সাহায্যে আমি রাবণকে বধ করিতে পারিয়াছি । ১-২

যতদিন চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন, ততদিন তোমাদের এই পবিত্র কীৰ্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে । ত্রিলোকপাবনী তোমাদের এই কীৰ্ত্তিপাখা ত্রিলোকবাসী সকলেই কীৰ্ত্তন করিবে । ৩

রামায়ণে পাওরা বার—মহামুনি অগস্ত্যের উপদেশে ‘আদিভ্য-  
হুদয়ন্তব’ পাঠ করিয়া শক্তি লাভ করত মাভলির বাক্যে  
অন্নাত্নের অরণ হওয়ার অগস্ত্যপ্রদত্ত অন্নাত্নের দ্বারা রাবণকে  
বধ করেন। কিন্তু দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দীকেশ্বর  
পুরাণ—এই সব পুরাণের মতে ঐরামচন্দ্র দেবীপূজা করিয়া  
তীহার কৃপালাভ করত এই রাবণকে বধ করেন। এই সব  
পুরাণবাক্যেই আশ্বিন মাসে দেবীর ‘অকালবোধন’ করিয়া  
অন্যাবধি ঐঐঐঐ পূজা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

এতস্মিন্মন্ত্রে দৃষ্ট্বা রাবণং পতিতং ভূবি ॥ ৪

মন্দোদরীমুখাঃ সৰ্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো রাবণপালিতাঃ ।

পতিতা রাবণস্তাগ্রে শোচন্ত্যঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৫

বিভীষণঃ শুশোচাৰ্ত্ত শোকেন মহতাবৃতঃ ।

পতিতো রাবণস্তাগ্রে বহুধা পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৬

রামস্ত লক্ষ্মণং প্রাহ বোধয়স্ব বিভীষণম্ ।

করোতু ভ্রাতৃসংস্কারং কিং বিলম্বেন মানদ ॥ ৭

তোমাদের এই কীৰ্ত্তিপাখাদ্বারা কলিকালোচিত পাপনাশ

যতাত্ত কীৰ্ত্তন করিয়া সকলে পরমা গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ  
করিবে। এই সময়ের মধ্যে রাবণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া  
মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণপালিতা সমস্ত স্ত্রীগণ শোক করিতে  
করিতে রাবণের নিকটে ভূতলে পতিত হইয়া অভ্যন্ত বিলাপ  
করিতে লাগিল । ৪-৫

এই সময় বিভীষণও গুরুতর শোকাচ্ছন্ন হইয়া আৰ্ত্তভাৱে  
শোক করিতে লাগিলেন এবং রাবণের সম্মুখে ভূতলে পতি  
হইয়া বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন । ৬

তখন ঐরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন,—মানদ। তুমি  
বিভীষণকে বুঝাও। বিভীষণ ভ্রাতা রাবণের অতিম সংস্কার  
করক ; আর বিলম্বের প্রয়োজন কি ? ৭

দ্বিয়ো মন্দোদরীমুখ্যাঃ পতিতা বিলপন্তি চ ।  
 নিবারয়তু তাঃ সৰ্বা রাক্ষসী রাবণপ্রিয়াঃ ॥ ৮  
 এবমুক্তোহথ রামেণ লক্ষ্মণোহগাদ্ বিভীষণম্ ।  
 উবাচ যুতকোপান্তে পতিতং যুতকোপমম্ ॥ ৯  
 শোকেন মহতাবিষ্টং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ।  
 যং শোচসি হং হঃখেন কোহয়ং তব বিভীষণ ।  
 হং বাস্য কতমঃ সৃষ্টেঃ পুরেদানীমতঃ পরম্ ॥ ১০  
 যদন্তোয়ৌষপতিতাঃ সিকতা যান্তি তদ্বশাঃ ।  
 সংযুজ্যন্তে বিশ্বজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ॥ ১১

মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণপ্রিয়া রাক্ষসী স্ত্রীগণ ভূমিতে পড়িয়া  
 বিলাপ করিতেছে । বিভীষণ তাহাদের সকলকে সাহুদানাদান  
 পূর্বক নিবারণ করুক ॥ ৮

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ বিভীষণের নিকটে  
 গমন করিলেন । যুতকের পার্শ্বে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের  
 শবদেহের পার্শ্বে শবেরই স্থান নিশ্চেষ্ট বিভীষণকে বলিলেন ॥ ৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন বিভীষণকে এই কথা  
 কহিলেন,— বিভীষণ ! তুমি হঃখসহকারে বাহার জন্ত শোক  
 করিতেছ, এই রাবণ তোমার কে ? এবিষয়ে বিবেচনা করিয়া  
 দেখ যে, সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ তোমার জন্মের পূর্বে তুমি ইহার  
 কে ছিলে এবং বর্তমান সময়েই বা তুমি ইহার কে ?  
 অর্থাৎ তোমার সহিত এই রাবণের জন্মের পূর্বে বা পরে কি  
 সম্বন্ধ ছিল ? ১০

যে রূপে জলবেগে পতিত হইয়া বালুকাসিকারি সেই বেগেরই  
 বশীভূত থাকিয়া পরিচালিত হয় এবং তাহাতে কখনও পরস্পর  
 সংযুক্ত হয়, আবার পরস্পর বিযুক্তও অর্থাৎ বিচ্ছিন্নও হইয়া  
 যায়, সেইরূপ দেহবরা জীবগণ কালবশে কখনও কখনও  
 মিলিত হয়, আবার কখনও কখনও বিযুক্ত হইয়া থাকে ।  
 ( প্রকৃতপক্ষে এই মিলন ও বিরোধে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নাই,  
 অতএব একরূপ অনিরূপিত ব্যাপারে কখনও কোনও সুনির্দিষ্ট  
 অঙ্গর সম্বন্ধও থাকিতে পারে না ; সেইহেতু এ বিষয়ে শোক  
 করিবারও কিছু নাই । কারণ—“গতানুগতাসুংস্চ নানু-  
 শোচতি পতিতাঃ । ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন হং মেমে জনা-  
 বিণাঃ । ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্ব্বৈ বয়মতঃ পরম্ ॥ দেহিনোহ-  
 স্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি-  
 বীরত্বম্ ন সৃজতি ॥ স্ত্রীভগবান্ প্রিয়সখা অর্জুনকে স্ত্রীমদ-  
 ভগবদ্ বীতভার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক

যথা ধানান্ বৈ ধানী ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ১২

এবং ভূতেষু ভূতানি প্রেরিতানীশমায়য়া ।

হং চেমে বয়মন্তে চ তুল্যাঃ কালবশোন্তবাঃ ॥ ১৩

জন্ম-মৃত্যু যদা যস্মান্তদা তস্মাস্তবিশ্রুতঃ ।

ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানি ভূতৈঃ সৃজতি হন্ত্যাজঃ ॥ ১৪

আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোহপি বালবৎ ।

দেহেন দেহিনো জীবা দেহাদেহোহভিজায়তে ॥ ১৫

বীজাদেব যথা বীজং দেহাণ্য ইব শাখতঃ ।

দেহি-দেহবিভাগোহয়মবিবেককৃতঃ পুরা ॥ ১৬

পর্যন্ত যে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, এখানে লক্ষ্মণের ইচ্ছিত-  
 ও তাহাই বুঝিতে হইবে ) ॥ ১১

যে রূপে বীজসমূহ হইতে বীজসমূহ উৎপন্ন হয় ; আবার  
 কখনও কখনও বা বীজ হইতে বীজ উৎপন্ন হয় না ( বীজ হইতে  
 বীজ উৎপন্ন হইবেই, একরূপ কোন বিশেষ নিয়ম না থাকিলে  
 সব সময় বীজ হইতে বীজ হয় না, কখনও বা দেখা যায় বীজ  
 হইতে বীজ জন্মিতেছে ), সেইরূপ পরমেশ্বরের মায়াবলে  
 প্রাণিগণ প্রাণিগণের সহিত পুত্রপ্রভৃতি রূপে সংযুক্ত হয় এবং  
 বিযুক্তও হয় ; ( এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য হইল—প্রাণিগণের জন্ম-  
 জনকভাব বীজের ভাব মাত্র ; কিন্তু ইহাদের সংযোগ এবং  
 বিরোধ মাত্রিক বলিয়া নশ্বর, অতএব অপ্রভেদ ) । সেইহেতু  
 শোক করা অনুচিত । তুমি, এই দৃশ্যমান ইহারা এবং আমরা  
 সকলেই কালবশে উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়া সমান অর্থাৎ  
 কালবশে সকলেরই সংযোগ-বিরোধ হয় বলিয়া আমাদের  
 সকলেরই সংযোগ-বিরোধ একই প্রকার বুঝিতে হইবে ॥ ১২-১৩

বিধাতা যে সময়ে, বাহা হইতে বাহার জন্ম ও মৃত্যু বিধান  
 করিয়া দিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে, তাহা হইতে তাহার জন্ম ও  
 মৃত্যু হইবেই । যন্ত্রু ঈশ্বর নিরপেক্ষ হইলেও অর্থাৎ নিজের  
 কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির অপেক্ষা না থাকিলেও বালকের ভাব  
 অস্বভাব ( অস্বাধীন—স্বাধীন ) যসৃষ্ট প্রাণিগণের দ্বারা অত  
 প্রাণিগণের সৃষ্টি ও নাশ করেন । দেহের দ্বারা অর্থাৎ দেহের  
 সংযোগের দ্বারা জীবগণ দেহী বলিয়া কথিত হয় ; কারণ, দেহ  
 হইতে দেহ উৎপন্ন হয় ( সুতরাং নশ্বর দেহ হইতে নশ্বর দেহই  
 উৎপন্ন হয় বলিয়া এই দেহ অনিত্য ; কিন্তু দেহী অর্থাৎ দেহবরা  
 জীব ( জীবাশ্ম ) নিত্য ; এতদূশ দেহের সহিত দেহীর সংযোগ  
 ও বিরোধ কিয়ৎকাল সাপেক্ষ, অতএব তাহার জন্ত শোক করা  
 অনুচিত । ) ১৪-১৫

যে রূপে বীজ হইতেই বীজ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক দেহ

নানাং জন্মনাশ্চ কয়ো বুদ্ধিঃ ক্রিয়াফলম্ ।  
 জইরাভ্যাত্তকর্ম্মা যথাগেদ্যাক্রবিক্রিয়াঃ ॥ ১৭  
 ত ইমে দেহসংযোগাদাত্মনা ভাস্ত্যাসদগ্রহাৎ ॥ ১৮  
 যথা যথা তথা চাত্তদ্ ব্যায়তো সদসদগ্রহাৎ ।  
 প্রমুণ্ডস্যানহংভাবাত্তদা ভাতি ন সংসৃতিঃ ।  
 জীবিতোহপি তথা তদ্বদ্বিমুক্তস্থানহঙ্কতেঃ ॥ ১৯  
 তস্মান্মায়ামনোবর্ষ্মং জহংমমতাপ্রমম্ ।  
 রামভদ্রে ভগবতি মনো দেহাত্মনীশ্বরে ॥ ২০  
 সর্বভূতাত্মনি পরে মায়ামায়ুরূপিণি ।  
 বাহেজ্জিয়ার্থসম্বন্ধাৎ ত্যজ্জয়িত্বা মনঃ শনৈঃ ॥ ২১  
 তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিয়োজয় ।

হইতে অন্য দেহ উৎপন্ন হওয়ার যে নিয়ম, তাহা শাস্ত্রত অর্থাৎ  
 অনাদিকাল হইতে প্রচলিত । কিন্তু এই যে দেহী ও দেহের  
 বিভাগ, তাহা পুরাকাল হইতেই অজ্ঞানকলিত বলিয়া বুঝিতে  
 হইবে । ১৬

যে কাঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, সেই কাঠ যদি বিকার-  
 বশতঃ বক্র বা সরল হয়, তদনুসারে কাঠে জ্বলিত অবস্থার হিত  
 অগ্নিও বেক্রপ বক্র বা সরল বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে প্রতিভাত  
 হয়, সেইরূপ পার্থক্য, জন্ম, মৃত্যু, ক্লম, বুদ্ধি ও কর্ম্মফল—এই  
 সব আত্মার স্বর্ষ না হইলেও বুদ্ধিপ্রভৃতির স্বর্ষ বলিয়া দৃষ্টার  
 অর্থাৎ আত্মার স্বর্ষরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । ১৭

আত্মাধ্যাসিত দেহের সংযোগবশতঃ যে অসদগ্রহ—  
 অহঙ্কারাত্মক অসদ জ্ঞান বতই সমুদিত হয় অর্থাৎ দেহ প্রভৃতিকে  
 ‘আমি’ বা ‘আমার’ বলিয়া বুঝাইতে যে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়,  
 উহা হইতে এই সব পার্থক্য, জন্ম ও নাশাদি পূর্বোক্ত বুদ্ধি  
 প্রভৃতির স্বর্ষসকল আত্মা কর্তৃক প্রকাশিত হয় । ১৮

সদগ্রহ—আত্মজ্ঞান ও অসদগ্রহ—অনাত্মজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান,  
 এই উভয়ের বিবেচনা বলে বেক্রপ বেক্রপ কিংবা অন্য যে কোন-  
 রূপ চিত্তা করিতে থাকে, তাহার নিকট তাহাই প্রতিভাত হয় ।  
 বেক্রপ অহংভাবের অভাববশতঃ গাঢ় নিদ্রার অভিভূত ব্যক্তির  
 অন্তরে সেই সময় সংসার প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ জীবন্ত  
 পুরুষেরও অহঙ্কার না থাকায় জীবিত কালে তাহারও সংসার  
 জ্ঞান থাকে না । ১৯

সেইহেতু মারামর মনের স্বর্ষ যে ‘অহংতা, মমতা’—‘আমি,  
 আমার’ এই ভ্রম জ্ঞান, তাহা পরিভ্যাগ কর এবং মারাবলে  
 মনুষ্যরূপধারণকারী সর্বভূতের অন্তর্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর

দেহবুদ্ধ্যা ভবেদ্ ভ্রাতা পিতা মাতা সূহৃৎ প্রিয়ঃ । ২২  
 বিলক্ষণং যদা দেহাজ্জ্ঞানাত্মাত্মানামাত্মনা ।  
 তদা কঃ কস্ত বা বন্ধুভ্রাতা মাতা পিতা সূহৃৎ ॥ ২৩  
 মিথ্যাজ্ঞানবশাজ্জাতা দায়াগারাদয়ঃ সদা ।  
 শব্দাদয়শ্চ বিষয়া বিবিধানৈশ্চৈব সম্পদঃ ॥ ২৪  
 বলং কোশো ভূতাবর্গো রাজ্যং ভূমিঃ সূতাদয়ঃ ।  
 অজ্ঞানজ্ঞানং সর্বৈব তে ক্ষণসঙ্গমভঙ্গুরাঃ ॥ ২৫  
 অখোন্তিষ্ঠ শ্রদা রামং ভাবয়ন্ ভক্তিভাবিতম্ ।  
 অমুবর্ত্তস্ব রাজ্যাদি ভুঞ্জন্ প্রারক্কাষম ॥ ২৬  
 ভূতং ভবিষ্যদভজন্ বর্ত্তমানমখাচরন্ ।  
 বিহরস্ব যথাশ্রায়ং ভবদোষৈর্মন লিপ্যসে ॥ ২৭

এই ভগবান্ শ্রীরামভদ্রে মনোনিবেশ কর । বাহেজ্জি ও  
 তদ্বিবরণসম্বন্ধে দোষ দেখাইয়া দীর্ঘে দীর্ঘে মনকে তাহা হইতে  
 নিবৃত্ত করাইয়া আনন্দময় শ্রীরামে নিয়োজিত কর । ২০-২১ঃ

দেহে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবশতঃ ভ্রাতা, পিতা,  
 মাতা, বন্ধু ও প্রিয়—এই সব পার্থক্য মমতা বোধ হইয়া থাকে ;  
 কিন্তু যখন নিদ্রার চেতনার অর্থাৎ সঙ্গাধনবলে আত্মাকে দেহ  
 হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারা যায়,  
 তখন কে কাহার বা বন্ধু ? কে কাহার ভ্রাতা, মাতা, পিতা  
 বা সূহৃৎ ? ২২-২৩

মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃই সদা স্ত্রী, গৃহপ্রভৃতি,  
 শব্দাদি বিষয়সমূহ, বিবিধ সম্পত্তি, সৈন্য, কোশ (ঘনাগার),  
 ভূতাবর্গ রাজ্য, ভূমি এবং পুত্র প্রভৃতি এই সব পৃথক্ পৃথক্  
 সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে । কিন্তু এই সব অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন  
 হয় বলিয়া এই সবের সহিত মিলনও ভঙ্গুর বলিয়া কথিত  
 হয় । ২৪ ২৫

অতএব ভূমি গোক পরিভ্যাগ করিয়া উখিত হও এবং ভক্তি-  
 ভাবন শ্রীরামকে হৃদয়ে ভাবনা করিতে করিতে রাজ্যাদি ভোগ  
 করত নিরন্তর প্রারকের অনুবর্ত্তন কর । ২৬

অতীতে কি করিয়াছি ও ভবিষ্যতে আমার কি হইবে ?  
 এই সব ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনও বিচার না করিয়া বর্ত্তমানে  
 বাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যথাবিধি আচরণ করিতে করিতে  
 ন্যায়ানুসারে বিহার কর । ইহাতে ভূমি সংসারের দোষসমূহে  
 লিপ্ত হইবে না । ২৭

শ্রীরাম ভোমাকে আজ্ঞা করিতেছেন যে, ভূমি এখন ভ্রাতা  
 রাবণের পারলৌকিক কৃত্য অর্থাৎ বাহা প্রেতকার্য্য করণীয়,

আজ্ঞাপয়তি রামস্বাং যদ্ ভ্রাতৃঃ সাম্পরায়িকম্ ।  
তৎ কুরুষ যথাশাস্ত্রং রুদভীশ্চাপি যোষিতঃ ॥ ২৮  
নিবারয় মহাবুদ্ধে লক্ষ্যং গচ্ছন্তু মা চিরম্ ।  
শ্রদ্ধা যথাবদ্ বচনং লক্ষণশ্চ বিভীষণঃ ॥ ২৯  
ভ্যক্ত্য শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামপার্শ্বমুপাগমৎ ।  
বিমুক্ত্য বুদ্ধ্যা ধর্মজ্ঞো ধর্মার্থসহিতং বচঃ ॥ ৩০  
রামশৈবাহুবৃত্তার্থমুত্তরং পর্যাভাষত ।  
বৃশংসমনুতং কুরং ভ্যক্তধর্মব্রতং প্রভো ॥ ৩১  
নার্হোহস্মি দেব সংকল্পং পরদারান্তিমশিনম্ ।  
শ্রদ্ধা ভবচনং শ্রীতো রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২  
মরণাস্তানি বৈরাগি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্ ।  
ক্রিয়তামশ্চ সংস্কারো স্নাপ্যেয যথা তব ॥ ৩৩  
রামাজ্ঞাং শিরসা ধুয়া শীত্ৰমিব বিভীষণঃ ।  
সাস্তুবাক্যোর্মোহবুদ্ধিং রাজ্ঞীং মন্দে দরীং তদা ॥ ৩৪  
সাস্তুয়ামাস ধর্ম্যাজ্ঞা ধর্মবুদ্ধিবিভীষণঃ ।

ভাগ্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পাদন কর। যে সব রমণীগণ  
রাগের শোকে রোদন করিতেছে, ভাগ্যদিগকে তুমি নিবারণ  
কর। মহামতি বিভীষণ। আর কাল বিলম্ব না করিয়া ইহার।  
সব লক্ষ্য গমন করুক। বিভীষণ লক্ষণের এই যথোক্ত বাক্য  
শ্রবণ করত শোক ও মোহ পরিভাগ করিয়া শ্রীরামের পার্শ্বে  
উপস্থিত হইলেন। ধর্মজ্ঞ বিভীষণ নিজের বুদ্ধিবলে ‘শ্রীরামের  
পূর্বোক্ত ধর্মার্থসঙ্গত বাক্য—ভ্রাতার প্রেতকার্য সম্পাদন কর’  
ইহা মনে মনে বিশেষ পর্যালোচনা করত অর্থাৎ এই রাবণ  
শ্রীরামের শত্রু, তাহার পারলৌকিক কার্য্য করিলে শ্রীরামের  
হুং হইতে পারে—এইভাবে নানাবিধ বিবেচনা করত শ্রীরামেরই  
যথার্থ সম্মতিলাভের জন্য—ভ্রাতার হৃদয়গত অভিপ্রায় বুঝিবার  
জন্য এই উত্তর বাক্য বলিলেন,—প্রভো! এই রাবণ বৃশংস,  
মিথ্যাবাদী, কুর, ধর্মভ্যাগী, ব্রতহীন এবং পরজীর্ণামী, দেব।  
বৃত্তরাং আমি এই রাবণের অন্তিম সংস্কার করিতে পারিব না।  
শ্রীরাম তখন বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত প্রসন্ন হইয়া এই  
কথা বলিলেন ॥ ২৮-৩২

মরণকাল পর্য্যন্তই শত্রুতা থাকে; এখন রাবণের যত্ন  
হওয়ার আমাদের প্রয়োজন নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই  
শত্রুতার অবসান হইয়াছে, অতএব তুমি ইহার অন্তিম সংস্কা  
কর; কারণ, এই রাবণ বৈরাগী তোমার ভ্রাতা, সেইরূপ আমিও  
ভ্রাতা বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩

ভরয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সংস্কারার্থং স্ববাক্যবান্ ॥ ৩৫  
চিত্যাং নিবেশ্য বিধিবৎ পিতৃমেধবিধানতঃ ।  
আহিতাগ্নেৎথা কার্য্যং রাবণশ্চ বিভীষণঃ ॥ ৩৬  
তথৈব সর্বমকরোদ্ বদ্ধুভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।  
দদৌ চ পাবকং তশ্চ বিধিবৃক্তং বিভীষণঃ ॥ ৩৭  
স্নাত্বা চৈবার্জবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভাভিমিশ্রিতান্ ।  
উদকেন চ সন্মিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্ ॥ ৩৮  
প্রদায় চোদকং তস্মৈ মুখ্যং চৈনং প্রণম্য চ ।  
তাঃ স্ত্রিয়োহনুয়ামাস সাস্তুমুক্ত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯  
গম্যতামিতি তাঃ সর্বা বিধিগুণগরং তদা ।  
প্রবিষ্টান্ চ সর্বাসু রাক্ষসীষু বিভীষণঃ ॥ ৪০  
রামপার্শ্বমুপাগত্য তদাভিষ্ঠদ্ বিনীতবৎ ।  
রামোহপি সহ সৈন্তেন স্ত্রীণাং সহলক্ষণঃ ॥ ৪১  
হর্ষং লেভে রিপুন্ হতা যথা বৃজং শতক্রতুঃ ।  
মাতলিচ্চ তদা রামং পরিক্রম্যাভিনন্দ্য চ ॥ ৪২

বিভীষণ রামাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শীত্ৰই মন্দোদরীর  
নিকট গমন করত ধর্মমতি ধর্ম্যাজ্ঞা বিভীষণ মোহগ্রস্তমতি  
রাণী মন্দোদরীকে নানাবিধ সাস্তুনা বাক্য দ্বারা সাস্তুনা দান  
করিলেন। তারপর ধর্মজ্ঞ বিভীষণ ভ্রাতা রাবণের অন্তিম  
সংস্কারের জন্য নিজ বাস্তবগণকে ছুরা করিতে বলিলেন ॥ ৩৫-৩৬

বিভীষণ বদ্ধু ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পিতৃমেধ বিধান অনুসারে  
যতদেহ চিত্রায় সন্নিবেশিত করিয়া অগ্নিহোত্রে ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য  
কর্তব্য, তদনুসারেই রাবণের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।  
বিভীষণ সেই সময় তাহার যথাবিধি স্নানাদান  
করিলেন ॥ ৩৬-৩৭

তদনন্তর বিভীষণ দাহ কার্য্যশেষে স্নান করত আর্জবস্ত্রেই  
কৃশসংযুক্ত ও তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা রাবণের বিধি অনুসারে  
তপ্প করিয়া এবং তাহাকে কেবল শুষ্ক জলদান করিয়া অবনত  
মস্তকে প্রণাম পূর্বক পুনঃ পুনঃ সেই জীগণকে সাস্তুনাপূর্ণ  
বাক্যে সাস্তুনা দান করত শোকাপনোদন করিলেন ॥ ৩৮-৩৯

তারপর সেই সময় বিভীষণ ‘আপনারা গমন করুন’ এই  
কথা বলিলে পর তাহারা সকলে লক্ষানগরীতে প্রবেশ করিল।  
এইভাবে সেই রাক্ষসীগণ সকলে নগরীতে প্রবিষ্ট হইলে পর  
বিভীষণ শ্রীরামের পার্শ্বে বাইরা উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে  
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষণের সহিত শ্রীরাম ও

অমুক্তাভ্যন্তরামেণ যযৌ স্বর্গং বিহারস।।  
 ততো হৃষ্টমনা রামো লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৩  
 বিভীষণায় মে লঙ্কারাজ্যং দত্তং পুত্রৈব হি।  
 ইদানীমপি গতাং লঙ্কামধ্যে বিভীষণম্ ॥ ৪৪  
 অভিষেচয় বিপ্রৈশ্চ মন্ত্রবদ্ বিধিপূর্বকম্।  
 ইত্যুক্তো লক্ষ্মণতুর্গং জগাম সহ বানরৈঃ ॥ ৪৫  
 লঙ্কাং সুবর্ণকলগৈঃ সমুজ্জ্বলসংযুতৈঃ।  
 অভিষেকং শুভং চক্রে রাক্ষসেন্দ্রশ্চ ধীমতঃ ॥ ৪৬  
 ততঃ পৌরজ্ঞনৈঃ সার্কং নানোপায়নপানিভিঃ।  
 বিভীষণঃ সর্সোমিত্তিরুপায়নপূরস্কৃতঃ ॥ ৪৭  
 দণ্ডপ্রণামমকরোদ্ রামস্তাক্লিষ্টকর্মণঃ।  
 রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তরাজ্যং মুদাষিতঃ ॥ ৪৮  
 কৃতকৃত্যমিবাশ্রানমমম্মত সহামুজঃ।  
 শ্রুত্বীবঞ্চ সমালিঙ্গ্য রামো বাক্যমথাত্রবীৎ ॥ ৪৯

সমস্ত সূত্রী ব ইন্দ্র স্বরূপ ব্রহ্মাসুরকে বধ করিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সেইরূপ অক্রুদিগকে বধ করিয়া হর্ষলাভ করিলেন। সেই সময় ইন্দ্রসারথি মাভলি অীরামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করত অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্বক অীরামের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আকাশপথে স্বর্গে গমন করিলেন। তদনন্তর হৃষ্টচিত্ত অীরাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন। ৪০-৪৩

আমি বিভীষণকে পূর্বেই লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছি। তুমি এখন লঙ্কামধ্যে বাইয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিধি অনুসারে মন্ত্র পাঠ করাইয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর। অীরাম এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ অতি সত্বর বানরগণের সহিত লঙ্কার গমন করিলেন। তথায় বাইয়া লক্ষ্মণ সমুজ্জ্বল-পূর্ণ স্বর্ণকলসসমূহে রাক্ষসজ্যেষ্ঠ ধীমান্ বিভীষণের শুভ অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ৪৪-৪৬

তদনন্তর হস্তে নানা উপায়নধারী পুরবাসিগণ এবং সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণের সহিত বিভীষণ উপায়ন (উপচৌকন) লইয়া অনারাসে মহৎ কর্ণকারী অীরামের সম্মুখে গমন করত দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অীরাম বিভীষণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং যেন নিজেকে কৃতকার্য্য বলিয়া মনে করিলেন। তাহার পর অীরাম সূত্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৪৭-৪৯

বীর! তোমার সহায়তার আমি মহাবল রাবণকে জয়

সহায়েন ত্বয়া বীর জিতা মে রাবণো মহান।  
 বিভীষণোহপি লঙ্কারামভিষিক্তো ময়ানঘ ॥ ৫০  
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং পার্শ্বস্থং বিনয়াষিতম্।  
 বিভীষণস্তাহুমতে গচ্ছ স্বং রাবণালয়ম্ ॥ ৫১  
 জানক্যৈ সর্ব্বমাখ্যাহি রাবণস্য বধাদিকম্।  
 জানক্যাঃ প্রতিবাক্যং মে শীঘ্রমেব নিবেদয় ॥ ৫২  
 এবমাজ্ঞাপিতো ধীমান্ রামেণ পবনাস্রজঃ।  
 এবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পুজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥ ৫৩  
 এবিশ্চ রাবণগৃহং শিংশপা মূলমাত্রিতাম।  
 দদর্শ জানকীং তত্র কুশাং দীনামনিপ্লিতাম্ ॥ ৫৪  
 রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত্তাং ধায়ন্তীং রামমেব হি।  
 বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রণম্য পবনাস্রজঃ ॥ ৫৫  
 কৃতাজলিপুটো ভূত্বা প্রহো ভক্ত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।  
 তং দৃষ্ট্বা জানকী তৃক্ষীং স্থিত্বা পূর্ব্বস্থতিং যযৌ।

করিয়াছি। নিপ্পাপ বজ্রবর। এই বিভীষণকেও লঙ্কার অভিষিক্ত করিয়াছি। ৫০

তদনন্তর বিনয় সহকারে পার্শ্বে অবস্থিত হনুমান্কে বলিলেন,—‘তুমি বিভীষণের অনুমতি লইয়া রাবণ-নিবাসে গমন কর। ৫১

তথায় বাইয়া জনকনন্দিনী সীতাকে রাবণবধ প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া বল এবং সেই সব শুনিয়া জানকী তাহার উত্তরে কি বলেন, তাহা শীঘ্রই আমাকে আসিয়া নিবেদন কর। ৫২

অীরাম কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বুদ্ধিমান্ পবনন্দন হনুমান্ রাক্ষসগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। ৫৩

হনুমান্ রাবণগৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় শিংশপারূক্ষের মূল আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতা, কুশা (কোণাজী), দীনা (কাতরচিত্তা), অনিপ্লিতা জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিলেন। ৫৪

পবনন্দন হনুমান্ রাক্ষসীগণপরিবৃত্তা ও অীরামেরই দ্বায়ে নিমগ্না সীতাদেবীকে বিনয়ান্বিত হইয়া প্রণাম করত ভক্তিসহকারে হুই হস্ত অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বিনীতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জনকনন্দিনী সীতা তাঁহাকে দেখিয়া নীরব হইয়া অবস্থান করিলে তাঁহার পূর্ব্বস্থতি উদ্ভিত হইল।

জ্ঞাত্বা তং রামদূতং সা হর্ষাৎ সৌম্যমুখী ভবৎ ॥ ৫৬  
স তাত্ সৌম্যমুখীং দৃষ্ট্বা তস্তাঃ পবননন্দনঃ ।  
রামস্য ভাবিতং সর্বমাখ্যাভূমুপচক্রে ॥ ৫৭  
দেবি রামঃ সন্মুখীবো বিভীষণসহায়বান্ ।  
কুশলী বানরাণাঞ্চ সৈন্তৈশ্চ সহ লক্ষ্মণঃ ॥ ৫৮  
রাবণং সন্মুতং হত্বা সবলং সহ মন্ত্ৰিভিঃ ।  
তামাহ কুশলং রামো রাজ্যে কৃত্বা বিভীষণম্ ॥ ৫৯  
ঋত্বা তত্ৰুঃ প্রিয়ং বাক্যং হর্ষগদগদয়া গিরা ।  
কিং তে প্রিয়ং করোম্যজ্ঞান পশ্যামি জগজ্জন্ম ॥ ৬০  
সমং তে প্রিয়বাক্যস্য রত্নাশ্চাত্তরগানি চ ।  
এবমুক্তস্ত বৈদেহ্যা প্রত্যাচাচ প্রবক্ষ্যমঃ ॥ ৬১  
রত্নৌষাদ্ বিবিধাদ্ বাপি দেবরাজ্যাদ্ বিশিষ্টতে ।  
হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিরম্ ॥ ৬২

সেই হনুমানকে রামদূত বলিয়া জানিয়া সেই সীতাদেবী তখন  
হর্ষবশতঃ প্রসন্নমুখী হইলেন ॥ ৫৬-৫৮

পবনন্দন হনুমান তখন সীতাদেবীর বদন প্রসন্ন দর্শন করিয়া  
ঐহার সন্মুখে রামকথিত সমস্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ  
করিলেন ॥ ৫৭

দেবি। ঈরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সুখী, বিভীষণ এবং সমস্ত  
বানর-সৈন্তগণের সহিত কুশলে আছেন ॥ ৫৮

পুত্র, সৈন্ত ও মন্ত্রিগণের সহিত রাবণকে বধ করিয়া এবং  
বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ঈরামচন্দ্র আপনাকে  
ঐহার কুশল সংবাদ জানাইয়াছেন ॥ ৫৯

তখন সীতাদেবী স্বামীর প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষগদগদ  
যবে হনুমানকে বলিলেন,—(বৎস হনুমন্। তুমি আমাকে  
যে প্রিয় সংবাদ দিলে ইহার প্রতিদানে) আজ আমি তোমার  
কি প্রিয় করিব, তাহাশ কোনও প্রিয় আমি এই জিজ্ঞাসে  
দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৬০

রত্নসমূহ ও আভরণসকলও (ইহাই জীব জগতে সর্বাধিক  
সকলেরই প্রিয়) তোমার এই প্রিয় বাক্যের সমতুল হইতে পারে  
না। বিদেহ-রাজকন্যা সীতা এই কথা বলিলে পর হনুমান্  
প্রত্যুত্তরে বলিলেন ॥ ৬১

যাঃ। ঈরাম শত্রু রাবণকে বধ করিয়াছেন, বৃদ্ধে অল্প  
শক্তি করিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি যে বর্তমানে সুস্থির  
হইয়াছেন, ইহা দেখিতে পাইরাছি। আমার নিকট ইহা বিবিধ

তস্য তদ্বচনং ঋত্বা মৈথিলী প্রাহ মারুতিম্ ।  
সর্বৈ সৌম্যগুণাঃ সৌম্য ত্বযোব পরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ৬০  
রামং ত্রক্ষ্যামি শীঘ্রং মামাজ্ঞাপয়তু রাঘবঃ ।  
তথেষ্তি তাত্ নমস্কৃত্য যযৌ ত্রুহুং রঘুসুতম ॥ ৬১  
জানক্যা ভাবিতং সর্ব রামস্যাগ্রে শ্রবেদয়ৎ ।  
যন্নিমিত্তোহয়মারম্ভঃ কৰ্ম্মণাঞ্চ ফলোদয়ঃ ॥ ৬২  
তাত্ দেবীং শোকসন্তপ্তাং ত্রুহুমহিসি মৈথিলীম্ ।  
এবমুক্তো হনুমতা রামো জ্ঞানবতাং বরঃ ॥ ৬৩  
ময়াসীতাং পরিভ্যক্তুং জ্ঞানকীমনলে স্থিতাম্ ।  
আদাতুং মনসা ষাত্বা রামঃ প্রাহ বিভীষণম্ ॥ ৬৪  
গচ্ছ রাজন্ জনকজ্ঞানয়াশু মমাস্তিকম্ ।  
স্বাতাং বিরজবস্ত্রাঢ্যাং সর্বাত্তরগভূষিতাম্ ॥ ৬৫  
বিভীষণোহপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম সহমারুতিঃ ।  
রাক্ষসীভিঃ শুব্রহ্মাভিঃ শ্রাপয়িত্বা তু মৈথিলীম্ ॥ ৬৬

রত্নসমূহ হইতে এবং দেবরাজ্য হইতেও অধিক অর্থাৎ অভিশ্রম  
সুখ বোধ হইতেছে ॥ ৬২

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করত মিথিলা-রাজহুঁহিতা সীতা  
পবনকুমারকে বলিলেন,—সৌম্য। সমস্ত সদগুণরাশি তোমাতেই  
পর্যাবসিত হইয়াছে ॥ ৬০

এখন রঘুবংশধর রাম আমাকে আদেশ করুন, আমি সত্ত্বর  
রামকে দর্শন করিব। হনুমান্ 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া সীতাদেবীকে  
নমস্কার করত রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে দর্শন করিবার জন্ত গমন  
করিলেন ॥ ৬১

ঈরামের নিকটে আসিয়া হনুমান্ সীতাকথিত সকল বিষয়  
ঈরামের সন্মুখে নিবেদন করিলেন। তাহার পর বলিলেন—  
ঐহার জন্ত এই সব উদ্যোগ আরোজন এবং যিনি সেই সব  
কর্ম্মের ফলরূপে উদিত হইয়াছেন, সেই শোকসন্তপ্তা সীতাদেবীকে  
আপনি এখন দর্শন করুন। হনুমান্ ঈরামকে এই কথা  
বলিলে পর জানী ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঈরাম যান্নাসীতাকে  
পরিভ্যাগ করিবার জন্ত এবং অনলে স্থিতা সীতাকে গ্রহণ  
করিবার জন্ত মনে মনে চিন্তা করত রাম বিভীষণকে  
বলিলেন ॥ ৬৫-৬৭

রাজন্। তুমি যাও, জনকনন্দিনী সীতাকে দান করাইয়া,  
নির্মল বস্ত্র পরিধান করাইয়া এবং সর্ববিধ আভরণসমূহে  
বিভূষিত করাইয়া সত্ত্বর আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ৬৮

সর্বাত্তরগণসম্পন্নামারোপ্য শিবিকোত্তমে :  
 যাষ্টিকৈর্বহভিগুণ্ডাং কঙ্কুকোকীষিভিঃ শুভাম্ ॥ ৭০  
 তাং জুহুমাগতাঃ সর্বৈ বানরা জনকাস্তজাম্ ।  
 তান্ বারয়ন্তো বহবঃ সর্বতো বেক্রপাণয়ঃ ॥ ৭১  
 কোলাহলং প্রকুর্বন্তো রামপার্শ্বমুপায়বুঃ ।  
 দৃষ্ট্বা তাং শিবিকাক্রুঢ়াং দূরাদর্থং রঘুত্তমঃ ॥ ৭২  
 বিভীষণ কিমর্থং তে বানরান্ বারয়ন্তি হি ।  
 পশুন্ত বানরাঃ সর্বৈ মৈথিলীং মাতরং যথা ॥ ৭৩  
 পদচারেণ সায়াতু জানকী মম সন্নিধিম্ ।  
 ক্রুঢ়্বা তদ্ রামবচনং শিবিকাদবরুহ সা ॥ ৭৪  
 পাদচারেণ শনৈকৈরাগতাঃ রামসন্নিধিম্ ।  
 রামোহপি দৃষ্ট্বা তাং মায়াসীতাং কার্য্যার্থ-  
 নিম্নিতাম্ ॥ ৭৫

তখন বিভীষণও সেই কথা শ্রবণ করিয়া পবনকুমার হনুমানের সহিত গমন করিলেন এবং অভিশর বৃদ্ধা রাক্ষসীগণের দ্বারা সীতাদেবীকে দ্রাবন করাইয়া সর্ববিধ আভরণে বিভূষিতা করাইয়া এবং উত্তম এক শিবিকার আয়োজন করাইয়া রামের নিকট আনা হইতেছিল। তখন কঙ্কুক (বুদ্ধোপযোগী গাত্রাবরণ—জামাবিশেষ) ও উক্ষৌষ (পাগড়ী)-পরিহিত ষষ্টি (দণ্ড)-দ্বারী রক্ষকগণের দ্বারা রক্ষিতা কল্যাণময়ী সীতাকে দর্শন করিবার জন্য সমস্ত বানরগণ তথায় আসিতে লাগিল। কিন্তু হস্তে বেত্র ধারণ করিয়া রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত বহু রক্ষিণ তাহাদিগকে বারণ করিতে লাগিল। ৬৯-৭১

এইরূপে বানরগণকে নিবারণসূচক কোলাহল করিতে করিতে ঈরামের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। রঘুত্তম রাম দূর হইতে শিবিকাক্রুঢ়া সীতাকে দেখিয়া বিভীষণকে বলিলেন,— বিভীষণ। কি জন্য তোমার রক্ষিণ বানরদিগকে নিবারণ করিতেছে? সমস্ত বানরগণ মাতার তার মৈথিলীকে দর্শন করুক। ৭২-৭৩

এই জানকী পদব্রজে আমার নিকটে আগমন করুক। ঈরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া জানকীদেবী শিবিকা হইতে নামিয়া পদব্রজেই বীরে বীরে রামের সমীপে আসিলেন। ঈরামও তখন বিশেষ কার্য্য নির্বাহের জন্য নিম্নিতা সেই মায়াসীতাকে দর্শন করত রঘুনন্দন (প্রকৃত সীতার সহিত মিলিত হইবার জন্য সম্মুখে উপস্থিত মায়াসীতাকে) তাঁহাকে বহুভাবে

অবাচ্যবাদান্ বহশঃ প্রাহ তাং রঘুনন্দনঃ ।  
 অমৃগ্যমাণা সা সীতা বচনং রাঘবোদিতম্ ॥ ৭৬  
 লক্ষ্মণং প্রাহ মে শীত্রং প্রেঙ্কালয় হতাশনম্ ।  
 বিশ্বাসার্থং হি রামস্য লোকানাং প্রত্যয়ায় চ ॥ ৭৭  
 রাঘবস্য মত্তং জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণোহপি তদৈব হি ।  
 মহাকার্ত্তচেষৎ কৃঢ়্বা জ্বালয়িত্বা হতাশনম্ ॥ ৭৮  
 রামপার্শ্বমুপাগম্য তস্মৌ তুষ্টীমব্রিনন্দম্ ।  
 ততঃ সীতা পরিক্রম্য রাঘবং ভক্তিসংযুতা ॥ ৭৯  
 পশুতাং সর্বলোকানাং দেব-রাক্ষসযোষিতাম্ ॥ ৮০  
 প্রণম্য দেবতাভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী ।  
 বদ্ধাঞ্জলিপুটো চেদমুবাচাগ্নিসমীপগা ॥ ৮১  
 যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাং ।  
 তথা লোকস্ত সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥ ৮২

অবাচ্য (নিন্দনীয় ধ্বংস) কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সীতা রাম-কথিত সেই সব ধ্বংস সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন,—আমার প্রতি ঈরামের বিশ্বাসের জন্য এবং লোকসকলেরও বিশ্বাস উপাদানের জন্য সত্তর অগ্নি প্রেঙ্কালিত কর। ৭৬-৭৭

সেই সময় লক্ষ্মণও ঈরামের অভিমত জ্ঞাত হইয়া এবং বিশাল কাঠরাশি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রেঙ্কালিত করত শত্রুদমন লক্ষ্মণ ঈরামের পার্শ্বে গমন করত নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সীতাদেবী ভক্তিসহকারে রঘুংগ-ভূষণ রামকে প্রদক্ষিণ করত তৎকালীন উপস্থিত সমস্ত লোক-সকলের সাক্ষাতে এবং দেব-রক্ষীগণের সম্মুখে মিথিলাবান-কতা সীতা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম পূর্বক অগ্নির সমীপে গমন করত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন। ৭৮-৮১

যেদ্রুপ আমার হৃদয় কখনই রঘুকুলনারক রাম হইতে অপসৃত হয় না, সেইরূপ সর্বলোকের সাক্ষী—ব্রহ্মা (অর্থাৎ কে কখন কি কর্ত্ত করে, তাহা আপনি সকল জীবের অন্তর্ভাগী হইয়া অন্তরে বাস করত প্রতিনিরন্তর অবলোকন করিতেছেন) পাবক—পবিত্রকারী (এখানে পাবক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা ইহাই বুঝান হইতেছে যে, কে কিরূপ পবিত্র, তাহা আপনিই জানেন, অতএব আমি যে কিরূপ পবিত্র তাহা আপনার অগোচর নহে; স্মরণ্য আপনি আমাকে) অগ্নিদেব আপনি আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। ৮২



এবমুক্তা তদা সীতা পরিক্রমা হতাননম ।

বিবেশ জলনং দীপ্তাং নির্ভয়েণ হৃদা সতী ॥ ৮৩

দৃষ্টা ততো ভূতগণাঃ সসিদ্ধাঃ

সীতাং মহাবহ্নিগতাং ভূশার্ভাঃ ।

এই কথা বলিয়া তখন সতী সীতাদেবী অগ্নিকে পরিক্রমা করিয়া নির্ভর চিত্তে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ হইলেন । ৮৩

তখনত্তর সিদ্ধবৃন্দ সহ ভূতগণ সীতাদেবীকে সেই মহাবহ্নি-মধ্যে প্রবেশিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং

শ্রীরামসমীপে সীতাদেবীকে আনয়ন করা হইলে বান্দ্যদি-রামায়ণে শ্রীসীতাদেবীর প্রতি শ্রীরামচক্রে উক্তি—

“যং কর্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ম্মণ্যং প্রতিমার্জতা ।  
তৎ কৃত্বং রাবণং হত্বা মরুদং মানকাজিঞা ।  
নিজিতা জীবলোকস্ত তপসা ভাবিতাশ্বনা ।  
অগস্ত্যেন দূরাধর্ম্মা মুনিরা দক্ষিণেব দিক্ ।  
বিদিতশ্চাত্ত ভদ্রং তে যোহয়ং রূপপরিশ্রমঃ ।  
সূতীর্ণঃ সূহৃদাং বীৰ্য্যায় ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ ।  
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদক সর্ব্বভঃ ।  
প্রখ্যাতস্তাশ্ববংশস্ত ভক্তক পরিমার্জতা ।  
প্রাপ্তচারিএসম্বেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা ।  
দীপো নেত্রাতুরস্তেব প্রতিকূল্যসি মে দৃঢ়া ।  
ভদ্রগচ্ছ ত্বানুকানেহস্ত যথেষ্টং জনকাত্মজে ।  
এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্য্যমসি ন মে ভয়া ।  
কঃ পুমাংস্ত কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোবিতাম্ ।  
ভেজয়ী পুনরাদদ্যাং সুহৃদোভেন চেতসা ।  
রাবণাক্রপরিহ্রিষ্টাং দৃষ্টাং হৃষ্টেন চক্ষুযা ।  
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশস্বহং ।  
যদর্থং নিজিতা মে ত্বং সোহয়মাসাদিতো ময়া ।  
নাস্তি মে ত্বয়াভিষঙ্গে যথেষ্টং গম্যভ্যামিতি ।  
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃতবুদ্ধিনা ।  
লক্ষ্মণে বাধ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্ ।  
লক্ষ্মণে বাধ সূত্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে ।  
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনা ।  
নহি ত্বাং রাবণো দৃষ্টুং দিব্যরূপাং মনোরমাম্ ।  
মর্ব্বরৈত চিরং সীতে যগৃহে পর্য্যবহিতাম্ ॥”

৬।১:৫।১৩-২৪

শ্রীরামের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া সীতাদেবীর অবস্থা বর্ণন-এসঙ্গে আদিকবি বান্দ্যকি,—

পরম্পরং প্রাহরহো স সীতাং

রামঃ শ্রিয়ং স্বাং কথমভ্যাজজ্জঃ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২

পরম্পর বলিতে লাগিলেন—অগৌ । রাম সর্ব্বত্র পরমেশ্বর হইয়া যীর শক্তিরূপা লক্ষ্মী সীতাদেবীকে কেন পরিত্যাগ করিলেন । ৮৪

“ততঃ প্রিয়ার্হ্রবণা তদপ্রিয়ং প্রিয়ারূপজ্ঞাত্য চিরস্ত মানিনী ।  
মুমোচ বাস্পং ক্রদন্তী তদা ত্বং গজেন্দ্রহস্তাভিহেতব বল্লরী ॥”

৬।১:৫।২৫

শ্রীরামকে ভিরঙ্কারবাজকবাক্যে সীতাদেবীর উত্তর দান-এসঙ্গে মহর্ষি বান্দ্যকি,—

“ততো বাস্পপরিহ্রিত্বং প্রমার্জন্তী স্বমাননম্ ।  
শনৈর্গদ্গদয়া বাচা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ।  
কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোজদারুণম্ ।  
ক্লক্লং শ্রাবয়মে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ।  
ন তদ্যাম্মি মহাবাহো যথা ভ্রমবগচ্ছসি ।  
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে যেন চারিত্রেণৈব তে লপে ।  
পৃথক্জীবাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশরসে ।  
পরিত্যক্তেনাং শঙ্কাস্ত যদি তেহহং পরীক্ষিতা ।  
যদহং পাত্যসংস্পর্শং গত্যান্মি বিবশা প্রভো ।  
কামকারো ন মে ভদ্র দৈবং তত্রাপরাধাতি ।  
মদবীনস্ত যৎ ভগ্নে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে ।  
পরাবীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনৌঘরী ।  
সহ সংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেণ চ মানদ ।  
যদি তেহহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনান্মি শাস্তম্ ।  
প্রেমিত্তেন্তে মহাবীরো হনুমানবলোকতঃ ।  
লঙ্কাহাং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জিতা ।  
ন বৃথা তে শ্রমোহয়ং স্মাং সংশয়ে ত্বস্ত জীবিতম্ ।  
সুহৃদজনপরিহ্রেশো ন চারং বিকলস্তব ।  
ত্বয়া তু বৃণশাদৃশং রোষমেবানুবর্ত্ততা ।  
লঘুনেব মনুষ্যেণ জীতমেব পুরস্কৃতম্ ।  
অগদেশো মে জনকায়োংপতির্বৃণশাতলাং ।  
মম বৃত্তক বৃত্তজ বহু তে ন পুরস্কৃতম্ ।  
ন প্রমাণীকৃতঃ পাপিবীল্যো মম নিপীড়িতঃ ।  
মম শক্তিশ্চ শীলক সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্ ॥”

৬।১১৬।৪-১৬



ঐরামবাক্যে উত্তরদান করিয়া বোদনপরায়ণা  
সীতাদেবী লক্ষ্মণকে চিত্তা নির্মাণ করিতে বলিলেন,—  
“ইতি ক্রবতী রুদতী বাষ্পগদগদাম্বিনী ।  
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্ ।  
চিত্তাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনশাস্তা ভবজম্ ।  
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুয়ংসহে ।  
অগ্রোভেন ভগৈর্ভক্তা ভ্যক্তারা জনসংসদি ।  
যা কমা মে গতির্গন্তং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্ ॥”

৬।১১৬।১৭-১৯

ঐসীতাদেবী কর্তৃক আদিত্য হইয়া লক্ষ্মণ ঐরামের দিকে  
ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলে ঐরাম তাঁহাকে আকারে ইন্দ্ৰিতে  
চিত্তা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ তখন চিত্তা নির্মাণ  
করিলেন, কিন্তু ভৎকালীন ঐরামের সংহারকর রূপ দেখিয়া  
কোন কিছু বলিতে পারিলেন না,—

“নহি রামং তদা কশ্চিৎ কালান্তকবমোপমম্ ।  
অনুনেতুমথো বক্তুং জয়ং বাণ্যশকং সূক্তং ॥”

৬।১১৬।২২

তদনন্তর সীতাদেবী—

“অধোমুখং স্থিতং রামং ভক্তঃ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ।  
উপাবৰ্ত্তত বৈদেহী দীপ্যমানং হৃত্যশনম্ ।  
প্রণম্য দৈবভেদ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী ।  
বহ্ন্যঙ্কলিপুটী চেনমুবাচাগ্নিসমীপতঃ ।  
যথা মে হ্রদঃ নিত্যং নাপসর্গতি রাঘবাং ।  
তথা লোকস্ত সাক্ষী মাং সর্বভঃ পাতু পাবকঃ ।  
যথা মাং শুদ্ধচারিত্র্যং দৃষ্ট্যং জানাতি রাঘবঃ ।  
তথা লোকস্ত সাক্ষী মাং সর্বভঃ পাতু পাবকঃ ।  
কর্ষণা মনসা বাচা যথা নাভিচরাম্যাহম্ ।  
রাঘবং সর্ববর্ষজং তথা মাং পাতু পাবকঃ ।  
আদিত্যো ভগবান্ বাহুর্দিশশ্চত্বেব চ ।  
অহশ্চাপি তথা সঙ্ঘো রাজশি পৃথিবী তথা ।  
যথাত্তেহপি বিজানতি তথা চারিত্রসংবৃত্তাম্ ।  
এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী পরিক্রম্য হৃত্যশনম্ ।  
বিবেশ জলনং দীপ্তং নিঃশলকেনাভরাশ্রনা ।  
জনশ্চ সুমহাংস্তত্র বালবৃদ্ধসমাকুলঃ ।  
দদর্শ মৈথিলীং দীপ্তাং প্রবিশতীং হৃত্যশনম্ ।  
স। তপ্তনবহেমাতা তপ্তকাকনভূষণা ।  
পপাত জলনং দীপ্তং সর্বলোকস্ত সন্নিধৌ ।  
দদৃশুস্তাং বিশালাকীং পতন্তীং হব্যবাহনম্ ।  
সীতাং সর্বাণি রূপাণি রুদ্রবেদনিতাং তদা ।

দদৃশুস্তাং মহাতাণাং প্রবিশতীং হৃত্যশনম্ ।  
যথো দেব-গন্ধর্ব্বা যন্তে পূর্ণাহতীমিব ।  
প্রচুক্রুতঃ স্তিরঃ সর্বাভ্যাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে ।  
পতন্তীং সংকুতাং মর্দৈর্বসোর্ধারামিবাধরে ।  
দদৃশুস্তাং ত্রয়ো লোকা দেব-গন্ধর্ব্ব-দানবাঃ ।  
যন্তাং পতন্তীং নিরয়ে ত্রিদিবান্দেবভামিব ।  
ভস্তামগ্নিং বিশভ্যাং তু হা হেতি বিপুলঃ স্বনঃ ।  
রক্ষসাং বানরাণাঞ্চ সমুদ্ভাবুভোগমঃ ॥”

৬।১১৬।২৫-৩৬

সীতাদেবী অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলে পর ঐরামের নিকট ব্রহ্মা,  
শিব ও ইন্দ্রাদি দেবভাগণ আসিয়া ঐরামের স্বরূপ বর্ণনা  
করেন। তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐরাম বলেন,—

“ইত্যুক্তো লোকপালৈস্তৈঃ স্বামী লোকস্ত রাঘবঃ ।  
অত্রবীৎ ত্রিদশশ্রেষ্ঠান্ রামো বর্ষভূতাং বরঃ ।  
আত্মানং মানুসং যন্তে রামং দরশনাত্মজম্ ।  
সোহহং যশ্চ যন্তচ্চাহং ভগবাংস্তদ ব্রবীতু মে ।”

৬।১১৭।১০-১১

ঐরামের প্রেরণ উত্তরে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ঐরামের  
ভগবৎস্বরূপ প্রতিপাদনচ্ছলে স্তব করেন। তাহার পর সীতা-  
দেবী সহ স্তুতিমান্ অগ্নিদেব আবির্ভূত হইয়া ঐরামের নিকট  
সীতাকে সমর্পণ করেন এবং বলেন,—

“অত্রবীৎ তু তদা রামং সাক্ষী লোকস্ত পাবকঃ ।  
এবা তে রাম বৈদেহী পাণমশ্যাং ন বিদ্যতে ।  
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুযা ।  
সুব্রতা ব্রতশৌচিষ্ঠ্যং ন ভ্রামত্যচরচ্ছ্রুতা ॥” ইত্যাদি

৬।১১৮।৬-৬

অগ্নিদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐরাম বলিলেন,—

“এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমান্ কবিক্রমঃ ।  
উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠং রামো বর্ষভূতাং বরঃ ।  
অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমর্হতি ।  
দীর্ঘকালোষিতা হীরং রাবণাতঃপূরে শুভা ।  
বালিশো বভ কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ ।  
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকো জানকীমবিশোধ্য হি ।  
অনন্তহরয়াং সীতাং যচ্চিহ্নপরিরক্ষিণীম্ ।  
অহমপ্যবগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাত্মজাম্ ।  
ইমামপি বিশালাকীং রক্ষিতাং যেন ভেষসা ।  
রাবণো নাভিবর্জেত বেলামিব মহোদধিঃ ॥

প্রভাক্ষার্থং তু লোকানাং ত্রয়াণাং সত্যসংশয়ঃ ।  
 উপেক্ষে চাপি বৈদেহীং প্রবিশতীং হতাপনম্ ।  
 ন শক্তঃ সূক্তীয়া মনসাপি হি মৈথিলীম্ ।  
 প্রধর্ম্মিতুমপ্রাপ্যং দীপ্তামগ্নিবিধামিব ।  
 নৈরমর্হতি বৈরুধ্যং রাবণাত্তপুংসে সতী ।  
 অনভা হি ময়া সীতা ভাস্করস্ত প্রভা বধা ।  
 বিভ্রা জিহ্ব লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা ।  
 ন বিহাভুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাশ্রবতা বধা ।

অবশ্যক ময়া কার্য্যং সর্বেষাং বো বচোহিতম্ ।  
 স্নিহান্নাং লোকনাথানামেবম্ বদন্তাং হিতম্ ।  
 ইত্যেবমুক্ত্বা বিজয়ী মহাবলঃ  
 প্রশস্তমানঃ স্বকুন্তেন কর্ম্মণা ।  
 সমেত্য রামঃ প্রিয়য়া মহামশাঃ  
 স্মৃৎ স্মৃৎস্মাহোহনুবভূব রাঘবঃ ॥”

৬।১১৮।১১-২২

শ্রীমদ্বাহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্বাখ্যাক্ষরামায়ণে শ্রীউমামহেশ্বরসংবাদে লক্ষ্যাকাণ্ডে ষাটশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

### ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

[ রামসমীপে ইন্দ্রব্রহ্মাদিদেবানামাগমনম্, ব্রহ্মণা কৃতঃ স্তবঃ, স্মৃধাবর্ষণেন ইন্দ্রকর্তৃকং বানরেভ্যো জীবনদানম্, শ্রীরামস্ত  
 স্বদেশযাত্রা চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততঃ শক্রঃ সহস্রাক্ষো যমশ্চ বরুণস্তথা ।  
 কুবেরশ্চ মহাতেজাঃ পিনাকী বৃষবাহনঃ ॥ ১  
 ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ।  
 পিতুরো ঋষয়ঃ সাধ্যা গন্ধর্ব্বাঙ্গরসোরগাঃ ॥ ২  
 এতে চান্দ্রে বিমানাগ্রৈরাজগুর্হুত্র রাঘবঃ ।  
 অক্রবন্ পরমাত্মানং রামং প্রাঞ্জলয়শ্চ তে ॥ ৩  
 কর্ত্তা ত্বং সর্ব্বলোকানাং সাক্ষী বিজ্ঞানবিগ্রহঃ ।

বসুনাশ্চমোহসি ত্বং কুজাণাং শঙ্করো ভবান্ ॥ ৪  
 আদিকর্ত্তাসি লোকানাং ব্রহ্মা ত্বং চতুরাননঃ ।  
 অগ্নিনো জ্ঞানভূতৌ তে চক্ষুষী চন্দ্রভাবরৌ ॥ ৫  
 লোকানামাদিরস্তোহসি নিত্য একঃ সদাদিতভঃ ।  
 সদাশুদ্ধঃ সদাবুদ্ধঃ সদামুক্তোহগুণোহঘরঃ ॥ ৬  
 তন্ময়াসংবৃত্তানাং ত্বং ভাসি মানুষবিগ্রহঃ ।  
 তন্ময়াম্রতাং রাম সদা ভাসি চিদাত্মকঃ ॥ ৭  
 রাবণেন হৃতং স্থানমস্মাকং তেজসা সহ ।  
 ত্বয়াহুত নিহতো হৃষ্টে পুনঃ প্রাপ্তং পদং স্বকম্ ॥ ৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ।

[ রামের নিকট ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন, ব্রহ্মকৃত স্তব, স্মৃধাবৃষ্টি করিয়া ইন্দ্র কর্তৃক বানরগণের জীবনদান এবং শ্রীরামের স্বদেশ যাত্রা । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—তদনন্তর শ্রীরাম বখার বিরাজ করিতে-  
 ছিলেন, সেইখানে সহস্রলোচন ইন্দ্র, যম, বরুণ, মহাতেজা  
 কুবের, বৃষবাহন পিনাকী নামক ধনুর্ধারী মহাদেব, ব্রহ্মজগণের  
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এবং মুনি, সিদ্ধ ও চারণগণের সহিত পিতৃগণ,  
 ঋষিগণ, সাধাসকল, গন্ধর্ব্ববৃন্দ এবং অঙ্গরাগণের সহিত সর্পগণ  
 —ইহারা ও অন্ত্যাত্ম আরও সকলে উত্তম বিমানের সাহায্যে  
 আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে কৃতজ্ঞ হইয়া  
 পরমাত্মা শ্রীরামকে বলিলেন ॥ ১-৩

তদবন্ । আপনি সমস্ত লোকসমূহের কর্ত্তা (সৃষ্টিকর্ত্তা),  
 সাক্ষী ও বিজ্ঞানমূর্ত্তি ; আপনি বসুগণের মধ্যে অষ্টম বসু এবং  
 একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে আপনি শঙ্কর ॥ ৪

আপনি লোকসকলের আদিকর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মা । হুই  
 অগ্নীকুমার নাসত্য ও দম্র আপনার হুই নাসিকা এবং চন্দ্র  
 ও সূর্য্য ইহারা উভয়ে আপনার চক্ষু ॥ ৫

আপনি লোকসকলের আদি ও অন্ত, আপনি নিত্য, এক,  
 সদাপ্রকাশ, সদাশুদ্ধ, সদাবুদ্ধ, সদামুক্ত, নিতর্ক এবং  
 অধিতীয় ॥ ৬

রাম । বাহারা আপনার মায়ার আবৃত্ত, আপনি তাহাদেরই  
 নিকট মনুজরূপধারী অর্থাৎ মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হন ; কিন্তু  
 ইহারা আপনার নাম স্মরণ করেন অর্থাৎ ইহারা আপনার  
 নামকীর্ত্তন করিয়া নাম-মহিমায় মায়ামুক্ত হইয়াছেন, সেই সব  
 ব্যক্তিগণের নিকট আপনি চিদাত্মা অর্থাৎ চৈতন্য রূপে  
 প্রভীতমান হইয়া থাকেন ॥ ৭

রাবণ আমাদের সকলের তেজ সহ স্থান—অধিকার হরণ  
 করিয়াছিল, আপনি আজ সেই হৃষ্ট রাবণকে নিহত করায়  
 আমরা পুনরায় নিজ নিজ পদ প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৮

এবং স্তবৎশু দেবেষু ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পিতামহঃ।

অত্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা রামং সত্যপথে স্থিতম্ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

বন্দে দেবং বিষ্ণুমশেষস্থিতিহেতুং

ত্ৰ্যামধ্যাক্ষজানিভিরন্তহঁদি ভাব্যম্।

হেয়াহেয়দ্বন্দ্ববিহীনং পরমেকং

সত্তামাত্রং সর্ব্বহৃদিস্থং দৃশিরূপম্ ॥ ১০

প্রাণাপাণৌ নিশ্চয়বুদ্ধ্যা হৃদি রুদ্ধা

চ্ছিত্ত্বা সর্ব্বং সংশয়বন্ধং বিষয়োদ্বান্ !

পশ্যন্তীশং যং গতমোহা যতয়ন্তং

বন্দে রামং রত্নকিরীটং রবিতাসম্ ॥ ১১

মায়াতীতং মাধবমাত্রং জগদাদিং

মানাতীতং মোহবিকাশং মুনিবন্দ্যম্।

দেবগণ এইরূপে শ্রীরামের স্তব্য করিতে থাকিলে তখন সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা সত্যপথে অবস্থিত শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥ ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—আপনি সকলের স্থিতির কারণ দেব বিষ্ণু। অধ্যাক্ষজানিগণ আপনাকে নিয় নিজ হৃদয়ে নিরন্তর ভাবনা করেন; আপনি হেয় অর্থাৎ ত্যাগ্য ভূত্বাদি এবং অহেয় অর্থাৎ অত্যাগ্য—গ্রাহ্য সুখাদি—এই সব দ্বন্দ্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; কারণ, আপনি পর অর্থাৎ প্রকৃতির পরস্থিত পরমাত্মা ও এক—অদ্বিতীয়; অতএব আপনি সত্তামাত্র জের সর্ব্বান্তর্ধ্যামী জ্ঞানরূপ, আপনাকে আমি বন্দনা (অবনত মস্তকে প্রণাম) করি ॥ ১০

যতিগণ অর্থাৎ যোগবলে যাহারা ইন্দ্রিয়বর্গকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়াছেন (“যে নিম্নিত্তেজিরগ্রামা যতিনো যতনশ্চ তে” ॥ ইতি কোষাৎ), সেই যোগী পুরুষগণ হৃদয়মধ্যে নিশ্চলস্থিত। বুদ্ধি দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ু রোধ করত অর্থাৎ কুণ্ডকে সদা অবস্থান করত দিব্য জ্ঞানের উন্মেষে অন্তরের সমস্ত সংশয় বহন হ্রাস করিয়া এবং বিষয়বাসনাসমূহ পরিহার করিয়া মোহ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক যাহাকে হৃদয়ে তৎকালীন নিরন্তর অবলোকন করেন, আমি সেই রত্নকিরীটধারী সূর্য্য-সদৃশ রদেহ-কাণ্ডিতে সদা ভাব্যর শ্রীরামকে বন্দনা করি ॥ ১১

যিনি মায়াতীত, মাধব (মা—লক্ষ্মী, তাঁহার ধব—স্বামী), আদিপুরুষ, জগতেরও আদি, মানাতীত (পরিমাপবর্জিত), যোহনাশক, মুনিগণবন্দনীয়, যোগিদিগের চিন্তনীয়, যোগপথের

যোগিধ্যেয়ং যোগিবিধানং পরিপূর্ণং

বন্দে রামং রঞ্জিতলোকং রমণীয়ম্ ॥ ১২

ভাবাতাবপ্রত্যয়হীনং ভবমুখ্যৈ-

র্ভোগাসক্তৈরজ্জিতপাদাসুজযুগ্মম্।

নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমনস্তং প্রণবাধ্যং

বন্দে রামং বীরমশেষাশ্রদাব্যম্ ॥ ১৩

তং মে নাথো নাথিতকার্য্যাখিলকারী

মানাতীতো মাধবরূপোহখিলধারী।

ভক্ত্যা গম্যো ভাবিতরূপো ভবহারী

যোগাত্ম্যসৈর্ভাবিতচেতঃসহচারী ॥ ১৪

ত্ৰ্যমাত্রস্তং লোকভতীনাং পরমীশং

লোকানাং নো লৌকিকমানৈরধিগম্যম্।

ভক্তিশ্রদ্ধাভাবসমৌতৈর্ভজনীয়ং

বন্দে রামং স্পন্দরমঙ্গীবরনীলম্ ॥ ১৫

প্রবর্তক এবং পরিপূর্ণ, আমি সেই সেই লোকরঞ্জনকারী রমণীয় শ্রীরামকে বন্দনা করি ॥ ১২

যিনি ভাব ও অভাব—এই উভয় জ্ঞানেরই অগোচর, ভোগে অসক্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগসুখ-বঞ্চিত পিতৃদেবগণ যাহার শ্রীচরণকমলযুগল অর্চনা করেন, যিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অনন্ত এবং প্রণববাচ্য, আমি সমস্ত অসুরকুল-সংহারকারী বীরবর সেই শ্রীরামকে বন্দনা করি ॥ ১৩

আপনি আমার নাথ—রক্ষাকর্তা প্রভু, আমি যখন বাহ্য প্রার্থনা করিরাছি, আপনি আমার সেই প্রাৰ্থনানুসারে সকল কার্য্যই সম্পাদন করেন। আপনি দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদ-মুক্ত (অথবা অতিমান মুক্ত), লক্ষ্মীপতিস্বরূপ, লোকসমূহের ধারক, ভক্তিলভা, যাহার রূপ যোগিগণ হৃদয়ে সদা ভাবনা করিয়া থাকেন, (অথবা রূপান্তে জারিতে অনেনেতি রূপং জ্ঞানম্, ভাবিতং প্রাৰ্থনায়োগ্যভরা চিত্তিতং রূপং বস্য ভম্ ভাবিতরূপম্ অর্থাৎ যোগিগণ যে অর্থ জ্ঞানকে সদা হৃদয়ে ভাবনা করিয়া প্রার্থনা করেন, আপনি সেই অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ), সংসার-বহনহারী এবং যাহারা যোগাত্ম্যাসে রত, আপনি সেই সব পবিত্রচিত্ত যোগিগণের হৃদয়ে সদা বিচরণ করেন ॥ ১৪

আপনি এই পরিতৃপ্তমান লোকসমূহের আদি ও অন্ত; আপনি লোকসকলের অতীত পরমেশ্বর; সেইজন্য লৌকিক প্রমাণের দ্বারা আপনাকে বুঝা যায় না। ভক্তিমান্, শ্রদ্ধাবান্ এবং সদ্ভাবাপন্ন মহাপুরুষগণের আপনি ভজনীয় অর্থাৎ সেব্য। নীল-পদ্মসদৃশ নীল বর্ণ বলিয়া যিনি সুন্দর, আমি সেই শ্রীরামকে বন্দনা করি ॥ ১৫

কো বা জাতুং কামতিমানং গভমানং

মানাসন্তো মাধব শন্তো মূনিমাত্মম্ ।

বৃন্দারণ্যে বলিতবৃন্দারকবৃন্দং

বন্দে রামং ভবমুখবন্দ্যং মুখকন্দম্ ॥১৬

নানাশাস্ত্রৈর্বেদকদম্বৈঃ প্রতিপাত্তং

নিভ্যানন্দং নির্বিষয়জ্ঞানমনাদিম্ ।

সংসেবার্থং মানুযভাবং প্রতিপন্নং

বন্দে রামং মরুতভবর্ণং মথুরেশম্ ॥১৭

ত্র্যম্বকো যঃ পঠীতীং স্তবনাত্তং

ব্রাহ্মং ব্রহ্মজ্ঞানবিধানং ভুবি মর্ত্যং ।

রামং শ্যামং কামিতকামপ্রদমীশং

ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা পাভকজ্ঞানৈর্বিগতঃ স্ত্রাং ॥ ১৮

হে মাধব । আপনি অতিমান অর্থাৎ ইঞ্জিয়বর্ণের অগোচর গভমান অর্থাৎ ইঞ্জিয়শূন্য (অথবা পরিচ্ছেদশূন্য), সুতরাং ইঞ্জিয়াসক্ত কোন্ ব্যক্তি আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে? আপনি মূনিগণের মাননীয়, আপনি বৃন্দাবনে অীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণকে বন্দনা করিয়াছেন, আমি সেই শিবপ্রমুখ দেবগণের বন্দনীর সুখের মূলরূপ অীরামকে বন্দনা করি ॥ ১৬

যিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রসমূহ ও বেদসমূহের প্রতিপাদ, নিভ্যানন্দ, বিবর-জ্ঞানবলিত (অথবা নির্বিকল্পক জ্ঞানবিশেষ) অনাদি, সংপূরকগণের পরিপালনের জন্ত আমার প্রার্থনার এই মন্বাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি সেই মরুতভক্ত্যা দেহলাবণ্যযুক্ত মথুরাপতি অীরামকে বন্দনা করি । (যাঁহার চারিটি বদন না থাকিলেও সাক্ষাৎ চতুর্ভবন ব্রহ্মার ভার নব নব সৃষ্টি করিতে সমর্থ, চতুর্ভাষ রূপে অীহরি জগতে বিখ্যাত বটে, কিন্তু যিনি সেই অীহরিরই ভার মহামহিমশালী দিবাহ অন্ত এক অীহরি বলিয়া বর্ণ, মন্ত ও পাভাল—সর্বত্র প্রথিত এবং জগদগুরু শঙ্কর জিলাচন বলিয়া বিশ্ববিজ্ঞত; কারণ, তাঁহার ললাটে একটি নয়ন (জানচক্ষু) আছে; কিন্তু যাঁহার ভালে অর্থাৎ ললাটে নয়ন না থাকিলেও জিলাচন শঙ্কু অর্থাৎ মঙ্গলনিধান মহাদেব-সদৃশ জ্ঞানকোষ জগদগুরুরূপে ভূঃ প্রভৃতি উর্জ্জ্বল সপ্তলোক এবং অভূতাদি অধস্তন সপ্তলোকে যিনি সমহিমার বিকসর, সেই বদরিকাশ্রমবাসী ভগবান্ বেদব্যাস অীকৃষ্ণলীলাবর্ণনামূলক মহাভারত, নানা পুরাণ-উপপুরাণ, হরিবংশ এবং অীমদ্ব্যাপবত-ঐদেবীভাগবতাদি প্রণয়ন করিয়াছেন । অীকৃষ্ণই তাঁহার হৃদয় অবিকার করিয়া রাখিয়াছেন, তাই এই অব্যাক্ষপাত্ত অব্যাক্ষ-

শ্রদ্ধা স্ততিং লোকগুরোর্বিতাবস্তুঃ

স্বাক্ষে সমাদায় বিদেহপুত্রিকাম্ ।

বিভ্রাজমানাং বিমলারূপদ্ব্যতিং

রক্তাহারাং দিব্যবিতুষণাধিতাম্ ॥ ১৯

প্রবাচ সাক্ষী জগতাং রঘুপুত্রং

প্রপন্নসর্ববাস্তিহরং হতাশনঃ ।

গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ জ্ঞানকীং

পুরা ত্বয়া মম্যবরোপিতাং বনে ॥ ২০

বিধায় মায়াজনকাত্মজাং হরে

দশাননপ্রাণবিনাশনায় চ ।

হতো দশাস্যঃ সহ পুত্র-বান্ধবৈ-

নিরাকৃতোহনেন ভরো ভূবঃ প্রভো ॥২১

রামায়ণে অীরামচরিত বর্ণনা করিতে বাইরাও নিজের ইষ্ট-দেবের কথা মধো মধো উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন আদিকাণ্ডে বানরগণকে নবনীত দান প্রভৃতি এবং এস্থলে ১৬ স্লোকে ও ১৭ স্লোকে সেই অীকৃষ্ণকথাই বলিয়াছেন, সুতরাং অীরামকে মথুরাপতি ও বৃন্দাবনবিহারী ইত্যাদি বলিয়া হস্তর ব্যবধান এবং অসঙ্গতি সত্ত্বেও বেদান্তদর্শনপ্রণেতা ও বেদবিভাগকর্তা ভগবান্ বেদব্যাসের ইহা এক অভিনব ইষ্টলীলাচিত্তপ্রণালীর নিক্রম নিদর্শন । ) ॥ ১৭

এই ভূতলে যে মানুয প্রার্থী ব্যক্তিগণের প্রার্থনা পূরণকারী ঈশ্বর আনন্দমুন্দর অীরামকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে শ্রদ্ধা-সহকারে ব্রহ্মকৃত, অন্তঃপ্রসাদ—সর্বোত্তম এবং ব্রহ্মজ্ঞানজনক স্তব পাঠ করে, সেই মানুয সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৮

লোকতরু ব্রহ্মার এই স্তব শ্রবণ করিয়া অগংসাক্ষী বিভাবসু অর্থাৎ অগ্নিদেব রক্তবস্ত্রপরিহিতা, দিব্য ভূষণসমূহে বিভূষিতা, নির্মল সূর্যাসদৃশ স্বীয় দেহ লাভগ্যাজটার উদ্ভাসিতা এবং দেদীপ্যমানা বৈদেহী সীতাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শরণাগত ভক্তগণের সর্ববিধ আভিনাশক রঘুবংশভূষণ অীরামকে বলিলেন,—হে হরে! হে রঘুনাথ! পূর্বে দশানন রাবণের প্রাণনাশের জন্ত মায়াসীতা নির্মাণ করিয়া বনমধ্যে যাঁহাকে আপনি আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সেই জনকনন্দিনী সীতাকে আপনি গ্রহণ করুন। প্রভো! পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত দশানন রাবণকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন, ইহাতে পৃথিবীর ভার অপনোদিত হইয়াছে ॥ ১৯-২১

বিরোধিতা সা প্রতিবিকল্পিণী

কৃত্য যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা ।

ভতোহভিস্কৃষ্টাং পরিগৃহ্য জানকীং

রামঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিপূজ্য পাবকম্ ॥

শ্বাস্ত্রে সমাবেশ্য সদানপায়িনীং

শ্রিয়ং ত্রিলোকীজননীং শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ২২

দৃষ্টাথ রামং জনকাত্মজাযুতং

শ্রিয়া ক্ষুরস্তং সুরনাথকোমুদা ।

ভক্ত্যা গিরা গদগদয়া সমেতা

কৃত্যঞ্জলিঃ স্তোতুমথোপচক্রমে ॥ ২৩

ইন্দ্র উবাচ ।

ভজ্যেহং সদা রামমিল্লীবরাভঃ

ভবারণাদাবানলাভাভিধানম্ ।

যেজন আপনি যারা সীতার স্মৃতি করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সৰ্ব্বতোভাবে সংসাধিত হওয়ার সেই প্রতিবিকল্পিণী সীতাদেবী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন । তখনই ঐরাম অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া অগ্নিদেবকে সমাদরসহকারে অর্চনা করত জনকনন্দিনী সীতাকে গ্রহণ করিলেন । লক্ষ্মীপতি ঐরাম সদা অক্ষয়রূপা (অথবা নিত্যসহচরী) ত্রিভুবনজননী লক্ষ্মীদেবীকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপিত করিলেন । তখন সুরপতি ইন্দ্র জনকনন্দিনী সীতাদেবীর সহিত মিলিত হইয়া অপূৰ্ব্ব শোভায় সুশোভিত ঐরামকে দর্শন করিয়া আনন্দসহকারে সম্মুখে গমন করত কৃত্যঞ্জলি হইয়া ভক্তিগদগদ বাক্যে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ২২ ২৩

ইন্দ্র বলিলেন,—ঐহার ‘নাম’ অর্থাৎ ‘রাম নাম’ সংসাররূপ বনকে ভস্মীভূত করিতে দাবানল—বহ্নিরূপ, ভবগচ্ছী দুর্গা নিজ হৃদয়ে ঐহার আনন্দময়রূপ অর্থাৎ ‘রামমূর্তি’ ভাবনা করেন, শিবাদি দেবগণ ঐহার শরণাগত হইয়াছেন (এবং সদা ঐহার ভূতাবৎ সেবা করেন) এবং ভবের (সংসারের) অভাবের (নাশের) কারণ অর্থাৎ যিনি সংসারপাশ হইতে মুক্তিদান করেন, আমি সেই ইন্দ্রবীর (নীলপদ্ম)—তুল্য কাতিমান্ ঐরামকে সদা ভজনা করি । ২৪

যিনি দেবগণের দুঃখরাশি নাশ করিবার একমাত্র কারণ, যিনি স্বীয় মারাবলে নরাকার দেহ অর্থাৎ এই মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু স্বরূপতঃ যিনি পূজনীয় নিরাকার পরমেশ্বর ও পরমানন্দময়, আমি সেই ভূতারহারী জগদীশ্বর ঐহরি রামকে

ভবানীজ্ঞদা ভাবিতানন্দরূপং

ভবাতাবহেভূং ভবাদিপ্রণয়ম্ ॥ ২৪

সুরানীকচ্ছঃখৌঘনানৈকহেভূং

নরাকারদেহং নিরাকারমীড্যম্ ।

পরেশং পরানন্দরূপং বরেণ্যং

হরিং রামমীশং ভজ্যে ভারনাশম্ ॥ ২৫

প্রপন্নাখিলানন্দদোহং প্রপন্নং

প্রপন্নাভিনিঃশেষনাশাভিধানম্ ।

ভপোযোগযোগীশভাবাভিভাব্যং

কপীশাদিমিত্রং ভজ্যে রামমিত্রম্ ॥ ২৬

সদা ভোগভাজ্যং সূদূরে বিভাস্তম্

সদা যোগভাজ্যমদূরে বিভাস্তম্ ।

চিদিানন্দকন্দং সদা রাঘবেশং

বিদেহাত্মজানন্দরূপং প্রপত্তে ॥ ২৭

ভজনা করি অর্থাৎ ভূতাবৎ ভজনপরাগ হইয়া সদা ভাহার সেবা করি । ২৫

শরণাগত ভক্তগণকে যিনি সর্বপ্রকার আনন্দ দান করেন, যিনি স্বয়ং প্রপন্ন অর্থাৎ ভক্তাধীন, ঐহার নাম (রামনাম) শরণাগত ভক্তগণের ক্রেশরাশি সম্পূর্ণরূপে নশাৎ করিয়া দেন, ভগবী ব্যক্তিগণ ভগবতী ষারা এবং বোগীজগণ যোগের ষারা ঐহার ভাবনা করেন, আমি সেই বানররাজ সূত্রীবাতির মিত্র রামরূপী মিত্রকে অর্থাৎ জগদ্বন্ধুকে ভজনা করি (অথবা এখানে মিত্রশব্দে সূর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া প্রাণজগৎকে পুলকিত করেন, সেইরূপ যিনি শাপরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া হৃদয়ে সূর্য্যবৎ জ্ঞানালোক প্রদান করেন, আমি সেই ঐরামরূপী সূর্য্যকে ভজনা করি) । ২৬

যাহারা সদা বিষয়ভোগপরায়ণ, তাহাদের নিকট হইতে যিনি দূরে বিরাজমান থাকেন (যদিও পরমেশ্বর সর্বদা সর্ব-জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তথাপি অজ্ঞানভাবশতঃ জীব তাঁহার অধিষ্ঠান জানিতে সমর্থ হয় না), কিন্তু ঐহার বোগী (যোগানুষ্ঠানযারা ভগবদারাধনার রত), তাঁহাদিগের অদূরে অর্থাৎ অন্তরে অন্তঃবসেত হইয়া বিরাজ করেন, যিনি চিদিানন্দের মূল এবং রঘুবংশধরগণের ইন্দ্র (রঘুবংশে আবির্ভূত হওয়ার যিনি সেই বংশগণের নিয়ামক), আমি সেই বিদেহরাজকর্তা সীতাদেবীর আনন্দরূপ ঐরামের সর্বদা শরণাগত হইয়া রহিলাম । ২৭

মহাযোগমায়াবিশেষাহুযুক্তো

বিভাসীশ লীলানরাকারবৃত্তিঃ ।

সদানন্দলীলাকথাপূর্ণকর্ণাঃ

সদানন্দরূপা ভবন্তীহ লোকে ॥ ২৮

অহং মানপানাভিমত্তপ্রমত্তো

ন বেদাখিলেশাভিমানাভিমানঃ ।

ইদানীং ভবংপাদপদ্মপ্রসাদাং

ত্রিলোকাধিপত্য্যভিমানো বিনষ্টঃ ॥ ২৯

ক্ষুরদ্রুতকেশুরহারাভিরামং

ধরাভারভূতাস্থরানীকদাবম্ ।

শরচ্চন্দ্রবক্ষুং লসংপদ্বনেত্রং

দুরাবারপারং ভজে রাঘবেশম্ ॥ ৩০

হে পরমেশ্বর । আপনি এখন এই মহাযোগমায়ী সীতাদেবীর ধারা বিশেষভাবে সংযুক্ত হইয়া অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছেন । আপনি লীলা করিবার জন্য বর্তমানে মর্ত্যলোকে এই নরকৃতিতে অর্থাৎ রামরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন । যাহারা আপনার এই লীলাকথাপূর্ণ রামচরিত্ত কর্তৃক পূর্ণ করিয়া শ্রবণ করেন, সেই সব ব্যক্তিগণও এই ধরাভালে 'সদানন্দময়' হইয়া যান । (এই স্লোকের নিয়রূপ ব্যাখ্যাও করা যায়—হে পরমেশ্বর । আপনি যোগমায়ার সত্যাদি গুণসমূহে যুক্ত হইয়া এই ধরাধামে লীলাচ্ছলে মনুষ্যাকার ধারণ করত বিরাজ করিতেছেন । এই মর্ত্যলোকে মর্ত্যগণ আপনার সেই আনন্দময় লীলাকথাপূর্ণ রামচরিত্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও আনন্দময় হইয়া যান ) ॥ ২৮

আমি যান অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ মন্যমান করিয়া মত্ত ও প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি ( অথবা অহঙ্কারে মত্ত এবং সুরাপান করিয়া প্রমত্ত হইয়াছি । ), সেইহেতু অত অধিলপতির ন্যায় অভিমানে অভিমানিত হইয়া আমি আপনাকে জানিতে পারি নাই । কিন্তু এখন আপনার ঐশাদপদ্মের প্রসাদে ( করুণায় ) আমার সেই ত্রিলোকাধিপত্যের অভিমান অপসারিত হইয়া গিয়াছে ॥ ২৯

যিনি অতি দীপ্তিবিশিষ্ট রত্নময় কেশুর ও হারাদি আভরণসমূহে পরমরমণীয় হইয়া উঠিয়াছেন, যিনি ধরিজীর ভারম্বরূপ অনুরণরূপ বনের দলনকারী দাবাগ্রিভূলা অর্থাৎ অনুরনিবনকারী যাহার বদন শারদচন্দ্রের ন্যায় পরমসুন্দর, যাহার নয়নমূল পদ্মের সদৃশ কমলীয় এবং যিনি দুর্লভ আনন্দমহাপারাবার, আমি সেই রত্নকলনারক ঈরামের ভজন্য করি ॥ ৩০

সুরাধীশনীলাভনীলাকান্তিঃ

বিরোধাদিরক্ষোবধাল্লোকশান্তিম্ ।

কিরীটাদিশোভং পুরারাত্তিলাভং

ভজে রামচন্দ্রং রঘুণামধীশম্ ॥ ৩১

লসচ্চন্দ্রকোটিপ্রকাশাদিগীঠে

সমাসীনমস্তে সমাধায় সীতাম্ ।

ক্ষুরেন্দ্রমবর্ণাং তড়িৎপুঞ্জভাসং

ভজে রামচন্দ্রং নিবৃত্তান্তিতন্ত্রম্ ॥ ৩২

ভক্তঃ প্রোবাচ ভগবান্ ভবাচ্চা সহিতো ভবঃ ।

রামং কমলপত্রাক্ষং বিমানস্থো নভস্থলে ॥ ৩৩

আগমিষ্ঠ্যাম্যবোধ্যায়াম্ তদুইং হাং রাজ্যসংকৃতম্ ।

ইদানীং পশ্য পিতরমশ্চ দেহশ্চ রাঘব ॥ ৩৪

ভতোহপশ্যদ বিমানস্থং রামং দশরথং পুরঃ ।

ননাম শিরসা পাদৌ মুদা ভক্ত্যা সহানুজঃ ॥ ৩৫

যিনি ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ নীলবর্ণ এবং মেঘের ন্যায় নীলাকান্তিমান, যিনি বিরোধপ্রভৃতি রাক্ষসগণকে বধ করিয়া এই ভুলোকে সর্বত্র শান্তি স্থাপন করিয়াছেন, কিরীটাদি আভরণসমূহে যিনি সুশোভিত এবং পুরারি অর্থাৎ ত্রিপুরারি শিবের নিধির ন্যায় পরমলাভম্বরূপ ( অথবা পুরারি পুরন্দর ইন্দ্র, তাঁহার পরম লাভরূপী ), আমি সেই রত্নকুলের অধিপতি ঈরামচন্দ্রের ভজন্য করি ॥ ৩১

যিনি বিদ্যাদ্বর্ণা ও অত্যাঙ্কল হেমভূলা কান্তিমতী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া কোটিচন্দ্রের প্রভার ন্যায় অতীব ভাষর আদিগীঠে অর্থাৎ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই হৃৎকেশ ও আলস্তমূন্য ( অথবা যিনি নিখিল হৃৎকেশি ও আলস্তকে সর্বথা নিবারিত করেন ) ঈরামচন্দ্রকে ভজন্য করি ॥ ৩২

ভদনন্ডর গগনভলে বিমানে আরোহণ করত উমাদেবীর সহিত ভগবান্ শঙ্কর কমললোচন ঈরামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩

হে রাঘব । তুমি অবোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইলে পর আমি অবোধ্যার ভোমাকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব । এখন তোমার এই রাম-দেহের জনক দশরথকে তুমি দর্শন কর ॥ ৩৪

তাঁহার পর ঈরাম সম্মুখে বিমানে অবস্থিত দশরথকে দর্শন করিলেন । অনন্ডর অনুল লক্ষ্যের সহিত ঈরামচন্দ্র আনন্দ

আলিঙ্গ্য মুখ্যবজ্রায় রামং দশরথোহব্রবীৎ ।  
 তারিতোহস্মি ত্বয়া বৎস সংসারাদ্ধ্বংসাগরাৎ ॥৩৬  
 ইত্যাক্ত্য পুনরালিঙ্গ্য যযৌ রামেণ পূজিতঃ ।  
 রামোহপি দেবরাজং তং দৃষ্টা প্রাহ কৃতাজলিঃ ॥৩৭  
 মৎকৃতে নিহতান্ সন্ধ্যা বানরান্ পতিতান্ ভুবি ।  
 জীবয়ান্তু সুধাবৃষ্ট্যা সহস্রাক্ষ মমাজয়া ॥ ৩৮  
 তথেষ্যমৃতবৃষ্ট্যা তান্ জীবয়ামাস বানরান্ ।  
 যে যে মৃত্যু মৃগে পূর্বং তে তে স্তুতোখিতা ইব ।  
 পূর্ববদ বলিনো স্রষ্টা রামপার্শ্বমুণায়মুঃ ॥ ৩৯  
 নোখিতা রাক্ষসান্তত্র পীষুষ্পর্শনাদপি ।  
 বিভীষণস্ত সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাব্রবীদ্ বচঃ ॥৪০  
 দেব মামনুগুহুত্ব ময়ি ভক্তির্বিদা তব ।  
 মঙ্গলস্নানমগ্ন ত্বং কুরু সীতাসমম্বিতঃ ॥ ৪১

সহকারে তাঁহার দুই চরণে ভক্তিভরে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৫

তখন দশরথ ঈরামকে আলিঙ্গন করত তাঁহার মস্তক আশ্রয় পূর্বক বলিলেন,—বৎস। আমি তোমা দ্বারা ধ্বংসাগর এই সংসার হইতে তারিত হইরাছি ॥ ৩৬

এই কথা বলিয়া পুনরায় আলিঙ্গন পূর্বক রাম কর্তৃক পূজিত হইয়া গমন করিলেন। তাহারপর ঈরামচক্রও সেই দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া কৃতাজলি হইয়া বলিলেন ॥ ৩৭

সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। হৃদে আমার অস্ত নিহত হইয়া ভূতলে পতিত বানরগণকে তুমি আমার আদেশে সুধাবৃষ্টি করিয়া সত্তর জীবিত কর ॥ ৩৮

তখন দেবরাজ ইন্দ্র ‘সুধাস্ত’ বলিয়া অমৃতবৃষ্টি দ্বারা সেই সব নিহত বানরগণকে জীবিত করিয়া দিলেন। তাহার পূর্বে সেই হৃদে নিহত হইরাছিল, তাহার সকলেই নিহ্না হইতে আগিয়া উখিত হওয়ার ভায় উখিত হইল এবং পূর্ববৎ বলশালী হইয়া দ্রুতিতে ঈরামের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৯

কিন্তু তখন যে সমস্ত রাক্ষস নিহত হইয়া পতিত ছিল, তাহার অমৃত স্পর্শ পাইয়াও উখিত হইল না। এই সময় বিভীষণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঈরামকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪০

দেব। যদি আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার কৃপা করুন। আপনি সীতাদেবীর হিত আজ মঙ্গল-স্নান করুন ॥ ৪১

অলঙ্কৃত্য সহ ভ্রাতৃা ধো গমিষ্ঠ্যামহে বয়ম্ ।  
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যাচাচ রঘুভূতমঃ ।  
 সূকুমারোহতিভক্তো মে ভরতো মামপেক্ষতে ॥ ৪২  
 জটাবকলধারী স শব্দব্রহ্মসমাহিতঃ ।  
 কথং তেন বিনা স্নানমলঙ্কারাদিকং মম ॥ ৪৩  
 অতঃ সূগ্রীবমুখ্যাংস্বং পূজয়ান্তু বিশেষতঃ ।  
 পূজিতেষু কপীশ্রেষু পূজিতোহহং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪  
 ইত্যাক্তো রাঘবেণান্ত স্বর্ণরত্নাস্বরাণি চ ।  
 বর্ষ্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠো যথাকামং যথাকুচি ॥ ৪৫  
 ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্টা রামো রত্নৈশ্চ যুগপান্ ।  
 অভিনন্দ্য যথাস্থায়ং বিসমর্জ্য হরীশ্চরান্ ॥ ৪৬  
 বিভীষণসমানীতং পুষ্পকং সূর্য্যবর্জসম্ ।  
 আরুরোহ ততো রামস্তদ্বিমানমনুভূতম্ ॥ ৪৭

তাঁহার পর নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আগামী কাল ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আমরা অবাধ্যায় গমন করিব। বিভীষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রঘুভূতম রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমার পরম ভক্ত সূকুমার ভরত আমার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে ॥ ৪২

সেই ভরত মস্তকে জটা এবং পরিধানে বকুল ধারণ করত শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণব-ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে, আমি সেই ভরতকে পরিভ্যাগ করিয়া কিভাবে মঙ্গল স্নান ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিব? ৪৩

অতএব তুমি সত্তর সূগ্রীবপ্রভৃতির বিশেষভাবে পূজা কর। এই সব বানরশ্রেষ্ঠগণ পূজিত হইলে আমি পূজিত হইব, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৪

ঈরাম এই কথা বলিলে পর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ বানরগণের অভিকুচি ও ইচ্ছানুসারে সত্তর স্বর্ণ, রত্ন ও বসনসকল তাঁহাদিগকে বিতরণ করিলেন ॥ ৪৫

তদনন্তর ঈরাম সেই সব দলপতি বানরশ্রেষ্ঠগণকে রত্ন-সমূহের দ্বারা পূজিত হইতে দেখিয়া যথাযথভাবে অভিনন্দন আগমন করত বিদায় দান করিলেন অর্থাৎ নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইবার অস্ত অনুমতি করিলেন ॥ ৪৬

তাঁহার পর ঈরাম বশধিনী সলঙ্কা সীতাদেবীকে ক্রোড়ে হাপন করত পরাক্রমশালী ধনুর্ধারী ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিভীষণ কর্তৃক আনীত সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী সর্বোত্তম পুষ্পক-

অন্ধে নিধায় বৈদেহীং লঙ্কমানাং যশস্বিনীম্ ॥ ৪৮

লঙ্কণেন সহ ভ্রাতা বিক্রান্তেন ধনুশ্বতা ।

অব্রবীচ্চ বিমানস্থঃ শ্রীরামঃ সর্ববানরান্ ॥ ৪৯

সুগ্রীবং হরিরাজঞ্চ অঙ্গদঞ্চ বিভীষণম্ ।

মিত্রকার্য্যং কৃতং সর্বং ভবন্তিঃ সহ বানরৈঃ ॥ ৫০

অমুক্তাভা ময়া সর্বৈ যথেষ্টং গন্তুমর্হথ ।

সুগ্রীব প্রতিবাহ্যাত্ত্ব কিঙ্কিচ্ছ্যাং সর্বসৈনিকৈঃ ॥ ৫১

স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং মম ভক্তো বিভীষণ ।

ন ত্বাং ধ্বংসিতুং শক্তাঃ সেস্তা অপি দিবোকসঃ ॥ ৫২

অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামি রাজধানীং পিতৃমম ।

এবমুক্তাস্ত্ব রামেণ বানরান্তে মহাবলাঃ ॥ ৫৩

উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বৈ রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ ।

অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামস্ত্বয়া সহ রঘুসম ॥ ৫৪

দৃষ্টা ত্বামভিষিক্তং তু কৌশল্যামভিবাণ্ড চ ।

পশ্চাদ্ভুগীমহে রাজ্যমমুক্তাং দেহি নঃ প্রভো ॥ ৫৫

বিমানে আরোহণ করিলেন। এই বিমানে থাকিয়াই শ্রীরাম সমস্ত বানরগণকে এবং বানররাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণকে বলিলেন,—বানরদিগের সহিত তোমরা সকলে আমার মিত্রোচিত সকল কার্য্যই করিরাহ ॥ ৪৭-৫০

আমি এখন তোমাদিগকে অনুমতি করিতেছি, তোমরা সকলে ইচ্ছানুসারে স্ব-স্থানে গমন করিতে পার। সুগ্রীব। তুমি সমস্ত বানরসৈন্যগণের সহিত সত্তর এই কিঙ্কিচ্ছা নগরীতে গমন কর ॥ ৫১:

বিভীষণ। তুমি আমার ভক্ত, তুমি স্বরাজ্য এই লঙ্কা নগরীতেই বাস কর। তোমাকে স্বর্গবাসী ইত্যাদি দেবগণও পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৫২

আমি এখন আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে বাইতে অভিলাষী হইরাছি। শ্রীরামচন্দ্র বানরগণকে এই কথা বলিলে পর সেই সব মহাবল বানরগণ এবং রাক্ষসরাজ বিভীষণ কৃতান্তলি হইয়া শ্রীরামকে বলিলেন,—হে রঘুসম রাম। আমরা সকলে আপনার সহিত অযোধ্যায় বাইতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৩-৫৪

আমরা আপনাকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইতে দেখিরা এবং মাতা কৌশল্যাদেবীকে অভিবাদ করিরা

শ্রীমদ্বর্হি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-

রামস্তথেষ্ঠি সুগ্রীব বানরৈঃ সবিভীষণঃ ।

পুষ্পকং সহনুমাংশ্চ শীঘ্রমারোহ সাম্প্রতম্ ॥ ৫৬

ততস্ত্ব পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ সেনয়া ।

বিভীষণশ্চ সামাত্যঃ সর্বৈ চাক্ষুরুদ্বৈতম্ ॥ ৫৭

তেষাংকটেষু সর্বেষু কোবেরং পরমাসনম্ ।

রাঘবেণাত্মমুক্তাত্মমুৎপপাত বিহায়সা ॥ ৫৮

বভৌ তেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ।

প্রস্থষ্টশ্চ তদা রামশ্চতুর্শুখ ইবাপরঃ ॥ ৫৯

ততো বভৌ ভাস্করবিশ্বভূল্যং

কুবেরযানং তপসামূলকম্ ।

রামেণ শোভাং নিভরাং প্রপেদে

সীতাসমেতেন সহানুজেন ॥ ৬০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩

পরে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিব। হে প্রভো! আপনি আমাদিগকে এই অনুমতি করুন ॥ ৫৫

তখন শ্রীরাম 'ভখাত্ত' বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা অনুমোদন করত সুগ্রীবকে বলিলেন,—সুগ্রীব। তুমি বানরগণ, বিভীষণ ও হনুমানের সহিত সত্তর এই পুষ্পক বিমানে আরোহণ কর ॥ ৫৬

তদনন্তর সৈন্তসহ সুগ্রীব এবং মরিসহ বিভীষণ—ইহারা সকলেই অতি সত্তর সেই দিব্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন ॥ ৫৭

তাঁহারা সকলেই বিমানে আরোহণ করিলে পর কুবেরের সেই পরমাসন অর্থাৎ পুষ্পকবিমান শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে আকাশপথে উড্ডীন হইল ॥ ৫৮

তখন শ্রীরামচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে সেই হংসযুক্ত ভাবর বিমানে আরোহণ করত বিভিন্ন চতুর্শুখ ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৯

তদনন্তর সেই তপোলক সূর্য্যবিশ্বভূল্য অত্যাশ্চল কুবের-বিমানও সীতাদেবী এবং অনুজ ভ্রাতা লঙ্কণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র আরোহণ করার তাঁহার দ্বারা অভ্যত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬০

মহেশ্বরসংবাদে লঙ্কাকাণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।



## চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥

(সীতাং নানা স্থানানি দর্শয়তঃ শ্রীরামশ্চ ভরদ্বাজ-মুনেরাশ্রমে গমনম্, মুনির্ন শ্রীরামশ্চ স্তুতিঃ, হনুমতা ভরতসমীপে শ্রীরামস্যাগমনসংবাদকথনম্, শ্রীরামং ত্রুষ্ণং ভরতস্য বহির্গমনম্, শ্রীরামস্যাযোধ্যাগমনম্, ভরতাদিভিঃ সহ মিলনঞ্চ । )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

পাভয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্ব্বভো রঘুনন্দনঃ ।  
অত্রবীদ্ মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশি-নিভাননাম ॥ ১  
ত্রিকূটশিখরাগ্রস্থং পশ্য লঙ্কাং মহাপ্রভাম ।  
এতাং রণভূবং পশ্য মাংসকর্দমপঙ্কিলাম ॥ ২  
অনুরাগাং প্রবজ্ঞানামত্র বৈশসনং মহৎ ।  
অত্র মে নিহতঃ শেতে রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩  
কুন্তকর্ণৈর্জিহ্মুখ্যাঃ সর্ব্বৈ চাত্র নিপাতিভাঃ ।  
এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে সলিলাশয়ে ॥ ৪  
এতচ্চ দৃশ্যতে তীরং সাগরশ্চ মহাজনঃ ।  
সেতুবন্ধমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্ ॥ ৫  
এতৎ পবিত্রং পরমং দর্শনাং পাভকাপহম্ ।  
অত্র রামেশ্বরো দেবো ময়া শত্ৰুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

[ সীতাকে নানাস্থান দর্শন করাইতে করাইতে শ্রীরামের ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গমন, মুনি কর্তৃক শ্রীরামের স্তুতি, হনুমান কর্তৃক ভরতের নিকট শ্রীরামের আগমন সংবাদ কথন, শ্রীরামকে সন্দর্শনের জন্য ভরতের বহির্গমন, শ্রীরামের অযোধ্যায় আগমন এবং ভরতাদির সহিত মিলন । ]

অনন্তর রঘুনন্দন রাম সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিথিলা-রাজনন্দিনী চন্দ্রবদনা সীতাদেবীকে বলিলেন । ১

প্রিয়ভূতম্ । ত্রিকূট পর্ব্বত শিখরাগ্রভাগস্থিত অতি সমুজ্জ্বল লঙ্কা নগরীকে দর্শন কর এবং মাংসশোনিভাদি উৎপন্ন কর্দ্দমে পঙ্কিল এই রণভূমিও তুমি নিরীক্ষণ কর । ২

এই স্থানে সুরবিরোধী রাক্ষসগণ এবং বানরগণের মধ্যে প্রাণঘাতী প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে । আর এই স্থানে আমার ঘারা নিহত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণ ধরাশায়ী হইয়াছে । ৩

কুন্তকর্ণ ও ইজ্ঞজিৎপ্রমুখ সমস্ত রাক্ষস-বোদ্ধারা এই স্থানে ভূপাতিত হইয়াছে । অলাশর সাগরে এই সেতু আমার ঘারা বদ্ধ হইয়াছে । ৪

এই যে মহাত্মা সাগরের তীর দেখা বাইতেছে, ইহা 'সেতুবন্ধ' নামে বিখ্যাত এবং ইহা ত্রিলোকপূজিত । ৫

এই স্থান পরম পবিত্র এবং ইহার দর্শনেই পাপসমূহ নষ্ট

অত্র মাং শরণং প্রাপ্তো মস্ত্রিভিষ্চ বিভীষণঃ ।

এষা সুগ্রীবনগরী কিঙ্কিঙ্কা চিত্রকাননা ॥ ৭

তত্র রামাজ্জয়া তারাগ্রমুখা হরিষোষিতঃ ।

আনয়ামাস সুগ্রীবঃ সীতায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৮

তাভিঃ সহোখিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ ।

প্রাহ চাজিৎ ঋত্মুকং পশ্য বাল্যত্র মে হতঃ ॥ ৯

এষা পঞ্চবটী নাম রাক্ষসা যত্র মে হতাঃ ।

অগত্যশ্চ সুতীক্ষ্ণশ্চ পশ্যাশ্রমপদে শুভে ॥ ১০

এতে তে তাপসাঃ সর্ব্বৈ দৃশ্যন্তে বরবর্ণিনি ।

অসৌ শৈলবরো দিবি চিত্রকূটঃ প্রকাশতে ॥ ১১

অত্র মাং কৈকরীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ ।

ভরদ্বাজাশ্রমং পশ্য দৃশ্যতে যমুনাতে ॥ ১২

এষা ভাগীরথী গঙ্গা দৃশ্যতে লোকপাবনী ।

এষা সা দৃশ্যতে সীতে সরযূর্পমালিনী ॥ ১৩

হইয়া যায় । এই স্থানে আমি 'রামেশ্বর' নামে মহাদেব শিবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি । ৬

এই স্থানে মস্ত্রিগণসহ বিভীষণ আমার শরণাগত হইয়াছিল । এই বিচিত্র কাননশোভিতা এক নগরী দেখা বাইতেছে, ইহা সুগ্রীবের নগরী কিঙ্কিঙ্কা । ৭

শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে তারাগ্রভূতি বানর-রমনীগণকে সীতার প্রিয়কামনার সুগ্রীব তখন সেস্থানে আনয়ন করিল । ৮

সেই সব বানর-রমনীগণকে লইয়া বিমানকে সত্বর আকাশে উঠিতে দেখিয়া শ্রীরাম বলিলেন—এই দেখ, ঋত্মুক পর্ব্বত । আর এই স্থানে আমি বালীকে বধ করিয়াছি । ৯

এই সেই পঞ্চবটীনামক বন, যেখানে আমি সমস্ত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছিলাম । অগত্যও সুতীক্ষ্ণ মুনির এই দুই পরম পবিত্র আশ্রম স্থান । ১০

শ্রেষ্ঠরূপবতী সুন্দরি । এই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সকল তাপসগণকে দেখা বাইতেছে । দেবি । এই সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ চিত্রকূট শোভা পাইতেছে । ১১

এ স্থানেই কৈকরীপুত্র ভরত আমাকে প্রসন্ন করিতে আসিয়াছিল । এই দেখ, যমুনাভীরে ভরদ্বাজের আশ্রম দেখা বাইতেছে । ১২

এই আমাদের সম্মুখে লোকপাবনী ভাগীরথী গঙ্গা দেখা

এষা সা দৃশ্যতেহযোধ্যা প্রণামং কুরু ভামিনি ।  
 এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো ভরদ্বাজাশ্রমং হরিঃ ॥ ১৪  
 পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং রঘুনন্দনঃ ।  
 ভরদ্বাজং যুনিং দৃষ্ট্বা ববশ্বে সাহুজঃ প্রভুঃ ॥ ১৫  
 পত্রচ্ছ মুনিমাসীনং বিনয়েন রঘুন্তমঃ ।  
 শৃণোষি কচ্ছিত্তরতঃ কুশল্যাশ্চে সহাহুজঃ ॥ ১৬  
 শ্রুত্বা বর্জতেহযোধ্যা জীবন্তি চ হি মাতরঃ ।  
 শ্রুত্বা রামশ্চ বচনং ভরদ্বাজঃ প্রস্তুষ্টধীঃ ॥ ১৭  
 প্রাহ সর্ব্বে কুশলিনো ভরতস্ত মহামনাঃ ।  
 ফলমূলকৃতাহারো জটাবঙ্কলধারকঃ ॥ ১৮  
 পাতুকে সকলং শ্রুত্বা রাজ্যং ত্বাং শ্রুপ্রভীকতে ।  
 যদ্ব্যং কৃতং ত্বয়া কৰ্ম্ম দণ্ডকে রঘুনন্দন ॥ ১৯  
 রাক্ষসানাং বিনাশঞ্চ সীতাহরণপূর্ব্বকম্ ।

হাইতেছে । সীতে । এই সেই যুগমালাপরিণোভিতা সরযু  
 নদীও সম্মুখে দেখা হাইতেছে ॥ ১৩

ভামিনি (প্রণয়পূর্ণ কোণবতি) । এই সেই অযোধ্যা  
 নগরী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তুমি ইহাকে প্রণাম কর । শ্রীহরি  
 রামচন্দ্র এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে আসিয়া  
 উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪

রঘুনন্দন রাম চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে পর পঞ্চমী তিথিতে  
 ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিয়া তথায় ভরদ্বাজ মুনিকে দর্শন  
 করত অনুজ লক্ষণের সহিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বন্দনা  
 করিলেন ॥ ১৫

এই সময় রঘুন্তম রাম বিনয়সহকারে আসনে উপবিষ্ট  
 ভরদ্বাজমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্ । আপনি  
 তনিরাছেন কি ? অনুজ লক্ষণের সহিত ভরত কুশলে আছে ? ১৬

অযোধ্যার ভিক্ষা সহজে পাওয়া যায় ত' ? আমার যাড়গণ  
 কোশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দেবী জীবিত আছেন ত' ?  
 শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজ অভিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া  
 বলিলেন—সকলেই কুশলে আছেন । মহামনা ভরত ফলমূলাহারী  
 হইয়া মস্তকে জটা এবং পরিধানে বঙ্কল ধারণ করত তোমার  
 পাতুকাঙ্গুলের উপর সমস্ত রাজ্যভার তুল্য করিয়া তোমার ভক্ত  
 প্রভীক্য করিয়া রহিয়াছে । রঘুনন্দন । দণ্ডকারণ্যে তুমি বাহা  
 বাহা কর্ষ করিয়াছ, সীতাহরণের পর যুদ্ধে রাক্ষসগণের বিনাশ ;  
 হে রাম । এ সমস্তই আমি তোমার কৃপাপ্রসাদে ভগবতার দ্বারা  
 জানিতে পারিয়াছি ॥ ১৭-২০

সর্ব্বং জ্ঞাতং ময়া রাম ভগবতা তে প্রসাদতঃ ॥ ২০  
 ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদিমধ্যান্তবর্জিতঃ ।  
 ত্বমগ্রে সলিলং সৃষ্ট্বা তত্র শৃণোহসি ভূতকৃৎ ॥ ২১  
 নারায়ণোহসি বিশ্বাত্মন নরাণামন্তরাভ্যকঃ ।  
 ত্বমাত্তিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২  
 অভব্যং জগতামীশঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ।  
 ত্বং বিশ্বজ্ঞানকী লক্ষ্মীঃ শেযোহয়ং লক্ষ্মণাভিধঃ ॥ ২৩  
 আত্মনা সৃজসীদং ত্বমাত্মাত্মবাত্মায়য়া ।  
 ন সজ্জসে নভোবত্বং চিচ্ছক্ত্যা সর্ব্বসাম্বিকঃ ॥ ২৪  
 বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ।  
 পূর্ণোহসি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে ॥ ২৫  
 জগৎ জগদাধারত্বমেব পরিপালকঃ ।  
 ত্বমেব সর্ব্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে ॥ ২৬

রাম । তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তুমি আদি, মধ্য ও অন্তহীন ;  
 কারণ, তুমি ভূতকৃৎ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্বাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতজাতের  
 ব্রহ্মা, সৃজনাত্মোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নির্ণয় কি করিয়া  
 হইবে ? তুমি সৃষ্টির প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তথায় যোগনিদ্রা  
 অবলম্বন করিয়া নিদ্রিত ছিলে ॥ ২১

হে বিশ্বাত্মন । তুমি নরগণের অন্তঃকায় নারায়ণ । লোক-  
 পিতামহ (ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপ হইতে প্রাণিবর্গ সৃষ্টি হওয়ার  
 লোকসমূহের পিতা হইলেন কশ্যপ, তাঁহার পিতা ব্রহ্মা, অভ্যব  
 ব্রহ্মা লোকপিতামহ বলিয়া পুরাণে খ্যাত । ) ব্রহ্মা তোমার  
 নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইরাছেন ॥ ২২

অভব্য তুমি সর্ব্বলোকনমস্কৃত জগদীশ্বর । তুমি বিশ্ব, এই  
 জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মী এবং এই লক্ষ্মণ অনন্ত ॥ ২৩

তুমি স্বীয় মায়াবলে নিত্যেরই দ্বারা নিজের মধ্যে এই চরিত্র  
 জগৎ সৃষ্টি করিতেছ ; কিন্তু তুমি সৃষ্টিদার্থে আকাশের দ্বারা  
 নির্দিষ্ট রহিয়াছ (অথবা তুমি সর্ব্বত্র আকাশের দ্বারা নিঃশব্দ ) ।  
 তুমি স্বীয় চিৎ শক্তির প্রভাবে সকলের সাক্ষী ॥ ২৪

হে রঘুনন্দন । তুমিই ভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণ  
 হইয়া রহিয়াছ, কিন্তু মূঢ়দৃষ্টিগণ তোমাকে খণ্ড বলিয়া লক্ষ্য  
 করে ॥ ২৫

হে জগৎপতে । তুমি জগৎ, জগতের আধার এবং তুমিই  
 এই জগতের পরিপালক ; অভব্য তুমি সর্ব্বভূতগণের মধ্যে  
 ভোক্তা ও ভোজ্য ॥ ২৬

দৃশ্যতে ঐয়তে যদযং স্মর্যতে বা রঘুন্তম ।  
 যমেব সর্বমখিলং ত্বমিনাশ্রয় কঞ্চন ॥ ২৭  
 মায়া সৃজতি লোকাংশ্চ স্বপ্নৈরহমাদিতিঃ ।  
 ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম তস্মাত্ত্বয়ুপচর্যতে ॥ ২৮  
 যথা চুম্বকসান্নিধ্যাচ্চরন্ত্যেবায়সাদয়ঃ ।  
 জড়া তথা ত্বয়া দৃষ্টা মায়া সৃজতি বৈ জগৎ ॥ ২৯  
 দেহদ্বয়মদেহশ্চ তব বিশ্বং রিরক্ষিষোঃ ।  
 বিরাহি স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমূদাস্তম ॥ ৩০  
 বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারঃ সহস্রশঃ ।  
 কার্য্যাস্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন ॥ ৩১  
 অবতারকথাং লোকে যে গায়ন্তি গৃণন্তি চ ।  
 অনশ্রয়মনসো মুক্তিস্তেযামেব রঘুন্তম ॥ ৩২  
 ত্বং ব্রহ্মণা পুরা ভূমেভারহরায় রাঘব ।  
 প্রার্থিতস্তপসা তৃপ্ত্বং জাতোহসি রঘোঃ কূলে ॥ ৩৩

রঘুন্তম । বাহা বাহা দেখা যায়, তুমি বাহা বা স্মরণ করা  
 হয়, এই সমস্তই তুমি ; অধিক কি ? তোমা ভিন্ন জগতে অস্ত  
 কিছুই নাই ॥ ২৭

রাম । মায়া তোমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া স্ব-প্নসমূহ  
 অহমাদি দ্বারা লোকসকল সৃষ্টি করেন, কিন্তু এই সৃষ্টিকার্য্য  
 তুমিই কর, এক্ষণ তোমাতে আরোপ করা হইয়া থাকে ॥ ২৮

বৈষ্ণব চুম্বকের সান্নিধ্যবশতঃ লৌহাদি বিচলিত হয়,  
 সেইরূপ মায়া জড় হইয়া তোমার দ্বারা ইন্দ্রিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য  
 করিয়া থাকেন ॥ ২৯

যদিও তুমি অদেহ অর্থাৎ নিরাকার, তথাপি বিশ্বকে রক্ষা  
 করিবার অভিলাষে তোমার হৃদয় দেহ দেখা যায়,—প্রথম এই  
 দৃশ্যমান বিরাহি দেহই তোমার স্থূল দেহ এবং সূত্র অর্থাৎ হিরণ্য-  
 গর্ভই তোমার সূক্ষ্ম দেহ বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩০

রঘুনন্দন । সহস্র সহস্র এই সব অবতার বিরাহি দেহ হইতেই  
 হইয়া থাকেন এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাঁহারা আবার এই  
 বিরাহি দেহেই প্রবিষ্ট হন ॥ ৩১

রঘুন্তম । বাহারা এ জগতে সেই সব অবতারের সীলকথা  
 অনন্যমনে গান করে ও কীর্তন করে, তাহারা সকলেই তুমিলাভ  
 করিয়া থাকে ॥ ৩২

রাঘব । তুমি পূর্বে পৃথিবীর ভার হরণের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক  
 প্রার্থিত হইয়া এবং তাহার তপস্যার সঙ্কট হইয়া এই রঘুবংশে  
 অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৩৩

দেবকার্য্যমশেষেণ কৃতং তে রাম হৃদয়ম ।  
 বহুবর্ষসহস্রাণি মানুষ্যং দেহমাত্রিভঃ ॥ ৩৪  
 কুর্ব্বন্ হৃদয়কর্ম্মাণি লোকদ্বয়হিতায় চ ।  
 পাপহারীণি ভুবনং যশসা পুরয়িত্বসি ॥ ৩৫  
 প্রার্থয়ামি জগন্নাথ পবিত্রং কুরু মে গৃহম ।  
 স্থিতিশ্চ ভুক্ত্যু সর্বলঃ ধো গমিত্বসি পশুনম ॥ ৩৬  
 তথেষতি রাঘবোহতিষ্ঠতশ্চিন্নিরাশ্রম উত্তমৈঃ ।  
 সসৈন্ত্যঃ পূজিতস্তেন সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৩৭  
 ততো রামশ্চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং প্রাহ মারুতিম ।  
 ততো গচ্ছ হনুমং স্তমযোধ্যাং প্রতি সত্বরঃ ॥ ৩৮  
 জানীহি কুশলী কচ্ছিচ্ছনো নৃপতিমন্দিরে ।  
 শৃঙ্গবেরপুরুং গতা ক্রহি মিত্রং গুহং মম ॥ ৩৯  
 জানকী-লক্ষ্মণোপেতমাগতং মাং নিবেদয় ।  
 নন্দিগ্রামং ততো গতা ভ্রাতরং ভরতং মম ॥ ৪০

হে রাম । তুমি সর্বতোভাবে হৃদয় দেবকার্য্য সাধন  
 করিয়াছ । বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া মানব দেহ অবলম্বন করত  
 ইহলোক ও পরলোক—এই উভয় লোকের হিতের জন্য পাপ-  
 নাশক বহু হৃদয় কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া যশে এই ভুবনকে  
 পূর্ণ করিবে ॥ ৩৪-৩৫

জগন্নাথ । আমি প্রার্থনা করিতেছি—তুমি আমার এই গৃহ  
 পবিত্র কর । আজ সসৈন্তে এখানে অবস্থান করত ভোজন  
 করিয়া আগামী কাল তুমি স্বীয় নগর অভিমুখে গমন  
 করিবে ॥ ৩৬

তখন রাঘব । ‘তাহাই হউক, বলিরা মহামুনি ভরত্বাকের  
 প্রার্থনা পূর্ণ করত সেই পবিত্র উত্তম আশ্রমে সীতা, লক্ষ্মণ ও  
 সৈন্ত সহ তাঁহার দ্বারা পূজিত হইয়া অবস্থান করিলেন ॥ ৩৭

তদনন্তর রাম তথায় মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পবনন্দন  
 হনুমানকে বলিলেন,—হনুমন্ । তুমি এখানে হইতে সত্বর  
 অযোধ্যা নগরীতে গমন কর ॥ ৩৮

তথায় অবগত হও যে, রাজত্ববনে সকলেই কুশলে আছে  
 কি না ? আর শৃঙ্গবেরপুরে বাইরা আমার মিত্র গুহকে  
 বল ॥ ৩৯

অসকলমন্দিরী সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আমি আসিতেছি—  
 ইহা তাহাকে জানাইয়া দিও । তারপর নন্দীগ্রামে গিয়া  
 আমার ভ্রাতা ভরতকে দর্শন করত তাহাকে বলিবে যে, আমি  
 ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কুশলেই আছি । অনন্তর

দৃষ্টে। ক্রহি সভার্যাস্ত সভাতুঃ কুশলং মম ।  
 সীতাপহরণাদীনি রাবণস্ত বধাদিকম ॥ ৪১  
 ক্রহি ক্রমেণ মে ভ্রাতুঃ সর্বং তত্র বিচেষ্টিতম ॥ ৪২  
 হত্বা শক্রগণান্ সর্বান্ সভার্যঃ সহলক্ষণঃ ।  
 উপযাতি সমুদ্যতং সহ ঋকহরীশ্বরৈঃ ।  
 ইতুক্ত্বা তত্র বৃত্তান্তং ভরতস্ত বিচেষ্টিতম ॥ ৪৩  
 সর্বং জ্ঞাত্বা পুনঃ শীঘ্রমাগচ্ছ মম সমিধিম্ ।  
 তথ্যেতি হনুমান্তত্র মাশুযং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৪৪  
 নন্দিগ্রামং যযৌ তুর্ণং বায়ুবেগেন মারুতিঃ ।  
 গরুত্মানি ববেগেন জিহ্বক্ণু ভূজগোস্তমম ॥ ৪৫  
 শৃঙ্গবেরপুং প্রাপ্য গুহ্যমাশ্রিত্য মারুতিঃ ।  
 উবাচ মধুরং বাক্যং প্রহৃষ্টেনাস্তরাঙ্গনা ॥ ৪৬  
 রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সখা তে সহ সীতয়া ।  
 সলক্ষণস্তাং ধর্ম্মাত্মা ক্ষেমী কুশলমব্রবীৎ ॥ ৪৭  
 অনুজ্ঞাতোহস্ত মুনিনা ভরতাজ্ঞেন রাঘবঃ ।

সীতাপহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণবধ পর্যন্ত সমস্ত আমার  
 কার্য্য ভ্রাতা ভরতকে ক্রমে ক্রমে সব বলিবে ॥ ৪০-৪২

সমস্ত শক্রদিগকে বধ করিয়া কৃতকার্য্য শ্রীরাম ভার্য্যা  
 সীতা দেবী ও ভ্রাতা লক্ষণের সহিত এবং ভল্লকশ্রেষ্ঠ আশ্বিন  
 ও কণিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব প্রভৃতির সহিত (অথবা ভল্লকশ্রেষ্ঠ ও  
 বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত) অযোধ্যা অভিমুখে আসিতেছেন।  
 এই কথা বলিয়া ভদ্রাশ্র ভরতের সমস্ত কার্য্য বিবরণ অবগত  
 হইয়া পুনরায় সস্তর আমার নিকট আগমন কর। ‘বধা আজ্ঞা’  
 এই কথা বলিয়া হনুমান্ ভদ্রাশ্র মনুজ(১) দেহ ধারণ  
 করিলেন ॥ ৪৩-৪৭

তদনন্তর পবনকুমার বায়ুবেগে এবং সর্পশ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করিতে  
 অভিলাষী গরুড়ের ভায় ভীতবেগে অভিজাত নন্দিগ্রামে অর্থাৎ  
 নন্দিগ্রামে যাইবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৪৫

হনুমান্ পশ্চিমধ্যে শৃঙ্গবেরপুং প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রাশ্র গুহের  
 নিকট গমন করত অভিশয় হৃষ্টচিত্তে মধুর বাক্যে  
 বলিলেন ॥ ৪৬

ভোমার সখা ধর্ম্মাত্মা দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম সীতাদেবী  
 এবং লক্ষণের সহিত কুশলে আছেন, তিনি তোমাকে এই কুশল  
 সংবাদ আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন ॥ ৪৭

রাঘব আজ ভরতাজ্ঞ মুনির অনুমতি গ্রহণ করিয়া এখানে

(১) হনুমান্ মনুজদেহ ধারণ করিয়া ভরতের নিকট গিয়া-  
 ছিলেন, ইহা মহর্ষি বাল্মীকিও বলিয়াছেন,—

“মানুষং ধারয়ন্ত রূপং শৃঙ্গবেরপুং যযৌ ॥” ৬।১০৯।৪২

আগমিস্থাতি তং দেবং জক্ষ্যাসি ত্বং রঘুস্তমম ॥ ৪৮

এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সম্প্রহৃষ্টভনুরুহঃ ।

উৎপপাত মহাবেগো বায়ুবেগেন মারুতিঃ ॥ ৪৯

সৌহৃদ্যাদ্ রামভীষণং সরযুঞ্চ মহানদীম্ ।

ভামতিক্রমা হনুমান্নিগ্রামং যযৌ মুদা ॥ ৫০

ক্রোশমাতে যযোধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাশ্বরম্ ।

দদর্শ ভরতং দীনং কুশমাত্রমবাসিনম্ ॥ ৫১

মলপঙ্কবিদিকাকং জটিলং বঙ্কলাশ্বরম্ ।

ফলমূলকৃতাহারং রামচিন্তাপরায়ণম্ ॥ ৫২

পাছুকে তে পুরস্কৃত্য শাসয়ন্তং বশুন্ধরাম্ ।

মস্ত্রিভিঃ পৌরমুখ্যৈশ্চ কাষায়াশ্বরধারিভিঃ ॥ ৫৩

বৃতদেহং মূর্ত্তিমন্তং সাক্ষাৎস্বর্ঘ্যমিব স্থিতম্ ।

উবাচ প্রাজ্ঞলির্বাধ্যং হনুমান্ মারুতাজ্ঞজঃ ॥ ৫৪

যং ত্বং চিন্তয়সে রামং তাপসং দণ্ডকে স্থিতম্ ।

অনুশোচসি কাকুৎস্থঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥ ৫৫

আসিবেন। তখন তুমি সেই রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরামদেবকে দর্শন  
 করিবে ॥ ৪৮

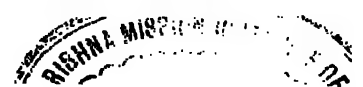
শ্রীরামের সখা গুহ্যকে এই কথা বলিয়া মহাবেগ মহাতেজা  
 হনুমান্ অভিশয় আনন্দে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া আকাশ-  
 পথে উৎপতিত হইলেন ॥ ৪৯

যাইতে যাইতে তিনি রামভীষণ ও মহানদী সরযুকে দর্শন  
 করিলেন। তারপর হনুমান্ আনন্দের সহিত সেই মহানদী  
 অভিক্রম করিয়া নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫০

এই নন্দিগ্রাম অযোধ্যা হইতে মাত্র এক ক্রোশ দূরে  
 অবস্থিত। ভদ্রাশ্র হনুমান্ ভরতকে দর্শন করিলেন। এই  
 ভরত দীনভাবাপন্ন, কুশ, চীর (বৃদ্ধব্রত) ও কৃষ্ণ যুগচর্ঘ্য বসন-  
 পরিহিত, আশ্রমবাসী, সর্কাজে পক্ষের ভায় মললিপ্ত অর্থাৎ  
 দেহসংস্কার শূন্য, জটাধারী, বঙ্কলবস্ত্রধারী, ফল-মূলহারী এবং  
 সর্বদা রামচিন্তাপরায়ণ ছিলেন ॥ ৫১-৫২

কাষায়াশ্বরধারী পৌরপ্রধানগণ এবং মস্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া  
 শ্রীরামপাদুকাধর সম্মুখে রাখিয়া এই ভরত পৃথিবী শাসন  
 করিতেছিলেন। পবননন্দন হনুমান্ ভরতকে মূর্ত্তিমান্  
 সাক্ষাৎ স্বর্ঘ্যের ভায় অবস্থান করিতে দেখিয়া কৃতাকলি হইয়া এই  
 কথা বলিলেন ॥ ৫৩-৫৪

হে কাকুৎস্থবংশধর ভরত। আপনি দণ্ডকারণে অবস্থিত  
 তাপস বেশধারী যে রামের চিন্তা করিতেছেন এবং যাহার  
 অস্ত্র অনুশোচনা করিতেছেন, সেই রাম আপনাকে কুশল সংবাদ  
 দিয়াছেন ॥ ৫৫



প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং ত্যজ সুদারুণম্ ।  
 অশ্মিনুহুর্ভে ভ্রাতা হং রামেণ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৫৬  
 সমরে রাবণং হত্বা রামঃ সীতামবাণ্য চ ।  
 উপযাতি সমুদ্বার্তঃ সমীভঃ মহলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৭  
 এবমুক্তো মহাতেজা ভরতো হর্ষমুচ্ছিতঃ ।  
 পপাত ভূবি চ স্বস্থঃ(ক) কৈকেয়ীপ্রিয়নন্দনঃ ॥ ৫৮  
 আলিঙ্গ্য ভরতঃ শীঘ্রং মারুতিং প্রিয়বাদিনম্ ।  
 আনন্দজৈরঞ্জনৈঃ সিসেচ ভরতঃ কপিম্ ॥ ৫৯  
 দেবো বা মানুষ্যো বা ভ্রমহুক্রোশাদিহাগতঃ ।  
 প্রিয়াখ্যানশ্চ তে সৌম্য দদামি ক্রবতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৬০  
 গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাঞ্চ শতং বরম্ ।  
 সর্বাভরণসম্পন্না মুক্ধাঃ কচ্ছান্ত বোড়শ ॥ ৬১  
 এবমুক্তা পুনঃ প্রাহ ভরতো মারুতাত্মজম্ ।

হে দেব! আমি আপনাকে প্রিয় সংবাদ বলিতেছি, আপনি এখন সেই নিদারুণ (রামবনবাসাদি রূপ) শোক পরিত্যাগ করুন। এই মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ অল্পকালমধ্যে ভ্রাতা রামের সহিত আপনার মিলন হইবে ॥ ৫৬

রাম যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে লাভ করত কৃতকার্য্য হইয়া সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিকটে আসিতেছেন ॥ ৫৭

হনুমান্ এই কথা বলিলে পর কৈকেয়ীর প্রিয় পুত্র মহাতেজা ভরত হর্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন এবং কোনরূপে আশ্বস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৫৮

ভদনন্তর পরকণ্ঠে উথিত হইয়া প্রিয়বাদী হনুমান্কে আলিঙ্গন করত আনন্দাঞ্জনলৈ অভিবিক্ত করিলেন ॥ ৫৯

ভরতের ভরত বলিলেন,—হে সৌম্য! তুমি দেবতাই হও বা মানুষ হও, যখন দরাপরবশ হইয়া আগমন করিয়াছ, তখন এই প্রিয় সংবাদ জানাইবার জন্য আমি তোমাকে পুরস্কার-রূপ এক লক্ষ গাভী, এক শত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এবং সর্বাভরণে বিভূষিতা ও মুক্ধী বোড়শ কন্যা প্রদান করিব ॥ ৬০-৬১

এই কথা বলিয়া ভরত পুনরায় পবননন্দন হনুমান্কে বলিলেন,—প্রভু আমার বহু বৎসর হইল বনে গমন করিয়াছেন,

(ক) টীকাকার এখানে “পপাত ভূবি চাবস্থঃ” এই পাঠ ধরিয়া ‘অবস্থঃ প্রাপ্তমোহঃ’ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কারণ ইহাতে বান্দীকিসম্মত পাঠ হইবে। যথা—“এবমুক্তো হনুমতা ভরতঃ কেকরীমূতঃ। উৎপপাত ভবা হ্রকৌ হর্য়ানুমোহং জগাম চ ॥”

৬১০৯১৬০

বহুনীমানি বর্ষাণি গতশ্চ স্তুমহদ্বনম্ ॥ ৬২  
 শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাশশ্চ কীর্তনম্ ।  
 কল্যাণী বত গাথেষং লৌকিকী প্রতিভাতি মে ॥  
 এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ॥ ৬৩  
 রাঘবশ্চ হরীণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ ।  
 তত্শ্রমাখ্যাহি ভত্রং তে বিশ্বসেয়ং বচস্তব ॥ ৬৪  
 এবমুক্তোহথ হনুমান্ ভরতেন মহাত্মনা ।  
 আচচক্ষেহথ রামশ্চ চরিতং কুৎস্রশঃ ক্রমাৎ ॥ ৬৫  
 ক্ষুধা তু পরমানন্দং ভরতো মারুতাত্মজাৎ ।  
 আভ্জাপয়চ্ছক্ৰহনং মুদা যুক্তং মুদাধিতঃ ॥ ৬৬  
 দৈবতানি চ যাবন্তি নগরে রঘুনন্দন ।  
 নানোপহারবলিভিঃ পূজয়ন্ত মহাবিরঃ ॥ ৬৭  
 সূতা বৈতালিকাশ্চৈব বন্দিনস্ততিপাঠকাঃ ।  
 বারমুখ্যাশ্চ শতশো নির্ঘ্যাস্তুজৈব সজ্জনশঃ ॥ ৬৮

আমার প্রীতিপ্রদ সেই নাথের সংবাদকীর্তন আমি শ্রবণ করিতেছি। মানুষ জীবিত থাকিলে শত বৎসর পরেও আনন্দ ভাহার নিকট উপস্থিত হয় অর্থাৎ সে আনন্দ লাভ করে, এই লৌকিক গাথা আজ আমার নিকট কল্যাণকর বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৬২-৬৩

আজ্ঞা, রামচন্দ্র ও বানরগণের মধ্যে কিভাবে এই পারম্পরিক সৌহার্দপূর্ণ মিলন হইল? তুমি আমাকে তাহা বথায়বথাবে বল; তোমার মঙ্গল হউক, বাহাতে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতে পারি ॥ ৬৪

মহাত্মা ভরত এই কথা বলিলে পর হনুমান্ জীরামের চরিত ক্রমানুসারে সম্পূর্ণরূপে বলিলেন ॥ ৬৫

ভরত পবননন্দন হনুমানের নিকট পরমানন্দজনক জীরাম-চরিত শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং হ্রষ্টচিত্ত শত্রুরকে আজ্ঞা করিলেন ॥ ৬৬

রঘুনন্দন! এই নগরে যত দেবতা আছেন, মহামতি ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ পূজোপহার এবং বলি দ্বারা তাঁহাদের পূজা করুন ॥ ৬৭

সূত (সূত্রধার), বৈতালিক (স্ততিপাঠ দ্বারা রাজার নিম্নাভ্যঙ্গকারী), বন্দী (বন্দনামূলক গীতিকার), (জীরাম বামী এবিধের বলিয়াছেন যে, “সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগবা বংশবেদিনঃ। বন্দিনস্তমলপ্রভাঃ প্রত্যাবসদৃশোত্তরঃ ॥”) অর্থাৎ স্ততিপাঠকগণ এবং শত শত বারবলিভাঙ্গন দলবদ্ধ হইয়া অশ্বই নির্গত হউক ॥ ৬৮

রাজদারাস্তথামাত্যাঃ সেনা হস্ত্যশ্বপত্তয়ঃ ॥ ৬৯  
 ব্রাহ্মণাশ্চ তথা পৌরা রাজানো যে সমাগতাঃ ।  
 নির্ধান্ত রাঘবশ্চাত্ত ভট্টে শশিনিভাননম্ ॥ ৭০  
 ভরতশ্চ বচঃ শ্রুত্বা শক্রশ্রপরিচোদিতাঃ ।  
 অলঙ্কৃষ্ট নগরীং মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলৈঃ ॥ ৭১  
 ভোরগৈশ্চ পতাকাভির্বিচিত্রাভিরনেকধা ।  
 অলঙ্কৃত্বন্তি বেষ্মানি নানাবলিবিচক্ষণাঃ ॥ ৭২  
 নির্ধান্তি বৃন্দশঃ সর্বৈ রামদর্শনলালসাঃ ।  
 হয়ানাং শতসাহস্রং গজানামবৃত্তং তথা ॥ ৭৩  
 রথানাং দশসাহস্রং স্বর্ণশূভ্রবিভূষিতম্ ।  
 পারমেষ্ঠীহু্যপাদায় ত্রব্যাগুচ্চাবচানি চ ॥ ৭৪  
 ততস্ত শিবিকারূঢ়া নির্ঘ্নু রাজযোষিতঃ ।  
 ভরতঃ পাতুকে শ্যস্ত শিরশ্চৈব কৃতাজলিঃ ॥ ৭৫  
 শক্রশ্রসহিতো রামং পাদচারণে নির্ঘ্যৌ ।

রাজ-পত্নীগণ, মন্ত্রিবর্গ, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুর্বিধ সেনা, ব্রাহ্মণগণ, পুরবাসীরা, যে সব রাজা (সামন্ত রাজারা) এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা শ্রীরামের চক্রেবদন দর্শন করিবার জন্য নির্গত হউন ॥ ৬৯-৭০

ভরতের কথা শ্রবণ করত শক্রয় নির্দেশ করিলে পর নানাবিধ উপহার রচনা বিষয়ে অথবা নানাভাবে সম্বোধন বিষয়ে নিপুণ ব্যক্তিগণ মুক্তা ও রত্নরাশিতে সমৃদ্ধভাসিত বহু ভোরগ ঘারে নগরীকে অলঙ্কৃত করিলেন। চারিদিকে বিচিত্র বর্ণের নানা পতাকা দ্বারা নগরীর সকল গৃহকে সজ্জিত করিলেন ॥ ৭১-৭২

তখন চারিদিক দিয়া দলে দলে শ্রীরামকে দর্শন করিবার অভিলাষে রাজ্যোচিত নানাবিধ উপহার দ্রব্য লইয়া মানুষ বাহির হইয়া আসিল। সেই সঙ্গে শত সহস্র (এক লক্ষ) অশ্ব, দশ হাজার হস্তী এবং স্বর্ণশূভ্র বিভূষিত দশ হাজার রথ বহির্গত হইল ॥ ৭৩-৭৪

তদনন্তর শিবিকায় আরোহণ করিয়া রাজপত্নীগণ নির্গত হইলেন। ভরত শ্রীরামের পাতুকাঘর মস্তকেই স্থাপন করত কৃতাজলি হইয়া শক্রয়ের সহিত পদতলেই রামকে দর্শন করিবার

(১) বিমানস্থিত শ্রীরামসদৃশে শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়,—

পুষ্পকোহো নৃতঃ স্রীভিঃ সুরমানশ্চ বন্দিতঃ ।

বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চজ্জ ইবোদিতঃ ।”

তদৈব দৃশ্যতে দূরাদ্ বিমানং চন্দ্রসন্নিভম্ ॥ ৭৬

পুষ্পকং সূর্য্যাসন্ধাশং মনসা ব্রহ্মনিগ্মিতম্ ।

এতস্মিন্ ভ্রাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্য রাম-লক্ষ্মণৌ ॥ ৭৭

সুগ্রীবশ্চ কপিশ্রোষ্ঠা মঞ্জিভিশ্চ বিভীষণঃ ।

দৃশ্যতে পশ্যত জনা ইত্যাহ পবনাত্মজঃ ॥ ৭৮

ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিশ্বনো দিবমম্পৃশং ।

স্রীবালম্ববুদ্ধানাং রামোহয়মিতি কৌতুহলং ॥ ৭৯

রথকুঞ্জরবাক্রিয়া অবতীর্য্য মহৌ গতাঃ ।

দদৃশুস্তে বিমানস্থং জনাঃ সোমমিবাধরে ॥ ৮০

প্রাঞ্জলিভরতো ভূত্বা শ্রহস্তৌ রাঘবোমুখঃ ।

ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো রাঘবং মুদা ॥ ৮১

ববন্দে শ্রুণতো রামং মেরুশৃমিব ভাস্করম্ ।

ততো রামাভ্যহুজাতং বিমানমপত্তুবি ॥ ৮২

আরোপিতো বিমানং তন্তরতঃ সাজ্জন্তদা ।

রামমাসান্ত মুদিতঃ পুনরেবাত্যবাদয়ং ॥ ৮৩

জন্ত নির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে সেই সময়েই ব্রহ্মার মানসকল্পিত চক্রেভূয়া মনোরম এবং সূর্য্যভূয়া তেজস্বী পুষ্পক বিমান দূর হইতে আকাশ পথে দেখা যাইল। এই পুষ্পক বিমানে বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা সহ দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ, কপিশ্রোষ্ঠ সুগ্রীব এবং মন্ত্রিগণের সহিত বিভীষণ রহিয়াছেন, সেই বিমান তখন দেখা যাইতে লাগিল। এই অবস্থায় পবনশব্দে হনুমান্ বলিলেন,—হে জনগণ। ঐ পুষ্পক বিমান দেখা যাইতেছে, তোমরা ইহা দর্শন কর ॥ ৭১-৭৮

তদনন্তর স্রী, বালক ও বৃদ্ধ—এই সকলেরই ‘এই রাম, এই রাম’ এই বলিয়া কৌতুহল করিতে থাকায় তখন হর্ষসমুৎপন্ন জনতাধ্বনি আকাশকে স্পর্শ করিল ॥ ৭৯

রথ, হস্তী ও অশ্বস্থিত ব্যক্তিগণ ভূতলে নামিয়া আসিল। আকাশে চক্রে তায় ভূতলস্থিত সেই সব জনগণ তখন বিমান-স্থিত শ্রীরামকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৮০

এই সময় অভ্যন্ত হৃদয়িত ভরত কৃতাজলি হইয়া শ্রীরামের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। তদনন্তর ভরত আনন্দ সহকারে সূচক পর্ব্বতস্থিত সূর্য্যভূয়া বিমানের অগ্রভাগস্থিত(১) শ্রীরামচক্রে ভূতলে নত হইয়া বন্দনা করিলেন। তাহার পর সেই বিমান রামের আজ্ঞানুসারে ভূতলে অবতরণ করিল ॥ ৮১-৮২

তখন অন্ত শক্রয়ের সহিত ভরত সেই বিমানে আরোহণ করিলেন এবং রামের নিকট গমন করত আনন্দিত হইয়া পুনরায় রামকে অভিবাদন করিলেন ॥ ৮৩

সমুখাপ্য চিরাদৃষ্টং ভরতং রঘুনন্দনঃ ।  
 ভ্রাতরং স্বাক্ষমারোপ্য মুদা তং পরিষ্বজে ॥ ৮৪  
 ততো লক্ষ্মণমাসক্ত বৈদেহীং নাম কীৰ্ত্তয়ন্ ।  
 অত্যাবাদয়ত প্রীতো ভরতঃ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৮৫  
 সূত্রীবং জাম্ববন্তঞ্চ সুবরাজং তথাঙ্গদম্ ।  
 মৈন্দ-দ্বিবিদ-নীলাংশচ স্বষভকৈব সম্বজে ॥ ৮৬  
 সুষেণঞ্চ নলকৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্ ।  
 শরভং পনসং চৈব ভরতঃ পরিষ্বজে ॥ ৮৭  
 সর্বৈ তে মাণুষ্যং রূপং কৃত্বা ভরতমাদৃত্যঃ ।  
 পপ্রচ্ছুঃ কুশলং সৌম্যঃ প্রহৃষ্টাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥  
 ততঃ সূত্রীবমালিক্য ভরতঃ প্রাহ ভক্তিতঃ ॥ ৮৮  
 ত্বংসহায়েন রামস্ত জয়োহভূদ্ রাবণো হতঃ ।  
 ত্বমস্মাকং চতুর্গাং তু ভ্রাতা সূত্রীব পঞ্চমঃ ॥ ৮৯  
 শক্রশ্চ তদা রামমভিবাগ্ন সলক্ষ্মণম্ ।  
 সীতায়ান্ধরণৌ পশ্চাদ্ ববন্দে বিনয়াধিতঃ ॥ ৯০

রঘুনন্দন রাম বহুকাল পরে দৃষ্ট ভ্রাতা ভরতকে উৎসাহিত  
 করিয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া আনন্দসহকারে তাঁহাকে  
 আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮৪

তদনন্তর প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে ভরত প্রীতিসহকারে লক্ষ্মণকে  
 স্বধাষভভাবে সংবর্দ্ধনা জানাইয়া নিজের নাম উল্লেখ করত  
 জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৫

তারপর ভরত সূত্রীব, জাম্ববান্, সুবরাজ অঙ্গদ, মৈন্দ,  
 দ্বিবিদ, নীল ও স্বষভকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮৬

এইরূপ ভরত সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও  
 পনসকেও আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮৭

এই সময় সৌম্যমূর্ত্তি বানরগণও মনুজ রূপ ধারণ করত  
 ভরতকে সমাদর করিলেন এবং অভিশর হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে  
 কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । তদনন্তর ভরত সূত্রীবকে আলিঙ্গন  
 করিয়া ভক্তিভাবে বলিলেন ॥ ৮৮

সূত্রীব । তোমার সহায়তার জীৱামের জয় হইয়াছে এবং  
 রাবণ নিহত হইয়াছে, অতএব তুমি আমাদের চার ভ্রাতার  
 ভ্রাতা পঞ্চম ভ্রাতা সূত্রীব ॥ ৮৯

এদিকে সেই সময় শক্র জীৱামকে এবং লক্ষ্মণকে প্রণাম  
 করিয়া পরে বিনয় সহকারে সীতার চরণ বন্দনা করিলেন ॥ ৯০

তারপর জীৱাম শোকবিহ্বলা বিবর্ণা মাতা কৌশল্যা

রামো মাতরমাসক্ত বিবর্ণাং শোকবিহ্বলাম ।  
 জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রসাদয়ন্ ॥ ৯১  
 কৈকেয়ীঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ননামেতরমাতরম্ ॥ ৯২  
 ভরতঃ পাছুকে তে তু রাঘবস্ত স্পৃজিতে ।  
 ষোজয়ামাস রামস্ত পদয়োৰ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৯৩  
 রাজ্যমেতন্মাসভূতং ময়া নির্য্যাতিতং তব ।  
 অত্ৰ মে সকলং জন্ম কলিতো মে মনোরথঃ ॥ ৯৪  
 যৎ পশ্যামি সমায়াতমযোধ্যাং স্বামহং প্রভো ।  
 কোষ্ঠাগারং বলং কোষং কৃতং দশগুণং ময়া ॥ ৯৫  
 ত্বন্তুজসা জগন্নাথ পালয়স্ব পুরং স্বকম্ ।  
 ইতি ক্রবাণং ভরতং দৃষ্টা সর্বৈ কপীশ্বরঃ ॥ ৯৬  
 মুমূচুর্নেত্রজং ভোয়ং প্রশশংসুমুদাধিতাঃ ।  
 ততো রামঃ প্রহৃষ্টাত্মা ভরতং স্বাক্ষগং মুদা ॥ ৯৭  
 যযৌ তেন বিমানেন ভরতশ্চাশ্রমং তদা ।  
 অবরুহ তদা রামো বিমানাগ্রান্মহীতলম্ ॥ ৯৮

দেবীর নিকট গমন করত তাঁহার মনকে প্রসন্ন করিতে করিতে  
 প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধর ধারণ করিলেন ॥ ৯১

তাঁহার পর অত্ৰ মাতৃগণকে এবং কৈকেয়ী ও সুমিত্রা  
 দেবীকেও প্রণাম করিলেন ॥ ৯২

ভরত জীৱামের স্পৃজিত পাছুকাবুগল জীৱামের চরণধরে  
 ভক্তিসহকারে পরাইয়া দিলেন (এবং কৃতান্তলি হইয়া  
 বলিলেন) ॥ ৯৩

এই রাজ্য আমার নিকট এতদিন গচ্ছিত ছিল, এখন আমি  
 তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলাম । আজ আমার জন্ম সকল  
 হইল এবং আমার মনোবাসনাও পূর্ণ হইল ॥ ৯৪

কারণ, প্রভো । আজ আপনাকে আমি যে অযোধ্যার  
 প্রত্যাগত হইতে দেখিতে পাইতেছি । হে জগন্নাথ । আপনার  
 মহিমার আমি অগ্নাদি হাপনগৃহ, বল (সৈন্য), ধন্যগার দশগুণ  
 বর্দ্ধিত করিয়াছি । আপনি এখন নিজ নগর অর্থাৎ রাজ্য পালন  
 করুন । তখন কপিশ্রেষ্ঠগণ সকলে ভরতকে এই কথা বলিতে  
 দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং নরন  
 হইতে আনন্দাঙ্ক মোচন করিতে লাগিলেন । তদনন্তর জীৱাম  
 হৃষ্টচিত্তে ভরতকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া সেই পুষ্পক বিমানের  
 দ্বারা আনন্দসহকারে সেই সময় ভরতের আশ্রমে গমন  
 করিলেন । তথায় দেব জীৱাম শ্রেষ্ঠ বিমানে পুষ্পক হইতে



অব্রবীৎ পুষ্পকং দেবো গচ্ছ বৈশ্রবণং বহ ।

অনুগচ্ছানুজানামি কুবেরং ধনপালকম্ ॥ ১৯

রামো বসিষ্ঠশ্চ গুরোঃ পদানুজং

নভা যথা দেবগুরোঃ শতক্রতুঃ

ভূতলে নামিরা সেই পুষ্পক বিমানকে বলিলেন—তুমি যাও, অতঃপর কুবেরকে বহন কর। আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি ধনপালক কুবেরের নিকট গমন কর ॥ ১৫-১৯

শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র বৈরূপ গুরু বৃহস্পতির আশীর্বাদে প্রণাম

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে

দত্তা মহার্হাসনমুত্তমং গুরো-

রূপাবিবেশাথ গুরোঃ সমীপতঃ ॥ ১০০

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

করেন, সেইরূপ শ্রীরাঃও গুরু বশিষ্ঠের আচরণকমলে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাকে বহুমূল্য উত্তম আসন বসিবার জন্ত প্রদান

করিয়া স্বয়ং গুরু বশিষ্ঠের সমীপে উপবেশন করিলেন ॥ ১০০

উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

### পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

[ শ্রীরামশ্রীযোধ্যানগরীপ্রবেশঃ, রাজ্যাভিষেকঃ, মহাদেবাদি-দেবানামাগমনম্, শ্রীরামস্তুতিশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তত্তত্ত্ব কৈকেয়ীপুত্রো ভরতো ভক্তিসংযুতঃ ।

শিরশ্চঞ্জলিমাধায় জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥ ১

মাতা মে সংকুতা রাম দত্তং রাজ্যং ত্বয়া মম ।

দদামি তত্তে চ পুনর্যথা ত্বমদদা মম ॥ ২

ইত্যুক্ত্যু পাদয়োৰ্ভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ ।

বহুধা প্রার্থয়ামাস কৈকেয়া গুরুণা সহ ॥ ৩

তথেষতি প্রতিজগাধ ভরতাদ্রাজ্যমীশ্বরঃ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[ শ্রীরামের অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ, রাজ্যাভিষেক এবং মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের আগমন ও শ্রীরামের স্তবকরণ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ভদ্রনভর কৈকেয়ী-পুত্র ভরত ভক্তি সহকারে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকে বলিলেন । ১

রাম ! আপনি আমার মাতাকে সম্মানিত করিয়াছেন অর্থাৎ ‘আমার পুত্রকে রাজ্যদান করিয়া রাম বলে গমন করুক’ এই আমার মাতার ইচ্ছা পূরণ করিতে আপনি বলে গমন করিয়াছেন এবং আমাকে আপনি রাজ্য প্রদান করিয়াছেন ; অতএব এই উভয় কার্য যারা আমার মাতৃব্যক্তি পালিত হওয়ার তিনি সম্মানিত হইয়াছেন । আপনি বৈরূপ পূর্বে আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, আজ আমিও সেইরূপ এই রাজ্য আপনাকে পুনরায় প্রদান করিতেছি । ২

এই কথা বলিয়া ভরত ভক্তিসহকারে শ্রীরামের আশীর্বাদে

মায়ামাশ্রিত্য সকলাং নরচেষ্টামুপাগতঃ ॥ ৪

স্বারাজ্যানুভবো যশ্চ মুখজ্ঞানৈকরূপিণঃ ।

নিরস্তাভিশয়ানন্দরূপিণং পরমাত্মনঃ ॥ ৫

মাহুযেণ তু রাজ্যেন কিং তশ্চ জগদীশিতুঃ ।

যশ্চ জ্ঞাতদমাত্রেণ ত্রিলোকৌ নশ্যতি কণাৎ ॥ ৬

যশ্চানুগ্রহমাত্রেণ ভবন্ত্যাখণ্ডলশ্রিয়ঃ ।

লীলাশৃষ্টমহানৃষ্টেঃ কিয়দেভ্যঃসমাপতেঃ ॥ ৭

তথাপি ভজতাং নিত্যং কামপূরবিধিৎসয়া ।

মায়ামাহুযদেহেন সর্বমপ্যনুবর্ততে ॥ ৮

সাক্ষাৎ প্রণিপাত করত মাতা কৈকেয়ীও গুরু বশিষ্ঠের সহিত নানাভাবে রাজ্যগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন । ৩

মারা অবলম্বন করিয়া সকল মানবচেতার অনুকরণকারী পরমেশ্বর শ্রীরাম তখন ‘তথাস্ত’ বলিয়া ভরত হইতে রাজ্য গ্রহণ করিলেন । ৪

অতঃপর যিনি সুখ ও জ্ঞানের একমাত্র স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি সুখময় ও জ্ঞানময়, যিনি সदा পরমানন্দময় এবং যিনি নিজ আত্মাতেই সদা ভূমি সুখ অনুভব করিতেছেন, সেই পরমাত্মা জগদীশ্বরের এই সাধারণ মনুত্বরাজ্যের কি প্রয়োজন আছে ? যাহার জ্ঞাতদমাত্রেই এই ত্রিলোক কণকালেই বিনষ্ট হয় । ৫-৬

যাহার অনুগ্রহমাত্রেই দরিদ্রের ইন্দ্রতুল্য সম্পদ লাভ হয় এবং যিনি লীলাজলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, সেই লক্ষীপতি শ্রীরামচন্দ্রের এই সামান্ত অযোধ্যা রাজ্যে কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে ? তথাপি তিনি ভজনশীল ভক্তগণের কামনা পূরণের ইচ্ছায় মারা অবলম্বনে ধৃত মনুত্ব দেখে সব কিছুই মনুত্ববৎ আচরণ করিয়া বাইতে লাগিলেন । ৭-৮



ততঃ শক্রদ্বয়চনারিপুণঃ শূদ্রকুলকঃ ।  
 সস্তারাস্তাভিষেকার্থমানীতা রাঘবস্তু হি ॥ ৯  
 পূর্বং তু ভরতে স্রাতে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি ।  
 সূত্রীবে বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে ॥ ১০  
 বিশোধিতজটঃ স্রাতশ্চিত্রমালাগুলেপনঃ ।  
 মহাহর্বসনোপেতস্তন্থৌ তত্র শ্রিয়া জলন ॥ ১১  
 প্রতিকর্ষ চ রামস্ত লক্ষ্মণশ্চ মহামতিঃ ।  
 কারয়ামাস ভরতঃ সীতায়্য রাজযোষিতঃ ॥ ১২  
 মহাহর্বজ্ঞাতরণৈরলক্ষক্ৰুঃ স্তমধ্যমাম ।  
 ততো বানরপত্নীনাং সর্বাসামেব শোভনা ॥ ১৩  
 অকারয়ত কোশল্যা প্রহ্লাদা পুত্রবৎসলা ।  
 ততঃ স্তম্ভনমাদায় শক্রদ্বয়চনাং স্ত্রীঃ ॥ ১৪  
 স্তম্ভনঃ সূর্য্যাসঙ্কাশং যোজয়িত্বাপ্রতঃ স্থিতঃ ।  
 আকুরোহ রথং রামঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ ॥ ১৫  
 সূত্রীবো হুবরাজশ্চ হনুমান্শ্চ বিভীষণঃ ।

তদনন্তর শত্রুরের আদেশে সুদক্ষ নাগিত এবং জীরামের অভিষেকের জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনীত হইল । ৯

প্রথমে ভরত, মহাত্মা লক্ষ্মণ, বানররাজ সূত্রীব এবং রাক্ষস-রাজ বিভীষণ স্নান করিলে পর জীরাম জটা পরিষ্কার করিয়া স্নান করিলেন । তারপর মহাহর্ব (বহুমূল্য) বসন পরিধান করিয়া বিচিত্র মালা ধারণ করত সুগন্ধি অনুলেপন অঙ্গে ধারণ করিলেন । ইহাতে দিব্য মৌল্যের্যো উদ্দীপিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১০-১১

তারপর মহামতি লক্ষ্মণ ও ভরত জীরামের উদ্বর্তনাদি সংস্কার সম্পাদন পূর্বক বেশ-ভূষা করাইলেন । অতঃপর রাজপত্নীগণ মহাহর্ব বসন ও আভরণসমূহে স্তমধ্যমা সীতাদেবীকে অলঙ্কৃত করিলেন । তখন পুত্রবৎসলা অভিলষত আনন্দিয়া শোভনা কোশল্যা দেবী সমস্ত বানর-পত্নীগণেরই বেশভূষা করাইয়া দিলেন । তদনন্তর শত্রুরের আদেশে স্তম্ভিত স্তম্ভ সূর্য্যভূষা দেবীপ্যমান রথ আনিয়া উহাতে অশ্ব সংযোজন পূর্বক রামের সমুখে রাখিলেন । সত্যপরায়ণ ও ধর্মপরায়ণ রাম তখন সেই রথে আরোহণ করিলেন । ১২-১৫

সূত্রীব, হুবরাজ অজদ, হনুমান্ এবং বিভীষণ স্নান করত দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া রথ, অশ্ব ও হস্তীতে আরোহণ করত জীরামের অঙ্গে এবং পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন । সূত্রীব-পত্নীগণ এবং সীতাদেবী শিবিকার আরোহণ করিয়া পরম রমণীয় অযোধ্যা

স্রাভা দিব্যান্বরধরা দিব্যভরণভূষিতাঃ ॥ ১৬  
 রামমহীমুরগ্রে চ রথাস্থগজবাহনাঃ ।  
 সূত্রীবপত্ন্যাঃ সীতা চ যমুর্দানৈঃ পুরং মহৎ ॥ ১৭  
 বজ্রপার্শ্বিকা দেবৈর্হরিতাশ্বরথে স্থিতাঃ ।  
 প্রযযৌ রথমাস্থায় তথা রামো মহৎ পুরম্ ॥ ১৮  
 সারথ্যং ভরতশ্চক্রে রত্নদণ্ডং মহাত্ম্যতিঃ ।  
 শ্বেতাভপত্রং শক্রল্লো লক্ষ্মণো ব্যজনং দধে ॥ ১৯  
 চামরঞ্চ সমীপস্থো শ্রবীজয়দরিন্দমঃ ।  
 শলিপ্রকাশং তপরং জগ্রাহাসুরনায়কঃ ॥ ২০  
 দিবিজৈঃ সিদ্ধসত্তৈশ্চ ঋষিভিদিবাদর্শনৈঃ ।  
 স্তূয়মানস্ত রামস্ত শুক্রবে মধুরধ্বনিঃ ॥ ২১  
 মাহুযং রূপমাস্থায় বানরা গজবাহনাঃ ।  
 ভেরীশব্দিনির্নাদৈশ্চ যুদ্ধপর্ণবানকৈঃ ॥ ২২  
 প্রযযৌ রাঘবশ্রেষ্ঠস্তাং পুরীং সমলঙ্কৃতাম্ ।  
 দদৃশুস্তে সমায়াস্তং রাঘবং পুরবাসিনঃ ॥ ২৩

নগরীতে গমন করিলেন । ১৬-১৭

হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্র যেক্রপ হরিতবর্ণ অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া দেবগণের সহিত দিব্য পুরী অমরাবতীতে গমন করেন, সেইরূপ জীরাম রথে আরোহণ করত মহৎ পুরী অযোধ্যা অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন । ১৮

এই সময়ে সেই রথের সারথির কার্য্য ভরত করিতেছিলেন, মহাতেজস্বী শত্রুর রত্নদণ্ড শ্বেতাভ্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণ চামর বীজন করিতে লাগিলেন । ১৯

শক্রদমন সূত্রীব জীরামের নিকটে থাকিয়া চামর ব্যজন করিতে থাকিলেন । এইরূপ রাক্ষসরাজ বিভীষণ চন্দ্রভূষা ত্রস্ত্র অস্ত্র এক চামর গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সাদা চামর লইয়া বীজন করিতে লাগিলেন । ২০

সেই সময়ে দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং দিব্যদর্শন ঋষিগণ জীরামের স্তব করিতেছিলেন । এই স্তবের স্তমধুর ধ্বনি তখন সকলেই শ্রবণ করিতেছিল । ২১

তৎকালীন বানরগণ সকলে মনুষ্যদেহ ধারণ করত হস্তীতে আরোহণ করিয়া বাইতে লাগিল । রত্নশ্রেষ্ঠ জীরাম ভেরী ও শব্দের নাদে নিরান্দিত এবং যুদ্ধ, পণব ও আনন্দ—এই সব বাস্তবের ধ্বনিতে মুগ্ধিত এবং নানাভাবে সুসজ্জিত সেই অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে লাগিলেন । তখন সেই পুরবাসী সকলেই ‘জীরাম অযোধ্যা নগরীতে স্তভাগমন করিতেছেন’—ইহা দর্শন করিতে লাগিল । ২২-২৩

দূর্বাদলশ্যামভঙ্গু মহার্হ-

কিরীটরত্নভরণাচিত্তাজম্ ।

আরক্তকঙ্কায়তলোচনাভং

দৃষ্টা যমুর্মোদমতীৰ পূণ্যাঃ ॥ ২৪

বিচিত্ররত্নাঙ্কিতসুজনক-

পীতাস্বরং পীনভূজান্তরালম্ ।

অনর্ঘ্যমুক্তাকন্দবিদ্যাহারৈ-

বিরোচমানং রঘুনন্দনং প্রজাঃ ॥ ২৫

সুগ্রীবমুখ্যৈরুত্তিষ্ঠিঃ প্রশান্তৈ-

নিষেব্যমাণং রবিতুল্যভাসম্ ।

কন্তুরিকাচন্দনলিগুগাত্রং

নিবীতকল্পক্রমপুষ্পমালম্ ॥ ২৬

ঋত্বা স্ত্রিয়ো রামমুপাগত্য মুদা

প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননশ্রিয়ঃ ।

অপাশ্চ সর্বং গৃহকার্যমাহিতং

হর্ম্যাণি চৈবারুরুহঃ স্বলঙ্কতাঃ ॥ ২৭

দৃষ্টা हरिं सर्वदुগুংসবাকৃতিং

পুটৈঃ কিরন্তাঃ স্মিতশোভিতাননাঃ ।

অভিন্ন পুণ্যবান্ প্রজাগণ বহুমূল্য কিরীট ও রত্নময় আরক্তগম্ভীরে সুশোভিতদেহ, অরুণবর্ণ কমলদল-সদৃশ আরক্তলোচন, বিচিত্র রত্নময় সুপ্রাণিত পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিত, স্থূল বাহুধরশোভিত, পীবর বন্ধঃস্থলবিশিষ্ট, অমূল্য মুক্তাকলে প্রাণিত দিব্য হারে পরম রমণীয়, সুগ্রীব প্রভৃতি প্রশান্ত বানরগণ কর্তৃক সেবিত, সূর্য্য-সদৃশ কান্তিমান্, কন্তুরী ও চন্দনে চর্চিতদেহ এবং কল্পকৃষ্ণপ্রাণিত মালায় মালার তার ধারণকারী রঘু-নন্দন রামকে দর্শন করিয়া অভ্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন ॥২৪ ২৬

ঈরাম উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করত পুর-রমণীগণের মুখশ্রী আনন্দবেগে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা তখন নিজ নিজ আরক্ত গৃহকার্যসকল ত্যাগ করত নানাভাবে অগস্ত হইয়া প্রাসাদের ছাদে আরোহণ করিলেন ॥ ২৭

সকলের নরনের উৎসবজনক আকৃতিবিশিষ্ট রামরূপধারী ঈহরিকে দর্শন করিয়া ঈষৎশ্যাম সুশোভিতবদনে পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সেই সব রমণীগণ নরন ও মনের রসায়নরূপ আখ্যায়িক মুক্তি ঈরামকে নরন এবং মনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন প্রজানান্দ অর্থাৎ বন্নার তার প্রভাবশালী ঈহরি রামচন্দ্র ঈষৎশ্যাম সহকারে এবং স্নেহপূর্ণ নরনে প্রজাগণকে অবলোকন করিতে করিতে মহেন্দ্রভবন-ভূল্য সুসজ্জিত পিণ্ডুহ অভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

রঘুবংশকেতু ( রঘুবংশে যিনি যীর ভগ্নপরিমা ও প্রভাপ-

দৃগ্ভিঃ পুনর্নৈত্রমনোরসায়নং

স্বানন্দমুত্তিঃ মনসাভিরেভিরে ॥২৮

রামঃ স্মিতস্নিগ্ধদৃশা প্রজাসুখা

পশ্যন্ প্রজানান্দ ইবাপরঃ প্রভুঃ ।

শনৈর্জগামাথ পিতুঃ স্বলঙ্কতং

গৃহং মহেন্দ্রালয়সম্নিভং हरिः ॥ ২৯

প্রবিশ্য বেষ্মাস্তুরসংস্থিতো মুদা

রামো ববন্দে চরণৌ স্বমাতুঃ ।

ক্রমেণ সর্বাঃ পিতৃযোষিতঃ প্রভু-

নমাম ভক্ত্যা রঘুবংশকেতুঃ ॥ ৩০

ততো ভরতমাহেদং রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ।

সর্বসম্পৎসমায়ুক্তং মম মন্দিরমুত্তমম্ ॥ ৩১

মিত্রায় বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় প্রদীয়তাম্ ।

সর্বৈভ্যঃ সখ্যবাসার্থং মন্দিরানি প্রকল্পয় ॥ ৩২

রামেনৈবং সমাদিষ্টো ভরতশ্চ তথাকরোৎ ।

উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবঃ রাঘবামুজঃ ॥ ৩৩

রাঘবশ্চাভিষেকার্থং চতুঃসিন্ধুভ্রমং শুভম্ ।

আনেতুং প্রেষয়ান্ত দূতাঃ স্মৃতিবিক্রমান্ ॥ ৩৪

পরাক্রমাদিতে কেতুরূপ অর্থাৎ ধনতুল্য মন্দিরপরি বিরাজমান, প্রভু ঈরাম তথায় প্রবিশি হইয়া গৃহান্তরে গমন করত প্রথমে যীর মাতা কৌশল্যাদেবীর চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। তারপর ঈরাম ভক্তিসহকারে ক্রমে ক্রমে সকল বিমাতাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩০

তদনন্তর সত্যপরাক্রম রাম ভরতকে এই কথা বলিলেন,— আমার সমস্ত সম্পদমুক্ত উত্তম ভবন বানররাজ মিত্র সুগ্রীবকে প্রদান কর। অত্যন্ত বাহারা আছে, তাহাদের সুখে বাস করিবার জন্য প্রত্যেকের গৃহের ব্যবস্থা কর ॥ ৩১-৩২

ঈরাম এই কথা বলিয়া আদেশ করিলে পর মহাতেজা রামানুজ ভরত তাহাই করিলেন এবং বানররাজ সুগ্রীবকে বলিলেন ॥ ৩৩

ঈরামের অভিষেকের জন্য চার সমুদ্রের পবিত্র জল আনয়ন

• বাল্মীকিরামায়ণে সমুদ্রের নাম, জলানয়নের পাত্রের নাম ও বানরগণের নাম বর্ণিত আছে ; যথা—

“অযতো দক্ষিণাৎ তূর্ণং সমুদ্রাঙ্জলমানয়ং ।

রক্তচন্দনশাখাভিঃ সংবৃত্তে কাঞ্চনে ঘটে ।

জাহবান্ পশ্চিমাত্তোরমাঙ্জহার স সাগরাং ।

রক্তকুণ্ডেন মহাতাণ্ডরূপলবণোভিনা ॥

বেগদর্শী পরিক্রান্ত উত্তরাঙ্গবর্জলম্ ।

শোভিতং ফলশাখাভিরচিরাদানন্নিচ্ছবম্ ।

সুবেণোহঙ্গদকেয়ূর্দৈর্মতিভং কলসং তথা ।

পানীয়মানয়ং ভজ সমুদ্রাদিভরাং ত্বরন্ ॥ ৬১:১৩:৬৫-৬৮

শ্রেয়স্লামাস স্মৃত্রীবো জাহবন্তং মরুৎসুতম্ ।  
 অঙ্গদঞ্চ সুষেণঞ্চ তে গদা বায়ুবেগতঃ ॥ ৩৫  
 জলপূর্ণান্ শাতকুন্তকলসান্চ সমানয়ন্ ।  
 আনীতং ভীৰ্জসলিলং শক্রয়ো মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৩৬  
 রাঘবস্তাভিষেকার্থং বসিষ্ঠায় শ্রবেদয়ৎ ।  
 ততস্ত্ব প্রযতো বুদ্ধো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ৩৭  
 রামং রত্নময়ে গীঠে সসীতং সন্ন্যবেশয়ৎ ।  
 বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিণৌতমস্তথা ॥ ৩৮  
 বাল্মীকিশ্চ তথা চক্রুঃ সৰ্ব্বৈ রামাভিষেচনম্ ।  
 কুশাগ্রতুলসীযুক্তপুণ্যগন্ধলৈর্মুদা ॥ ৩৯

করিতে সত্তর ক্রতবেগে গমন করিতে সমর্থ দুতগণকে প্রেরণ কর ॥ ৩৪

তখন সুগ্রীব জাহবান্, পবননন্দন হনুমান্, অঙ্গদ ও সুষেণকে পাঠাইয়া দিলেন । (১) ইহারা বায়ুতুল্য ভীতবেগে বাইরা জলপূর্ণ র্ম কলসসমূহ আনয়ন করিলেন । অতদিকে শক্রয়ও মন্ত্রিগণের দ্বারা ভীৰ্জল আনয়ন করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

তাহার পর ঈরামের অভিষেকের জন্য বসিষ্ঠকে নিবেদন করিলেন । তখন সংযত বুদ্ধ কুলকুল বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত সীতাদেবী সহ রামকে রত্নময় গীঠে বসাইলেন । বসিষ্ঠ, বামদেব জাবালি,গৌতম ও বাল্মীকি(২) ইহার সকলে ঈরামের অভিষেক কার্য সম্পাদন করিলেন । বসুগণ বেক্রম্য বাসবকে অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ ঐশ্বর্য্যবিক্, ব্রাহ্মণ, কুমারী ও মন্ত্রিগণের সাহায্য লইয়া কুশাগ্র(৩) ও তুলসী দলযুক্ত পবিত্র গন্ধল এবং সর্ব্বৌষধি জল দ্বারা আনন্দ-

(১) এখানে বানরনামগ্রসঙ্গে মহাবি বাল্মীকি,—

“জাহবান্চ সুষেণশ্চ বেগদর্শী চ বানরঃ ।

ঋষভশ্চ মহাবাহুশ্চক্রোহপি বনৌকসঃ ।” ৬।১২।৬৩

(২) অভিষেককর্ত্তা ঋষিগণের নাম বাল্মীকিরামরণে,—

“বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালির্বিজয়স্তথা ।

কাশ্যপো গৌতমশ্চাপি তথা কাত্যারনো বিজঃ ।

বিশ্বামিত্রশ্চ ভেজয়ী তথাস্তে বিজপুত্রবাহঃ ।

অভ্যাসিকল্পরবরং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা ।” ৬।১ ২।৭৩-৭৪

পদ্মপুরাণে—

“বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ ।

মার্কণ্ডেয়শ্চ মৌদগল্যঃ পর্জতো নারদস্তথা ।

এতে মহর্ষয়স্তত্র জগৎহোমপুরঃসরম্ ।

অভিষেকং ততঃ চক্রুর্জনয়ো রাজসুতমম্ ।”

—উত্তরখণ্ডে ২৪৩।২-৩

(৩) পদ্মপুরাণে দেখা যায়, কুশাগ্র প্রভৃতি স্থলে দুর্কীগ

অভ্যাসিকল্প রঘুশ্রেষ্ঠং বাসবং বসবো যথা ।

ঋষিগুণ্ডিতব্রাহ্মণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কাত্যাবিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ৪০

সর্ব্বৌষধিরসৈশ্চৈব দৈবভৈরবভসি স্থিতৈঃ ।

চতুর্ভিলোকপালৈশ্চ স্তবন্তিঃ সগণৈস্তথা ॥ ৪১

ছত্রঞ্চ তস্ত্র জগ্রাহ শক্রয়ঃ পাণ্ডরং শুভম্ ।

সুগ্রীব-রাক্ষসেন্দ্রো ভৌ দধতুঃ খেতচামরে ॥ ৪২

মালাঞ্চ কাঞ্চনীং বায়ুর্দদৌ বাসবচোদিতঃ ।

সর্ব্বরত্নসমাস্কৃতং মণিকাঞ্চনভূষিতম্ ॥ ৪৩

দদৌ হারং নরেন্দ্রায় স্বয়ং শক্রয়ঃ তক্তিতঃ ।

প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব্বা ননুতুল্যাস্তরোগণাঃ ॥ ৪৪

সহকারে রঘুশ্রেষ্ঠ রামকে অভিষিক্ত করিলেন । এই সময় সমস্ত দেবভারা এবং লোকপালগণ অনুচরবৃন্দের সহিত আকাশে অবস্থান করত ঈরামের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭-৪১

শক্রয় তাঁহার শুভ শুভবর্ণের ছত্র ধারণ করিলেন । সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ—ইহারা উভয়ে খেত চামর ধারণ করিলেন (৫) ॥ ৪২

ইন্দ্রপ্রেরিত বায়ু কাঞ্চনময়ী মালা ঈরামকে প্রদান করিলেন । সমস্ত রত্নভচিত ও মণিকাঞ্চনশোভিত একটি হার স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ভক্তিতরে নরোত্তম রামকে দান করিলেন । তখন দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩-৪৪

প্রভৃতি উল্লিখিত আছে,—

“দুর্কীগ-তুলসীপত্র-পুষ্প-গন্ধসমস্থিতৈঃ ।

মন্ত্রপুস্তকলৈঃ তৈর্দর্শনয়ঃ সংশিতব্রত্ভাঃ ।”

উত্তরখণ্ডে ২৪৩।৬

(৬) চামরাদি ধারণবিষয়ে মহাবি বাল্মীকি—

“তুল্যক বালব্যাজনং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।

অপরং চক্রসঙ্ক্ৰাণং বালব্যাজনযুক্তমম্ ।

জকৌ রামশ্চ জগ্রাহ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণ ।”

৬।১২।৭৮-৭৯

এবিষয়ে পদ্মপুরাণ—

“মন্ত্রক চামরং দিব্যং ব্রতব্রাহ্মণগুণ্ডা ।

পার্ষে তরুত-শক্রয়ো ভালবুদ্ধো বিরজতুঃ ।

দর্পণং প্রদদৌ ঈমান্ রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ।

দধার পূর্ণকলসং সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ।

জাহবান্চ মহাতেজাঃ পুষ্পমালাং মনোহরাম্ ।

বালিপুস্তক ভাঙ্গুং সর্পুং দদৌ হরেঃ ।

হনুমান্ দীপকান্ দিব্যান্ সুষেণশ্চ ধ্বজং ততম্ ।

—উত্তরখণ্ডে ২৪৩।১০

দেবহৃদুভিসমুহং বাদিত হইতে লাগিল এবং আকাশ হইতেও  
পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। পদ্মপত্রাদৃশ আরতপোচন, কোটি  
সূর্যাসদৃশ অত্যাঙ্কস কিরীটশোভিত, কোটি কামদেবতুল্য  
কমনীর কান্তিমান, পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিত, দিব্য আভরণ-  
সমূহে বিভূষিত, দিব্য চন্দনচর্চিত, দগ্ধসহস্র সূর্য্যতুল্য জ্যোতিষ্মান  
দ্বিহা হও নবদুর্বাদলশ্যামং রঘুনন্দন রামকে এবং ঈরামের  
বামভাগে উপবিষ্টা, স্বর্ণবর্ণা, সর্কবিধ আভরণে বিভূষিতা এবং  
ঈরামের বামকোড়ে বিরাজিতা, ঈরাম কর্তৃক বামহস্তে  
আলিজিতা, স্বীয় পদ্মহস্তে ২২পদ্মধারিণী এবং সর্কপেঙ্কা  
অধিক সৌন্দর্য্যবতী সীতাদেশীকে দর্শন করিয়া উমাদেবীর  
সহিত ভক্তিমান মহাদেব শঙ্কর রঘুনন্দন রামকে সমস্ত দেবতাবৃন্দ  
সমভিব্যাহারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৫-৫০

ঈমহাদেব বলিলেন,— নীলপদ্মদৃশ শ্যামল বর্ণ, কোমলাঙ্গ,  
কিরীট, হার ও অঙ্গদ ভূষিত, সিংহাসনে অবস্থিত ও অত্যাঙ্কস  
কান্তিমান ঈরামকে নক্তি সীতাদেবীর সহিত প্রণাম করি। ৫১  
(হে রাম। আমি স্বয়ং মহাদেব হইয়া সাধারণ মনুভক্তগণী  
কেন তোমাকে প্রণাম করিতেছি, তাহা বলিতেছি—) আদি, মধ্য  
ও অন্তরীণ এক তুমিই স্বীয় মায়ী নক্তি বলে এই লোকসমূহ স্বজন,  
পালন ও নাশ করিতেছে; কিন্তু সেই মায়ীভণে তুমি কখনও

হুমাতিমধ্যান্তবিহীন এক:  
সৃজন্তবস্ত্রংসি চ লোকজাতম্।  
স্বমায়য়া ভেন ন লিপ্যসে ত্বং  
যৎ স্বে স্মুখেহজস্ররতোহনবভঃ ॥ ৫২  
লীলাং বিধৎসে গুণসংবৃত্তং  
প্রপন্নভক্তাহুবিধানহেতোঃ।  
নানাবতীরৈঃ সুরমাহুমাঠৈঃ  
প্রভীয়সে জ্ঞানিত্তিরেব নিত্যম্ ॥ ৫৩  
স্বাংশেন লোকং সকলং বিধায় ত্বং  
বিতর্ষি চ ত্বং তদধঃ ফণীশ্বরঃ।  
উপধ্যাধো ভাননিলোড়ুপৌষধী  
প্রবর্ষ্যরূপোহবাস নৈকধা জগৎ ॥ ৫৪  
তুমিহ দেহভূতাং শিখিরূপঃ  
পচসি ভুক্তমশেষমজস্রম্।  
পবনপঞ্চকরূপসহায়ো  
জগদখণ্ডমেনেন বিতর্ষি ॥ ৫৫  
চন্দ্র-সূর্য্য-শিখিমধ্যগতঃ যৎ  
তেজঃ সৈশ চিদশেষতনুনাং।  
প্রাণবত্তনুভূতামিহ ধৈর্য্যঃ  
শৌধ্যামায়ুরখিলং তব মন্তুম্ ॥ ৫৬

লিপ্ত হও না; কারণ, তুমি অনবদ্য অখণ্ড বিত্তস্বরূপ এবং  
নিরন্তর নিজ আনন্দে নিমগ্ন রহিয়াছ ॥ ৫২  
(তোমার মতে যদি আমি এরূপই হই, তাহা হইলে আমার  
কর্ম্মাচরণের কি প্রয়োজন আছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—)  
তুমি যে গুণসমূহে আবৃত হইয়া দেব ও মনুজাদি রূপে নানা  
অবতার গ্রহণ করত লীলাপ্রকাশ করিয়া থাক, তাহা কেবল  
তোমার শরণাগত ভক্তগণের মুক্তিবিধানের জন্য। জানী পুরুষ-  
গণ তোমার এই স্বরূপ নিত্য অবগত আছেন ॥ ৫৩  
স্বীয় অংশে লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তাহার অধোদেশে  
কনিরাজরূপে অবস্থান করত উহা ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছে।  
সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ওষধি ও মেঘ—এই সব রূপ ধারণ করত  
এজগতের উর্দ্ধ ও অধোভাগ নানা ভাবে রক্ষা করিতেছে ॥ ৫৪  
তুমি এজগতে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া দেহধারী জীবগণের  
ভুক্ত নানাবিধ অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই  
পঞ্চ বায়ুর সাহায্যে নিরন্তর পরিপাক করিতেছ; এইভাবে  
তুমি নিখিল জগৎ পরিপালন করিয়া থাক ॥ ৫৫  
হে পরমেশ্বর! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির মতো যে তেজ,

৫ “অহং বৈজ্ঞানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাজিতঃ।

প্রাণাপানসমানুভূতং পচাম্যঃ চতুর্বিধম্ ॥”

—ঈমদ্ব্যাপবদ্ গীতা—১৫।১৪

স্বং বিরक्ति-शिव-विष्णु-विभेदाৎ

काल-कर्म्मशक्ति-सूर्याविभागात् ।

বাদিনাং পুথগিবেশ বিভাসি

ব্রহ্ম নিশ্চিতমনশ্চিদৈকম্ ॥ ৫৭

মৎস্তাদিরূপেণ যথা ত্বমেকঃ

ঋতৌ পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধিঃ ।

তথৈব সর্বং সদসদ্বিভাগ-

ত্বমেব নাশ্চত্বতো বিভাতি ॥ ৫৮

যদ্যৎ সমুৎপন্নমনস্তস্মাৎ

উৎপৎশ্চতে যচ্চ ভবচ্চ যচ্চ ।

ন দৃশ্যতে স্বাবর-জঙ্গমাদৌ

যয়া বিনাতঃ পরতঃ পরশ্চম্ ॥ ৫৯

তত্ত্বং ন জানন্তি পরাশ্রমন্তে

জনঃ সমস্তান্তব মায়য়াতঃ ।

নিখিল দেহধারীদিগের চৈতন্য এবং প্রাণিবর্গের শৌর্য্য, ধৈর্য্য

ও আত্ম;—তোমার সম্বন্ধ এই সবরূপে পরিণত হয়(.) ॥ ৫৬

(তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, আমার ব্রহ্মত্ব নাই; কারণ,

“অব্যাবৃত্তাননুগত্যং বস্ত্র ব্রহ্মৈতি ভগাভে ।

ব্রহ্মার্থো হর্লভন্তস্মাদ্ বিভীয়ে সতি বস্তনি ।”

ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন,—

হে জগদীশ্বর! তুমিই ভেদশূন্য একমাত্র নিশ্চিত ব্রহ্ম; কিন্তু রূপবাদী পুরুষগণের নিকট তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কাল, কর্ম, চক্র ও সূর্য্য—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে পৃথক্ বলিয়া প্রতিভাত হও ॥ ৫৭

যে রূপ একমাত্র তুমিই মৎস্তাদি রূপে অবতীর্ণ হও বলিয়া বেদ, পুরাণসমূহ ও জগতে প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ সং ও অসং অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জগৎ একমাত্র তুমিই প্রতীকমান হও বলিয়া তুমিই সমস্ত; তোমা ভিন্ন আর অন্য কিছুই প্রতিভাত হয় না ॥ ৫৮

এই স্বাবর ও জঙ্গমাদিময় অনন্ত অর্থাৎ অন্তরহিত সৃষ্টিতে (পাতঞ্জলে কথিত আছে—

‘সর্ব্বথা সৃষ্ট্যাছ্যচ্ছেদো নৈব

কৃত্বার্থমুতং প্রত্যেব তু ভিন্নবৃতিঃ’ ॥

এবং সৃষ্টিতেও উক্ত আছে—

(১) “বদাদিত্য-পতং ভেলো জগদ্ ভাসরতেহবিলম্ ।

যচ্চব্রহ্মসি যচ্চাগ্নৌ তৎ ভেলো বিদ্ধি মামকম্ ।

ঐদীভা—১৪১২

ব্রহ্মত্বসেবামলমানসানাং

বিভাতি তত্ত্বং পরমেকমৈশম্ ॥ ৬০

ব্রহ্মাদয়ন্তে ন বিদুঃ স্বরূপং

চিদাক্ততত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ ।

ভতো বুধত্বামিদমেবরূপং

ভক্ত্যা ভক্তমুক্তিমূপৈত্যত্বঃ ॥ ৬১

অহং ভবন্নাম গুণন্ কৃতার্থো

বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্মা ।

মুমূর্ষমাণশ্চ বিমুক্তয়েহহং

দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম ॥ ৬২

ইমং স্তবং নিভ্যমনশ্চভক্ত্যা

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি লিখন্তি যে বৈ ।

তে সর্ব্বসৌখ্যং পরমঞ্চ লব্ধ্বা

ভবৎপদং যাস্তু ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৩

“অনাদিভগবান্ কাণো নাভোহস্তা বিজ বিদ্যতে ।

অব্যাক্ষিপ্যন্ততত্ত্বোভে সর্গ-স্থিত্যন্ত-সংযমাঃ ।” )

যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে এবং যাহা বর্ত্তমানে উৎপন্ন হইতেছে, এ সবেরই মধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই সৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব তুমিই পরাংপর পরমব্রহ্ম ॥ ৫৯

যেহেতু তোমার মায়া দ্বারা সমস্ত জনগণ আবৃত্ত আছে, সেইহেতু তাহারা পরমাত্মা তোমার তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু যাহারা তোমার ভক্তগণের সেবা করিয়া নির্মলচিত্ত হইয়াছেন, কেবল তাহারাই অধীতির পারমেশ্বর তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৬০

বাহু বিষয়ে আসক্ত ব্রহ্মাদি দেবভাগ্যও তোমার সেই চিন্ময় আশ্রয়ত্ব জানেন না। সেইহেতু জ্ঞানী ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে তোমার এই রামরূপের ভজনা করিতে করিতে সমস্ত হঃশূন্য হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬১

আমি তোমার ‘রাম’ এই নাম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে কৃতার্থ হইয়া ভবানী হর্গার সহিত নিরন্তর কানীধামে বাস করি এবং তথায় মুমূর্ষু জীবগণের মুক্তিদানের জন্য তোমার রামনাম রূপ মন্ত্র তাহাদিগকে উপদেশ করি অর্থাৎ যত্নাকালে তাহাদিগকে রামনাম দান করি ॥ ৬২

যে ব্যক্তিগণ তোমার এই স্তব জনন্য ভক্তিসহকারে নিভ্য শ্রবণ করিবে, গান (পাঠ) করিবে কিংবা লিপিবদ্ধ করিবে, তাহারা সকলে তোমার করুণায় বেন পরম সুখ লাভ করত তোমার পরম পাদ লাভ করে ॥ ৬৩

ইন্দ্র উবাচ ।

রক্ষোহৃষিপেনাখিলদেবসৌখ্যঃ

শ্রুতঞ্চ মে ব্রহ্মবরেণ দেব ।

পুনশ্চ সর্বৈ ভবতঃ প্রসাদাৎ

প্রাপ্তং হতো রাক্ষসহৃষ্টশত্রুঃ ॥ ৬৪

দেবা উচুঃ ।

শ্রুতা যজ্ঞভাগা ধরাদেবদত্তা

মুরারে খলেনাদিদৈত্যান বিকো ।

শ্রুতাহুত্বা ত্বয়া নো বিতানেষু ভাগাঃ

পুরাবস্তবিশ্রুন্তি যুয্মৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৫

পিতর উচুঃ ।

হতোহুত্বা ত্বয়া হৃষ্টদৈত্যো মহাত্মন

গয়াদৌ নরৈর্দত্তপিতৃাদিকারঃ ।

বলাদত্তি হত্বা গৃহীত্বা সমস্তা-

নিদানীং পুনর্লঙ্কতত্ত্বা ভবামঃ ॥ ৬৬

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেব! রাক্ষসাবিধি রাক্ষস ব্রহ্মার বরপ্রভাবে আমার এবং সমস্ত দেবগণের সর্বপ্রকার সুখসম্ভোগ হরণ করিয়াছিল। এখন সেই দুই রাক্ষস লঙ্কা রাক্ষসকে আপনি বধ করায় আমরা আপনার কৃপায় তৎসমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি। ৬৪

দেবগণ বলিলেন,—হে মুরারে! হে বিকো! যে খল রাক্ষস অস্মাত্তরে আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপু ছিল, ধরাদেবগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আমাদের উদ্দেশে প্রদত্ত যজ্ঞভাগ-সকল যে রাক্ষস হরণ করিত, সেই রাক্ষসকে আপনি এখন বধ করিয়াছেন; অতএব আপনার প্রসাদে পূর্বের ন্যায় পুনরায় যজ্ঞভাগসকল আমাদের হইবে। ৬৫

পিতৃগণ কহিলেন,—হে মহাত্মন! গয়াদি ভীষণদৈত্যে মনুষ্যগণ যে পিতৃাদি রূপ অন্ন প্রদান করিত, এই দুই দৈত্য সেই সব পিতৃ আমাদিগকে আঘাত করিয়া সবলে কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করিত, আপনি সম্প্রতি তাহাকে নিহত করিয়াছেন, অতএব আমরা এখন তাহা লাভ করিয়া হৃষ্টপুঙ্ঠ হইব। ৬৬

যক্ষগণ বলিলেন,—হে রাঘব! হে পরমেশ্বর! এই দশানন রাঘব বলপূর্বক আমাদিগকে অবৈতনিক দাস্য কর্ণে নিযুক্ত করিয়াছিল, আমরা হুঃখান্বিত হইয়া তাহাকে বধন করিতাম;

যক্ষা উচুঃ

সদা বিষ্টিকর্মণ্যনেনাভিযুক্তা

বহামো দশান্তং বলাদ হুঃখযুক্তাঃ ।

দুরাত্মা হতো রাবণো রাঘবেশ

ত্বয়া তে বয়ং হুঃখজাতা বিযুক্তাঃ ॥ ৬৭

গন্ধর্ব্বা উচুঃ ।

বয়ং সঙ্গীতনিপুণা গায়ন্ত্যন্তে কথামৃতম্ ।

আনন্দামৃতমন্দোহযুক্তাঃ পূর্ণাঃ স্থিতাঃ পুরা ॥ ৬৮

পশ্চাদ্‌দুরাত্মনা রাম রাঘবেনাভিবিফ্রতাঃ ।

তমেব গায়মানাশ্চ তদারামনতৎপরঃ ॥ ৬৯

স্থিতান্ত্বয়া পরিত্রাতা হতোহয়ং হৃষ্টরাক্ষসঃ ।

এবং মহোরগাঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরা মরুতস্তথা ॥ ৭০

বসবো মুনয়ো গাবো গুহ্যকাস্চ পতন্ত্রিণাঃ ।

সপ্রজাপত্যয়শ্চৈত্রে তথা চান্দ্রসংগাঃ ॥ ৭১

সর্বৈ রামং সমাসান্ত দৃষ্ট্বা নেত্রমহোৎসবম্ ।

স্তম্ভা পৃথক্ পৃথক্ সর্বৈ রাঘবেণাভিবন্দিতাঃ ॥ ৭২

কিন্তু এখন আপনি সেই দুরাত্মা রাঘবকে বধ করিয়াছেন, অতএব আমরা আপনার দরায় সেই হুঃখরাশি হইতে বিশেষ ভাবে মুক্ত হইলাম। ৬৭

গন্ধর্ব্বগণ কহিলেন,—আমরা সঙ্গীতনিপুণ গন্ধর্ব্ব, আমরা পূর্ব্বে আপনার লীলাকথারূপ অমৃতগাথা গান করত প্রেমানন্দ-রূপ অমৃতধারার অভিষিক্ত হইয়া পরম পরিতৃপ্ত ছিলাম, কিন্তু পরে দুরাত্মা রাঘব বলপূর্বক আমাদিগকে বশীভূত করিলে তাহার আরাধনার তৎপর হইয়া তাহার চরিত গান করিতে করিতে অবস্থান করিতাম; বর্তমানে আপনার ধারা সেই দুই রাক্ষস নিহত হওয়ার আমরা সকলে পরিত্রস্ত হইলাম। এইরূপ মহোরগ, সিদ্ধ, কিন্নর, মরুত, বায়ু, মূনি, গো, গুহ্যক, পক্ষী এবং প্রজাপতিগণ ও অঙ্গরোবৃন্দ—ইহারা সকলে সেই নয়নানন্দকর ঈরামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করত সকলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্তব করিলে রাঘবও তাঁহাদিগকে অভিবাদন জানাইলেন। ৬৮-৭২

ব্রহ্মা, ক্রতাদি দেবগণ সকলে আনন্দসহকারে ঈরামের প্রশংসা করিতে করিতে এবং তাঁহার লীলাচরিত গান করিতে করিতে নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন। ৭৩

যযুঃ স্বং স্বং পদং সর্বৈ ব্রহ্ম-রুদ্রাদয়ন্তথা ।  
 প্রশংসন্তো মুদা রামং গায়ন্তন্তশ্চ চেষ্টিতম্ ॥ ৭৩  
 ধ্যায়ন্তন্তুভিষেকাভ্রং সীতা-লক্ষ্মণসংবৃতম্ ।  
 সিংহাসনস্থং রাজেশ্বরং যযুঃ সর্বৈ হৃদিস্থিতম্ ॥ ৭৪  
 খে বাভেযু ধ্বনৎসু প্রমুদিতহৃদয়ে-  
 দেববৃন্দৈঃ স্তবন্তিঃ ।  
 বর্ষন্তিঃ পুষ্পবৃষ্টিং দিবি মুনিমিকরৈ-  
 রীডামানঃ সমস্তাং ।

অভিষেকার্জ অর্থাৎ রাজপদে অভিষিক্ত, সীতা ও লক্ষ্মণ-  
 সমন্বিত এবং সিংহাসনে বিরাজিত রাজেশ্বরী শ্রীরামকে হৃদয়ে  
 ধ্যানযোগে স্থাপনা করত সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ৭৩  
 এই সময় আকাশে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছিল, দেবগণ  
 আনন্দিতহৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে-  
 ছিলেন, মুনিবৃন্দ চারিদিকে তাঁহার স্তব করিতেছিলেন ।

শ্রীমদ্ভগবৎ বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অখ্যানাশ্রমায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ  
 সমাপ্ত ।

### ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

[ সুগ্রীবপ্রভৃতানাং স্বদেশগমনম্, শ্রীরামভক্তানাং শ্রীসীতাদেবীভ্যো হনুমতো বরলাভশ্চ । ]

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রামেহতিষিক্তে রাজেশ্ব্রে সর্বলোকশুখাবহে  
 বশুধা শস্ত্রসম্পন্নো ফলবন্তো মহীকুহাঃ ॥ ১  
 গন্ধহীনানি পুষ্পানি গন্ধবন্তি চকানিরে ।  
 সহস্রশতমস্থানং ধেনুনাক্ষ গবাং তথা ॥ ২

### ষোড়শ অধ্যায় ।

[ সুগ্রীবপ্রভৃতির স্বদেশে গমন এবং শ্রীরাম ও সীতাদেবীর  
 নিকট হইতে হনুমানের বর লাভ । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,— শ্রীরাম রাজেশ্বরপদে অভিষিক্ত  
 হইলে পর সমস্ত লোকসমূহ সুখময় হইয়া উঠিল, পৃথিবী শস্ত্র-  
 সম্পূর্ণা এবং বৃক্ষসকল ফলশালী হইল ॥ ১

গন্ধহীন পুষ্পসকলও সুগন্ধ প্রাপ্ত হইয়া বিকসিত হইল ।  
 রত্নলক্ষণ রাম অভিষিক্ত হইবার পূর্বে রাজগণকে শত সহস্র  
 অর্থাৎ এক লক্ষ অশ্ব, ধেনু (নবপ্রসূতা গাভী) এবং সাধারণ  
 গো দান করিয়াছিলেন ও শত শত হস্ত দান করিয়াছিলেন ।  
 অভিষিক্ত হইবার পর পুনরায় তিনি রাজগণকে ত্রিশ কোটি

রামঃ শ্যামঃ প্রসন্নঃ শ্মিতকৃচিরমুখঃ  
 সূর্য্যাকোটিপ্রকাশঃ ।  
 সীতাসৌমিত্রিবাসুদ্রামুনিহরিতিঃ  
 সেব্যমানো বিভাতি ॥ ৭৫

ইতি শ্রীমদখ্যানাশ্রমায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 লঙ্কাকাণ্ডে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ : ৫

সীতা, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, পবননন্দন হনুমান্, মুনিগণ ও বানর-  
 গণ তাঁহার সেবার নিরত ছিলেন । কোটি সূর্য্যভূলা দেবীপায়ান  
 শ্রীমদুন্দর শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া ঈষৎ হাস্য মধুরবদনে তখন  
 নিক্রম শোভা পাইতেছিলেন । ( মহাদেব শ্রীরামের এই মূর্ত্তি  
 ধ্যান করেন ) ॥ ৭৫

দদৌ শতবৃষান্ পূর্ব্বং বিজ্ঞেভ্যো রত্নলক্ষণঃ ।

ত্রিংশৎকোটিং শুবর্ণশ্চ ত্রাশ্রণেভ্যো দদৌ পুনঃ ॥ ৩

বজ্রাভরণবস্ত্রানি ত্রাশ্রণেভ্যো মুদা তথা ।

সূর্য্যকান্তিসমপ্রখ্যাং সর্ব্বরত্নময়ীং প্রজম্ ॥ ৪

সুবর্ণ মুদা দান করিলেন(১) ॥ ২-৩

শ্রীরাম আনন্দের সহিত ত্রাশ্রণগণকে বস্ত্র, আভরণ ও রত্ন-  
 সমূহও দান করিলেন । ভক্তবৎসল রাজ্যব এই সময় সূর্য্যকান্তি-  
 সমূহ সমুজ্জ্বল একটি সর্ব্বরত্নময়ী মালা প্রীতির সহিত সুগ্রীবকে  
 প্রদান করিলেন । রত্নলক্ষণ রাম অঙ্গদকে দুইটি দিব্য অঙ্গদ  
 ( বাহুবলবল্ল ) দান করিলেন ॥ ৪-৫

(১) ত্রাশ্রণগণকে দান করা বিষয়ে বাক্যকিরামায়ণে—

“দদৌ সহস্রং ধেনুনাং সহস্রশতং তথা ।

শতং শতশতৈব বৃষাণাং ত্রাশ্রণেশু চ ।

ত্রিংশৎকোটিহিরণ্যং ত্রাশ্রণেভ্যো দদৌ পুনঃ ।

বানান্তরণবস্ত্রানি শরনাতাসনানি চ ।

ত্রাশ্রণেভ্যো দদৌ হ্রকৌ গ্রামাংস্ত বহুশো বহু ॥”

শুশ্রীষায় দদৌ শ্রীত্যা রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ।  
 অঙ্গদায় দদৌ দিব্যে হৃদয়ে রঘুনন্দনঃ ॥ ৫  
 চন্দ্রকোটপ্রভীকাশং মণিরত্নবিভূষিতম্ ।  
 সীতায়ৈ প্রদদৌ হারং শ্রীত্যা রঘুকুলোত্তমঃ ॥ ৬  
 অবমৃগ্যাত্মনঃ কণ্ঠাঙ্কারং জনকনন্দিনী ।  
 অবৈকুণ্ঠ হরান্ সর্বান্ ভক্তারঞ্চ মুহুমূহঃ ॥ ৭  
 রামস্তামাহ বৈদেহীমিঙ্গিতজ্ঞো বিলোকয়ন্ ।  
 বৈদেহি যন্ত তুষ্টাসি দেহি তস্মৈ বরাননে ॥ ৮  
 হনুমতে দদৌ হারং পশ্যতো রাঘবস্ত ৮ ।  
 তেন হারেণ শুভ্রভে মারুতিগৌরবেণ চ ॥ ৯  
 রামোহপি মারুতিং দৃষ্ট্বা কৃতাজ্জলিম্পস্থিতম্ ।

রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম কোটিচন্দ্রভূষ্য চাকটিকাময় মণি ও  
 রত্নবিভূষিত একটি হার সীতাদেবীকে শ্রীতিসহকারে প্রদান  
 করিলেন ॥ ৬

জনকনন্দিনী সীতা নিজ কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পুনঃ  
 পুনঃ নিজ স্বামী রামচন্দ্রে ও সমস্ত বানরগণকে দেখিতে  
 লাগিলেন ॥ ৭

ইঙ্গিতজ্ঞ(১) শ্রীরাম তখন বিদেহরাজকন্যা সীতাকে বলিলেন,  
 —বৈদেহি! সুবদনে! তুমি স্বাহার প্রতি সন্তুষ্ট, তাহাকে এই  
 হার প্রদান কর ॥ ৮

শ্রীরামের বাক্যানুসারে সীতাদেবী রাঘবের সাক্ষাতে সেই  
 হার হনুমান্কে প্রদান করিলেন। ইহাতে তখন পবননন্দন  
 সেই চারের দ্বারা এবং সীতাপ্রদত্ত গৌরবের দ্বারা শোভা  
 পাইতে লাগিলেন ॥ ৯

শ্রীরামও সেই সময় হনুমান্কে কৃতাজ্জলি হইয়া পরম  
 ভক্তিসহকারে সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তুষ্ট মনে তাঁহাকে  
 এই কথা বলিলেন ॥ ১০

(১) মহর্ষি বাস্কাকিও অনুরূপ ভাষায় বলিয়াছেন,—

“ভানীজিতানি সন্দেহ্য বভাবে রাঘবঃ প্রিয়ম্ ।

প্রযচ্ছ সুভগে হারং যন্ত তুষ্টাসি মৈথিলি ॥” ৬।১১২।১২

(২) শ্রীরাম কণ্ঠক হনুমান্কে বরদানপ্রসঙ্গে মহামুনি  
 বাস্কাকি—

“এবং ভক্ত বচঃ শ্রদ্ধা রামো বচনমব্রবীৎ ।

এবং ভবতু ভক্তঃ তে যাবদ্ তুমির্ধরিত্ততি ।

পৰ্ব্বতান্দ সমুদ্রান্দ তাবদানুরবাপ্তুহি ।

বলবান্ নীরবশ্চৈব ভরুণো ন ভরাণ্ডিতঃ ॥”

৬।১১২।১৪-১৭

ভক্ত্যা পরময়া তুষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০

হনুমন্তে প্রসন্নোহস্মি বরং বরয় কাঙ্ক্ষিতম্ ।

দাস্তামি দেবৈরপি যদ্বর্ণভং ভুবনজয়ে ॥ ১১

হনুমানপি তং প্রাহ নহা রামং প্রহৃষ্টবীঃ ।

ত্বমাম স্মরতো রাম ন তৃপ্যতি মনো মম ॥ ১২

অতঃপুণ্যম সততং স্মরন্ স্থাস্তামি ভূতলে ।

যাবৎ স্থাস্ততি তে নাম লোকে তাবৎ কলেবরম্ ॥ ১৩

মম ভিষ্ঠতু রাজেন্দ্র বরোহয়ং মেহতিকাঙ্ক্ষিতঃ ।

রামস্তথেষতি তং প্রাহ মুকুণ্ঠিত্ব যথাস্থখম্ ॥ ১৪

কল্পান্তে মম সাযুজ্যং প্রাপ্যাসে নাত্র সংশয়ঃ ।

তমাহ জ্ঞানকী শ্রীতা যত্র কৃত্যপি মারুতে ॥ ১৫

হনুমন্! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি  
 আমার নিকট তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। স্বাহা  
 ত্রিভুবনে দেবগণেরও হুল্লভ, আমি তাহাও তোমাকে প্রদান  
 করিব ॥ ১১

তখন হনুমান্ও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীরামকে প্রণাম  
 করত তাঁহাকে বলিলেন,—রাম! আপনার নাম স্মরণ করিয়া  
 আমার মন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না ॥ ১২

অতএব সদা সর্বদা আপনার স্মরণ করিতে করিতেই যেন  
 ভূতলে অবস্থান করিতে পারি। হে রাজেন্দ্র! জগতে  
 যতকাল আপনার নাম থাকিবে, ততকাল আমার এই দেহ  
 বর্তমান থাকুক, ইহাই আমার অভিলষিত বর। তখন রাম  
 ‘তথাস্ত’ (১) বলিয়া তাঁহাকে আরও বলিলেন,—হনুমন্! তুমি  
 জীবন্ত হইয়া যথাস্থখে এজগতে বাস কর ॥ ১৩-১৪

ভদ্রনন্দর কল্পান্তে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে  
 কোনও সংশয় নাই। এই সময় জনকনন্দিনী সীতাদেবী(২) প্রসন্ন  
 হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—পবনকুমার! তুমি যে কোনও  
 স্থানেই অবস্থান কর না কেন, আমার আদেশে সর্বপ্রকার

(১) হনুমান্কে শ্রীসীতাদেবীর বরদান বাস্কাকিরামায়ণে,—

“মৈথিল্যপি ভদ্রা চৈনমুবাচ বরমুত্তমম্ ।

উপস্থাস্ততি ভোগাস্থাং স্বরমেবেহ মারুতে ॥

দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাস্তথৈবাণ্-সরসং গগাঃ ।

যত্র ভিষ্ঠসি ভক্তঃ ত্বাং সেবিত্ততে যথামরম্ ॥

কলাস্তম্বকল্পানি তোরানি বিমলানি চ ।

উৎপৎসতি যথাকামং স্মরণেন ভবানঘ ॥”

৬।১১২।১০৪-১০৬



স্থিতং স্বামনুয্যাত্তি ভোগাঃ সর্বের মমাজয়া ।  
 ইত্যুক্তো মারুতিস্তাত্মামীশ্বরাত্যাং প্রহৃষ্টবীঃ ॥ ১৬  
 আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষো ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণম্য তৌ ।  
 কৃচ্ছাদৃষ্যৌ তপস্তপ্তং হিমবন্তং মহামতিঃ ॥ ১৭  
 ততো গুহং সমাসক্ত রামঃ প্রাঞ্জলিমন্তবীং ।  
 সখে গচ্ছ পুরং রম্যং শৃঙ্গবেরমহুত্তমম ॥ ১৮  
 মামেব চিন্তয়মিত্যং ভূঙ্ক্ষু ভোগান্নিজাজিতান্ ।  
 অস্তে মমৈব সারূপাং প্রাঙ্গাসে ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ১৯  
 ইত্যুক্ত্য প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যাশ্চাত্তরণানি চ ।  
 রাজ্যঞ্চ বিপুলং দত্ত্বা বিজ্ঞানঞ্চ দদৌ বিভূঃ ॥ ২০  
 রামেণালিজিতো হ্রষ্টো যযৌ স্বভবনং গুহঃ ।

ভোগসমূহ ভোগকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও জগন্নাথাত্মা সীতাদেবী—ইহারা উভয়ে তাঁহাকে বর দান করিলে পর নুমান্ অভ্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের দুইজনকে প্রণাম করি। মহামতি হনুমান্ তপস্তা করিবার জন্য অতিকষ্টে অর্থাৎ রাম-সীতার বিরহজনিত হঃখ-সহস্রচিত্তে হিমালয়ে গমন করিলেন ॥ ১৬-১৭

ভদনন্তর শ্রীরাম কৃতাজলি হইয়া অবস্থিত গুহের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—সখে। তুমি সর্বোত্তম রমণীয় শৃঙ্গবের নগরে গমন কর ॥ ১৮

সর্বদা আমারই চিন্তা করিতে করিতে তুমি যোপার্জিত ভোগসমূহ ভোগ কর। অস্তে তুমি আমারই সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৯

প্রত্ন শ্রীরামচন্দ্র গুহকে এই কথা বলিয়া দিব্য আভরণসকল তাহাকে প্রদান করিলেন। তাহার পর তাহাকে বিশাল রাজ্য দান করিয়া বিজ্ঞান অর্থাৎ আশুভজ্ঞান উপদেশ করিলেন ॥ ২০

ভদনন্তর রাম কর্তৃক আলিজিত হইয়া হৃষ্টচিত্ত গুহ স্বভবনে

(১) অত্যন্ত বানর ও রাক্ষসগ্রুহটিকে অলঙ্কারাদি দান-প্রদানে মহর্ষি বান্দীকি,—

“ভতো দ্বিবিদ-নীলাভ্যাং মৈন্দার পনসার চ ।  
 সর্বকামগুণান্ দেয়ান্ প্রদদৌ বসুধাধিপঃ ।  
 সর্ববানরবৃদ্ধভ্যো যে চাত্তে বানরেশ্বরঃ ।  
 স তেজঃ প্রদদৌ রামো ভূষণানি যথার্থতঃ ।  
 এবং তে পুঞ্জিতাঃ সর্বের কামৈ রৈষ্ট্য পুঞ্জিতৈঃ ।  
 উষিতা বানরা বাসং রাক্ষসকর্ণান্তথৈব চ ॥”

৩১১২।১৬-১৭

যে চাত্তে বানরাঃ শ্রেষ্ঠা অযোধ্যাং সমুপাগতাঃ ॥ ২১  
 অমূল্যাভরণৈর্বৈষ্ট্রৈঃ পূজয়ামাস রাঘবঃ ।  
 সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্বের বানরাঃ সবিশেষণাঃ ॥ ২২  
 যথার্থং পূজিতান্তেন রামেণ পরমাত্মনা ।  
 প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বের জগুঃস্বৈব যথাগতম ॥ ২৩  
 সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্বের কিকিঙ্করাং প্রেষয়ুর্দা ।  
 বিভীষণস্ত সম্প্রাপ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২৪  
 রামেণ পূজিতঃ শ্রীত্যা যযৌ লঙ্কামনিন্দিতঃ ।  
 রাঘবো রাজ্যমখিলং শশামাখিলবৎসলঃ ॥ ২৫  
 অনিচ্ছন্নপি রামেণ যৌবরাজ্যোহভিষেচিতঃ ।  
 লক্ষ্মণঃ পরয়া ভক্ত্যা রামসেবাপরোহিতবৎ ॥ ২৬

গমন করিলেন। অত্যন্ত যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ বানরগণ অযোধ্যায় তৎকালীন উপস্থিত হইরাছিলেন, রাঘব তাঁহাদিগকেও অমূল্য বহু আভরণ এবং বস্ত্র দান করিয়া সম্মানিত করিলেন(১)। সুগ্রীবাদি সমস্ত বানরগণ এবং বিভীষণ পরমাত্মা শ্রীরাম কর্তৃক যথাযোগ্য সম্মানিত হইয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে (অথবা যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেস্থানে) প্রসন্ন মনে গমন করিলেন ॥ ২১-২৩

সুগ্রীবাদি বানরগণ সকলে আনন্দসহকারে কিকিঙ্করা অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। বিভীষণ নিষ্কণ্টক লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রীতিসহকারে রাম কর্তৃক বিশেষভাবে আপ্যায়িত হইয়া আনন্দিতচিত্তে গমন করিলেন। এইভাবে সুগ্রীবাদি সকলে র র স্থানে গমন করিলে পর সর্বলোকবৎসল শ্রীরাম অখিল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪-২৫

অনিচ্ছদুর্ক থাকিলেও লক্ষ্মণকে শ্রীরাম যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন(২)। লক্ষ্মণও পরম ভক্তিসহকারে শ্রীরামের সেবার আত্মনিয়োগ করিলেন ॥ ২৬

(২) লক্ষ্মণকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করা—এই মত বান্দীকির নহে,—পাশ্চাত্য রামায়ণে যথা—

“অভিষ্ঠ বর্ষজ ময়া সচেষাং  
 গাং পূর্বরাজ্যদ্ব্যধিত্যং বলেন ।  
 ভূলাং হি যথা ত্বং পিতৃভিঃ  
 পুরস্তাং তৈর্যৌবরাজ্যে ধূরমুদ্বহম্ ॥  
 সর্বায়না পর্য্যনুন্নয়মানো  
 যদা ন সৌমিত্রিকপৈতি যোগম্ ।  
 নিমুজ্যমানো ত্ববি যৌবরাজ্যে  
 ভতোহভ্যাসিকদু ভরতং মহাত্মা ॥”

৩১৩০।১২-১৩

রামস্ত পরমাত্মাপি কর্মাধাক্কোহপি নির্মলঃ ।  
কর্তৃহাদিবিহীনোহপি নিবিকারোহপি সর্বদা ॥ ২৭  
স্বানন্দেনাপি তুষ্টঃ সন্ লোকানামুপদেশকৃৎ ।  
অশ্বমেধাদিষষ্টৈশ্চ সর্বৈবিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ২৮  
অযজ্ঞং পরমানন্দো মাহুযং বপুনাশ্রিতঃ ।  
ন পর্যাদেবন্ বিধবা ন চ বালকৃতং ভয়ম্ ॥ ২৯  
ন ব্যাধিঞ্চ ভয়ং চাসীদনর্যো নাস্তি কশ্চন ।  
লোকে দম্ভাভয়ং নাসীদরামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৩০  
বৃদ্ধেষু সংস্রু বালানাং নাসীদ্রূড়াভয়ং তথা ।  
রামপূজাপরাঃ সর্বৈ সর্বৈ রাধাচিন্তকাঃ ॥ ৩১  
ববুযুর্জলদান্তোযা যথাকালং যথাক্রটি ।  
প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণশ্রমগুণাধিতাঃ ॥ ৩২  
ঔরসানিব রামোহপি জুগোপ পিতৃবৎ প্রজাঃ ।  
সর্বলক্ষণসংযুক্তাঃ সর্বধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৩৩

শ্রীরাম পরমাত্মা হইয়াও, নির্মল কর্মাধাক্ক হইয়াও, কর্তৃহাদিহীন হইয়াও এবং নিবিকার হইয়াও সর্বদা আনন্দে তুষ্ট হইয়া লোকসকলকে উপদেশ করিবার জন্য অর্থাৎ লোকলিঙ্গার জন্য পরমানন্দ মনুষ্যদেহ ধারণ করত বিপুল দক্ষিণসহকারে অশ্বমেধাদি বহু যজ্ঞ করিলেন। সেই সময়ে শ্রীরাম রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে রমণীগণ বিধবা হইয়া বিলাপ করিতেন না ১) ; হিংস্র জন্তুগণের উপদ্রব ভয় ছিল না ; রোগসজ্জাত ভয় ছিল না ; জগতে দম্ভাভয় ছিল না এবং কোনও অনিষ্টপাত হইত না। রামের রাজ্যশাসনকালে বৃদ্ধগণ জীবিত থাকিতে থাকিতে বালকদিগের যত্নভর ছিল না অর্থাৎ নিতমৃত্যু ছিল না। সকল মানুষই তখন রামপূজাপরায়ণ ছিলেন এবং সকলেই শ্রীরামের ধ্যান করিতেন ॥ ২৭-৩৩

যে যথাকালে প্রয়োজনানুরূপ জল বর্ষণ করিত। সমস্ত প্রজাগণ নিজ নিজ ধর্মপালনে রত ছিলেন এবং বর্ণ ও আশ্রম

(১) রামরাজ্যবর্ণনা প্রসঙ্গে বাস্তবিকরামায়ণ—

“হ্রষ্টঃ প্রমুদিতো লোকস্তম্ভঃ পৃষ্ঠঃ সুধাম্বিকঃ ।

নিরামরো বিশোকচ্ছ হ্তিকিরাশবজ্জিতঃ ।

ন পুত্রমরণং কেচিৎ পশ্যতি স্ম নরাঃ কচিৎ ।

নার্যাস্তাবিধবা নিত্যং পতিগুস্ত্রযণে রতাঃ ।

ন বাস্তজং ভয়ং কিঞ্চিরাপ্পদ মজ্জতি ভত্ববঃ ।

ন চাশ্লিষ্যং ভয়ং কিঞ্চিদ যথা কৃতযুগে তথা ।

ন ভয়ং রাজ্যে বধিরা নান্যথাস্তজ নানুধঃ ।

ন হর্গতো ন কৃপণো ন ব্যাধ্যাগৌহভয়বরঃ ॥”

১১১২৭-১০০

দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমুপাশ্রিতঃ ॥ ৩৪

ইদং রহস্তং ধনধান্যশ্চক্ষিমৎ

দীর্ঘায়ুবারোগ্যকরণং স্পৃগুপাদম্ ।

পবিত্রমাত্ম্যজ্ঞিসংজ্ঞিতং পুরা

রামায়ণং ভাবিতমাদিশস্ত্রনা ॥ ৩৫

শৃণোতি ভক্ত্যা মনুজঃ সমাহিতো

ভক্ত্যা পঠেদ বা পরিতুষ্টমানসঃ ।

সর্বীঃ সমাপ্নোতি মনোগতামিহা

বিমুখ্যতে পাতককটিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬

রামাভিষেকং প্রায়তঃ শৃণোতি যো

ধনাভিলাষী লভতে মহদ্ধনম্ ।

পুত্রাভিলাষী স্নাতমার্যাসম্মতং

প্রাপ্নোতি রামায়ণমাদিতঃ পঠন ॥ ৩৭

অথবা বর্ণাশ্রমধর্মোচিত গুণসমূহে বিভূষিত ছিলেন অর্থাৎ সকল প্রজাই নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম পালন করিয়া চলিতেন ॥ ৩২

শ্রীরামও পিতার মত সর্বলক্ষণাবিহীন ও সর্বধর্মপরায়ণ প্রজাগণকে ঔরসজাত পুত্র-তুল্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র জেতাযুগে দশ হাজার বৎসর(২) রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ॥ ৩০-৩৪

পুরাকালে আদি শত্ৰু অর্থাৎ আদিদেব মহাদেব এই পবিত্র গোপনীয় আধ্যাত্ম-রামায়ণ বলিয়াছিলেন। এই আধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করিলে ধন, বাস্ত, সমৃদ্ধি, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও উত্তম পুণ্য লাভ হয় ॥ ৩৫

মানুষ যদি ভক্তিসহকারে সমাহিতচিত্তে ইহা শ্রবণ করে কিংবা সন্তুষ্টমনে ভক্তিসহকারে পাঠ করে, তাহা হইলে সেই মানুষ সমস্ত মনোগত অভিলাষ প্রাপ্ত হইবে এবং ক্ষণকালের মধ্যে কোটি কোটি পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৬

যে ব্যক্তি ধনাভিলাষী হইয়া সংযতচিত্তে পবিত্রভাবে শ্রীরামের অভিষেক কথা শ্রবণ করিবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি

(২) এই বাস্তা পাশ্চাত্য বাস্তবিকরামায়ণের মতানুসারিণী, যথা—

“দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকরত ॥” ৬১৩০০১০৪

প্রাচ্যবাস্তবিকরামায়ণে কিন্তু শ্রীরাম এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে যথা—

“দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ।

রামো রাজ্যমুপাশ্রাসৌ বিমুলোকং গমিষ্যতি ॥”

১১১১০৩

শৃণোতি বোদ্ধব্যাক্ষরামসংহিতাং

শ্রোণোতি রাজ্যং ভুবনমুদসম্পদম্ ।

শজন্ বিজিত্যারিভিরপ্রথমিভো

ব্যপেত্তহঃখো বিজয়ী ভবেন্নৃপঃ ॥ ৩৮

ত্রিয়োহপি শৃণন্ত্যধিরামসংহিতাং

ভবন্তি তা জীবন্তাশ্চ পূজিতাঃ ।

বক্ষ্যাপি পুত্রাং লভতে সুরাপিণং

কথামিমাং ভক্তিবুভা শৃণোতি বা ॥ ৩৯

শ্রদ্ধাধিতো যঃ শৃণুয়াৎ পঠৈন্নরো

বিজিত্য কোপঞ্চ তথা বিমৎসরঃ ।

দুর্গাণি সর্বাণি বিজিত্য নির্ভয়ো

ভবেৎ সুখী রাঘবভক্তিসংবৃতঃ ॥ ৪০

সুরাঃ সমস্তা অপি যান্তি তুষ্টতাং

বিন্ধাঃ সমস্তা অপযান্তি শৃণুতাম্ ।

অধ্যাক্ষরামায়ণাদিতো নৃণাং

ভবন্তি সর্বা অপি সম্পদঃ পরাঃ ॥ ৪১

বিপুল ধনরাশি প্রাপ্ত হইবে। আর এই অধ্যাক্ষ-রামায়ণের  
আদি হইতে পাঠ করিলে পুত্রাভিলাষী ব্যক্তি নিষ্ঠিসম্বত পুত্র  
লাভ করিবে ॥ ৩৭

যে রাজা এই অধ্যাক্ষরামায়ণসংহিতা শ্রবণ করেন, তিনি  
সমুদ্ভিপূর্ণ ভূসম্পদ অর্থাৎ পৃথিবীরাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন এবং  
শত্রুগণের দুর্ভয় হইরা শত্রুদিগকে পরাজিত করত সেই নরপতি  
সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইরা বিজয়ী হইবেন ॥ ৩৮

ত্রীগণও যদি এই অধ্যাক্ষরামায়ণ কথাবিশি শ্রবণ করেন,  
তাহা হইলে তাহারাও জীবৎপুত্রক ও সকলের পূজিতা হন।  
বক্ষ্য রমণীও যদি ভক্তিবুভা হইরা এই অধ্যাক্ষ রামায়ণের  
কথা শ্রবণ করেন, তবে তিনি সুরূপ পুত্র প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯

যে মানুষ শ্রদ্ধাভূক্ত হইরা এই অধ্যাক্ষরামায়ণ শ্রবণ করে  
কিংবা পাঠ করে, সেই মানুষ ক্রোধকে জয় করিরা মাৎসর্যহীন  
হইরা বীর, সমস্ত সঙ্কটকে জয় করিরা নির্ভয় হয় এবং ঈরাম-  
ভক্তি লাভ করত পরম সুখী হয় ॥ ৪০

যে সব মানুষ আদি হইতে এই অধ্যাক্ষরামায়ণ শ্রবণ করে,  
সমস্ত দেবগণ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাহাদের সকল বিষ  
নাশ হয় এবং তাহারা উত্তম ধনসম্পদ লাভ করে ॥ ৪১

রক্তবলা অর্থাৎ ঋতুমতী নারী যদি জানাতে ঈরামপরাধগণ

রক্তবলা বা যদি রামভয়ংপরী

শৃণোতি রামায়ণমেতদাদিতঃ ।

পুত্রাং প্রপুতে ঋষভাং চিরায়ুবাং

পতিব্রতা লোকশুপূজিতা ভবেৎ ॥ ৪২

পুত্রয়িত্বা তু যে ভক্ত্যা নমস্কর্যন্তি নিত্যশঃ ।

সর্বৈঃ পাটৈর্বিনির্মুক্তা বিকোধ্যান্তি পরং পদম্ ॥ ৪৩

অধ্যাক্ষরামচরিতং কুৎস্নং শৃণুন্তি ভক্তিতঃ ।

পঠন্তি বা অয়ং বক্ত্র্যন্তেষাং রামঃ প্রসীদতি ॥ ৪৪

রাম এব পরং ব্রহ্ম তস্মিন্শ্রুষ্টেহখিলাজনি ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যদ্যদিচ্ছতি তদ্ববেৎ ॥ ৪৫

শ্রোতব্যং নিয়মেনৈতদ্ রামায়ণমখতিতম্ ।

আধুগ্রামারোগ্যকবং কল্পকোট্যঘনাশনম্ ॥ ৪৬

দেবাশ্চ সর্বৈঃ তুষ্যন্তি গ্রহাঃ সর্বৈঃ মহর্ষয়ঃ ।

রামায়ণস্ত শ্রবণে তুষ্যন্তি পিতরন্তথা ॥ ৪৭

হইরা এই অধ্যাক্ষরামায়ণের আদি হইতে শ্রবণ করেন, তবে সেই  
নারী উত্তম পুত্র প্রসব করেন এবং পতিব্রতা(১) ও সর্বলোক-  
পূজিতা হন ॥ ৪২

যে ব্যক্তিগণ ভক্তিসহকারে নিত্যই এই অধ্যাক্ষরামায়ণ পূজা  
করিরা নমস্কার করে, তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইরা  
বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিরা থাকে ॥ ৪৩

যে ব্যক্তিগণ ভক্তিসহকারে এই অধ্যাক্ষরামায়ণ সম্পূর্ণ শ্রবণ  
করে কিংবা নিজ মূখে পাঠ করে, তাহাদের প্রতি ঈরাম প্রসন্ন  
হন ॥ ৪৪

রামই হইলেন পরমব্রহ্ম, অন্তএব সেই সর্বাত্মা রাম সন্তুষ্ট  
হইলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ভুগের মধ্যে বাহা বাহা  
ইচ্ছা হইবে, তাহাই লাভ হইবে ॥ ৪৫

এই অধ্যাক্ষরামায়ণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ শ্রবণ  
করিতে হয়। ইহাতে দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তি ও আরোগ্য লাভ হয় এবং  
কোটিকল্পকৃত সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইরা যায় ॥ ৪৬

এই অধ্যাক্ষরামায়ণ শ্রবণে দেবগণ সন্তুষ্ট হন, গ্রহগণ ও সমস্ত  
মহর্ষিগণ সন্তুষ্ট হন এবং পিতৃগণও সন্তুষ্ট হইরা থাকেন ॥ ৪৭

(১) সুখিতে সুখিতা পত্যো হুঃখিতে মলিনা কৃশা ।

দুঃখে জিরতে বা নারী সা বিজেরা পতিব্রতা ।

অধ্যাক্ষরামায়ণমেদকৃতং

বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাতনম্ ।

পঠন্তি শৃণ্বন্তি লিখন্তি যে নরা-

ভেষ্যাং ভবেহস্মিন্ন পুনর্ভবো ভবেৎ ॥ ৪৮

আলোড্যাখিলবেদরাশিমসকৃদ্

যস্তারকং ব্রহ্ম তদ্

রামো বিষ্ণুরহস্তমূর্তিরিতি যো

যে মনুস্তপন বৈরাগ্য ও বিজ্ঞানযুত পুরাতন এই অকৃত অধ্যাক্ষরামায়ণ পাঠ করে, শ্রবণ করে কিংবা লিখিয়া থাকে (য য ভাবায় লিপিবদ্ধ করে), সেই মনুস্তপনের এই সংসারে পুনর্ভব হয় না ॥ ৪৮

শ্রীমন্ত্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাক্ষরামায়ণে শ্রীউমামহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডে বোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিজ্ঞায় ভূতেশ্বরঃ ।

উক্তড্যাখিলসারসংগ্রহমিদং

সংক্ষেপতঃ প্রস্তুটং

শ্রীরামস্ত নিগূঢ়তত্ত্বমখিলং

প্রাহ প্রিয়ায়ৈ ভবঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে

বোড়শোহিধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সমাপ্তক্ষেদং লঙ্কাকাণ্ডম্ ।

উক্তপতি মহেশ্বর সমস্ত বেদরাশি বারংবার পর্যালোচনা করত 'রাম বিষ্ণুর রহস্তমূর্তি' ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ সার সংগ্রহ করত সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্ট ভাবায় শ্রীরামের এই পূর্ণ নিগূঢ় তত্ত্ব প্রিয়ভম্মা পত্নী পার্শ্বভীকে উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৪৯

—লঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণ

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

স্থিতিবান লীলয়া দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

## প্রথম অধ্যায় ।

হে ভগবন্ ! হে প্রভো ! আমি ইহা তনিবাব জন্ম প্রদ্বাবতী  
হইয়াছি, আপনি আমার নিকট ইহা বর্ণনা করুন । শ্রীমামচন্দ্রের  
কথামুত আশ্বাদন করিয়া আমার সেই কথা তনিবাব তুফা  
অভিময় বহিষ্ট হইতেছে ; হে ভগবন্ ! আপনি এই কথা

আজগ্ৰন্তে মহাত্মানো য়ে ত্ৰিতা নক্ষিণাং দিশম্ ।

कश्यपो वामदेवो ह त्रिस्तथा सत्सर्वयोहमनाः ॥ १

বিশ্বামিত্র, অসিত, কব, দুর্বাশা, ডুগ, অগ্নিরাঃ, কশ্যপ, বামদেব,

প্রাপ্য তে তু মহাত্মানো। রাঘবস্ত নিবেশনম্ । ৭।১।২-৬

ଉଦ୍ୟୋଗୀଂ ମିମି ମଟେଶ୍ଵେ ନିତ୍ୟାୟେବ ନିବାସିନଃ ॥୧॥୧୨-୭

অগস্ত্যঃ সহ শিষ্টৈশ্চ মুনিভিঃ সহিতোহভ্যাগাৎ ।  
 ষারমাসাঞ্চ রামশ্চ ষারপালমখাত্রবীৎ ॥ ৮  
 জ্রহি রামায় মুনয়ঃ সমাগন্ত্য বহিঃ স্থিতাঃ ।  
 অগস্ত্যপ্রমুখাঃ সর্বৈ আশীর্ভিরভিনন্দিতুম্ ॥ ৯  
 প্রভীহারন্ততো রামমগন্ত্যবচনাদ্ ক্রতম্ ।  
 নমস্কৃত্যাত্রবীদ্ বাক্যং বিনয়াবনতঃ প্রভুম্ ॥ ১০  
 কৃতাজলিরুবাচেদমগন্ত্যো মুনিভিঃ সহঃ ।  
 দেব ভদ্রদর্শনার্থায় প্রাপ্তো বহিরূপস্থিতঃ ॥ ১১  
 তমুবাচ ষারপাল প্রবেশয় যথামুখম্ ।  
 পূজিতা বিবিস্তর্বেশ্য নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ১২  
 দৃষ্ট্য রামো মুনীন শীঘ্রং প্রত্যুখায় কৃতাজলিঃ ।  
 পাণ্ডার্যাদিভিরাপূজ্য গাং নিবেন্ত যথাবিধি ॥ ১৩  
 নত্বা তেভ্যো দদৌ দিব্যাস্ত্রাসনানি যথার্থিতঃ ।  
 উপবিষ্টা প্রহৃষ্টাশ্চ মুনয়ো রামপূজিতাঃ ॥ ১৪

আজ, নির্মল মরীচ প্রভৃতি সত্ত্বিগণ এবং শিষ্টবৃন্দ সহ অগস্ত্য  
 অবোধ্যায় শুভাগমন করিলেন। অগস্ত্য ঐরামের ষারদেশে  
 গমন করিয়া ষারপালকে বলিলেন ॥ ৭-৮

তুমি রামকে গিয়া বল যে, অগস্ত্য প্রভৃতি সমস্ত মুনিগণ  
 আশীর্বাদ দ্বারা আপনাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য বহির্ভাগে  
 অপেক্ষা করিতেছেন ॥ ৯

তদনন্তর ষারপাল অগস্ত্যের বাক্যানুসারে ক্রত প্রভু ঐরামের  
 নিকট গমন করিয়া নমস্কার করত বিনয়ে অবনত হইয়া  
 কৃতাজলিপুটে এই কথা বলিলেন—দেব। আপনাকে দর্শন  
 করিবার জন্য মুনিগণের সহিত মহর্ষি অগস্ত্য আসিয়াছেন এবং  
 তিনি বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছেন ॥ ১০-১১

তখন ঐরাম তাহাকে বলিলেন,—ষারপাল। যথামুখে  
 তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাত। তাহার পর সেই মুনিগণ পূজিত  
 হইয়া নানারত্নসমূহে বিভূষিত রাজত্ববনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১২

ঐরাম মুনিগণকে দেখিয়া সত্বর কৃতাজলিপুটে উখিত হইয়া  
 তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং পাণ্ড ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা  
 পূজা করিয়া বিধি অনুসারে মধুপর্কে গো নিবেদন করত (১)  
 প্রণামপূর্বক যথামোক্ষভাবে তাঁহাদিগকে দিব্য আসনসমূহ প্রদান  
 করিলেন। ঐরাম কর্তৃক পূজিত হইয়া সেই সব মুনিগণ অত্যন্ত  
 আনন্দিত মনে উপবিষ্ট হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে কুশল

(১) মধুপর্কের অর্থ গো নিবেদন করিয়া—“ব্রহ্মভক্ত মহোৎসব  
 বা মহোৎসব বা জ্যোতিরাগ্নোপকরণে” ইতি শ্রুতে: ।

সংপৃষ্টকুশলাঃ সর্বৈ রামং কুশলমব্রুবন ।  
 কুশলং তে মহাবাহো সর্বত্র রমুনন্দন ॥ ১৫  
 দিষ্ট্যোদানীং প্রপশ্যামো হতশক্রমদ্বন্দ্বিতম্ ।  
 ন হি ভারঃ স তে রাম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৬  
 সধমুখ্যং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজ্ঞেতুং শক্ত এব চ ।  
 দিষ্ট্যা ত্বয়া হতাঃ সর্বৈ রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ ॥ ১৭  
 সহমেত্তমহাবাহো রাবণশ্চ নিবর্হণম্ ।  
 অসহমেত্তং সম্প্রাপ্তং রাবণেগ্নিমুদনম্ ॥ ১৮  
 অন্তকপ্রতিমাঃ সর্বৈ কুন্তকর্ণাদয়ো যুধে ।  
 অন্তকপ্রতিমৈর্বাণৈহ তান্তে রমুনন্দন ॥ ১৯  
 দত্তা চেয়ং ত্বয়াম্মাকং পুরা হতয়দক্ষিণা ।  
 হত্বা রক্ষোগণান্ সঙ্ঘে কৃতকৃত্যোহস্ত জীবসি ।  
 ক্রত্বা তু ভাষিতং তেযাং মুনীনাং ভাবিতাস্তনাম্ ।  
 বিশ্বয়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাজলিরব্রবীৎ ॥ ২১

জিজ্ঞাসা করিলে পর সকল মুনিগণও ঐরামকে নিজদের কুশল  
 সংবাদ বলিলেন। তাঁরপর মুনিগণ বলিলেন,—মহাবাহো  
 রমুনন্দন রাম। তোমার সর্বত্র কুশল ত? ১০-১৫

হে অদ্বন্দ্বিত (শত্রুঘ্ন) রাম। আমরা আজ সৌভাগ্যবলে  
 তোমাকে শত্রুবধ করিয়া এই অবোধ্যায় উপস্থিত দর্শন  
 করিতেছি। অবশ্য সেই রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার নিকট  
 কোনরূপ ভারই নহে ॥ ১৬

তুমি রমু ধারণ করিলে তিন লোককেই জয় করিতে সমর্থ।  
 সৌভাগ্যক্রমে তুমি রাবণাদি সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ  
 করিয়াছ ॥ ১৭

মহাবাহো রাম। রাবণের এই বধ কোনরূপে সম্ভব হইতে  
 পারে; কিন্তু সেই রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিতের এই বধ অসম্ভবসম্ভব  
 অর্থাৎ অসাধ্যসাধন করা হইয়াছে ॥ ১৮

হে রমুনন্দন রাম। যুদ্ধে কুন্তকর্ণাদি সমস্ত রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ  
 অস্তক অর্থাৎ বনসদৃশ, ইহারাও তোমার অস্তকতুল্য ভয়ঙ্কর  
 বাণসমূহের আঘাতে নিহত হইয়াছে ॥ ১৯

তুমি পূর্বেই আমাদেরকে এই অভয়রূপ দক্ষিণা প্রদান  
 করিয়াছিলে। সেই তুমি আজ সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিয়া  
 কৃতকৃত্য হইয়া জীবিত রহিয়াছ ॥ ২০

পুতান্বা সেই মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করত রাম অত্যন্ত  
 বিস্মিত হইয়া করবোধে বলিলেন ॥ ২১



রাবণাদীনভিক্রম্য কুন্তকর্ণাদিরাক্ষসান্ ।  
 ত্রিলোকজয়িনো হিত্বা কিং প্রাশংসথ রাবণিম্ ॥ ২২  
 ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্ত মহাত্মনঃ ।  
 কুন্তবোনির্মহাতেজা রামং ক্রীত্বা বচোহব্রবীৎ ॥ ২৩  
 শৃণু রাম যথাবৃত্তং রাবণে রাবণস্ত চ ।  
 জন্মকৰ্ম্মবরাদানং সজ্জকপাদ্ গদতো মম ॥ ২৪  
 পুরা কৃতযুগে রাম পুলস্ত্যা ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।  
 তপস্তপ্তং গতো বিদ্বান্ মেয়োঃ পার্থ মহামতিঃ ॥ ২৫  
 তৃণবিন্দোরাশ্রমেহসৌ শ্রবসমুনিপূজবঃ ।  
 তপন্তো মে মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ সদা ॥ ২৬  
 তত্রাশ্রমে মহারম্যে দেবগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ।  
 গায়ন্ত্যো ননুতুস্তজ্জ হসন্ত্যো বাদয়ন্তি চ ॥ ২৮

আপনারা রাবণপ্রভৃতিকে অভিক্রম করিয়া এবং ত্রিলোক-  
 বিজয়ী কুন্তকর্ণাদি রাক্ষসদিগকে ত্যাগ করিয়া কেন রাবণপুত্র  
 ইজ্জজিতের প্রশংসা করিতেছেন ॥ ২২

তদনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করত মহাতেজা  
 কুন্তবোনি অগত্যমুনি রামকে প্রীতিসহকারে এই কথা  
 বলিলেন ॥ ২৩

রাম । রাবণের ও রাবণপুত্র বেমনাদের জন্ম, কৰ্ম্ম ও বর-  
 গ্রহণ—এই সব কথাযথ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আমি বলিতেছি, তুমি  
 শ্রবণ কর ॥ ২৪

রাম । পুরাকালে সত্যযুগে ব্রহ্মার বানসপুত্র বিদ্বান্  
 মহামতি পুলস্ত্য তপস্তা করিবার জন্য মেরুপৰ্ব্বতের পার্শ্বে গমন  
 করেন ॥ ২৫

এই মহাতেজা মূনিজ্যেষ্ঠ পুলস্ত্য তৃণবিন্দুর আশ্রমে গিয়া  
 বাস করিতে লাগিলেন এবং সৰ্ব্বদা স্বাধ্যায়-নিরত হইরা তপস্তা  
 আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬

সেই অভ্যন্তরমণীর আশ্রমে দেবকতা ও গন্ধর্ব্বকতাপন গান  
 করিতে করিতে নৃত্য করিত এবং হাস্য করিতে করিতে বাস্তবানি  
 করিত ॥ ২৭

(১) তৃণবিন্দু ও তাঁহার কতা প্রসঙ্গে মহর্ষি বাস্কীকি,—

“তাত দৃষ্ট্বা তথাভূতং তৃণবিন্দুরথাব্রবীৎ । কিং ক্রমেভদ-  
 সসুখং ধারয়তামনো বপুঃ । সাথ কৃতাজলিনীনা কতোবাচ  
 ভগোদনম্ । ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্ ।  
 কিন্তু পূৰ্ব্বং পতাম্যেকা মহর্ষেভাবিতাশুনঃ । পুলস্ত্যাত্মজ-  
 পদমবেক্ষ্যে হসখীজনম্ । ন চ পতামাহং তজ্জ কাকিদত্যাপত্যং

পুলস্ত্যস্ত ভগোবিন্দুং চকুঃ সৰ্ব্বা অনিন্দিতাঃ ।  
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজহার বচো মহৎ ॥ ২৮  
 বা মে দৃষ্টিপথং গচ্ছৎ সা গৰ্ভং ধারয়িত্যতি ।  
 তাঃ সৰ্ব্বাঃ শাপসংবিগ্না ন তং দেশং প্রচক্ৰমুঃ ॥ ২৯  
 তৃণবিন্দোস্ত রাজর্ষেঃ কন্যা তন্নাশ্বণোদবচঃ ।  
 বিচচার মূনেরগ্রে নির্ভয়া তং প্রপশ্যতী ॥ ৩০  
 বভূব পাণ্ডুরতমূৰ্য্যজিতাস্তঃশরীরজা ।  
 দৃষ্ট্বা সা দেহবৈবৰ্ণ্যং ভীতা পিতরমবগাৎ ॥ ৩১  
 তৃণবিন্দুশ্চ তাং দৃষ্ট্বা রাজধিরমিতত্যাতিঃ ।  
 ধ্যাওয়া মুনিকৃতং সৰ্ব্বমবৈবদ্ বিজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৩২  
 তাং কন্যাং মূনিবৰ্ণ্যায় পুলস্ত্যায় দদৌ পিতা ।  
 তাং প্রগৃহ্ণাতব্রবীৎ কন্যাং বাচমিত্যেব স বিজঃ ॥ ৩৩

সেই সব অনিন্দিতা কতাপন পুলস্ত্যের তপস্তায় বিস্মৃতি  
 করিতে লাগিল । তখন মহাতেজা পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হইরা এই মহৎ  
 বাক্য বলিলেন ॥ ২৮

যে কতা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, সেই কতাই গৰ্ভ  
 ধারণ করিবে । তখন সেই সব কতাপন পুলস্ত্যের এই শাপে  
 উদ্ভিন্ন হইরা সেই দেশে আর আসিত না ॥ ২৯

কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কতা(১) সেই পুলস্ত্যের অভিশাপবাক্য  
 শ্রবণ করে নাই, সেইহেতু সেই কতা মুনিকে দেখিতে দেখিতে  
 মূনির অগ্রেই নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩০

ইহাতে সেই কতার দেহ পাতুবর্ণ হইল এবং গৰ্ভের লক্ষণ  
 স্পষ্টই প্রকাশিত হইরা পড়িল । তখন কতা নিজের দেহের  
 বিবৰ্ণতা লক্ষ্য করত ভীতা হইরা পিতা তৃণবিন্দুর নিকটে গমন  
 করিল ॥ ৩১

অমিততেজা রাজর্ষি তৃণবিন্দু যীর কতাকে দেখিয়া ব্যান  
 করত বিজ্ঞান দৃষ্টিতে অর্থাৎ ভগোলক শক্তিবলে পুলস্ত্যমুনিকৃত  
 সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন ॥ ৩২

তখন পিতা তৃণবিন্দু মূনিগণের বরদার সেই মহর্ষি পুলস্ত্যকে  
 সেই কতা দান করিলেন । সেই সময় বিজবর পুলস্ত্য সেই  
 কন্যাকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আমি আপনার কন্যাকে  
 গ্রহণের স্বীকৃতি দিলাম ॥ ৩৩

সখীম্ । রূপস্ত তু বিপর্যাসং লষ্ট্ব বাহ্নিহাগতা । তৃণবিন্দু  
 রাজর্ষিভগপা দোভিতপ্রভঃ । ব্যানং বিবেশ তজাপি দর্শ  
 মূনিশাপকম্ ॥ ৭১:১৭-১৯

তজ্জ্ঞানপরাং দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতঃশ্রবীন্ বচঃ ।  
দাস্তামি পুত্রমেকং তে উত্তরোর্বংশবর্ধনম্ ॥ ৩৪  
ততঃ প্রাপ্ত্বা সা পুত্রং পুলস্ত্যান্নোকবিশ্রুতম্ ।  
বিশ্রবা ইতি বিখ্যাতঃ পৌলস্ত্যো ব্রহ্মবিশ্বমুনিঃ ॥ ৩৫  
তস্ত নীলাদিকং দৃষ্ট্বা ভরষাজো মহামুনিঃ ।  
ভার্য্যার্থং স্বাং হৃষিতরং দদৌ বিশ্রবসে মুদা ॥ ৩৬  
তস্তান্ত পুত্রঃ সঞ্জজ্ঞে পৌলস্ত্যান্নোকসম্মতঃ ।  
পিতৃভুল্যো বৈশ্রবণো ব্রহ্মণা চাহুমোদিতঃ ॥ ৩৭  
দদৌ তত্তপসা তুষ্টো ব্রহ্মা তস্মৈ বরং শুভম্ ।  
মনোহতিলম্বিতং তস্ত ধনেশ্বরমখণ্ডিতম্ ॥ ৩৮  
ততো লব্ধবরঃ সোহপি পিতরং ত্রুম্বাগতঃ ।  
পুষ্পকেশ ধনাধিক্যো ব্রহ্মদত্তেন ভাস্বতা ॥ ৩৯

সেবারাণ্যং সেই কতাকে দেখিয়া একদিন মুনিবর পুলস্ত্য  
প্রসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন,—তবে । মাতৃ ও পিতৃভুলের  
বংশবর্ধন এক পুত্র আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৩৪

তদনন্তর সেই কত। পুলস্ত্য হইতে লোকবিশ্রুত এক পুত্র  
প্রসব করিলেন । পুলস্ত্যানন্দন ব্রহ্মজ্ঞ সেই মুনি অগতে বিশ্রবাঃ ( )  
নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৩৫

তাঁহার সংযতাব ও ব্যবহারাদি দর্শন করত মহামুনি ভরষাজ  
ভার্য্যাক্রমে নিজ কতাকে বিশ্রবামুনির হস্তে সানন্দে সমর্পণ  
করিলেন ॥ ৩৬

তখন পুলস্ত্যানন্দন বিশ্রবা হইতে সেই কত।র গর্ভে এক  
লোকসম্মত পুত্র উৎপন্ন হয় । তাঁহার নাম বৈশ্রবণ (কুবের) ।  
ইনি পিতৃভুল্য তেজস্বী এবং ব্রহ্মার অর্থাৎ নিজের প্রপিতামহ  
ব্রহ্মার অনুমোদিত—ব্রহ্মার অভিপন্ন প্রিয়ভাজন ছিলেন ॥ ৩৭

এই বৈশ্রবণের তপস্যার সন্তুষ্টি হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার মনোহতি-  
লম্বিত ‘ধনপতি হইবার’ শুভ বর তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৮

(১) পুলস্ত্যপুত্রের বিশ্রবা নাম হইবার কারণ বাস্তবিক-  
রামায়ণে,—“উত্তরোর্বংশকর্তারং পৌলস্ত্য ইতি বিষ্ণুতম্ ।  
বস্মাৎ তু বিষ্ণুতো বেদন্তরেহাধ্যায়তো মম । তস্মাৎ স বিশ্রবা  
নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥” ৭।২।২৯-৩০

বিশ্রবার পুত্রের ‘বৈশ্রবণ’ নাম স্বয়ং ব্রহ্মা রাখিয়াছিলেন,—  
“ভস্মিন্ জাতে তু সন্তুষ্টিঃ স বভূব পিতামহঃ । নাম চাত্মকরোঃ  
প্রীতঃ সার্কং দেববিশিষ্টত্বা । বস্মাদ্ বিশ্রবসোহপত্যং সাতৃভাদ্  
বিশ্রবা ইব । তস্মাদ্ বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেব বিষ্ণুতঃ ॥

৭।২।৩০-৭

নমস্কৃত্যাপি পিতরং নিবেত্ত তপসঃ কলম্ ।  
প্রাহ মে ভগবান্ ব্রহ্মা দত্তা বরমনিন্দিতম্ ॥ ৪০  
নিবাসায় ন মে স্থানং দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ ।  
ত্রাহি মে নিয়তং স্থানং হিংসা যত্র ন কশ্চিৎ ॥ ৪১  
বিশ্রবা অপি তং প্রাহ লঙ্কা নাম পুরী শুভা ।  
রাক্ষসানাং নিবাসায় নিশ্চিন্তা বিশ্বকর্ষণা ॥ ৪২  
ভ্যক্ত্বা বিষ্ণুভয়াদৈত্যা বিবিশুস্তে রসাতলম্ ।  
সা পুরী হৃষ্মধর্বাঈতৈর্মধ্যোয়াগরমাস্থিতা ॥ ৪৩  
তত্র বাসায় গচ্ছ তং নাট্যৈঃ সাধিষ্ঠিতা পুরা ।  
পিত্রাদিষ্টৈশ্চৈব গতা তং পুরীং ধনদোহবিশং ॥ ৪৪  
স তত্র সূচিরং কালমুবাশ পিতৃসম্মতঃ ।  
কশ্চিৎকথং কালস্ত স্মৃশালী নাম রাক্ষসঃ ॥ ৪৫

তদনন্তর ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া সেই ধনাধিক্য  
বৈশ্রবণ ব্রহ্মাকর্তৃক প্রদত্ত ভায়র পুষ্পকবিমানে করিয়া পিতা  
বিশ্রবাকে দর্শন করিতে আনিলেন ॥ ৩৯

তথায় পিতাকে নমস্কার করত তপস্যার ফল নিবেদন পূর্বক  
কহিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে এই অত্যাশ্রয় বর প্রদান  
করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই পরমেশ্বর আমাকে বাস করিবার  
জন্য কোনও স্থান দান করেন নাই । হে পিতঃ ! যেখানে  
কাহারও কোনও হিংসা না হয়, এক্ষণ এক নির্দিষ্ট স্থান আপনি  
আমাকে বজুন ॥ ৪০-৪১

তখন বিশ্রবাও তাঁহাকে বলিলেন,—লঙ্কানামে উত্তম নগরী  
আছে । রাক্ষসগণের বাসের জন্য বিশ্বকর্ষণ এই নগরী নির্মাণ  
করিয়াছিলেন ॥ ৪২

এই লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ বিষ্ণুর ভয়ে লঙ্কা ত্যাগ করিয়া  
রসাতলে প্রবেশ করিয়াছে (অভল, বিভল, সুভল, ভলাভল  
রসাতল, মহাভল ও পাতাল—এই সপ্ত পাতাল (অধোলোক)-  
মধ্যে রসাতল পঞ্চম অধোলোক ।) সাগরের মধ্যে অবস্থিত।  
এই নগরী অন্য সকলেরই পক্ষে হর্ষর্ষা ॥ ৪৩

পুত্র । তুমি বাসের জন্য সেখানে গমন কর, রাক্ষসগণ  
সেই নগরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর এখনও সেখানে অন্য  
কাহারও বাস করে নাই । পিতা বিশ্রবা কর্তৃক আদিত হইয়া  
এই ধনদাতা কুবের সেই লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া উহাতে প্রবেশ  
করিলেন ॥ ৪৪

পিতার সম্মতি অনুসারে ধনাধিক্য কুবের তথায় বহুকাল  
বাস করিলেন । তারপর কিছুকাল অভিবাহিত হইলে স্মৃশালী



রসাতলামর্ত্যলোকং চচার শিশিতাশনঃ ।  
 গৃহীত্বা তনয়াং কন্যাং সাক্ষাদ্বেদীমিব শ্রিয়ম্ ॥ ৪৬  
 অপশ্যদ্ধনদং দেবং চরন্তং পুষ্পকেশং সঃ ।  
 হিতায় চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামনাঃ ॥ ৪৭  
 উবাচ তনয়াং তত্র নৈকযৌং নাম নামতঃ ।  
 বৎসে বিবাহকালন্তে যৌবনং চাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৮  
 প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈতৎ ন বরৈর্গৃহ্যসে শুভে ।  
 সা ত্বং বরয় তত্রং তে মুনিং ব্রহ্মকুলোদ্ভবম্ ॥ ৪৯  
 অয়মেব ততঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ।

নামে এক রাক্ষস রসাতল হইতে আসিয়া মর্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। একদিন সেই মাংসানী রাক্ষস সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-দেবীর ন্যায় সুন্দরী কন্যাকে লইয়া দেখিল—পুষ্পকবিশমান্বোণে ধনদ দেব কুবের বিচরণ করিতেছেন। তখন সেই মহামনা রাক্ষস সুমালী রাক্ষসকুলের হিতের জন্য চিন্তা করিতে লাগিল। ৪৬-৪৭

তথার নৈকযৌ(১) নামে নিজ কন্যাকে বলিল,—বৎসে। তোমার বিবাহকাল উপস্থিত হইরাছে এবং যৌবন অতিক্রান্ত হইয়া বাইতেছে। ৪৮

শুভে। তোমার প্রত্যাখ্যানের ভয়ে কোনও উপযুক্ত বরই তোমাকে গ্রহণ করিতে আসে নাই; অতএব তুমি বরংই বাইরা ব্রহ্মবংশসম্বৃত্ত মুনিবর বিজ্ঞবাকে পতিরূপে বরণ কর। ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। সেই মুনিবর হইতে তোমার মহাবল বহু পুত্র লাভ হইবে। শুভে। তাহার সকলে ধনদ কুবেরের তুল্য এইরূপ সর্বশোভাসম্পন্ন হইবে। ৪৯-৫০

তখন সেই কন্যা 'ভাহাই হউক' বলিয়া আশ্রমে গমন করত

(১) পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে 'নৈকযৌ' এই নামের স্থানে 'কৈকসী' নাম গৃহীত হইয়াছে—“অখাভবীং সূতাং রক্ষ কৈকসীং নাম নামতঃ। ৭।১।৭

(২) বাল্মীকিরামায়ণে কন্যাসমীপে মুনির প্রশ্ন—“ভদ্রে কন্যাসি হৃষিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা। কিং কার্য্যং কস্ত বা হেতো ভদ্রতো ক্রুহি ভদ্রভূতং” ৭।১।১৮

মুনিকে উত্তরদান প্রসঙ্গে কস্তার বাক্যরূপে মহাবি বাল্মীকি,—“এবমুতা তু সা কস্তা কৃতাজলিরধাবীৎ। রাক্ষসীং বিদ্ধি মাং ব্রহ্মন্ শাসনাং পিতৃগণতা। নৈকসীমিতি নান্না বৈ শ্বেবং ত্বং জাতুমহঁসি। তপঃপ্রভাবেণ মূনে বদর্শমহাগতা।”

৭।১।১৯-২০

ঐদৃশঃ সর্বশোভাচা ধনদেন সমাঃ শুভে ॥ ৫০  
 তথেন্তি সাত্ৰমং গতা মূনেরগ্রে ব্যবস্থিতা ।  
 লিখন্তী ভুবমগ্রেণ পাদেনাধোমুখী স্থিতা ॥ ৫১  
 ভামপৃচ্ছং মুনিঃ কা ত্বং কন্যাসি বরবর্ণিনি ।  
 সাত্ৰবীং প্রাঞ্জলিব্রহ্মন্ ধ্যানেন জাতুমহঁসি ॥ ৫২  
 ততো ধাত্বা মুনিঃ সর্বং জাহা তাং প্রভাতামত ।  
 জাতং তত্ৰাভিলষিতং মন্তঃ পুত্রানভীশসি ॥ ৫৩  
 দারুণায়াং ত বেলায়ামাগতাসি শ্রমধ্যমে ।  
 অভন্তে দারুণৌ পুত্রৌ রাক্ষসৌ সন্তবিশ্রুতঃ ॥ ৫৪

মুনির অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল এবং তথার পাদাগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতে লিখিতে লিখিতে (আঁক কাটিতে কাটিতে কি বলিব? এবং মুনিবরই বা তাহাকে কি বলিবেন? এই সব নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে করিতে) অধোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ৫১

তাহার পর মুনিবর বিজ্ঞবা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বরবর্ণিনি (উত্তমরূপবতী সুন্দরী)। তুমি কে এবং কাহার কন্যা?(২) তখন সেই কন্যা কৃতাজলি হইয়া মুনিবরকে বলিল,—ব্রহ্মন্। আপনি ধ্যানবোণে ইহা অবগত হউন। ৫২

তদনন্তর মুনিবর বিজ্ঞবা ধ্যান করত সব কিছুই জানিয়া তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—তোমার বধার্য অভিলষ জাত হইরাহি; তুমি আমা হইতে বহু পুত্র লাভের বাসনা করিরাহ। ৫৩

শ্রমধ্যমে। কিন্তু তুমি এই দারুণ(৩) সময়ে আসিরাহ; অতএব তোমার দুইটি দারুণ রাক্ষস পুত্র হইবে। ৫৪

(৩) দারুণ বেলায় আগমন উপলক্ষ্য করিয়া বাল্মীকিরামায়ণে—“এতস্মিন্তরে রাম পুলস্ত্যভনরৌ বিজঃ। অগ্নি-হোত্রমুপাভিষ্ঠতুর্ধ ইব পাবকঃ। সা তু ভং দারুণং কালমবুদ্ধা পিতৃগৌরবাং। উপসৃত্যগ্রভক্ত্য চরণেহবোমুখী হিতা।”

৭।১।১৫-১৬

এই অবস্থায় মুনির বাক্য বাল্মীকিরামায়ণে—“সূতাভিলাষো মন্ততে মন্তমাতঙ্গগামিনি। দারুণায়াং তু বেলায়াং বন্নাং ত্বং সমুপস্থিতা। শূণ্ড তন্ময়াং সূতান্ ভদ্রে বাহুশান্ জনয়িষ্যতি। দারুণান্ দারুণাতারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্। জনয়িষ্যামি সূত্রোপি রাক্ষসান্ কুরকর্ষণঃ।” ৭।১।২২-২৪

সাত্ত্বীশুনিশাদূলং ব্রহ্মোহপ্যেবংবিধৌ সূতো ।

তামাহ পশ্চিমো বস্তু ভবিষ্যতি মহামতিঃ ॥ ৫৫

মহাভাগবতঃ শ্রীমান্ রামভক্তোক্ততৎপরঃ ।

ইতুক্তা সা তথা কালে শ্রুতবে দশকঙ্করম্ ॥ ৫৬

রাবণং বিশ্বেতিভুজং দশদীর্ঘং সুদারুণম্ ।

তদ্রক্ষো জাতমাত্রেণ চচাল চ বশুন্ধরা ॥ ৫৭

বভূবুর্নাশহেতুনি নিমিত্তাশ্চাখিলাশ্চাপি ।

কুন্তকর্ণন্ততো জাতো মহাপর্বতসম্মিতঃ ॥ ৫৮

ততঃ শূর্ণগথা নাম জাতা রাবণসোদরঃ ।

ততো বিভীষণো জাতঃ শান্তাত্মা সৌম্যদর্শনঃ ॥ ৫৯

শাখ্যায়ী নিরুভাহারো নিত্যকর্মপরায়ণঃ ।

কুন্তকর্ণস্ত হৃষ্টাত্মা বিজ্ঞান সন্তুষ্টচেতসঃ ॥ ৬০

তখন সেই কন্যা বলিল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ । আপনা হইতে আমার একরূপ পুত্রলাভ হইবে? ইহাতে মুনিবর বলিলেন,—  
তোমার যে অস্তিম পুত্র হইবে, সে মহামতি, মহাভাগবত, শ্রীমান্ ও একমাত্র রামভক্তিপরায়ণ হইবে। তিনি এই কথা বলিলে পর সেই নৈকবী সেই কালে দশকঙ্কর, বিশ্বেতিবাহ, দশমন্তক ও অতি নিদারুণ রাবণ নামে এক পুত্র প্রসব করিল। সেই রাক্ষস জন্মিবামাত্রই পৃথিবী কম্পিত হইলেন। ৫৫-৫৭

এইরূপ অন্যান্য বহু নানকর হ্রিমিত্তসকল (অপশকুন) উদ্ভূত হইল। তদনন্তর মহাপর্বততুল্য বিশাল দেহ কুন্তকর্ণ জন্মলাভ করিল। ৫৮

তাহার পর রাবণের সহোদর্য ভগিনী শূর্ণগথা নামে উৎপন্ন হইল। তৎপরে শান্তচিত্ত সৌম্যদর্শন বিভীষণ জন্মলাভ করিলেন। ৫৯

এই বিভীষণ নিত্য শাখ্যায়ণপরায়ণ, পরিমিতাহারী এবং নিত্য সংকর্ষণপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু অতি নিদারুণ হৃষ্টাত্মা কুন্তকর্ণ সন্তুষ্টচিত্ত বিজ্ঞানকে এবং ঋষিসম্মকে ভক্তি করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। দেহধারী জীবগণের বিনাশের জন্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লোকসকলের ভয়দায়ক

কতাকে সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে মুনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বান্দীকি—“পশ্চিমো বস্তুব সূতো ভবিষ্যতি ততাননে। মম বংশানুরূপঃ স বর্ষাচারী ন সংশয়ঃ ॥ ৭।১।২৭

(১) সন্তোজাত সন্তান দশাননের আকৃতিবর্ণনে বান্দীকি—  
“এবমুক্তা তু সা কত্বা রাম কালেন কেনচিৎ। জনরামাস  
বীতংসং রক্ষোণং সুদারুণম্। দশদীর্ঘং মহাদংষ্ট্রং লীলাজ-  
নপ্রভম্। তাত্মোষ্ঠং বিশ্বেতিভুজং মহাত্তং দীর্ঘমূর্ধজম্।

৭।১।২৮-২৯

ভক্কয়ম্, মিস্তবাংশ্চ বিচারাভিদারুণঃ।

রাবণোহপি মহাসত্ত্বো লোকানাং ভয়দায়কঃ।

ববুধে লোকনাশায় ছাময়ো দেহিনামিব ॥ ৬১

রাম ত্বং সকলান্তরস্থমভিতো জ্ঞানাসি বিজ্ঞানদৃক্

সাক্ষী সর্বত্রাহি স্থিতো হি পরমো নিত্যোদিতো নির্যমলঃ।

ত্বং লীলমমুজাকৃতিঃ স্তমহিমা মায়াকুণৈর্নৈজ্যাসে

লীলার্থং প্রতিচোদিতোহস্ত ভবতো বক্ষ্যামি

রক্ষোদ্রবম্ ॥ ৬২

জ্ঞানাসি কেবলমনস্তমচিস্ত্যশক্তিং

চিন্মাত্রমক্ষরমজং বিদিতাশ্চতত্ত্বম্।

ত্বাং রাম মুঢ়নিজরূপমমুপ্রবৃন্তো

মুঢ়াহপ্যহং ভবদমুগ্রহতচ্চরামি ॥ ৬৩

মহাক্রমশালী রাবণও লোকসমূহের বিনাশের জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৬০-৬১

রাম। তুমি সকলের অন্তরে অবস্থিত সর্ববিষয় পূর্ণরূপে অবগত আছ; কারণ, তুমি বিজ্ঞানরূপে সর্বদর্শী। তুমি সকলের হৃদয়বাসী সাক্ষিরূপ পরমাশ্রয়, নিত্যপ্রকাশ ও নির্যমল। তুমি লীলা করিবার জন্য এই মনুজাকাররূপ ধারণ করিয়াছ, স্তমহিমার ভাবের এই মায়াকুণসমূহ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি লীলার জন্যই আমাকে এই রাক্ষসকূলের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে আদেশ করিয়াছ অথবা প্রেরিত করিয়াছ, সেই-  
হেতু তোমার নিকট এই রাক্ষসকূলের উৎপত্তি বর্ণনা করিতেছি। ৬২

হে রাম। আমি মুঢ় অর্থাৎ মোহগ্রস্ত মূর্খ হইলেও তোমার অনুগ্রহে তোমাকে জানি। তুমি কেবল অর্থাৎ অবিভীত ব্রহ্ম-

(২) রাবণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সব দুর্লক্ষণ তৎকালীন পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি বান্দীকি,—  
“জাতমাত্রে তদন্তশ্রিনু সজ্জালকবলাঃ শিবাঃ। ক্রব্যাদাশ্চাপ-  
সব্যানি মণ্ডলানি বিচক্রমুঃ। ববর্ষ ক্রবিরং দেবো মেঘাশ্চ  
ধরনিন্যনাঃ। প্রবভৌ ন চ বৈ সূর্যো মহোজ্জাশ্চাপত্তনু ভূবি।  
চকম্পে জগতী চৈব ববুর্বাভাশ্চ দারুণাঃ। অকোভ্যঃ কোভিত-  
শ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥” ৭।১।৩০-৩২

(৩) কুন্তকর্ণ সম্বন্ধে মহামুনি বান্দীকির বাক্য—“তন্ত  
তনুতরং জাতঃ কুন্তকর্ণো মহাবলঃ। প্রমাণাদ্ যত বিপুলং  
প্রমাণং নেহ বিদ্যতে ॥” ৭।১।৩৩

(৪) নিরুভ আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় অনুশাসন—“যৌ ভাগৌ  
পূরয়েদমৈতোরৈনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুভ্যস্ত প্রচারার্থং চতুর্-  
মবদেবরয়েৎ ॥”

এবং বদন্তমিনবংশপবিত্রকীর্তি:

কুন্তোন্তবং রঘুপতিঃ প্রহসন্ বভাষে ।

মায়াক্রিভং সকলমেতদনন্তকহৃদ

মংকীর্তনং জগতি পাপহরণং নিবোধ ॥৬৪

রূপ, অভাব অমৃত, অচিন্তনীয় শক্তিশালী, চৈতন্যরূপ, অক্ষর—নাশরহিত এবং অজ—জন্মরহিত । তুমি নিজ ভক্ত কেবল নিজেই অবগত আছ ও তুমি নিজ রূপ গোপন করিয়া রাখিয়াছ । আমি তোমার আজ বাক্যপ্রেরণায় অনুপ্রবৃত্ত হইয়া তোমার প্রতি মনুষ্যবৎ আচরণ করিতেছি অর্থাৎ তোমাকে মানুষ্য ভাবিয়া আজ তোমার নিকট রাক্ষসবংশের উদ্ভব বর্ণনা

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর-সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

( রাবণাদি রাক্ষসানাং তপস্তা, ব্রহ্মতত্ত্ত্বাং বরলাভঃ, রাবণস্য দিগ্‌বিজয়বর্ণনঞ্চ )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শ্রীরামবচনং শ্রুত্বা পরমানন্দনির্ভয়ঃ ।

মুনিঃ প্রোবাচ সদসি সর্ব্বেষাং তত্র শৃণুতাম্ ॥ ১

অথ বিত্তেশ্বরো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ ।

আযমৌ পুষ্পকাক্কটঃ পিতরং ব্রহ্মমঞ্জসা ॥ ২

দৃষ্ট্বা স্বং নৈকমী তত্র ভ্রাজমানং মহৌজসম ।

রাক্ষসী পুত্রসামীপাং গড়া রাবণমব্রবীৎ ॥ ৩

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

[ রাবণাদি রাক্ষসগণের তপস্তা, ব্রহ্মা হইতে তাহাদের বর লাভ এবং রাবণের দিগ্‌বিজয় বর্ণন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করত পরমানন্দে নির্ভর হইয়া মুনিবর অগস্ত্য সেই সভামধ্যে সকল জ্যোতাদিগের সম্মুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১

অনন্তর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে পর ধনপতি দেব কুবের

(১) এ বিষয়ে বাঙ্গালীক রামায়ণে দেখা যায়,—“তং দৃষ্ট্বা নৈকসী তত্র জলন্তমিব তেজসঃ । আগত্য রাক্ষসীং বৃত্তিং দশগ্রীবমুবাচ হ । পুত্র বৈশ্রবনং পত্ন জাতরং তেজসাবৃত্তম্ । জাতভাবে সমে চাপি পশ্যাৎমানং হৃদীদৃশম্ । দশগ্রীব তথা যন্তং কুরুষামিভবিক্রম । যথা তমপি মে পুত্র তবৈর্বৈ-  
শ্রবণোপমঃ ॥” ৭।১।৪১-৪৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

উত্তরকাণ্ডে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১

আরম্ভ করিয়াছি ॥ ৬৩

কুন্তোৎপন্ন মহর্ষি অগস্ত্য একদা বলিতে থাকিলে সূর্য্যবংশের পবিত্রকীর্তি রঘুপতি রাম হস্ত করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন,—আমি হইতে ভিন্ন বলিয়া এই সব পরিদৃষ্টমান চরাচর অগৎ মায়াক্রিভ অর্থাৎ মায়াময় । জগতে আমার নাম, ও ও লীলাকীর্তন সমস্ত পাপহরণকারী বলিয়া আনিও ॥ ৬৪

পুত্র পশ্য ধনাধক্ষং জলন্তং শ্বেন তেজসা ।

হৃমপ্যেবং যথা ভূয়াস্তথা যত্নঃ কুরু প্রভো ॥ ৪

তচ্ছ্রুত্বা রাবণো রোষাৎ প্রতিজ্ঞামকরোদ ক্রতম্ ।

ধনদেন সমো বাপি হৃষিকো বাচিরেণ তু ॥ ৫

ভবিষ্যাম্যস্ব মাং পশ্য সস্তাপং ত্যজ সুব্রতে ।

ইত্যুক্ত্বা হৃক্ষরং কর্তুং তপঃ স দশকক্ষরঃ ॥ ৬

আগমৎ ফলসিদ্ধার্থং গোকর্ণং তু সহাত্তজঃ ।

স্বং স্বং নিয়মাস্তায় ভ্রাতরন্তে তপো সহৎ ॥ ৭

পুষ্পকবিমানে আরোহণ করত পিতা বিশ্ববাসুনিকে দর্শন করিবার জন্য সত্তর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২

রাক্ষসী নৈকমী তথায় মহাতেজা কুবেরকে দেদীপ্যমান দেখিয়া পুত্রের নিকটে গিয়া রাবণকে বলিল (১) ॥ ৩

পুত্র । যাহা ভেজে দেদীপ্যমান এই ধনাধক্ষ কুবেরকে অবলোকন কর । সামর্থ্যশালী (অথবা আমার মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ) পুত্র । তুমিও বাহাতে একদা হইতে পার, সেইরূপ যত্ন কর ॥ ৪

মাতার এই কথা শ্রবণ করত রাবণ রোষভরে সত্তর প্রতিজ্ঞা করিল,—যাঃ । আমি অবিলম্বে ধনদাতা কুবেরের সদৃশ অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক হইব । সুব্রতে । তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং মনের সস্তাপ পরিত্যাগ কর । এই কথা বলিয়া দশকক্ষর রাবণ কনিষ্ঠ হই ভ্রাতা কৃৎজকর্ণ ও বিভীষণের সহিত ইক্‌সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত হৃক্ষর তপস্তা করিতে গোকর্ণ

আস্থিতা হুত্বং যোরং সর্বাণ্যৈককতাপনম্

দশবর্ষসহস্রাণি কুন্তকর্ণোহকরোত্তপঃ ॥ ৮

বিভীষণোহপি ধর্ম্মাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ।

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদনৈকেন তস্থিবান্ ॥ ৯

দিব্যবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশাননঃ ।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ ।

এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাভিচক্রমুঃ ॥ ১০

অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ ।

ভীর্ষে আগমন করিল। তখন তিন ভ্রাতা নিজ নিজ নিয়ম অবলম্বন করিয়া কঠোর ঘোরতর মহাভগস্যায় নিমগ্ন হইল। তাহাদের এই ভগস্যায় লোকসকল সভাপিত হইয়া উঠিল। কুন্তকর্ণ তখন দশ হাজার বৎসর ভগস্তা করিয়াছিল (১) ॥ ৫-৮

সত্যধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও একপদে দণ্ডায়মান হইয়া পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া ভগস্তা করিলেন (২) ॥ ৯

অতঃপরে দশানন রাবণ দিব্য দশ হাজার বৎসর নিরাহারে থাকিয়া ভগস্তা করিল। এই দশ হাজারের মধ্যে যখন এক এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইত, তখন রাবণ তাহার দশ মস্তকের মধ্যে এক একটি মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিত। এইভাবে তাহার ভগস্যায় নব হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যাইল (৩) ॥ ১০

অনন্তর যখন তাহার দশ হাজার বর্ষ পূর্ণ হইল, তখন রাবণ তাহার দশম মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

(১) কুন্তকর্ণের ভগস্তাবর্ণনায় মহর্ষি বাস্কাকি,—“কুন্তকর্ণ-ভদ্রাভ্যর্থং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ। অতপ্যদ্ গ্রীষ্মকালে বৈ সোহগ্নিভিঃ সূর্য্যপকটৈঃ। মেঘান্বসিভো বর্ষাসু বীরাসন-মসেবত। এবং বর্ষসহস্রাণি দশ ভস্য ভদ্রা যুঃ। সত্যে ধর্ম্মে চ রক্তস্য সংপথ্যিষ্ঠিত্য চ ॥” ৭।১০.৩-৫

(২) বিভীষণের ভগস্তা অবলম্বনে বাস্কাকিরামরণে,—“বিভীষণস্ত ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মভক্তঃ তচিঃ। পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি পাদনৈকেন তস্থিবান্। সমাপ্তে নিয়মে তস্থিন্ নবভূতাপ-সরোগণাঃ। পপাত পুষ্পবর্ষক ভূতবৃষ্টেব দেবভাঃ। পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি সূর্য্যমেবানুবর্ত্তন। তস্মাবৃদ্ধ-শিরোবাহঃ সাধ্যারাসভ-চেতনঃ। এবং বিভীষণস্যাপি গভানি সুমহাশ্বনঃ। দশবর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গস্থস্যেব নন্দনে ॥” ৭।১০.৬-৯

(৩) রাবণের অভিনব ভগস্তায় মস্তক আহুতিদান বিষয়ে

ছেতু কামস্ত ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্তশাখ প্রজাপতিঃ ॥ ১১

বৎস বৎস দশগ্রীব শ্রীতোহস্মীভ্যাভ্যভ্যভ ।

বরং বরয় দাস্তাণি যন্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ১২

দশগ্রীবোহপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্বনা ।

অমরত্বং যুগোমীশ বরদো যদি মে ভবান্ ।

সুপর্ণ-নাগ-যক্ষাণাং দেবতানাং তথা শূরৈঃ ॥ ১৩

অবধ্যত্বং তু মে দেহি ত্বপভূতা হি মাযুষাঃ ।

তথাশ্রুতি প্রজাধ্যক্ষঃ পুনরাহ দশাননম্ ॥ ১৪

তারপর ব্রহ্মা রাবণকে বলিলেন,—বৎস। বৎস ॥ আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইরাছি। দশানন। তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ বর-প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বরদান করিব ॥ ১২

তখন দশাননও ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করত অত্যন্ত ক্রটিভুক্তে বলিল, (৪) হে ঈশ্বর! যদি আপনি আমাকে বরদানই করিবেন, তবে আমি আপনার নিকট হইতে ‘অমর হইবার’

মহর্ষি বাস্কাকি,—“এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাভিচক্রমুঃ। শিরাসি নব চাপ্যস্ত প্রবিষ্টানি হৃদাশনে ॥” ৭।১০.১১

(৪) রাবণের বরপ্রার্থনা ও তাহাকে ব্রহ্মার বরদানপ্রসঙ্গ বাস্কাকিরামরণে,—“ততোহব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনাস্ত-রাশ্বনা। প্রণম্য শিরসা দেবং স্বর্গদ্বন্দ্বদয়া গিরা। ভগবন্ প্রাণিনাং নিত্যং মান্য মরণাদ্ ভক্তম্। ন চ যুভ্যসমঃ শত্রুঃ রমরত্বমভো যুগে। এবমুত্তস্ততো ব্রহ্মা দশগ্রীবযুবাচ হ। নাস্তি সর্কামরত্বং তে বরমন্যং যুগং বৈ। এবমুত্তস্তদা রাম ব্রহ্মণা লোককর্ত্ত্বণা। দশগ্রীব উবাচেদং কৃতান্তলিখাগ্রভঃ। সুপর্ণ-যক্ষ-নাগানাং দৈত্য-দানব-রক্ষসাম্। অবধ্যঃ স্তাং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাঞ্চ সর্কশঃ। ন হি তিষ্ঠা সমানোহু প্রাণিনু প্রপিতামহ। ত্বপভূতা হি তে সর্কৈ প্রাণিনো মানুবাদয়ঃ। এবমুত্তস্ত ধর্ম্মাত্মা দশগ্রীবো ব্রহ্মসম। উবাচ বচনং দেবঃ সহ দেবৈঃ পিতামহঃ। ভবিষ্যতেবমুত্তস্তে বৎস রাক্ষসপুত্রব। এবমুক্ত্বা তু তং রাম দশগ্রীবং পিতামহঃ। স্তু চাপি বরো ভূয়ঃ প্রীতস্যেহ ততো যম। হতানি বানি শীর্ষাণি পূর্ব্বমগ্নৌ ত্বরানব। পুনতানি ভবিষ্যতি তথৈব তব রাক্ষস। বিভরামীহ তে সৌম্য বরং চান্যং ত্বরাসদম্। হস্তভক্তব রূপক মনসঃ যদ্ যথোচিতম্। এবং পিতামহোত্তম্য দশগ্রীবস্ত রক্ষসঃ। অগ্নৌ হতানি শীর্ষাণি পুনতাস্থিতানি বৈ ॥” ইত্যাদি ॥ ১০।১০।১-২৫

অগ্নৌ হতানি শীর্ষাণি যানি তেহম্বরপুত্রব ।  
 ভবিষ্যন্তি যথাপূর্বমক্ষরাণি চ সন্তম ॥ ১৫  
 এবমুক্ত্বা ততো রাম দশদ্রীং প্রজ্ঞাপতিঃ ।  
 বিভীষণমুবাচেদং প্রণতং ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৬  
 বিভীষণ যয়া বৎস কৃতং ধর্মার্থমুত্তমম্ ।  
 তপন্ততো বরং বৎস বৃগীষাভিমতং স্থিতম্ ॥ ১৭  
 বিভীষণোহপি তাং নত্যা প্রাজ্ঞলির্বাক্যমব্রবীৎ ।  
 দেব মে সর্বদা বুদ্ধির্ধর্মো ভিত্তিঃ শাস্তী ।  
 মা রোচয়ত্বধর্মো মে বুদ্ধিঃ সর্বত্র সর্বদা ॥ ১৮  
 ততঃ প্রজ্ঞাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমব্রবীৎ ।

বর প্রার্থনা করি । পরুড়, নাগ, বক ও দেবগণ এবং অসুরগণের  
 অবধ্য বর আপনি আমাকে প্রদান করুন । মানুষেরাও  
 আমার নিকট ভূত-রূপ । তখন প্রজ্ঞাপতি ‘তথাস্তু’ বলিয়া  
 বরদান করিলেন এবং পুনরায় দশাননকে বলিলেন ১০-১৪

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! তুমি অগ্নিতে যে সকল মন্তক আহুতিদান  
 করিয়াছ, তোমার সেই সব মন্তক পূর্ববৎ হইবে । হে সাধ-  
 কোত্তম ! তোমার এই মন্তকসকল অক্ষর হইয়া থাকিবে । ১৫  
 হে রাম ! রাবণকে এই কথা বলিয়া ভক্তবৎসল প্রজ্ঞাপতি  
 ব্রহ্মা তাহার পর প্রণত বিভীষণকে ইহা বলিলেন । ১৬

বৎস বিভীষণ ! তুমি ধর্মের জন্য উত্তম তপস্যা করিয়াছ ।  
 বৎস ! তোমার মনে যে অভিলাষ আছে, ভদ্রনৃসারে তুমি বর  
 প্রার্থনা কর । ১৭

তখন বিভীষণ (১) কৃতাজলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত  
 এই কথা বলিলেন,—দেব ! আমার বুদ্ধি যেন সর্বদা ধর্ম  
 অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে, সর্বত্র সব সময়ে আমার বুদ্ধি কখনও  
 যেন অধর্ম প্রযুক্ত ন হয় । ১৮

ভদ্রনৃর প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বিভীষণকে বলিলেন,  
 বৎস ! তুমি স্বাভাবিক ধর্মপরায়ণ, তোমার তাহাই  
 হইবে । ১৯

বিভীষণ ! তুমি প্রার্থনা না করিলেও আমি স্বয়ং তোমাকে  
 ‘অমরত্ব’ প্রদান করিলাম । তাহার পর তিনি কৃতকর্ণকে

(১) বিভীষণের বর প্রার্থনা বাল্মীকিরামায়ণে,—“ভগবন্  
 কৃতমেতাবদ্ যস্য লোকেষ্বরঃ প্রভুঃ । প্রীতো মে যদি দাতব্যো  
 বরং যং যুগ্ম সুব্রত । পরমাপদগতস্তাপি ধর্ম এব ধৃতির্ভবেৎ ।  
 অশিক্তক ভগবন্ ব্রহ্মাত্ম্য প্রতিভাভূ মে । বা বা জায়েত  
 মে বুদ্ধিতেষু তেহাভ্যমেব চ । সা সা ভবতু ধর্মীতা তং তং  
 ধর্মং ভজেত চ” ৭।১০।২৯-৩১

বৎস ত্বং ধর্মশীলোহসি তথৈব চ ভবিষ্যসি ॥ ১৯  
 অযাচিতোহপি তে দাস্তে অমরত্বং বিভীষণ ।  
 কৃতকর্ণমথোবাচ বরং বরয় সুব্রত ॥ ২০  
 বাণ্যা ব্যাণ্ডোহথ তং প্রাহ কৃতকর্ণঃ পিতামহম্ ।  
 স্বপ্নামি দেব যগ্নাসান্ দিনমেকস্ত ভোজনম্ ॥ ২১  
 এবমব্ধিতি তং প্রাহ ব্রহ্মা দৃষ্টা দিবোকসঃ ।  
 সরস্বতী চ তদ্বক্তৃগ্নির্গতা প্রযযৌ দিবম্ ॥ ২২  
 কৃতকর্ণস্ত হুষ্ঠায়া চিত্তয়ামাস হৃঃখিতঃ ।  
 অনভিপ্রেতমেব স্মাৎ কিং নির্গতমহো বিধিঃ ॥ ২৩  
 শুমালী বরলঙ্কান্তান্ জাহ্না পৌত্রান্ নিশাচরান্ ।  
 পাতালান্নির্ভয়ঃ প্রায়াৎ প্রহস্তাদিভিরহিতঃ ॥ ২৪

বলিলেন,—সুব্রত ! তুমি বর প্রার্থনা কর । ২০

তখন কৃতকর্ণ বাগ্‌দেবী কর্তৃক আক্রান্ত (২) হইয়া পিতামহ  
 ব্রহ্মাকে বলিল,—দেব ! আমি হয় মাস ধরিয়া নিজা বাইব  
 এবং একদিন ভোজন করিব । ২১

ব্রহ্মা অন্তরিকে অদৃশ্য অবস্থার হিত দেবগণের দিকে  
 দৃষ্টিপাত করিয়া সেই কৃতকর্ণকে বলিলেন,—‘তথাস্তু’ । বর-  
 লাভের পর কৃতকর্ণের বদন হইতে সরস্বতী নিক্রান্ত হইয়া বর্গে  
 গমন করিলেন । ২২

তারপর হুষ্ঠায়া কৃতকর্ণ হৃঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে  
 লাগিল—আমার একরূপ বর অভিলষিত না হইলেও কি করিয়া  
 মুখ দিয়া একরূপ বরপ্রার্থনা নির্গত হইল ? হায় ! আমার  
 হৃদযুট্ট । ২৩

(২) বাল্মীকিরামায়ণে পাণ্ডুরা যার, ব্রহ্মাকে বরদান  
 করিতে উদ্যত দেখিয়া দেবগণ বলিলেন,—“ন ভাবৎ কৃতকর্ণায়  
 প্রদাতব্যো বরস্তুরা । আনাসি হি যথা লোকাংজ্ঞামরতোব  
 রাক্ষসঃ । নন্দনেহপ্‌সরসঃ সপ্ত মহেজ্ঞানুচরাস্থা । জনৈ  
 ভক্তিভা ব্রহ্মানু অবরো মানুযাস্থা । ভজ্যাপো বরনামানৈ  
 দীরভামমিতপ্রভ । লোকেভ্যঃ বন্তি চৈবং স্যাদ্ ভবেৎ তত চ  
 সন্মতিঃ ।” ৭।১০।৩৭-৩৯

দেবগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর পিতামহ ব্রহ্মা—  
 “এবমুক্তঃ সুতৈরব্রহ্মা চিত্তয়ন্ পদ্মসত্ত্ববঃ । দেবীং সরস্বতীং দেবঃ  
 পদ্মাকীং পদ্মসত্ত্ববাম্ । ত্রৈলোক্যে সর্বভূতেষু জিহ্মা বুদ্ধির্ধৃতিঃ  
 স্মৃতিঃ । চিতিভা চোপভসে সা পার্শ্বে দেবী সরস্বতী । বাণী  
 ত্বং রাক্ষসস্তাত্ত ভব বাগ্‌দেবতেন সিতা । ইত্যুক্তা সা প্রণম্য  
 তং বিবেশ নিশাচরম্ ॥ ৭।১০।৪০-৪৪

দশগ্রীবং পরিষজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ ।  
 দিষ্ট্যা তে পুত্র সংবৃত্তো বাহ্লিতো মে মনোরথঃ ॥ ২৫  
 যন্তরাচ্চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্তু। যাতা রসাতলম্ ।  
 উদগতং নো মহাবাহো মহদ্বিক্রুতং ভয়ম্ ॥ ২৬  
 অস্মাভিঃ পূর্বমুষিতা লঙ্কেয়ং ধনদেন তে ।  
 ভ্রাত্রোক্তাস্তামিদানীং ত্বং প্রত্যানেতুমিহাহঁসি ॥ ২৭  
 সায়ী বাথ বলেনাপি রাজ্ঞাং বন্ধুঃ কৃতঃ সুহ্রৎ ।  
 ইত্যুক্তো রাবণঃ প্রাহ নাহঁশ্চেবং প্রভাষিতুম্ ॥ ২৮  
 বিস্তেশো গুরুরস্মাকমেবং শ্রদ্ধা তমব্রবীৎ ।  
 প্রহন্তঃ প্রপ্রিতং বাক্যং রাবণং দশকন্ধরম্ ॥ ২৯

সুমালী দৌহিত্য রাবণাদি রাক্ষসগণ বরলাভ করিরাছে জানিতে পারিরা প্রহস্তাদি রাক্ষসগণের(১) সহিত নির্ভয়ে পাতাল হইতে প্রস্থিত হইরা রাবণের নিকট গমন করিল ॥ ২৪

ভারপর দশানন রাবণকে আলিঙ্গন করিরা এই কথা বলিল,—পুত্র! সৌভাগ্যবশতঃ আমার মনোগত বাসনা পূর্ণ হইরাছে ॥ ২৫

বীহার ভয়ে আমরা লঙ্কা ত্যাগ করিরা রসাতলে গমন করিরাছিলাম, মহাবাহো! সেই বিকৃত্ত মহাভয় আমাদের মূর হইরাছে ॥ ২৬

আমরা পূর্বে এই লঙ্কার বাস করিতাম, তখন তোমার ভাতা ধনপতি কুবের ইহাকে অধিকার করিরাছে। শান্তিভাবেই

(১) বাল্মীকিরামায়ণে রাক্ষসগণের নাম স্পষ্ট করিরা উল্লিখিত আছে,—“মাল্যবাংস্ত প্রহন্তস্ত বিক্রপাকো মহোদরঃ । সচিবাঃ পরিবায়ৈষানবুদভিষ্ঠন সুমালিনম্ ॥” ৭ ১১।২

(২) এই বৃত্তান্ত বাল্মীকিরামায়ণে পাওয়া যায়,—“অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব যৌ ভগিন্যৌ বভূবতুঃ । কার্যে পরম-  
 রূপিন্যৌ কশ্যপস্ত প্রজাপতেঃ । অদিত্যা জজিরে দেবাতলা  
 জিহ্বনেশ্বরঃ । দিতিত্বজনয়দ্ দৈত্যান্ কশ্যপাদাশ্রয়ত্বান্ ।  
 দৈত্যানাং কিল ধর্মজ পুরেয়ং সবর্ষবা । আসৌ সপর্ষভা  
 তুমিত্তেভবন্ প্রভবিকবঃ । ততস্তে নিহতাঃ সর্কে বিকুলা  
 প্রভবিকুলা । দেবানাং বশং নীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ।  
 তথা বৈরমপার্য্যন্তং গুরুভ্যোরনৈঃ সহ । ভ্রাতৃভিঃ সংপ্রসক্তং  
 হি সংহারো যন্ত নাভবৎ । সৈতদেকো ভবান্য্য করিব্যতি  
 বিপর্য্যয়ম্ । শূরৈরাচরিতং পূর্কং কুরুবৈতদ্ বচো মম ॥

শৃণু রাবণ যত্নেন নৈবং ত্বং বক্তুমহঁসি  
 নাধীতো রাজধর্ম্মান্তে নীতিশাস্ত্রং ভগৈব চ ॥ ৩০  
 সুরাণাং ন হি সৌভ্রাত্র্যং শৃণু মে বদতঃ প্রভো ।  
 কশ্যপস্ত স্মৃতা দেবা রাক্ষসাস্ত মহাবলাঃ ॥ ৩১  
 পরস্পরমবুধ্যস্ত ত্যক্তু। সৌহৃদমাবুধৈঃ ।  
 নৈবেদানীন্তনং রাজন্ বৈরং দেবৈরহুষ্ঠিতম্ ॥ ৩২  
 প্রহন্তস্ত বচঃ শ্রদ্ধা দশগ্রীবো ছরাস্মিনঃ ।  
 তথেষতি ক্রোধভাত্রাক্ষত্রিকূটচলমধগাং ॥ ৩৩  
 দূতং প্রহন্তং সংপ্রেক্ষ্য নিফাশ্য ধনদেধরম্ ।  
 লঙ্কামাক্রম্য সচিবৈ রাক্ষসৈঃ সুখমাস্থিতঃ ॥ ৩৪

হউক বা বল পূর্বকই হউক তুমি এখন সেই লঙ্কাকে কিরাইরা  
 আন। রাজাদিগের আবার বন্ধুই (উপকারকারী) কোথায়  
 বা সুহ্রৎ (ভ্রাতৃস্বার্থী) -ই কোথায়? বাহুবলই তাহাদের  
 একমাত্র সমল। সুমালী রাবণকে এই কথা বলিলে পর রাবণ  
 তাহাকে বলিল,—এরূপ বলা উচিত নহে ॥ ২৭-২৮

কারণ, সেই ধনেশ্বর কুবের আমাদের গুরু (চ্যেঠ ভাতা) ।  
 রাবণের এরূপ কথা শ্রবণ করত প্রহন্ত সেই দশকন্ধর রাবণকে  
 বিনীতভাবে বলিল ॥ ২৯

রাবণ! তুমি যত্নসহকারে আমাদের কথা শ্রবণ কর ।  
 তোমার এরূপ বলা উচিত নয়। তুমি বাজধর্ম অধ্যয়ন কর  
 নাই এবং সেইরূপ নীতিশাস্ত্রও অধ্যয়ন কর নাই (সেইজন  
 এরূপ বলিতেছে) ॥ ৩০

প্রভো! আমি এখন বাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ।  
 দেবগণের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ সৌহার্দ্য নাই। মহাবল রাক্ষসগণ  
 (কশ্যপপত্নী দিতিগর্ভজাত) এবং দেবগণ (কশ্যপপত্নী অদিতি-  
 গর্ভজাত) পরস্পর ভ্রাতা ॥ ৩১

কিন্তু ইহারা পরস্পর সৌহার্দ্য ত্যাগ করিরা অস্ত্রযাচা বৃত্ত  
 করিরাছিল। রাজন্! এখন অবশ্য দেবভারী নুতন করিরা  
 কোনও শত্রুতাচরণ করে নাই(২)। (তাহারা পূর্বে বৃত্ত  
 করিরা আমাদিগকে পরালিভ করিরা এই লঙ্কা নগরী  
 হইতে আমাদের ভাড়াইরা দিরাছে। সেই আমরা এখন সবল  
 হইরাছি, সুতরাং আমরা কেন এই লঙ্কা নগরী অধিকার  
 করিব না?) ॥ ৩২

দুরাশা প্রহন্তের এই কথা শ্রবণ করত ‘তাহাই হউক’ বলিরা

ধনদঃ পিতৃবাকোন ভ্যক্তা লঙ্কাং মহাবশাঃ ।

গত্বা কৈলাসশিখরং তপসাতোষয়চ্ছিবম্ ॥ ৩৫

তেন সখামমুপ্রাপ্য তেনৈব পরিপালিতঃ

অলকাং নগরীং তত্র নির্ম্মমে বিশ্বকর্মা

দিক্‌পালত্বং চকারাত্ম শিবেন পরিপালিতঃ ॥ ৩৬

রাবণো রাক্ষসৈঃ সার্ব্বমভিষিক্তঃ মহামুজৈঃ ।

রাজ্যং চকারানুরাগাং ত্রিলোকীং বাধয়ন্ খলঃ ॥ ৩৭

ভগিনীং কালখণ্ডায় দদৌ বিকটরূপিণীম্ ।

বিদ্যাজ্জিহ্বায় নান্নাসৌ মহামায়ো নিশাচরঃ ॥ ৩৮

ভতো ময়ো বিশ্বকর্মা রাক্ষসানাং দিতেঃ সূতঃ ।

দশানন রাবণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ (১) করত ত্রিকূট পর্ব্বত  
অভিমুখে গমন করিল ॥ ৩৫

প্রহৃতকৈ দৃষ্টরূপে পাঠাঠরা কুবেরকে বহিষ্কার পূর্ব্বক লঙ্কা  
অধিকার করত (২) মন্ত্রী ও অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত রাবণ  
সুখে ভবায় বাস করিতে লাগিল ॥ ৩৬

এদিকে মহাবশা ধনদাতা কুবের পিতৃবাক্যে লঙ্কা ত্যাগ  
করত কৈলাসপর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক তপস্বী করিয়া শিবকে  
সম্বোধ করিলেন ॥ ৩৫

এখানে শিবের সতিত বহুত্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহারই দ্বারা  
পরিপালিত হইয়া বিশ্বকর্মাাকে দিয়া ভবায় অলকা নাম্নী এক  
নগরী নির্মাণ করাইলেন । এই অলকাপুরীতে বাস করত  
শিবের দ্বারা রক্ষিত হইয়া কুবের দিক্‌পালত্ব করিতে  
লাগিলেন ॥ ৩৬

অতঃ পরে রাবণ লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাক্ষসগণের ও  
অন্য ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাক্ষসরাজ্য পালন করিতে লাগিল ।

(১) ‘ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া’ ইহা বাস্তবিকবিরোধী  
মত ; কারণ, বাস্তবিক বলিয়াছেন,—“স তু তেনৈব হর্ষেণ  
ভস্মিন্নহনি বীর্ষ্যবান্ । লঙ্কাং বাতো দশদ্রীবঃ সহ ভৈঃ কনদাচ-  
রৈঃ ॥” ৭।১১।২২

(২) ‘কুবেরকে বহিষ্কার পূর্ব্বক লঙ্কা অধিকার করত’  
এই কথাও বাস্তবিকমতবিরুদ্ধ, বাস্তবিক বলিয়াছেন—“জাহি  
গচ্ছ দশদ্রীবং পুরীং রাজ্যকং বনম্ । ভবাপ্যেতদ্বহাবাহো  
ভুত্ব চৈতদকটকম্ । অবিভক্তং ত্বয়া সার্ব্বং রাজ্যং বজ্রাভি  
মে বহু । অহং গচ্ছামি কৈলাসং নিবাসায় মহাগিরিম্ ।  
লঙ্কানিবাস তত্রং তে স্বর্ঘ্যং তত্র পালয় । এবমুক্তা ধনাত্মকো  
বলেন মহতা বৃতঃ । সপৌরদারঃ সামান্যঃ সবাহনবলো গভঃ ।  
৭।১১।৩৩-৩৬

সুভাং মন্দোদরীং নান্না দদৌ লোকৈকহৃন্দরীম্ ॥

রাবণায় পুনঃ শক্তিমমোষং প্রীতমানসঃ ॥ ৩৯

বৈরোচনশ্চ দৌহিত্রীং বৃত্তজ্বালাতি বিশ্রুতম্ ।

স্বয়ং দত্তামুদবহং কুন্তকর্ণায় রাবণঃ ॥ ৪০

গর্জ্বরাজশ্চ সুভাং শৈলশূন্য মহাত্মনঃ ।

বিভীষণশ্চ ভার্য্যার্থে ধর্ম্মজ্ঞাং সমুদাবহং ॥ ৪১

সরমাং নাম সূভগাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ।

ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনং ॥ ৪২

জাতমাত্ৰস্ত যো নাদং মেঘবৎ প্রমুখো চ হ ।

ভভঃ সর্ব্বৈহক্ৰবশ্মেঘনাদোহয়মিতি চাসকৃৎ ॥ ৪৩

এই খল রাবণ তখন ত্রিভুবনকে উৎপীড়িত করিতে থাকিল ॥ ৩৭

রাবণ কালখণ্ড (৩) বংশজাত বিদ্যাজ্জিহ্বানামক রাক্ষসকে  
বিকটরূপিণী ভগিনী সূর্ণগণাকে সম্প্রদান করিল । এই রাক্ষস  
বিদ্যাজ্জিহ্ব মহামায়াবী ছিল ॥ ৩৮

ভদনন্তর রাক্ষসগণের মধ্যে বিশ্বকর্মানামে খ্যাত দানব ময়  
অগতে অধিতারী সূন্দরী মন্দোদরী নাম্নী (৪) স্বীয় কন্যাকে  
রাবণের হস্তে সমর্পণ করিলেন । ময় প্রৌত্তম্যে পুনরায় এক  
অমোঘ শক্তিও রাবণকে প্রদান করিল ॥ ৩৯

বিরোচনপুত্র বলির দৌহিত্রী বৃত্তজ্বালানামে (৫) বিখ্যাত  
কন্যাকে রাবণ কুন্তকর্ণের অঙ্গ লইয়া আসিল । এই কন্যার  
শিখা স্বয়ংই ইচ্ছানুসারে কতাদান করিয়াছিল ॥ ৪০

রাবণ সর্ব্বলক্ষণযুক্তা, সৌভাগ্যবতী এবং মহাত্মা গর্জ্বরাজ  
শৈলশূন্যের সরমা (৬) নাম্নী ধর্ম্মজ্ঞা কন্যাকে বিভীষণের ভার্য্যার

(৩) ‘কালখণ্ড’ এই পাঠ না ধরিয়া বাস্তবিকরামায়ণে  
‘কালকেয়’ এই পাঠ আছে ( ৭।২২ ) ।

(৪) এই মন্দোদরী হেমার গর্ভদাতা ময়ের কন্যা, যথা  
বাস্তবিক-রামায়ণে—“ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেমাতাঃ পরস্য  
কৃত্বা । কন্যা মন্দোদরী নাম ভার্য্যার্থে প্রভিগৃহ্যতাম্ ॥” ৭।১২।১৮  
“ইয়ং মমাত্মজা রাজন্তুতাঃ কুন্সিসুদম্বা । তর্জারমতাঃ  
সদৃশং প্রাপ্তবাসিন্ মাণিতুম্ ॥” ৭।১২।১০

(৫) বাস্তবিকরামায়ণে ‘বৃত্তজ্বালা’ এই নামের স্থলে  
‘বিদ্যাজ্জ্বালা’ বা ‘বজ্রজ্বালা, এই নাম দেখা যায় ( ৭।১২।২৩ ) ।

(৬) ‘সরমা’ এই নামের কারণ বাস্তবিকরামায়ণে  
উল্লিখিত আছে,—“ভীরে বৈ সরসঃ সা হি শাসসন্ত ব্যাকারত ।  
মানসক সরসত্ব বৈ বহুবে জলদাগমে । মাতা ততাত্ত কতারাঃ  
পুরা রেহাং তয়া বচঃ । উক্তং সরো মা বর্ষতি ভভঃ সা  
‘সরমা’ ইত্যবং ॥” ৭।১২।২৬-২৭



কৃত্তকর্ণভতঃ প্রাহ নিজা মাং বাধতে প্রভো ।  
ভতশ্চ কারয়ামাস গুহাং দীর্ঘাং সুবিস্তারাম ॥ ৪৪  
ভত্র সুধাপ মূঢ়াত্মা কৃত্তকর্ণো বিঘূণিতঃ ।  
নিজ্রিতে কৃত্তকর্ণে তু রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৪৫  
ব্রাহ্মণান্বিমুখ্যাংশ্চ দেব-দানব-কিন্নরান্ ।  
দেবত্রিয়ো মনুষ্যাংশ্চ নিজস্বে স মহোরগান্ ॥ ৪৬  
ধনদোহপি ভতঃ শ্রদ্ধা রাবণশ্রাক্রমং প্রভুঃ ।  
অধর্মং মা কুরুষেতি দূতবাক্যৈর্ন্যাবারয়ং ॥ ৪৭  
ভতঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো জগাম ধনদালয়ম্ ।  
বিনিজ্রিত্য ধনাধ্যক্ষং জহারোত্তমপুংসকম্ ॥ ৪৮  
ভতো যমস্ত বরুণং নিজ্রিত্য সমরেহস্পুরঃ ।

জত লইয়া আসিল। ভদনন্তর মন্দোদরী মেঘনাদ নামে (১) এক পুত্রের জন্মদান করিল ॥ ৪১-৪২

যে পুত্র জন্মিবামাত্র মেঘের ভার নাদ অর্থাৎ গর্জন করিয়াছিল, সেইহেতু সকলেই বার বার বলিতে লাগিল—এই পুত্র মেঘনাদ ॥ ৪৩

ভদনন্তর কৃত্তকর্ণ রাবণকে বলিল,—প্রভো। নিজা আমাকে পীড়িত করিতেছে। তখন রাবণ কৃত্তকর্ণের জত এক অতি বিদূত ও দীর্ঘ গুহা নির্মাণ (১) করাইলেন ॥ ৪৪

মূঢ়াত্মা কৃত্তকর্ণ নিজাধুণিভলোচনে দেই গুহাতে নিজ্রিত হইল। এইভাবে কৃত্তকর্ণ নিজ্রিত হইলে পর লোকরাবণ (লোকসকলকে উৎপীড়নে রোদনপরাহরণকারী) রাবণ ব্রাহ্মণগণ এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ, দেব, দানব, কিন্নর, মনুষ্য ও মহাসর্পদিগকে বধ করিতে লাগিল এবং দেব-সম্পত্তিসমূহ হরণ করিতে লাগিল ॥ ৪৫-৪৬

প্রভু ধনদাতা কুবের সেই সময় রাবণের এই আক্রমণাত্মক কর্মের কথা শ্রবণ করিয়া দূতমুখে রাবণকে নিবারণ পূর্বক

(১) 'মেঘনাদ' নাম হইবার কারণসম্বন্ধে মহর্ষি বায়ীকি,—“অভীকৃত্তারাং লঙ্কারাং ভেন নাথেন ভত বৈ। পিতা ভক্তাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি প্রভো।” ৭।১২।১১

(২) কৃত্তকর্ণের গৃহনির্মাণবর্ণনায় মহর্ষি বায়ীকি,—“বিনিমুক্তান্ততো রাজা শিজিনো বিশ্বকর্মবৎ। অকূর্ষন্ কৃত্তকর্ণস্ত কৈলাসাকারমালয়ম্। ত্রিকিঙ্কণভবিত্তীর্ণং ভতঃ বহুভগ্নমারতম্। শরনীরং গুহাকারং কৃত্তকর্ণস্ত চক্রিরে। কাকটৈঃ স্ফাটিকৈশ্চ ভতৈঃ সর্কজ শোভিতম্। বৈদূর্যাকৃত-সোপানং কিকিনীজালশোভিতম্। দাত্তোরণবিত্তম্ বজ্র-গ্রথিতবেদিকম্। সর্কজদ্বন্দ্বং নিভাং যেরোঃ প্রাগ্রাং গুহাং যি। ৭।১৩।৩-৬

স্বর্গলোকমগাং তুর্ণং দেবরাজজিঘাংসয়া ॥ ৪৯

ভতোহভবন্নহদ্ বুদ্ধমিন্দ্রেণ সহ দৈবভৈঃ ।

ভতো রাবণমভ্যোত্য ববন্ধ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৫০

ভচ্ছুত্বা সহসাগত্য মেঘনাদঃ প্রতাপবান্ ।

কুহা ঘোরং মহদ্ বুদ্ধং জিহা ত্রিদশপুংসবান্ ॥ ৫১

ইন্দ্রং গৃহীত্বা বন্ধাসৌ মেঘনাদো মতাবলঃ ।

মোচয়িত্বা তু পিতরং গৃহীত্বৈন্দ্রং যযৌ পুরম্ ॥ ৫২

বন্ধা তু মোচয়ামাস দেবেন্দ্রং মেঘনাদতঃ ।

দত্তা বরান্ বহুংস্তস্মৈ বন্ধা অভবনং যযৌ ॥ ৫৩

রাবণো বিজয়ী লোকান্ সর্দান্ জিত্বা ক্রমেণ তু ।

কৈলাসং ভোলয়ামাস বাহুভিঃ পরিষেপমৈঃ ॥ ৫৪

বলিয়া পাঠাইলেন যে, এরূপ অধর্ম করিও না ॥ ৪৭

ভদনন্তর দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া কুবের-ভবনে গমন করিল এবং ধনাধ্যক্ষকে জত করিয়া তাঁহার উত্তম পুংসক বিমান লণহরণ করিল ॥ ৪৮

তাঁহার পর সেই সুরবিরোধী রাবণ যুদ্ধে যমকে ও বরুণকে জত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বধ করিবার ইচ্ছার অতিশ্রুত স্বর্গ-লোকে গমন করিল ॥ ৪৯

ভদনন্তর দেবগণসহ ইন্দ্রের সহিত রাবণের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন এই যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের সমীপে উপস্থিত হইয়া রাবণকে বন্দী করিলেন ॥ ৫০

রাবণের বন্দী হইবার সংবাদ শ্রবণ করত প্রতাপশালী মেঘনাদ সহসা রণস্থলে আসিয়া ভয়ঙ্কর ভূমুস যুদ্ধ করত দেব-শ্রেষ্ঠগণকে পরাজিত করিল। সেই মহাবল মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্ধনপূর্বক গ্রহণ করিয়া পিতা রাবণকে মোচন করত ইন্দ্রকে লইয়া নিজ পুরী লঙ্কাতে গমন করিল ॥ ৫১-৫২

কিন্তু বন্ধা মেঘনাদের নিকট হইতে ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তারপর মেঘনাদকে বহু বর (৩) প্রদান করিয়া বন্ধা স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ৫৩

(৩) ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে বন্ধার বরদান বিষয়ে বায়ীকি-রামায়ণে পাওয়া যায়,—“অথাব্রবীদ্ বিমান্বিমলজিৎ প্রভু-মবারম্। জরভাং যো ভবেৎ সন্ধিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে। যমেকৌ দহনো নিভাং হব্যোঃ সম্পৃথ্য মন্ত্রবৎ। যং প্রবর্তেত সংগ্রামং ন চ মে স্তাৎ পরাজয়ঃ। তং বদা তমসমাপ্যাহং জপ্যং হোমং বিভাবসৌ। বৃধ্যয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্তাৎ পরাজয়ঃ। সর্কো হি ভগসা দেব বৃণোভ্যমরভাং পুমান্। বিক্র-মেণাজিতং চেদমমরভং ময়া প্রভো। এবমস্তিভি ভং প্রাহ বাক্যং দেবঃ প্রজাপতিঃ। যুক্তশ্চেন্নজিতা শক্রো গভাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ। ৭।১৩।১১-১৫



ତତ୍ର ନନ୍ଦୀଶ୍ବରୈଶ୍ବର୍ୟ ଶଞ୍ଜୋହୟଂ ରାବଣେଶ୍ବରଃ ।  
 ବାନରୈର୍ମାତୁଷୈଷ୍ଟବ ନାଶଂ ଗଞ୍ଜେତି କୋପିନା ॥ ୫୫  
 ଶଞ୍ଜୋହ୍ୟାଗୟନ୍ ବାକ୍ୟଂ ଯସୌ ହୈହୟସନ୍ତମ୍ ।  
 ତେନ ବଦ୍ଧୋ ଦଶଗ୍ରୀବଃ ପୁଲତ୍ୟେନ ବିମୋଚିତଃ ॥ ୫୬  
 ତତୋହିମି ବଳମାସାତ୍ତ ଜିହ୍ବାଂସୁହଂରିପୁଞ୍ଜବମ୍ ।  
 ହୃତଶ୍ଚେନୈବ କଞ୍ଜେନ ବାଲିନା ନାଶକନ୍ଧରଃ ॥ ୫୭

ବିଜୟୀ ରାବଣ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଲୋକସକଳକେ ଜୟ କରିବା  
 ନିଜେ ପରିଷଦ୍ଧୂନ ନ୍ୟ ବାହର ଘାଟା କୈଳାସ ପର୍ବତକେ ଉତ୍ତୋଳିତ  
 କରিল ॥ ୫୫

ତଥାଂ କୁହ ନନ୍ଦୀଶ୍ବର ରାବଣରାଜାକେ ଏହି ଅଭିଷାପ (୧)  
 ପ୍ରଦାନ କରিলେନ ବେ, ତୁମି ବାନର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟଗଣେର ଘାଟା ନିହତ  
 ହୈବେ ॥ ୫୫ ।

ଏହି ଅଭିଷାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୈରୀଓ ନନ୍ଦୀଶ୍ବରେର ସେହି ବାକ୍ୟ  
 କୌଣସି ଗ୍ରାହ୍ୟ ନା କରିବା ନାନୀନ ହୈହୟରାଜଧାନୀରେ ଅର୍ଥାତ୍

(୧) ଅଭିଷାପେର କାରଣ ଓ ଶାପପ୍ରକାର ବାଲ୍ମୀକି-  
 ରାମାୟଣେ,—“ଦୁର୍ଯ୍ୟୁତଂ ବାନରସ୍ବଧାମବଜାର ସ ରାକ୍ଷସଃ । ପ୍ରହାସଂ  
 ସୁହୃତେ ତତ୍ର ସତୋରୈବ ଚୋରଦଃ । ସ କୁହୋ ଭଗବାନ୍ ନନ୍ଦୀ ଶଙ୍କର-  
 ଶାପରା ଭନ୍ତଃ । ଅବ୍ରବିତ୍ ରାକ୍ଷସେଞ୍ଜଞ୍ଚ ଦଶଗ୍ରୀବସ୍ବପହିତମ୍ ।  
 ବନ୍ଧାଦ୍ ବାନରସ୍ବର୍ତ୍ତିଂ ମାଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୁତଂ ରାକ୍ଷସ ହର୍ମତେ । ମୋହାଦିହ ନ  
 ଜାନୀବେ ପ୍ରହାସଂ ଚୈବ ସୁକ୍ଷି । ତନ୍ନାମ୍ନାଦ୍ରୂପସଂସୃତା ମନ୍ଦବୀର୍ଯ୍ୟ-  
 ସମତ୍ତେଜସଃ । ଉପେକ୍ଷତେ ବଧାର୍ଥଂ ଡେ କୁଳତ୍ତ ତ୍ବି ବାନରାଃ ।  
 ନ୍ୟଂ ଦଂଶ୍ଟ୍ରାୟାଃ ସୁରା ମନଃ-ପବନରଂଘସଃ । ସୁଦୋଞ୍ଜାତା ବଳୋଦଗ୍ରାଃ  
 ନୈଲା ଇବ ବିସର୍ପିନଃ । ତେ ରାକ୍ଷସ ବଳଂ ଦର୍ପସ୍ବଂସେଧକ୍ ପୃଥଗ୍ବିଧମ୍ ।  
 ବାପନେତ୍ତି ସନ୍ତୁର ସହାମାତ୍ମାସୁତତ୍ତ ଡେ ॥ ୧।୧୬।୧୭-୧୯

(୨) ରାବଣକେ ବନ୍ଦୀ କରା ବିବରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି,—“ତଂ  
 ବିହ୍ନୁଲିତମାଲୋକ୍ୟ ଦଶଗ୍ରୀବଂ ତତୋହର୍ଜୁନଃ । ସହସାସ୍ତ୍ରତ୍ୟ ଜଗ୍ରାହ  
 ଗରୁଦ୍ଧାନିବ ପର୍ରମମ୍ । ସ ତଂ ବାହୁସହସ୍ରେଣ ବଳାଦାନାର ରାବଣମ୍ ।  
 ବବଦ୍ଧ ବଳବାନ୍ ରାଜା ବାଲିଂ ନାରାୟଣୋ ବଧା ॥” ୧।୨୧।୬୦-୬୫

ପୁଲତ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃକ ରାବଣକେ ସ୍ବର୍ତ୍ତିଦାନ ଓ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନେର ସହିତ  
 ରାବଣେର ବହୁତ ହାମନବିବରେ ବାଲ୍ମୀକିରାମାୟଣେ,—ତଂ ପୁତ୍ରକ  
 ବନଃଶୀତଂ ଲୋକେ ବିଜ୍ରାବିତଂ ତଥା । ମନ୍ଦବାକଂ ପାଳର ହନ୍ତ ସୁକ  
 ତାତ ନାନୀନମ୍ । ପୁଲତ୍ୟାଞ୍ଜାଂ ଗୃହୀତା ସ ନ କିଞ୍ଚିଦ୍ବଚନୋହର୍ଜୁନଃ ।  
 ଅସୁକଂ ପାଦିବେଞ୍ଜତଂ ରାକ୍ଷସେଞ୍ଜଂ ପ୍ରହୃତବଂ । ସ ତଂ ବିସୃତ୍ୟ  
 ଜିଦ୍ଧାରିମର୍ଜୁନଃ ପ୍ରମୁକ୍ୟା ଦିବାତରଣାୟତ୍ରୈଃ ତତ୍ତେ । ଅହିଂସରା  
 ସନ୍ଧ୍ୟାସୁପେତ୍ୟା ସାନ୍ନିକଂ ପ୍ରମୟା ସ ବନ୍ଧୁସୃତଂ ବ୍ୟାସର୍ଜ୍ଜୟଂ ॥”  
 ୧।୨୨।୧୭-୨୮

ଭ୍ରାମୟିତ୍ବା ତୁ ଚତୁରଃ ସମୁଦ୍ରାନ୍ ରାବଣଂ ହରିଃ ।  
 ବିସର୍ଜ୍ଜୟାମାସ ତତ୍ତତ୍ତେନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚକାର ସଃ ॥ ୫୮  
 ରାବଣଃ ପରମଶ୍ରୀତ ଏବଂ ଲୋକାନ୍ନାହାବଳଃ ।  
 ଚକାର ଅବଶେ ରାମ ବୁଢୁଞ୍ଜେ ଅସମେବ ତାନ୍ ॥ ୫୯  
 ଏବଂ ପ୍ରଭାବୋ ରାଜେଞ୍ଜଂ ଦଶଗ୍ରୀବଃ ସହେଞ୍ଜଞ୍ଜିଂ ।  
 ଦୟା ବିନିହତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାବଣୋ ଲୋକରାବଣଃ ॥ ୬୦

କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟେର ରାଜଧାନୀରେ ଗମନ କରେ । ତଥାଂ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ  
 ନାନୀନକେ ବନ୍ଦୀ କରେନ ଏବଂ ପୁଲତ୍ୟାସୁନି ତାହାକେ ସ୍ବର୍ତ୍ତି କରା  
 ଦେନ (୨) ॥ ୫୬

ତାହାର ପରେଓ ନିଜ ବଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା (ଅଥବା ବଳଶାଳୀ  
 ବାନର ବାଲୀର ନିକଟ ଉପହିତ ହୈରୀ) ବାନରରାଜ ବାଲୀକେ  
 ବଧ କରିବାର ବାସନା କରା । କିନ୍ତୁ ନାନୀନ ରାବଣକେ ବାଲୀ  
 କଞ୍ଜେ (ବାହୁମୁଳେ, ଆବଦ୍ଧ (୩) ରାଧେ ॥ ୫୭

ତାହାର ବାନରରାଜ ବାଲୀ ରାବଣକେ ଚାର ସମୁଦ୍ର ଦୂରାହିରୀ  
 ପରିତ୍ୟାଗ କରେ । ତଥାଂ ରାବଣ ବାଲୀର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହାମନ  
 କରେ (୪) ॥ ୫୮

ହେ ରାମ ! ମହାବଳ ରାବଣ ଅଭିଷର ଶ୍ରୀତ ହୈରୀ ଏହିଭାବେ  
 ଲୋକସକଳକେ ନିଜେର ବଳୀଭୂତ କରା ଏବଂ ସେହି ସବ ଡୋଗ  
 କରିତେ ଲାଗିଲ ॥ ୫୯

(୩) ବାଲ୍ମୀକିରାମାୟଣେ ଦେଖା ବାର,—“ହନ୍ତଂ ପ୍ରାପ୍ତଂ ତୁ ତଂ  
 ଦୁର୍ଯ୍ୟୁତଂ । ପଦଶବ୍ଦେନ ରାବଣମ୍ । ପ୍ରାପ୍ତଂ-ସୁଧନ୍ତଂ ନିଜଗ୍ରାହ ବାଲୀ  
 ସର୍ପମିବାଞ୍ଜଃ । ଶ୍ରୀହୃତକାମିନୀଦାର ରକ୍ଷସାସୁତରଂ ହରିଃ । ଧ୍ୟୁ-  
 ପପାତ୍ତ ବେଗେନ କୃତ୍ବା କନ୍ଧାବଳସ୍ଥିନମ୍ ॥” ୧।୨୦.୨୧-୨୨

ରାବଣକେ ଚାର ସମୁଦ୍ର ଦୂରାସମ୍ପର୍କେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି,—  
 “ସତାଜ୍ୟାମାନୋ ଭୂତେତ୍ତ ଧେଟ୍ତୈଃ ଧେଟ୍ତୋ ହରିଃ । ପଶ୍ଚିମଂ ସାଗରଂ  
 ବାଲୀ ଆଜଗାମ ସରାବଣଃ । ତତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାସୁପାତ୍ତାସୌ ଜନ୍ତୁଂ ଜଗାକ  
 ବାନରଃ । ଉତ୍ତରଂ ସାଗରଂ ପ୍ରାରାଦ୍ ବହମାନୋ ନିଧାଚରମ୍ ।  
 ବହବୋଜନସାହସ୍ରଂ ତତ୍ତତ୍ତତ୍ତ ମହାକପିଃ । ବାହୁବଜ୍ର ମନୋବଜ୍ର  
 ଜଗାମ ସହସ୍ରଜ୍ରଂ । ଉତ୍ତରେ ସାଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୁପାତ୍ତବ ବିବାନତଃ ।  
 ପ୍ରସବୋ ବେଗବାନ୍ ବାଲୀ ପୂର୍ବମସୁମହାନିବିମ୍ । ତତ୍ରାପି ସନ୍ଧ୍ୟାସୁପାତ୍ତ  
 ବାସବିଃ ସ ହରୀଶ୍ବରଃ । କିଞ୍ଚିଦ୍ଧ୍ୟାଭିସୁଧଂ ରକ୍ଷୋ ଗୃହୀତ୍ବା  
 ପୁଲତ୍ୟାମଂ ॥ ୧।୨୦।୨୧-୨୩

(୪) ବହୁତହାମନପ୍ରସଙ୍ଗେ ମହାସୁନି ବାଲ୍ମୀକି,—“ତତଃ  
 ପ୍ରହାତ୍ୟା ତାବନ୍ନି ଡେତୋଡୋ ହରି-ରାକ୍ଷସୋ । ଶ୍ରୀତସୁପପର୍ଣ୍ଣୋ  
 ତୋ ପରିବଜ୍ୟ ପରମ୍ପରମ୍ ॥” ୧।୨୦।୨୪

মেঘনাদশচ নিহতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।  
কুন্তকর্ণশচ নিহতদ্বয়া পর্বতসমিভঃ ॥ ৬১  
ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাৎজগতামাদিকৃদ্ বিভুঃ ।  
ত্বৎস্বরূপমিদং সর্বং জগৎ স্বাবর-জঙ্গমম ॥ ৬২  
ত্বম্ভাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।  
অগ্নিস্তে মুখতো জাতো বাণা সহ রঘুত্তম ॥ ৬৩  
বাহুভ্যাং লোকপালোবাশচক্ষুর্ভ্যাং চক্ষু-ভাকরৌ ।  
দিশশচ বিদিশশ্চৈব কর্ণাভ্যাং তে সমুখিতাঃ ॥ ৬৪  
ত্রাণাং প্রাণঃ সমুৎপন্নশ্চাশ্বিনৌ দেবসমুত্তমৌ ।  
জজ্ঞাজানুরুজ্জঘনাদ ভুবলোঁকাদয়োহভবন্ ॥ ৬৫  
কৃক্ষিদেবাংসমুৎপন্নশ্চত্বারঃ সাগরা হরে ।  
স্তনভ্যামিস্র-বরুণৌ বালখিলাশচ রেতসঃ ॥ ৬৬  
মেট্রাদ্ যমো গুদাম্ভূত্মাশ্চো রুদ্রশ্চিলোচনঃ ।

রাজেন্দ্র রাম । ইন্দ্রজিৎ সহ দশানন রাবণ একরূপ প্রভাব-  
শালী ছিল । সেই লোকরাবণ (সকল লোককে রোদনগরায়ণ-  
কারী) রাবণকে তুমি যুদ্ধে বধ করিয়াছ ॥ ৬০

মহাত্মা লক্ষ্মণ মেঘনাদকে নিহত করিয়াছে এবং পর্বততুল্য  
বিশালদেহ কুন্তকর্ণকে তুমি স্বয়ং বিনষ্ট করিয়াছ ॥ ৬১

তুমি জগতের আদি সৃষ্টিকর্তা সর্বব্যাপী সাক্ষাৎ নারায়ণ ।  
এই বৃদ্ধমান চরাচর জগৎ তোমার স্বরূপ ॥ ৬২

তোমার নাভিপদ্ম হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন  
হইয়াছেন । হে রঘুত্তম রাম । বাক্‌দহ অগ্নিদেব তোমার  
মুখ (১) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৬৩

লোকপালগণ তোমার দুই বাহু হইতে, চক্ষু ও সূর্য্য নেত্রদ্বয়  
হইতে এবং দিক্‌সমূহ ও বিদিক্‌সমূহ তোমার কর্ণদ্বয় হইতে  
উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬৪

ত্রাণ (নাসিকা) হইতে প্রাণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় (নাসভ্যা  
ও দন্ত—ইহার উভয়ে অশ্বিনীকুমার নামে প্রসিদ্ধ ) সজ্জাত  
হইয়াছে । জজ্ঞা, জানু, উরু ও জঘনদেশ হইতে 'ভুবঃ'  
প্রভৃতি অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, বঃ, জন, মহঃ, তপঃ ও সভা—এই সপ্ত  
উর্দ্ধলোক এবং অভল, বিতল, সূতল, তলাভল, রসাতল, মহাতল  
ও পাতাল—এই সপ্ত অধোলোক উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৬৫

কৃক্ষি হইতে চার সাগর উৎপন্ন হইয়াছে । হে হরে ।  
তোমার স্তনদ্বয় হইতে ইন্দ্র ও বরুণ এবং রেতঃ (বীৰ্য্য) হইতে  
বালখিল্য মূনিগণ সজ্জাত হইয়াছেন ॥ ৬৬

(১) 'মুখাদগ্নিরকারত' (বাকসেনসংহিতা ৩১।১২),  
'অগ্নিঃ বাগপোতি' (বৃহদারণ্যক ৩।২।১৩) ইতি প্রভেদঃ ।

অস্থিত্যঃ পর্বতা জাতাঃ কেশেভ্যো মেঘসংহতিঃ ॥ ৬৭  
ঔষধান্তব রোমভ্যো নখেভ্যশ্চ খরাদয়ঃ ।  
ত্বং বিশ্বরূপঃ পুরুষো মায়াশক্তিসমমিভঃ ॥ ৬৮  
নানারূপ ইবাভাসি গুণব্যতিকরে সতি ।  
তামাশ্রিত্যৈব বিবৃধাঃ পিবন্ত্যমৃতমধ্বরে ॥ ৬৯  
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্বং বিশ্বং স্বাবর-জঙ্গমম ।  
ত্বামাশ্রিত্যৈব জীবন্তি সর্বং স্বাবর-জঙ্গমাঃ ॥ ৭০  
ত্বগ্‌বুদ্ধমখিলং বস্ত্র বাবহারোহপি রাখব ।  
ক্ষীরমধ্যগতং সপির্ঘথা ব্যাপ্যাখিলং পয়ঃ ॥ ৭১  
ত্বভাসা ভাসতেহর্কাদির্ন ত্বং তেনাবভাসসে ।  
সর্বগং নিত্যমেকং ত্বাং জ্ঞানংক্ষুবিলোকয়েৎ ॥ ৭২  
নাশ্র্যানচক্ষুত্বাং পশ্যেদক্ষদৃগ্‌ ভাস্করং যথা ।  
যোগিনত্বাং বিচিহন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরম ॥ ৭৩

শিখ হইতে বম, শুষ্ক হইতে ঘৃতা, ক্রোধ হইতে ত্রিলোচন  
ক্রন্দ, অহিসমূহ হইতে পর্বতসকল এবং কেশরাশি হইতে  
মেঘমণ্ডল উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৬৭

তোমার রোমশ্রেণী হইতে ঔষধিসমূহ এবং নখসকল হইতে  
খরাদি রাক্ষসগণ সজ্জাত হইয়াছে । তুমি বিশ্বরূপধারী বিরাট  
পুরুষ, মায়াশক্তি দ্বারা আবৃত হইলে পর গুণসমূহের সংমিশ্রণে  
নানারূপবৎ প্রভিভাত হও । দেবগণ তোমাকেই আশ্রয় করত  
বস্ত্রে অমৃত (হবিঃ) ভোজন করেন ॥ ৬৮-৬৯

তুমি এই স্বাবর ও জঙ্গমের সম্পূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ ।  
তোমাকে আশ্রয় করিয়াই (২) স্বাবর-জঙ্গম সবই জীবিত  
রহিয়াছে ॥ ৭০

হে রাখব । বেক্রপ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত সূত সম্পূর্ণ হৃদকে  
ব্যাপিয়াই থাকে, সেইরূপ ব্যবহারকালেও সমস্ত বস্ত্র তোমা  
দ্বারা বুদ্ধ অর্থাৎ তোমার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকে ॥ ৭১

তোমার প্রভাবদ্বারা সূর্য্যাদি প্রকাশিত হয় । তুমি সূর্য্যাদি দ্বারা  
প্রকাশিত হও না (ঃ) । যে ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু আছে, সেই ব্যক্তি  
তোমাকে সর্বগ, নিত্য ও এক অর্থাৎ অবিভীত ব্রহ্ম বলিয়া  
দর্শন করেন ॥ ৭২

(২) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়তে যেন জাতানি"  
তৈত্তিরীয়া ১০।১।১

(৩) "ভবেব ভাতম্‌ অনুভাতি সর্বং তত্‌ ভাসা সর্বমিদং  
বিভাতি" কঠ ৩।৫।১৫

"ন দৃষ্টেইর্জ্যোতঃ পতেঃ" বৃহদারণ্যক ৩।৩।২

অভ্যাসনমুখৈর্বেদশীর্ষৈরহনিশম ।

সংপাদভক্তিলেশেন গৃহীতা যদি যোগিনঃ ।

বিচিহ্নস্তো হি পশ্যন্তি চিন্মাত্রং ত্বাং ন চাত্মনা ॥ ৭৪

সয়া প্রলপিতং কিঞ্চিৎ সর্বজ্ঞস্তত্ত্বপ্রভঃ ।

কল্পমহ'সি দেবেশ তবানুগ্রহভাগহম ॥ ৭৫

যাহার চক্ষু অন্ধ অর্থাৎ চক্ষু আছে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নাই; সেই ব্যক্তি যে ন সূর্যকে দেখিতে পার না, সেইরূপ যাহার জ্ঞানচক্ষু নাই, সে তোমাকে দেখিতে পার না। যাহাতে অনাশ্রয় বস্তুর নিরাকরণ আছে, সেই বেদের শিরোভাগস্বরূপ উপনিষৎসমূহের দ্বারা যোগিগণ পরমেশ্বর তোমাকে নিজ নিজ দেহেই অর্থাৎ হৃদয়ভাষ্যের অন্বেষণ করেন। সেই যোগিগণ যদি তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলেশও লাভ করেন, তবেই চিন্মাত্র-স্বরূপ তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন, অত্যা নহে ॥ ৭৩-৭৪

শ্রীমদ্রহসি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উদ্যমহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

( বালি-সুগ্রীবয়োর্জন্মবৃত্তান্তকথনম্, সনৎকুমারভো রাবণস্ত শ্রীরামাবতারকথ্যশ্রবণঞ্চ । )

শ্রীরাম উবাচ ।

বালি-সুগ্রীবয়োর্জন্ম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

স্ববীজো বানরাকারো জজ্ঞাতে ইতি নঃ শ্রুতিঃ ॥ ১

অগস্ত্য উবাচ ।

মেরোঃ স্বর্ণময়স্তাশ্চৈর্মধ্যশৃঙ্গ মণিপ্রভে ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

[ বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্তকথন এবং সনৎকুমারের নিকট হইতে রাবণের রামাবতারের কথা শ্রবণ । ]

শ্রীরাম বলিলেন,—মুনে! আমি যথার্থভাবে বালী ও সুগ্রীবের জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা শুনিয়াছি যে, সূর্য ও ইন্দ্র বানররূপ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (১) ॥ ১

অগস্ত্য বলিলেন,—বর্ণময় সুমেরু পর্বতের মণিপ্রভ মধ্য-লিখরে ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তৃত এক সভা (২) আছে ॥ ২

( ১ ) “আত্মা বৈ পুত্রনামসি”—কৌষীভকী ০ ২।১১

এহলে জাতব্য হইল যে, তৃতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থোধ্যায়ের দশমে যৌক “মাতৃবৎ পালয়ামাস তন্তঃ কাক্সন্ বৎ স্বকম্ ॥” এই অংশ পর্য্যন্ত প্রাচ্য বাঙ্গালিকিরামায়ণে নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য বাঙ্গালিকিরামায়ণে পাওয়া যায়। বাঙ্গালিকিরামায়ণের

দিগ্দেশকালপরিহীনমনন্যামেকং

চিন্মাত্রমক্ষরমজং চলনাদিহীনম্ ।

সর্বজ্ঞমীশ্বরমনন্তগুণব্যদন্ত-

মাত্রং ভজে রঘুপতিং ভক্তভামভিন্নম্ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উদ্যমহেশ্বরসংবাদে

উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২

হে দেবেশ্বর রাম! তুমি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর, তোমার সম্মুখে আমি বাহ্য কিছু প্রলাপ করিলাম, সেই বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা কর; কারণ, আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র ॥ ৭৫

যিনি দিক্, দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদশূন্য, যাহা হইতে অস্ত কোনও বস্তু নাই, যিনি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি চিন্ময়, অস্ত্র এবং অক্ষর—বিনাশহীন, অজ—অদ্বন্দ্বিত, চলনাদি কর্মরহিত, সর্বজ্ঞ, অনন্ত গুণগ্রামে বিভূষিত, মাত্রাত্মক এবং ভক্তগণের নিকট যিনি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হন না, সেই রঘুপতি রামকে আমি ভজনা করি ॥ ৭৬

তস্মিন্ সভাস্থে বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ শতযোজনম্ ॥ ২

তস্তাং চতুর্মুখঃ সাক্ষাৎ কদাচিদ যোগমাস্থিতঃ ।

নেত্রাভ্যাং পতিতং দিব্যমানন্দসলিলং বহু ॥ ৩

কোনও একদিন সাক্ষাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেই যৌবনভাগ অবলম্বন করিয়া (৫) অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বহু আনন্দাক্ত পতিত হইল ॥ ৩

শিলকটীকাকার শ্রীভগবান্ রামানুজাচার্য্য এই অংশ গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্য রামায়ণে অগস্ত্যের নিকট শ্রীরামের প্রশ্ন—“এতচ্ছ্রুত্বা তু নিখিলং রাবণবোহগস্ত্যামববীৎ ॥” য এরূপ রূপ নাম বালি-সুগ্রীবয়োঃ পিতা। জননী কা চ ভগবন্ ন ত্বয়া পরিকীৰ্ত্তিতা। বালি-সুগ্রীবয়োঃস্মাপি নামনী কেন হেতুনা ॥” ৭।৪।১২-২

( ২ ) এই ব্রহ্মসভা বর্ণনার বাঙ্গালিকিরামায়ণ,—“মেরুর্মগবরঃ শ্রীমান্ জাহ্নবদমরঃ শুভঃ । তস্য বঙ্গধামং সুখং সর্বদৈবভক্ত্য বভূব ॥ তস্মিন্ দিব্যা সভা রম্যা ব্রহ্মণঃ শত-যোজনম্ । তস্তায়াস্তে সদা দেবঃ পদ্মযোনিশ্চতুর্মুখঃ ॥ ৭।৪।১৩-৮

( ৩ ) এবিষয়ে মহর্ষি বাঙ্গালিকি,—“যোগমভ্যাসভক্তত নেত্রাভ্যাং বদন্তুঃ ২ ॥ তদ্ গৃহীতং ভগবতা পাদিনা চর্চিতং ভব ॥” ৭।৪২।১৬

তদু গৃহীত্বা করে ব্রহ্মা ধ্যাওয়া কিঞ্চিদনন্তরং ।  
ভূমৌ পতিতমাত্রেণ তস্মাৎজাতো মহাকপি ॥ ৪  
তমাহ ক্রহিণো বৎস কিঞ্চৎকালং বসাত্ম মে ।  
সমীপে সর্বশোভাটো ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৫  
ইত্যাভ্যুজ্যোত্বাসত্ত্বত্র ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ ।  
এবং বহুতিথে কালে গতে ঋক্ষাধিপঃ সুধীঃ ॥ ৬  
কদাচিৎ পর্য্যটনক্রৌ কলমূলার্থযুক্ততঃ ।  
অপশ্যাদ্ভিষামলিলাং বাপীং মণিশিলাবিতাম্ ॥ ৭  
পানীয়ং পাতুমগচ্ছন্তস্তচ্ছায়াময়ং কপিঃ ।  
দৃষ্ট্বা প্রতিকপিং মহা নিপপাত জলাস্তরে ॥ ৮

ব্রহ্মা সেই আনন্দাক্ষ নিজ হস্তে ধারণ করত কিছু চিতা করিয়া তাহা পরিভাগ করিলেন । সেই অক্ষ ভূমিতে পতিত হইবারাত্র তাহা হইতে এক মহাবানর (১) উৎপন্ন হইল ॥ ৪

তারপর ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন,—বৎস । কিছুকাল ভূমি আমার সমীপে এই সর্বশোভাসম্পন্ন স্থানে (২) বাস কর, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে ॥ ৫

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর সেই বানরোত্তম তথায় বাস করিতে লাগিল । এইভাবে বহুকাল অতীত হইলে পর মতিমান ঋক্ষরাজ কোন এক সময়ে পর্বতে বিচরণ করিতে করিতে তথায় স্থিত কলমূল গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল (৩) । এই সময় সেই বানরবর মণিশিলাযুক্ত ও দিব্য ভলে পূর্ণ একটি দীঘিকা দেখিতে পাইল ॥ ৬-৭

তথায় সে জলপান করিতে আসিল । সেই জলমধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি (৪) বানরকে দর্শন করত অত্ প্রতিকপী বানর মনে করিয়া জলমধ্যে লোক দিয়া পতিত হইল ॥ ৮

কিন্তু তথায় অত্ কোনও বানরকে না দেখিয়া পুনরায় সত্বর

(১) এই প্রসঙ্গে বায়্যাকরামায়ণে দেখা যায়,—  
“নিষ্কিন্তমাত্রং তদুভূমৌ ব্রহ্মণা লোককর্ষণা । তস্মিন্নক্ষকপে  
রাম বানরঃ সমুভূব হ ॥ ৭৪২:১০

(২) এখানে মহামুনি বায়্যাকি বলিয়াছেন,—“পশু শৈলং  
স্থবীর্থাৎ সুবৈরুধ্যবিতং সদা । তস্মিন্ রম্যে গিরিবরে বহুল-  
কলশনঃ । মধ্যান্তিকচরো নিত্যং তব বানরপূজক । কপিং  
কালমিহাসুহৃৎ ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৭৪২:১২-১৩

(৩) এ বিষয়ে মহাবি বায়্যাকি বলিয়াছেন,—“কতটিং  
যৎ কালস্ত সমভীতস্ত রাঘব । ঋক্ষরাজ্ বানরশ্রেষ্ঠত্ববরা  
পরিপীড়িতঃ । উত্তরং মেকশিখরং গভস্তত্র স দৃষ্টবান্ ॥”  
৭৪২:২০-২১

তজাদৃষ্ট্বা হরিং শীতং পুনরুৎপ্লুত্বা বানরঃ ।  
অপশ্যৎ সুল্লরীং রামামাত্মানং বিস্ময়ং গতঃ ॥ ৯  
ততঃ সুরেশো দেবেশো পূজয়িত্বা চতুর্মুখম ।  
গচ্ছন্তধ্যাক্ষসময়ে দৃষ্ট্বা নারীং মনোরমাম্ ॥ ১০  
কন্দর্পশরবিদ্ধাকৃত্যকুবান্ বীর্ধ্যমুত্তমম ।  
তামপ্রাপ্যৈব তদু বীজং বালদেশেহপতন্তুবি ॥ ১১  
বালী সমভবস্তত্র শত্রুতুলাপরাক্রমঃ ।  
তস্ম দত্ত্বা সুরেশানঃ স্বর্ণমালাং দিবং গতঃ ॥ ১২  
ভানুরপ্যাগতস্তত্র তদানৌমেব ভামিনীম্ ।  
দৃষ্ট্বা কামবশো ভূত্বা প্রীত্বাদেশেহস্তুদ্রমহং ॥ ১৩

লক্ষ প্রদান পূর্বক উঠিয়া আসিয়া সেই বানর নিজেকে এক পরমরমণীয়া সুল্লরী স্ত্রীমূর্তি দর্শন করত অত্যন্ত বিস্মিত (৫) হইল ॥ ৯

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র সেই সময় চতুরানন দেবজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া ফিরিয়া বাইতে বাইতে মধ্যাহ্নকালে সেই মনোরমা নারী মূর্তি দেখিয়া রামবাণে বিদ্ধ হইয়া তাহার সহিত সজম না হইলেও স্বীয় অমোঘবীৰ্য্য পরিভাগ করিলেন । সেই বীৰ্য্য তখন উক্ত রমণীর কেশপাশে পতিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ১০-১১

তথায় ইন্দ্রভূলা পরাক্রমশালী বালী উৎপন্ন হইল । দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে এই স্বর্ণমালা প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১২

সেই সময়েই সূর্য্যও তথায় আসিলেন এবং সেই ভামিনী রমণীকে দর্শন করত কামবশীভূত হইয়া তাহার প্রীত্বাদেশে

(৪) দীঘিকার স্বীয় প্রতিচ্ছবি অবলম্বনে বায়্যাকি-  
রামায়ণ,—“দদধ ভাস্মিন্ সরসি বস্ত্রচ্ছায়ামখ্যাননঃ । কোহয়-  
মস্মিন্ মম রিপূর্বসত্যস্বর্জলে মহান্ ॥ রূপং চান্তর্গতং তৎ তু বীক্ষ্য  
ততঃ বভো হরিঃ । ক্রোধাবিকটমনা হ্রৈব নিরতং যাবমততে ॥”  
৭৪২:২০-২৪

(৫) এই প্রসঙ্গবর্ণনার আদিকবি বায়্যাকি,—“উৎপ্লুত্বা  
তস্মাৎ স ব্রহ্মাদৃ দৃগ্বিতঃ প্রবগঃ পুনঃ । তস্মিন্নেব কপে রাম স্ত্রীত্বং  
প্রাপ স বানরঃ । অনোজরুণা সা নারী লাবণ্যললিতা ততা ।  
বিভীর্ণকথনা মুজ্ঞনৌলকুণ্ডলমূর্জকা । মুক্তসাম্রভবস্ত্রাচ পীনস্তনভট্টা  
ভতা । ব্রহ্মভীরে চ সা ভাতি ঋজুবক্টির্জতা যথা । ত্রিলোক-  
সুল্লরী কাতা সর্বচিত্তপ্রমাথিনী । লক্ষ্মীং পদ্মরহিতা চক্রেজ্যোৎস্নেব  
নির্মলা । রূপেণাপ্যভবৎ সা তু জিহ্বং দেবীমুমা যথা । স্তোভরতী  
দিগঃ সর্বাভ্রাজ্যত্বং সা বরাজনা ॥” ৭৪২:২৬-৩০

বীজং তস্তান্ততঃ সন্তো মহাকায়োহভবদ্ধরিঃ ।  
 তস্ত দত্তা হনুমন্তং সহায়ার্থং গতো রবিঃ ॥ ১৪  
 পুত্রদ্বয়ং সমাদায় গতা সা নিদ্রিতা কচিং ।  
 প্রভাতেহপশ্যদাত্মানং পূর্ববদ বানরাকৃতিম্ ॥ ১৫  
 কলামূলাদিভিঃ সার্কং পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কপিঃ ।  
 নত্বা চতুর্মুখস্ত্রাণ্ডে ঋক্ষরাজঃ স্থিতঃ সুখীঃ ॥ ১৬  
 ততোহত্রবীং সমাশ্বাস্ত বহশঃ কপিকুঞ্জরম্ ।  
 তত্রৈকং দেবতাদূতমাহুয়ামরসম্ভিতম্ ॥ ১৭  
 গচ্ছ দূত ময়াদিত্যে গৃহীত্বা বানরোত্তমম্ ।  
 কিঙ্কিঙ্ক্যাং দিব্যানগরোং নিম্নিতাং বিশ্বকর্ষণা ॥ ১৮  
 সর্বসৌভাগ্যবলিতাং দেবৈরপি ছুরাসদাম্ ।

অমোঘ বীজ্য নিক্ষেপ করিলেন। (১) ইহাতে তৎক্ষণাৎ এক বিশালদেহ বানর (সূক্রী) উদ্ভূত হইল। সূর্য্য সেই বানরের সাহায্যের জন্ত হনুমানকে প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৩-১৪

সেই রমণী তখন পুত্রদ্বয়কে লইয়া গিয়া কোনও একস্থানে নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। প্রাতঃকালে সে পুনরায় নিজে ক বানরাকার দর্শন করিল। ১৫

সুমতি ঋক্ষরাজ বানরবর কল-মূলাদির সহিত এবং পুত্র বানরদ্বয়ের সহিত চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ১৬

তদনন্তর ব্রহ্মা দেবোপম বানরশ্রেষ্ঠকে নানাভাবে আশ্বাস দান করত তথায় এক দেবদূতকে আহ্বান পূর্বক বলিলেন,—  
 দূত। তুমি আমার আদেশ অনুসারে এই বানরশ্রেষ্ঠকে লইয়া

(১) এই অধ্যায় রামায়ণে দেখা বাইতেছে, প্রথমে ইজ এই নারী স্ত্রী দর্শন করেন, পরে সূর্য্যদেব; কিন্তু বাস্তবিক রামায়ণে পাওয়া যায়—উভয়ে একসঙ্গে আগমন পূর্বক দর্শন করেন—যথা,—“এতদ্রূপস্তরে দেবো নিবৃত্তঃ সুরনারকঃ। পাদানুপাশ্ত দেবস্ত ব্রহ্মণস্তেন বৈ পথা। তস্তামেব চ বেলারী-  
 মাদিত্যোহশি পরিভ্রমন্। তস্মিন্নিব পদে সোহুদু ব বস্মিন্  
 সা ভনুমধ্যমা। বৃগপং সা তদা দৃষ্টা দেবাত্যাঃ সুরসুন্দরী।  
 কন্দর্পবশগৌ ভৌ তু দৃষ্টা। তং স্মরতুভ্যঃ।” ৭।৪২।৩১-৩৩

বীজ্যপাত এবং বানরদ্বয়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গে,—“ততস্ততঃ  
 সুরেন্দ্রেন কল্পং শিরসি পাতিতম্। অনাসাদৈব তং নারীং

তস্তাং সিংহাসনে বীরং রাজানমভিষেচয় ॥ ১৯

সপ্তদ্বীপগতা য়ে য়ে বানরাঃ সন্তি দুর্জয়াঃ।

সর্বৈ ভে ঋক্ষরাজস্ত ভবিষ্যন্তি বশেহনুগাঃ ॥ ২০

যদা নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ রামো ভূত্বা সনাতনঃ।

ভূভারানুরনাশায় সন্তুবিজ্ঞাতি ভূতলে ॥ ২১

তদা সর্বৈ সহায়ার্থে তস্ত গচ্ছন্ত বানরাঃ।

ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা দূতো দেবানাং স মহামতিঃ ॥ ২২

যথাজ্ঞপ্তত্বা চক্রে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্।

দেবদূতস্ততো গতা ব্রহ্মণে তস্ম্যবেদয়ৎ ॥ ২৩

তদাদি বানরাণাং সা কিঙ্কিঙ্ক্যাভূমৃপাশ্রয়ঃ।

সর্বৈশ্বরস্বমেবাসৌরিদানৌ ব্রহ্মণাথিতঃ ॥ ২৪

সর্বসৌভাগ্যসম্বলিত, দেবগণেরও দুর্জয় ও বিশ্বকর্ষনিমিত্ত দিব্য নগরী কিঙ্কিঙ্ক্যাতে গমন কর। সেই কিঙ্কিঙ্ক্যার সিংহাসনে এই বীর বানরকে অভিষিক্ত কর। ১৭-১৯  
 সপ্তদ্বীপমধ্যে য়ে য়ে দুর্জয় বানরগণ রহিয়াছে, তাহারা সকলেই ঋক্ষরাজের বশীভূত হইয়া থাকিবে। ২০

যখন সাক্ষাৎ সনাতন পুরুষ নারায়ণ রাম রূপ ধারণ করিয়া ভূভার হরণ এবং অসুরগণের নাশের জন্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন সমস্ত বানরগণ তাঁহার সাহায্যের জন্ত গমন করিবে। ব্রহ্মা মহামতি সেই দেবদূতকে এই বলিলে পর ব্রহ্মা বেক্রপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে হে দেবদূত বানরকে বানররাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার পর দেবদূত ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত কৃত কার্য্য নিবেদন করিলেন। ২১-২৩

সেই সময় হইতেই কিঙ্কিঙ্ক্যানগরী বানরগণের রাজধানী হইল। তুমি সর্বৈশ্বর পরমাখ্যা, ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে সম্প্রতি লীলাজলে মগ্নদেহে ধারণ পূর্বক পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভার লাঘব করিয়া দিরাহ। তুমি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, নিত্যমুক্ত, চিদাখ্যা ও অখণ্ডানন্দময় (২) তোমার পক্ষে এই পরাক্রম আর কট্টক? তথাপি সর্বলোকসমূহের পাপনাশ ও সুখলাভের সন্নিবৃত্তমথাতবং। ততঃ সা বানরপতিং ভজ্যে বানরমীশ্বরম্।  
 অমোঘরেতসস্ততঃ বাসবস্ত মহাশ্বনঃ। বালেমু পতিতং বীজং  
 বালী নাম বভূব সঃ। তাক্ষরেণাপি তস্তাং বৈ কন্দর্প-  
 বশবর্তিনা। বীজং নিষিক্তং গ্রীবারাং বিধানমদ্ব্যর্থতঃ।  
 গ্রীবারাং পতিতং বীজং সূক্রীঃ সমজায়ত।” ৭।৪২।৫৪-৬৯

(২) “এতৈবানন্দস্ত অতানি ভূতানি যাত্রাগ্র্যপজীবতি”  
 ইতি শ্রুতঃ (বৃ০৪।৩।৩২)

ভূমেভারো হ্রতঃ কৃৎসন্যুয়া লীলানুদেহিনা ।

সর্বভূতান্তরস্থ্য নিত্যমুক্তচিদাত্মনঃ ॥ ২৫

অখণ্ডানন্দরূপস্ত কিয়ানেষ পরাক্রমঃ ।

তথাপি বর্ণ্যতে সন্তিলীলামানুস্মরণিণঃ ॥ ২৬

ভাবান্তে সর্বলোকানাং পাপহৃত্যে সুখায় চ ।

য ইদং কীর্তয়েন্ন্যস্তো বালি-সুগ্রীবয়োর্মহৎ ॥ ২৭

জন্ম তদাশ্রয়ৎ স মুচ্যেত সর্বপাতকৈঃ ।

অথাহ্যং সম্প্রবক্ষ্যামি কথং রাম তদাশ্রয়াম্ ॥ ২৮

সীতা হ্রতা যদর্থং সা রাবণেন দুরাত্মনা ।

পুরা কৃতযুগে রামঃ প্রজাপতিশ্রুতং বিভূম্ ॥ ২৯

সনৎকুমারমেকান্তে সমাসীনং দশাননঃ ।

বিনয়াবনতো ভূত্বা হুতিবাতেদমব্রবীৎ ॥ ৩০

কো হ্যস্মিন্ অবরো লোকে দেবানাং বলবন্তরঃ ।

দেবাশ্চ যং সমাশ্রিতা যুতে শক্রং জয়ন্তি হি ॥ ৩১

কং যজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ ।

অন্ত সৎপুরুষগণ লীলা করিবার নিমিত্ত মনুষ্যরূপধারী ভোমার বশোপাধা কীর্তন করিয়া থাকেন। যে মানব বালী ও সুগ্রীবের এই মহৎ অঙ্গবৃত্তান্ত কীর্তন করিবে, সেই মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বাইবে; কারণ, এই বালী ও সুগ্রীব ভোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শরণাপন্ন হইয়া ভোমারই লীলার সহায়ক হইয়াছিল (অথবা ইহাদের অঙ্গ ভোমার উপকারের জন্য বলিয়া লীলাসহচর)। হে রাম! এখন আমি অত এক ভোমার লীলাসম্বন্ধীয় কথা বলিব। ২৪-২৮

দুরাত্মা রাবণ বেজন্ত সীতা (১) হরণ করিয়াছিল। রাম। পুরাকালে সভ্যযুগে দশানন রাবণ প্রজাপতিপুত্র প্রভু নির্জনে উপবিষ্ট সনৎকুমারকে অভিবাदन করত বিনয়ে অবনত হইয়া এই কথা বলিল। ২৯-৩০

এ অগতে কে প্রধান? দেবগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্ কে? দেবগণ ঐহাকে আশ্রয় করিয়া যুতে শত্রুকে জয় করেন? ৩১

বিজয়ন নিত্য কাঁহার যজ্ঞ (পূজা) করেন? এবং যোগি-গণই বা কাঁহার ধ্যান করেন? প্রসিদ্ধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

(১) বাজারিকারামরণেও অনুরূপ কথা পাওয়া যায়,— “অখাপরাং কথং দিব্যাং সুপু রাজনু সনাতনীম্। যদর্থং রাম বৈদেহী রাবণেন হ্রতা পুরা।” ৭.৪৩।৬

এতশ্চ শংস ভগবন্ প্রম্মং প্রম্মবিদাং বর ॥ ৩২

জ্ঞাত্বা তস্তা হ্রদিস্থং যতদশেষেণ যোগদৃক্ ।

দশাননমুবাচেদং শৃণু বক্ষ্যামি পুত্রক ॥ ৩৩

ভর্তা যো জগতাং নিত্যং যস্য জন্মাদিকং ন হি ।

সুরাসুরৈর্নুতো নিত্যং হরিনারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ৩৪

যমাতিপঙ্কজাজ্জাতো ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ ।

সৃষ্টং যেনৈব সকলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫

তং সমাশ্রিত্য বিবৃথা জয়ন্তি সমরে রিপুন্ ।

যোগিনো ধ্যানযোগেন ভমেবাহুজপান্তি হি ॥ ৩৬

মহর্ষের্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যাচ দশাননঃ ।

দৈত্য-দানব-রক্ষাংসি বিকুনা নিহতানি চ ॥ ৩৭

কাং বা গতিং প্রপত্ত্বন্তে প্রেত্য তে মুনীপুঙ্গব ।

তমুবাচ মুনীশ্রেষ্ঠো রাবণঃ রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৩৮

দৈবভৈতনিহতা নিত্যং গতা স্বর্গমহুত্তমম্ ।

ভোগক্ষয়ে পুনস্তস্মাদ্ ভ্রষ্টা ভূমৌ ভবন্তি তে ॥ ৩৯

ভগবন্। আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন। ৩২

বোধবলে সব কিছু প্রত্যক্ষ দর্শনকারী ভগবান্ সনৎকুমার দশানন রাবণের হৃদয়ে বাহা অভিপ্রায় ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—পুত্র। ভোমার প্রশ্নের উত্তর বলিব, শ্রবণ কর। ৩৩

যিনি জগতের ভরণ-পোষণকর্তা, ঐহাচার জন্মাদি নাই সুরাসুরগণ নিত্য ঐহাচার ভব করেন, ঐহাচার নাভিপন্ন হইতে বিশ্বমুখ্য। কল্পপাদিরও পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইরাছেন এবং যিনিই এই চরাচর সম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি হইলেন অব্যয় পরমাত্মা ঐহরি নারায়ণ। ৩৪-৩৫

তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া দেবগণ যুতে শত্রুদিগকে পরাজিত করেন। যোগিগণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহারই ধ্যান করেন এবং তাঁহারই মন্ত্র জপ করেন। ৩৬

মহর্ষি সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন প্রত্যুত্তরে বলিল,—মুনীশ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়া দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ নিহত হইয়া পরলোকে কোন্ গতিপ্রাপ্ত হয়? মুনীশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার তখন রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন। ৩৭-৩৮

দেবগণ কর্তৃক নিহত হইয়া সদা অভ্যুত্তম স্বর্গে গমন করত (তথায় স্বর্গ সুখভোগ করিয়া) ভোগাবসানে পুনরায় তথা হইতে জন্ম হইয়া তাহারা ভূতলে জন্মগ্রহণ করে। ৩৯

পূর্বোজ্জ্বলিতৈ: পুণ্যপাটৈশ্চিহ্নৈস্তে চোদ্যন্তি চ ।  
 বিষ্ণুনা যে হতান্তে তু প্রাপ্তবন্তি হরেণ্ডিম ॥৪০  
 শ্রদ্ধা মুনিমুখ্যং সর্বং রাবণো হৃষ্টমানসঃ ।  
 যোৎশেহং হরিণা সাক্ষিমিত্তি চিন্তাপরোহভবৎ ॥৪১  
 মনঃস্থিতং পরিজ্ঞাত্বা রাবণশ্চ মহামুনিঃ ।  
 উবাচ বৎস তেহতীষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪২  
 কিঞ্চিংকালং প্রতীক্ষ্য সুখী ভব দশানন ।  
 এবমুক্ত্বা মহাবাহো মুনিঃ পুনরুবাচ তম্ ॥ ৪৩  
 তশ্চ স্বরূপং বক্ষ্যামি হ্যরূপশ্চাপি মায়িনঃ ।  
 স্বাবরেষু চ সর্বেষু নদেষু চ নদীষু চ ॥ ৪৪  
 ঊকারশ্চৈব সত্যঞ্চ সাবিদ্রী পৃথিবী চ সঃ ।  
 সমস্তজগদাধারঃ শেষরূপধরো হি সঃ ॥ ৪৫

এইভাবে তাহার পূর্ব পূর্ব অজ্ঞানিত পুণ্য ও পাপ-  
 বলে বারংবার অঙ্গগ্রহণ করে ও যত্ন বরণ করে। কিন্তু  
 তাহার বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়, তাহার সকলে ঐহিকের নতি  
 অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে ॥ ৪০

মুনি সনৎকুমারের মুখ হইতে সব কিছু শুখ্য অবগত করিয়া  
 রাবণ মনে মনে হৃষ্ট হইল এবং ‘আমি ঐহিকের সহিত যুদ্ধ  
 করিব’ এরূপ চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৪১

মহামুনি সনৎকুমার রাবণের মানসিক অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত  
 হইয়া বলিলেন,—বৎস। তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, ইহাতে  
 কোনও সংশয় নাই ॥ ৪২

দশানন। তুমি এখানে কিয়ংকাল প্রতীক্ষা কর এবং  
 (আমার আরও ওছাতিওছ পরম উপদেশ অবগত করিয়া)  
 সুখী (১) হও। মহাবাহু রাম। এই কথা বলিয়া মুনি  
 সনৎকুমার পুনরায় রাবণকে বলিলেন ॥ ৪৩

ঐহার কোনও রূপ (আকৃতি ও বর্ণ) নাই, তিনি যদি  
 মায়া অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার যে রূপ হয়, তাহা  
 আমি তোমাকে বলিব। তিনি সমস্ত স্বাবর, নদ ও নদীসমূহে  
 বিরাজমান আছেন ॥ ৪৪

তিনি ওজর, (‘ওজারো বৈ সর্বা বাক্’ ইতি শ্রুতঃ,  
 —হ্যাকোণা০২।২০ ৪) সত্য, গারভী ও পৃথিবী। তিনি সমস্ত  
 জগতের আধার শেষরূপধারী অর্থাৎ অনন্ত ॥ ৪৫

সমস্ত দেবগণ, সকল সমুদ্র, কাল, সূর্য্য, চন্দ্র, সূর্য্যোদয়, দিবা,

(১) মহাবি বাস্কীক এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—“ননসন্ডে-  
 জিতং যৎ তৎ ভবিষ্যতি মহাবহে। সুখী ভব মহাবাহো কপিং  
 কালমুদীক্য চ ॥” ৭।৪৪।২

সর্বের দেবী: সমুদ্রাশ্রয় কাল: সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমা: ।  
 সূর্য্যোদয়ো দিবা রাজির্মমশ্চৈব তথানিল: ॥ ৪৬  
 অগ্নিরিন্দ্রশ্রবণা যত্না: পর্জ্জাতো বসবশ্রবণা ।  
 ব্রহ্মা রুদ্রাদয়শ্চৈব যে চান্তে দেব-দানবা: ॥ ৪৭  
 বিভোভতি অলভ্যেয পাতি চান্তীতি বিশ্বকৃৎ ।  
 ক্রীড়াং করোত্যব্যয়াত্মা সোহয়ং বিষ্ণু: সনাতন: ॥৪৮  
 তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।  
 নীলোৎপলদলশ্চামো বিদ্যাদূর্বারাযুত: ॥ ৪৯  
 শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যাং ত্রিয়ং বামাক্সসংস্থিতাম্ ।  
 সদানপায়িনীং দেবীং পশ্চাৎলালিত্য ভিষ্ঠতি ॥ ৫০  
 জষ্টং ন শক্যতে কৈশ্চিদেব-দানব-পন্নগৈ: ।  
 যশ্চ প্রসাদং কুরুতে স তৈনং জষ্টমহর্তি ॥ ৫১

রাজি, যম ও বায়ু তিনি ॥ ৪৬

অগ্নি, ইন্দ্র, যত্না, পর্জ্জাত, বসুগণ, ব্রহ্মা, রুদ্রাদিগণ এবং অন্ত  
 যে সব দেব ও দানবগণ আছেন, এ সমস্তই তিনি ॥ ৪৭

ইনি সব কিছুই প্রকাশ করেন অথবা স্বীয় ভেদ প্রকাশ  
 করেন, প্রজ্জ্বলিত হন, সকলকে বশী করেন ও নাশ করেন।  
 যে বিশ্বকর্ত্তা অব্যয়াত্মা এইভাবে ক্রীড়া করেন, ইনিই সেই  
 সনাতন বিষ্ণু ॥ ৪৮

এই সমস্ত চরাচরময় ত্রিলোক তাঁহারই দ্বারা পরিব্যাপ্ত  
 রহিয়াছে (২)। তিনি নীলপদ্মের দ্বারা জাম্বব ও বিদ্যাদূর্বার-  
 যুক্ত বজ্রপরিহিত অথবা বিদ্যাতের দ্বারা অতি দীপ্তিশালী পীত-  
 বজ্র পরিহিত ॥ ৫১

বিভিন্ন বর্ণসমূহ কান্তিমতী, চিরসংচরী, বামক্রোড়ে উপবিষ্টা  
 লক্ষ্মী দেবীকে (৩) আলিঙ্গন সহকারে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত  
 করিয়া যিনি অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫০

দেব, দানব ও সর্পগণ এবং অন্ত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে  
 সমর্থ হন না। কিন্তু তিনি ঐহার উপর প্রসন্ন হন, কেবল সেই  
 সৌভাগ্যবানই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫১

(২) পাশ্চাত্য বাস্কীকরাযারগেও অনুক্রম ভাষায় এই  
 ভদ্র প্রকাশিত হইয়াছে,—“অথবা বহুনাগেন কিস্তেন দশানন।  
 তেন সর্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥”

(৩) বাস্কীকরাযারগে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা  
 হইয়াছে,—“ভদ্র নিত্যং পরীরত্বা মেঘন্তেব শতদ্রবা। সংগ্রাম-  
 রূপিণী লক্ষ্মীর্দেহযায়ুত্যা ভিষ্ঠতি ॥” ৭।৪৪।১০

ন চ বজ্র-ভপোতিৰ্ভা ন দানাদ্যয়নাদিভিঃ ।  
 শক্যতে ভগবান্ অষ্টমূপায়ৈরিত্তৈরপি ॥ ৫২  
 সত্ত্বৈকত্বদগতপ্রাণৈস্তচ্চৈত্বৈত্বকল্পমৈঃ ।  
 শক্যতে ভগবান্ বিমূৰ্বেদান্তামলদৃষ্টিভিঃ ॥ ৫৩  
 অথবা অষ্টমিচ্ছা তে শৃণু ত্বং পরমেশ্বরম্ ।  
 ত্রেতাযুগে স দেবেশো ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ ॥ ৫৪  
 হিতার্থং দেবমর্ত্যানামিচ্ছাকুণাং কুলে হরিঃ ।  
 রামো দাশরথীভূত্বা মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ৫৫  
 পিতৃনিয়োগাৎ স ভ্রাতা ভাৰ্য্যা দণ্ডকে বনে ।  
 বিচরিশ্চাতি ধৰ্ম্মাত্মা জগন্মাত্মা স্বমায়য়া ॥ ৫৬  
 এবং তে সর্বমাখ্যাভ্যং ময়া রাবণ বিস্তরাৎ ।  
 ভজস্ব ভক্তিভাবেন তদা রামঃ শ্রিয়া যুতম্ ॥ ৫৭

এই শ্রীভগবান্কে বজ্র ও ভপস্যা দ্বারা দর্শন করিতে পারা যায় না, দান ও দানাদি দ্বারাও তাঁহার দর্শন হয় না এবং অস্ত কোন উপায়সমূহেও তাঁহার দর্শন লাভ হয় না ॥ ৫২

যাঁহার সদ্ভক্ত (নিত্য ভক্ত অথবা উত্তম ভজনপরায়ণ বেক্রপ হনুমদাদি), যাঁহার ভদ্রগুণপ্রাণ (বেক্রপ গোপীরা), যাঁহার ভদ্রগুণচিত্ত (বেক্রপ শুকদেবাদি), যাঁহার নিষ্কাশ (বেক্রপ গ্রহাদি) এবং যাঁহার বেদান্তজ্ঞানে নির্মল দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন (৩) (বেক্রপ বেদান্তরচরিত্তা এই গ্রন্থকার বেদব্যাস প্রভৃতি), তাঁহারাই এই ভগবান্ বিমূৰ্কে দর্শন করিতে সমর্থ হন ॥ ৫৩

অথবা ভোমার যদি সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ত্রেতাযুগে সেই দেবেশ্বর নৃপমূর্তি হইয়া আবির্ভূত হইবেন ॥ ৫৪

শ্রীহরি দেবতা ও মনুষ্যগণের হিতের জন্য ইচ্ছাক্রমে মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী দশরথপুত্র রাম হইয়া অবতীর্ণ হইবেন ॥ ৫৫

(৩) মহর্ষি বাস্মাণিক বলিয়াছেন,—“তদ্বৈকত্বদগত-প্রাণৈস্তচ্চৈত্বৈত্বকল্পমৈঃ । শক্যতে ভগবান্ অষ্টমূ জ্ঞাননি-  
 বৃত্তিকিঞ্চৈঃ ॥” ৭/৪৪ ১৬

শ্রীমদ্রাধি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে ভূতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ

সমাপ্ত ।

এবং ঐন্দ্রানুরাধাক্ষে ধাত্বা কিঞ্চিদ বিচার্য্য চ ।  
 ত্বয়া সহ বিরোধেপ্নুর্মুদে রাবণো মহান্ ॥ ৫৮  
 বুদ্ধার্থী সর্বভোঃ লোকান্ পর্ষাটন সমবস্থিতঃ ।  
 এতদর্থং মহারাজ রাবণোহতীব বুদ্ভিমান্ ।  
 শ্রুতবান্ জ্ঞানকাং দেবীং ত্বয়াভ্যবধকাক্ষয়া ॥ ৫৯  
 ইমাং কথাং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা  
 সংশ্রাবয়েদ্ বা শ্রবণার্থিনাং সদা ।  
 আয়ুশ্চমারোগ্যমনন্তমৌখ্যং  
 প্রাপ্নোতি লাভং ধনমক্ষয়ঞ্চ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
 উত্তরকাণ্ডে ভূতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

সেই ধৰ্ম্মাত্মা রাম পিতা দশরথের নিরোধে যমাত্মা ভাৰ্য্যা জগন্মাতা সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবেন ॥ ৫৬

রাবণ । এইভাবে আমি তোমাকে সব কিছুই সবিস্তরে বলিলাম । সেই সময় তুমি লক্ষ্মী সীতাদেবী সহ রামকে ভক্তিভাবে ভজনা করিও ॥ ৫৭

রাক্ষসাবিগতি মহাবল রাবণ ইহা শ্রবণ করত কিছুকাল চিন্তা করিয়া এবং যীর কৃত্যদ্বন্দ্বে কিছু বিচার করিয়া ‘রাম । ভোমার সহিত বিরোধের ইচ্ছা করত’ মনে মনে আনন্দ পোষণ করিতে লাগিল ॥ ৫৮

মহারাজ । এই অস্ত আমি মনে করি, রাবণ অভিশপ্ত বুদ্ভিমান্ ; কারণ, সে নিজের বধ কামনা করিয়া জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিল ॥ ৫৯

যে ব্যক্তি এই কথা সদা অর্থাৎ প্রত্যাহ নিয়মিত শ্রবণ করে, বা পাঠ করে কিংবা শুনিতে ইচ্ছুক শ্রোতাগণকে শ্রবণ করায়, সেই ব্যক্তি দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, অনন্ত সুখসন্তোষ, অক্ষয় ধন এবং অন্তবিধ সম্পদ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬০



## চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

( শ্রীসীতাদেব্যাঃ পুনর্বনবাসবর্ণনম্ । )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা ব্রহ্মণো লোকাদায়ান্তং নারদং মুনিম্ ।  
পর্যটনং রাবণো লোকান্ দৃষ্ট্বা নত্বা ব্রহ্মদেবঃ ॥ ১  
ভগবন্ ক্রুহি মে যোদ্ধুং কুত্র সন্তি মহাবলাঃ ।  
যোদ্ধুমিচ্ছামি বলিভিষ্ঠং জ্ঞাত্বাসি দ্বগজয়ম্ ॥ ২  
মুনির্ধ্যাত্বাহ স্মৃতিং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ।  
মহাবলা মহাকায়ান্তত্ৰ যাহি মহামতে ॥ ৩  
বিষ্ণুপুঞ্জারতা যে বৈ বিষ্ণুনা নিহতাশ্চ যে ।  
ত এব তত্র সজ্জাতা অজ্ঞেয়াশ্চ সুরাসুরৈঃ ॥ ৪  
ঋত্বা তদ্বাবণো বেগান্মন্ত্রিভিঃ পুষ্পকেন তান্ ।

### চতুর্থ অধ্যায় ।

[ শ্রীসীতাদেবার পুনরায় বনবাস বর্ণন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । নানা লোকসমূহ পর্যটন করিতে করিতে একদিন রাবণ ব্রহ্মলোক হইতে আগত নারদ মুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিল ॥ ১

ভগবন্ । আপনি ত্রিভুবনের সব কিছুই জানেন, অতএব আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ মহাবল যোদ্ধাগণ কোথায় আছে, বলিয়া দিন ; আমি সেই সব বলবান্ যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২

মুনি নারদ দীর্ঘকাল ধরিয়া ধ্যান (চিন্তা) করত বলিলেন,— মহামতে । শ্বেতদ্বীপবাসীগণ (১) সকলেই মহাবল ও বিশাল দেহধারী । তুমি তথায় গমন কর ॥ ৩

যাহারা বিষ্ণুপুঞ্জার নিরত এবং যাহারা বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহারাও এই শ্বেতদ্বীপে অশ্রয় গ্রহণ করে ও তাহারা সকলেই সুরাসুরের অজ্ঞেয় ॥ ৪

(১) শ্বেতদ্বীপ কীরোদসাগরের সমীপবর্তী কোনও এক দ্বীপ । এবিষয়ে বায়্যাকিরামায়ণে পাওরা যার,—“চিভ্রিত্ত্বা মুহূর্ত্তেন নারদঃ প্রত্নাচাচ তম্ । অস্তি রাক্ষস্ মহাদ্বীপং কীরোদস্ত সমীপতঃ । তত্র তে চত্ৰসঙ্কশা মানবাঃ সুমহাবলাঃ । মহাকায়। মহাবীৰ্যা। মেঘতুলিতলিনয়নাঃ । মহামাত্রা ধৈর্য্যবতো মহাপরিষবাহবঃ । শ্বেতদ্বীপে ময়া দৃষ্টা মানবা রাক্ষসাবিণ ।” ৭।৪৬।৭-৯

এই শ্বেতদ্বীপকে ‘ত্রিপিটপ’ নামেও অভিহিত করা হয় । যথা বায়্যাকিরামায়ণে—“বে হতা লোকনাথেন শার্ঙ্গবানময় সংযুগে । চক্রাঘ্রুধেন দেবেন তেবাং বাসস্ত্রিপিটপে ।” ৭।৪৬।১৬

যোদ্ধুকামঃ সমাগত্য শ্বেতদ্বীপসমীপতঃ ॥ ৫

তৎপ্রভাহতভেজঙ্কং পুষ্পকং নাচলন্ততঃ ।

ভ্যক্ত্যু বিমানং প্রযযৌ মন্ত্রিগণশ্চ দশাননঃ ॥ ৬

প্রবিশন্নৈব তদদ্বীপং ধ্রুতো হস্তেন যোষিতা ।

পৃষ্ঠশ্চ ত্বং কূভঃ কোহসি প্রেযিতঃ কেন বা বদ ॥ ৭

ইত্যাক্তো লীলয়া জ্যোতির্হিসজ্যীভিঃ পুনঃ পুনঃ ।

কৃচ্ছাদ্ভ্যস্তাদ্ বিনির্মুক্তস্তাসাং জ্যোতাং দশাননঃ ॥ ৮

আশ্চর্য্যমতুলং লব্ধ্বা চিন্তয়ামাস ত্বর্ম্মতিঃ ।

বিষ্ণুনা নিহতো যামি বৈকুণ্ঠমিতি নিশ্চিন্ততঃ ॥ ৯

নারদের নিকট হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মন্ত্রিগণ সহ পুষ্পক বিমানে করিয়া সবেগে শ্বেতদ্বীপের সমীপে উপস্থিত হওয়ার শ্বেতদ্বীপের প্রভার পুষ্পক বিমানের ভেজ প্রতিহত হইল এবং তখন সেই পুষ্পক বিমান আর চলিতে পারিল না । তখন তখন এই পুষ্পক বিমান এবং মন্ত্রিগণকে পরিভ্যাগ করিয়া দশানন রাবণ একাকীই প্রস্থিত হইল ॥ ৫-৬

রাবণ সেই দ্বীপে প্রবেশ করিতে করিতেই এক রমণী কর্তৃক হস্তে ধৃত হইয়া জিজ্ঞাসিত হইল যে, তুমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? এবং কেই বা তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে ? ইহা বস ॥ ৭

তারপর বহু জী সেখানে লীলাসহকারে হাস্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—বল, বল । তখনন্তর দশানন রাবণ সেই সব জ্যোতের হস্তে ধৃত হইতে বহুকষ্টে মুক্ত হইল ॥ ৮

দ্বর্ম্মতি রাবণ অতুল আশ্চর্য্য ২) প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল এবং নিশ্চয় করিল যে, আমি বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব ॥ ৯

(২) এ প্রসঙ্গে মহর্ষি বায়্যাকি বলিয়াছেন,—“তস্মা সহ বিনির্মুক্তঃ সহসৈব নিশাচরঃ । পপাত সোহিভ্যসৌ মন্যে সাগরস্ত তরাভূতঃ । পর্ব্বতস্তেব শিখরং যথা বজ্রবিদারিতম্ । প্রাপত্য সাগরজলে তথাসৌ বিনিপাতিতঃ । এবং স রাবণো রাম শ্বেতদ্বীপনিবাসিভিঃ । সুবভীতিবিগৃহ্যত আমিতস্ত ততস্ততঃ । নারদোহপি মহাতেজা রাবণং প্রাপ্য বধিতম্ । বিনয়ং কটিলং পদ্মা প্রদহাস নদর্প চ ।” ৭।৪৬।৩৯-৪২

ময়ি বিকূৰ্ণা কুপ্যেত্তথা কাৰ্য্যং কৰোম্যহম্ ।  
 ইতি নিশ্চিত্য বৈদেহীং জহাৰ বিপিনেহশ্বরঃ ॥ ১০  
 জানন্নেব পরাশ্রয়ঃ স জহাৰাবনীশ্রুতাম্ ।  
 মাতৃবৎ পালয়ামাস ভক্তঃ কাঙ্ক্ষন্ বধং স্বকঃ ॥ ১১  
 রামস্তং পরমেষ্ঠরোহসি সকলং জানাসি বিজ্ঞানদৃক্  
 ভূতং ভব্যমিদং ত্রিকালকলনাসাকৌ বিকলোজ্জ্বলিতঃ ।  
 তন্তনামনুবৰ্ণনায় সকলং কুৰ্ব্বন্ ক্রিয়াসংহতিং,  
 ত্বাং শৃণ্বান্নুজাকৃতিমুনিবচো ভাসীশ লোকার্চিতঃ ॥ ১২  
 স্তবৈবং রাঘবঃ তেন পূজিতঃ কৃত্তসম্ভবঃ ।  
 স্বাশ্রমং মুনিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ সন্তমানসঃ ॥ ১৩

আমার উপর বিমুখ বাহাতে কুপিত হন, আমি সেইরূপ  
 কার্য্যই করিব, এরূপ স্থির করিয়া সুরবিরোধী রাবণ দণ্ডকারণ্যে  
 বিদেহরাজহঁত। সীতাকে হরণ করিয়াছিল ॥ ১০

রাবণ ভোমাকে পরমাখ্যা বলিয়া জানিয়াই ধরণীকন্ডা  
 সীতাকে হরণ করে এবং নিজে বধ আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে  
 মাতার ভায় পালন করে ॥ ১১

রাম তুমি পরমেষ্ঠর, সব কিছুই তুমি জান ; কারণ, তুমি  
 বিজ্ঞানচক্ষু ; অতীত, অনাগত ও বর্তমান—এই ত্রিকালের  
 সকল কর্ণের সাকী এবং জ্ঞানবর্জিত । হে অগদীশ্বর । তুমি  
 সর্বলোকপূজিত হইয়াও ভক্তগণের অনুসরণযোগ্য পথ  
 দেখাইবার জন্য (১) মনুষ্যকার ধারণ করত সকল কর্ণসমূহ  
 করিতে করিতে এবং মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে  
 বিব্রাজ করিতেছ ॥ ১২

কৃত্তবোনি অগত্য এইভাবে ঈরামের স্তব করিয়া এবং  
 ঈরাম কর্তৃক পূজিত হইয়া মুনিগণের সহিত হৃষ্টমনে বীর  
 আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১৩

এদিকে রমা (লক্ষ্মী)-নাথ ঈরাম ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিবর্গের  
 সহিত এবং সীতাদেবীর সহিত সাধারণ সংসারীর ন্যায় আশ্রমোদ-  
 প্রমোদ করিতে করিতে নিজ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

হনুমান্ প্রভৃতি সদ্ভাবনরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া

(১) ঈভগবান্ পীতায় বলিয়াছেন,—“বদ্ বদাচরতি  
 স্তেষ্ঠন্তংভদেভেরো জনঃ । স বৎ প্রমাণং কুরুতে লোক-  
 তদনুবর্ততে । ন মে পার্থাত্তি কর্তব্যং ত্রিহ লোকেহু কিঞ্চন ।  
 নানব্যাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্মণি । যদি জহং ন বর্ত্তেরং  
 জাতু কর্মণ্যভজিতঃ । মম বর্ত্তানুবর্ত্ততে মনুষ্যঃ পার্থ সর্বলঃ ।  
 উৎসীদেহুত্রিমে লোকা ন কুর্য্যাৎ কর্ম চেবহম্ । সত্বরত চ কর্ত্তা  
 তামুপহত্য়ামিমাঃ প্রজাঃ । ঈপীতা ৩।২১-২৪

রামস্ত সীতয়া সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ।  
 সংসারীষ রমানাথো রমমাণোহবসদ্ গৃহে ॥ ১৪  
 অনাসক্তোহপি বিষয়ান্ বুভুজে প্রিয়য়া সহ ।  
 হনুমৎপ্রমুখৈঃ সন্তির্দানরৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১৫  
 পুষ্পকং চাগমদ্ রামমেকদা পূৰ্ব্বং প্রভূম্ ।  
 প্রাহ দেব কুবেরেণ প্রেষিতং ত্বামহং ভক্তঃ ॥ ১৬  
 জিতং ত্বং রাবণেনাদৌ পশ্চাত্ত্রামেণ নিজ্জিতম্ ।  
 অন্তস্তং রাঘবং নিত্যং বহ যাবদ্ বসেদভূবি ॥ ১৭  
 যদা গচ্ছেদ্রঘুশ্রোষ্ঠো নৈকুণ্ঠং যাহি মাং তদা ।  
 তচ্ছ ত্বা রাঘবঃ প্রাহ পুষ্পকং সূর্য্যাসন্নিতম্ ॥ ১৮

ঈরাম স্বয়ং বিষয়সমূহে আসক্ত না থাকিলেও প্রিয়া সীতা  
 দেবীর সহিত নানা বিষয়সকল ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

এই সময় একদিন প্রভু ঈরামের নিকট পুষ্পক বিমান  
 পূৰ্ব্ববৎ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঈরামকে বলিল (১)—  
 দেব । কুবের আমাকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন যে,  
 তুমি ভাব্য কাল রামকে নিত্য বহন কর, যাবৎ কাল তিনি  
 এই পৃথিবীতে বাস করিবেন ॥ ১৬-১৭

রমুশ্রেষ্ঠ রাম যখন বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, তখন তুমি  
 আমার নিকট আসিবে । রাম পুষ্পকের এই কথা শ্রবণ করিয়া  
 সূর্য্যতুল্য ভেদ্রঘী পুষ্পককে বলিলেন ॥ ১৮

(২) বাসীকিরামায়ণে পুষ্পকের বাক্য,—“সৌম্য রাম  
 নিরীক্স সৌম্যো বদনেন মাম্ । কুবেরভবনাং প্রাপ্তং বিজি  
 মাং পুষ্পকং বিভো । তব শাসনমাজ্ঞায় গতোহস্মি ধনদং প্রভি ।  
 উপস্থিতং নরশ্রেষ্ঠ স চ মাং প্রভঃভাষত । নির্জিতস্তং নর-  
 শ্রেণ রাঘবেণ মহাশ্বনা । নিহত্য যুধি দুর্জয়ং রাবণং  
 রাক্ষসাধিপম্ । মমাপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাশ্বনি ।  
 রাবণে সগণে রৌদ্রে সপুত্রে সহবাহবে । স ত্বং রামেণ  
 লঙ্কারাং নিজিতঃ পরমাশ্বনা । বহ সৌম্য ভমেব ত্বমহ-  
 মাজ্ঞাপয়ামি তে । ৭।৪১৩-৮

পুষ্পকবিমানকে ঈরামের উত্তর,—“বদেবং রাগতং ভেদ্র  
 বিমানবর পুষ্পক । আনুকূল্যাদনেনত বৃত্তগোষো ন নো  
 ভবেৎ ।” ৭।৪১১২

পুষ্পককে পূজা করিয়া বিদারদান প্রসঙ্গে,—“লাঠৈশ্চ  
 তথা পুঠৈর্দৃষ্টৈশ্চ ব্রুগচ্ছিতঃ । পুজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ  
 পুষ্পকং তদা । গম্যতামিতি চাবোচনাংগচ্ছঃ সংযুতো মরী ।  
 সিদ্ধানাক গতিং সৌম্য মা বিঘাভেন যো ব্রুজঃ” ৭।৪৪।১৩-১৪

যদা অরামি ভূতং তে ভদাগচ্ছ সমান্তিকম্ ।  
 তিষ্ঠান্তর্ধায় সর্বত্র গচ্ছেদানীং মমঃ জয়া ॥ ১৯  
 ইত্যুক্তা রামচন্দ্রোহপি পৌরকার্যাণি সর্বশঃ ।  
 ভ্রাতৃত্বমিত্তিভিঃ সার্বং যথাস্থায়ং চকার সঃ ॥ ২০  
 রাঘবে শাসতি ভূতং লোকনাথে রমাপতো ।  
 বনুধা শশুসম্পন্ন কলবন্তশ্চ ভুরুহাঃ ॥ ২১  
 জনা ধর্ম্মপরাঃ সর্বৈ পতিভক্তিপরায়ঃ স্ত্রিণঃ ।  
 নাপশ্যৎ পুত্রমরণং কশ্চিচ্ছ্রাজনি রাঘবে ॥ ২২  
 সমারুহ্য বিমানাগ্রাং রাঘবঃ সীতয়া সহ ।

যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি আমার নিকট আসিও। তোমার মঙ্গল চাই। তুমি এখন আমার আদেশে অভিহিত হইয়া অর্থাৎ অদৃষ্টভাবে অবস্থান কর এবং সর্বত্র ইচ্ছানুসারে গমন কর (তোমার ইচ্ছানুসারে নানাস্থানে ভ্রমণ কর।) ১৯

এই কথা বলিয়া সেই রামচন্দ্রও ভ্রাতৃত্ব ও মন্ত্রিপণের সহিত ভ্রাতানুসারে সর্ববিধ পৌর কার্য্যসকল করিতে লাগিলেন। ২০

লোকনাথ রমাপতি রামচন্দ্রে পৃথিবী শাসন করিতে থাকিলে সমগ্র পৃথিবী শান্তশালিনী হইয়া উঠিল এবং বৃক্ষসকল ফলবান হইল। ২১

সমস্ত জনগণ ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন, স্ত্রীগণ পতিভক্তিপরায়ণ হইলেন। শ্রীরাম রাজা হইলে পর কেহ পুত্রের মরণ দেখিল না।

(১) যুধপুত্র ব্রাহ্মণের শোকবর্ণনার মর্মে বাস্তবিক,—  
 'কিন্দ্র' মে হৃদয়ং কর্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্ । বদহং পুত্রমেকং  
 ত্বাং পশ্যামি নিধনং গতম্ । অপ্রাপ্তবোবনং বালং পঞ্চবর্ষ-  
 কমেব চ। অকালে কালমাপন্নং মম হৃৎখর পুত্রক। ন  
 অরামানুভবং কিঞ্চিন্ ন চ হিংসাং কথঞ্জন। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং  
 চাপি পীড়ায় নৈব অরামাহম্ । কেনারং হৃদয়েনান্য বাল এব  
 সমাশ্রয়ঃ। অকৃত্য পিতৃকার্যাণি নীতো বৈবরতকরম্ ।  
 সেদৃশং দৃষ্টপূর্ব্বং মে শ্রুতং বা ঘোরদর্শনম্ । যুত্ব্যপ্রাপ্ত-  
 কালানাং রামস্ত বিবরে বধা। রামস্ত হৃদয়ং কিঞ্চিন্ মহদন্তি  
 ন সংশয়ঃ। তথাহি বিবরস্থানাং বালানাং যুত্ব্যরাশনঃ ।

৭।৭১।৪-১০

(২) তপস্বীবিরে বাস্তবিকরামায়ণে,—“তস্মিন্ স্রসি  
 তপাতং তাপসং স্মহন্তপঃ। দদর্শ রাঘবো ভীমং লঘবান-  
 নবোদুখম্ ।” ৭।৮১।১৪

বানরৈর্ভ্রাতৃত্বিঃ সার্বং সঞ্চারাৱনিং প্রভুঃ ॥ ২৩  
 অমামুখানি কার্য্যানি চকার বহুশো ভূবি ।  
 ব্রাহ্মণশ্চ স্তুতং দৃষ্টা বালং যুতমকালতঃ ॥ ২৪  
 শোচন্তং ব্রাহ্মণং চাপি জ্ঞাত্বা রামো মহামতিঃ ।  
 তপস্বন্তং বনে শূত্রং হত্বা ব্রাহ্মণবালকম্ ॥ ২৫  
 জীবয়ামাস শূত্রশ্চ দদৌ স্বর্গমশুভমম্ ।  
 লোকানামুপদেশার্থং পরমাত্মা রঘুন্তমঃ ॥ ২৬  
 কোটিশঃ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গানি সর্ব্বশঃ  
 সীতাক্ষ রময়ামাস সর্ব্বভোগৈরমামুখৈঃ ॥ ২৭

অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিই পুত্রমরণজনিত শোক ভোগ করে না। ২২

সীতাকে সঙ্গে লইয়া প্রভু শ্রীরামচন্দ্রে ভ্রাতৃত্ব ও বানরদিগের সহিত বিমানোত্তম পুষ্পকে আরোহণ করত সম্পূর্ণ ধরণী বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৩

তখন তিনি এই ভূতলে বহু অলৌকিক কার্য্যসকল করিয়াছিলেন। উদ্যম্যে একদিন এক ব্রাহ্মণের শিশু-পুত্রকে অকালে যুত্বাবরণ করিতে দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণ শোক (১) করিতেছেন—এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মহামতি শ্রীরাম বনে ভগ্নস্তরভ (২) শূত্র লব্ধককেও (৩) গুরু বসিষ্ঠের আদেশে) বধ করিয়া ব্রাহ্মণ-বালককে জীবিত (৪) করিলেন এবং শূত্র লব্ধককেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক দান করিলেন। পরমাত্মা রঘুন্তম রাম লোকসকলকে শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদিকে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন। অলৌকিক সর্ব্ববিধ ভোগসমূহের দ্বারা তিনি সীতাকে আমোদ-প্রমোদে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। ২৪-২৭

শূত্রের নাম সম্বন্ধে বাস্তবিকরামায়ণে,—“ন মিথ্যাং বদে  
 রাম দেবলোকজিনীষরা। শূত্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ ‘লব্ধকং’  
 নাম নামভঃ” ৭।৮২.৩

বধবিরে মহর্ষি বাস্তবিক,—“ভাবন্তস্য শূত্রস্য লব্ধং  
 সূত্রচিরপ্রভম্ । নিকৃষ্য কোষাদ্ বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ।”

৭।৮২।৪

(৩) যুধ ব্রাহ্মণ-বালককে জীবিত করা সম্বন্ধে বাস্তবিক-  
 রামায়ণে,—নিবৃত্তো ভব কাকুৎস্থ ব্রাহ্মণৈকপুত্রকঃ।  
 জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সজতস্তাপি বহুভিঃ। বস্মিন্ যুত্বর্থে  
 কাকুৎস্থ শূত্রোহরং বিনিপাতিতঃ। তস্মিন্নেব স জীবেন বালকঃ  
 সমুদুখ্যত। ৭।৮২।৪-১৫

শশাস রামো ধর্ম্যেণ রাজ্যং পরমধর্ম্যবিৎ ।  
 কথ্যং সংস্থাপয়ামাস সর্বলোকমলাপহাম ॥ ২৮  
 দশবর্ষসহস্রাণি মায়ামানুষ্যবিগ্রহঃ ।  
 চকার রাজ্যং বিধিবল্লোকবন্দ্যপদানুজঃ ॥ ২৯  
 একপত্নীত্বতো রামো রাজর্ষিঃ সর্বদা শুচিঃ ।  
 গৃহমেধীয়মখিলমাচরন্ শিক্ষয়ন্ জনান ॥ ৩০  
 সীতা প্রেন্নানুভুত্যা চ প্রজ্ঞয়েণ দমেন চ ।  
 ভর্তৃর্মনোহরা সাক্ষী ভাবজ্ঞা সা হ্রিয়া ভিয়া ॥ ৩১  
 একদাক্রৌড়বিপিনে সর্বভোগসমম্বিতে ।  
 একান্তে দিব্যভবনে সুখাসীনং রঘুন্তমম ॥ ৩২  
 নীলমণিক্যসঙ্কাশং দিব্যভরণভূষিতম ।  
 প্রসন্নবদনং শান্তং বিদ্যাংপুঞ্জনিভাস্বরম ॥ ৩৩  
 সীতা কমলপত্রাক্ষী সর্বভরণভূষিতা ।

পরম ধর্মজ্ঞ শ্রীরাম তখন ধর্ম্যানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। সর্বলোককেই পাণহারিণী শ্রীরামারণী কথা তিনিই অগতে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন ॥ ২৮

ঐহারী শ্রীপাদপদ্ম সকল লোকেরই বন্দনীয়, মারাবলে মনুষ্য রূপধারী এই শ্রীরাম দশ হাজার বৎসর কাল বিধি অনুসারে রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ ২৯

রাজর্ষি শ্রীরাম একপত্নী ত্বভিধারণ করিয়াছিলেন এবং সর্বদা পবিত্রভাবে থাকিতেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণ গৃহস্থ ধর্ম্য আচরণ করিয়া সমস্ত জনসাধারণকে গৃহস্থ ধর্ম্যের আচার-নিয়ম শিক্ষা দানে নিরত ছিলেন ॥ ৩০

ভাবজ্ঞা ( “ভাবো যুখবিকারঃ স্তাদ্ ভাবশ্চিত্তসমুদ্গমতঃ” । পতির চিত্তগত অভিপ্রায় তিনি সর্বদা সর্বকালে বিনা বাক্যে বুঝিতে পারেন, তিনি ভাবজ্ঞা ) সত্যী সাক্ষী সীতা দেবী স্বীয় প্রেম, অনুভূতি (সেবা), বিনয়, ইঞ্জিয়সংযম, লজ্জা ও ভয়—এই সব গুণসমূহে পতি শ্রীরামের সব সময় মন হরণ করিতেন ॥ ৩১

একদিন সর্বভোগ বিলাসমুক্ত ক্রৌড়াকাননে দিব্য ভবনে নির্জনে যুগে উপবিষ্ট, নীলমণিসমূহ কাতিমান্, দিব্য ভাভরণ-সমূহে বিভূষিত, বিদ্যাংপুঞ্জসমূহ অভি সমুজ্জ্বল পীতবস্ত্র পরিহিত, প্রসন্নবদন ও শান্ত শ্রীরামকে পদ্মপত্রভূষা আরতলোচনা সর্বভরণভূষিতা সীতা দেবী হইতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন (১) ৩২-৩৩

হে দেবদেব জগন্নাথ। হে সনাতন পরমাত্মন। হে

রামমাহ করাভ্যাং সা লালয়ন্তী পদানুজে ॥ ৩৪  
 দেবদেব জগন্নাথ পরমাত্মন সনাতন ।

চিদানন্দাদিমধ্যান্তরহিতাশেষকারণ ॥ ৩৫

দেব দেবাঃ সমাসান্ত মামেকান্তেহক্ৰবন্ বচঃ ।

বহুশৌহর্ধ্যমানান্তে বৈকুণ্ঠগমনং প্রতি ॥ ৩৬

যয়া সমেতশ্চিচ্ছক্ত্যা রামন্তিষ্ঠতি ভূতলে ।

বিসৃজ্যাম্যন্ স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠং সনাতনম্ ॥ ৩৭

আন্তে তয়া জগদ্ধাত্রি রামঃ কমললোচনঃ ।

অগ্রতো যাহি বৈকুণ্ঠং ত্বং তথা চেদ্রঘুন্তমঃ ॥ ৩৮

আগমিষ্যতি বৈকুণ্ঠং সনাথান্নঃ করিষ্যতি ।

ইতি বিজ্ঞাপিতাহং তৈর্ময়া বিজ্ঞাপিতো ভবান্ ॥ ৩৯

যদ্যুক্তং তৎ কুরুষ্বান্ত নাহমাজ্ঞাপয়ে প্রভো ।

সীতায়ান্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রামো ধ্যাভ্যন্তরীং ক্রণম্ ॥ ৪০

চিদানন্দময়। আদি-মধ্য-অন্তরহিত সকল কারণ জ্যোতির্ময়। দেবগণ নির্জনে আসিয়া বাহাতে আপনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন, সে বিষয়ে নানাভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, শ্রীরাম আমাদিগকে এবং স্বীয় সনাতন ধাম বৈকুণ্ঠ পরিভাগ করিয়া চিৎ-শক্তি আপনার সহিত ধরাভলে অবস্থান করিতেছেন। কমললোচন শ্রীরাম আপনার সহিত মিলিত হইয়া আছেন বলিয়াই এই ধরাধামে এখনও বিরাজ করিতেছেন। অতএব অগ্রে আপনি যদি বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তাহা হইলে রঘুন্তম রাম পরে এই বৈকুণ্ঠে গতাগমন করিবেন এবং আমাদিগকে সনাথ করিবেন। তাঁহারি আমাকে এই কথা জানাইলে আমি আপনাকে ইহা নিবেদন করিলাম ॥ ৩৫-৩৯

হে প্রভো! আমি আপনাকে কোনও আজ্ঞা করিতেছি না, আপনার বাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। সীতাদেবীর এই কথা শ্রবণ করত শ্রীরাম কণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন ॥ ৪০

(১) ৩২ শ্লোক হইতে বর্ণিত বৃত্তান্ত বাস্তবিকরামায়ণে নাই। তথ্যর গর্ভাবস্থার সীতার মূর্ত্তিজন সেবারূপ প্রার্থনাই সীতাপরিভ্যাগের সঙ্কেত,—“স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমধ্যাক্ষরীং। আজ্ঞাযাণি পবিজ্ঞাণি ত্র্যয়মিচ্ছামি রামব। গলাভীরনিবিষ্টানি ধ্বনীদামুগ্রভেজসাম্। কল-মূল্যাদিনাং দেব পাদমূলমুপাসিতুম্। পর এব হি কামো মে বহুল-কলভোজনম্। অপ্যেকরাত্রিঃ কাংকুংহ নিবসেন্নং তপোবনে।

দেবি জানামি সকলং তত্রোপায়ং বদামি তে ।  
 কল্পয়িত্বামিষং দেবি লোকবাদং ত্বদ্রাজ্যম্ ॥ ৪১  
 ত্যজামি হাং বনে লোকবাদান্তীত ইবাশ্রমঃ ।  
 ভবিষ্যতঃ কুমারৌ ধৌ বাল্মীকেরাশ্রমাস্তিকে ॥ ৪২  
 ইদানীং দৃশ্যতে গৰ্ভঃ পুনরাগত্য মেহস্তিকম্ ।  
 লোকানাং প্রত্যয়ার্থং হং কৃত্বা শপথমাদরাং ॥ ৪৩  
 ভূমেব্বিরমাত্রেণ বৈকুণ্ঠং যাস্তসি ক্রতম্ ।  
 পশ্চাদহং গমিষ্যামি এষ এব সুনিস্চয়ঃ ॥ ৪৪  
 ইত্যুক্ত্য ভাং বিসৃজ্যথ রামো জ্ঞানৈকলক্ষণঃ ।  
 মন্ত্রিভির্মন্ত্ৰতত্ত্বজৈর্বলমুখৈশ্চ সংবৃতঃ ॥ ৪৫  
 তত্রোপবিষ্টে শ্রীরামঃ স্নহদঃ পর্যুপাসত ।

দেবি। আমি সবই জানি। সে বিষয়ে অর্থাৎ আমাদের উত্তরের বৈকুণ্ঠে গমন বিষয়ে এবং আমাদের উত্তরের মধ্যে তোমার অগ্রে গমন বিষয়ে তোমাকে এক উপায় বলিতেছি। দেবি। তোমার উপর লোকপবাদের হল করিয়া এক লোকপবাদভীত সাধারণ মানুষের ভায় তোমাকে আমি বনে ভাগ করিব। তথায় বাল্মীকিমুনির আশ্রমসন্নিধানে তোমার এইটি পুত্র হইবে। ৪১-৪২

তাহার লক্ষণ গৰ্ভ (১) এখনই দেখা যাইতেছে। তুমি পুনরায় আমার নিকট আসিয়া লোকসকলের বিশ্বাসের অস্ত সমাদরের সহিত শপথ করত ত্ববিষয়ে প্রবিক্ত হইবামাত্র ক্রত অর্থাৎ আমার পূর্বেই বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। পরে আমি তথায় গমন করিব—ইহাই আমাদের সুনিস্চয় রহিল। ৪৩-৪৪

জানই যাহার একমাত্র লক্ষণ, সেই রাম এই কথা বলিয়া সীতাকে বিদায় দিয়া মন্ত্ৰতত্ত্বজ মন্ত্রিগণ ও দৈত্যাক্ষগণের সহিত মিলিত হইলেন। ৪৫

তথায় উপবিষ্ট শ্রীরামকে তাহার বরস্ত স্নহদগণ পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। হস্ত-পরিহাস ও গল্প করিতে নিপুণ সেই সব বরস্তগণ ঐহিককে হাসাইতে হাসাইতে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৬

এই সময় কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাম বিজয় নামক (২) এক দৃষ্টকে লিঙ্গাঙ্গা করিলেন, পুরবাসিগণ ও জনপদবাসিগণ, আমি, সীতা, মাতুলগণ, আমার ভাতৃবৃন্দ কিংবা কৈকেয়ী—এই সব

(১) পুত্রসম্ভাবনা বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—“অপত্য-কালো বৈদেহি তথায়ং সমুপস্থিতঃ। কিমিচ্ছসি বরান্নোহে কামঃ কঃ ক্রিয়তাং তব।” ৭।৪৫।৩১

হস্তপ্রৌঢ়কথানুজ্ঞা হাসয়ন্তঃ স্থিতা হরিম্ ॥ ৪৬  
 কথাপ্রসঙ্গাং পপ্রচ্ছ রামো বিজয়নামকম্ ।  
 পৌরা জনপদা মে কিং বদন্তীহ শুভাস্তমম্ ॥ ৪৭  
 সীতাং বা মাতুলং বা মে ভ্রাতৃন বা কৈকয়ীমথ ।  
 ন ভেতব্যং ত্বয়া ক্রহি শাপিতোহসি মমোপরি ॥ ৪৮  
 ইত্যুক্তঃ প্রাহ বিজয়ো দেব সর্বং বদন্তি তে ।  
 কৃতং স্নহকরং সর্বং রামেণ বিদিতান্মনা ॥ ৪৯  
 কিন্তু হত্যা দশগ্রীবং সীতামাহৃত্য রাঘবঃ ।  
 অমর্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্য প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৫০  
 কীদৃশং হৃদয়ে ভস্ম সীতাসম্ভোগজং স্মৃথম্ ।  
 যা হ্রতা বিজনেহরণ্যে রাবণেন হুরান্মনা ॥ ৫১

আমাদিগের বিষয়ে কে কি বলে? তুমি ভয় করিও না, আমার দিবা রহিল, তুমি সব বল। ৪৬-৪৮

শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর বিজয় বলিল,—(৩) দেব। তাহার সকলে বলে যে, আশ্রম রাম অতি হৃদয় কার্য্যসকল করিয়াছেন। ৪৯

কিন্তু রাঘব দশানন রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করত নিজ বংশমর্যাদানুযায়ী ক্রোধকে অবলোকা করিয়া সেই সীতাকে কিনা নিজ গৃহে লইয়া আসিয়াছেন অর্থাৎ যে সীতাকে পর-পুরুষ সংসর্গকারিণী বোধে ক্রোধবশতঃ ভাগ করা উচিত ছিল, তাহাকে গৃহে লইয়া আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ৫০

হুয়া আ রাবণ নির্জন অরণ্যমধ্যে বাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সীতাকে সম্ভোগ করিয়া এখন রামের হৃদয়ে কিরূপ স্মৃথ হইতেছে? ৫১

(২) এই অধ্যায়ামায়ণে দৃষ্টের নাম ‘বিজয়’ বলা হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায় এই দৃষ্টের নাম ‘ভয়’,—“এবমুক্তে তু রামেণ ভয়ঃ প্রাক্কলিতবীং। ততাততঃ কথা রাজন্ বর্ততে পুরবাসিনাম্।” ৭.৪৬।৭

(৩) দৃষ্ট ভয়ের বাক্যরূপে বাল্মীকিরামায়ণে,—“হৃদয়ং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্। অকৃতং পূর্কণৈঃ কশ্চিৎ সৈজৈরপি হুরাসুতৈঃ। রাবণস্ত হুরাঘর্ষো হ্রতঃ সবল-বাহনঃ। বানরাস্ত বদং নীতা ককাস্ত রাক্ষসৈঃ সহ। হত্যা চ রাবণং বৃদ্ধে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ। অমর্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা হং প্রাবেশয়-দালয়ম্। কীদৃশং হৃদয়ে ভস্ম সীতাসম্ভোগজং স্মৃথম্। অহমারোপা বা পূর্কং রাবণেন হ্রতা বলাং। লঙ্কাকাপি পুরীং সীতামশোকবনিকং গতাম্। কথং রুকোবনং প্রোক্তা রামঃ স্তংসয়তে ন ভাম্। ৭।৪৬।১৪-১৮

অস্মাকমপি হৃদয়ং যোষিতাং মৰ্ণং ভবেৎ ।  
 যাদৃক্ ভবতি বৈ রাজা তাদৃশ্যো নিয়তং প্রজাঃ ॥ ৫২  
 ঋত্বা ভবচনং রামঃ স্বজনান্ পর্যাপৃচ্ছত ।  
 তেহপি নতাক্রবন্ রামমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩  
 ততো বিন্ধ্যা সচিবান্ বিজয়ং শ্রুত্বদন্তথা ।  
 আহুয় লক্ষ্মণং রামো বচনং চেন্দ্রমবীং ॥ ৫৪  
 লোকাপবাদন্ত মহান্ সীতামাশ্রিত্য মেহভবৎ ।  
 সীতাং প্রাতঃ সমানীয বাম্মীকেরাশ্রমাস্তিকে ॥ ৫৫  
 ত্যক্তা শীত্ৰং রথেন হং পুনরায়াহি লক্ষ্মণ ।  
 বক্ষ্যসে যদি বাঁ কিঞ্চিদদা মাং হতবানসি ॥ ৫৬

অতঃপর আমাদের রমণীরাও (১) যদি এরূপ হৃদয় করে, তবে আমাদেরও সঙ্ক করিতে হইবে; কারণ, রাজা যেমন আচার-বিচারপরায়ণ হন, তাহার প্রজারাও নিশ্চয় সেইরূপ হইয়া থাকে ॥ ৫২

রাম বিজয়ের এই কথা শ্রবণ করত আশ্রিত-স্বজনগণকেও (২) সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহারাও রামকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন,—হাঁ, এরূপই সকলে বলে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৩

তদনন্তর রাম মন্ত্রিগণ, বিজয় ও সুহৃদ্বর্গকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণকে আহ্বান করত এই কথা বলিলেন ॥ ৫৪

লক্ষ্মণ। রাজ্যমধ্যে সীতাকে লইয়া আমার অভিশয় লোকাপবাদ হইয়াছে, অতএব প্রাতঃকালে সীতাকে লইয়া গিয়া তুমি বাম্মীকমুনির আশ্রমসন্নিধানে ত্যাগ (৩) করত সত্ত্বর রথে করিয়া পুনরায় চলিয়া আসিবে। আমার এই কথার উত্তরে যদি তুমি কোনও কথা বল, তাহা হইলে আমাকে হত্যা

(১) এই একই ভাব বাম্মীকি রামায়ণেও দেখা যায়,—“অস্মাকমপি দারাগাং সহনীয়া ভবতি। বজ্রলো হি ভবেদ্ব রাজা তচ্ছীল চ প্রজা ভবেৎ ॥”

(২) ‘স্বজনগণকে জিজ্ঞাসা করা’ এই বিষয় লইয়া বাম্মীকি-রামায়ণে,—“তন্ত ঋত্বাপ্রিয়ং বাক্যং রামবঃ পরমার্ভবঃ। উবাচ সৰ্বান্ সুহৃদঃ কথমেতদিত্তি প্রভুঃ। নিরোভিতে ততো রামমভিগম্য প্রণম্য চ। উচুর্নরপতিং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥

৭।৪৬।২১-২২

(৩) সীতাকে ত্যাগ করা সহজে লক্ষ্মণকে শ্রীরামের বাক্য অবলম্বন করত মহর্ষি বাম্মীকি,—স্বত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমহাবিষ্টিতং রথম্। আক্ৰহ সীতামারোপ্য বিবরাত্তে

ইত্যাঙ্কো লক্ষ্মণো ভীত্যা প্রাতরুখাপ্য জানকীম্ ।  
 শ্রুমন্তস্ত রথে কৃত্বা ভ্রগাম সহসা বনম্ ॥ ৫৭  
 বাম্মীকেরাশ্রমশাস্ত্রে ত্যক্তা সীতামুবাচ সঃ ।  
 লোকপবাদভীত্যা হাং ত্যক্তবান্ রাঘবো বনে ॥ ৫৮  
 দোষো ন কশ্চিন্মে মাতর্গচ্ছাশ্রমপদং যুনেঃ ।  
 ইত্যাঙ্কো লক্ষ্মণঃ শীত্ৰং গতবান্ রামসন্নিধিম্ ॥ ৯  
 সীতাপি হৃৎসমস্তপ্তা বিললাপাতিমুগ্ধবৎ ।  
 নিশ্চৈঃ ঋত্বা চ বাম্মীকিঃ সীতাং জ্ঞাত্বা সদিবাদৃক্ ॥ ৬০  
 অর্ধ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা সমাশ্বাস্ত চ জানকীম্ ।  
 জ্ঞাত্বা ভবিষ্যৎ সকলমার্পয়শ্চুনিয়োষিতাম্ ॥ ৬১

করা হইবে ॥ ৫৫-৫৬

শ্রীরাম এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ ভীতভাবে প্রাতঃকালে জানকীকে জাগাইয়া শ্রুমন্তের রথে আরোহণ করত সহসা বনে গমন করিলেন ॥ ৫৭

মহর্ষি বাম্মীকির আশ্রমের নিকটে সীতাকে ত্যাগ করত সেই লক্ষ্মণ বলিলেন—শ্রীরাম লোকাপবাদ ভয়ে (৪) আপনাকে এই বনে ত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৫৮

মাতঃ। ইহাতে আমার কোনও দোষ নাই। আপনি মুনির আশ্রম স্থানে গমন করুন। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ সত্ত্বর রামসমীপে গমন করিলেন ॥ ৫৯

সেই সময় সীতাও অভিশয় মুচের ভার হৃৎ-সত্ত্ব হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অন্তরিক্তে মহর্ষি বাম্মীকি শিষ্ট-গণের দ্বারা রমণীর বিলাপ সংবাদ শ্রবণ করত সমস্ত ভবিষ্যৎ হতাত জানিয়া সীতাদেবীকে মুনিপত্নীগণের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥ ৬০-৬১

সুহৃৎসু। গজারাজ পরে পারে বাম্মীকেঃ সুমহান্ননঃ।  
 আশ্রমো দিব্যসঙ্কালস্তমসাতীরমাস্তিতঃ। তত্রৈনাং বিজনে-  
 হরণ্য উৎসৃজ্য রতুনন্দন। শীত্ৰমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ বচনং  
 মম ॥ ন চান্মি প্রতিব্যক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কদাচন। অত্রীতিহি  
 পরা মে স্যাদ্ বচনেহস্মিন্ বিচারিতে ॥ ৭।৮।১৫-১৮

(৪) লোকাপবাদভয়ে সীতাকে ত্যাগ করিলেন, এই কথা বাম্মীকিরামায়ণেও আছে—“ঋত্বা পরিবদো মথো প্রতিবাদং সুদারুণম্। পুরে জনপদে চৈব হৃৎকৃতে জনকা-  
 ন্তজে ॥ ০ ০ ০ ০ সা হং ত্যক্তা নরেন্দ্রেন সাধ্বী কুলসমমিতা।  
 লোকাপবাদভীতেন হং ত্যক্তা দেবি নাতথা ॥” ৭।৪৯।৪২-৪৪

ভাস্তাঃ সম্পূজয়ন্তি স্য সীতাং ভক্ত্যা দিনে দিনে ॥ ৬২  
জাড়া পরাশ্রমো লক্ষ্মীং মূনিবাক্যেন যোষিতঃ ।  
সেবাং চক্ৰুঃ সদা ভাস্তা বিনয়াদিত্তিরাদরাৎ ॥ ৬৩  
রামোহপি সীতারহিতঃ পরাশ্রমো

বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আদিদেবঃ

সেই সব মুনিগণ প্রাতিদিন ভক্তিভরে সীতাদেবীকে  
বিশেষভাবে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

মহি বায়ীকির কথায় মুনিগণ সীতাকে পরমাশ্রম  
বিহীন লক্ষ্মী বলিয়া জানিতে পারিয়া আদর সহকারে বিনয়াদি  
সদৃশ্যে দ্বারা সতত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমদ্রহি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

( শ্রীরাম-গীতা )

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ভতো জগন্মজলমঙ্গলাশ্রমো

বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুস্তমাস

পঞ্চম অধ্যায় ।

[ শ্রীরাম গীতা । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—ভাতার পর অর্থাৎ সীতানির্বাসনের  
পর রমুস্তম রাম জগন্মজলমঙ্গলকর স্বীয় পরমানন্দময়

● শ্রীমদ্রহি বেদব্যাস ‘মহাভারতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,  
শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগীতা, শ্রীদেবীভাগবতে দেবীগীতা  
প্রভৃতির ভার এই শ্রীমদ্ অধ্যায়-রামায়ণে রামগীতা বর্ণনা  
করিয়াছেন । জগদ্বাক্ত ভগবান্ শঙ্কর এই ভদ্র মহাশক্তি  
দুর্গাদেবীকে প্রথম উপদেশ করিয়াছিলেন । পরে ব্রহ্মা  
নারদকে এবং সর্বশেষে উগ্রস্রবা নৈমিষারণ্য-বাসী মুনিগণের  
নিকট এই রাম-গীতা কীর্ত্তন করেন । কিন্তু মূল বক্তা ভগবান্  
শ্রীরাম নিজাস্ লক্ষণকে সীতাসমীপে বলিয়াছিলেন । প্রায়  
না করিলে কোনও ভদ্রকথা বলিতে নাই ;—না পৃষ্ঠে কতচিৎ  
জ্ঞান ন চান্যায়েন পূজ্যতঃ ।

● জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোকমাচরেৎ ॥

—সন্ন্যাসোপনিষদি ।

“পৃষ্ঠে সন্ প্রকৃতং বক্তি ন পৃষ্ঠে স্বাপ্রবৎ স্থিতঃ” ।

—বোগবান্ধিতঃ

সন্ত্যজ্য ভোগানখিলান্ বিরক্তো

মুনিব্রতোহভূমুনিসেবিভাভিষ্কৃঃ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

উত্তরকাণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

মুনিগণ সদা বাঁহীর শ্রীপাদদ্বয় সেবা করেন, যিনি বিজ্ঞান-  
দৃষ্টি, উপাধিবর্জিত, আদিদেব ও পরমাশ্রম, সেই শ্রীরামও সীতা-  
রহিত হইয়া বিবরবিরক্ত হইলেন এবং সমস্ত ভোগসমূহ পরিত্যাগ  
করিয়া মূনির ভার ভর ধারণ করিলেন ॥ ৬৪

চচার পূর্বাচরিতং রমুস্তমো

রাজশিবর্ধোরতিসেবিতং যথা ॥ ১

রামরূপে উত্তম রামায়ণকীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া যেক্রপ শ্রেষ্ঠ  
রাজবিগণ স্ববংশমর্য্যাদার অনুরূপ বকুলোচিত ধর্ম পালন  
করিয়া থাকেন, সেইরূপ বংশের পূর্ব পূর্ব পুরুষগণের আচরিত  
ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১

জিজ্ঞাসা না করিলেও বাহাদিগকে উপদেশ করিতে হয়—

“অনুব্রতানাং শিষ্টাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম ।

অনাপৃষ্টমপি ক্রতুর্ভবো দীনবৎসলাঃ ॥”

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৭

“ক্রতুঃ স্নিহস্য শিষ্টস্ত গুরবো গুহ্মমপ্যুত ।”

একটি বিষয় এ স্থানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জিজ্ঞাসুও  
একজন শ্রীভগবদ্ভক্ত—

“চতুর্বিধা ভক্ততে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জানী চ ভরতর্ষভ ॥”

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৭।১৬

সুভরাৎ এই জিজ্ঞাসু ভক্তকে প্রকৃত ভক্তপূর্ণ উত্তর দান করিলে  
ভাতার আশ্রয় লাভ হয় ; কিন্তু ভক্তজ্ঞানবর্জিত নিরর্থক  
উত্তর দানে অধ্যাত্ম কুখার নিবৃত্তি হয় না । এ বিষয়ে স্বেচ্ছাক্রমে  
একটি স্লোক শৈব ধর্মসংহিতায় পরিলক্ষিত হয়—

“কুবা হি সর্বরোগাণাং ব্যাধিঃ শ্রেষ্ঠতমঃ শ্বতঃ ।

ন চামৌষধলেপেন মৃত্যুতীহ ন সংশয়ঃ ॥”



## সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা

রামঃ কথা গ্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ ।

উদারমতি (যে বুদ্ধিতে কোনরূপ কপটতা বা কুরূতা প্রভৃতি দোষের লেশও থাকে না এবং প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার অনুকূল বুদ্ধিবৃত্ত) সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া রাম পুরাকালে সংঘটিত প্রাচীন কথাসমূহ বলিতে আরম্ভ

(ক) শ্রীরামের মনঃসম্ভাপ অপনোদনের অস্ত লক্ষণের এই জিজ্ঞাসা। লক্ষ্মণের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীরাম নিম্ন-বর্ণিতাদি সংবাদরূপ পুরাতন কথা বলেন। এই কথা প্রসঙ্গেই এক ব্রাহ্মণের অভিলাশে প্রমত্ত রাজা নৃগের কুকলাসদেহ প্রাপ্তি হয়। এই উপাখ্যান বাস্তবিক রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে এবং পারম্পরিক মতপার্থক্যও আছে। প্রথমে বাস্তবিকরামায়ণপ্রদর্শিত মতানুসারে—নৃগ নামে এক ভূপতি ছিলেন। তিনি কোনও এক সময় এক কোটি সবসো ধেনু ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। কিন্তু এই ধেনুমধ্যে কোনও এক সাম্প্রিক ব্রাহ্মণের একটি সজাগতা ধেনু ছিল, বাহা রাজা নৃগ জানিতেন না। গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণ সেইসব ধেনু লইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া বাইলেন। একদিকে সেই দরিদ্র গো-স্বামী ব্রাহ্মণ নিজের হারিয়ে যাওয়া সেই ধেনু চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি কনথলে আসিলেন এবং তথায় এক ব্রাহ্মণের গৃহে নিজের সেই ধেনুকে দেখিলেন। তিনি ধেনুকে দেখিয়াই বলিলেন—সবলে! তুমি আমার সহিত আগমন কর। সেই ধেনু তখন ক্ষুধাশীল ও কৃশকার নিজ প্রভুর কর্তব্যর চিনিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বাইতে লাগিল। এদিকে ভদানীভন গো-স্বামী সেই ধেনুকে চলিয়া বাইতে দেখিয়া পূর্ব গো-স্বামী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, এই ধেনু আমার। এট লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল এবং তাঁহারা তখন গোদাতা রাজা নৃগের সমীপে গমন করিলেন। তাহার পর বাস্তবিক ভাষায়—“তৌ রাজভবনদ্বারং সম্ভ্রান্তৌ কার্যাগৌরবাং । অহোরাত্রাণানেকানি বসন্তৌ ক্রোরমীরতঃ । উবতুশ মহাভাগৌ ভাবুভৌ মিজসন্তমৌ । ক্রুদৌ পরমসন্তৌ বাক্যং যোরাভিসংহিতম্ । অধিনাং কার্যাসিদ্ধার্থং স্বস্বাঙ্গং নৈব দর্শনম্ । তস্মাদবৃন্তৌ ভূতানাং কুকলাসৌ ভবিষ্যসি । বহুতকসহজানি বহুতকশতানি চ । স্বজে ত্বং কুকলীভূত্বা দীর্ঘকালং নিবন্তসি । উপপন্ততে চ যো লোকে বদুনাং পুরুষবৃত্তঃ । বাসুদেব ইতি খ্যাতে বিস্ময়ানুববিশ্রবঃ । স তে যোক্ষসি তা রাজন্তস্বাচ্ছাপাং সুদারুণাং ।” ইত্যাদি ৪৫৫১৬-২১

রাজঃ প্রমত্তস্ত নৃগস্ত শাপভে।

বিদ্রুস্ত তির্ঘ্যাকৃতমহাং রাঘবঃ ॥ ২

করিলেন। উহাতে রাঘব এক ব্রাহ্মণের অভিলাশে প্রমত্ত রাজা নৃগের (ক) তির্ঘ্যাকৃতমহাং রাঘবঃ ॥ ২ বলিয়াছেন। ২

মহাভারতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই শাপবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের নৃগবৃত্তান্ত, বর্ণনা—“তীব্রতৌ সমনুপ্রাপ্তৌ বিবদন্তৌ ভূপতৌ । ভবান্ দাতা ভবান্ হর্ষেভ্যথ ভৌ মামবেচ্চতাম্ । শতেন শতসংখ্যান গবাং বিনিময়েন বৈ । যাচে প্রতীগ্রহীতারাং স তু মামব্রবীদিদম্ । দেশ-কালোপসম্পন্নো দোক্লৌ শান্তাতিবৎসলা । রাহুকীরবতা ধত্তা মম নিত্যং নিবেশনে । কৃতক ভরতে সা গোর্মম পুত্রমশত-নম্ । ন সা লক্যা ময়া দাতুমিভ্যাক্তা সা জগম হ । ভতস্তম-পরং বিপ্রং যাচে বিনিময়েন বৈ । গবাং শতসংখ্যং হি তৎকৃতে গৃহ্যভিমতি । ব্রাহ্মণ উবাচ—ন রাজাং প্রাহগৃহ্মামি শতোহহং স্বস্ত মার্গণে । সৈব গোদীপ্ততাং শীঘ্রং মমেতি মধুসূদন । ক্রমমস্বাংস্ত দদতে । রজতস্বন্দনাংস্তথা । ন জগ্রাহ ববৌ চাপি ভবা স ব্রাহ্মণবৃত্তঃ । এতস্মিন্বেন কালে তু চৌদিতঃ কালবর্ষণা । পিতৃলোকমহং প্রাপ্য বর্ষরাজমুপাগমম্ । সমস্ত পুঞ্জয়িত্বা মাং ভবৌ বচনমব্রবীৎ । নাতঃ সংখ্যায়তে রাজন্তব পুণ্যস্ত কর্ষণঃ । অস্তি চৈব কৃতং পাপমজ্ঞানং ভদ্রশি কুরা । চর্য পাপং পশ্চাদ্ বা পূর্বং বা ত্বং যথোচ্ছসি । রক্ষিতাস্মাতি চোক্তং তে প্রতিজ্ঞা চানুভা ভব । ব্রাহ্মণস্বস্ত চাদানং যিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ । পূর্বং কৃত্বঃ চরিতেহহং পশ্চাদ্ভ-ভমিতি প্রভো । বর্ষরাজং ক্রবন্তেবং পতিতোহস্মি মহীভলে । অশ্রোবং পতিতশ্চাহং যমস্তোচৈঃ প্রভাবতঃ । বাসুদেবঃ সমুদ্রভা ভবিতা তে জনাঙ্গিনঃ । পূর্ণে বর্ষসহস্রাতে কীণে কর্ষণি হুঙ্কতে । প্রাপ্যস্যে শাশ্বতীজ্ঞোকান্ জিতান্ যেনৈব কর্ষণা । কৃপেহহং যানমখ্যাশীর্মপশ্যং পতিতশ্চ হ । তির্ঘ্যাক-যোনিমনুপ্রাপ্তং ন চ মামজহাং স্মৃতিঃ ॥” ইত্যাদি মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ৭০/১০-২৭

এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০/৬৫) দেখা যায়। সূত্রায় এই অধ্যাক্ষরামায়ণে বাহা প্রদর্শিত হইয়াছে—“ব্রাহ্মণের শাপে রাজা নৃগ কুকলাস হইয়াছেন।” ইহা মহাবিবেদবাস মহামুনি বাস্তবিকর মতের অনুসরণ করিয়াছেন। মূল লোকে যে ‘প্রমত্তস্ত’ পদ আছে, ইহার অর্থ হইল ‘অসবহিত’ অর্থাৎ অজ্ঞাতবৃত্ত। দানাদি করিয়া অভিশপ্ত উক্ত কিংবা পানাদি



কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং

রামং রমালালিতপাদপঙ্কজম্ ।

সৌমিত্রিরাসাদিতত্ত্বজ্ঞানভাবনঃ

প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোহব্রবীৎ ॥ ৩

স্বং শুদ্ধবোধোহসি হি সর্বদেহিনা-

মাত্মান্তরীশোহসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্ ।

প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশং মহামতং

পাদাজ্জড়ায়িতসঙ্গসঙ্গিনাম্ ॥ ৪

অহং প্রণমোহস্মি পদাশুভ্রং প্রভো

ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতম্ ।

রমা (লক্ষ্মী) দেবী হাঁহার শ্রীচরণকমল সেবা করেন, সেই প্রভু শ্রীরাম একদিন নির্জন স্থানে উপবিষ্ট আছেন, একরূপ সময়ে বিভূত্বাভঃকরণ স্মৃতি-পুত্র লক্ষ্মণ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করত বিনয় সহকারে বলিলেন ॥ ৩

হে মহামতে! আপনি শুদ্ধ চৈতন্যরূপ, সমস্ত দেহধারী জীবগণের আত্মা ও অধীশ্বর (সর্বনিয়ামক) এবং স্বয়ং নিরাকার পরব্রহ্ম। হাঁহাদিগের চিত্তরূপ ভ্রমর আপনার শ্রীপাদপদ্মের মধু সেবনে সदा সংযুক্ত আছে (অথবা হাঁহারা ভ্রমরের তায় আপনার শ্রীপাদপদ্মে সংলগ্ন রহিয়াছেন)। সেই সব জ্ঞানদর্শী পুরুষগণের নিকট আপনি স্বতঃই প্রতিভাত হন ॥ ৪

ছায়া অত্যন্ত মত্ত—একরূপ অর্থ হইবে না; কারণ, রামায়ণ, মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবতে একরূপ কোন অবস্থা বর্ণিত হয় নাই। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে দেখা যায়,—“যুগন্ততোহিব্রবীৎ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণস্যগ্নিহোত্রিণঃ। প্রোষিতস্ত পরিভ্রষ্টা গোবৈক্যমম গোবৈক্যম্। গবাং সহস্রে সংখ্যাতা তদা সা পতৈশ্বর্যম্। সা ব্রাহ্মণায় মে দত্তা প্রেতার্ঘ্যমভিকাঙ্ক্ষতা ॥

৭০।১০।১০ ১১

ভাগবতেও—

“কস্তচিদ্ বিজমু্যস্ত অষ্টা দৌর্যম গোবৈক্যম্।

সংপৃক্তাবিহবা সা তু ময়া দত্তা বিজাতয়ে ॥” ১০।৬৪।১৬

বাল্মীকিরামায়ণে—

“সা কদাচিদ্ গবাং কোটিঃ সর্বংসাঃ বর্ণভূষিতাঃ।

নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুঙ্করেবু দদৌ বৃণঃ।

ভজ সজাগতা বৈশুঃ সর্বংসা কাংস্তদোহনা।

ব্রাহ্মণস্যাহিতাগ্নেস্ত দরিত্রস্তোহবৃন্তিনঃ ॥” ৪।৫৫।৮-১

যথাজ্ঞানজ্ঞানমপারবারিধিং

সুখং তরিস্যামি তথাশুশাধি মাম্ ॥ ৫

ঋত্বাথ সৌমিত্রিবচোহখিলং তদা

প্রাহ প্রণম্য স্তিহরঃ প্রসন্নদীঃ ।

বিজ্ঞানমজ্ঞানভ্রমোপশান্তয়ে

ঋতিপ্রণম্য ক্রিতিপালভূষণঃ ॥ ৬

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ

কুত্বা সমাসাদিতত্ত্বজ্ঞানসঃ ।

সমাপ্য তৎপূর্বমুপাস্তসাধনঃ

সমাপ্রিয়েৎ সদগুরুমাত্মলক্শয়ে ॥ ৭

প্রভো! যোগিগণ হাঁহার সदा ধ্যান করেন এবং যিনি সংসার হইতে মুক্তি দান করেন, সেই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমি শরণ গ্রহণ করিলাম; হাঁহাতে অবিলম্বে এবং সুখে অর্থাৎ অনারামে আমার শরণরূপ অজ্ঞানকে অভিক্রম করিয়া বাইতে পারি, আমাকে আপনি সেইরূপ উপদেশ দান করুন ॥ ৫

প্রণমণের অর্থাৎ শরণাগত ভক্তগণের সর্বস্বস্বাহারী, ভূগতিগণের ভূষণরূপ ও প্রসন্নমতি শ্রীরাম সেই সমস্ত স্মৃতি-নন্দন লক্ষ্মণের সমুদয় বাক্য শ্রবণ করত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরসন করিবার জন্য ঋতি-প্রতিপাদিত বিজ্ঞান আশ্রয়ভূজ্ঞান উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬

মানুষ প্রথমে স্ব স্ববর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্মসমূহ (১) সম্পাদন করিবে। মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে এবং এই সব কর্মসমূহ

এই সব প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এবং “অন্তি চৈব কৃতং পাপ-মজ্ঞানং তদপি ত্বরা” ॥ এই মহাভারতীয় বাক্যে রাজা নৃগের অজ্ঞানকৃত পাপই তাহার কুকলাস হইবার কারণ।

(২) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জুনকে উপদেশদ্বারা জগদ্বাসীকে যে নীতামাত্র উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের কর্মসমূহ বর্ণিত আছে,—

“ব্রাহ্মণ-কজির-বিশাং শূদ্রাণাক পরতপ।

কর্মাদি এবিভক্তানি যতাবপ্রভবৈর্গণৈঃ ॥

ব্রাহ্মণের কর্ম—

দমো দমন্তপঃ শৌচং কাতিরার্জবমেব চ।

জানং বিজ্ঞানমাত্মিক্যং ব্রহ্মকর্ম-যতাবজম্ ॥

ক্রিয়া শরীরোক্তবহেতুরাদৃতা

প্রিয়াপ্রিয়ৌ ভৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ ।

ধর্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং

পুন ক্রিয়া চক্রবদীর্ঘ্যতে ভবঃ ॥ ৮

অনুষ্ঠান পূর্বক শয়-দমাদি সাধন লাভ হইলে পর বাবতার কর্তব্য সমাপন করত অর্থাৎ কর্তব্যসম্মান গ্রহণ করত আত্মজ্ঞান লাভের অন্ত সঙ্গুরু (১) আজ্ঞার গ্রহণ করিবে । ৭

দেহধারী মনুষ্যগণ পূর্ব পূর্ব জন্মে আদর সহকারে যে সকল কর্তব্যানুষ্ঠান করে, সেই সকল কর্তব্যই তাহাদের জন্মধারণের কারণ হইয়া থাকে । এই কর্তব্যসম্মান বিষয়ানুরাগী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ধর্ম ও অধর্মই তাহার সুখ এবং দুঃখের ও পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণের কারণ হয় অর্থাৎ বাহ্যিক বিষয়সম্মান, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্যানুসারে কর্তব্যানুষ্ঠান করে, আবার কেহ কেহ অধর্ম্যানুসারে কর্তব্যানুষ্ঠান করে । এইভাবে কর্তব্যানুষ্ঠান করার সেই কর্তব্যের ফলরূপে তাহারা দেহান্তে উচ্চকূলে বা নীচকূলে কিংবা আরও কোন নীচোচ্চানিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ; তদ্ব্যতীত তাহারা পূর্বজন্মসঞ্চিত ধর্মের ফলরূপ সুখ অথবা অধর্মের ফলরূপ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে । অতএব এই

কাজের কর্তব্য—

শৌর্য্যং ভেজো বৃত্তির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলয়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষান্তিঃ কর্তব্যং যতাবজম্ ।

বৈশ্বকর্তব্য—

কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্বকর্তব্যং যতাবজম্ ।

শূদ্র কর্তব্য—পরিচর্যাশ্রমকং কর্তব্যং শূদ্রস্তাপি যতাবজম্ ।”

১৮৪১-৪৪

এই বর্ণাশ্রমধর্মচার্যপালন বিষয়ে কুলার্ণবভট্টে—

“জানিনোহজানিনো বাপি বাবদ্ দেহস্ত ধারণা ।

ভৎতদ্বর্ণাশ্রমচারঃ কর্তব্যঃ কর্তব্যমুত্তরে ॥”

“যস্ত বর্ণাশ্রমচারঃ সুপ্তঃ স্তস্য-পুণ্ড্রবৎ ।

গলিতঃ স্বয়মেব বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥”

“জাচারঃ প্রথমো ধর্মঃ ক্ষত্যাভঃ স্মার্ত এব চ ॥”

“বেতু দেশেষু যচ্ছৌচং ধর্মচারশ্চ বাচ্যং ।

তত্র ভং নাবমতেত ধর্মভূতৈব ভাদয়ঃ ॥”

“যেনাস্ত পিতরো বাতা যেন বাতাঃ পিতামহাঃ ।

ভেন যান্নাং সত্যং মার্গং ভেন গচ্ছন্ন রিততে ॥”

“যস্মিন্ যত্র য আচারস্তত্র ধর্মস্ত তাদৃশঃ ॥”

—পঞ্চকর্তব্য

অজ্ঞানমেবাস্ত হি মূলকারণং

তজ্জ্ঞানমেবাত্ম বিধৌ বিধীয়তে ।

বিত্তৈব তন্মাত্রবিধৌ পটীয়সী

ন কর্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥ ৯

নিরমানুসারে পুনরায় দেহ ধারণ এবং সেই দেহে পুনরায় কর্তব্যানুষ্ঠান ও ভৎকর্তব্যের ফলে পুনরায় দেহ ধারণ,—এইভাবে সংসার চক্রের ভায় ঘুরিয়াই চলিয়াছে । ৮

কিন্তু এই সংসারের মূল কারণ হইল—অজ্ঞান । অতএব সংসার হইতে নিবৃত্তি লাভ করিবার বিষয়ে সেই অজ্ঞানের নশ

“গ্রামধর্ম্য জাতিধর্ম্য দেশধর্ম্য কুলোদ্ভবাঃ ।

পরিগ্রাহ্য নৃভিঃ সর্কৈর্নৈব তান্ লভয়েনু মুনৈঃ ॥”

—শ্রীদেবীভাগবত ।

“দেশাচার্যঃ পরিগ্রাহ্যন্তৎতদদেশীরজৈর্নৈরৈঃ ।

অন্যথা পতিতো জেরঃ সর্বধর্ম্য-বহিষ্টতঃ ॥”

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ ।

এই সব শাস্ত্র প্রমাণ দেখিয়া মনে হইতেছে, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ শ্রীশ্রীমন্তে লক্ষণকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগদ্বাসীকে জানাইলেন—সকলে য য বর্ণ ধর্ম ও দেশাচার, কুলোচ্চাদি ধর্ম পালন কর ; কারণ—

“এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্য নিধনেহপানুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যং তু গচ্ছতি ॥”

(১) “স এব সদৃ গুরুযঃ স্তাং সদসদৃ-ব্রহ্মবিত্তমঃ ।

ভস্য স্থানানি সর্বাণি পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ ॥”

শ্রীশ্রীশুক গীতা—১৬ স্লোক ।

এই সঙ্গুরুই হইলেন মোক্ষদ গুরু অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বোপ-  
দেশক । এ বিষয়ে কুলার্ণবভট্টে—

“সর্বলক্ষণহীনোহপি তত্ত্বজ্ঞানী গুরুঃ শ্রুতঃ ।

তন্মাত্র তত্ত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক এব চ ॥”

শিবপুরাণে বারবার সংহিতায়—

“তন্মাত্র তত্ত্ববিদেবেহ মুক্তো মোচক ইবাতে ।

সর্বলক্ষণসংযুক্তঃ সর্বশাস্ত্রবিদপারম্ ॥

সর্কোপায়-বিধিজ্যোহপি তত্ত্বহীনস্ত নিষ্ফলঃ ॥”

পুনঃ কুলার্ণবে—

“তত্ত্বহীনং কুতো বোধো কুতোহধ্যাত্মপরিগ্রহঃ ।

ভত্বজ্ঞানপটীকী যে তে তত্ত্বজ্ঞা ন সংশয়ঃ ।

তত্ত্বহীনং গুরুং লক্ষ্য কেবলং ভবতৎপরঃ ॥”

“গুরবো বহবঃ সতি বেদ-শাস্ত্রাদিপারগাঃ ।

দলভোহয়ং গুরুর্দেবি পরতত্ত্বার্থপারগঃ ॥”

নাজানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো  
ভঃবন্ততঃ কৰ্ম সদোষমুদ্ববেৎ ।  
ভতঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা  
তস্মাদ্ বুদ্ধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ॥ ১৮  
নহু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা  
তথৈব বিজ্ঞা পুরুষার্থসাধনম্ ।  
কর্তব্যতা প্রাপ্তভূতঃ প্রচোদিতা  
বিজ্ঞাসহায়কমুপৈতি সা পুনঃ ॥ ১৯  
কৰ্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ  
তস্মাৎ সদা কার্যামিদং মুমুক্শুণা ।

করা একান্ত আবশ্যক। এদ্যাই (অজ্ঞানট) সেই অজ্ঞানকে  
নাশ করিতে অভিশ্রম পটু বলিয়া জানিবে, কিন্তু অজ্ঞান হইতে  
উৎপন্ন কৰ্ম কখনই সেই অজ্ঞানকে নাশ করিতে সমর্থ হয় না;  
কারণ, অজ্ঞানোৎপন্ন কৰ্ম কখনও অজ্ঞানের বিরোধী হইতে  
পারে না। অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞানই অজ্ঞানকে নাশ করিতে  
সমর্থ হয়। ১৮

কৰ্মের দ্বারা অর্থাৎ কাম্য কৰ্মের দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় না  
এবং কৰ্মের দ্বারা রাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তিরও ক্ষয় হয় না।  
কিন্তু এই কৰ্ম হইতে নানাবিধ দোষকর কৰ্ম উৎপন্ন হয়।  
আবার এই দোষযুক্ত কৰ্ম হইতে অনিবারিত সংসার উদ্ভূত  
হয়; সেইহেতু বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিমাঝেই জ্ঞানবিচারে  
তৎপর হইবেন। ১৯

বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা 'তত্ত্বজ্ঞান' বৈরাগ্য মূর্তির সাধন বলিয়া  
কথিত হইয়াছে [ 'তত্ত্ববিদ্যাপ্রোতি পরম্' ইতি শ্রুতে: ] ,  
সেইরূপ 'ব স্বৰ্ণ ধর্মবিভিত্তি কৰ্ম করিলে অর্থাৎ স্বকৰ্ম দ্বারা  
শ্রীভগবদর্চনা করিলে মোক্ষলাভ হয়' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে  
নিত্যভূতরূপে বিহিত ক্রিয়াসমূহও পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধনরূপে  
কথিত হয়; এই নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপা ক্রিয়া দেহদ্বারী  
প্রাণীদিগের অর্থাৎ মানবগণের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে  
নির্দিষ্ট আছে। সেইজন্য এই ক্রিয়া বিচার পুনরার সাহায্যকা  
র্য অর্থাৎ বেদবিহিত কৰ্মসকল তত্ত্বজ্ঞান লাভে সাহায্য করিয়া  
থাকে। ( যোগবিশিষ্টে দেখা যায়— "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং  
যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ । তথৈব জ্ঞান-কৰ্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম-  
সাধনম্" ) ॥ ১৯

কৰ্ম না করিলে যে দোষ হয়, তাহা জ্ঞতি উল্লেখ করিয়াছেন,  
( "বীর হা বা এষ দেবানাম্ বোহগ্নিস্থদাসরতে, বাবজীব-  
মগ্নিহোজং জুহোতি" ইতি শ্রুতে: । ) অতএব যুক্তি লাভ করিতে  
ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সর্বদা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে। সেহলে ইহার  
উত্তরে একটি বিষয় বলা যায় যে, যুক্তিরূপ অক্ষর কলোৎ-

নহু স্বতন্ত্রা ঐবকার্যকারিণী  
বিজ্ঞা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ২০  
ন সত্যকার্যোইপি হি যদ্বদধ্বরঃ  
প্রকাজ্জতেহজ্ঞানপি কারকাদিকান্ ।  
তথৈব বিজ্ঞা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-  
বিশিষ্টভে কৰ্ম্মভিরেব মুক্তয়ে ॥ ২১  
কেচিদ বদন্তীতি বিভর্কবাদিন-  
ভদপ্যসদৃ দৃষ্টবিরোধকারণাৎ ।  
দেহাভিমানাদভিবর্জতে ক্রিয়া  
বিজ্ঞা গতাঃকৃতভিতঃ প্রসিধ্যতি ॥ ২২

পাদিকা বিদ্যা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ অত কাহারও অধীন নহে; এমন  
কি মনে মনেও সে কোন কিছুই অপেক্ষা করে না; সুতরাং  
সেই বিদ্যা আবার কৰ্মের অপেক্ষা করিয়া তাহার সাহায্যে  
মোক্ষদান করিবে ইহা হইতেই পারে না। ২০

জ্ঞান-কৰ্ম সমুচ্চরবাদ পরিহারের জন্য শ্রীভগবান্  
বলিতেছেন,—এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, যজ্ঞ বৈরাগ্য  
সত্যকার্য হইলেও অর্থাৎ অক্ষরকলজনক হইলেও ( অক্ষর্যং  
হ বৈ চাতুর্যাস্ত্যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি' ইতি শ্রুতে: )  
কারকাদি—কর্তা প্রভৃতি ( যজ্ঞ স্বরংই হইতে পারে না, যজ্ঞ  
করিতে হইলে বজ্রমান, আচার্য্য ও হোতা এই সব ) এবং অস্ত্রাভ  
—অর্থাৎ উপকারক প্রযোজ্যাদি অস্ত্রসকল ও দেশকালাদি এবং  
ঋক্ ঋগাদি আনুষঙ্গিক ব্যবাসমূহের অপেক্ষা করে, সেইরূপ  
'অগ্নিহোজং জুহোতি' ইত্যাদি বেদবাক্যবিহিত নিত্যাদি কৰ্ম-  
সমূহের দ্বারাই বিদ্যা যুক্তিদানে সমর্থ হয়। ২১

শ্রীভগবান্ অতঃপর পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিয়া যুক্তিমত  
প্রকাশ করিতেছেন,—কোন কোন বিভর্কবাদী ব্যক্তিগণ একরূপ  
বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু কৰ্ম ও বিদ্যা—এই উভয়ের মধ্যে  
বিরোধের পর্যাপ্ত কারণ দেখা যায় বলিয়া পূর্বোক্ত জ্ঞান-কৰ্ম  
সমুচ্চরবাদ—অসৎ অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়  
না। অতঃপর বিরোধ দেখাইতেছেন,—দেহাভিমান  
থাকিলেই কৰ্ম সম্পাদিত হয়, কিন্তু বিদ্যা ( আত্মজ্ঞান বা তত্ত্ব-  
জ্ঞান ) সেই দেহাভিমানকে নষ্ট করে বলিয়া বাহার অহঙ্কার  
নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই নিরহঙ্কার অতএব দেহাভিমানমুখ  
ব্যক্তিই বিদ্যা লাভ করিয়া থাকে—এই বথার্থ তথ্যপূর্ণ  
প্রামাণিক তত্ত্বই প্রসিদ্ধ আছে। ২২

বেদাভিমান শাস্ত্র বিচার করিয়া যে বিভক্ত চরম ও পরম  
জ্ঞানাদিকা অতঃকরণহৃতি অর্থাৎ অজ্ঞানকারাতঃকরণপরিণাম,  
ইহাই 'বিদ্যা' বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কৰ্ম ( কর্তব্যাদিবিশেষ )

বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাশিতা

বিজ্ঞানবৃত্তিচরমেতি তপ্যতে ।

উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভি-

নিহন্তি বিজ্ঞাখিলকারকাদিকম্ ॥ ১৫

তস্মাস্ত্যজ্ঞেং কার্য্যমশেষতঃ স্ত্রী-

বিজ্ঞাবিরোধায় সমুচ্চয়ো ভবেৎ ।

আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা

নিবৃত্তসর্ব্বৈশ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬

বাবচ্ছরীরাতিশু মায়য়াস্বধী-

স্তাবদ্ বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্ ।

নেতীতি বাটিকারখিলং নিষিধ্য তজ্-

জ্ঞাতা পরাত্মানমথ তাজ্ঞেং ক্রিয়াঃ ॥ ১৭

সকল কারকাদি সাহায্যে উপায় হয়, আর বিদ্যা কর্তব্য কর্ম্মাজীভূত কর্তব্যাদি বৃত্তিরই বিনাশ করিয়া থাকে (মৃত্যুতে বিদ্যা ও কর্ম্ম পারস্পরিক বিরোধিতা করে বলিয়া বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই হয় না) ॥ ১৫

সেইহেতু স্মৃতি ব্যক্তি সম্যকরূপে কর্ম্ম (নিষ্ঠা ও নৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম) পরিভ্যাগ করিবে; কারণ; কর্ম্মের সহিত বিদ্যার বিরোধ থাকায় বিদ্যা ও কর্ম্ম—এই উভয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ দুগুণভাবে সম্ভাবনাই হয় না। (কর্ম্ম ভ্যাগ করিয়া কিভাবে অবস্থান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন—) আত্মানুসন্ধানপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আত্মবিষয়ক অধ্যাত্ম শাস্ত্রাদি শ্রবণ পঠন মননাদি করিয়া অবস্থান করিবে (‘‘আত্মা বা অরে ঈর্ষ্যঃ শ্রোতব্যো মতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ’’ ইতি শ্রুতেঃ। বৃহদারণ্যক ৩.২.৪।৪৫) এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে রূপাদি বিষয়সমূহ হইতে সর্ব্বদা নিবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বদা সংবৃত্ত করিয়া রাখিবে ॥ ১৬

(কোন অবস্থায় কর্ম্ম কর্তব্য এবং কোন অবস্থায় কর্ম্ম পরিভ্যাগ—ইহার উপদেশ করিতেছেন।) মাত্রাবশে যত কাল পর্য্যন্ত দেহাদিতে আত্মবৃত্তি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্তই বেদবিহিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে, কর্ম্ম ভ্যাগ করিবে না। কিন্তু তদনন্তর যখন ‘নেতি নেতি’ অর্থাৎ ‘তন্ন তন্ন’ (‘অথাৎ আদেশো নেতি নেতি’) ইত্যাদি বেদবাক্যে সমস্ত অনাত্মবস্তুর নিরাকরণ পূর্ব্বক সেই পরমাত্মকে—‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ (ছান্দোগ্য-৩.৬.২।১) ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারিবে, তখন ক্রিয়াসমূহ ভ্যাগ করিবে ॥ ১৭

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং

বিজ্ঞানমাত্মশব্দভাতি ভাস্বরম্ ।

তদৈব মায়্যা প্রবিলীয়তেহজ্ঞস্যা

সকারকা কারণমাত্মসংসৃতেঃ ॥ ১৮

ঋতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা

কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী ।

বিজ্ঞানমাত্মাদমলাদ্বিতীয়ত-

তস্মাদবিজ্ঞা ন পুনর্ভবিষ্যতি ॥ ১৯

যদি স্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে

কর্ত্তাহমশ্রুতি মতিঃ কথং ভবেৎ ।

তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে

বিজ্ঞা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ॥ ২০

যখন পরমায়া ও আত্মা (জীবাত্মা)—এই উভয়ের ভেদ-জ্ঞাননাশক, অতএব ভাস্বর—স্বরংপ্রকাশরূপ বিজ্ঞান মনো-মধ্যে প্রতিভাত হইবে, তখনই আত্মার সংসার-বন্ধনের কারণীভূত জন্মান্তরপ্রাপক কর্ম্মবীজসহিত মায়্যা (অবিদ্যা) অবিলম্বে অদৃশ হইয়া বাটবে ॥ ১৮

ঐভগবান্ স্বয়ংই পূর্ব্ব পক্ষ উত্থাপিত করিয়া এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন—ঋতির প্রমাণবলে ‘‘অজ্ঞানমেকাং লোহিত-তরু-কৃষ্ণাং বহ্নীঃ প্রজা জনয়ন্তীং সক্রপাঃ। অলো হ্যেকো জ্বলমণেহনুগেতে অহাভ্যোনাং বৃদ্ধভোগামজোহস্তঃ।’’ শ্বেতাশ্ব-ত্তরোপনিষদ্ ৪৫) অজ্ঞান বিনাশিত হইয়া সেই অবিদ্যা (মায়্যা) কিরূপে কার্য্যকারিণী হইবে? অর্থাৎ অজ্ঞান ঋতিপ্রমাণে বিনাশিত হইয়া আর কার্য্যকর হইতে পারে না এবং বিতত্ত্ব ও অবিদ্যার ব্রহ্মাকার বিজ্ঞানমাত্রের অর্থাৎ নিদিধ্যাসনাদি-পরিপাকজাত জ্ঞানের প্রভাবে সেই অবিদ্যা আর উপায়ও হইতে পারে না। রজুতে সর্পভ্রমজনিত যে অজ্ঞান, তাহা রজুর জ্ঞানের পর অদৃশ হইয়া যায়, আর কোনরূপেই মনের মধ্যে সর্পভ্রম উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ অজ্ঞান পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে সমাগ্নি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনাই থাকে না ॥ ১৯

যদি এতাদৃশ বিজ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যা নষ্ট হইয়া পুনরায় উপায় হইতে না পারিল, তবে ‘আমি কর্ত্তা’ এরূপ অভিমানই বা কিরূপে হইবে অর্থাৎ কারণভাব-নিবন্ধন সেই অবিদ্যার কার্য্য অভিমানাদিই বা কিভাবে উপায় হইবে? সেইহেতু এই বিদ্যা স্বয়ং স্বাধীন বলিয়া বিনা সাহায্যেই সৃষ্টি দান করে, কাহারও কোন অপেক্ষা করে না অর্থাৎ এই বিদ্যা স্বয়ং সৃষ্টিদাতা বলিয়া খ্যাত আছে ॥ ২০

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং

শ্রাসং প্রশস্তাখিলকর্মণাং স্মৃটম্ ।

এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতি-

জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্মসাধনম্ ॥ ২১

বিজ্ঞাসময়েন তু দর্শিতস্তয়া

ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ ।

কলৈঃ পৃথক্বাদবহুকারকৈঃ ক্রতুঃ

সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্যায়ম্ ॥ ২২

সপ্রত্যবায়ো হুমিত্যনাত্মবী-

রজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ ।

প্রসিদ্ধ তৈত্তিরীয় শ্রুতি সমস্ত প্রশস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্য-প্রশংসিত বৈধ কর্মসমূহকে পরিভ্যাগ করিতে সাদরে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (যথা—“ন কর্মণা ন প্রজ্ঞা ধনেন ভ্যাগেনৈকে অমৃততত্ত্বমানতঃ” ।) আবার বাজসনেয় শ্রুতি (“এতাবদরে অমৃততত্ত্বম্”—বৃহঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদি বাক্যে ‘জ্ঞান মূর্তিসাধন ; কর্মসাধন নহে’ এই বিষয় বলিয়াছেন ॥ ২

(কর্মসমুচ্চরবাদী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইতেছে—) তুমি ক্রতুকে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে বিদ্যার সমান বলিয়া দেখাইয়াছ ; কিন্তু তাহার তুল্য কোনও দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার নাই (অতএব এখানে দৃষ্টান্তের অভাবে ক্রতু শ্রুতিবোধিত-কর্তব্যভাক্যহেতু বিদ্যাসম—একরূপ অনুমানও প্রতিষ্ঠা হইল। কারণ, অগ্নীই অনুমান, ব্যক্তিরকী নহে) । বিদ্যা ও কর্ম—এই উভয়ের কলগত ভেদ থাকায় অর্থাৎ একবিধ কল না হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না এবং এ বিষয়ে আরও জানিতে হইবে যে, ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম বহুবিধ অজবোলে (অহং-মমতা-অভিমানরূপ আন্তর এবং বাহ্য কারক ও দেশ-কালাদি নিয়ম সংযোগে) সংসাধিত হয় ; কিন্তু এই জ্ঞান তাহার বিপরীত, অতএব জ্ঞান এবং কর্মের সাম্য হইতে পারে না ॥ ২২

কর্ম না করিলে আমি প্রত্যাবারতানী হইব, এই ভয়ে ‘কর্ম করণীয়’ যদি এই কথা বলা হয়, তবে তাহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—‘আমি পানী’ অর্থাৎ বিহিত কর্ম না করার আমি পাপভাগী, একরূপ বুদ্ধি তাহারই হইয়া থাকে, বাহার শরীরাদি অনাত্ম বস্তুতে ‘অহং’ বুদ্ধি আছে ; কিন্তু তত্ত্বদর্শীর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীর তাহা হয় না। সেইহেতু বাহাদের মন হর্ষ-বিবাদাদি বিকারমুক্ত হইয়াছে, সেই বিবেকবান্ ব্যক্তিগণও অবশ্য কর্তব্যরূপে বিধিবিহিত কর্মও পরিভ্যাগ করিবে । (এখানে

তস্মাদ্ বুদ্ধিত্যাজ্যমবিক্রিয়াশ্রুতি-

বিধানতঃ কর্ম বিধিপ্রকাশিতম্ ॥ ২৩

শ্রদ্ধাষিতত্ত্বমসীতি বাক্যতো

গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ ।

বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ

সুখী ভবেৎশ্রুতিবাপ্রকম্পনঃ ॥ ২৪

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং

বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ ।

তত্ত্বস্পদার্থো পরমাত্মজীবকা-

বসীতি চৈকাত্ম্যমথাত্মোত্তরোত্তরং ॥ ২৫

তৃতীয় পাদে ‘অবিক্রিয়াশ্রুতিঃ’ এই পাঠের পরিবর্তে ‘ক্রিয়াশ্রুতিঃ’ এই পাঠ কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়। সেক্ষেপ স্থলে এই ব্যাখ্যা বুদ্ধিতে হইবে—কর্মসমস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইতি-কর্তব্যভাক্যে বিধিবোধিত কর্মও পরিভ্যাগ করিতে হইবে ।) ॥ ২৩

শ্রীভগবতঃ শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করার পর সুমুগ্ধ ব্যক্তির জীবাত্মা ও পরমাত্মার একা জ্ঞান লাভ হয়—শ্রীভগবান্ ইহারই উপদেশ করিতেছেন,—শ্রদ্ধাবান্ (ভক্ত ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা) এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীভগবদেবের করুণালব্ধ ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা—এই উভয়ের মধ্যে একা—একাত্মতা বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ শ্রীভগবতঃ উপদেশানুসারে শ্রুতিপ্রতিপাদ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে একাজ্ঞান লাভ করত মনন-নিদিধ্যাসনবলে সেই জ্ঞান পরিপক হইলে পর মেরু পর্বতের দ্বারা অবিচলিতভাবে অবস্থান করত সুখী হইবে অর্থাৎ ধীর স্থির লাভভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে ॥ ২৪

একাত্মজ্ঞান লাভবিষয়ে আরও পরিপাটী করিয়া বুঝাইতেছেন—বিধানানুসারে অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদিরিহিত হইয়া বর্ধারূপে বাক্যার্থজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে পদার্থ-জ্ঞানই তাহার কারণ হয়। অর্থাৎ ‘ভৎ ত্বম্ অসি’ এই বাক্যার্থ জ্ঞানের কারণ হইল ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যে যে তিনটি পদ (১। ভৎ, ২। ত্বম্ ৩। অসি) আছে, সেই পদার্থ জ্ঞান। এখন সেই তিনটি পদের অর্থ বলিতেছি,—‘ভৎ’ এই পদের অর্থ ‘পরমাত্মা,’ ‘ত্বং’ এই পদের অর্থ ‘জীব’ এবং ‘অসি’ এই পদের অর্থ ‘পরমাত্মা’ ও ‘জীবাত্মা’ এই উভয়ের একাজ্ঞান—অভেদজ্ঞান বুঝিতে হইবে ॥ ২৫

প্রত্যক্ষপ্ৰোক্তাদিবিরোধমাঙ্গানো-

বিহায় সংগৃহ্য তয়োচ্চিদাঙ্গতাম্ ।

সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং

জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাধয়ো ভবেৎ ॥ ২৬

একাত্মকত্বাজ্ঞহতী ন সম্ভবেৎ

তৎকাজহল্লক্ষণয়া বিরোধতঃ ।

সোহয়ংপদার্থাবিব ভাগলক্ষণা

যুক্তোক্ত ভৎস্পদয়োঃদোষতঃ ॥ ২৭

রসাদিপক্ষীকৃতভূতসম্ভবং

ভোগালয়ং হৃৎস্বখাদিকর্মণাম্ ।

এহলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরমেশ্বর সর্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট আর জীব কিঞ্চিদজ্ঞ অর্থাৎ অজ্ঞ; সুতরাং এইরূপ বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা-পরমাত্মার একাজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? ইহারই উত্তর এসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—প্রত্যগাত্মা—অহংবুদ্ধিবেদ্য প্রত্যক্ জীববর্ষ, অতএব প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা হইলেন অপরোক্ষজ্ঞানবিশিষ্ট ও অজ্ঞ, কিন্তু পরোক্ষকৃত ও সর্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট পরমাত্মা—ইহাদের উভয়ের পারস্পরিক বিরুদ্ধ অংশ অজ্ঞত্ব সর্বজ্ঞত্বাদি পরিহার করিয়া যুক্তিবলে পূর্ণরূপে বিবেচিত এবং ‘ভৎ ভৎ’ এই ক্ষতি বাক্যের পদম্বরের লক্ষণার দ্বারা লক্ষিত জীবাত্মা-পরমাত্মা—এই উভয়-আর অবিকৃতভাবে চৈতন্যরূপকে সম্যক্রূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে নিজের স্বরূপ জ্ঞান করত ‘অহং’ হইবে অর্থাৎ বৈভবতা বর্জন করিবে। এই স্নোকে ভাবার্থ হইল—‘ভৎ’ ও ‘ভৎ’ এই দুইটি পদের অর্থ দুই প্রকার; বাচ্য অর্থ ও লক্ষ্য অর্থ। এহলে ‘ভৎ’ পদের বাচ্যার্থ,—মাত্রা-উপাধিযুক্ত সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট, সুতরাং জ্ঞ বর্ষ। এইরূপ ‘ভৎ’ পদের বাচ্যার্থ—কিঞ্চিদ জ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট মাত্রাকার্য ও অবিদ্যা-উপাধিযুক্ত, অতএব অবিদ্যাবদ্ অজ্ঞত্ব উপাধিযুক্ত, সুতরাং জীববর্ষ; এহলে বুঝা যাইল যে, বাচ্যার্থের দ্বারা উভয়ের একা হইল না; কারণ, উভয়ে বিরুদ্ধ বর্ষ-বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের এই বিশেষণাংশ ভাগ করিয়া লক্ষ্যার্থরূপে শুদ্ধ চিদাত্মা গ্রহণ করিলে একো কোন বাধা থাকিবে না ॥ ২৬

অতঃপর লক্ষণার স্বরূপ বলিতেছেন—এহলে প্রথমে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জড়ের সহিত সংযোগবশতঃ আত্মার ‘জড়ত্ব’ কেন হইল না? তাহাকে কেন চৈতন্যরূপ বলিয়া গ্রহণ করিব? কারণ, এই গ্রন্থেই পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, “জড়ত্ব চিং-সমাবোগাজিহ্বা কুরাজিতেতথা। জড়সজ্জাজড়ত্বং হি

শরীরমাত্মবদাদিকর্মজং

মায়াময়ং স্থূলসূক্ষ্মাধিমাঙ্গনঃ ॥ ২৮

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্ভূতং

প্রাণৈরপকীকৃতভূতসম্ভবম্ ।

ভোক্তাঃ স্বেদাদেবহুসাধনং ভবেচ্-

ছরীরমশুদ্ বিহুয়াঙ্গানো বুধাঃ ॥ ২৯

চনাত্তনিকর্বাচ্যমপৌহ কারণং

মায়াপ্রধানত্ব পরং শরীরকম্ ।

উপাধিতেদাত্ত্বং যতঃ পৃথক্স্থিতং

স্বাত্মানমাত্মবদধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০

অনাগ্যোর্মেলনং যথা ॥ ১৭ ৩৩, সুতরাং আত্মাকে কেন জড় বলিব না? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—একাত্মকতাহেতু অর্থাৎ ‘ভৎ ভৎ’ এই দুই পদের বিশেষণাংশ (চৈতন্যরূপ) এক বলিয়া ‘অহংবর্ষালক্ষণা’ হইতে পারে না। আবার বিশেষণাংশ ভাগ করার অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব কিঞ্চিদজ্ঞত্বাদিরূপ বিরুদ্ধ বর্ষ ভাগ করার দ্বারা অপরিত্যক্ত থাকিল না, সুতরাং অহংবর্ষালক্ষণাও বলিতে পারিব না। অতএব কিরূপ লক্ষণার দ্বারা এহলে লক্ষ্যার্থ গৃহীত হইবে, তাহাই পরিহার করিয়া বলিতেছেন,—কোনও দোষ না থাকার “সোহয়ং-সং অয়ং” (তিনি এই—তিনিই ইনি) এই দুই পদের অর্থের ন্যায় ‘ভৎ ভৎ’ এই দুই পদের অর্থ ভাগলক্ষণা অর্থাৎ অহংবর্ষালক্ষণা লক্ষিত করিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত ॥ ২৭

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ ক্রিতি, অপ্ (জল), ভেজ, মরুৎ (বায়ু), ও বোম (আকাশ)—এই পকীকৃত পঞ্চ স্থূল ভূত হইতে সম্ভূত, বাহাতে সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ভোগ হয়, উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্ট, প্রাক্তন কর্মজাত ও মায়াময় শরীরকে আত্মার স্থূল শরীর বলিয়া থাকেন ॥ ২৮

মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পানু ও উপহ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা), প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই পঞ্চ প্রাণ এরূপ সপ্তদশসমবিত এবং পূর্বোক্ত অপকীকৃত পঞ্চ ভূত হইতে উৎপন্ন, স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন এবং ভোক্তার সুখ-দুঃখাদির সাধনভূত, জ্ঞানী পণ্ডিতগণ তাহাকে আত্মার সূক্ষ্মদেহ বলিয়া অভিহিত করেন। (“পঞ্চপ্রাণ-মনো-বুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমবিতম্। অপকীকৃতভূতোৎসং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্”) ॥ ২৯

জীবের দুই উপাধির (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ) কথা বলিয়া অতঃপর পরমেশ্বরের উপাধির কথা বলিতেছেন,—অনাদি—

কোষেঘরং তেহু তু তত্তদাকৃতি-

বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা ।

অসঙ্গরূপোহয়মজ্ঞো যতোহঘরো

বিজ্ঞায়তেহস্মিন্ পরিভো বিচারিতে ॥ ৩১

বুদ্ধেজ্জিহা বৃত্তিরণীহ দৃশ্যতে

স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াস্থানঃ ।

অগ্নোহগ্নতোহস্মিন্ ব্যাতিচারতো যুধা

নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২

দেহেজ্জিহ্বাপ্রাণমনশ্চিদাশ্রয়ানাং

সত্ত্বাদজ্ঞপ্রং পরিবর্ততে দ্বিরঃ ।

উৎপত্তিহীন ও প্রবাহরূপে তসীম, অনির্বাচ্য—ঐহাকে কোন রূপেই নির্বচন করা যায় না, এরূপ কারণ অর্থাৎ সকল প্রপঞ্চের জনক, মাত্রাপ্রধান বলিয়া পর অর্থাৎ ব্রহ্মের ইশ্বরব্যবহার-সম্পাদকরূপে উৎকৃষ্ট শরীর। এতাদৃশ উপাধিভেদবশতঃ অর্থাৎ স্থল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এইভাবে উপাধি ভেদ থাকায় স্বীয় আত্মা ঐহা হইতে পৃথগ্ ভাবে অবস্থিত, সেই পরমাশ্রয় সহিত ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ প্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আদি দ্বারা ভাবতত্ত্বের পর অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করিবে। ৩০

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চবিধ কোষ ভেদানুসারে আত্মাও পঞ্চবিধ বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং আত্মা এক—এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়; ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—যেদ্রুপ স্ফটিকমণি নীল পীতাদি বর্ণের সংসর্গে নীল-পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ আত্মাও অন্নময়াদি পঞ্চবিধ কোষের সংসর্গে ভেদম্ আকৃতি-রূপে প্রভীত হন; কিন্তু ইহা ঠিক নহে, “ভক্তমসি” এই মহাবাক্য বিশেষরূপে বিচার করিলে দেখা যায়—এই আত্মা সংসর্গমুখ্য (‘অসঙ্গো ন হি সঙ্গতে’—ইতি শ্রুতেঃ) এবং অজ; বেহেতু তিনি অঘর ব্রহ্মরূপ। এখানে বুঝিতে হইবে—‘আমি আমি’ এইরূপ স্থূলবুদ্ধি অজ ব্যক্তি নানাবিধ কোষসংসর্গে আত্মাকে নানাবিধ বলিয়া মনে করে, কিন্তু ভক্তমসি ব্যক্তি আত্মাকে সর্বথা অঘর ব্রহ্মরূপ বলিয়াই মনে করেন। ৩১

এই আগ্রহাদি অবস্থাত্তর যে বুদ্ধিবর্ধ, উহা আত্মবর্ধ নহে—তাহাই বলিতেছেন,—ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির বর্ধ তিন প্রকার—জ্ঞাৎ, যত্ন ও সুস্থিতি। নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশমুখ্য, অজএব সৈদ্বকরূপ; পর—মূল কারণ, কেবল—নির্ভরক, শিব—মঙ্গল-রূপ ব্রহ্মে অনোহান্য—ব্যাতিচার দোষবশতঃ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ

বৃত্তিভ্যোমূলভয়াজ্ঞলক্ষণা,

বাবন্তবেস্তাবদসৌ ভবোন্তবঃ ॥ ৩৩

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো

শ্রুদা সমাশ্বাদিতচিদানাশ্রুতঃ ।

ত্যাগেদশেষং জগদাস্তসত্ত্বং

পীত্বা যথাস্তঃ প্রজহাতি তৎকলম্ ॥ ৩৪

কদাচিদাত্মা ন যুতো ন জায়তে

ন ক্রীয়তে নাপি বিবর্ততেহনবঃ ।

নিরন্তসর্ব্বাভিশয়ঃ স্খাস্থকঃ

স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোহয়মদ্বয়ঃ ॥ ৩৫

বর্ধ থাকিতে পারে না; তবে গাছাতে যে উহার উপলব্ধি হয়, তাহা মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রমাত্মক। ৩২

দেহ, ইঞ্জিরবর্গ, প্রাণ, মন ও চিদাত্মা—এই সবেই পারম্প-রিক অধ্যাসবশতঃ বুদ্ধির অর্থাৎ অভ্যাসের যে বৃত্তি পরি-বর্তিত হয়, সেই অজ্ঞানসূচক বুদ্ধিবৃত্তি ভ্রমোৎপ-নিবন্ধন বর্তমান বিদ্যমান থাকে, ভক্তকালই সংসারোত্তর হইতে থাকে। ৩৩

‘নেতি’ ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ বলে (‘একমেবাধিতৌরম্’, ‘অতোহনুদাশ্রম্’, ‘নেহ নানান্তি কিঞ্চন’, এবং ‘অখাত আদেশো নেতি নেতি’ ইত্যাদ্যঃ শ্রুতঃ।) এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া পরিহার করত তাহার অসারত্ব বিতর্ক মনে চৈতন্যরূপ এক অখণ্ড অমৃত আশ্রয়ন করিবে। তাহার পর তৃকাগীড়িত ব্যক্তি যেরূপ নারিকেল নারিকেল কলের মধ্যস্থিত জল পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া সেই কল পরি-ত্যাগ করে, সেইরূপ জগতের সারাংশ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত সম্পূর্ণ জগৎকে অসারবোধে পরিত্যাগ করিবে। ৩৪

আত্মার কখনও যুড়া নাই, জন্ম নাই, কল নাই, বৃদ্ধি নাই, কারণ এই আত্মা অনব—চিরকাল সমভাবে স্থিত (তীকাকার বস্তু—অনব উৎপত্ত্যানন্তরাবিদ্যমান নব, ইহার দ্বারা আত্মার জন্মাত্মান্তিত্ব নিবারিত হইল। নবত্বাত্মাবশতঃ জীর্ণত্বাত্মাব-হেতু অবস্থান্তরাপত্তিরূপ পরিণামও নিরন্ত হইল।) সমস্ত দেহেজ্জিহ্বাদির অভিন্ন অর্থাৎ মহত্ব তিনি নিরাস করিয়া মনে অর্থাৎ ঐহাকে লাভ করিলে অত কিছু লাভকে অধিক বলিয়া মনে হয় না “ব্রহ্মাত্মাপরো লাভঃ” ইতি শ্রুতেঃ। সুশাস্ত্রক আনন্দরূপ আত্মা স্বয়ংপ্রভ(দেহাজ্জিহ্বাদিহঃখরূপ ও পরপ্রকাশ) ব্রহ্মকাল ‘বহু ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি’ ইতি শ্রুতেঃ। আত্মা



এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে

কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ।

অজ্ঞানতোহধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে

জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ কণাৎ ॥ ৩৬

যদন্যদন্যজ্ঞ বিভাব্যতে ভ্রমা-

দধ্যাসমিত্যাছরমুং বিপশ্চিতঃ ।

অসপর্ণভূতেহিবিভাবনং যথা

রজ্জাদিকে তদ্বদপীশ্বরে ভগৎ ॥ ৩৭

বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকে-

হৃৎকার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ ।

অধ্যাস এবাত্মনি সর্বকারণে

নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮

সর্বব্যাপক ও অবিভীর্ণ ব্রহ্মরূপ 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইতি ক্রমেণঃ । ব্যক্তিকেও এই আত্মাকে ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা— "অব্যাবৃত্ত্যাননুগতং বস্ত্র ব্রহ্মোতি ভগ্নাত্মে । ব্রহ্মার্থো দূর্লভস্তস্মাদ্ বিভীরে সতি বস্ত্রনি" । ইতি ॥ ৩৫

এইরূপ জ্ঞানময়, অতএব সুখরূপ আত্মাতে দুঃখময় সংসার কিভাবে প্রতীতি হইবে? অজ্ঞানের অধ্যাসবশতঃ একরূপ প্রতীতি হয়, কিন্তু যখনই অজ্ঞানের বিরোধী জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, তৎকণাৎ এই অজ্ঞানোৎপন্ন সংসার লীন হইয়া যাইবে ॥ ৩৬

ভ্রমবশতঃ এক বস্তুর অস্তিত্ব বস্তুর যে জ্ঞান, তাহাকেই 'অধ্যাস' বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিহিত করেন । যেমন রজ্জু সর্প না হইলেও ভ্রমবশতঃ উহাতে সর্পজ্ঞান হইলে এই জ্ঞানকে 'অধ্যাস' বলা হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরে অগদ্ভাবনা ভ্রমাত্মক বলিয়া উহা অজ্ঞানোধ্যাসবশতঃ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । কিন্তু যখন রজ্জু জ্ঞান হইবে, তখন আর সর্পভ্রম থাকে না; সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে আর অগদ্ভ্রম থাকিতে পারে না ॥ ৩৭

আত্মার অগদ্ভাবনাবিশয়ে প্রথমে কীদৃশ অধ্যাস কারণরূপে পরিগণিত হয়? তাহাই বলিতেছেন,—বিকল্পমায়ারহিত অর্থাৎ পরমার্থতঃ ভেদাবিদ্যাসূত্র, চিৎস্বরূপ, সর্বকারণ, আসন্দময়, সকল বিকারবর্জিত, দৃষ্টবিলক্ষণ ও ব্যাপক আত্মার প্রথম কর্তৃত্ব 'অহং' বুদ্ধিই অধ্যাস । এই অহংবুদ্ধিরূপ অধ্যাসই সর্ব সংসারকারণ ॥ ৩৮

এই পরিদৃষ্টমান সংসার বুদ্ধিনিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠ নহে, এবিষয়ে অহং ও ব্যক্তিরেকদুখে প্রমাণ দেখাইতেছেন—সর্বসাক্ষী

ইচ্ছা

সদা ধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে ।

বস্যাৎ প্রস্তুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ

সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ ॥ ৩৯

অনাত্মবিভোক্তববুদ্ধিবিশিষ্টো

জীবঃ প্রকাশোহয়মিতির্থেতে চিতঃ ।

আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিত্বয়া পৃথক্স্থিতে

বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥ ৪০

চিদ্বিশ্বসাক্ষ্যাধ্যায়ঃ প্রসঙ্গতঃ-

স্বৈকজ বাসাদনলাক্তলোহবৎ ।

অত্ৰোন্মধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে

ভড়'ভড়হৃৎ চিদাত্মচেতসোঃ ॥ ৪১

আত্মার সংসারের কারণ হইল কালক্রমে বিদ্যাসন ইচ্ছা-উপেক্ষা, রাগ-দেব এবং সুখ-দুঃখাদি বস্তুবর্ষযুক্তা বুদ্ধি অর্থাৎ একরূপ বস্তু-বর্ষবিশিষ্টা বুদ্ধি থাকিলে সংসার থাকিবে (ইহাতে অহং প্রদর্শিত হইল) । অতঃপর ব্যক্তিরেক দেখাইতেছেন—যেহেতু প্রস্তুতিকালে উক্ত ইচ্ছা উপেক্ষাদি বস্তুবর্ষযুক্ত বুদ্ধির অভাব থাকার পর অর্থাৎ সর্বসাক্ষী পরমাত্মা সুখরূপে অর্থাৎ স্বীয় পরমানন্দময় রূপে বিরাজমান থাকেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি । ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইল—যখন আমাদের বুদ্ধি ইচ্ছা-উপেক্ষাদি বস্তুযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন এই সবার সংসর্গে আত্মা 'সংসারী' একরূপ বোধ হয়, আবার সুস্থতিকালে যখন এই সব বস্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে থাকে না, তখন আত্মা 'পরমানন্দময়' বলিয়া অনুভব হয় ॥ ৩৯

তাহা হইলে জীবের স্বরূপ কি? এই উপলক্ষ্যে বলিতেছেন,—অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপত্তা যে বুদ্ধি অর্থাৎ অজঃকরণ, উহাতে প্রতিবিম্বিত যে চিৎপ্রকাশ অর্থাৎ চৈতন্যের প্রকাশ, এই চৈতন্যের প্রকাশস্বরূপই 'জীব' নামে অভিহিত হয় । আর আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে পৃথক্ ভাবে বিরাজমান থাকেন । এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাই পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকেন । জীব যখন বুদ্ধি বলে 'আমি সুখী' প্রতীতি বস্তুযুক্ত হয়, তখন যৎ জীব; আর যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত বস্তুভীত হন, তখন সেই জীবই 'পরমাত্মা' বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৪০

তাহা হইলে অজড় আত্মা অজড়রূপে এবং অজড় অজঃকরণ অজড়রূপে কিভাবে প্রতিপন্ন হন? এই প্রশ্নের সামান্যানের অজড় বলিতেছেন—একস্থানে অবস্থান করার অর্থাৎ অগ্নি ও লৌহ



গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ

সজ্ঞাতবিভাভূতবো নিরীক্য তম ।

স্বাত্মানমাত্মস্বপ্নাধিবজ্জিতং

ত্যাগেশেষং জড়মাত্মগোচরম্ ॥ ৪২

প্রকাশরূপোহহমজ্যোহহমময়ো-

হসকৃৎবিভাতোহহমভীব নির্মলঃ ।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানম্বনো নিরাময়ঃ

সম্পূর্ণ আনন্দময়োহহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩

সদৈব মুক্তোহহমচিন্ত্যশক্তিমা-

নভীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ ।

পরম্পর একত্রে অবস্থিত হইলে লৌহ বেরূপ অগ্নিতুল্য দাহিকা-  
শক্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং নিজ স্বর্গ বর্ত্তলাদি অগ্নিতে  
দুষ্ট হয়, সেইরূপ চিদ্বির ( চিদাভাস ), ইন্দ্রিয়বর্গ, দেহ ও ঐ  
অর্থাৎ বুদ্ধি পরম্পর অধ্যাসবশতঃ অভ্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংসর্গবশতঃ  
চৈতন্যময় আত্মা জড়রূপে প্রত্যভ হইয়া থাকেন ॥ ৪১

এই জীব ও পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবার উপায়  
বলিয়া জীব-পরমাত্মার পূর্বোক্ত প্রমাণের দৃঢ়তা সম্পাদনের  
অন্ত বলিতেছেন—ঐশ্বর্যদেবের নিকট হইতে এবং বেদবাক্য  
হইতে লব্ধ বিদ্যাবলে আত্মাকে স্বার্থরূপে অনুভব করিয়া  
(এহলে বুঝিতে হইবে—ঐশ্বর্যদেবের নিকট হইতে এবং  
বেদবাক্য হইতে আত্মাতত্ত্ব প্রথম শ্রবণ, ভদনন্তর মনন করিলে  
পর যে পরিপক জ্ঞান লাভ হইবে, তাহারই দ্বারা জ্ঞানরূপ  
আত্মার অনুভব হইবে; অতঃপর আত্মানুভবের অন্ত কোন  
উপায় নাই, ইহাই প্রদর্শিত হইল) অর্থাৎ এইভাবে নিদি-  
ধ্যাসন করিয়া সাধক উপাধিবর্জিত, স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মা  
রূপে—পরমাত্মা হইতে নিজেকে অভিন্ন প্রত্যক্ষ করিয়া আত্ম-  
বিষয়ক সমস্ত জড়পদার্থে দৃঢ়সমূহ পরিভ্যাগ করিবে অর্থাৎ  
এই জড় দৃঢ় অঙ্গ হইতে উদাসীন হইয়া যাইবে ॥ ৪২

অতঃপর নিরুপাধিক জ্ঞেয়রূপ পর পর হইটি স্নোকে বর্ণনা  
করিতেছেন । পূর্বস্নোকে ‘আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার’ উপায়  
বলিয়াছেন, এহলে আত্মারূপ কি? তাহারই বর্ণনা—  
আমি প্রকাশরূপ অর্থাৎ প্রকাশ ( পরপ্রকাশহীন, পর  
প্রকাশরূপ—বথা বটাদি ), আমি অজ, আমি অমর ( সজাতীয়  
বিভীরহিত ), আমি অসকৃৎবিভাত অর্থাৎ একবারও অজ  
কোনও ভাসকের দ্বারা ভাসিত—প্রকাশিত হই না, ( “যতঃ

অনন্তপারোহহমহর্নিশং বৃধে-

বিভাবিতোহহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪

এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা

বিচারমাগন্ত বিশুদ্ধভাবনা ।

হৃদাদবিজ্ঞানচিরেণ কারকৈ-

রসায়নং যদবহুপাসিতং রুজঃ ॥ ৪৫

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো

বিনির্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ ।

বিভাবয়েদেকমনশ্চসাধনো

বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ ॥ ৪৬

সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রভারকমিতি” প্রভেদে । ‘ন তদ্ ভাসয়তে  
সূর্য্যঃ’ ইতি স্মৃতেষু । ) আমি অজীব নিশ্চল—রাগাদি দোষ-  
লেশমুক্ত, আমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়, নিরাময়—কর্তৃত্বাভিমান-  
রহিত, সম্পূর্ণ—বুদ্ধিরহিত বা দেশ-কাল পরিচ্ছেদহীন,  
আনন্দময় এবং বিক্রিয়—দেহেন্দ্রিয়াদি বিকাররহিত ॥ ৪৩

বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ হৃদয়ে আমাকে সদা অর্থাৎ  
কালজন্মে মুক্ত, অচিন্তনীয় শক্তিশালী পরমাত্মা, অজ এবং ইন্দ্রিয়া-  
ভিরিক্ত জ্ঞানরূপ (যতো বাচো নিবর্ত্ততে, অপ্রাপ্য মনসা  
সহ—ইতি প্রভেদে), কামাদি বিকারমুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট  
এবং অনন্তপার—অসীম বলিয়া দিবারাত্র ভাবনা করে ॥ ৪৪

এইভাবে আমাকে ভাবনার যে কি ফল, তাহাই জীতগবান্  
এহলে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—এইরূপে আত্মাকে অখণ্ড  
ভাবে অর্থাৎ বিষয়াকর্ষণরহিত চিত্তে সর্বদা বিচার করিতে  
করিতে যে বিশুদ্ধ ভাবনা অর্থাৎ নির্মল ধ্যান ( ব্রহ্মাকারাতঃ-  
করণ বৃত্তি ) উৎপন্ন হইবে, সেই ভাবনা রসায়নসেবা বেরূপ  
রোগসমূহ নাশ করে, সেইরূপ দেহাত্তরপ্রাপক কামসমূহের  
সহিত অবিদ্যাকে অভিসম্বর নাশ করিয়া দেয় ॥ ৪৫

অতঃপর ধ্যানবিষয়ে ইতিকর্তব্যতা উপদেশ করিতেছেন,  
—নির্জনস্থানে বোধোচিত পদ্মাসনাদিতে উপবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-  
বর্গকে বশীভূত করত সংযতমনে এবং রাগাদি দোষবর্জিত  
অন্তঃকরণে অনন্যসাধন হইয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অতিরিক্ত  
বুদ্ধিসাধনের অতিরিক্ত স্বীকাররূপ অমদ্য হইয়া, বিজ্ঞানদর্শী  
অর্থাৎ ব্রহ্ম দৃঢ়ভাবমুক্ত হইয়া, কেবল—অসজ হইয়া এবং  
আত্মনিষ্ঠ হইয়া একমাত্র অমর ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে ॥ ৪৬

বিশ্বং যদেতৎ পরমাশ্চদর্শনং

বিলাপয়েদাশ্চনি সর্বকারণে ।

পূর্ণচিদানন্দময়োহবতিষ্ঠতে

ন বেদ বাহ্যং ন চ কিকিদাশ্চরম্ ॥ ৪৭

পূর্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়ে-

দোষ্কারমাত্ৰং সচরাচরং জগৎ ।

তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো

বিভাব্যতেহজ্ঞানবশাৎ বোধতঃ ॥ ৪৮

অকারসংজ্ঞাঃ পুরুষো হি বিশ্বকে

হ্যাকারকশ্চৈজস ইধ্যাতে ক্রমাৎ ।

পূর্বলোকে সবিকল্পসমাবির কথা বলিয়া এই লোকে নিবিকল্প সমাধি বর্ণনা করিতেছেন—এই দৃশ্যমান বিশ্বকে পরমাশ্চর্য্যে দর্শন করিয়া অথবা এই যে বিশ্বকে পরমাশ্চর্য্য রূপজ্ঞান করিয়া উহাকে সর্বকারণরূপী পরমাশ্চর্য্য বিলীন করিয়া দিবে। এইভাবে বিশ্বদর্শন বিমূঢ় হইলে পর তখন একমাত্র পূর্ণ চিদানন্দময় ব্রহ্মই অবস্থান করিবেন অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তর—এই উভয় সত্তার বিলোপ সাধন হওয়ার এক অধিতীর ব্রহ্মই বিরাজ করেন। এই সময় বাহ্য বিশ্বের কোনও জ্ঞান থাকে না এবং আন্তর বিশ্বেরও ব্রহ্মাতিরিক্ত অস্ত কোনও জ্ঞান থাকে না। (এহলে সবিকল্প ও নিবিকল্প সমাধিবিশয়ে মহা-মতি সীতাকার শ্রীনরোত্তমমহোদয়ের অভিমত প্রদর্শিত হইল—সমাধিবিবিধঃ, সবিকল্পো নিবিকল্পক্। —“ভজ সবিকল্পো নাম জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-বিকল্পাপেক্ষয়া অধিতীরবন্তনি ভদ্রাকারকারিতারাস্তিত্ববৃত্তেরবস্থানম্। যুগ্মর-পদ্ধতিভাষ্যেহপি যুদ্ভাবনাবদ্ বৈজ্ঞান্যেনেহৈব বৈতৎ ভাসতে। নিবিকল্পক্—জ্ঞাতৃ-জ্ঞানাদি-প্রমাণাপেক্ষয়া অধিতীরবন্তনি ভদ্রাকারকারিতারাস্তিত্ববৃত্তের-ভিত্তরামেকীভাবেনাবস্থানম্, ভদ্রা জলাকারাকারিতত্ত্বজ্ঞানব-ভাসেন জলমাত্রাবভাসবদ্ অধিতীরবন্তাকারকারিতচিত্তবৃত্তা-নবভাসেন অধিতীরবন্তমাত্রমবভাসতে। ভদ্রাঙ্গানি—যম-নির্যাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়ঃ। ভজ অহিংসা-সত্যাত্মের-ব্রহ্মচর্যাগরিগ্রহণা যমঃ। দৌচ-সত্যো-ভপঃ-স্বাধ্যায়ের-প্রাণায়ামানি নির্যমঃ। কর-চরণাদিসংস্থান-বিশেষলক্ষণানি পদ্ম-হস্তিকাদীনি আসনানি। রেচক-পূরক-কৃন্তকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়ঃ প্রাণায়ামাঃ। ইজিরাণাং য-যবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ। অধিতীরে বন্তনি অতিরজির-ধারণা ধারণা। অধিতীরে বন্তনি বিবরেভ্যো বিজিত অতিরজির-

প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেহবিতৈ:

সমাধিপূর্বং ন তু তদ্বতো ভবেৎ ॥ ৪৯

বিশ্বং স্বকারণং পুরুষং বিলাপয়েৎ

উকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতাম্ ।

ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং

দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্ত চাস্তিমৈ ॥ ৫০

মকারমপ্যাশ্চনি চিদ্বনে পরে

বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্ ।

সোহহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তিমদ্

বিজ্ঞানদৃষ্টমুক্ত উপাধিতোহমলঃ ॥ ৫১

বৃত্তিপ্রবাহো ধ্যানম্। সমাধিত্ত্বকঃ। ) ॥ ৪৭

সমাধি লাভ করিবার পূর্বে এই দৃশ্যমান সম্পূর্ণ সচরাচর জগৎকে ওঙ্কারমাত্র বলিয়া ভাবনা করিতে, কারণ, জগৎ ওঙ্কারের বাচ্য এবং ওঙ্কার জগতের বাচক। অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ বাচ্য-বাচক চিন্তা হইবে; কিন্তু জ্ঞান লাভ হইলে পর সে চিন্তা আর থাকিবে না ॥ ৪৮

অন্তঃ ওঙ্কারের অর্থ বিশেষ ভাবে বলিতেছেন,—(ও—অ, উ ও ম্—এই মিলিত শব্দ ওম্; তদ্বধ্যে—) অকারপদবাচ্য—পুরুষ হটলেন এই বিশ্ব অর্থাৎ স্তূলপদীরস্থিত জাগ্রদবস্থাসাকী বিরাট্, উকারপদবাচ্য—স্প্রাবস্থাসাকী তৈজস পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ এবং মকারপদবাচ্য—সূক্ষ্ম-সাকী কারণ-দেহাভিমানী প্রাজ্ঞ পুরুষ—ইহাই অখিল বেদ-কথিত প্রণবতত্ত্ববিস্তারণ। একরূপ ভাবনা সমাধির পূর্বেই হইয়া থাকে, কিন্তু সমাধিবলে তত্ত্বসাক্যাকাবের পর একরূপ ভাবনা থাকে না; কারণ, সেই অবস্থায় সবই ব্রহ্মে লীন হইয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত অস্ত কিছুই ক্ষুদ্র হয় না ॥ ৪৯

বহুরূপে অবস্থিত স্তূলদেহাভিমানী অকারপদবাচ্য বিরাট্ পুরুষ বিশ্বকে উকারমধ্যে অর্থাৎ উকারপদবাচ্য লিঙ্গদেহা-ভিমানী তৈজসাত্মক হিরণ্যগর্ভে বিলীন ভাবনা করিবে। তদনন্তর বিলীনবিশ্বক দ্বিতীয় বর্ণ উকারকে প্রণবের শেষ বর্ণ মকারে অর্থাৎ মকারপদবাচ্য কারণদেহাভিমানী প্রাজ্ঞ পুরুষে বিলীন ভাবনা করিয়া সেই কারণরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষকে এবং মকারকে চিদ্বনে পরমাশ্চর্য্য বিলীন করিয়া দিবে। এই যে পরমাশ্চর্য্য সব কিছুই বিলীন হইয়া যায়, আমিই সেই সর্ববিলাপাবিষ্ঠান পরম ব্রহ্ম। আমি নিত্যমুক্ত, সর্ব উপাধিবিক্ত, বিজ্ঞানদর্শী ও নির্বল ॥ ৫০-৫১

এবং পরিজ্ঞাতপরাক্রান্তাবনঃ

স্বানন্দঃ পরিবিশ্বভাষিনঃ ।

আন্তে স নিত্যাক্ষমুখপ্রকাশকঃ

সাক্ষাদ্ বিমুক্তোহচলবারিসিন্ধুবৎ ॥৫২

এবং সদাভ্যন্তসমাধিসৌগিনো

নিবৃত্তসর্বেষ্ট্রিয়গোচরস্ত হি ।

বিনির্জিতাশেষরিপোরহং সদা

দৃশ্যো ভবেয়ং জিতযত্ গুণাত্মনঃ ॥ ৫৩

য্যাহৈবমাশ্রানমহনিশং মূনি-

স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ ।

প্রারম্ভমগ্নভিমানবজ্রিতো

মযোব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ ॥৫৪

আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো

ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণম্ ।

হিহ। সমস্তং বিধিবাদচোদিতং

ভজ্যেৎ স্বমাশ্রানমখাখিল'জ্ঞানাম্ ॥ ৫৫

এইভাবে পরমাখ্যার ভাবনার বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া অথবা সদা এইভাবে পরমাখ্যাকে ভাবনা করিতে করিতে পুত্র-দারাদি সব কিছুই ভুলিয়া গিয়া এবং আত্মানন্দে তুষ্ট থাকিয়া ( ইহাতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইল যে, বিষয়ানন্দে বিভোর হইয়া থাকিলে পরমাখ্যার ভাবনা আসিবে না। ) অথবা আখ্যরূপ অতএব আখ্যমুখপ্রকাশক সাক্ষাৎ জীবমুক্ত হইয়া হিরণ্মল সাগরের তীর সেই বোণী অবস্থান করিবে ॥ ৫২

এইভাবে সদা বোণাভ্যাসকারী বোণী ব্যক্তি চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের রূপাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া এবং কামাদি সকল ত্রিপুদিগকে জয় করিয়া, অতএব সর্বজ্ঞ, নিত্য-ভূত, নিত্যবোধিরূপ, যত্নহীন, নিত্য অলুপ্ত এবং অনন্তরূপ এই হর গুণসম্পন্ন হইলে পর আমি সদা সেই ভক্তের নিকট দৃষ্ট হইয়া থাকি ॥ ৫৩

এইরূপে মূনি দিবারাত্র আখ্যাকে ধ্যান করিতে করিতে সদা সমস্ত বন্ধনমুক্ত হইয়া ও অভিমানমুক্ত হইয়া প্রারম্ভ ভোগ করিতে করিতে অবস্থান করে। তাহার পর সেই মূনি সাক্ষাৎ আখ্যাকেই বিলীন হইয়া যায় ॥ ৫৪

সংসারের আদি, মধ্য ও অন্ত এই সব অবস্থার সংসারকে ভয় এবং শোকের কারণ জানিয়া বিধিবাদবোধিত সমস্ত কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করত সকল জীবরূপ পরমেশ্বর আখ্যাকে ভজনা করিবে ॥ ৫৫

আখ্যভেদেন বিভাবয়ম্ভিদং

ভবভ্যভেদেন সয়াশ্রনা তদা ।

যথা জনং বারিনিবৌ যথা পয়ঃ

ক্ষীরে বিয়দ্ ব্যোম্যানলে যথানিলঃ ॥ ৫৬

ইখং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো

জগন্মুখৈবেতি বিভাবয়ম্মুনিঃ ।

নিরাকৃতদ্বাক্ষুতিবুজ্জিমানতো

যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্ভ্রমাদয়ঃ ॥ ৫৭

যাবয় পশ্চাদখিলং মদাখ্যকং

তাবদ্যদারাদনতংপরো ভবেৎ ।

শ্রদ্ধালুরতুর্জিতভক্তিলক্ষণো

যন্তস্ত দৃশ্যোহহমহনিশং হ্রদি ॥ ৫৮

রহস্তমেতচ্ছুতিসারসংগ্রহং

ময়া বিনিশ্চিত্য ভবোদিতং প্রিয় ।

যথেষ্টদালোচয়তৌহ বুজ্জিমান্

স মুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫৯

এইভাবে জীব নিজ স্বরূপকে আমার সহিত অভিন্ন ভাবনা করিতে করিতে সমুদ্রে জলবিন্দুর তায়, দৃষ্টরাশিতে দৃষ্টবিন্দুর তায়, মহাকাশে খড়্গাকালের তায় এবং মহাবাহুতে ব্যজনোখিত বাহুর তায় আমাতেই মিশিয়া যায় ॥ ৫৬

জীবমুক্তিলাভের প্রারম্ভবশতঃ লোকব্যবহার করিতে থাকিলেও 'অগং মিথ্যাই' এরূপ ভাবনা করিতে করিতে যে সময় মূনি জীবাত্মা ও পরমাখ্যার অভিন্ন প্রত্যক্ষ করে, সেই সময় তাহার অগতের সত্যত্ব জন্ম নিরাকৃত হইয়া যায়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যে রূপ বস্তুর জ্ঞান হইলে ঘিচ্ছ জন্ম এবং দিগ্জন্ম প্রভৃতি চলিয়া যায়, সেইরূপ ক্ষতিকথিত বুদ্ধি ও প্রমাণাদি বলে অগতের প্রতি সত্যত্বজন্মও চলিয়া যায় ॥ ৫৭

যে পর্য্যন্ত অগতকে সংরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ না করে, সেই পর্য্যন্ত আমার আরাধনার তৎপর থাকিবে। যে ব্যক্তি অজানু এবং অভিশয় ভক্তিমান, আমি তাহার হৃদয়ে দিবারাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকি অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আমাকে সর্বদা তাহার মানস-পটে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে ॥ ৫৮

প্রিয় সন্তান। আমি তোমার নিকট ক্ষতিসারসংগ্রহ এই রহস্ত বিশেষভাবে হির সিদ্ধান্ত তোমাকে বলিলাম। যে বুজ্জিমান্ ব্যক্তি এ অগত্রে ইহার আলোচনা করিবে, সে কলকালের মধ্যেই সমস্ত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ৫৯

জ্ঞাতর্থাৎ পরিদৃশ্যতে জগৎ-

ময়ৈব সর্বং পরিজ্ঞাত্য চেতসা ।

মজ্জাবনাভাবিতত্ত্বমানসঃ

শুশ্রী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ ॥ ৬০

যঃ সেবতে মামগুণং গুণাং পরং

হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকম্ ।

সোহহং স্বপাদাক্ষিতরেণুভিঃ স্পৃশন

পুনাতি লোকজিতয়ং যথা রবিঃ ॥ ৬১

বিজ্ঞানমেতদধিলং শ্রুতিসারমেকং

বেদান্তবেত্তচরণেন ময়ৈব গীতম্ ।

যঃ শ্রুত্যা পরিপঠেদ্ গুরুভক্তিযুক্তো

মজ্জপমেতি যদি মঞ্চচেনমু ভক্তিঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মসাময়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে

উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যঃ লক্ষণ । এই যে জগৎ পরিদৃশ্য হইতেছে, ইহা সবই মায়ামাত্র জানিয়া তাহা হইতে মনকে (বুদ্ধিবলে) সরাইয়া জানিয়া সর্বদা আমার ভাবনা করত বিভ্রমনা হও এবং আনন্দময় ও নিরাময় হইয়া সদা সুখ ভোগ কর ॥ ৬০

যে ব্যক্তি কোন সময়ে আমার গুণাভীত নির্ভয় স্বরূপের কিংবা কোনও সময়ে যদি আমার সত্ত্ব এই রামরূপের দ্বন্দ্বের সেবা করে, তবে সেই ব্যক্তি 'সোহহং' হইয়া যার অর্থাৎ সে আমার স্বরূপ হইয়া যার 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহিত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ' ইতি গীতোক্তেঃ) এবং ভাবশূন্য জ্ঞানী পুরুষ হইয়া

শ্রীমদ্ব্যসি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদধ্যাত্মসাময়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে উত্তরকাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## যথোপযায়ঃ ।

(লবণানুরবধঃ, মথুরাপুরীস্থাপনম্, কুশ-লবয়োজ্ঞান, শ্রীরামশাস্ত্রমেধযজ্ঞানুষ্ঠানম্, তস্মিন্ যজ্ঞে লব-কুশয়োরাগমনঞ্চ ।)

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বৈষমুনাতীরবাসিনঃ ।

আজগ্মু রাবৎং ত্রুষ্ণুং ভয়ান্নবগরক্ষসঃ ॥ ১

কৃষাগ্রে তু মুনিস্ত্রেষ্ঠাঃ ভার্গবং চ্যবনং বিজ্ঞাঃ ।

### ষষ্ঠ অধ্যায়

[লবণানুরবধ, মথুরাপুরী স্থাপন, কুশ ও লবের জ্ঞান, শ্রীরামের অধমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞে লব-কুশের আগমন ।]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেব । একদিন মুনীতীরবাসী (১) সমস্ত মুনিগণ লবণ-রাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়া রঘুকুলত্যাগ করিয়া দর্শন করিবার জন্ত অযোধ্যানগরীতে আগমন করিলেন ॥ ১

সেই অসংখ্য বিজ্ঞান ব্রহ্মমুনির পুত্র চ্যবনকে অগ্রে করিয়া

পাদপদ্মের পরাগস্পর্শে ত্রিভুবনকে সূর্য্যের দ্বারা পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৬১

এই পঞ্চমোধ্যায়ের বর্ণিত শ্রীরামগীতাবাক্য বেদের সম্পূর্ণ একমাত্র সারাংশ ও বিজ্ঞানজনক । লক্ষণ । বেদান্তবেত্ত যাহার চরিত্র অর্থাৎ যাহার গুণ, কর্ম্ম ও লীলাচরিত্রাদি বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই পরমস্বরূপ আমি এই শ্রীরাম-গীতা আজ তোমাকে উপদেশ করিলাম । যে ব্যক্তি গুরুভক্তি-যুক্ত হইয়া ইহা শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিবে এবং সংকল্পিত এই সব বাক্যে ভক্তিমান থাকিবে অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি আমার স্বরূপতা লাভ করিবে ॥ ৬২

অসংখ্যাতাঃ সমায়াতা রামাদভয়কাণ্ডক্রিণঃ ॥ ২

তান্ পুত্রয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যা রঘুকুলোত্তমঃ ।

উবাচ মধুরং বাক্যং হর্ষয়মুনিমণ্ডলম্ ॥ ৩

করবাণি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমাগমনকারণম্ ।

যন্তোহস্মি যদি যুয়ং মাং শ্রীত্বা ত্রুষ্ণুমিহাগতাঃ ॥ ৪

শ্রীরামের নিকট হইতে অভয় লাভ করিবার বাসনার সমাপ্ত হইলেন ॥ ২

রঘুকুলোত্তম শ্রীরাম পরম ভক্তিসহকারে তাঁহাদের সকলকে পূজা করিয়া সেই সব মুনিবৃন্দের হর্ষোৎপাদন করিতে করিতে এই মধুর বাক্য বলিলেন ॥ ৩

(১) মুনিগণের শ্রীরামসমীপে আগমনবিষয়ে মহর্ষি বাস্কীকি,—“ভক্তো নিবেদিতং রাজে যারে ভিত্তি ভাগসাঃ । ভার্গবং চ্যবনং নাম পুরুষত্বা মহামুনিম্ । দর্শনং ভব রাজেন্দ্র কাক্কতি তে মহর্ষয়ঃ । আগতাস্তুরমাণা হি যদ্বাতীর-বাসিনঃ ॥” ৭।৬১-১-২

হুঙ্করং চাপি বৎকার্য্যং ভবতাং ভৎ করোম্যহম্ ।  
 আজ্ঞাপয়ন্ত মাং ভৃত্যং ব্রাহ্মণা দৈবতং হি মে ॥ ৫  
 তচ্ছ্রুত্বা সহসা হৃষ্টশ্চ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ ।  
 মধুনামা মহাদৈত্য্যঃ পুরা কৃতযুগে প্রভো ॥ ৬  
 আসীদতীৰ্ধ বর্ষায়া দেব-ব্রাহ্মণপূজকঃ ।  
 তস্ত তুষ্টো মহাদেবো দদৌ শূলমশ্রুতমম্ ॥ ৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদের কি কার্য্য করিব? আপনারা কিজন্ত এখানে ভোগমন করিরাছেন? (১) আপনারা আজ বে এসন্নমনে আমাকে দর্শন করিতে আসিরাছেন, ইহাতে আমি বৃত্ত হইলাম। (এই রোকেব নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা বে জন্ত এখানে ভোগমন করিরাছেন, আমি আপনাদের সেই কার্য্য সম্পাদন করিব। যদি আপনারা বিনা প্রয়োজনে প্রীতিবশতঃ আমাকে দর্শন করিবার জন্ত আসিরা থাকেন, তাহা হইলে আমি ধন্য হইলাম।) ॥ ৪

পরম পূজনীয় আপনাদের ঈল্লিত কার্য্য যদি অভিশর হুঙ্করও হয়, তথাপি আমি তাহা নিষ্পাদন করিব। আপনারা ভৃত্য—সেবক আমাকে আদেশ করুন; কারণ, আমার নিকট ব্রাহ্মণগণ হইলেন দেবতা ॥ ৫

ঈরামের এই কথা শ্রবণ করত চ্যবনমুনি হুই হইরা ভৎকণাৎ এই কথা বলিলেন,—প্রভো! পুরাকালে সভায়ুগে মধুনামে এক মহাদৈত্য্য ছিল। সে অভিশর বর্ষায়া, দেব ও ব্রাহ্মণপূজক ছিল (২)। যরং মহাদেব তাহার প্রতি এসন্ন হইরা একটি সর্বোত্তম শূল প্রদান করেন ॥ ৬-৭

(১) মুনিগণকে ঈরামের প্রশ্ন বাল্মীকিরামায়ণে,—কিমাগমনকার্য্যং বঃ কিং করোমি ভপোধনঃ। আজ্ঞাপোহ-হং ভপঃসিদ্ধে: সর্ব্বথা কিঙ্করঃ যরম্। ইদং রাজ্যক সফলং জীবিতক হ্রদি হিভম্। সর্ব্বমেতদ্ বিকার্য্যং মে সভ্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ।” ৭।৬।১।১-১২

(২) মধুর বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি,—“পূর্ব্বং কৃতযুগে রাম দৈত্যের: স্তমহানভুং। হিরণ্যকশিপোর্নগা মধুনাম মহাসুরঃ। ব্রাহ্মণ্যচ্চ বদাতচ্চ বুধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ। স্ত্রৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিভক্ত্যভূতাবৎ।”

(৩) শূলপ্রদান বাল্মীকিরামায়ণে,—“শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃত মহাবীৰ্য্যং মহাবলম্। দদৌ মহাত্মা সূপ্রীভো বাক্যকেনমুবাচ হ। ভবারমভুলো ধর্ম্মো মংপ্রসাদকরঃ ততঃ। যেন প্রীতভবা-বিরম্ দাতাম্যাদুবমুতমম্। যাবৎ স্ত্রৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরূপোন্স ন

প্রাহ চামেন বং হংসি স তু ভস্মীভবিত্তি।  
 রাবণস্তাহুজা ভার্য্যা তস্ত কুভীনসী শ্রুতা ॥ ৮  
 তস্তাং তু লবণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।  
 আসীদ্ হুরাক্সা হৃর্জ্বর্যো দেব-ব্রাহ্মণহিংসকঃ।  
 পীড়িতান্তেন রাজেশ্বর যয়ং ত্বাং শরণং গতঃ ॥ ৯  
 তচ্ছ্রুত্বা রাঘবোহপ্যাহ মা ভীর্বো মুনিপূজবাঃ ॥ ১০

তারপর মহাদেব তাহাকে বলেন,—তুমি এই শূলের (৩) দ্বারা যাহাকেই আঘাত করিবে, সে ভৎকণাৎ ভস্মীভূত হইরা যাইবে। রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী কুভীনসী (৪) সেই মধুর ভার্য্যা ছিল বলিরা তুমি যার ॥ ৮

এই কুভীনসীরই গর্ভে মধুর ঈরামে লবণনামে তরুণর পরাক্রমশালী রাক্ষস জন্মগ্রহণ করে। সেই হৃর্জ্বর্য্য রাক্ষস লবণ দেব ও ব্রাহ্মণদেবী এবং হুরাক্সা। হে রাজেশ্বর রাম! আমরা তাহার দ্বারা উৎপীড়িত হইরা আজ আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। মহাবি চ্যবনের এই কথা শ্রবণ করিরা ঈরামও বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা ভীত হইবেন না (৫) ॥ ৯-১০

তবান্ ত্বি। তাবচ্ছ্রুৎ তবৈতৎ শ্রাদ্ অত্রথা নাশমেতত্।  
 বশ্চ ভামতিযুক্তো ভুতায় বিগতজ্বরঃ। ভং শুলো ভস্মসাৎ কৃত্বা  
 পুনরেব্যাসি তে করম্ ॥” ৭।৬।৬-৭

(৪) মধুর ভার্য্যাপ্রসঙ্গে মহাবি বাল্মীকি,—ভগ্ন্য পত্নী মহাভাগা প্রিরা কুভীনসীতি যা। দত্তা বিজ্ঞবসোহপত্যং রাক্ষসী রাবণয়সা ॥” ৭।৬।১৬

(৫) বংশপরম্পরাক্রমে এই শূল বাণাতে থাকে, ভদ্রবিরে বাল্মীকিরামায়ণে,—“এবং শূলবরং লভু। স্মরমানো মহাসুরঃ। প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ। ভগবন্স মম বংশস্ত শূলমেতদনুত্তমম্। ভবেতি সততং দেব বরাণামীশ্বরো হসি। তথা ক্রবণমসুরং সর্ব্বভূতপতিঃ শিবঃ। প্রত্যাবাচ যরং দাতা নৈতদেবং ভবিষ্যতি। যাবচ্ছ্রুৎ করহং তু ভবিষ্যতি সূতস্য তে। অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ভাবদেব ভবিষ্যতি। ইত্যাদি ৭।৬।১০-১৪

লবণাসুরের দ্বাসাদি বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে,—“আহারঃ সর্ব্বমদ্বানি বিশেষণ চ তাপসাঃ। আচারো রৌদ্রতা নিত্যং বাসো মধুবনে তথা। হত্বা বহুসহস্রাণি সিংহ-ব্যাগ্র-স্থপ-বিপান্। মানুযাংষ্ট্রৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহিকম্। ভতোহপরাণি সত্ত্বানি খাদিতে স মহাবল। সংহারে সমনুগ্রাহে ব্যাদিতাত ইবাভকঃ ॥” ইত্যাদি ৭।৬।১৩-১৫

লবণং নাশয়িষ্যামি গচ্ছন্ত বিগতজরাঃ ।  
 ইত্যুক্ত্বা প্রাহ রামোহপি ভ্রাতৃনু কো বা হনিষ্যতি ॥ ১১  
 লবণং রাক্ষসং দত্তাদ্ ব্রহ্মণেভ্যোহভয়ং মহৎ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা প্রাক্ণলিঃ প্রাহ ভরতো রাধবায় বৈ ॥ ১২  
 অহমেব হনিষ্যামি দেবাজ্ঞাপয় মাং প্রেভো ।  
 ততো রামং নমস্কৃত্য শক্রয়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩  
 লক্ষ্মণেন মহৎকার্য্যং কৃতং রাধব সংযুগে ।  
 নলিগ্রামে মহাবুদ্ধিভরতো হৃৎখমব্রূৎ ॥ ১৪  
 অহমেব গমিষ্যামি লবণশ্চ বধায় চ ।  
 ত্বৎপ্রসাদাভ্যুদ্রুশ্চৈষ্ঠ হৃৎ ৩ং রাক্ষসং বৃধি ॥ ১৫  
 তচ্ছ্রুত্বা স্বাক্ষমারোপ্য শক্রস্বং শক্রসুনবঃ ।

আমি লবণাসুরকে বিনাশ করিব, আপনারা নিরুদ্বেগে  
 গমন করুন। এই কথা বলিয়া শ্রীরামও ভ্রাতৃগণকে কহিলেন,  
 ভোমাদের মধ্যে কে রাক্ষস লবণকে বধ করিবে? কে এই  
 ব্রাহ্মণদিগকে মহৎ অভয় প্রদান করিবে? শ্রীরামের কথা শ্রবণ  
 করত ভরত কৃতাক্ণলি হইয়া রাধবকে বলিলেন । ১১-১২

দেব! আমিই লবণাসুরকে বধ করিব। প্রেভো! আপনি  
 আমাকে অনুমতি করুন। ভদনন্তর শক্রর রামকে নমস্কার করত  
 এই কথা বলিলেন । ১৩

রাধব! লক্ষ্মণ যুদ্ধে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং  
 মহামতি ভরত নলিগ্রামে অভিলস্ন হৃৎখভোগ (১)  
 করিয়াছেন । ১৪

অতএব লবণাসুরকে বধ করিবার জন্য আমিই গমন করিব ।  
 রঘুশ্রেষ্ঠ! আপনার করুণায় আমি যুদ্ধস্থলে সেই রাক্ষসকে  
 বধ করিতে পারিব । ১৫

(১) ভরতের হৃৎখভোগবর্ণনার মহাবুনি বাল্মীকি,—  
 “অনুভূতানি হৃৎখানি ভরতেন বহুনি চ । শরানো হৃৎখলযাসু  
 নলিগ্রামে মহাশ্বান্ । কলমূলানো ভূত্বা জটাচীরধরতথ্য ।  
 নলি প্রেব্যে স্থিতে জেব ন ভুয়ঃ ক্লেশমর্হতি ॥” ৭।৬৭।১০-১৪

(২) বাল্মীকিরামায়ণে শক্রয়ের অনিচ্ছা স্পষ্ট উল্লিখিত  
 হইয়াছে,—“এবমুত্তত রামেণ ভূত্বা কিঞ্চিদবাঙ্-মুখঃ । শক্রয়ো  
 বীর্ধ্যসম্পন্নো মন্দমন্দমুবাচ হ । কাকুৎস্থ বেৎসি ধর্ম্মং  
 যমস্মিন্নৈকৈ নরেশ্বর । কথং জ্যেষ্ঠেহু ভিষ্ঠেহু কশীরান-  
 বভিষিচ্যতে ॥” ৭।৬৮।১-২

(৩) এই বাণের বর্ণনা বাল্মীকিরামায়ণে,—“অমোদোহয়ং  
 শরো বীর দিব্যঃ পরপুরুষঃ । অসেন লবণং বীর হতাসি  
 জয়তাং বর । সুষ্ঠেঃ শরোহয়ং শক্রয় জপত্যেকার্ষবে পুরা ।

প্রাহাভৈবাভিষেক্যামি মথুরারাজ্যাকারণং ॥ ১৬  
 আনায্য চ স্তম্ভারান্ লক্ষ্মণেনাভিষেচনে ।  
 অনিচ্ছন্তমপি স্নেহাদভিষেকমকারণং ॥ ১৭  
 দত্তা তস্মৈ শরং দিব্যং রামঃ শক্রস্বমব্রবীৎ ।  
 অনেন জহি বাণেন লবণং লোককণ্টকম্ ॥ ১৮  
 স তু সম্পূজ্য তচ্ছ লং গেহে গচ্ছতি কাননম্ ।  
 ভক্ষণার্থং তু জন্তুনাং নানাপ্রাণিবধায় চ ॥ ১৯  
 স তু নায়ান্তি সদনং যাবদ্ বনচরো ভবেৎ ।  
 তাবদেব পুরদ্বারি ভিষ্ঠ তং শ্রুতকাস্মৃকঃ ॥ ২০  
 যোৎসৃতে স তয়া ক্রুদ্ধস্তদা বধ্যো ভবিষ্যতি ।  
 তং হত্বা লবণং ক্রুরং তদ্বনং মধুসংজ্ঞিতম্ ॥ ২১

এই কথা শ্রবণ করত শক্রনাগন রাম শক্রকে ক্রোড়ে  
 বসাইয়া বলিলেন,—আমি আজই মথুরারাজ্য প্রদান করিবার  
 জন্য ভোমাকে অভিষিক্ত করিব । ১৬

তখন শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দিয়া অভিষেকের উত্তম দ্রব্যসমূহ  
 আনাইয়া শক্রর ইচ্ছুক না থাকিলেও (২) স্নেহবশতঃ তাঁহাকে  
 অভিষিক্ত করিলেন । ১৭

ভারপর শ্রীরাম শক্রকে একটি দিব্য বাণ (৩) প্রদান করিয়া  
 তাঁহাকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তুমি এই বাণের দ্বারা লোক-  
 কণ্টক লবণকে বধ কর । ১৮

লবণাসুর সেই প্রযোক্ত শিবপ্রদত্ত শূলকে পূজা করত গৃহে  
 রাখিয়া জন্তুগণকে ভক্ষণ করিবার জন্য এবং নানাবিধ প্রাণী-  
 দিগকে বধ করিবার জন্য বনে গমন করে । ১৯

সে বনে বিচরণ করিবার পর বতক্ষণ না গৃহে ফিরিয়া  
 আসে, তুমি সেই সময়ের মধ্যেই নগরের দ্বারে ধন ধারণ করত  
 অবস্থান কর । ২০

(শূল আনিবার জন্ত গৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে  
 তুমি তাহাকে বাধা দিবে, ইহাতে) ক্রুদ্ধ হইয়া সেই লবণ  
 ভোমার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তখনই সে ভোমার বধ্য (৪)  
 ব্রজুবা দেবদেবেনাজিতেন মহাশ্বনা । অধ্বাঃ সর্বভূতানাং  
 ভোমারং শর উত্তমঃ । সুষ্ঠেঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশায়  
 দ্রব্যখলোঃ । মধু-কৈটভরোবীর বিদ্যতে বর্জ্যমানয়োঃ ।  
 ব্রটুকামেন লোকাংক্রোংতো বাণেন হতৌ বৃষি ॥” ৭।৬৮।১১-২২

(৫) এ বিষয়ে বাল্মীকি,—“স ত্বং নিবর্তমানং তং সুষ্ঠু-  
 হারপ্রচারতঃ । অপ্রবিক্টং পুরং পূর্বে দ্বারি ভিষ্ঠেহু-ভামুখঃ ।  
 অগৃহীতামুখং চৈব যুদ্ধায় পুরুষবর্ত । আজ্ঞরেখা মহাবাহো  
 ততো হতাসি রাক্ষসম্ ॥” ৭।৬৯।৫-৬

নিবেশ্য নগরং তত্র তিষ্ঠত্বঃ মেহনুশাসনাং ।  
 অশ্বানাং পক্ষসাহস্রং রথানাঞ্চ তদধ্বকম্ ॥ ২২  
 গজানাং ষট্শতানীহ পতীনাং মনুজয়ম্ ।  
 আগমিষ্ঠ্যতি পশ্চাত্তমগ্রে সাধয় রাক্ষসম্ ॥ ২৩  
 ইত্যুক্ত্য মুখ্যৈবজ্রায় প্রেষয়ামাস রাঘবঃ ।  
 শক্রশ্চ মুনিভিঃ সার্কমাশীভিরভিনন্দ্য ৫ ॥ ২৪  
 শক্রশ্চোহপি তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ।  
 হত্বা মধুশূভং বৃদ্ধে মথুরামকরোং পুরীম্ ॥ ২৫  
 ক্ষীভাত জনপদং চক্রে মথুরাং দানমানতঃ ।

হইবে। এই অবস্থায় তুমি সেই ক্রুর লবণকে বধ করিয়া তাহার মধুনামক যে বন আছে, তথায় এক নগর স্থাপন করিয়া আমার আদেশে তুমি সেই নগরে বাস করিবে। তুমি অগ্রে রাক্ষস লবণকে বধ কর। তোমার পশ্চাতে পাঁচ হাজার অশ্ব, তদধ্ব অর্থাৎ আড়াই হাজার রথ, ছয় শত হস্তী এবং তিন শত পদাতি (১) গমন করিবে ॥ ২২-২৩

ক্রীড়াম এই কথা বলিয়া তাঁহার মস্তক আশ্রয় করত আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া মুনিগণের সহিত শক্রকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৪

ক্রীড়াম যে কথা বলিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন, শক্রও তখন তাহাই করিলেন। বৃদ্ধে মধুপুত্র লবণাসুরকে বধ করিয়া শক্র তথায় মথুরা নগরী (২) স্থাপন করিলেন ॥ ২৫

ধনদান ও সম্মান প্রদর্শন করার বহু লোক এই নগরীতে বাস করিতে লাগিল। শক্র এইভাবে সেই মধুরাকে বিদ্যুত ও সুসমৃদ্ধ জনপদরূপে সংগঠন করিলেন। অতদিকে মহর্ষি

(১) অশ্বাদি প্রেষণসম্বন্ধে বাল্মীকি,-“ইমান্তনুসংক্রান্তানি চত্বারি পুরুষবর্ষতঃ । রথানাং যে সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্ । চত্বরূপণ-বীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপ-শোভিতাঃ । অনুগচ্ছত শক্রশ্চ তথৈব নট-নর্তকাস্তাঃ । হিরণ্যস্য সুবর্ণস্ত নিবৃদ্ধং প্রবৃদ্ধং তথা । গৃহীত্বা গচ্ছ শক্রশ্চ পর্যাপ্তবলবাহনঃ ॥” ইত্যাদি ৭।৭০।২-৪

(২) মধুনির্মিত নগরীর ‘মথুরা’ নামকরণ বাল্মীকিরামায়ণে,—দেবানাং ভাবিতং ক্ষত্বা শূরো মুর্ধি কৃতাকুলিঃ । প্রভৃৎবাচ মহাতেজাঃ শক্রশ্চ প্রবতাত্মবান্ । ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুনা পূর্বনির্মিতা । নিবেশ্য প্রাপ্তরাজ্যোত্তমেষু যে কাঙ্ক্ষাতো বরঃ । তং দেবা বাচমিত্যেবম্ প্রীতাঃ শক্রশ্চক্রবান্ । ভবিষ্যতীয়ে নগরী মধুরেভ্যভিনন্দিতা ॥ ইতি ৭।৭৫।৪-৬

সীতাপি নুযুবে পুত্রৌ দৌ বান্দ্রীকৈরথ্যাশ্রমে ॥ ২৬  
 মুনিভ্যোহ্যোনাম চক্রে কুশো জ্যেষ্ঠৌহনুজৌ লবঃ ।  
 ক্রমেণ বিদ্যাসম্পন্নৌ সীতাপুত্রৌ বভূবুতঃ ॥ ২৭  
 উপনীভৌ চ মুনিবা বেদাধ্যয়নভংগরৌ ।  
 কুংস্রং রামায়ণং প্রাহ কাব্যং বালকয়োর্মুনিঃ ॥ ২৮  
 শক্রেণ পুরা প্রোক্তং পার্কবীভ্য পুরহারিণা ।  
 বেদোপবৃংহণার্থায় তাবদ্রাহয়ং প্রভুঃ ॥ ২৯  
 কুমারৌ স্বরসম্পন্নৌ সুন্দরাবধিনাবিব ।  
 তদ্বীভালসমাবৃত্তৌ গায়ন্তৌ চেরতুর্ভবনে ॥ ৩০

বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবীও দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ২৬  
 তখন মুনি বাল্মীকি সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন কুশ এবং কনিষ্ঠের নাম রাখিলেন লব (৩)। এই দুই সীতাপুত্র কুশ ও লব ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করত বিদ্যা অর্জন করিয়া বিদ্বান্ হইলেন ॥ ২৭

তাঁহারপর মুনি কর্তৃক উপনীত হইয়া বেদ অধ্যয়নে ভংগর হইলেন। তদনন্তর মুনি বাল্মীকি এই দুই বালকের নিকট সম্পূর্ণ রামায়ণ কাব্য বর্ণনা করিলেন অর্থাৎ কুশ ও লবকে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ শিক্ষা দিলেন ॥ ২৮

পুরাকালে ত্রিপুরারি শকুর অগস্ত্যাতা পার্কবীভকে যে রামায়ণ বলিয়াছিলেন, প্রভাবশালী মহর্ষি বাল্মীকি বালকদ্বয়ের বেদার্থ জানের বিশেষ নৈপুণ্য আনিবার জন্ত সেই রামায়ণ তাঁহাদের দুইজনকে উপদেশ করিলেন ॥ ২৯

দুই অশ্বিনীকুমার নাসত্য ও দশের ন্যায় সুন্দর স্বরবিৎ এই দুই কুমার কুশ ও লব তদ্বীভাল-লব যোগে রামায়ণ গান করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

(৩) লবণকে বধ করিবার জন্ত গ্রহিত শক্র যে দিনে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বাল্মীকির আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, সেই দিনেই কুশ ও লবের জন্ম হয়। এ বিষয়ে বাল্মীকি-রামায়ণে প্রমাণ,—যামেব রাজিঃ শক্রশ্চ পর্ণশালা-মুপাধিনঃ । তামেব রাজিঃ সীতাপি প্রসূতা দারকধরম্ ॥ ৭।৭২।১

সীতাদেবীর দুই পুত্রের নামকরণপ্রসঙ্গে বাল্মীকি,—“বভূবোঃ পূর্বজাতস্ত স কুশৈশ্বরসংকৃষ্টৈঃ । নির্ধার্কনীয়ো নাস্তা হি ভবিষ্য ইত্যসৌ । ভরোরবরকো যঃ স্তান্নবর্ণেনৈব তৈব হি । নির্ধার্কনীয়ো বৃদ্ধাভিন্দাতা স ভবিষ্য লবঃ ॥”



ভজ ভজ মুনীনাং ভৌ সমাজে সুরঙ্গপিণৌ ।  
 গায়ন্তাবতিতো দৃষ্টা বিম্বিতা মুনয়োহক্রবন্ ॥ ৩১  
 গন্ধর্ব্বৈষিহ কিম্বরেষু ভূবি বা দেবেষু দেবালয়ে  
 পাতালেঘণ বা চতুর্মুখগৃহে লোকেষু সর্ব্বেষু চ ।  
 অস্মাভিশ্চিরজীবিশ্চিরতরং দৃষ্টা দিশঃ সর্ব্বতো  
 নাজ্জায়ীদৃশগীতবাদ্যগরিমা নাদশি নাশ্রাবি চ ॥ ৩২  
 এবং স্তবস্তিরথিলৈমূনিভিঃ প্রতিবাসরম্ ।  
 আশ্রিতে শ্রুতমেকাশ্তে বাল্মীকেকরাশ্রমে চিরম্ ॥ ৩৩  
 অথ রামোহশ্বমেধাদাংশচকার বহুদক্ষিণান্ ।  
 যজ্ঞান্ স্বর্ণময়ীং সীতাং বিধায় বিপুলছাতিঃ ॥ ৩৪  
 তস্মিন্ বিতানে ঋষয়ঃ সর্ব্বৈ রাজর্ষয়ন্তথা ।  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সমাজগুদীদৃক্ষবঃ ॥ ৩৫  
 বাল্মীকিরপি সংগৃহ্য গায়ন্তৌ ভৌ কুলী-লবৌ ।  
 জগাম ঋষিবাটশ্চ সমীপং মূনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৬  
 তত্রৈকাশ্তে স্থিতং শাস্ত্রং সমাধিবিরমে মুনিম্ ।

দেবরূপী এই দুই কুমারকে সেই সেই মূনিগণের সমাজে  
 চারিদিকে রামায়ণ গান করিতে দেখিয়া মূনিগণ বিস্মিত হইয়া  
 বলিলেন । ৩১

আমরা সকলে চিরজীবী, আমাদের এই দীর্ঘ জীবনে  
 আমরা বাহা চারিদিকে দেখিয়া আসিতেছি, উহাতে গন্ধর্ব্ব,  
 কিম্বর বা দেবলোকে, দেবালয়ে বা ভূতলে, পাতাললোকে  
 অথবা ব্রহ্মলবনে এবং অন্যান্য লোকসমূহে একুণ গায়কের  
 গীতবাদের অত্যুত্তম উৎকর্ষ জানি নাই, দেখি নাই ও শ্রবণও  
 করি নাই । ৩২

এইভাবে প্রতিদিন মূনিগণ সেই রামায়ণ-গানের শ্রবণ  
 করিতেন । সেই সময় কুল ও লব বাল্মীকিমূনির আশ্রমে  
 দীর্ঘকাল ধরিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন । ৩৩

অনন্তর অমিতভৈরবী জীরাম স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিমা নির্মাণ  
 করত তাঁহাকে ভাষ্যরূপে দক্ষিণভাগে রাখিয়া বহু দক্ষিণাত্য  
 অশ্বমেধাদি নানা যজ্ঞ করিয়াছিলেন । ৩৪

সেই যজ্ঞমণ্ডপে ঋষিগণ সমস্ত রাজর্ষিবৃন্দ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়  
 ও বৈশ্যগণ যজ্ঞদর্শনের বাসনার আসিতে লাগিলেন । ৩৫

অতদিকে মূনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিও রামায়ণগায়ক কুল ও  
 লবকে সঙ্গে লইয়া ঋষিবাটের (ঋষিপঞ্জীর) নিকটে গমন  
 করিলে । ৩৬

তথায় সগাধির শেবে একান্তে অবস্থিত শান্ত মূনি বাল্মীকিকে  
 কুল কথাপ্রসঙ্গে জানশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৭

কুলঃ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং জানশাস্ত্রং কথাস্তরে ॥ ৩৭  
 ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি সজ্জেকপাদবতোহথিলম্ ।  
 দেহিনঃ সংসৃত্তের্বন্ধঃ কথমুংপত্ততে দৃঢ়ঃ ॥ ৩৮  
 কথং বিমুচ্যতে দেহী দৃঢ়বদ্ধাস্তবাস্তিধাং ।  
 বস্তুমহীসি সর্ব্বজ্ঞ মত্বা শিষ্যায় তে মূনে ॥ ৩৯  
 বাল্মীকিরুবাচ ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে সর্ব্বং সজ্জেকপাদ বন্ধ-মোক্ষয়োঃ ।  
 স্বরূপং সাধনং চাপি মত্তঃ শ্রদ্ধা যথোদিতম্ ॥ ৪০  
 তথৈবাচর ভজং তে জীবমুক্তো ভবিষ্যসি ।  
 দেহ এব মহাগেহমদেহশ্চ চিদান্ননঃ ॥ ৪১  
 ভস্মাহঙ্কার এবাস্মিগ্নস্তৌ তেনৈব কল্লিতঃ ।  
 দেহগেহাভিমানং স্বং সমারোপ্য চিদান্ননি ॥ ৪২  
 তেন তাদাত্ম্যাপন্নং স্বচেষ্টিতমশেষতঃ ।  
 বিদধাতি চিদানন্দে ভাস্মাসিতবপুঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩  
 তেন সঙ্কলিতো দেহী সঙ্কল্লিনিগড়াত্ততঃ ।  
 পুত্রদারগৃহাদীনি সঙ্কল্লয়তি চানিশম্ ॥ ৪৪

ভগবন্ । আমি আপনার নিকট হইতে সংক্ষেপে অথচ  
 সম্পূর্ণ এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি যে, দেহধারী জীবের এই  
 দৃঢ় সংসারবন্ধন কিরূপে উৎপন্ন হয় ? ৩৮

হে সর্ব্বজ্ঞ । দেহী দৃঢ়ভাবে বন্ধ সেই সংসারবন্ধন হইতে  
 কিরূপে মুক্তিলাভই বা করিয়া থাকে ? হে মূনে । আমি  
 আপনার শিষ্য, অতএব আমাকে আপনি ইহা বলুন । ৩৯

বাল্মীকি কহিলেন,—বৎস । শ্রবণ কর । আমি তোমাকে  
 বন্ধ ও মোক্ষের স্বরূপ এবং উপায় বলিতেছি । আমার নিকট  
 হইতে শ্রবণ করিয়া আমার বাক্য যথাযথভাবে আচরণ কর,  
 ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে এবং জীবমুক্ত হইয়া যাইবে ।  
 এই দেহই অর্থাৎ জীবদেহই সেই অদেহ—নিরাকার চৈতন্য-  
 স্বরূপ আত্মার মহাগেহ । ৪০-৪১

এই জীবদেহরূপ গৃহে অহঙ্কারই সেই আত্মার ‘মন্ত্রী’ । এই  
 অহঙ্কার তাঁহারই দ্বারা কল্লিত । এই আত্মকল্লিত অহঙ্কার  
 আবার যীর দেহ-গেহবিষয়ক অভিমানকে চৈতন্যরূপ  
 আত্মাতে আরোপিত করিয়া সেই আত্মার সহিত অভিন্নবৎ  
 এক সম্বন্ধ স্থাপিত করত সেই আত্মার সহিত সম্বন্ধবশতঃ স্বয়ং  
 আত্মতুল্য সামর্থ্যশালী হইয়া নিজের বাবতার কার্য্য চিদানন্দময়  
 আত্মার উপর স্থাপিত করে । ৪২-৪৩

সেই অহঙ্কারকৃত সঙ্কল্পের বশীভূত দেহধারী জীব সেই  
 সঙ্কল্প অর্থাৎ বাসনারূপ মনোবৃত্তিরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া  
 নিরন্তর পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদির কামনা করিতে থাকে । ৪৪



সকলয়ন্ স্বয়ং দেহী পরিশোচতি সর্বদা ।  
 ত্রয়ন্তুশাহমো দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ ॥ ৪৫  
 তমঃসত্ত্বরজঃসংজ্ঞা ক্রগতঃ কারণং স্থিতেঃ ।  
 তমোরূপাঙ্কি সকল্লান্নিত্যং তামসচেষ্টয়া ॥ ৪৬  
 অত্যন্তং তামসো ভূত্বা কৃমিকীটত্মাপ্পুয়াং ।  
 সত্ত্বরূপো হি সকল্লো ধর্মজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ৪৭  
 অদূরমোক্সসাত্ত্বজ্যঃ স্ত্বরূপো হি তিষ্ঠতি ।  
 রজোরূপো হি সকল্লো লোকে স ব্যবহারবান্ ॥ ৪৮  
 পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারামুরজিতঃ ।  
 ত্রিবিধং তু পরিত্যজ্য রূপমেত্তমহামতে ॥ ৪৯  
 সকল্লঃ পরমাপ্নোতি পরমাত্মপরিষ্কয়ে ।  
 দৃষ্টীঃ সর্বাঃ পরিত্যজ্য নিয়মা মনসা মনঃ ॥ ৫০  
 সবাহ্যভ্যন্তরার্থশ্চ সকল্লশ্চ ক্ষয়ং কুরু ।  
 যদি বর্ষসতশ্চাপি তপশ্চরসি দারুণম্ ॥ ৫১

দেহী স্বয়ং এইভাবে নানা সকল্ল করিতে করিতে সর্বদা  
 শোক করিতে থাকে। সেই অহংকারের তমঃ, সত্ত্ব ও রজো-  
 নামক অধম, উত্তম এবং মধ্যম—এই তিন প্রকার দেহ অর্থাৎ  
 তমোগুণাত্মক অধমদেহ, সত্ত্বগুণাত্মক উত্তম দেহ এবং রজো-  
 গুণাত্মক মধ্যম দেহ—এই ত্রিবিধ দেহ আছে। এই দেহসকলই  
 অঙ্গহিত্তির কারণ ॥ ৪৫

ভগ্নাথ্যে তমোরূপ সকল্লপ্রভাবে নিত্য তামস চেষ্টা ঘরা  
 অভ্যন্ত তামসপ্রকৃতি হইয়া কৃমি-কীটাদি তামসিক নীচ  
 বোনিতে অঙ্গলাভ করে। কিন্তু বাহ্যের সকল্ল সত্ত্বময়, সেই  
 দেহী ধর্মপরায়ণ এবং জ্ঞানী হইয়া থাকে ॥ ৪৭

তাহার মোক্ষসাত্ত্বজ্য অদূরবর্তী এবং সেই ব্যক্তি সুখী  
 হইয়া অবস্থান করে। বাহ্যের সকল্ল রজোময়, সেই ব্যক্তি  
 সংসারে ব্যবহারনিপুণ হইয়া ও পুত্র-স্ত্রীপ্রভৃতিতে অনুরক্ত  
 হইয়া সংসারমধ্যে অবস্থান করে ॥ ৪৮

মহামতে! বাহ্যের সকল্ল এই ত্রিবিধ রূপ পরিত্যাগ করিয়া  
 স্বয়ং উপরত হয়, সেই ব্যক্তি পরম পদ লাভ করিয়া থাকে।  
 তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগের দ্বারা  
 মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া বাহ্য ও আন্তরবিষয়ক  
 সকল্লের ক্ষয় কর। হে নিষ্পাপ বৎস! যদি সহস্র বৎসর হৃদয়

পাতালস্থ ভূস্থ স্বর্গস্থ্যাপি তেহনঘ ।  
 নাশ্যঃ কশ্চিচ্ছপায়োহস্তি সকল্লোপশমাদৃতে ॥ ৫২  
 অনাবাধেহবিকারে শ্বে শ্বখে পরমপাবনে ।  
 সকল্লোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরং কুরু ॥ ৫৩  
 সকল্লভক্তৌ নিখিলা ভাবাঃ প্রোক্তাঃ কিলানঘ ।  
 ছিদ্রে তক্তৌ ন জানীমঃ ক যান্তি বিভবাঃ পরাঃ ॥ ৫৪  
 নিঃসকল্লো যথাপ্রাপ্তব্যবহারপরো ভব ।  
 ক্ষয়ে সকল্লজালশ্চ জীবো ব্রহ্মত্মাপ্পুয়াং ॥ ৫৫  
 অধিগতপরমার্থতায়ুপেভ্য  
 প্রসভমপাশ্চ বিকল্লজালমূঢ়ৈঃ ।

অধিগময় পদং তদধিতীয়ং

বিততশ্চায় শ্বশুপ্তচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

তপস্তা কর এবং পাতাল, ভূতল ও স্বর্গ—এই যে কোনও স্থানেই  
 অবস্থান কর, সকল্লক্ষয় ব্যতীত মোক্ষলাভের আর অন্য কোনও  
 উপায় নাই ॥ ৪৯-৫২

নিবির, অবিকৃত এবং পরমপাবন আত্মসুখ লাভবিষয়ে  
 সকল্লকে ক্ষয় করিতে পুরুষকার অবলম্বন করত বিশেষ যত্ন  
 কর ॥ ৫৩

অনঘ! নিখিল সংসারপ্রবর্তক ভাবসমূহ সকল্লসূত্রে গ্রথিত  
 আছে, এই সূত্র ছিন্ন হইলে সেই সব ভাবসমূহ কোণার বাহ,  
 তাহা জানি না ॥ ৫৪

তুমি সকল্ল ত্যাগ করিয়া যথাপ্রাপ্ত বস্তু ব্যবহার কর অর্থাৎ  
 বাহা লাভ করিবে, উদ্ভারাই জীবন নির্বাহ করিয়া যাইবে।  
 এইভাবে সকল্লজাল ছিন্ন হইলে পর জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত  
 হয় ॥ ৫৫

বৎস! তুমি চিত্তবৃত্তিকে সুশুপ্ত করিয়া রাখ অর্থাৎ বিষয়-  
 বাসনা হইতে চিত্তবৃত্তিকে নিবৃত্ত কর। বিকল্লজালকে সবলে  
 সমাগ্ররূপে পরিত্যাগ করত ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া সেই  
 অধিতীর পরম পদ অধিগম্য সুখের জন্য লাভ করিতে সমর্থ  
 হইবে ॥ ৫৬

শ্রীমদার্যি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যাত্মরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদপ্রসঙ্গে উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ

( কুশ-লবের জন্মবৃত্তান্তঃ, সীতাদেব্যাঃ পাতালপ্রবেশশ্চ । )

ঐমহাদেব উবাচ

বান্দ্রীকিনা বোধিতোহসৌ কুশঃ সন্তো গভ্রমঃ ।  
অন্তর্ভুক্তো বহিঃসর্বমন্তুকুর্বংশচচার সঃ ॥ ১  
বান্দ্রীকিরপি ভৌ প্রাহ সীতাপুত্রৌ মহাধিয়ৌ ।  
ভত্র ভত্র চ গায়ন্তৌ পুরে বীথিশু সর্বতঃ ॥ ২  
রামস্যাগ্রে প্রগায়েতঃ শুভ্রশূর্যদি রাঘবঃ ।  
ন গ্রাহ্যং বৈ বুভাভ্যাং তদ্ যদি কিঞ্চিৎ প্রদান্ততি ॥ ৩  
ইতি ভৌ চোদিতৌ ভত্র গায়মানৌ বিচেরতুঃ ।  
যথোক্তমুশিণা পূর্বং তত্র তত্রাভ্যাগায়তাম ॥ ৪  
তাং সংশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্বচর্য্যাং ততস্ততঃ ।  
অপূর্বপাঠজাতিঞ্চ গেয়েন সমভিপ্লুতাম ॥ ৫  
বালয়ৌ রাঘবঃ শ্রুত্বা কোতুহলমুপেয়িবান্ ।  
অথ কস্মীন্তরে রাজা সমাহুয় মহামুনীন্ ॥ ৬

সপ্তম অধ্যায় ।

[ কুশ-লবের জন্মবৃত্তান্ত ও সীতাদেবীর পাতালপ্রবেশ । ]

ঐমহাদেব কহিলেন,—দেবি। বান্দ্রীকিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সেই কুশ ভৎসনাং ভ্রমশূন্য হইল এবং অন্তরে বোগবৃত্ত হইয়া বাহিরে সাংসারিক সমস্ত কার্যের অনুকরণ করিতে লাগিল ॥ ১

বান্দ্রীকিও সেই সময় মহামতি দুই সীতানন্দন কুশ ও লবকে বলিলেন,—ভোমরা দুইজনে নগরীতে ও রাজপথসমূহে রামায়ণ গান করিতে থাকিবে ॥ ২

যদি ঈরাম এই রামায়ণ শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারও সম্মুখে গান করিবে। রামায়ণ গান শুনিয়া যদি তিনি কিছু পারিতোষিক দিতে আসেন, তবে ভোমরা গ্রহণ করিও না ॥ ৩

এই কথা বলিয়া মহর্ষি তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহারাও গান করিতে করিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বান্দ্রীকি পূর্বে বেক্রপ বলিয়াছিলেন, কুশ ও লব ভদ্রনুসারে সেই সেই স্থানে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪

এদিকে কাকুৎস্থ ঈরাম সেই সব স্থানে অপূর্ব পাঠজাতি-

(১) এ বিষয়ে মহর্ষি বান্দ্রীকি,—“ভাক শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ কথ্যং দিব্যাভূতোপমাম্। অপূর্ব্যং পাঠজাতিঞ্চ গেয়েন সমভিপ্লুতাম্ ॥” ৭১০০১২

রাজশৈচব নরব্যাভ্রঃ পণ্ডিতাংশৈচব নৈগমান্ ।

পৌরাণিকান্ধন্দবিদৌ যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭

এতান্ সর্বান্ সমাহুয় গায়কৌ সংপ্রবেশয়ৎ ।

তে সর্বের হৃষ্টমনসৌ রাজানৌ ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৮

রামং ভৌ দারকৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা হনিমেষণাঃ ।

অবোচন্ সর্ব এবৈতে পরম্পরমথাগতাঃ ॥ ৯

ইমৌ রামস্ত সদৃশৌ বিশ্বাদ্ বিশ্বমিবোদিতৌ ।

জটিলৌ যদি ন স্মাতাং ন চ বন্ধনধারিণৌ ॥ ১০

বিশেষং নাধিগচ্ছামৌ রাঘবস্থানয়োস্তদা ।

এবং সংবদতাং ভেবাং বিস্মিতানাং পরম্পরম্ ॥ ১১

উপচক্রমতুর্গাতুং তাভূবৌ মুনিদারকৌ ।

ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্বমতিমানুষম্ ॥ ১২

সম্পন্ন (১) ও তান-লবসংযোগে গানযুক্ত স্বীয় পূর্ব চরিত্র কথা শ্রবণ করিলেন : ৫

রাঘব বালকদ্বয়ের নিকট তাদৃশ নিজ পূর্বচরিত্রসংবলিত রামায়ণ গান শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কোতুহল প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর নরোত্তম রাণী ঈরাম কোনও এক কার্যোপলক্ষ্যে মহামুনিগণকে, রাজাদিগকে এবং বেদজ্ঞ-পৌরাণিক-বৈয়াকরণাদি পণ্ডিতমণ্ডলকে আহ্বান করিয়া, অন্যান্য যে সব বৃদ্ধ দ্বিজগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে এবং সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া সেই দুই গায়ককে সম্মান করত সভামধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ইহাতে সেস্থানে স্থিত রাজারা ও ব্রাহ্মণাদি সকলে মনে মনে হৃষ্ট হইলেন ॥ ৬-৮

ভারপর ভাষার আগন্ত সকলে রামকে ও সেই বালকদ্বয়কে অনিমিষনয়নে দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইলেন এবং সকলে পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৯

এই দুই বালক ঠিক যেন রামেরই সদৃশ, রামের মূর্তি হইতে যেন প্রতিমূর্তি আবির্ভূত হইয়াছে। সত্যই, ইহাদের যদি জটা না থাকিত এবং ইহারা বন্ধনধারী না হইত, তাহা হইলে রাম ও এই দুই বালকের মধ্যে পার্থক্য আমরা বুঝিতেই পারিতাম না। বিস্মিত হইয়া এইভাবে তাঁহারা সকলে যখন পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন, তখন সেই দুই মুনিকুমার গান আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সেই অপাখিষ গান্ধর্ব গান মধু-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১০-১২

শ্রদ্ধা তদধুরং গীতম্পরাহু রঘুতমঃ ।  
 উবাচ ভরতঃ চাত্যং দীয়তামবুতং বশু ॥ ১০  
 দীয়মানং সুবর্ণস্ত ন তজ্জগৃহতুস্তদা ।  
 কিমনেন সবর্ণেন রাজনৌ বজ্রভোজিনৌ ॥ ১৪  
 ইতি সন্ত্যজ্য সম্পত্তং জগতুমু'নিসম্মিধি ।  
 এবং শ্রদ্ধা তু চরিতং রামঃ স্বশ্রেষ্ঠ বান্ধিতঃ ॥ ১৫  
 জাহা সীতাকুমারৌ তৌ শক্রয়ং চৈদমব্রবীৎ ।  
 হনুমন্তং সুবেণঞ্চ বিভীষণমথাক্ষদম ॥ ১৬  
 ভগবন্তং মহাত্মানং বান্দ্রীকিং মুনিসত্তমম ।  
 আনয়ধ্বং মুনিবরং সসীতং দেবসম্মিতম ॥ ১৭  
 অশ্রান্ত পৰ্যদৌ মধ্যে প্রত্যয়ং জনকাত্মজা ।  
 করৌতু শপথং সৰ্বে জানন্ত গতকল্মষাম ॥ ১৮

রঘুতম রাম অপরাহুকালে সেই সুমধুর রামায়ণগীত-শ্রবণ করিয়া ভরতকে বলিলেন,—ইহাদের দুইজনকে দশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা (১) প্রদান কর ॥ ১০

সেই সময় ভরত সুবর্ণ প্রদান করিতে বাইলে কুল ও লব তাহা গ্রহণ করিলেন না । তাঁহারা বলিলেন,—রাজন । আমরা বনজাত-কলমূলগোপী বনবাসী, সুভরাত এই সুবর্ণে আমাদের কি হইবে ? ১৪

এইভাবে প্রদত্ত ধন পরিভ্যাগ করিয়া (২) কুল ও লব মুনি বান্দ্রীকির নিকটে গমন করেন । রাম নিশ্চেষ্টই ন্যায় এক্রপ চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ১৫

তাহার পর রামায়ণগায়ক সেই দুই কুমারকে সীতার সন্তান বলিয়া জানিতে পারিয়া শক্রয়, হনুমান, সুবেণ, বিভীষণ ও

(১) মহামুনি বান্দ্রীকিও দশহাজার সুবর্ণদানের কথা বলিয়াছেন,—“শ্রদ্ধা বিংশতিসর্গান্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ ।  
 আভ্যাং দশসহস্রাণি সুবর্ণস্য কৃতাকৃতম্ ॥” ৭।১০০।১৫

(২) ধনভ্যাগবিষয়ে বান্দ্রীকিরামায়ণে, — “দীয়মানং সুবর্ণং তু ন তৌ জগৃহতুস্তদা । উচুতু মহাত্মানৌ কিং ধনেন বিশাং পতে । বন্তেন কল-মূলে ন নিরতানং বনৌকসাম্ ।  
 কিমস্মাকং হিরণ্যেন সুবর্ণেনাপি বা নৃপ ॥” ৭।১০১।১৭-১৮

(৩) বান্দ্রীকিমুনিকে আনয়নপ্রসঙ্গে স্বয়ং বান্দ্রীকি ভদীর আদিকাব্যে বান্দ্রীকিরামায়ণে বলিয়াছেন,—“ভগ্নিন্ গীতেহথ বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুলী-লবৌ । তস্তাঃ পরিবদৌ মধ্যে রামো বাক্যমুবাচ হ । শক্রয়ং বোধ্যসম্পন্নং হনুমন্তক বানরম্ ।  
 বিভীষণঞ্চ ধর্মজং সুবেণঞ্চ পরভগম্ । ভগবন্তং মহাত্মানং বান্দ্রীকিমুণিসত্তমম্ । আনয়ধ্বমিহোদারং সসীতং দেব-সম্মিতম্ ॥” ৭।১০২।৬-৮

সীতাং তদবচনং শ্রদ্ধা গতাঃ সর্বৈহতিবিস্মিতাঃ ।  
 উচুর্থথোক্তং রামেণ বান্দ্রীকিং রামপার্ষদাঃ ॥ ১৯  
 রামস্ত হৃদগতং সর্বং জাহা বান্দ্রীকিরব্রবীৎ ।  
 স্বঃ করিস্থতি বৈ সীতা শপথং জনসংসদি ॥ ২০  
 যোষিতাং পরমং দৈবং পতিরেষ ন সংশয়ঃ ।  
 তচ্ছ্রদ্ধা সহসা গতা সর্বৈ প্রোচুমু'নৈর্বচঃ ॥ ২১  
 রাঘবশ্রাপি রামোহপি শ্রদ্ধা মুনিবচন্তথা ।  
 রাজানো মুনয়ঃ সর্বৈ শৃণুধ্বমিতি চাত্রবীৎ ॥ ২২  
 সীতায়োঃ শপথং লোকা বিজ্ঞানন্ত শুভাস্তভ্যম্ ।  
 ইত্যুক্তা রাঘবেণাথ লোকাঃ সর্বৈ দিদ্মুদ্বঃ ॥ ২৩  
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ।  
 বানরাশ্চ সমাজগ্নুঃ কৌতুহলসমম্বিতাঃ ॥ ২৪

অতদেকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৬

ভোমরা সকলে মৌন ব্রতধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাত্মা, দেবোপম, ভগবান্ মুনিবর বান্দ্রীকিকে সীতার সহিত আনয়ন কর (৩) ॥ ১৭

জনকনন্দিনী সীতা এই সভামধ্যে সকলের সমক্ষে শপথ করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন করুন, ইহাতে সকলে সীতাকে নিষ্পাপ বলিয়া অবগত হউক । ঐরামের এই কথা শ্রবণ করত সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গমন করিলেন এবং রাম তাহা বলিয়া দিরাহিলেন, এই রাম-পার্ষদগণ তাহাই স্বধাযথভাবে বান্দ্রীকিকে বলিলেন ॥ ১৮-১৯

তখন মহর্ষি বান্দ্রীকি ঐরামের হৃদগত সব অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন,—সীতা আগামী কাল রামবাক্যানুসারে জনসভায় তাঁহার শপথ করিবেন ; কারণ, রমণীগণের পতিই হইলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২০

এই কথা শ্রবণ করত সেই রাম-পার্ষদগণ সকলে সহসা রামের নিকট গমন করত মুনি বান্দ্রীকি-কথিত বাক্য নিবেদন করিলেন । ঐরামও মুনিবাক্য শ্রবণ করত বলিলেন,—হে রাজগণ । হে মুনিগণ । আপনারা সকলে শ্রবণ করুন ॥ ২১-২২

সীতার শপথ শ্রবণ করত পর্যালোচনা করিয়া সকলে তাঁহার ধর্মাবস্থা জানুন । ঐরাম এই কথা বলিলে পর সকল লোকেই সেই সভায় সীতাদেবীকে (এবং তাঁহার শপথকে) দর্শন করিতে অভিলষী হইলেন ॥ ২৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মহর্ষি এবং বানরগণ সকলে কৌতুহলাকাত হইয়া রাজসভায় আসিতে লাগিলেন ॥ ২৪

ততো মুনিবরভূষণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ।  
 অগ্রতন্তুমুখিং কৃত্বা যাস্তী কিঞ্চিদবাসুখী ॥ ১৫  
 কৃতাজ্জলির্বাঞ্পকণ্ঠী সীতা যজ্ঞং বিবেশ তম্ ।  
 দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীমিবায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুযায়িনী ॥ ২৬  
 বাল্মীকে: পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ।  
 তদা মধ্যে জনৌষস্তু প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৭  
 সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতি প্রাহ চ রাঘবম্ ।  
 ইয়ং দাশরথে সীতা সূত্রতা ধর্মচারিণী ॥ ২৮  
 অপাপা তে পুরা ত্যক্তা মমাত্মমমপীতঃ ।  
 লোকাপবাদভীতেন হুয়া রাম মহাবনে ।  
 প্রত্যয়ং দাস্ততে সীতা তদহুজ্জাতুমর্হসি ॥ ২৯

তদনন্তর মুনিবর বাল্মীকিও সীতাদেবীর সহিত অতিসম্ভর  
 রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সীতাদেবী  
 মহর্ষি বাল্মীকিকে অগ্রে করিয়া ঈষৎ অবনতবদনে কৃতাজ্জলি  
 হইয়া বাইতেছিলেন। সেই সময় বাঞ্পে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ  
 ছিল। এই অবস্থায় সীতাদেবী সেই বজ্জভূমিতে প্রবিষ্ট  
 হইলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী হইয়া লক্ষ্মীদেবীর ভায় বাল্মীকির  
 পশ্চাতে (১) সীতাদেবীকে আগমন করিতে দেখিয়া তখন সভা-  
 মধ্যে সাধুবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই সময় সীতাদেবীর  
 সহিত মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সেই জনগণের মধ্যে প্রবেশ করত  
 শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন,—দশরথনন্দন রাম। এই সীতা  
 সূত্রতা, ধর্মচারিণী ও নিষ্পাপা (২) তুমি ইহাকে পূর্বে আমার  
 আশ্রমের নিকটে লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া পরিত্যাগ  
 করিয়াছিলে। এই সীতা এখন তাহার পরিভ্রমণ প্রমাণ  
 প্রদান করিবে, তুমি তাহাকে অনুমতি দান কর ॥ ২৫-২৯

এই হই জন বালক সীতার পুত্র, ইহারা উভয়ে ‘যমজ,

(১) বিশিষ্টকে অগ্রে করিয়া সীতাদেবীর তৎপশ্চাতে গমন-  
 প্রসঙ্গে বাল্মীকিরামায়ণে—“ভুমুখিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অরগচ্ছদ-  
 বাত্‌মুখী। কৃতাজ্জলির্বাঞ্পবতী কৃত্বা রামং মনোগতম্ ।  
 দৃষ্ট্বা শ্রিয়মিবায়ান্তীং সূত্রতাং ব্রহ্মচারিণীম্ । বাল্মীকে:  
 পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥” ৭।১০৩।২-১০

(২) বাল্মীকির বাক্যরূপে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে,—  
 “অপাপাং মৈথিলীং রাম ত্যক্ত্বা নাহঁসি সূত্রত। ইয়ন্ত  
 বিরজা সাধ্বী ভাস্করন্ত প্রভা যথা। অতথা তব কাকুংহ কস্মাৎ  
 ত্যক্তা হরানয ॥” ২৪৪ ১৮

ইমৌ তু সীতাতনয়াবিমৌ যমলজ্জাতকৌ ।  
 সূত্রৌ তু তব হৃদ্বর্ধৌ তথ্যমেতদ্ ব্রণীমি তে ॥ ৩০  
 প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রো রঘুকুলোদ্বহ ।  
 অনৃতং ন স্মরাম্যুক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ ॥ ৩১  
 বহুন্ বর্ষগণান্ সমাকৃ তপশ্চর্য্যা ময়া কৃত।।  
 নোপাশ্রীয়াং ফলং তস্তা দৃষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥ ৩২  
 বাল্মীকিনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৩৩  
 এবমেতদ্ব্যহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি সূত্রত ।  
 প্রত্যয়ো জনিতো মহ্যং তব বাক্যৈরকিঞ্চিযৈঃ ॥ ৩৪  
 লক্ষ্যামপি দন্তো মে বৈদেহ্যা প্রত্যয়ো মহান্ ।  
 দেবানাং পুরভন্তেন মন্দিরে সম্প্রবেশিতা ॥ ৩৫

হইয়াই অনগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা তোমারই হৃদ্বর্ধ বীর  
 পুত্র—এই তথ্য আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ॥ ৩০

আমি মহর্ষি প্রচেতার দশম পুত্র, রঘুবংশধর রাম। আমি  
 যে কখনও মিথ্যা বলিরাছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না;  
 অতএব ইহারা হইলেন তোমারই সন্তান অর্থাৎ তোমার ঔরস-  
 জাত পুত্র ॥ ৩১

আমি বহু বর্ষসকল ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে তপস্যাচরণ  
 করিয়াছি, (৩) যদি এই মিথিলাব্রাজনিনী সীতা দৃষ্টা হন,  
 তাহা হইলে আমি যেন সেই সব তপস্যার ফল ভোগ করিতে  
 না পাই। বাল্মীকি একরূপ বলিলে পর শ্রীরাম প্রত্যুত্তরে  
 বলিলেন ॥ ৩২-৩৩

হে মহাপ্রাজ্ঞ সূত্রত। আপনি বাহা বলিতেছেন, তাহা  
 যথার্থই অর্থাৎ আপনার বাক্য শ্রব সত্য। আপনার পবিত্র  
 বাক্যসমূহে আমার বিশ্বাস উপগম হইয়াছে ॥ ৩৪

এই বিদেহ-রাজকতা সীতা লঙ্কানগরীতে আমার ও  
 দেবগণের সম্মুখে ‘অগ্নিপরীক্ষা’ দিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয়  
 উপপাদন করিয়াছিল। সেই কারণেই সীতাকে গৃহে প্রবেশ  
 করাইয়াছিলাম ॥ ৩৫

(৩) বাল্মীকির শপথকরণ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—  
 “বহুন্ বর্ষগণান্ সৌম্য তপশ্চর্য্যা ময়া কৃত।। প্রাপ্তুরাং ন  
 ফলং তস্তা দৃষ্টেয়ং যদি মৈথিলী। কর্ণযা মনসা বাচা ন  
 মেহতি কলুবীকৃতম্। প্রাপ্তুরাং ন ফলং তস্ত দৃষ্টেয়ং যদি  
 মৈথিলী ॥” ৭।১০৩।১৮-১৯

সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্ অপাপাপি সতী পুরা ।  
 সীতা ময়া পরিত্যক্তা তবাংস্তং ক্রন্তমর্হতি ॥ ২৬  
 মমৈব জাতৌ জানামি পুত্রাবেতৌ কুশীলবৌ ।  
 শুদ্ধায়ং জগতৌমধ্যে সীতায়ং প্রীতিরস্তু মে ॥ ২৭  
 দেবাঃ সর্বৈঃ পরিজ্ঞায় রামাভিপ্রায়মুৎসুকাঃ ।  
 ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সমাজগুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮  
 প্রজাঃ সমাগমন্ হৃষ্টাঃ সীতা কোষেয়বাসিনী ।  
 উদমুখী হৃষোদৃষ্টিঃ প্রাজ্ঞলির্বা ক্যমববৌ ॥ ২৯  
 রামাদন্তং যথাহং বৈ মনসাপি ন চিন্তয়ে ।

ব্রহ্মন্। এই সেই সীতা যে নিষ্পাপা, তাহা আমি জানি, তথাপি এই সীতাকে আমি লোকাপবাদের ভয়ে পূর্বে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৩৬

আমারই উরসজাত এই দুই পুত্র কুশ ও লবকে আমি জানি। এখন এই সীতা জগতের মধ্যে শুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা হইলে পর আমার অভিশয় প্রীতিলাভ হইবে ॥ ৩৭

সেই সময় সমস্ত দেবগণও রামের এই অভিপ্রায় বিশেষভাবে অবগত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে রাখিয়া দলে দলে শুভাগমন (১) করিলেন ॥ ৩৮

সমস্ত প্রজাগণও হৃষ্ট হইয়া ভাষার উপস্থিত হইলেন। এই

(১) দেবগণের আগমনসম্বন্ধে মহর্ষি বাল্মীকি,—অভিপ্রায়ং তু রামস্য বিজ্ঞায় সুরসত্তমাঃ। পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। আদিভ্যা বসবো ব্রহ্মা যবরৌ মরুদম্বিনৌ। গন্ধর্বাণ্-সুরসংশ্লেব সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। নাগা বক্ষাঃ সুপর্ণাশ্চ তথা বিদ্যাধরোত্তমাঃ। সীতালপথসম্রাভাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ। ততো বায়ুঃ সুখম্পর্শো দিব্যগন্ধবহঃ শুভঃ। তং জনৌঘং সুরাংশ্চৈব প্রজ্ঞানদয়তি সর্ব্বতঃ। ॥ ৭।১ ৪৬-১

(২) এই অবস্থায় সীতাদেবীর বর্ণনায় মহামুনি বাল্মীকি,—“সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী। অবাত্মুখী বাস্পকলং প্রাজ্ঞলির্বা ক্যমববৌ ॥ ৭।১০৪-১১

(৩) সীতাপ্রার্থনা বাল্মীকিরামায়ণে,—“যথাহং রাঘবা-  
 দজং মনসাপি ন চিন্তয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। মনসা কর্ম্মণা বাচা রামমেব যথার্চয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। যথৈতৎ সত্যমুজং মে ন রামাং কাময়ে পরম্। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ৭।১০৪।১২-১৪

তথা মে ধরণী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ৪০

তথা শপন্ত্যাঃ সীতায়ঃ প্রাহুরাসীন্মহাস্তুতম্।

ভূতলাদ্রিব্যমত্যর্থং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ৪১

নাগৈশ্চৈগ্রিয়মাণঞ্চ দিব্যদেহৈ রবিপ্রভম্।

ভূদেবী জানকী দোর্ভ্যাং গৃহীত্বা স্নেহসংযুতা ॥ ৪২

স্বাগতং ভামুবাচৈন্যাসানে সন্ন্যবেশয়ং।

সিংহাসনস্থায় বৈদেহীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ॥ ৪৩

নিরন্তরা পুষ্পবৃষ্টিং দিব্যা সীতামবাকিরং।

সাধুবাদশ্চ শ্রমহান্ দেবানাং পরমাস্তুতঃ ॥ ৪৪

সময় কোষের বস্ত্রপরিহিতা সীতা কৃতাজলি হইয়া উত্তরদিকে মুখ করত অধোদিকে (২) দৃষ্টি রাখিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

আমি যদি রাম ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা করিয়া না থাকি, (৩) তাহা হইলে এই দেবী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন অর্থাৎ ভূগর্ভে আমাকে স্থান দান করুন ॥ ৪০

সীতাদেবী যখন এইভাবে শপথ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সম্মুখে ভূতল হইতে (৪) মহাবিচিত্র, অভিশয় দিবা, অনুত্তম, দিব্য দেহধারী নাগশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক ধৃত এবং সূর্য্যতুলা কান্তিমান্ এক সিংহাসন প্রাহুর্ভূত হইল। তারপর স্বয়ং ভূদেবী স্নেহভরে দুই হস্তে সীতাদেবীকে ধরিয়া (৫) তাঁহাকে বলিলেন—“স্বাগত”-মুখে আগমন কর; এই বলিয়া সীতাদেবীকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার উপর নিরন্তর দিব্য পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সেই পুষ্পবৃষ্টি সীতাদেবীকে আচ্ছাদিত করিল। তখন দেবভাগ্যের মধ্যেও অতি বিচিত্র পরম মহান্ সাধুবাদ উদ্ভিত হইতে লাগিল ॥ ৪১-৪৪

(৪) মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন, “ভূতল ভেদ করিয়া” যথা,—“তথা শপন্ত্যাং সীতায়ং প্রাহুরাসীন্মহাস্তুতম্। ভূতলং ভিত্তি সহসা সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ৭।১০৪।১৫

(৫) এবিষয়ে পদ্মপুরাণবর্ণিত,—“ততো রক্তময়ং পীঠং পৃষ্ঠে ধৃত্বা যগেশ্বরঃ। রসাতলাং তদা বীরো বিজ্ঞাপ্য জননীং তদা। ভূতলং ধরণী দেবী হস্তাভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীম্। স্বাগতেনাভি-  
 নন্দ্যেনামাসনে সন্ন্যবেশয়ং ॥ ২৪৪:২৭-২৮ উত্তরখণ্ডে।

সীতাদেবী ভংকালীন গরুড়ে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, পদ্মপুরাণে ইহার পরেও উল্লেখ আছে। যথা,—“সাপি দিব্যাপরোভিত পুণ্যমানা সনাতনী। বৈনতেয়ং সমাক্রুত্ব তন্মাদ্ভাগীদ্য দিবং যবৌ ॥ ২৪৪।৩০ উত্তরখণ্ডে।

উচুশ্চ বহুধা বাচো হস্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ ।  
 অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্বৈ স্বাবর-জজমাঃ ॥ ৪৫  
 বানরাশ্চ মহাকায়াঃ সৌভাশপথকারণাং ।  
 কেচিচ্চিন্তাপরাস্তাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৬  
 কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তঃ কেচিৎ সীতামচেতসঃ ।  
 মুহূর্তমাত্রং তৎসর্বং তুষীভূতমচেতনম্ ॥ ৪৭  
 সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা সর্বং সম্মোহিতং ভগৎ ।  
 রামস্ত সর্বং জ্ঞাত্বৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবম্ ॥ ৪৮  
 অজানন্নিব হৃৎখেন শুশোচ জনকাত্মজাম্ ।

অন্তরীক্ষে স্থিত দেবগণ তখন বহুভাবে নানা কথা বলিতে লাগিলেন অর্থাৎ সকলেই সীতাদেবীর উচ্চুসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপ কি ভূতল কি আকাশস্থিত স্বাবর ও জজম সকল প্রাণী এবং বিশালদেহ বানরগণ সেই সময় সীতার শপথবশতঃ কেহ কেহ নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ আবার ভৎকালীন সীতাদেবীকে ধ্যান করিতে লাগিল (১) ॥ ৪৫-৪৮ ॥

কেহ কেহ তখন যেন বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া রামকে দর্শন করিতে লাগিল, আবার কেহ কেহ সীতাদেবীকে দর্শন করিতে লাগিল। এইভাবে তখন মুহূর্তমাত্র সকলেই যেন অচেতন্ত, অস্তব নিম্পন্দ এবং অবাক—নিঃশব্দ হইয়া রহিল ॥ ৪৭ ॥

সেই সময় সীতার পাভালপ্রবেশ দেখিয়া সমস্ত ভগৎ মোহিত হইয়া পড়িল। অত্র দিকে ঈরাম ভবিষ্যতের কার্য্যের সর্বভোভাবে ভরুত জ্ঞাত হইয়াই যেন না জানার ভাণ করিয়া

(১) বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ ভাব দেখা যায়,—  
 “কেচিদ্ বিনেত্ৰঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ ধ্যানপরায়ণাঃ । কেচিদ্  
 রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামমুচিন্তয়ন্ত ॥” ৭।১০৪।২৩

(২) বাল্মীকিরামায়ণে দেখা যায়, ঈরাম কেবল শোক করেন নি, তিনি তখন পৃথিবী দেবীর প্রতি ক্রুদ্ধও হইয়াছিলেন,—  
 “স ক্রুদ্ধা চিরং কালমুষ্ণং বাপ্সমবাসৃজৎ । ক্রোধ-শোক-  
 সমাবিক্টো রামো বাক্যমথাজবীং ॥” ১০০০ বসুধে তৎ ভগবতি  
 সীতাং নির্ধাতয়ত মে । দর্শয়িতামি বা ক্রোধং যথা মামব-  
 গচ্ছসি ॥ ১০০০ জানন্নক্ষয়ং যনিত্রং মে জদাহং মৈথিলীকুতে ।  
 সপর্কভ-বনাং কুংস্রাং যনিতামি বসুধরাম্ ॥ অস দাস্যতি বা  
 সীতাং তথাক্রপাং স্বয়ং মহী । নাশয়িতামি বা ভূমিং  
 সর্বমাপো ভবিত্যতি ॥” ৭।১০৫।৪-১৩

এইরূপ রামের ক্রোধ, তারপর রামার উপদেশ এবং রসাতল

ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সার্বং বোধিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯

প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নাচ্চকারানন্তরাঃ ত্রিযাঃ ।

বিসসর্জ ঋষীন্ সর্বান্ ঋষিজে য়ে সমাগতাঃ ॥ ৫০

তান্ সর্বান্ ধনরত্নাদৈত্যোত্তোষয়ামাস ভূরিশঃ ।

উপাদায় কুমারৌ ভাবয়োধ্যামগমং প্রভুঃ ॥ ৫১

ভদাদি নিম্পৃহো রামঃ সর্বভোগেষু সর্বদা ।

আত্মচিন্তাপরো নিত্যমেকাশ্তে সমুপস্থিতঃ ॥ ৫২

একাশ্তে ধ্যাননিরতে একদা রাঘবে সতি ।

জ্ঞাত্বা নায়ায়ণং সাক্ষাৎ কৌশল্যা প্রিয়বাদিনী ॥ ৫৩

হুংখে জনকনন্দিনী সীতাদেবীর জন্য শোক করিতে লাগিলেন। তখন ঋষিগণের সহিত বিশ্বদ্রষ্টা ব্রহ্মা ঈরামকে প্রবোধ দান করিলেন (২) ॥ ৪৮-৪৯ ॥

ব্রহ্মার বাক্যে প্রতিবুদ্ধ হইয়া ঈরাম স্বপ্রোথিত ব্যক্তির ন্যায় অনন্তর-কর্তব্য কার্য্যসমূহ করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত ঋষিগণকে এবং যে সমস্ত ঋত্বিক্গণ আসিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিলেন ॥ ৫০ ॥

ঈরাম তাঁহাদিগের সকলকেই প্রভূত ধনরত্ন দান করিয়া সন্তোষবিধান করিলেন। ভদনন্তর প্রভু ঈরাম দুই কুমার কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন ॥ ৫১ ॥

ঈরাম সেই সময় সর্বদা সমস্ত ভোগসমূহে নিম্পৃহ হইয়া আত্মচিন্তায় ভৎপর থাকিয়া কেবল নির্জনে বসিয়া থাকিতেন ॥ ৫২ ॥

এইরূপ একদিন ঈরাম নির্জনে ধ্যাননিবিষ্ট আছেন, একজন সময়ের প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যাদেবী রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্বক প্রশ্নাম হইতে অশরীরোৎপন্ন বাণী কর্তৃক রামের প্রতি উপদেশ বর্ণিত আছে, “এতদ্ব্যস্তরং বাণী নিঃসৃতা ধরণীতলাৎ । অহি ত্বং রাম সত্যং কৃতান্তো হ্রত্ কামম্ । কাঙক্ষসে যচ্চ বৈদেহীং তদবুধা পরিভগ্যসে । দুর্লভং দর্শনং তস্মাত্ত্বলোকো বা প্রতিষ্ঠিতাঃ । ইহহা পূজ্যতে নাগৈর্মর্ত্যালোকে চ মানুষৈঃ । পিতৃণাঞ্চ সুধা স্বর্গে সা তুষ্টিরমৃত্যুশানিাম্ । জীবৎসবক্ষসো দেহে সৈব লক্ষীঃ প্রতিষ্ঠিতা । সিদ্ধানাং স্বর্গসংস্থানাং সা চ সিদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা । নিবর্ত্তর মতিং রাম বৈদেহ্যা দর্শনং এতি । ব্রহ্মব্যগ্ধা যদি তে সীতা পুত্রৌ পশু কুশী-লবৌ । জরভাক্তত্ত্বং কাব্যং সত্যং বাল্মীকিনা কৃতম্ । উত্তরে যদ্ ভবিষ্যত যথা প্রাহ পিতামহঃ ॥” ৭।১০৫ ২৭-৩২

ভক্তাগত্য প্রসন্নং তং প্রণতা গ্রাহ হৃষ্টবীঃ ।

রাম তং জগতামাদিরাদিমধ্যান্তবজ্জিত ॥ ৫৪

পরমাত্মা পরানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ ।

জাতোহসি মে গর্ভগৃহে মম পুণ্যাতিরেকতঃ ॥ ৫৫

অবসানে মমাপ্যন্ত সময়োহভূদ রঘুন্তম ।

নাভ্যাপ্যবোধকঃ কুৎসো ভববন্ধো নিবর্ততে ॥ ৫৬

ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্তকম্ ।

যথা সঙ্কেপতো ভূয়াস্তথা বোধয় মাং বিভো ॥ ৫৭

নির্বৈদবাদিনীমেবং মাতরং মাতৃবৎসলঃ ।

দয়ালুঃ গ্রাহ ধর্ম্মাত্মা জরাজর্জরিতাং শুভাম্ ॥ ৫৮

মার্গাজ্ঞয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধক্যঃ ।

কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিয়োগশ্চ স্বাশ্রিতঃ ॥ ৫৯

ভক্তিবিভিন্দ্যতে মাতজ্জিবিধা গুণভেদতঃ ।

করিয়া সেই প্রসন্ন শ্রীরামকে হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন,—  
হে রাম! তুমি এই দৃশ্যমান জগতের আদ, কিন্তু তুমি স্বয়ং  
আদি, মধ্য ও অন্তবজ্জিত ॥ ৫৩-৫৪

তুমি পরমাত্মা, পরানন্দময়, পূর্ণ, পুরুষ ও ঈশ্বর। তুমি  
আমার অভিরিক্ত পুণ্যবশতঃ আমার গর্ভ-গৃহে আবির্ভূত  
হইয়াছ ॥ ৫৫

হে রঘুন্তম। এখন আমার অন্তিম দশা; তোমারও লীলা  
সম্বরণ করিবার সময় আসিতেছে, সেই কারণে জিজ্ঞাসা করি,—  
অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সমস্ত সংসারবন্ধন আমার অদ্যপি নিবৃত্তি  
হয় নাই ॥ ৫৬

হে বিভো। অতএব আমার যাহাতে সংসারবন্ধনচ্ছেদক  
জ্ঞান এখন উৎপন্ন হয়, তুমি সেইভাবে সংক্ষেপে আমাকে  
ভদনুরূপ জ্ঞান উপদেশ কর ॥ ৫৭

বার্জকো জর্জরিতদেহা, পরমপবিত্রা জননী কৌশল্যা  
দেবীকে নির্বৈদ (বৈরাগ্যব্যঞ্জক আকৃতি) সহকারে এইরূপ  
প্রশ্ন করিতে দেখিয়া মাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা দয়ালু শ্রীরাম  
বলিলেন ॥ ৫৮

মাতঃ। আমি পুরাকালে মোক্ষপ্রাপ্তিকারক ত্রিবিধ পথের  
কথা বলিয়াছি। সেই তিনটি পথ হইল,—ঈশ্বর্যোগ, জ্ঞানযোগ  
ও শাস্ত্রত (নিত্য—চিরস্থায়ী) ভক্তিয়োগ ॥ ৫৯

মাতঃ। এই ভক্তিয়োগ আবার গুণভেদে তিন প্রকারে  
বিভক্ত; কারণ, বাহার স্বভাব বৈরূপ হইবে, তাহার ভক্তিও  
ভদনুসারে ভেদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬০

স্বভাবো যন্ত যন্তেন তন্ত ভক্তিবিভিন্দ্যতে ॥ ৬০

হস্ত হিংসাং সমুদিশ্য দন্তং মাৎসর্য্যমেব বা ।

ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরম্ভো ভক্তো মে তামসঃ স্তম্ভঃ ॥ ৬১

কলাভিসন্ধির্ভোগার্থী ধনকামো যশস্তথা ।

অর্চ্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ স তু রাজসঃ ॥ ৬২

পরশ্মিন্নপি তং যন্ত কর্ম্মনির্হরণায় বা ।

কর্তব্যমিতি বা কুর্য্যাদ্ভেদবুদ্ধ্যা স সাত্ত্বিকঃ ॥ ৬৩

মদগুণাশ্রয়ণাদেব মযানন্তগুণালয়ে ।

অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তির্যথা গজানুনেহমুখৌ ।

তদেব ভক্তিযোগস্ত লক্ষণং নিশ্চয়শ্চ হি ॥ ৬৪

অহৈতুকাব্যবহিতা বা ভক্তির্ময়ি জায়তে ।

সামে সালোক্য-সামীপ্য-সাত্ত্বি-সাবুজ্যমেব বা ॥ ৬৫

দদাত্যপি ন গৃহুস্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা ।

স এবাভাস্তিকো যোগো ভক্তিমার্গস্ত ভামিনি ।

ভেদদৃষ্টি ও সংরম্ভ (ক্রোধ) যে ব্যক্তি হিংসা, দন্ত বা  
মাৎসর্য্য উদ্দেশে আমার পূজা-অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি আমার  
তামস ভক্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬১

কলাভিসন্ধি যে ব্যক্তি ভোগার্থী, ধনার্থী ও যশঃপ্রার্থী  
হইয়া ভেদবুদ্ধি অনুসারে আমার প্রতি মাদিতে আমাকে পূজা  
করে, সেই ব্যক্তি আমার রাজস ভক্ত ॥ ৬২

যে ব্যক্তি ভেদ বুদ্ধি অবলম্বন করত পরমেশ্বর আমাতে কৃত  
কর্ম্ম সমর্পণ করে, যকৃত কর্ম্মসমূহের (কর্ম্ম ত্রিবিধ—প্রারব্ধ,  
সঞ্চিত ও ক্রিয়মান; এখানে ত্রিবিধ কর্ম্মেরই কথা বুঝিতে  
হইবে।) ক্ষয়ের (অথবা পাপ ক্ষয়ের) অন্ত কর্ম্ম করে কিংবা  
'কর্তব্য'-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের কোনরূপ কলাতি-  
সন্ধি করে না, সেই ব্যক্তি সাত্ত্বিক ভক্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬৩

আমার এই সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিলে পর অনন্তগুণালয়  
আমাতে তাহার মনোবৃত্তি সমুদ্রে গজানুলের তীর অবিচ্ছিন্ন  
হইয়া থাকে। (এই বাক্যের অনুরূপ কথা ভগবান্ বেদব্যাস  
তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন —“মদগুণাক্রতি-  
মাত্রেণ যস্মৈ সর্বভোগেশ্বরে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গজাত-  
সোহমুখৌ ॥ ৩০২১।১১)।) ইহাই নিশ্চয় ভক্তিবোধের লক্ষণ  
বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৬৪

আমাতে ভক্তগণের যে অহৈতুকী অর্থাৎ কলাভিসন্ধিরহিত  
নিরন্তর সখস্বকৃত ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তি ভক্তগণকে  
আমার সালোক্য, সামীপ্য, সাত্ত্বি বা সাবুজ্য বৃত্তিদান করিলেও



মহাবং প্রাপ্তুয়ান্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ম্ ।  
 মহতা কামহীনেন স্বধৰ্মাচরণেন চ ॥ ৬৭  
 কৰ্মযোগেন শস্তেন বিজ্ঞেন বিহিংসনম্ ।  
 মদর্শনস্ততিমহাপূজাতিঃ স্তুতিবন্দনৈঃ ॥ ৬৮  
 ভূতেশু মন্ত্রাবনয়াদ্ভেদনাসত্যবজ্ঞনৈঃ ।  
 বহুমানেন মহতাং ছুখিনামনুকম্পয়া ॥ ৬৯  
 স্বপমানেষু মৈত্র্যা চ যমাদীনাম্ নিষেবয়া ।  
 বেদান্তবাক্যশ্রবণাম্ম নামানুকীৰ্ত্তনাং ॥ ৭০  
 সংস্কেনার্জ্জবৈনৈব হংসঃ পরিবৰ্জনাং ।

ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতীত উক্ত চতুর্বিধা যুক্তির মধ্যে কোনও যুক্তিকেই গ্রহণ করে না (অথবা যুক্তিলাভ করিলে আমার সেবা করিলে পারিবে না বলিয়া ভক্তগণ যুক্তিবাসনা করে না: (১) ভামিনী মাতঃ। (এহলে শ্রীভগবানের মাতার প্রতি 'ভামিনী' সম্বোধনের বিশেষ তাৎপর্য্য হইল— তৎকালীন মাতা কৌশল্যাদেবী—সীতার পুনরায় বনবাস, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি শ্রীরামের কৃতকার্য্যে মনে মনে বোধ হয় কিছু ক্রোধ পোষণ করিতেছিলেন, শ্রীভগবান্ মাতার এই গুপ্ত মনোবৃত্তি উল্লেখ করিয়া উহা হরণ করিয়া লইলেন।) ইহাই অর্থাৎ যুক্তি পরিহার করিয়া আমার একান্ত সেবানুরাগই হইল ভক্তিগণের আভ্যাতিক (অব্যভিচারী) সর্বোত্তম যোগ—উপায় ॥ ৬৫-৬৬

এই ভক্তিবোগবলে ভক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া 'মদভাব'—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় (শ্রীমদ্ ভাগবতেও ইহা বর্ণিত হইরাছে,—“স এব ভক্তিবোগাধ্য আভ্যাতিক উদাহৃতঃ। যেনাভিভব্য ত্রিগুণান্ মদভাবারোপ-পদভেদে।” ৩।২।১০)। অতঃপর সত্ত্বা ভক্তির সাধনপ্রকার বলিতেছেন—নিষ্কামভাবে সর্বোত্তম স্বধৰ্মাচরণ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্মোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্মাচরণ, প্রশস্ত অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত হিংসাবর্জিত কৰ্মযোগ, আমাকে অর্থাৎ আমার প্রতিমাদি দর্শন, আমার স্তুতি, বিশেষ বিশেষ উপচার সহযোগে আমার পূজা, আমার স্মরণ ও বন্দন, সর্বভূতে আমার ভাবনা—চিত্তা, অসঙ্গ অর্থাৎ নির্জনবাস, অসত্য— মিথ্যাভাবণ-বর্জন, মহাপুরুষগণের

(১) শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপভাবসম্বলিত একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যথা—

“সালোক্য-সার্ভি-সামীপ্য-সাকট্যৈকত্বমপ্যুত ।

দীপমানং ন গৃহতি বিনা সংসেবনং জনাঃ ।”

কাজকরামলধর্মশ্চ পরিত্যক্তোরো জনঃ ॥ ৭১

মদগুণশ্রবণাদেব যাতি মামঙ্গসা জনঃ ।

যথা বায়ুবশাদ্ গন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্ ভ্রাণমা বিশেৎ ॥ ৭২

যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবগাত্মানমা বিশেৎ ।

সর্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্রহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৩

তমজ্জাতা বিমুঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥ ৭৪

ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈর্জৈবৈর্ঘ্যে নাস্ত তৌষণম্ ।

ভূতাবমানিনার্জ্যামর্জিতোহহং ন পুজিতঃ ॥ ৭৫

প্রতি বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন, হৃৎযোগকারী ব্যক্তিগণের উপর অনুকম্পা—কৃপা, স্ব-তুল্য অর্থাৎ সমান সমান ব্যক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা, দম-দম-উপরতি-ভিত্তিকা-সমাধান-শ্রদ্ধা—এই ছয়টির অনুশীলন, বেদান্ত-বাক্যশ্রবণ অর্থাৎ 'ভক্তমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যপ্রতিপাদিত 'ব্রহ্ম' বস্তুর শ্রবণ (এহলে শ্রবণপদে 'আত্মা বা অরে ব্রহ্মব্যঃ জ্যোতব্যো মত্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' ইতি শ্রুতেঃ, দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন বৃত্তিতে হইবে।), আমার নাম কীর্ত্তন, সংপুরুষগণের সঙ্গ, সরলতা-বলবন, অহঙ্কারবর্জন এবং অমলধর্ম অর্থাৎ নিষ্কাম ভাগবত ধর্মের বাসনা—এই সব ভক্তিসাধন দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়া যায় ॥ ৬৭-৭১

এইভাবে সত্ত্ব ভক্তিবোগের ফল দেখাইয়া নিগূঢ় ভক্তির ফল দৃষ্টান্ত সহকারে প্রদর্শন করিতেছেন,— আমার গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়াই অর্থাৎ আমার লীলা কথা শ্রবণ করিয়াই মানুষ অনারামে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেক্রপ বায়ুবেশে গন্ধ নিজের আশ্রয়স্থল পুষ্পাদি হইতে নিঃসারিত হইয়া মানুষের ভ্রাণমধ্যে অর্থাৎ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাস রত (যোগশ্চিন্ত্তবৃত্তিনিরোধঃ, তত্কাভ্যাসঃ পুনঃ পুনরনুষ্ঠানম্, তত্ রতম্) চিত্ত ক্রমশঃ আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত প্রাণিবর্গে আমি 'আত্মা' রূপে বিরাজমান আছি (“অহমাত্মা শুভাকেশ সর্বভূতাস্বরহিতঃ”। ইতি গীতোক্তেঃ।) ॥ ৭২-৭৩

যাহার আত্মা—চিত্ত (“আত্মা চিত্তে ধৃতো দেহে যভাবে পরমাত্মনি” ইতি কোষাৎ।) বিমূঢ় অর্থাৎ কর্তব্যাবকর্তব্যে মোহগ্রস্ত হইয়া কল্যাণপথ হইতে চ্যুত, সেই ব্যক্তি আত্মরূপ আমাকে না জানিয়া প্রতিমাদিতে কেবল বাহ্য পূজা করিয়া থাকে ॥ ৭৪

মাতঃ। ক্রিয়োৎপন্ন অর্থাৎ অতিশয় বস্ত্রসহকারে নিষ্পাদিত নানাবিধ ব্রহ্মসমূহে আমার সত্ত্বাভাব হয় না। প্রাণীর



তাবদ্ব্যমর্চয়েদেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ ।  
 বাবৎ সর্কেষু ভূতেষু স্থিতং চাত্মনি ন স্মরেৎ ॥ ৭৬  
 যন্ত ভেদং প্রকুরুতে স্বাত্মানশ্চ পরশ্চ চ ।  
 ভিন্নদৃষ্টির্ভয়ং যুতাস্তশ্চ কুর্ধ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭  
 মামভঃ সর্কভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতম্ ।  
 একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যা চার্চেদভিন্নবীঃ ॥ ৭৮  
 চেতসৈবানিশং সর্কভূতানি প্রণমেৎ স্তুবীঃ ।  
 জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥ ৮৯  
 তস্মাৎ কদাচিন্নেক্তে ভেদমীশ্বর-জীবয়োঃ ।

অবমাননাকারী ব্যক্তি প্রতিমাদিতে আমার পূজা করিলেও আমি পূজিত হই না অর্থাৎ ভাদ্রশ ব্যক্তির পূজা আমি গ্রহণ করি না (ঐতগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা বলিয়াছেন,— “অহং সর্কেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা । তমবজ্ঞান মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চাবিভ্রমন্ ॥” ৩।২৯।১৭ ) ॥ ৭৬

যে পর্য্যন্ত না সর্ক ভূতে অবস্থিত আত্মাকে স্মরণ করিতে পারিবে দেবরূপী আমাকে পূজা করিবে ॥ ৭৬

যে ব্যক্তি নিজের আত্মার এবং পরের আত্মার—এই উভয় আত্মার ভেদজ্ঞান করে, যুত্যা ভিন্ন দর্শী সেই ব্যক্তিকে ভিন্ন দান (ভীত-নরুত) করে ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ( “যুতোঃ স যুত্যাংপ্রোক্তি য ইহ নানেন পশুতি” ইতি শ্রুতেঃ বৃহদারণ্য কোপনিষদি ৪।৪।১৯, শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ উক্তি পরিলক্ষিত হয়,— “আত্মনশ্চ পরশ্চাপি যঃ করোত্যভ্যরোদরম্ । তস্য ভিন্ন দৃশো যুত্যা বিদধে ভিন্নমুদ্রণম্ ॥” ৩।২৯ ২১ ) ॥ ৭৭

অতঃপর জ্ঞানযোগে বলিতেছেন,—অতএব (এখানে অতএব পদের ভাৎপর্য্য হইল—ভেদজ্ঞান ভিন্ন দায়ক বলিয়া একমাত্র আমাকে সমস্ত ভূত বৃন্দে পরিত্রিরূপে অর্থাৎ এক অখণ্ড পরমাত্মা আমি প্রভাণাত্মারূপে ধারণ করত সর্ব্বভোভাবে অবস্থান করিতেছি, এরূপ অভেদ বৃত্তি হইয়া জ্ঞান, মান ও মৈত্রী দ্বারা অর্থাৎ সর্কভূতে আত্মজ্ঞান করিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক মিত্রতা সহকারে আমার অর্চনা করিবে ॥ ৭৮

তচ্চ চৈতন্যরূপ আমাকে ‘জীব’রূপে সর্কজ অবস্থিত জানিয়া উত্তম ধ্যানপরায়ণ জানী ব্যক্তি মনে মনে সর্কভূত-বৃন্দকে নিত্য প্রণাম করিবে ॥ ৭৯

সেইহেতু কখনই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদ দর্শন করিবে

ভক্তিব্যোগো জ্ঞানব্যোগো ময়া মাতরুদীকৃতঃ ॥ ৮০  
 আলম্ব্যাকত্তরং বাপি পুরুষঃ শমমিচ্ছতি ।  
 ততো মাং ভক্তিব্যোগেন মাতঃ সর্কজদিস্থিতম্ ॥ ৮১  
 পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্তুত্বা শাস্তিমবাপ্যাসি ।  
 শ্রদ্ধা রামশ্চ বচনং কৌশল্যানন্দসংযুতা ॥ ৮২  
 রামং সদা শ্রুদি ধাত্বা ছিত্বা সংসারবন্ধনম্ ।  
 অতিক্রম্য গভীন্ত্রিশ্রোহপ্যাবাপ পরমাং গতিম্ ॥ ৮৩  
 কৈকেয়ী চাপি যোগং রঘুপতিগদিতং পূর্ব্বমেবাধিগম্য  
 শ্রদ্ধা-ভক্তিপ্রশাস্তা শ্রুদি রঘুভিলকং ভাবয়ন্তী গতানুঃ ।

না । মাতঃ । এই আমি তো তোমাকে ভক্তিব্যোগ ও জ্ঞানব্যোগ—এই উভয় ব্যোগ উপদেশ করিলাম ॥ ৮০

মানুষ এই দুইটি পথের মধ্যে একটি পথও অবলম্বন করিলে লাভিলাভ করিবে । মাতঃ ! অতএব তুমি আমাকে ভক্তিব্যোগ অবলম্বন করিয়া সর্কভূত্যাঁমী পরমাত্মারূপে কিংবা ( ভাহাতে অসমর্থ হইলে ) পুত্র রামরূপে নিত্য স্মরণ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইবে । কৌশল্যা দেবী শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করিলেন ॥ ৮১-৮২

তিনি শ্রীরামকে ছদ্মবে সদা ধ্যান করত সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া “সাত্ত্বিকী গতি—অচিরাদি গতি, রাজসী গতি—যুমাди গতি এবং তামসী গতি—‘জারয়, ত্রিঃ’ অর্থাৎ ‘জন্মাণ্ড আর মর’ এইরূপ কেবল যাতারাতরূপা গতি”—এই ত্রিগুণাত্মিকা তিনটি গতি অতিক্রম পূর্ব্বক পরম গতি অর্থাৎ ‘নাস্ত প্রাণা হ্যৎ-জ্ঞাতাত্মজৈব সমবলীরতে’ এতাদৃশ জ্ঞানিলভ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৩

কৈকেয়ী দেবীও শ্রীরামকথিত ( “গচ্ছত্ব শ্রুদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্ । সর্কজ বিগতস্নেহা মদুভক্ত্যা মোক্ষ্যাসেহ-চিরাৎ ॥” ) ব্যোগ পূর্ব্বকই অবগত হইয়া শ্রদ্ধা এবং ভক্তিসহকারে যজ্ঞদ্বারা রঘুকুলভিলক শ্রীরামকে লাভচিন্তে ভাবনা করিতে করিতে গতানু অর্থাৎ যুতা হইলেন এবং স্বর্গে গমন করত স্বামী দশরথের সহিত স্বীয় তেজে দেদীপ্যমানা হইয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অভিন্ন পবিত্র বৃত্তিমতী শ্রীলক্ষ্মণের মাতা সুমিত্রাদেবীও দেহ পরিত্যাগ করত পতি দশরথের সমীপে উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ পতিলোক লাভ করিলেন । ( এখানে স্পষ্টই উল্লিখিত হইল যে, ঐতগবানের গর্ভধারিণী জননী কৌশল্যা দেবী সদোযুক্তি লাভ করিয়া ছিলেন এবং কৈকেয়ী দেবী ও সুমিত্রাদেবী পতির সহিত স্বর্গসুখ ভোগাতে যুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পাণ্ডে উত্তরখণ্ডে

গদা স্বর্গং ক্ষুরন্তী দশরথসহিতা মোদমানাবতস্থে  
মাতা ত্রীলক্ষ্মণশ্যাপ্যতিবিমলমতিঃ প্রাপ ভর্তুঃ

সমীপম্ ॥ ৮৫

এই মাতৃগণের গতির কথা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা  
এখানে উল্লিখিত হইল,—“অথ কালেন মহতা মাতরঃ সংশিত-

ইতি ত্রীমদধ্যাক্ষরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে  
উত্তরকাণ্ডে সপ্তমোহ্যায়ঃ ॥ ৭

বর্তাঃ। কালধর্ম্যং সমাপন্না ভর্তুঃ স্বর্গং প্রাপেদিরে।”  
(২৪৪৮৪) ॥ ৮৫

ত্রীমদ্ব্যহি বেদব্যাসপ্রণীত ত্রীমদ্ব্যহা রামায়ণে উত্তর কাণ্ডে উমা-মহেশ্বর সংবাদ প্রসঙ্গে সপ্তম সর্গের অনুবাদ সমাপ্ত।

## অষ্টমোহ্যায়ঃ ।

[ ত্রীরামসমীপে ঋষিরূপেণ কালশ্যাগমনম্, কথোপকথনঞ্চ, মহর্ষি-তুর্বাসস আগমনম্, লক্ষ্মণবর্জনম্, লক্ষ্মণশ্য  
স্বর্গগমনঞ্চ । ]

ত্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ কালে গতে কশ্মিন্ ভরতো ভীমবিক্রমঃ ।  
বৃধাজিতা মাতুলেন হ্যাহুতোহগাং সসৈনিকঃ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

[ ত্রীরামের নিকট ঋষিরূপে কালের আগমন ও কথো-  
পকথন, মহর্ষি তুর্বাসার আগমন, লক্ষ্মণ বর্জন এবং লক্ষ্মণের  
স্বর্গগমন । ]

ত্রীমহাদেব বলিলেন,—ভদ্রনগর কিছুকাল অভিবাহিত  
হইলে পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভরত মাতুল বৃধাজিৎ কর্তৃক  
গদ্বর্কগণকে বিনাশ করিবার জন্ত (১) আহুত হইয়া সসৈন্তে  
কৈকেয়রাজ্যে গমন করিলেন ॥ ১

(১) বাল্মীকিরামায়ণে এ বিষয়ে পাণ্ডুরামায়,—কৈকয়ী-  
বিপতি বৃধাজিৎ গদ্বর্কগণকে বিনাশ করিবার জন্ত বিবিধ  
উপহারদ্রব্যসহকারে ঋক্ষর্ষি গার্গ্যকে ত্রীরামের নিকট  
পাঠাইয়াছিলেন। ত্রীরামের আদেশে পুত্রবরের সহিত ভরত  
সসৈন্তে মাতুলালয়ে আসেন। “কস্মিৎ ত্বং কালশ্য বৃধাজিৎ  
কৈকয়ীবিপঃ। পুরোহিতং প্রহিতবান্ রাখবশ্চ মহাত্মনঃ।  
গার্গ্যমাজিরসঃ পুত্রং ঋক্ষর্ষিমমিতপ্রভম্। দশ চান্সসহস্রানি  
প্রীতদানমনুত্তমম্। কল্যাণীনি রত্নানি চীরপট্যাংস্তথোত্তমান্।  
বহু চাভরণং মুখ্যং রামায় প্রাহিণোন্নতম্ ॥” ৭।১০৭।১-৩

গদ্বর্কগণকে জয় করিবার জন্তই—ইহাও স্পষ্ট ভাষায়  
বাল্মীকিরামায়ণে বর্ণিত আছে,—“অতি গদ্বর্কবিষয়ঃ কল-  
ম্বলোপশোভিতঃ। সিংহোক্তভয়তঃপার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।  
তং তু রক্ষতি গদ্বর্কঃ সাদৃশ্য বৃদ্ধকাজিকণঃ। লৈলুবদ্য সূতা  
বীরাভিঃ কোট্যা মহাবলাঃ। তান্ বিনিজিত্য কাকুৎস্থ  
গদ্বর্কবিষয়ং ভজম্। নিবেশয় মহাবাহো যে পুরে সুসমাহিতঃ।  
নাক্ত ন পতিবীর দেশচ্যায় সুশোভনঃ। রম্যং পুষ্প-কলাকীর্ত্ত  
নিবেশয় মহামতে ॥” ৭।১০৭।১১-১৪

রামাজয়া গভস্তত্র হত্বা গদ্বর্কনায়কান্ ।

ভিত্ত্যঃ কোটীঃ পুরে যে তু নিবেশ্য রঘুনন্দনঃ ॥ ২

পুঙ্করং পুঙ্করাবত্যাং তক্ষং তক্ষশিলাহ্বয়ে ।

অভিষিচ্য শ্রুতৌ তত্র ধনদাত্যশুসদ্বৃতা ॥ ৩

রঘুনন্দন ভরত রামের আদেশক্রমে তথ্যব নিয়াছিলেন।  
তিনি তিন কোটি গদ্বর্কশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়া সেই গদ্বর্করাজ্যে  
পুঙ্করাবতী ও তক্ষশিলা নামে দুইটি নগরী স্থাপন করত  
পুঙ্করাবতী নগরীতে নিজ পুত্র পুঙ্করকে এবং তক্ষশিলা নগরীতে  
নিজ পুত্র তক্ষকে,—এইভাবে দুই পুত্রকে দুই নগরীতে অভিষিক্ত  
করিয়া তাহাদিগকে ধন-দাত্যসমরিত এবং সুদয়বর্ণে পরিবৃত্ত  
করিয়া দিলেন (২) ॥ ২-৩

ত্রীরামের আদেশে কুমারদত্ত ও সৈন্তবাহিনীসহ ভরতের  
গমনও বাল্মীকিরামায়ণে,—“ভচ্ছ্রত্বা রাঘবঃ প্রীতঃ সন্দেহঃ  
মাতুলশ্য চ। উবাচ বাচমিত্যেব ভরতঃ চাঘবৈক্ষত ॥ সোহ-  
ব্রবীদ্ রাঘবঃ প্রীতঃ প্রাজ্ঞলিপ্রগ্রহো দ্বিজম্। ইমৌ কুমারৌ  
ঋক্ষর্ষে ভৎ দেশং বিজয়িষ্যতঃ ॥ ভরতশ্যাকৌ বীরৌ তক্ষঃ  
পুঙ্কর এব চ। মাতুলেন সুসংগুণৌ ধর্ষণে সুসমাহিতৌ।  
ভরতশ্চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ সবলানুগৌ। নিহত্য গদ্বর্কসুতান্  
পুরে যে বিভজিষ্যতি ॥ ৭।১০৭।১৬-১৯

ভরত গদ্বর্কগণের সহিত সপ্তরাত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ  
বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—“ভতঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোম-  
হর্ষণম্। সপ্তরাত্রং মহাঘোরং ন চাত্তদ্ বিজয়ঃ ক'চিৎ ॥” ৭।১০৮।৬

(২) দুই পুত্রকে রাজ্যে স্থাপনবিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—  
“হত্বা চৈব হি তান্ বীরান্ ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ। নিবেশয়ামাস  
তদা সমুদ্রে যে পুরোত্তমে। তক্ষতক্ষশিলাকৈব পুঙ্করঃ পুঙ্করা-  
বতীম্। গদ্বর্কদেশে কচিরে গাছারবিষয়ে চ সঃ ॥ ৭।১০৮।১০ ১১

পুনরাগত্য ভরতো রামসেবাংরোহভবৎ ।  
 ততঃ প্রীতো রঘুশ্রেষ্ঠো লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরম্ ॥ ৪  
 উভৌ কুমারৌ সৌমিত্রে গৃহীত্বা পশ্চিমাং দিশম্ ।  
 তত্র ভিন্নান্ বিনির্জিত্য দৃষ্টান্ সৰ্ব্বাপকারিণঃ ॥ ৫  
 অজদক্ষিণকেশ মহাসত্ত্বপরাক্রমৌ ।  
 যয়োৰ্হে নগরে কৃত্বা গজাশ্বধনরত্নকৈঃ ॥ ৬  
 অভিষিচ্য স্তুভৌ তত্র শীঘ্রমাগচ্ছ মাং পুনঃ ।  
 রামশ্রাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য গজাশ্ববলবাহনঃ ॥ ৭  
 গতা হত্বা রিপুন্ সৰ্বান স্থাপয়িত্বা কুমারকৌ ।  
 সৌমিত্রিঃ পুনরাগত্য রামসেবাংরোহভবৎ ॥ ৮

ভারপর ভরত পুনরায় অবোধ্যায় আসিয়া। শ্রীরামের সেবার নিযুক্ত রহিলেন। অনন্তর একদিন রঘুশ্রেষ্ঠ রাম এসন্নমনে লক্ষ্মণকে আদরসহকারে বলিলেন ॥ ৪

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! তুমি দুই কুমার অজদ ও চিত্রকেতুকে লইয়া পশ্চিম দিকে গমন কর। তথায় সকলের অপকারকারী দুই ভিন্নগণকে পরাজিত করিয়া মহাবল পরাক্রমশালী অজদ ও চিত্রকেতুর অত্র দুইটি নগর স্থাপন করত হস্তী, অশ্ব, ধন ও রত্নসমূহে পরিপূর্ণ কর ॥ ৫-৬

তাহার পর সেই দুই নগরে তোমার দুই পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া শীঘ্র পুনরায় আমার নিকট আগমন কর। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হস্তী, অশ্ব, ধন ও বাহনসকলের সহিত পশ্চিম দিকে গমন করত সমস্ত লক্ষ্যগণকে বধ পূর্বক দুই কুমার অজদ ও চিত্রকেতুকে তথায় অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় অবোধ্যায় প্রত্যাগমন করত শ্রীরামের সেবার ভৎপন্ন হইলেন (১) ॥ ৭-৮

(১) বাল্মীকিরামায়ণে পাণ্ডুরা বার, শ্রীরাম জাতুগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন; এই অবোধ্যায়ামায়ণে দেখিতেছি 'লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরম্'। লক্ষ্মণের দুই পুত্রের নাম বাল্মীকিরামায়ণে অজদ ও চিত্রকেতু বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু এই অবোধ্যায়ামায়ণে 'অজদ ও চিত্রকেতু' এই দুই নাম দেখা যাইতেছে। বাল্মীকিরামায়ণে বধা,—“তচ্-ক্ষত্বা হর্ষমাপেদে জাতুভিঃ সহ রাঘবঃ। বাক্যং চাত্ত্বতসঙ্কাশং রামো জাতু-ভাবত। ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্ম্মবিশারদৌ। অজদ-শ্চক্রকেতুশ্চ রাজ্যার্থৌ দৃঢ়ময়িমৌ। উভৌ রাজ্যোহভিষেক্যামি দেশং সাধু নিরুপন্ন। রমণীরসংবাধং রম্যতাং বত্র সংস্থিতৌ। ন রাজ্যং তত্র পীড়া স্তায় চৈবান্ধববাসিনাম্। স দেশো দৃঢ়তাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে বধা। তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যাচ হ। অত্র কারপথো দেশো রমণীরো নিরাময়ঃ। নিবেশন পুরীং বীর অজদস্ত মহাশ্বনঃ। চক্রকেতোশ্চ কচিত্রং

ভরত কালে মহতি প্রয়াতে  
 রামং সদা ধর্ম্মপথে স্থিতং হরিম্ ।  
 ত্রুতুং সমাগাদৃষিবেশধারী  
 কালন্ততো লক্ষ্মণমিত্যাচ ॥ ৯  
 নিবেদয়ত্বাভিবলস্ত দূতং  
 মাং ত্রুতুকামং পুরুষোত্তমায় ।  
 রামায় বিজ্ঞাপনমস্তি তস্ত  
 মহর্ষিমুখ্যস্ত চিরায় ধীমন্ ॥ ১০  
 তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিঃ স্তবয়াযিতঃ ।  
 আচচক্ষেহথ রামায় স সম্প্রাপ্তং তপোধনম্ ॥ ১১  
 এবং ক্রবস্ত প্রোবাচ লক্ষ্মণং রাঘবো বচঃ ।  
 শীঘ্রং প্রবেশ্যতাং তাত মুনিঃ সংকারপূর্বকম্ ॥ ১২

ভদনন্তর বহুকাল অভিবাহিত হইলে পর রত্ন কাল ঋষিবেশ ধারণ করিয়া সদা ধর্ম্মপথে স্থিত হরি শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য অবোধ্যায় আগমন করিলেন এবং তাহার পর লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৯

ধীমান্ লক্ষ্মণ! তুমি পুরুষোত্তম শ্রীরামের নিকট গমন করত তাঁহাকে নিবেদন কর যে, মহর্ষিপ্রবর অভিবলের এক দূত আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে আসিয়াছি এবং শ্রীরামকে নিবেদনযোগ্য সেই মহর্ষি-প্রবরের বহুসমরসাপেক্ষ কিছু বক্তব্য আছে (২) ॥ ১০

সুমিত্রানন্দন সেই লক্ষ্মণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করত ত্রা সহকারে বাইরা শ্রীরামকে তপোধনের শুভাগমন সংবাদ নিবেদন করিলেন ॥ ১১

শ্রীরাম তপোধনের আগমনসংবাদভাবী লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন,—বৎস লক্ষ্মণ! তুমি মুনিকে (৩) বধাবিধি সংকার পূর্বক সাদরে অতি সত্বর প্রবেশ করাও ॥ ১২

চক্রবজ্রং মনোরমম্ । তদ্বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিক্রম্য রাঘবঃ । তত্র কারপথং দেশমজদস্ত ভবেশ্বরং । অজদীরা পুরী রম্যা অজদস্ত নিবেশিতা । রমণীয়া সুভৃতা চ রামেশাক্রিষ্ট-কর্ষণা । চক্রকেতোঃ কুমারস্ত মন্ত্রদুর্নিবেশিতা । চক্রবজ্রেতি বিখ্যাতা দিব্যা ধর্ম্মপুরী বধা ॥ ৭১০১১-১২

(২) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—“দূতো হৃতিবলতাং মহর্ষেরমিতৌজসঃ। দিগ্ভুস্মরাগতো রামং স্তবিতং মাং নিবেদয় ॥ ৭১১০৬

(৩) ইহার অনুরূপ কথা বাল্মীকিরামায়ণেও পাণ্ডুরা বার,—“সৌমিত্রিঃ তথেকৃত্বা প্রবেশনদৃষি ততঃ। তেজসা তপসা চৈব বলতমিব পাবকম্ ॥ ৭১১০৭

লক্ষ্মণস্ত তথেষ্টাক্তা প্রাবেশয়ত তাপসম্ ।  
 স্বভেজসা জলন্তং তং হৃৎসিক্তং যথানলম্ ॥ ১০  
 সৌহৃতিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং দীপ্যমানঃ স্বভেজসা ।  
 মুনির্মধুরবাক্যেন বর্জ্যেভ্যাহ রাঘবম্ ॥ ১৪  
 তন্মৈ স মুনয়ে রামঃ পূজাং কৃৎস্বা যথাবিধি ।  
 পুষ্টানাময়মবাগ্রো রামঃ পুষ্টোহি তেন সঃ ॥ ১৫  
 দিব্যাসনে সমাসীনো রামঃ প্রোবাচ তাপসম্ ।  
 যদর্থমাগতোহসি হৃগিহ তং প্রাপয়স্ব মে ॥ ১৬  
 বাক্যেন চোদিতস্তেন রামেণাহ মুনির্বচঃ ।  
 দ্বন্দ্বমেব প্রয়োক্তব্যমনালক্ষ্যস্ত তদ্বচঃ ॥ ১৭

তখন লক্ষ্মণও ‘ভাহাই হউক’ বলিয়া হৃৎসিক্ত অর্থাৎ  
 হৃতাভিভূত অগ্নির তার বীর ভেজে দেদীপ্যমান সেই তাপসকে  
 রামসমীপে লইয়া বাইলেন । ১০

বীর ভেজে দেদীপ্যমান মুনি রঘুশ্রেষ্ঠ ঈরামের নিকট গমন  
 করত মধুর বাক্যে বলিলেন—রাঘব । তোমার অভ্যাস  
 হউক । ১৪

সেই সময় ঈরাম সেই মুনিকে বিধি অনুসারে পূজা করত  
 অব্যগ্রভাবে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই মুনিও  
 ঈরামকে ‘অনামর’ ( কুশল ) প্রশ্ন করিলেন । ১৫

তদনন্তর দিব্য আসনে উপবিষ্ট ঈরাম সেই তাপসকে  
 বলিলেন,—আপনি যে অস্ত্র এইখানে আসিয়াছেন, তাহা  
 আমাকে আপনি অবগত করান । ১৬

এরূপ বাক্যে রাম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই মুনি কহিলেন  
 —আমার বক্তব্য বিষয় কেবল বধার আমরা উভয়ে থাকিব  
 এবং অস্ত্র কোনও ব্যক্তি তাহা লক্ষ্য করিতেও পারিবে না, তথ্য  
 আমি তোমাকে বলিব । ১৭

প্রভো ! অস্ত্র ব্যক্তির ইহা প্রবণযোগ্য নহে এবং আমরা  
 উভয়েই অপর কোনও ব্যক্তির নিকট বলিতে পারিব না ।  
 যদি কেহ ইহা প্রবণ করে কিংবা নিরীক্ষণ করে, তবে সেই  
 ব্যক্তি তোমার ‘বধা’ বলিয়া বিবেচিত হইবে । ১৮

ঈরাম ‘ভাহাই হইবে’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত লক্ষ্মণকে  
 বলিলেন,—সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ । তুমি হারে অবস্থান কর, অস্ত্র  
 কেহ যেন এই নির্জন স্থানে আসিতে না পারে । ১৯

যদি কেহ এখানে আসে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আমার  
 ‘বধা’ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।

নাশ্চেন চৈতচ্ছ্রোতব্যং নাখ্যাতব্যঞ্চ কশ্চচিৎ ।  
 শৃণুয়াৎ বা নিরীক্ষেদ্ বা যঃ স বধ্যস্তয়া প্রভো ॥ ১৮  
 তথেষতি চ প্রতিজ্জায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।  
 ভীষ্ঠং ত্বং হারি সৌমিত্রে নায়াত্ব জনো রহঃ ॥ ১৯  
 যজ্ঞাগচ্ছতি কো বাপি স বধ্যো মে ন সংশয়ঃ ।  
 ততঃ প্রাহ মুনিং রামো যেন বা ত্বং বিসজ্জিতঃ ॥ ২০  
 যন্তে মনীষিতং বাক্যং তদ বদস্ব মমাশ্রিতঃ ।  
 ততঃ প্রাহ মুনির্বাক্যং শৃণু রাম যথা তথম্ ॥ ২১  
 ব্রহ্মণা প্রেমিতোহস্মীশ কার্যার্থে তেহন্তিকং প্রভো ।  
 অহং হি পূর্বজ্ঞো দেব তব পুত্রঃ পরস্তপ ।  
 মায়াসঙ্গমজো বীর কালঃ সর্ববহরঃ স্মৃতঃ ॥ ২২

তাহার পর ঈরাম মুনিকে বলিলেন—যেহেতু আপনি  
 প্রেরিত হইয়াছেন, বাহা আপনার মনোগত অভিপ্রায়, সেই  
 কথা আপনি আমার সম্মুখে বলুন । তদনন্তর মুনি কহিলেন,  
 —হে রাম । আপনি আমার স্বার্থ কথা শ্রবণ করুন । ২০-২১

হে ঈশ্বর ! হে প্রভো ! ব্রহ্মা আমাকে যে কার্যের জন্য  
 আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।  
 হে শত্রুতাপন দেব । আমি আপনার মায়াসঙ্গমে উৎপন্ন  
 পূর্বজাত পুত্র । হে বীর ! আমি সর্বসংহারক কাল (এ  
 বিষয়ে ঈমদৃতাগবতে দেখা যায়—‘প্রভাবং পৌরুষং প্রাহঃ  
 কালমেকে যতোহিভরম্ । অহঙ্কারবিস্মৃতা কর্তৃঃ প্রকৃতি-  
 মীশ্বরঃ ॥’—ইতি ঈমদৃতাগবতে ৩২৬। ১৬) বলিয়া কথিত  
 হই । ২২

• ঈমদৃতাগবতে এই শ্লোকের (৩২৬। ১৬) ব্যাখ্যা এসঙ্গে  
 ঈশ্বরীয়মিগাদ বলিয়াছেন,—“কালমেতদ্ব্যং প্রকৃতেবাজ-  
 বিশেষঃ কাল ইত্যোকে । কেচিৎ তু পুরুষস্ত প্রভাবং বিক্রমং  
 শক্তিবিশেষমাহঃ । অতএব কালশক্ত্যাং মায়াম্ ইতি তজোক্তম্ ।  
 একাদশে প্রতিসংহারে চ কালস্ত লয় উক্তঃ । যথা,—“কালো  
 মায়াময়ে জীবে জীবাচ্চনি চ মব্যজে” ইতি । ঈমদৃতাগবতে  
 ১১। ২৪। ২৭ । ইহার ব্যাখ্যা—জীবরূপী জীবঃ প্রকৃত্যনিষ্ঠা  
 পুরুষঃ, ন তু ক্ষেত্রজ ইতি পৌরাণিকী ব্যবস্থা । কালস্ত অস্মা-  
 দিবাদভক্তক বহশঃ প্রোক্তম্ ।

কালের এসঙ্গে মহামুনি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—“তবাহং  
 পূর্বকে তাবে পুত্রঃ পরপুরুষঃ । মায়াসক্ত্যবিভো বীর কালঃ  
 সর্বসংহারঃ ॥” ৭। ১১৭। ২ । সুষ্টির পূর্বে এই ‘কাল’ সনাতন

ব্রহ্মা ত্বামাহ ভগবান্ সর্বদেবর্ষিপূজিতঃ ॥২০

রক্ষিতুং স্বর্গলোকস্ত সময়ন্তে মহামতে ।

পুরা ত্বমেক এবাসীর্গোকান্ সংজ্ঞাত্য মায়া ॥২৪

ভার্য্যা সহিত্বং মামাদৌ পুত্রমজীজনঃ ।

তথা ভোগবতং নাগমনন্তমুদকেশরম ॥ ২৫

সমস্ত দেবর্ষিগণ পূজিত ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন, হে মহামতে! স্বর্গলোককে রক্ষা করিবার সময় আপনার উপস্থিত হইরাহে। (১) পুরাকালে আপনিই স্বীয় মায়ামন্ত্রে সকল লোক সংহার করত একমাত্র আপনিই ভার্য্যাসহ বিদ্যমান ছিলেন। আদিতে সৃষ্টির প্রথমে আপনি আমাকে এবং জলশায়ী ভোগবান্ নাগরাজ অনন্তকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ২০-২৫

হে পুরুষোত্তম! তাহার পর আপনি নিজ মায়ামন্ত্রে ব্রহ্মা হইজন মহাবল ও পরাক্রমশালী দৈত্য মধু এবং কৈটভকে পরম পুরুষ নারায়ণ কর্তৃক মায়ামন্ত্রে উৎপাদিত হন। বাল্মীকিমতে পরম ব্রহ্মের মায়ামন্ত্রে এই ‘কাল’। এই কাল প্রথম পুত্র, অগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মা দ্বিতীয় পুত্র এবং সর্বত্র তৃতীয় পুত্র। তাহার পর পরম ব্রহ্মের আজ্ঞায় এই ব্রহ্মাই অগ্নি সৃষ্টি করেন। ভগবান্ বেদব্যাস পর পর স্রোকে অর্থাৎ এই অষ্টম অধ্যায়ের ২১ হইতে ২৮ স্রোকে এই তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

(১) “রক্ষিতুং স্বর্গলোকস্ত সময়ন্তে মহামতে” এই স্রোকের মহামতে। স্বর্গ লোককে রক্ষা করিবার অস্ত্র প্রতিজ্ঞা আপনার আছে।’ একরূপ ব্যাখ্যা টীকাকার সম্মত। বাল্মীকি রামায়ণে এই প্রতিজ্ঞার কথা ‘স্পষ্টই উল্লিখিত হইরাহে’—“দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ। কৃতো রামস্ত নিয়মঃ স্বরমেবাশ্রয়ন্তরা।” ৭।১১।১২। অর্থাৎ আপনি আমার প্রার্থনার মর্ত্যলোকে বাইরা ডুডারহরণের অস্ত্র যে নির্দিষ্ট সময় একাদশ সহস্র বৎসর স্থির করিয়াছিলেন, আপনার সেই সময় অভিক্রান্তপ্রায়। অতএব আপনি স্বর্গলোকে আদিয়া দেবগণকে রক্ষা করুন। ‘স্বর্গ লোকস্ত রক্ষিতুং’ এখানে মহর্ষি বাল্মীকি বলিয়াছেন,—‘জীর্জীকান্ পরিরক্ষিতুং’। অর্থাৎ,—‘পিতামহস্তাং ভগবানাহ দেবর্ষিপূজিতঃ। সময়ন্তে মহাবাহো জীর্জীকান্ পরিরক্ষিতুং।’

(২) মধু ও কৈটভের উৎপত্তি, বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ, বরগ্রহণ করিতে বিষ্ণুর প্রতি আহ্বান, বিষ্ণুর বরগ্রহণ, তদন্তরে মধু-কৈটভবাক্য, মধু ও কৈটভকে বধ, তাহাদের মেদ ও অস্থি সঞ্চারে মেদিনীরূপে পৃথিবীকে নবরূপায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থকার ভগবান্ বেদব্যাস তাহার ‘দেবী ভাগবত’ মহাপুরাণে বিশেষ ভাবে

মায়া জনয়িত্বা ত্বং যৌ সসত্তৌ মহাবলৌ ।

মধু-কৈটভকৌ দৈত্যৌ হত্বা মেদোহস্থিসঞ্চরম ॥ ২৬

ইমাং পর্বতসম্বন্ধাং মেদিনীং পুরুষবর্ত ।

পশ্যে দিব্যার্কসন্ধাশে নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি ॥ ২৭

অন্নদান করিয়া হত্যা করত তাহাদেরই মেদ ও অস্থি সঞ্চার পূর্বক এই পর্বতস্থিত মেদিনীকে সৃষ্টি করেন। (২) তাহার পূর্বে দিব্য সূর্য্যত্বা নাভিপদ্মে আমাকেও উৎপাদন করিয়া বলিয়াছেন। মধু-কৈটভের অন্ন—“পুরা চৈকর্ণবে জাতে বিলৌনে ভুবনজয়ে। শেষপর্থাৎকৃষ্ণে চ দেবদেবে অনাঙ্গিনে। বিষ্ণুকর্ণ-মলোক্তভৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ। মহাবলৌ চ ভৌ দিব্যৌ বিরুদ্ধৌ সাগরে জলে।” ১।৬।২০-২১

মধু-কৈটভবাক্য—“প্রার্থয় ত্বং হ্রদীকেশ মনোহভিলষিতং বরম্। তু্যকৌ যন্তব যুধেন বাসুদেবান্তুভেব চ।” ৭।১০।১১। (এবিষয়ে শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত স্রষ্টব্য।)

বিষ্ণুর বরগ্রহণ,—“ভয়োত্তমবচনং ব্রহ্মা প্রভুবাচ অনাঙ্গিনঃ।

ভবেতামদ্য মে তু্যকৌ মম বধ্যাবুভাবপি।” ৭।১০।১২

বিষ্ণুর প্রার্থনার পর মধু-কৈটভের বাক্য—“নির্জলে বিপুলে দেশে হনয় মধুসূদন। বধ্যাবাবাং তু ভবতঃ শতাবাগ্ ভব কেশব।” ৭।১০।১৩

মধু-কৈটভবধ—“স্বত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ।

হস্তাচ্চ তু মহাভাগো নির্জলে বিপুলস্থলে। ঈড়াচ্চ দেবদেবেশ উরু কৃতাতিবিক্রম। দর্শয়ামাস ভৌ তত্র নির্জলঞ্চ জলোপরি। নাস্তাত্ত দানবৌ বারি শিরসী মুকুতাংমিহ। সত্যবাগহমন্তেব ভবিষ্যামি চ বাং তথা। তদাকর্ণ্য বচন্ত্যং বিচিন্ত্য মনসা চ ভৌ। বর্জয়ামাসতুর্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্। ভগবান্ বিভণং চক্রে অখনে পরমাস্তুতে। রথাজেন তদা জ্বিলে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। অখনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তরোঃ।” ৭।১০।১৪-১৮

মধু-কৈটভকে বিনাশ করিলে পর তাহাদের মেদে সম্পূর্ণ সাগর ব্যাপ্ত হইল। পৃথিবী মেদপূর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীর নাম ‘মেদিনী’ হইল,—“গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ। সাগরঃ সকলৌ ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তরোঃ। মেদিনীতি ভতো জাতং নাম পৃথাঃ সমভূতঃ। অভক্ষ্যা যুক্তিকা ডেন কারণেন যুনীশ্বরঃ।” ৭।১০।১৮-১৯

মহর্ষি বাল্মীকিও বলিয়াছেন,—“ভোগবতং ততো নাগমন-তমুদকেশরম্। মায়া জনয়িত্বা তু যে সত্তে সুমহাবলে। মধু-কৈটভবিধ্যাতে বরোক্ত-ব্রহ্মসঙ্কটৈঃ। অতুং পর্বতসংবাধা মেদিনী মেদসা তথা।” ৭।১১।১৫-১৬

মাং বিধায় প্রজ্ঞাধ্যক্ষং ময়ি সর্বং শ্রবদয়ৎ ।  
সোহিহং সংবৃত্তসম্ভারস্তামবোচং জগৎপতে ॥ ২৮  
রক্ষাং বিধংস্ব ভূতেভ্যো যে মে বীৰ্য্যাপহারিণঃ ।  
ভতত্বং কশ্যপাজ্ঞাতো বিকূৰ্ভামনরূপধ্বক্ ॥ ২৯  
শ্রুতবানসি ভূভারং বধাদ্ রক্ষোগণশ্চ চ ।  
সৰ্ব্বাপুংসার্থ্যমাণান্ প্রজ্ঞাস্থ ধরণীধর ॥ ৩০  
রাবণশ্চ বধাকাজ্ঞী মৰ্ত্যালোকমুপাগতঃ ।  
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ॥ ৩১  
কৃদ্ধা বাসশ্চ সময়ং ত্রিদশেদ্ব্যজ্ঞানঃ পুরা ।  
স তে মনোরথঃ পূৰ্ণঃ পূৰ্ণে চায়ুষি তে নৃবৃ ॥ ৩২  
কালস্তাপসরূপেণ ত্বংসমীপমুপাগমৎ ।

আমাকে প্রজাগণের অধিপতি করত আমার উপর সমস্ত ভার  
সমর্পণ করেন। হে জগৎপতে। তখন আপনার নিকট হইতে  
ভার প্রাপ্ত হইয়া আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম ॥ ২৮-২৮

সাহারা আমার বীৰ্য্যকে অর্থাৎ স্বশক্তিবলে উৎপাদিত  
প্রজাগণকে উৎপাদিত করে, সেই উৎপাদক ভূতবর্গ হইতে  
ভাঙাদিগের রক্ষা বিধান করুন (১)। তদনন্তর আপনি আমার  
প্রাৰ্থনানুসারে কষ্টপ হইতে ( ) বামনরূপ ধারণ করত অবতীর্ণ  
হন ॥ ২৯

রাক্ষসগণকে বধ করার এই ধরণীর ভার আপনি হরণ  
করেন। হে ধরণীধর। এইভাবে প্রজাগণ পুনরায় উৎপাদিত  
হইতে থাকিলে আপনি রাবণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে এই  
মৰ্ত্যালোকে শুভাগমন করিয়াছেন। আপনি পূর্বে দেবগণের  
সম্মুখে দশ হাজার ও দশশত বৎসর মৰ্ত্যালোকে বাস করিবার

(১) আদিকবি বাঙ্গালিকির ভাষায়—

“সোহিহং সংবৃত্তভারোহপি ত্বামবোচং জগৎপতে ।

রক্ষাং বিধংস্ব ভূতেষু মম ভেজঙ্করো ভব ॥” ৭।১১১।৮

(২) এবিষয়ে পাশ্চাত্য বাঙ্গালিকিরামায়ণে,—“ভতত্বমসি  
ধ্বর্জবৎ স্তম্ভাদ্ ভাবাং সনাতনাং । রক্ষাং বিধাস্তন্ ভূতানাং  
বিশুদ্ধমুপজগ্গিবান্ । অদিত্যাং বীৰ্য্যবান্ পুত্রো জাতৃণাং  
বীৰ্য্যবর্জিনঃ । সংবৎসরেষু কৃত্যেযু তেবাং সাহায় কল্পসে ।  
স ত্বম্ভাস্তমানান্ প্রজাস্থ জগতো বর । রাবণশ্চ বধাকাজ্ঞী  
মানুষেযু মনোহরধাঃ ॥” ৭।১১৭।৯-১১

(৩) এখানে মহর্ষি বাঙ্গালিকি,—“স ত্বং মনোময়ঃ পুত্রঃ  
পূর্ণাৰ্থ্যমানুবেদিত্ব। কালো নরবরশ্চৈত্ৰ সমীপমুপবর্তিতুম্ ॥”  
৭।১১৭।১০

ভতো ভূয়শ্চ তে বুদ্ধির্ধদি রাজ্যমুপাসিতুম্ ॥ ৩৩  
ভতত্বা ভব ভজং তে এবমাহ পিতামহঃ ।  
যদি তে গমনে বুদ্ধির্দেবলোকং জিতেজিয়ঃ ।  
সনাথা বিকুনা দেবা ভবন্ত বিগতভরাঃ ॥ ৩৪  
চতুর্মুখশ্চ তদ্বাক্যং শ্রুত্বা কালেন ভামিতুম্ ॥ ৩৫  
হসন্ রামস্তদা বাক্যং কৃৎস্নশাস্তকমব্রবীৎ ।  
শ্রুতং তব বচো মেহত মমাপীষ্টতরস্ত তৎ ॥ ৩৬  
সন্তোমঃ পরমো জ্ঞেয়শ্চদাগমনকারণাৎ ।  
ত্রয়াণামপি লোকানাং কার্যার্থং মম সম্ভবঃ ॥ ৩৭  
ভজং তেহস্মাগমিষ্ঠ্যামি যত এবাহমাগতঃ ।  
মনোরথশ্চ সম্প্রাপ্তো ন মেহত্ৰাস্তি বিচারণা ॥ ৩৮

যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আপনার সেই মনোরথ পূর্ণ  
হইয়াছে এবং এই মনুষ্যলোকে আপনার আয়ুষ্কালও পূর্ণ হইয়া  
নিয়াছে(৩) ॥ ৩৩-৩২

আমি কাল, ভাপসরূপে আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি ।  
যদি আপনার ইচ্ছার পরও পুনরায় এই মৰ্ত্যরাষ্ট্র্য শাসন  
করিবার অভিপ্রায় থাকে, তবে তাহাই হউক। আপনার  
মঙ্গল হউক হে জিতেজির রাম। (৪) যদি আপনার দেবলোকে  
গমন করিবার মতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাক্ষাৎ বিষ্ণু  
আপনার ষারা দেবগণ সনাথ হইয়া চিন্তাস্ত হউক। পিতামহ  
ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন ॥ ৩৩-৩৩

কালকথিত চতুরানন ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম  
সেই সময় হাস্ত করিতে করিতে সকলের সংহারক কালকে এই  
কথা বলিলেন,—আমি ভোমার কথা আজ শুনিলাম, আমারও  
ইহা অভিপন্ন প্রিয় বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪-৩৬

তুমি আমার নিকট আগমন করার আমার অত্যন্ত সন্তোষ  
লাভ হইয়াছে। জিলোকের মঙ্গলকর কার্য্য করিবার জন্তই  
আমার আনির্ভাব হইয়াছে ॥ ৩৭

ভোমার কল্যাণ হউক, আমি যথা হইতে আসিরাতি, আমি  
তথায় অতিরেই গমন করিব। আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে,

(৪) মহামুনি বাঙ্গালিকি ইহার বর্ণনায় বলিয়াছেন,—“অভো  
ভূয়শ্চ তে শ্রদ্ধা যদি রাজ্যমুপাসিতুম্। এবমবতু কাকুৎস  
এবমাহ পিতামহঃ। যদি বা গমনে বুদ্ধির্দেবলোকং  
জিতেজিরঃ। সনাথা বিকুনা দেবা ভবন্ত বিগতভরাঃ ৭।১১১।  
১৪-১৫।

মৎসেবকানাং দেবানাং সৰ্ব্বকাৰ্য্যেষু বৈ ময়া ।

স্বাভব্যং মায়য়া পুত্র যথা প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৯

এবং তয়োঃ কথয়তোহুৰ্বাসা মুনিরভ্যাগাৎ ।

রাজদ্বারং রাঘবস্ত দৰ্শনাপেক্ষয়াদৃতম্ ॥ ৪০

মুনির্লক্ষণমাসাঙ হুৰ্বসো বাক্যমব্রवी ।

শীঘ্রং দৰ্শয় রামং মে কাৰ্য্যং মেহত্যস্তমাহিতম্ ॥ ৪১

তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ সৌমিত্ৰিমুনিং ক্লননভেজসম ।

রামেণ কাৰ্য্যং কিং তেহত্ব কিং তেহভ্যষ্টে

করোম্যহম্ ॥ ৪২

রাজা কাৰ্য্যান্তরে ব্যাগ্রো মুহূৰ্ত্তং সম্প্রতীকৃতাম্ ।

অগ্নিন্ ক্রপে তু সৌমিত্রে ন দৰ্শয়সি চেদ্ বিভ্রুম্ ।

অতএব আমার এই মৰ্ত্তালোকে অবস্থান বিষয়ে কোনরূপ বিচার  
অভরে নাই অর্থাৎ আমি তোমার প্রস্তাবানুসারে সত্বর দেব-  
লোকে গমন করিব, এই মৰ্ত্তালোকে আর অবস্থান করিব  
না ॥ ৩৮

পুত্র । প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছে, তদনুসারে আমি  
মারাত্রেবীর সহিত অর্থাৎ স্বীয় প্রকৃতি শক্তির সহিত আমার  
সেবক দেবগণের সকল কাৰ্য্যে অবস্থান করিব ॥ ৩৯

এইভাবে যখন ভগবান্ ঈরাৗচজ্ঞ ও ভদ্রীর প্রথম পুত্র সৰ্ব্ব-  
সংহারক কালের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছে, সেই সময়  
ঈরামকে সাদরে দর্শন করিবার জন্য রাজদ্বারে মহামুনি হুৰ্বাসা  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০

হুৰ্বাসা মুনি লক্ষণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা  
বলিলেন,—তুমি সত্বর রামের সহিত আমার সাক্ষাৎকার  
করাইয়া দাও, আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাৰ্য্য আছে ॥ ৪১

সুমিত্রানন্দন লক্ষণ তাঁহার কথা শ্রবণ করত (১) অগ্নিভূত্য  
ভেজসী হুৰ্বাসামুনিকে কহিলেন,—ভগবন্ । রামের সহিত  
আপনার এখন কি প্রয়োজন আছে? আপনার অভিপ্রায় কি

(১) বাল্মীকিরামায়ণে লক্ষণ ও হুৰ্বাসামুনির কথোপকথনে  
লক্ষণের বাক্য “ঋষেস্ত বচনং শ্রুত্বা লক্ষণো বাক্যমব্রवी ।  
অভিবাঙ মহাত্মানাং মুনিং ক্লননসন্নিভম্” ৭।১.১।২০ হুৰ্বাসার  
বাক্য, “অগ্নিন্ মুহূৰ্ত্তে সৌমিত্রে রাঘবায় নিবেদয় । অতথা  
ক্রিয়মাণে তু বাক্যে বাক্যবিশারদ । বিব্রক পুরকৈব শপেয়ং  
রাঘবং তথা । তরতং ত্বাক শক্রয়ং যুগ্মকৈব সততিম্ ।  
ন হি শক্যাম্যহং ত্বয়ো মুনিং ব্যাহৃতং বচঃ ॥” ৭।১১।১২৬।২৮ ।

(২) এ বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি,—“একস্ত মরণং মেহত্ব বা  
ভুং সৰ্ব্ববিনাশনম্ ॥” ৭।১১।২৯ ।

রামং সবিষয়ং বংশং তস্মীকুৰ্য্যায় সংশয়ঃ ॥ ৪৪

শ্রুত্বা তদ্বচনং ঘোরযুষেহুৰ্বাসসো ভৃশম্ ।

স্বরূপং তস্ত বাক্যস্ত চিন্তয়িত্বা স লক্ষণঃ ॥ ৪৫

সৰ্ব্বনাশাদ্ বরং মেহত্ব নাশো হ্যেকস্ত কারণাৎ ।

নিশ্চিত্যৈবং ততো গত্বা রামায় প্রাহ লক্ষণঃ ॥ ৪৬

সৌমিত্রেবচনং শ্রুত্বা রামঃ কালং ব্যসজ্জয়ৎ ।

শীঘ্রং নির্গম্য রামোহপি দদৰ্শাত্রেঃ স্মৃতং মুনিম্ ॥ ৪৭

রামোহভিবাঙ সংপ্রীতো মুনিং পপ্রচ্ছ সাদরম্ ।

কিং কাৰ্য্যং তে করোমীতি মুনিমাহ রঘুন্তমঃ ॥ ৪৮

তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং হুৰ্বাসা রামমব্রवी ।

অন্ত বর্ষসহস্রাণামুপবাসসমাপনম্ ॥ ৪৯

তাহা বলুন, আমি সম্পাদন করিতেছি ॥ ৪২

রাজা ঈরামজ্ঞ এখন এক বিশেষ কাৰ্য্যে ব্যগ্র আছেন,  
মুহূর্ত্তকাল আপনি অপেক্ষা করুন । লক্ষণের এই কথা শ্রবণ  
করত মুনি ক্রোধে স্তম্ভ হইয়া সুমিত্রানন্দনকে বলিলেন ॥ ৪৩

সৌমিত্রে । তুমি যদি এই ক্ষণেই প্রভু ঈরামের সহিত  
আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিরা না দাও, তাহা হইলে  
আমি রাজ্যের সহিত ঈরামকে এবং এই ক্লনকে অভিশাপে  
তস্মীভূত করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৪

তখন সেই লক্ষণ ঋষি হুৰ্বাসার এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কথা  
শ্রবণ করত এবং তাঁহার সেই বাক্যের স্বরূপ চিন্তা করত এই  
হির করিলেন যে, এক জনের জন্য কেন সকলের নাশ হইবে?  
অতএব সকলের বিনাশ অপেক্ষা এক জনের নাশই বরং ভাল  
(২) । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ভদনন্তর গমন করত লক্ষণ  
ঈরামকে বলিলেন ॥ ৪৫-৪৬

সুমিত্রাপুত্র লক্ষণের কথা শ্রবণ করত রাম কালকে বিদায়  
দিলেন । তারপর ঈরামও সত্বর নির্গত হইয়া অজিনন্দন  
হুৰ্বাসামুনিকে দর্শন করিলেন ॥ ৪৭

ঈরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অভিবাঙন করত সাদরে মুনিকে  
কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন । রঘুন্তম সেই সময় হুৰ্বাসামুনিকে  
বলিলেন,—আমি আপনার কি কাৰ্য্য করিব? ৪৮

ঈরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া হুৰ্বাসামুনি (৩) ঈরামকে  
কহিলেন,—আজ আমার সহজ বৎসর উপবাসের সমাপ্তির  
দিন । ৪৯

(৩) হুৰ্বাসা মুনির বাক্য বাল্মীকি রামায়ণে,—“প্রত্যাচ  
ততো রামং হুৰ্বাসাঃ জ্ঞরতামিতি । অন্ত বর্ষসহস্রম সমাপ্তির্মম  
রাঘব । স্মৃতিভো ভোক্তৃমিচ্ছন্ বৈ ত্বামারাত্তো রঘুন্তম ।  
সোহহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং ত্বানব ॥” ৭।১১।১০০-১০৪



অতো ভোজনমিচ্ছামি সিদ্ধং যন্তে রঘুন্তম ।

রামো মুনিবচঃ শ্রুত্বা সন্তোষেণ সমম্বিতঃ ॥ ৫০

স সিদ্ধমন্নং মুনয়ে যথাবৎ সমুপাহরৎ ।

মুনিভূক্ত্বান্নমমৃতং সন্তুষ্টঃ পুনরভ্যাগাৎ ॥ ৫১

স্বমাত্মনং গতে তস্মিন্ রামঃ সস্মার ভাবিতম্ ।

কালেন শোক-হঃখার্থো বিমনাস্চাতিবিস্মলঃ ॥ ৫২

অবাঙমুখো দীনমনা ন শশাকাভিভাষিতুম্ ।

মনসা লক্ষণং জ্ঞাত্বা হতপ্রায়ং রঘুদ্বহ ॥ ৫৩

অবাঙমুখো বভূবাহ ত্বক্ষীমেবাখিলেশ্বরঃ ।

ভতো রামং বিলোক্যাহ সৌমিত্রির্হঃখসংপ্লুতম্ ॥ ৫৪

ত্বক্ষীভূতং চিস্তয়ন্তং গর্হন্তং স্নেহবন্ধনম্ ।

মৎকৃতে ত্যজ সস্তাপং জহি মাং রঘুনন্দন ॥ ৫৫

হে রঘুন্তম রাম । অতএব আমি তোমার গৃহে সিদ্ধার ভোজন করিতে ইচ্ছা করি । মুনিবর ত্বক্ষীসার এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ সহকারে শ্রীরাম মুনিকে যথাযথভাবে সিদ্ধার ভোজনের অন্ন প্রদান করিলেন । মুনি ত্বক্ষীসার সেই অমৃতত্বলা অন্ন ভোজন করত সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় গমন করিলেন । ৫০-৫১

মুনিবর স্বীয় আশ্রমে গমন করিলে পর শ্রীরাম কালকথিত বাক্য স্মরণ করিলেন । ইহাতে তিনি হঃখ-খোকে পীড়িত, বিমনা এবং অভিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । ৫২

রঘুবংশধর রাম মনে মনে লক্ষণকে হতপ্রায় জানিয়া দীন-মনে অধোমুখ হইয়া রহিলেন, তখন কিছুই বলিতে সমর্থন হইলেন না । ৫৩

সর্বেশ্বর শ্রীরাম তখন অধোমুখে নীরব হইয়াই রহিলেন । তখনন্তর সুমিত্রানন্দন লক্ষণ শ্রীরামকে অভিশয় হঃখাভিভূত, মৌন, চিন্তায়গ্ন ও মনে মনে স্নেহবন্ধনের নিন্দা করিতে দেখিয়া বলিলেন—রঘুনন্দন রাম । আমার অন্ন সন্তাপ ত্যাগ করুন এবং আমাকে বধ করুন (১) । ৫৪-৫৫

(১) এই অবস্থায় শ্রীরামকে লক্ষণের বাক্য বাস্তবিক-রামায়ণে,—“ন সন্তাপং মহাবাহো কর্তৃমহঁসি মৎকৃতে । পূর্বনির্দোষবদ্ধা হি কালস্ত গতিরীদৃশী । জহি মাং নির্বিপক্কত্বং সত্যং পালয় সুব্রত । হীনপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ ব্রজেদ্বি নরকং ক্রবন্ । মসি তে বদন্তক্ৰোধো বদন্তগ্রাহতা মসি । জহি মাং নির্বিপক্কত্বং সত্যং পালয় সুব্রত । ৭।১১।১২-৪

গতিঃ কালস্ত কলিতা পূর্বমেবেদৃশী প্রভো ।

তয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে তু নরকো মে ক্রবং ভবেৎ ॥ ৫৬

ময়ি শ্রীতির্যদি ভবেদ্ যত্তনুগ্রাহতা তব ।

তাত্ত্বা শঙ্কাং জহি প্রাজ্ঞ মা মা ধর্ম্যং ত্যজ প্রভো ॥ ৫৭

সৌমিত্রিণোক্তং তচ্ছ্রুত্বা রামশ্চলিতমানসঃ ।

আহুয় মস্ত্রিণঃ সর্বানু বসিষ্ঠং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫৮

মুনেরাগমনং যত্নু কালস্তাপি হি ভাষিতম্ ।

প্রতিজ্ঞামাত্মনশ্চৈব সর্বমাবেদয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৫৯

শ্রুত্বা রামস্ত বচনং মস্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ ।

উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্বৈ রামমস্ত্রিষ্টকারিণম্ ॥ ৬০

পূর্বমেব হি নির্দিষ্টং তব ভূতারহারিণঃ ।

লক্ষণেন বিয়োগন্তে জাতো বিজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৬১

প্রভো । কালের গতি যে একরূপ হইবে, তাহা পূর্ব হইতেই জানা আছে । আপনি যদি প্রতিজ্ঞাহীন হন অর্থাৎ কৃত প্রতিজ্ঞা পালন না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমার নরক বাস হইবে । ৫৬

আমার উপর যদি আপনার শ্রীতি থাকে এবং যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র হই, হে প্রাজ্ঞ । তবে আপনি শঙ্কা ত্যাগ করুন । প্রভো । আপনি আমাকে বধ করুন, কখনই আপনি ধর্ম ত্যাগ করিবেন না, করিবেন না । ৫৭

সুমিত্রানন্দন লক্ষণকথিত এই বাক্য শ্রবণ করত শ্রীরামের মন বিচলিত হইয়া উঠিল । তিনি তখন সমস্ত মস্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া বসিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন । ৫৮

প্রভু শ্রীরামচন্দ্র মুনিবর ত্বক্ষীসার আগমন, সর্বসংহারক কাল যে কথা বলিয়াছেন এবং নিজের প্রতিজ্ঞা—এসমস্তই মস্ত্রিণের নিকট নিবেদন করিলেন । ৫৯

পুরোহিত বসিষ্ঠদেবের সহিত মস্ত্রিণ সকলে শ্রীরামের এই কথা শ্রবণ করত কৃতজ্ঞ হইয়া অনারাগে মহৎ কর্তৃকারী শ্রীরামকে বলিলেন । ৬০

হে ভগবন্ । ভূতার হরণ করিতে অবতীর্ণ আপনার লক্ষণের সহিত যে বিয়োগ হইবে, তাহা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে । এইভাবে লক্ষণের বিয়োগ আমরা বিজ্ঞানদৃষ্টিতে জ্ঞাত আছি । ৬১



তাজাত লক্ষণং রাম মা প্রতিজ্ঞাং ত্যজ প্রভো ।  
 প্রতিজ্ঞাতে পরিত্যক্তে ধর্মো ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ৬২  
 ধর্মো নষ্টেহখিলে রাম ত্রৈলোক্যাং নশ্যতি ধ্রুবম্ ।  
 ত্বন্ত সর্বশ্চ লোকশ্চ পালকোহসি রঘুত্তম ॥ ৬৩  
 ত্যক্ত্বা লক্ষণমেবেকং ত্রৈলোক্যাং ত্রাভুমহ'সি ।  
 রামো ধর্মার্থসহিতং বাক্যং ত্রেয়ামনিদ্ভিতম্ ॥ ৬৪  
 সভামধ্যে সমাক্রুত্য প্রাহ সৌমিত্রিমঞ্জসা ।  
 যথেষ্টং গচ্ছ সৌমিত্রে মা ভূত্বর্ষশ্চ সংক্ষয়ঃ ॥ ৬৫  
 পরিত্যাগো বধো বাপি সভামেবোভয়ং সমম্ ।  
 এবমুক্তো রঘুশ্রেষ্ঠো হৃৎখবাকুলিতেক্ষণঃ ॥ ৬৬  
 রামং প্রণম্য সৌমিত্রিঃ শীঘ্রং গৃহমগাং স্বকম্ ।

রাম! অতএব আপনি সত্ত্বর লক্ষণকে ত্যাগ করুন।  
 প্রভো! আপনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিবেন না, কারণ,  
 প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিলে পর ধর্মই নিষ্ফল হইয়া বাটবে ॥ ৬২

হে রাম! সমস্ত ধর্ম যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে এই ত্রিলোক  
 নিষ্ফলই নষ্ট হইবে। হে রঘুত্তম! আপনি সমস্ত লোক-  
 সমূহের পালনকর্তা নারায়ণ ॥ ৬৩

অতএব একক লক্ষণকে ত্যাগ করিয়া এই ত্রিলোককে রক্ষা  
 করা আপনার একান্ত কর্তব্য (১)। শ্রীরাম তাঁহাদের এই  
 ধর্মার্থবৃত্ত ও অনিদ্ভিত বাক্য সভামধ্যে শ্রবণ করত তৎক্ষণাৎ  
 সুমিত্রানন্দন লক্ষণকে বলিলেন,—হে সৌমিত্রে! তুমি যথার  
 ইচ্ছা গমন কর; ধর্মের যেন কে নরূপ হানি না হয় ॥ ৬৪-৬৫

পরিত্যাগ ও বধ—এই দুইটি সম্পূর্ণবর্ণনের নিকট সমান। (২)  
 রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই সমস্ত হৃৎখবাকুলিতলোচনে লক্ষণকে এই  
 কথা বলিলেন ॥ ৬৬

(১) এ বিষয়ে বাল্মীকিরামায়ণে,—“ততো ধর্মো বিনষ্টে  
 তু ত্রৈলোক্যাং সচরাচরম্। সদেববিগণং সর্বং বিপদ্যেত ন  
 সংশয়ঃ ॥” ১১২।১০

(২) পরিত্যাগ ও বধ—এই উভয়ের সাম্য প্রসঙ্গে মহর্ষি  
 বাল্মীকি,—পরিত্যক্তোহসি সৌমিত্রে মা ভূত্বর্ষবিপর্যায়ঃ।  
 পরিত্যাগো বধো বাপি সাধুনামুভয়ং সমম্ ॥” ৭।১১২।১৮

(৩) লক্ষণ নিজ গৃহে গমন করিলেন, এই কথা পাশ্চাত্ত্য  
 বাল্মীকিরামায়ণবিরোধী বধা—“রামেন ভাবিতে বাক্যে বাত্প-  
 ব্যাকুলিতেজিরঃ। লক্ষণস্তুরিতং প্রায়ং যগৃহং ন বিবেশ  
 হ ॥” ৭।১২০।১৪

প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণেও গৃহগমন উল্লিখিত হয় নাই,—

ততোহগাং সরযুতীরমাত্ম্য স কৃতাজলিঃ ॥ ৬৭

নব দ্বারাপি সংযম্য মুগ্ধি প্রাণমধারয়ৎ ।

যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যামব্যয়ম্ ॥ ৬৮

পদং তৎ পরমং ধাম চেতসা সোহিত্যচিন্তয়ৎ ।

বায়ুরোধেন সংযুক্তং সর্বৈ দেবাঃ সহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯

সাগ্রয়ো লক্ষণং পুণ্ড্রৈস্তুভূবুচ্চ সমাকিরন ।

অদৃশ্যং বিবুধৈঃ কৈশিচৎ সশরীরং স বাসবঃ ॥ ৭০

গৃহীত্বা লক্ষণং শত্রুঃ স্বর্গলোকমধাগমৎ ।

ততো বিক্ষোচ্চতুর্ভাগং তং দেবং সুরসত্তমাঃ ।

সর্বৈ দেবর্ষয়ো দৃষ্ট্বা লক্ষণং সমপূজয়ন ॥ ৭১

তদনন্তর সুমিত্রানন্দন লক্ষণ রামকে প্রণাম করিয়া সত্ত্বর  
 স্বীয় গৃহ অভিমুখে গমন করিলেন (৩)। তাহার পর সরযুতীরে  
 গমন করিলেন। লক্ষণ উহার সংস্পর্শে আসিয়া চৈতন্য  
 কৃতাজলি হইলেন ॥ ৬৭

তদনন্তর নব দ্বার (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ,  
 পাদ ও উপর—এই নয়স্থানের) ছিন্ন দিয়া প্রাণ বায়ু নির্গত হয়  
 বলিয়া এই নয়টি ছিন্নকে ‘নব দ্বার’ বলা হয়। যোগীরা এই  
 নয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মতাত্ত্ব ভেদ করত প্রাণকে পরমাত্মার  
 সহিত একীভূত করিয়া দেন। এহলে তাহাই বর্ণিত হইতেছে,—)  
 রুদ্ধ করিয়া মস্তকে অর্থাৎ সচরাচরে প্রাণকে ধারণ করিলেন।  
 তারপর যিনি অক্ষর, অব্যয় পরব্রহ্ম ‘বাসুদেব’ নামে খ্যাত,  
 তাহার সেই পরম পদ ও ধাম তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।  
 বায়ু রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত লক্ষণকে সমস্ত দেবগণ ঋষি ও অগ্নি-  
 সকলের সহিত পূজা বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করিলেন এবং ভজ  
 করিতে লাগিলেন (৪)। এই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র কতিপয়

“রামস্ত ভাবিতং ব্রহ্ম শোকব্যাকুলিতাকরম্। তৎক্ষণাৎ  
 তুরিতং প্রাণাঙ্গলোপে ব্যাকুলেজিরঃ। স গতা সরযুতীরমুপস্থ্যত  
 যথাবিধি। নিগৃহ্য সর্বজোভাংসি নোচ্ছাসং প্রমুখোচ হ ॥  
 ৭।১১২।১২-২০।

(৪) লক্ষণের রূপান্তর গ্রহণ বর্ণনার পদ্যপুরণের উত্তর-  
 খণ্ডে,—“অগ্রজন্ত প্রতিজ্ঞাতং বিজ্ঞানং রঘুসত্তমঃ। তত্যাগ  
 মানুবে রূপং প্রবিবেশ বকাং তনুম্। রূপাসহস্রসংবৃত্তঃ  
 কোটীন্দ্রসমবর্তসঃ। দিব্যমালাধরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ। নাগ-  
 কভাসহজৈস্ত সংবৃত্তঃ সমলঙ্কৃতঃ। বিমানং দিব্যমাক্রুত্ব প্রযযৌ  
 বৈষ্ণবং পদম্ ॥” ২৪৪।৪৮-৫০।

লক্ষণে হি দিবমাগতে হরৌ

সিদ্ধলোকগতযোগিনস্তদা ।

ব্রহ্মণা সহ সমাগমশ্রুদা

জুষ্টমাহিতমহাহিরূপকম ॥ ৭২

দেবতার সহিত তখন অদৃশ্যভাবে (৫) আসিয়া লক্ষণকে লইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তাহার পর শ্রেষ্ঠ দেবগণ এবং সমস্ত দেববিগণ বিষ্ণুর চতুর্থাংশ লক্ষণদেবকে দর্শন করত তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৬৮-৭

(৫) অদৃশ্য অবস্থায় হিঁত লক্ষণের দেহকে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে লইয়া যান, ইহা বাল্মীকিরামায়ণেও পাওরা যায়,—  
“অদৃশ্যং সর্বমনুজৈঃ সশরীরং মহাবলম্ । প্রগৃহ্য লক্ষণং শক্র-  
প্রিদিবং সংবিশেষ হ ॥” ৭১২০১৭ ।

মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস— ইহার উভয়েই ‘অদৃশ্য’ পদ

শ্রীমদ্রহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শ্রীমদ্ অধ্যায়রামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদে উত্তরকাণ্ডে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

## নবমোহ্যায়ঃ ॥

( শ্রীরামশু, ভরতশু, শক্রশু তথাশ্রেষ্ঠাং শ্রীরামভক্তানাং স্ব-স্বধামগমনবর্ণনম্ । )

শ্রীমহাদেব উবাচ :

লক্ষণং তু পরিত্যজ্য রামো হৃৎকমমস্থিতঃ ।

মস্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব বশিষ্ঠং চেদমব্রবীৎ ॥ ১

অভিষেক্যামি ভরতমধিরাজ্যে মহামতিম্ ।

নবম অধ্যায় ।

[ শ্রীরাম, ভরত, শক্র এবং অন্তান্ত শ্রীরামভক্তগণের স্ব-স্বধামে গমন বর্ণন । ]

শ্রীমহাদেব বলিলেন,—দেবি । শ্রীরাম লক্ষণকে পরিত্যাগ করত হৃৎকমস্থিত হইয়া মস্ত্রিগণ, বশিষ্ঠবৃন্দ ও বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

মহামতি ভরতকে অম্য অযোধ্যার (১) রাজপদে অভিষিক্ত করিব এবং তাহার পর আমি লক্ষণের পদাঙ্ক (২) অনুসরণ করিব ॥ ২

( ১ ) এখানে ‘অযোধ্যারাজ্যে’ অভিষেকের কথা বাল্মীকি-রামায়ণে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে—“অম্য রাজ্যে অভিষেক্যামি ভরতং ধর্মবৎসলম্ । অযোধ্যায় মহাবাহুং ভক্তো যাতাম্যহং ভূবি ॥” ৭১১৩১২

( ২ ) লক্ষণের পদাঙ্ক অনুসরণের বিষয় মহর্ষি বাল্মীকিও বলিয়াছেন,—“প্রবেশয়ত সত্যান্ ন স্তাৎ কালাত্যয়ো যথা । অনৈবাহং গমিষ্ঠ্যামি লক্ষণস্ত পদানুগঃ ॥” ৭১১৩১৩

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে

লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টমোহ্যায়ঃ ॥ ৮

সেই সময় লক্ষণরূপধারী শ্রীহরি স্বর্গে ভোগমন করিলে পর ব্রহ্মার সহিত সিদ্ধলোকস্থিত সমস্ত যোগিগণ অনন্ত নাগ-রূপ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আনন্দসহকারে তখন সমবেত হইলেন ॥ ৭২

ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ভাণ্ডার্য্য হইল,—শেবাংশ লক্ষণ স্বদেহ ত্যাগ না করিয়া সেই দেহকে যোগবলে অদৃশ্য করিয়া দেন, সেই অবস্থায় তিনি শেষমুর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহাকে দেবরাজ লইয়া যান। দেহ পরিত্যাগ বা অন্য দেহ গ্রহণ—এরূপ নহে। ইহাদের আবির্ভাবও এইরূপই বুদ্ধিতে হইবে।

অন্ত চাহং গমিষ্ঠ্যামি লক্ষণস্ত পদানুগঃ ॥ ২

এবমুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে পৌর-জ্ঞানপদাস্তদা ।

ক্রমা ইব ছিন্নমূলা হৃৎখার্ত্তাঃ পতিভা ভূবি ॥ ৩

মুচ্ছিতো ভরতো বাপি শ্রদ্ধা রামাভিভাষিতম্ ।

গর্হয়ামাস রাজ্যং স প্রাহেদং রামসন্নিধৌ ॥ ৪

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম এই কথা বলিলে পর সেই সময় পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলে হৃৎখণ্ডিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষসমূহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল (৩) ॥ ৩

ভরতও শ্রীরামের কথা শ্রবণ করত মুচ্ছিত হইলেন (৪) এবং রামসমীপে রাজ্যের দিন্দা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি শ্রীরামসমীপে এই কথা বলিলেন ॥ ৪

( ৩ ) এখানে আদিকবি বাল্মীকির ভাষায়,—“এবং ক্রমতি কাবুৎসে সর্বাঃ প্রকৃতরস্তদা । মূর্ছতিঃ প্রণতা ভূমৌ পতন্তস্মা ইবাভবন ॥” ৭১১৩১৪

( ৪ ) প্রাচ্য বাল্মীকিরামায়ণে এখানে ভরতের ‘বিষয়’ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে, কিন্তু পাশ্চাত্যে ‘মুচ্ছিত’ হওয়ার উল্লিখিত আছে,—প্রাচ্যে—“ভরতশ্চ বিষয়ে হৃৎকৃত্তা রামস্ত ভাষিতম্ । রাজ্যং বিগর্হয়ামাস রাঘবক্লেদমব্রবীৎ ॥” ৭১১৩১৫

পাশ্চাত্যে—“ভরতশ্চ বিসংজ্ঞো হৃৎকৃত্তা রামস্ত ভাষিতম্ ॥” ৭১২১৫

সত্যেন চ শপে নাহং হ্যাং বিনা দিবি বা ভূবি ।  
 কাজেক রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ শপে হংপাদয়োঃ প্রভো ॥ ৫  
 ইমৌ কুশ-লবৌ রাজন্ অভিষিক্ত্ব রাঘব ।  
 কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু লবং তথা ॥ ৬  
 গচ্ছন্ত দূতাব্রিভং শক্রদ্বানয়নায় হি ।  
 অশ্বাকমেতদ্ গমনং স্বর্ধাসায় শৃণোতু সঃ ॥ ৭  
 ভরভেনোদিতং ঋত্বা পতিভাভাঃ সমীক্ষ্য তম ।  
 প্রজ্ঞাশ্চ ভয়সংবিগ্নাঃ রামবিল্লম্বকাতরাঃ ॥ ৮  
 বসিষ্ঠো ভগবান্ রামমুবাচ সদয়ং বচঃ ।  
 পশ্য ভাতাদরাং সর্বাঃ পতিভা ভূতলে প্রজাঃ ।  
 তাসাং ভাবানুগং রাম প্রসাদং কর্তুমহ'সি ॥ ৯  
 ঋত্বা বসিষ্ঠবচনং তাঃ সমুখাপ্য পূজা চ ॥ ১০

হে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম । আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি  
 যে, আমি আপনাকে বাদ দিয়া স্বর্গ বা ভূতলে কোনও রাজ্য  
 আকাঙ্ক্ষা করি না। হে প্রভো ! আমি আপনার ত্রিপদ-  
 ঘরের শপথ করিতেছি (১) ॥ ৫

রঘুবংশধর রাজন্ । আপনি এই দুই কুমার কুশ ও লবকে  
 রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। বীর কুশকে কোশলদেশে এবং লবকে  
 উত্তর দেশে অভিষিক্ত করুন ॥ ৬

শক্রদ্বকে ( মথুরা হইতে ) আনিবার জন্ত সত্তর দূতগণ গমন  
 করুক। স্বর্গবাসের জন্ত আমাদের এই গমন সে-ও প্রবণ  
 করুক ॥ ৭

ভরভের এই কথা শ্রবণ করত রামবিরহে কাতর সমস্ত  
 প্রজাগণ ভয়ে অত্যন্ত উত্ত্বিগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল (২) ॥ এই  
 সমস্ত ভগবান্ বসিষ্ঠ প্রজাগণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া ঈরামকে  
 এই সদয় বাক্যে বলিলেন,—বৎস । তুমি ভূতলে পতিত  
 এইসব প্রজাগণকে সাগরে অবলোকন কর। রাম । তুমি  
 ইহাদের মনোগত অভিপ্রায় অনুসারে তাহাদিগকে কৃপা  
 বিতরণ কর (৩) ॥ ৯

( ১ ) বাল্মীকিরামায়ণে পাণ্ডুরা বার, ভরত সত্যের শপথ  
 করিয়াছেন,—“সত্যেনাহং শপে রাজন্ সর্বলোকেন চৈব হি ।  
 ন কাময়ে তথা রাজ্যং বিনা হ্যাং রঘুনন্দন ॥” ৭।১১৩।৬

( ২ ) প্রাচ ও পাশ্চাত্য বাল্মীকিরামায়ণে এখানে বাহা  
 উল্লিখিত আছে,—প্রাচ্যে—“ভরভন্ত বচঃ ঋত্বা প্রকৃতভাভাঃ  
 সুদঃখিতাঃ । দৃষ্ট্বা চাণোমুখীঃ সর্বা বসিষ্ঠো বাক্যমববীৎ ॥”  
 ৭।১১৩।৯

সন্মোহো রঘুনাথভাঃ কিং করোমীতি চাতবীৎ ।  
 ততঃ প্রাজলয়ঃ প্রোচুঃ প্রজা ভক্ত্যা রঘুবহম্ ॥ ১১  
 যাতুমিচ্ছসি যত্র স্বমনুগচ্ছামহে বয়ম্ ।  
 অশ্বাকমেযা পরমা প্রীতির্বিশ্বোহয়মংকরঃ ॥ ১২  
 তবানুগমনে রাম হ্রদগতা নো দৃঢ়া মতিঃ ।  
 পুত্রদারাদিভিঃ সার্ব্বমনুয়ামোহন্ত সর্বথা ॥ ১৩  
 তপোবনং বা স্বর্গং বা পুরং বা রঘুনন্দন ।  
 জাহা তেষাং মনোদার্ত্যং কালস্ত বচনং যথা ॥ ১৪  
 ভক্তং পৌরজনং চৈব বাঢ়মিত্যাহ রাঘবঃ ।  
 কুত্বেব নিশ্চয়ং রামস্তম্মিন্নেবাহনি প্রভুঃ ॥ ১৫  
 প্রস্থাপয়ামাস চ তৌ রামভক্তঃ কুশীলবৌ ।  
 অষ্টৌ রথসহস্রাণি সহস্রকৈব দন্তিনাম্ ॥ ১৬

তখন রঘুনাথ কুলগুরু বসিষ্ঠদেবের কথা শ্রবণ করত সেই  
 সব প্রজাদিগকে উত্থাপিত করিয়া এবং বিশেষ সমাদর করিয়া  
 বলিলেন,—আমি তোমাদের মনোগত কি প্রিয় কার্য্য করিব ?  
 তদনন্তর সেই সব প্রজাগণ কৃতজ্ঞ হইয়া ভক্তিসহকারে  
 ঈরামকে বলিল ॥ ১০-১১

হে ভগবন্ । আপনি যথার বাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন,  
 আমরাও তথায় বাইতে আপনার অনুগমন করিব। ইহাই  
 আমাদের পরম প্রীতি এবং ইহাই আমাদের অক্ষর বর্ষ ॥ ১২

হে রাম । আপনার অনুগমন করা আমাদের দৃঢ়  
 মনোগত অভিপ্রায় জানিবেন। রঘুনন্দন রাম । আপনি তপোবন,  
 স্বর্গ কিংবা নগর—যথায় বাইবেন, আমরা স্ত্রী, পুত্র ও বান্ধব-  
 গণের সহিত অঙ্গ সর্বপ্রকারে আপনার অনুগমন করিব।  
 ঈরাম তাহাদের সকলের একরূপ মানসিক দৃঢ়তা জানিয়া সেই  
 ভক্ত পৌরজনগণকে বলিলেন—আজ্ঞা, তাহাই হইবে। প্রভু  
 ঈরাম এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই দিনেই কুশ ও লবকে নিজ  
 নিজ রাজ্যে ( কোশলদেশ ও উত্তর দেশে ) পাঠাইয়া দিলেন।  
 রামভক্ত তাহাদের প্রত্যেককে আট হাজার রথ, এক হাজার

পশ্চাত্যে—“তচ্ ঋত্বা ভরভেনোক্তং দৃষ্ট্বা চাপি হৃদো-  
 মুখান্ । পৌরান্ হৃৎখেন সন্তপ্তান্ বসিষ্ঠো বাক্যমববীৎ ॥”  
 ৭।১২১।৯

( ৩ ) এখানে মহামুনি বাল্মীকি,—“বৎস রাম ইমাঃ পত-  
 থবনীং প্রকৃতভাভাঃ । বিদ্যাসানীপ্লিভং কামমাংসং বা বিপ্রিয়ং  
 কৃথাঃ ॥” ৭।১১৩।১০

যষ্টিং চাশ্বসহস্রাণামৈককন্মৈ দদৌ বলম্ ।  
 বহুরহৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবুভৌ ॥ ১৭  
 অভিবাঙ গভৌ রামং কৃচ্ছ্রেণ তু কুশীলবৌ ।  
 শক্রশ্রানয়নে দূতান্ প্রেষয়ানাম রাঘবঃ ॥  
 তে দূতাস্থরিতং গতা শক্রশ্রায় শ্রবেদয়ন্ ॥ ১৮  
 কালশ্রাগমনং পশ্চাদজি পুত্রশ্চ চেষ্টিতম্ ।  
 লক্ষ্মণশ্চ চ নির্ধাণং প্রতিজ্ঞাং রাঘবশ্চ চ ।  
 পুত্রাভিষেচনং চৈব সর্বং রামচিকীর্ষিতম্ ॥ ১৯  
 শ্রুত্বা তদ দূতবচনং শক্রশ্রঃ কুলনাশনম্ ॥ ২০  
 ব্যথিতোহপি ধৃতিং লব্ধ্বা পুত্রাবাহুয় সত্বরঃ ।

হস্তী এবং ষাট হাজার অশ্ব—এইরূপ সৈন্যদল প্রদান করিলেন ।  
 তাহার পর বহুরহ ও বহু ধনে সমৃদ্ধ এবং হৃষ্ট-পুষ্ট জনগণে  
 আবৃত কুশ ও লব ঈরামকে অভিবাচন করত অতিকষ্টে  
 গমন করিলেন । রাঘব অতঃপর শক্রশ্রকে আনিবার জন্য  
 মথুরার দূতগণকে প্রেরণ করিলেন । তখন সেই দূতগণ সত্বর  
 গমন করত শক্রশ্রকে সব নিবেদন করিল (১) ১৭-১৮

কালের আগমন, ভারপূর্ণ অস্ত্রাদি দ্রব্যসামান্য কার্য,  
 লক্ষ্মণের নির্গমন, ঈরামের প্রতিজ্ঞা এবং পুত্রের কুশ ও লবের  
 রাজ্যাভিষেক (২)—এই সব ঈরামের কার্য শক্রশ্রকে নিবেদন  
 করিল ॥ ১৯

শক্রশ্র সেই দূতগণের কুলনাশকর বাক্য শ্রবণ করত ব্যথিত  
 হইয়াও বৈর্য অবলম্বন পূর্বক দুই পুত্রকে সত্বর আহ্বান করত  
 সুবাহুকে মথুরা নগরীতে অভিষিক্ত করিয়া মহাবল শক্রনাশন  
 শক্রশ্র বিদিশাগরে যুগেকতুকে (৩) অভিষিক্ত করত স্বয়ং

(১) দূতপ্রেরণ বিষয়ে বাঙ্গালিকীরামায়ণে,—“তে দূতাঃ  
 কোশলেজ্ঞেণ চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ । প্রযাতা মথুরাং শীঘ্রং ন চ  
 মার্গে ভ্রমাবসন্ ॥” অহোরাত্রৈকিভিত্তে তু সংপ্রাপ্তা মথুরাং  
 পুরীম্ । শক্রশ্রায় বথাবুত্তং সর্বং তে ব্যাচচকিরে । লক্ষ্মণশ্চ চ  
 নির্ধাণং প্রতিজ্ঞাং রাঘবশ্চ চ । অনুরাগক পৌরাণামভিষেকক  
 পুত্রয়োঃ ॥” ৭।১১৩। ২০-২২

(২) কুশ ও লবকে ঈরাম রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যে  
 রাজধানী স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বাঙ্গালিকি-  
 রামায়ণে,—“কুশশ্চ চ পুরীং রম্যাং বিদ্যাপর্বত-সানুসু ।  
 ‘কুশাবতী’তি বা নার্য বিখ্যাতা সর্বতো দিশম্ । লবশ্চ চ  
 পুরীং রম্যাং ‘জাবতী’ লোকবিজ্ঞাতাম্ ॥” ৭।১১৩। ২০-২৪  
 পাশ্চাত্য বাঙ্গালিকীরামায়ণে ‘জাবতী’ স্থলে ‘জাবতী’ পুরী

অভিষিচ্য সুবাহুং বৈ মথুরায়াম্ মহাবলঃ ॥ ২১  
 যুগেকতুঞ্চ বিদিশানগরে শক্রশ্রদনঃ ।  
 অযোধ্যাং স্থরিতং প্রাগাং স্বয়ং রামদিদৃক্ষয়া ॥ ২২  
 দদর্শ চ মহাত্মানং তেজসা জলনপ্রভম্ ।  
 হৃকুলযুগসংবীভুযিভিষ্ঠাক্ষয়ৈবৃতম্ ॥ ২৩  
 অভিবাঙ রমানাথং শক্রশ্রো রঘুপুত্রবম্ ।  
 প্রাঞ্জলিধর্ম্মসহিতং বাক্যং প্রাহ মহামতিঃ ॥ ২৪  
 অভিষিচ্য সুভৌ তত্র রাজ্যে রাজীবলোচন ।  
 তবাহুগমনে রাজন্ বিধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২৫  
 ত্যক্ত্ব নাহসি মাং বীর তক্তং তব বিশেষতঃ ।  
 শক্রশ্রশ্চ দূতাং বুধিং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ ॥ ২৬

ঈরামকে দর্শন করিবার বাসনায় দুরাসহকারে অযোধ্যায়  
 গমন করিলেন ॥ ২০-২২

তথায় অগ্নিতুল্য তেজস্বী, বস্ত্রধর পরিহিত (‘হৃকুলং চিত্ত-  
 বস্ত্রয়োঃ’ ইতি কোবাং ।) ও অক্ষর অর্থাৎ দীর্ঘকীরী ঋষিগণে  
 পরিবৃত মহাত্মা ঈরামকে দর্শন করিলেন ॥ ২৩

মহামতি শক্রশ্র রঘুবর রমানাথ ঈরামকে অভিবাচন করত  
 কৃতাজলি হইয়া তাঁহাকে এই ধর্ম্মসম্বত বাক্য বলিলেন ॥ ২৪

কমললোচন রাজন্ । দুই পুত্রকে ( সুবাহু ও যুগেকতুকে )  
 যথাক্রমে তথায় দুই নগরীতে ( মথুরা ও বিদিশা নগরীতে )  
 অভিষিক্ত করিয়া আমি আপনার অনুগমন করিতে নিশ্চয়  
 করিয়াছি আনিবেন ॥ ২৫

হে বীর । বিশেষতঃ আমি আপনার ভজনপরায়ণ সেবক,  
 আমাকে আপনি ভ্যাগ করিয়া বাইবেন না । রঘুনন্দন রাম  
 শক্রশ্রের এই দূতা মতি অবগত হইয়া তাঁহাকে এই কথা  
 বলিয়া উল্লিখিত আছে,—“জাবতীতি পুরী রম্যা জাবিতা চ  
 লবশ্চ চ ॥” ৭।১২১। ৫ কিন্তু পদ্যপুরণে দেখা যায়, এই দুই পুরীর  
 নাম যথাক্রমে ‘কুশবতী’ এবং ‘শরবতী’ বলিয়া বর্ণিত আছে,—  
 “কুশবত্যাং কুশং ভক্ত শরবত্যাং লবং ভবা । হাপর্যামাস  
 ধর্ম্মে রাজ্যে য়ে রঘুসন্তমঃ ॥” ২৪৪। ৫৩

(৩) বাঙ্গালিকীরামায়ণে শক্রশ্রের পুত্র সুবাহু ও শক্রঘাতী  
 এই নামে দুই পুত্র উল্লিখিত হইয়াছে । এই অধ্যাক্ষরামায়ণে  
 সুবাহু ও যুগেকতু এই দুই নাম দেখা বাইতেছে । যথা প্রোচ্য  
 বাঙ্গালিকীরামায়ণে—“সুবাহুর্মথুরাং লেভে শক্রঘাতী তু নৈদিশম্ ॥”  
 ৭।১১৩। ২২

পাশ্চাত্যেও—“সুবাহুং মথুরায়াম্ বৈদিশে শক্রঘাতিনম্ ।  
 যত্রো হাপ্য তদাযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ ॥” ৭।১২১। ১১

সজ্জীভবতু মধ্যাহ্নে ভবানিত্যত্রবীদ বচঃ ।  
 অথ ক্ষণাৎ সমুৎপেতুর্বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৭  
 ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসাস্টৈব গোপুচ্ছাশ্চ সহস্রশঃ ।  
 ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পুত্রা রামস্ত নির্গমম্ ॥ ২৮  
 ঋত্বা প্রোচু রঘুশ্রেষ্ঠং সর্বৈ বানর-রাক্ষসাঃ ।  
 তবানুগমনে বিদ্ধি নিশ্চিতার্থান্ হি নঃ প্রভো ॥ ২৯  
 এতস্মিন্নস্তরে রামং স্তুত্রীবোহপি মহাবলঃ ।  
 যথাবদভিবাছাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৩০

বলিলেন,—তুমি মধ্যাহ্নকালে সজ্জিত হইয়া থাকিবে । তদনন্তর  
 ঈরামের মহাপ্রয়াণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কামরূপী সহস্র সহস্র  
 বানর, ঋক্ষ, রাক্ষস এবং গোপুচ্ছগণ ও ঋষি এবং দেবতাদিগের  
 পুত্রগণ কণকালমধ্যে অযোধ্যায় (১) উপস্থিত হইলেন । তারপর  
 সমস্ত বানর ও রাক্ষসগণ রঘুশ্রেষ্ঠ ঈরামকে বলিলেন,—প্রভো ।  
 আমরা সকলে আপনার অনুগমন করিতে হিঁর সক্ষম করিয়াছি  
 বলিয়া জানিবেন (২) ॥ ২৬-২৯

ইত্যবসরে মহাবল সূত্রীবও ভক্তবৎসল রঘুবংশধর ঈরামকে  
 যথাযথভাবে অভিবাদন করত বলিলেন । ৩০

হে রাম । আমি মহাবল অঙ্গদকে ক্রিষ্ণাচার্য্যে অভিষিক্ত  
 করিয়া এত অযোধ্যায় আসিয়াছি এবং আপনার অনুগমন

(১) কামরূপী বানর ও ঋক্ষাদির আগমনবিষয়ে মহাবি  
 বান্দীকি,—“ভক্ত বাক্যস্ত চাখ্যন্তে বানরাঃ কামরূপিণঃ । ঋক্ষ-  
 রাক্ষসসজ্জাশ্চ সমুৎপেতুরনেকশঃ ॥ দেবপুত্রা ঋষিসুতা পক্ষর্কীণাং  
 সূতাস্থতা । রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥”  
 ৭।১১৩।২৬ ২৭

(২) ঈরামকে বানরাদির উক্তি বান্দীকিরামায়ণে,—  
 “তে রামমভিবাছাহ ঋক্ষ-বানর রাক্ষসাঃ । তবানুগমনার্থং হি  
 সংপ্রাপ্তাঃ স্মো মহামতে । যদি রাম বিনাস্যভির্গচ্ছন্তুং  
 পুরুষবর্ষত । বমদগমিবোদমা ত্বয়া স্য বিনিপাতিতাঃ ॥”  
 ৭।১১৩।৩৭ ৩৯

(৩) বিভীষণকে ঈরামের বাক্য বান্দীকিরামায়ণে,—  
 “বাবদেব ধরিত্ততি প্রজাস্তাবদ্ বিভীষণ । রাক্ষসেনু মহদ্রাজ্যং  
 লঙ্কাং পালয়িত্বসি । শাপিতস্ত্বং সখিভেন কার্য্যতে মম শাসনম্ ।  
 প্রজাস্ত্বং রক্ষ ধর্ষণে নোত্তরং বক্তৃদুর্হসি ॥ ৭।১১।৪১-৪২ ।  
 পাশ্চাত্যবান্দীকিরামায়ণে এ বিষয়ে কিছু নবীনতা দেখা যায়,—  
 “বাবৎ প্রজা ধরিত্ততি ভাবৎ ত্বং বৈ বিভীষণ । রাক্ষসেনু  
 মহাবীৰ্য্য লঙ্কাং যং ধরিত্ততি । বাবচ্চল্লশ্চ সূর্য্যশ্চ বাবৎ ভিষ্ঠতি  
 মেদিনী । বাবচ্চ মংকথা লোকে ভাবদ্ রাজ্যং ভবাত্ত্বিহ ।

অভিষিচ্যাজদং রাজ্যেহপ্যাগতোহস্মি মহাবলম্ ।  
 তবানুগমনে রাম বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৩১  
 ঋত্বা তেমাং দৃঢ়ং বাক্যমুক্ষ-বানর-রক্ষসাম্ ।  
 বিভীষণমুবাচেদং বচনং যুত্ব সাদরম্ ॥ ৩২  
 ধরিত্ততি ধরা বাবৎ প্রজাস্তাবৎ প্রশাধি মে ।  
 বচনাদ্ রাক্ষসং রাজ্যং শাপিতোহসি মমোপরি ॥ ৩৩  
 ন কিঞ্চিৎকৃতরং বাক্যং ত্বয়া মৎপ্রিয়কারণাৎ ।  
 এবং বিভীষণং ভ্যক্ত্বা হনুমন্তমখ্যাত্বাৎ ॥ ৩৪  
 মারুতে ত্বং চিরং জীব মমাজ্ঞাং মা মুবা কৃথাঃ ।  
 জাহ্নবন্তমথ গ্রাহ তিষ্ঠ ত্বং দ্বাপরাস্তরে ॥ ৩৫

করিতে হিঁরনিশ্চয় হইয়াছি বলিয়া জানিবেন । ৩১

ঈরাম তখন সেই সব ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণের দৃঢ়তাপূর্ণ  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণকে সাদরে ধীরে ধীরে এই কথা  
 বলিলেন । ৩২

এই ধরণী দেবী যতকাল অগৎকে ধারণ করিবেন, ততকাল  
 তুমি আমার আদেশে রাক্ষসরাজ্য শাসন কর । আমার দিবা  
 রহিল, তুমি আর আমার এই কথার কোনরূপ উত্তর করিও না,  
 আমার প্রিয় করিবার জন্য তুমি আমার এই কথা পালন  
 কর (৩) । এইভাবে বিভীষণকে বলিয়া ভাহার পর ঈরাম  
 হনুমানকে বলিলেন । ৩৩-৩৪

পবনকুমার । তুমি চিরজীবী হও, (৪) তুমি আমার এই কথা  
 মিথ্যা করিওনা । তদনন্তর ঈরাম জাহ্নবানুকে বলিলেন,—তুমি  
 শাসিত্ত্বং সখিভেন কার্য্যং তে মম শাসনম্ । প্রজাঃ সংরক্ষ  
 ধর্ষণে নোত্তরং বক্তৃদুর্হসি । ক্রিষ্ণাতদ বক্তৃদুর্হসি রাক্ষসেনু  
 মহাবল । আরামে অগম্যামিচ্ছাকুলদৈবতম্ । রাজা রাক্ষস-  
 মুখ্যানাং রাঘবাজ্ঞামনুসরন্ ॥ ৭।১১।২৫-২৯

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও এ বিষয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা  
 যায়,—“রাজ্যং প্রশাধি ধর্ষণে মা প্রভিজ্ঞাং কৃথাঃ ।  
 বাবচ্চল্লশ্চ সূর্য্যশ্চ বাবৎ ভিষ্ঠতি মেদিনী । ভাবদ্ রমম সূত্রীভঃ  
 কালে মম পদং ব্রজ । ইত্যুক্ত্বাথ স কাকুৎস্থঃ শাজং বিদুঃ  
 সনাতনম্ । ঈরজশারিনং মৌম্যমিচ্ছাকুলদৈবতম্ । সম্প্রীত্যা  
 প্রদদৌ তস্মৈ রামো রাজীবলোনঃ ॥” ২৪৪।৫৯-৬২

(৫) জীভগবান্ রামচল্ল হনুমানুকে ‘চিরজীবী’ হইবার  
 বর দান করিয়া পরে মৈত্রেয় ও দ্বিবিদ—এই দুই বানরকেও  
 ‘চিরজীবী’ হইবার বর দান করেন, টীকাকার এই প্রকার এই  
 লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ইহা বান্দীকিরামায়ণে পাওয়া  
 যায়,—“মৈত্রেয় দ্বিবিদশ্চোভাবয়তপ্রাশিনৌ হরী । বাবল্লোকা  
 ধরিত্ততি ভাবদেভৌ ভবিততঃ ॥” ৭।১১৩।৪৫

ময়া সার্কিং ভবেদ যুদ্ধং যৎকিঞ্চিং কারণান্তরে ।

তত্তত্তান্ন রাধবঃ প্রাহ ঋক্ষ-রাক্ষস-বানরান্ ।

সর্বানৈব ময়া সার্কিং প্রয়াতেতি দয়ামিতঃ ॥ ৩৬

এখন থাক; কোনও এক কারণে অর্থাৎ স্তম্ভক মণির জন্ম  
হাপরমুগের শেষে তোমার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে (১) ।  
(সেই যুদ্ধের পর তুমি স্বর্গে গমন করিবে ।) তাহার পর

কিন্তু পুরাণপ্রসিদ্ধ সপ্তচিরজীবীর মধ্যে এই মৈন্দ ও বিবিদের  
নাম গৃহীত হয় নাই; যথা—“অশ্বখামা বলির্ব্যাসো হনুমান্শ্চ  
বিভীষণঃ । কৃপঃ পরপরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ ॥” অতএব  
এই দুই বানরকে আশ্বখানের সহিত হাপরমুগ পর্য্যন্ত জীবনদান  
লক্ষ্য ছিল বলিয়া ইহারা পুরাণপ্রসিদ্ধি পান নাই । বাল্মীকি-  
রামায়ণে ভিলকটীকাধৃতপাঠে দেখা যায়,—“এবমুক্তস্ত হনুমান্  
রাধবেণ মহাত্মনা ॥ বাক্যং বিজ্ঞাপয়ামাস পরং হর্ষমবাপ চ ।  
যাবৎ তব কথা লোকে বিচরিস্থিতি পাবনী ॥ তাবৎ হ্যাস্তামি  
মেদিন্যাং ভবাম্যম্শালয়ন ॥ আশ্ববন্তং তথোক্ত্যু তু বৃদ্ধং  
ব্রহ্মসুভং তদা ॥ মৈন্দঞ্চ বিবিন্দং চৈব পক্ষ জাহবন্তা সহ ।  
যাবৎ কলিঃ সম্প্রাপ্তাবজ্জীবন্ত সর্বদা ॥” ১০৮:৩৪-৩৭

ভিলকটীকা—এবং জাহবতোহপি ব্রহ্মপুত্রত্বাদ্ ব্রহ্মণৈব দত্তা-  
মরত্নাং স্থাপনম্ । তথা মৈন্দ-বিবিদয়োরাপি তংপি জাহ্বিনীকুমা-  
রানুগ্রহেণাশ্রয়তাপ্রদানং স্থাপনম্ । জাহবন্তমিতি । ব্রহ্মসুভং বৃদ্ধ-  
জাহবন্তং মৈন্দং বিবিদং তথোক্ত্যু প্রাণান্ বারততেত্বাক্ত্যু তেষাং  
দেহত্যাগকালং তত্ত্বেনাহ—পাক্ষতি । জাহবন্তা সহ যে পক্ষ  
বিভীষণ-হনুমান্-মৈন্দ-বিবিদা অমরাতে যুগং যাবৎ কলিঃ  
প্রলয়রূপো নাশঃ কলিযুগে চ তাবৎকালং জীবন্ত । তত্র হনুমদ-  
বিভীষণয়োঃ প্রলয়ে, ইতরেবাং তু কলৌ কৃকাবেতারে নাশ  
ইতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ৩৭

এস্থলে অধ্যাক্ষরানায়নপ্রদর্শিত আশ্ববৎপ্রসঙ্গ প্রাচ্য  
বাল্মীকিরামায়ণে নাই । পাশ্চাত্যোক্ত “জাহবন্তং তথোক্ত্যু  
তু” (৭।১২।৩৪) কেবল ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে । (১)

‘স্তম্ভক’ মণির নিমিত্ত ঐকৃকাবেতারে এই যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা  
ভাগবতে ও হরিবংশে পাওয়া যায় । শ্রীমদ্ভাগবতে,—“আসীং  
সজ্জাভিঃ সূর্য্যো ভক্তস্ত পরমঃ সখা । প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রদাদ  
স চ তুষ্টিঃ স্তম্ভকম্ ॥” ১০।৫৬:৩ পরে সজ্জাভিঃ তাহার কনিষ্ঠ  
ভ্রাতা প্রসেনকে এই স্তম্ভকমণি প্রদান করেন তারপর প্রসেন  
—“ভমেকদা মণিং কঠে প্রতিযুচ্য মহাপ্রভম্ । প্রসেনো হয়মাক্ষ  
যুগাং ব্যচরদ্ বনে । প্রসেনং সহস্রং হস্তা মণিমাচ্ছিত্য কেশরী ।  
গিরিং বিশন্ জাহবতা নিহতো মণিমিচ্ছতা । সোহপি চক্রে  
কুমারস্ত মণিং ক্রীড়নকং বিলে । অপত্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা  
সজ্জাভিঃ পর্য্যভপ্যত । প্রায়ঃ কৃকেন নিহতো মণিক্রীবো বনং  
গচ্ছত । ভ্রাতাং মনোহি জাহবন্তা তর্পে কঠেজপন জনাঃ ॥

ততঃ প্রভাতে রঘুবংশনাথো

বিশালবক্ষাঃ সিতকল্পনেজঃ ।

পুরোধসং প্রাহ বসিষ্ঠমর্ধ্যাং

যাশ্চগ্নিহোত্রাণি পুরো গুরো মে ॥ ৩৭

রঘুবংশধর শ্রীরাম সদয় হইয়া সেই সব ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস-  
গণকে বলিলেন,—তোমরা সকলেই আমার সহিত ‘মহাপ্রয়াণে’  
চল । (২) ৩৫-৩৬

তদনন্তর প্রভাতকালে বিশালবক্ষাঃ বিশদগদ্যনয়ন  
রঘুবংশপতি শ্রীরাম আর্ঘ্য ( পরমপূজ্য ) পুরোহিত বসিষ্ঠকে  
বলিলেন,—হে গুরো! আমার অগ্নে ‘অগ্নিহোত্র’ গমন করুন  
অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্র-পাত্রসকল (৩) লইয়া আমার অগ্নে  
অগ্নে গমন করুন ॥ ৩৭

ভগবান্ভূতপাক্ষত্যা দ্ব্যংশোলিপ্তমাত্মান । মাষ্টং প্রসেনপদবী-  
দ্রপদ্যন্ত নাগবৈঃ ॥ ইতং প্রসেনমশ্বকীক্য কেশরিণা মনে ।  
ত্কাঙ্গিপূঠে নিহতযুদ্ধেণ দৃষ্টতর্জনাঃ ॥” ১০।৫৬:১০-১১ ।  
শ্রীভগবান্ ঐকৃক পৌরজনগণের সহিত এইভাবে স্তম্ভকমণির  
অন্বেষণ করিতে করিতে জাহবান্ যে বিলে বাস করেন, সেই  
বিলময়ীপে আদিষ্টা ঐকৃক একাকী ব্রহ্মসুভে প্রবেষ্ট হন,—  
“একো বিবিশ ভগবানবহাণ্য বহিঃ প্রজাঃ । তত্র দৃষ্ট্য মণি-  
শ্রেষ্ঠং বালকীড়নকং কৃতম্ । হর্ষং কৃতমভিস্মিন্নবতহেইর্ভ-  
কান্তিকে । তমপূর্বং নরং দৃষ্ট্য শত্রৌ চূক্রাশ ভীতবৎ ।  
তচ্ছত্রভাত্যবৎ ক্রুদ্ধো জাহবান্ বলিমাং বরঃ । স বৈ  
ভাগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাত্মনঃ । পুরুষং প্রাকৃতং মতা  
কুপিভো নানুভাবিৎ ॥ দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুহৃদুল্লম্ভয়োবিজিগীষতোঃ ।  
আশ্বখাশ্রুতৈর্দোভিঃ ক্রবার্ণে শ্বেনয়োরিব । আসীং তদকৌ-  
বিশাহমতরেভরমুষ্টিভিঃ । বজ্রনিষ্পেষপক্বেবরিশ্রমমহর্নিশম্ ।  
কৃকমুষ্টিবিনিপ্পাতনিপ্পীক্যোক্রবজনঃ । কীর্ণাশ্বঃ শ্বিন্নগজন্ত-  
মাহতৌব বিশ্রিতঃ । জানে ত্বাং সর্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো  
বলম্ । বিযুৎ পুরাণপুরুষং প্রতিবন্ধুমবীজরম্ ॥ ইত্যাদি  
১০।৫৬:১৩-২৬ । হরিবংশেও অনুরূপ উপাখ্যান আছে ।  
দ্রষ্টব্য হরিবংশের হরিবংশপর্ব ৩৮ অধ্যায়ের ১২ শ্লোক হইতে  
৪৪ শ্লোক পর্য্যন্ত । জাহবান্কে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি বিষয়ে  
পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—“হাপরে সমনুপ্রাণে যদুলাময়  
পুনঃ । ভূভারস্ত বিনাশায় সমুৎপৎসামাহং ত্ববি । করিতে  
ভ্রম সংগ্রামং স্বয়ং ভক্তকসত্তম ॥ ২৪৪:৫৪ ১৫

(২) বাল্মীকিরামায়ণেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়,—  
“এবমুক্ত্যু তু কাকুৎস্থতদা তানৃক্ষ-বানরান্ । বাচামিত্যেব  
গচ্ছন্তঃ ময়া সার্কিমখাভবীং ॥” ৭।১১০ ৪৭

(৩) ‘অগ্নিহোত্র’ সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে,—“অগ্নয়ো মে  
প্রয়াত্বগ্নে দীপ্যমানা দ্বিলৈবুভাঃ । বাচপেরাতপজাণি নির্ভ-  
মম চাক্রতঃ ॥” ৭।১১১:১০

ভতো বসিষ্ঠোহপি চকার সর্বং

প্রাস্থানিকং কৰ্ম মহদ্ বিধানাৎ ॥ ৫৮

কৌমারো দৰ্ভপবিত্রপাণি-

মহাপ্রয়াণায় গৃহীতবুদ্ধিঃ ।

নিজ্জন্ম্য রামো নগরাৎ সিভাভ্রা-

চ্ছীব যাতঃ শশিকোটিকান্তিঃ ॥ ৫৯

রামশ্চ সর্বো সিভপদ্মহস্তা

পদ্মা গতা পদ্মবিশালনেত্রা

পার্শ্বহৃৎ দক্ষহরুণকঞ্জহস্তা

শ্যামা যযৌ ভূরপি দীপ্যমানা ॥ ৬০

শত্ৰুাণি শাত্ৰুাণি ধ্বংস বাণা

জগ্মুঃ পুরস্তাকৃতবিগ্রহান্তে ।

দেবাশ্চ সর্বের ধৃতবিগ্রহাশ্চ

যযুশ্চ সর্বের মুনয়শ্চ দিবাঃ ॥ ৬১

তখন শ্রীরামের বাকান্ধারে বসিষ্ঠ মুনীও প্রহানকাল করণীর সমস্ত মহৎ কার্য্য শাত্ৰোক্ত বিধান অনুযায়ী সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৮

কৌম বস্ত্র পরিহিত, হস্তে কুশনির্মিত পণ্ডিত ধারণকারী (১) অথবা কুশের ছায়া পবিত্র হস্ত, ‘মহাপ্রয়াণ’ করিতে স্থিরমতি এবং কোটি বিধতুল্য কাভিমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তত্ত্বমেব-মন্তল হইতে নিজ্জন্ম চক্রেয় তার নগর হইতে নিজ্জন্ম হইয়া

(১) কুশধারণ ও মহাপ্রস্থানোচিত বিধিবর্ণনার মহামুনি বান্দীকি,—“ভতো বসিষ্ঠন্তেকরী সর্বং নিরবশেষতঃ । চকার বিধিবর্ডমঃ মহাপ্রাস্থানিকীং বিধিम् । ভতঃ কৌমারো রামো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ । কুশান্ গৃহীত্বা পাণিত্যাং মহাপ্রস্থান-বৃন্দতঃ ॥” ৭।১১৪ ৩-৪

পদ্মপুরাণেও অনুরূপ বর্ণনা দেখা যায়,—“ভতঃ শুক্লাবরধরো ব্রহ্মচারী যযৌ পরম্ । কুশান্ গৃহীত্বা পাণিত্যাং সংসক্তঃ প্রযযৌ পরম্ ॥” ২১৪।৬৮

(২) এ বিষয়ে বান্দীকিরামায়ণে,—প্রাচ্যে—“সর্বো পার্শ্বে তু রামস্ত পদ্মা ঈঃ সুসমাহিতা । দক্ষিণে হ্রীবিশালাকী ব্যবসারস্তথাশ্রিতঃ ॥” ৭।১১৪।৬ এই লোকের ভূদেবী স্থলে হ্রীদেবী পাঠ আছে । পাশ্চাত্যে—“রামস্ত দক্ষিণে পার্শ্বে পদ্মা ঈঃ সমুপাশ্রিতা । সর্বোহপি চ মহী দেবী ব্যবসারস্তথাশ্রিতঃ ॥” ৭।১২২।৬

মাতা ঋতীনাং প্রণবেন সাধ্বী

যযৌ হরিং ব্যাহতিভিঃ সমেতা ।

গচ্ছন্তমেবামুগতা জনান্তে

সপুত্রদারাঃ সহ বহুবর্গৈঃ ॥ ৬২

অনাবৃত্তদ্বারমিবা পবর্গং

রামং ব্রজন্তং যযুরাপ্তকামাঃ ।

সান্তঃপুরঃ সানুচরঃ সভাধ্যাঃ

শক্রশ্রবৃক্তো ভরতোহমুযায়াৎ ॥ ৬৩

গচ্ছন্তমালোক্য রমাসমেতং

শ্রীরাঘবং পৌরজনাঃ সমস্তাঃ ।

সবালবৃদ্ধাশ্চ যযুর্দ্বিজাগ্র্যাঃ

সামাত্যবর্গাশ্চ সমগ্রিণো যযু ॥ ৬৪

গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

এই সময় শ্রীভগবান্ শ্রীরামের বামভাগে হস্তে শুভ্র পদ্ম-ধারিণী ও পদ্মপত্রতুল্য আরতলোচনা পদ্মা (লক্ষ্মী) দেবী গমন করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণ ভাগে রক্তপদ্মধারিণী শ্যামা দেবীদীপ্যমানা ভূদেবীও গমন করিতে লাগিলেন (২) ॥ ৬০

শান্তসকল, সমস্ত অস্ত্র, ধন ও বাণসমূহ মূর্ত্তি ধারণ করত শ্রীরামের অগ্রে অগ্রে হাটতে লাগিলেন । সমস্ত দেবগণ এবং দিবা মুনিবৃন্দ সকলেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

ঋতিসমূহের মাতা অর্ধাং বেদমাতা গায়ত্রীদেবী প্রণব (ওঙ্কার) ও ব্যাহতিসকলের (ভুঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন ব্যাহতি) সহিত শ্রীহরি রামের অনুগমন করিলেন । পুত্র, স্ত্রী ও বহুবর্গের সহিত সমস্ত জনগণই গমনকারী শ্রীরামের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

ইহারা সকলেই পূর্ণ মনোরথ হইয়া উন্মুক্ত মূর্ত্তিপথের তার মহাপ্রয়াণে গমনকারী শ্রীরামের অনুগমন করিতে লাগিল । অন্তঃপুরবাসী জনগণ, অনুচরবৃন্দ ও ভাৰ্য্যাসকলের সহিত শক্র সহ ভরত শ্রীরামের অনুগমন করিলেন ॥ ৬৩

শ্রীরামকে লক্ষ্মীদেবীর সহিত গমন করিতে দেখিয়া বালক-বৃন্দসহ সমস্ত পুরবাসীরা গমন করিল এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, অমাত্যবর্গ ও মন্ত্রিমণ্ডলী সকলেই হাটতে লাগিলেন ॥ ৬৪



সর্বৈ গতাঃ কল্পমুখাঃ প্রজ্ঞষ্টা

বৈশ্ণাশ্চ শূদ্রাশ্চ তথাপরে চ ।

সুগ্রীবমুখ্যা হরিপুঙ্গবাস্চ

স্নাতা বিসৃজাঃ শুভশব্দযুক্তাঃ ॥ ৪৫

ন কশ্চিদাসীদন্তনুঃখযুক্তো

দীনোহথবা বাহুশ্বখেয়ু সক্তঃ ।

আনন্দরূপাহুগতা বিরক্তা

যযুশ্চ রামং পশুভূতাবর্গৈঃ ॥ ৪৬

ভূতান্দৃশ্যানি চ যানি যত্র

যে প্রাণিনঃ স্থাবর-জঙ্গমাশ্চ ।

সাক্ষাৎ পরাজ্ঞানমনস্তশক্তিং

জগ্মুঃ বিরক্তাঃ পরমেকমৌশম ॥ ৪৭

নাসীদযোধ্যানগরে তু জন্তুঃ

কশ্চিদদা রাসমনা ন যাতঃ ।

কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অজ্ঞাত জাতি এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বানর-শ্রেষ্ঠগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনুগমনকারী সকলেই স্নান করত বিসৃজ হইয়া 'রাম রাম' এই শুভ শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন ॥ ৪৫

সেই সময় কেইই সংসারহঃখকাভর, দীন কিংবা বাহু বিষয়-সুখে আসক্ত ছিলেন না। সকলেই সংসার বিরক্ত হইয়া পশু ও ভূতাবর্গের সহিত আনন্দময় শ্রীরামের অনুগমন করিয়া চলিলেন ॥ ৪৬

সেই সময় তথায় যে সমস্ত খেচর ভূতাদি অদৃশ্য প্রাণীরা ছিলেন, তাঁহারা এবং স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীই বিষয় বিরক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মা অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর শ্রীরামের সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

ভংকালীন অযোধ্যানগরীতে একপ কোনও প্রাণী ছিল না, যে রামমনা হইয়া রামের অনুগমন না করিয়াছিল। রাজা রামচন্দ্র মহাপ্রয়াণে গমন করিলে পর, সেই সময় অযোধ্যানগরী সম্পূর্ণ প্রাণিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল (১) ॥ ৪৮

(১) ভংকালীন অযোধ্যানগরীর বর্ণনা বায়ীকি-রামায়ণে,—“ঈর্ষ্যাকামোহিত নির্ধাপং রাজো জানপদো জনঃ । সংপ্রাপ্তঃ সোহপি সংপ্রেক্ষ্য রামমেবাত্যরাং ভদা । ঋক-বানর-রক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ । জগ্মুঃ পরমরা লক্ষ্ম্যা পৃষ্ঠভঃ সুসমাহিতাঃ । বানি ভূতানি নগরে হৃৎসর্ধানগভাতপি । রামং ভাতনুযাতি অ বর্গবারমুপাগতম্ । বানি পশুভি কাকুংহং স্থাবরাপি চরাণি চ । স্ত্র্যানি গ্রহিভং বর্গমনুযাতি অ ভাতপি । নোজুসং ভদযোধ্যারাং সুসুন্দরমপি দৃশ্যতে । রামমেবানুযাতেতু তির্ধ্যগ্বেনানিগতেষপি । ৭।১১৪।১৭-২১

শূদ্রাং বভূবাবিলম্বেব তত্র

পুরং গতে রাজনি রামচন্দ্রে ॥ ৪৮

ততোহভিদূরং নগরাং স গতা

দৃষ্টা নদীং ভাং হরিনেত্রজাতাম্ ।

ননন্দ রামং শ্রুতপাবনোহসৌ

দদর্শ চাশেষমিদং হৃদিস্থম্ ॥ ৪৯

অধাগতস্তত্র পিতামহো মহান্

দেবাশ্চ সর্বৈ ঋষয়শ্চ সিদ্ধাঃ ।

বিমানকোটাভিরপারপারং

সমাবৃত্তং যং শুরসেবিতাভিঃ ॥ ৫০

রবিপ্রকাশাভিরভিস্কুরং খং

জ্যোতির্ময়ং তত্র নভো বভূব ।

স্বয়ংপ্রকাশৈর্মহতাং মহন্তিঃ

সমাবৃত্তং পুণ্যকুতাং বরিতৈঃ ॥ ৫১

তদনন্তর শ্রীরাম অযোধ্যা নগরী হইতে অভিদূরে ( বায়ীকির মতে অযোধ্যা হইতে সরযু অর্ধাধিক বোজন এবং পদ্মপুরাণ মতে তিন বোজন দূরে ) (২) বাইরা শ্রীহরিনেত্রসমুদ্ভাতা সেই সরযু নদীকে দর্শন করত আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি স্বীয় পবিত্র বিরাটু মূর্তি স্মরণ করিয়া নিজ হৃদয়মধ্যে নিখিল জগৎকে অবস্থান করিতে দর্শন করিলেন ॥ ৪৯

অনন্তর পরমপুণ্য পিতামহ ব্রহ্মা, সমস্ত দেবগণ, ঋষি ও সিদ্ধগণ সকলে ভাষায় সমাগত হইলেন। অসীম আকাশ সেই সময় দেবসেবিত ও সূর্য্যারশ্মিসমুজ্জ্বল কোটি কোটি বিমানে আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। ইহাতে নভোমণ্ডল দেদীপ্যমান ও জ্যোতির্ময় হইল। স্বরস্ত্রভ মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রধান পুরুষ-ব্রহ্ম এবং পুণ্যশীল পুরুষদিগের বরদীর পুরুষসকলে সেই আকাশমণ্ডল পূর্ণ হইয়া বাইল ॥ ৫০-৫১

(২) বায়ীকিরামায়ণে—

‘অর্ধাধিকবোজনং গতা নদীং পশ্চাত্মুখাজিতাম্ ।

সরযুং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥’ ৭।১১৫।১

পদ্মপুরাণে—

“অথ ত্রিবোজনং গতা নদীং পশ্চাত্মুখীং স্থিতাম্ ।

সরযুং পুণ্যসলিলাং প্রবিবেশ সহানুগঃ ॥” ২৪৪.৭৬

• ‘সরযু’-নদীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে কালিকাপুরাণে অন্যরূপে দেখা যায়,—“এবং বিবাহ বিধিবং সৌবর্ণে মানসচলে। অরুদ্বতীং বশিষ্ঠস্ত মোদমাণ ভরা সহ। তত্র যং পতিভং ভোরং মানসচলকন্দরে। ভংভোরং সপুং ভূতা মানসচলকন্দরাং। হেমাঙ্গৈঃ কন্দরে সানৌ সরস্যাং পৃথক্ পৃথক্। বংভোরং সজতং কুর্য্যঃসং বভবসন্নিধৌ। তেনাভূং সরযুর্নামা নদী পুণ্যতমা ততা ॥” কালিকা-পুরাণ ২৩ অধ্যায়।



ববুশ্চ বাভাশ্চ সগন্ধবন্তো

ববর্ষ বৃষ্টিঃ কুম্ভাবলীনাং ।

উপস্থিতে দেবমুদকনাদে

গায়ন্তু বিভাধর-কিন্নরেষু ॥৫২

রামস্ত পদ্ম্যাং সরবুজলং সকং

দৃষ্টা পরিক্রমদনস্তশক্তিঃ ।

ব্রহ্মা তদা প্রাহ কৃতাজলিতং

রামং পরাশ্রয় পরমেশ্বরত্বম্ ॥ ৫৩

বিষ্ণুঃ সদানন্দময়োহসি পূর্ণো

জ্ঞানাসি তত্ত্বং নিজমৈশমেকম্ ।

তথাপি দাসস্ত মমাখিলেশ

কৃতং বচো ভক্তপরোহসি বিদ্বন্ ॥ ৫৪

ত্বং ভ্রাতৃভির্বৈষ্ণবমেকমাভ্য

প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি দেবান্ ।

এই সময় দুগন্ধবাহী বায়ু বীরে বীরে প্রবাহিত হইতেছিল । আকাশ হইতে পুষ্পসমূহের বর্ষণ হইতে লাগিল । দেবমুদক অর্থাৎ দেববাস্তসমূহ বাদিত হইতে লাগিল । বিভাধর ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল । ৫২

এই সময় অনন্তশক্তি ভগবান্ শ্রীরাম স্বীয় দুই চরণে সরসুর জল একবার স্পর্শ করিয়াই পরিক্রমণ করিলেন অর্থাৎ স্বর্গবাসের অভ্য গমন করিবার উপক্রম করিলেন (.) । তখন ব্রহ্মা কৃতাজলি হইয়া শ্রীরামকে কহিলেন,—হে পরাশ্রয় । আপনি সদানন্দময় পূর্ণ ব্রহ্মরূপ পরমেশ্বর বিষ্ণু । আপনি স্বীয় অধিভীর ব্রহ্মময় পারমেশ্বর তত্ত্ব জানেন । হে অখিল ব্রহ্মাভাবিপতি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর । তথাপি আপনি যে এই দাসের বাক্য পালন করিয়াছেন, ইহাতে দুবিল্যম—আপনি ভক্তপর অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্ । ৫৩-৫৪

আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাদের সেই আশ্রয় অধিভীর বৈষ্ণব দেহে প্রবেশ করত দেবগণকে সর্বভোভাবে রক্ষা করুন । অথবা যদি আপনাদের রুচি হয়, তাহা হইলে আপনি প্রকৃতির পরমিত ব্রহ্মদেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন । ৫৫

আপনিই যে দেবাবিপতি বিষ্ণু, তাহা আমি ভিন্ন যত পুরুষ-গণ কেহই জানেন না । আপনাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার ;

( ১ ) এ বিষয়ে মহামুনি বাল্মীকি,—

“ভগ্নিস্তুর্গাশতাকীর্ণে গন্ধর্ক্যাপ-সরসাস্থিতে ।

সরযুপলিলে রামঃ পদ্ম্যামেবোপচক্রমে ।” ৭।১১৫।৭

যদা পরো বা যদি রোচতে তং

প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি নম্ভম্ ॥ ৫৫

ত্বমেব দিবাধিপতিশ্চ বিষ্ণু-

জ্ঞানস্তি ন ত্বাং পুরুষা বিনা মাম্ ।

সহস্রকৃৎসন্ত নমো নমস্তে

প্রসাদ দেবেশ পুনর্নমস্তে ॥ ৫৬

পিতামহপ্রার্থনয়া স রামঃ

পশ্যন্তু দেবেষু মহাপ্রকাশঃ ।

মুষ্কংশ্চ চক্ষুঃষি দিবোকসাং তদা

বভূব চক্রাদিবৃতশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৭

শেষো বভূবেশ্বরভক্তভূতঃ

সৌমিত্রিরত্যভূতভোগধারী ।

বভূবভূশ্চক্রধরো চ দিব্যো

কৈকেয়িশূরলবণাক্তকশ্চ ॥ ৫৮

হে দেবেশ্বর নারায়ণ । আপনি প্রসন্ন হউন । আপনাকে পুনরায় নমস্কার করিতেছি । ৫৬

পিতামহ ব্রহ্মার এই প্রার্থনায় সেই শ্রীরাম সমস্ত দেবগণের সমক্ষে মহাভোজিভিক্ষাররূপ হইয়া স্বর্গবাসী দেবভাদিগের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত করিয়া শম্ব, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই সনাতন বিষ্ণুর চিহ্নধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি (২) ধারণ করিলেন । ৫৭

সেই সময় সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সর্বেশ্বর বিষ্ণুর শর্যাক্রপ অভিব্যক্তিদেহে অনন্ত হইলেন এবং কৈকেয়ীপুত্র ভরত ও লবণাসুরহত্যা শত্রুর যথাক্রমে চক্র এবং শম্ব হইলেন । ৫৮

(২) ভগবান্ শ্রীরাম সশরীরে অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত ভোজ্যোন্নয় বিষ্ণুদেহে প্রবিষ্ট হন, ইহা বাল্মীকিরামায়ণে,—  
—“পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মহামতিঃ । বিবেশ বৈষ্ণবং ভোজঃ সশরীরঃ সহানুভঃ ॥ ৭।১১৫।১২

বিষ্ণুদেহে প্রবেশবিষয়ে পদ্মপুরাণ,—“ভগ্নিন্ সূর্য্যকরাকীর্ণে পুষ্পবৃষ্টিনিপাতিতে । উৎসৃজ্য মানুষ্যং রূপং স্বাং তনুং প্রবিবেশ হ । অংশাভ্যাং শম্ব-চক্রাভ্যাং শত্রু-ভরতাবুভৌ । তদা তেন মহাত্মনৌ দিব্যভোজঃ সমরিতৌ । শম্ব-চক্র-গদা-শাঙ্গ-পদ্ম-হস্তশ্চতুর্ভুজঃ । দিব্যভরণসম্পন্নো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ । দিব্য-পীতাম্বরধরঃ পদ্মগজনিভেক্ষণঃ । সুবাহু কুমারঃ সৌম্যাজঃ কোমলাবরবোজ্জলঃ । সুপ্রীত নীলকুটিলকুন্তলঃ শুভলক্ষণঃ । নবদূর্কাকুরস্তামঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ । দেবীভ্যাং সহিতঃ শ্রীমান্ বিমানমধিরুদ্ধ চ । ভগ্নিন্ মহাসনে দিব্যে মূলে কজভরোঃ প্রভুঃ । নিষবাদ মহাভোজ্যঃ সর্বদেবৈরভিষ্ঠিতঃ ॥ ২৪৪।৮১-৮৫

সীতা চ লক্ষ্মীরভবং পুরৈব

রামো হি বিষ্ণুঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।

সহানুজঃ পূর্বশরীরকণ

বভূব ভেজোময়দিব্যমুত্তিঃ ॥ ৫৯

বিষ্ণুঃ সমাসাত্ত সুরেন্দ্রমুখ্যা

দেবাশ্চ সিদ্ধা মনয়শ্চ যক্ষাঃ ।

পিভামহাভাঃ পরিভঃ পরেশঃ

স্তবৈর্গুণন্তঃ পরিপূজয়ন্তঃ ॥ ৬০

আনন্দসংপ্রাবিতপূর্ণচিত্তা

বভূবিরে প্রাপ্তমনোরথাস্তে ।

তদাহ বিষ্ণুর্ফরিণঃ মহাত্মা

এতে হি ভক্তা ময়ি চাহুরক্তাঃ ॥ ৬১

যাস্তং দিবং মামনুয্যাস্তি সর্বৈ

ভিষ্যাক্ষরীরা অপি পুণ্যযুক্তাঃ ।

বৈকুণ্ঠসাম্যং পরমং প্রয়াস্ত

সমাবিশ্বাস্ত মমাজয়া ত্বম্ ॥ ৬২

ঋত্বা হরৈর্বাক্যমথাত্রবীং কঃ

সান্তানিকান্ যাস্ত বিচিত্রভোগান্ ।

লোকান্দনৌপরি দীপ্যমানাং-

স্বস্তাবযুক্তাঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬৩

পূর্বেই সীতাদেবী লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম পুরাণপুরুষ বিষ্ণু হইলেন। এইভাবে অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রীরাম স্বীয় পূর্ব শরীর ভেজোময় দিব্যমুত্তি বিষ্ণুরূপ হইয়া যাইলেন। ৫৯

তখন সুরেন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, সিদ্ধ, মুনি ও যক্ষগণ এবং পিভামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে অবস্থান করত সেই পরমেশ্বরকে স্তুতি করিতে করিতে ও বিধি অনুসারে পূজা করিতে তাঁহাদের আনন্দে চিত্ত সংপ্রাবিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট মনোরথ প্রাপ্ত হইলেন। তখনত্তর মহাত্মা বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ইহারা সকলেই আমার অনুরাগী পরম ভক্ত ৬০-৬১

ইহারা সকলে স্বর্গে গমনকারী আমার অনুগমন করিরাছে, অতএব ইহাদের অনেকে তির্থাগ্গদেহধারী হইয়াও আমার অনুগমন করার পুণ্যবান্ হইরাছে; সুতরাং ইহারা বৈকুণ্ঠের সমান উত্তম লোক প্রাপ্ত হইক। আমার আদেশানুসারে তুমি ইহাদিগকে সত্বর তথায় প্রবেশ করাত। ৬২

ঐহরির এই কথা শ্রবণ করিয়া তখনত্তর ব্রহ্মা বলিলেন,—পুণ্যরাশি অর্জনকারী এই সব আপনাদেব ভক্তগণ আমার উর্দ্ধে

যে চাপি ভে রাম পবিত্রনাম

গুণন্তি মর্ত্যা লয়কাল এব ।

অজ্ঞানতো বাপি ভক্তস্ত লোকাং-

স্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যান্ ॥ ৬৪

ততোহতিহৃষ্টা হরিরাক্ষমাথাঃ

স্পৃষ্টা জলং তক্তকলেবরাস্তে ।

প্রপেদিরে প্রাক্তনমেব রূপং

যদংশজা ঋক্ষ-হরীশ্বরাস্তে ॥ ৬৫

প্রভাকরং প্রাপ হরিপ্রবীরঃ

মুগ্রীব আদিত্যজবীৰ্য্যবত্বাং ।

ততো বিমগ্নাঃ সরযুজলেমু

নরাঃ পরিত্যজ্য মনুষ্যদেহম্ ॥ ৬৬

আরুহ্য দিব্যাভরণা বিমানং

প্রাপুশ্চ তে মাস্তনিকাখালোকান্ ।

তির্থাঙ্কপ্রজাতা অপি রামদৃষ্টা

জলং প্রবিষ্টা দিবমেব যাতাঃ ॥ ৬৭

দিদৃক্ষবো জ্ঞানপদাশ্চ লোক-

রানং সমলোকা বিমুক্তসংজ্ঞাঃ ।

স্বৃত্বা হরিং লোকগুরুং পরেশং

স্পৃষ্টা জলং স্বর্গমবাপুরঞ্জঃ ॥ ৬৮

অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের উপরে দেদীপ্যমান ও বিচিত্র ভোগস্থান 'সান্তানিক' লোকে গমন করুন। ৬২

হে রাম! যে সকল মানুষ মৃত্যুকালে অজ্ঞানবশেও আপনাদেব পবিত্র নাম 'রাম' নাম কীর্তন করিবে, তাহারাত যোগলভ্য এই সব উত্তম লোকে আগমন করে। ৬৪

তখনত্তর অভিশর আনন্দিত বানর ও রাক্ষসাদি সকলে সরযুর জল স্পর্শ করিয়া দেহ পরিভ্যাগ করত ভক্ত ও বানর-শ্রেষ্ঠগণ যে যে দেবতার অংশ হইতে লব্ধগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সেই পূর্বভন রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ৬৫

বানরপ্রবীর মুগ্রীব সূর্য্যাবীর্ষ্যে উৎপন্ন হইরাছিলেন বলিয়া সূর্য্যে মিলিত হইলেন। তখনত্তর মনুষ্যগণ সরযুর জলে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্যদেহ ত্যাগ করত তাহারা দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্বক 'সান্তানিক' নামক লোকসমূহে গমন করিল। তাহারা তির্থাঙ্ক বোনিতে লব্ধগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও শ্রীরাম কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া সরযুর জলে প্রবেশ করত স্বর্গে গমন করিল। ৬৬-৬৭

জনপদবাসী যে সব লোক শ্রীরামকে দর্শন করিবার অত

এতাবদেবোত্তরমাহ শব্দুঃ

ঐরামচন্দ্রস্য কথাবশেষম্ ।

যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎ স পাপাৎ

বিমুচ্যতে জন্মসংস্রজাতাৎ ॥ ৬৯

দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকুর্ষন

পঠেন্নরঃ শ্লোকমপীহ ভক্ত্যা ।

বিমুক্তসর্বদাচয়ঃ প্রযাতি

রামস্ত সালোক্যমনন্তলভ্যম্ ॥ ৭০

আখ্যানমেতদ্রত্ননাগকস্ত

কৃতং পুরা রাঘবচোদিতেন ।

মহেশ্বরেণোক্তভবিষ্যদর্থং

শ্রুত্বা তু রামঃ পরিতোষমেতি ॥ ৭১

আসিরাহিল, তাহার ঐরামকে দর্শন করিয়া মুক্তসঙ্গ হইল।

তখন তাহারও লোকগুরু পরমেশ্বর ঐহরি রামকে স্মরণ করত  
সরস্বতী জল স্পর্শ করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিল ॥ ৬৮

জগৎকল্যাণকারী ভগবান্ শব্দর ঐরামচন্দ্রের কথার  
অবশিষ্ট ঘটনাপূর্ণ উত্তর ভাগ অর্থাৎ এই উত্তর কাণ্ড এই পর্য্যন্তই  
মহাশক্তি ধীর প্রিয়তমা জগদম্বা উমাদেবীকে বহিরাহিলেন।  
যে ব্যক্তি ইহার একটি পাদ অর্থাৎ শ্লোকের একটি চরণও নিত্য  
পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সহস্র জন্মান্বিত সমস্ত পাপ হইতে  
মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ৬৯

যে মানুষ দিনে দিনে রানি রানি পাপ করিয়াও যদি ভক্তি-  
সহকারে এই অধ্যাক্ষরামায়ণের একটি শ্লোকও পাঠ করে, তাহা  
হইলে সেই মানুষ সমস্ত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তলভ্য  
ঐরামের সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭০

মহেশ্বর রামপ্রেরিত হইয়া পুরাকালে অর্থাৎ রামাবতারের  
পূর্বেই ভবিষ্যৎ ঘটনাসম্বলিত রত্নকলনারক ঐরামের এই

ঐমন্ত্রহি বেদব্যাঙ্গপ্রণীত ঐমদ্ব্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বর সংবাদ উত্তরকাণ্ডে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ঐঐঐঐকারশাসনসেবক-ঐরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণভীর্ষকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত ঐমদ্ব্যাক্ষরামায়ণ সম্পূর্ণ।

মাতৃস্মার্তস্মাহামায়ে মায়া-মোহবিনাশিনি ।

ঐকৃষ্ণকায়সমুত্তে কৃষ্ণচিৎতবিহারিণি ॥

ভবাবির্ভাবকালেহন্ত ঐরাধিকাষ্টমীভিখ্যে ।

বসন্ত-যোগাঙ্গ-দৃষ্-চন্দ্র-বজ্রাদে সূর্য্যবাসরে ॥

ভাত্রে মাসি শুভে শুক্রে পক্ষে রাবণহন্তমে ।

ঐমদ্ব্যাক্ষরামায়ণমিদং পুণ্যাকারকম্ ॥

অনন্ত পূর্ণতাং নীতং ভক্ত্যন্ত্য বঙ্গভাষায়।

রামায়ণং কাব্যমনন্তপুণ্যং

ঐশঙ্করেনাভিহিতং ভবাতৈশ্চ ।

ভক্ত্যা পঠেদ্ যঃ শৃণুয়াৎ স পাপৈ-

বিমুচ্যতে জন্মশোভোত্তরৈশ্চ ॥ ৭২

অধ্যাক্ষরামং পঠতশ্চ নিত্যং

শ্রোতৃশ্চ ভক্ত্যা লিখিতৃশ্চ রামঃ ।

অভিপ্রসন্নস্ত সদা সমীপে

সীতাসমেতঃ শ্রিয়মাতনোতি ॥ ৭৩

রামায়ণং জনমনোহরমাদিকাব্যং

ব্রহ্মাদিভিঃ স্তববৈরৈরপি সংস্তুতঞ্চ ।

শ্রদ্ধাযুক্তঃ পঠতি যঃ শৃণুয়াত্তু নিত্যং

বিষ্ণোঃ প্রয়াতি সদনং স বিমুক্তদেহঃ ॥ ৭৪

ইতি ঐমদ্ব্যাক্ষরামায়ণে উমা-মহেশ্বরসংবাদে

উত্তরকাণ্ডে নবমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ।

ঐমদ্ব্যাক্ষরামায়ণং সম্পূর্ণম্ ॥

উপাখ্যান (উমাদেবীর নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন অথবা)  
শ্লোকাকারে রচনা করিয়াছিলেন। সেই রামায়ণকথা শ্রবণ  
করিয়া ঐরাম অভ্যন্ত তুষ্ট হন ॥ ৭১

এই অনন্ত পুণ্যদায়ক রামায়ণকাব্য ঐশঙ্কর ভবানীদেবীকে  
বহিরাহিলেন। যে ব্যক্তি এই রামায়ণকাব্য ভক্তিসহকারে  
পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি শত শত জন্মান্বিত  
পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৭২

যে ব্যক্তি এই অধ্যাক্ষরামায়ণ ভক্তিসহকারে নিত্য পাঠ  
করে বা শ্রবণ করে কিংবা লিখিয়া থাকে, সীতাদেবী সহ  
ঐরামচন্দ্র তাহার প্রতি অভিশর প্রসন্ন হন এবং সর্বদা তাহার  
সমীপে অবস্থান করিয়া সম্পদ বৃদ্ধি করেন ॥ ৭৩

যে ব্যক্তি নিত্য ব্রহ্মানু হইয়া ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণেরও দ্বারা  
প্রশংসিত জনমনোহর এই আদিকাণ্ড অধ্যাক্ষরামায়ণ পাঠ করে  
কিংবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিমুক্তদেহ হইয়া বিষ্ণুর ভবনে  
গমন করিয়া থাকে ॥ ৭৪

সেবকাধমকল্পেন রামরঞ্জনশর্ষণা ॥

কর্মণেনৈব মাতৃস্মঃ প্রসন্নো ভব কৃষ্ণরাজঃ ।

জগদম্ব প্রসীদ ত্বং কৃষ্ণদা কৃষ্ণদা ভব ॥

নমো রামায় রম্যায় রমানাথায় নিত্যদা ।

জানকীজানয়ে তুভ্যং সাহুজায় নমো নমঃ ॥

নমঃ ঐরামদূতায় রামভক্তায় ধীমতে ।

মহাবীরায় ধীরায় হনুমতে মহাশ্বনে

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র 'রাঘব' নামে বহু পরিচিত । যে রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়া  
 তিনি 'রাঘব' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, সেই রঘু হইতে শ্রীরামের বংশপরম্পরা ।

১।	রঘু							
২।	অজ							
৩।	দশরথ	—	শ্রী	কোশল্যা	কৈকেয়ী	শুমিত্রা		
				শ্রীরাম	ভরত	লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন		
৪।	রাম—	শ্রী-	সীতা	পুত্র—	কুশ	ও	লব	
	ভরত—	"	মাণ্ডবী-	"	পুঙ্কর	ও	তক্ষ	
	লক্ষণ—	"	উষ্মিলা-	"	অঙ্গদ	ও	চিত্রকেতু	
							( বান্দীকিমতে চন্দ্রকেতু )	
	শত্রুঘ্ন	—	"	প্রভাকীর্তি-	"	সুবাহ	ও	বৃণকেতু
								( বান্দীকিমতে শত্রুঘাতী )

শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমুখপদ্যবিনিঃসৃত অন্তরবানী ।

“সকদেব প্রণম্য তবান্মতি চ যাচতে ।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ত্রতং মম ॥”

অধ্যায়রামায়ণ—৬।:১২

বান্দীকিরামায়ণ—৬।১৮।৩৩

**ঐতিহ্যবান**  
**ঐরাবতের অধস্তন\* পুরুষগণ**  
( হরিবংশ প্রোক্ত । )

১। ঐরাব—ঐগীতা	১২। অনল
২। কুশ	১৩। উকুথ
৩। অভিধি	১৪। বজ্রনাভ
৪। নিমধ	১৫। শম্ভু
৫। নল	১৬। পুষ্প
৬। নভ	১৭। অর্থসিদ্ধি
৭। পুত্তরীক	১৮। স্তম্ভ
৮। কেমথবা	১৯। অগ্নিবর্ণ
৯। দেবানীক	২০। শীত
১০। অহীনক	২১। মক
১১। স্তম্ভ	২২। বৃহৎ

\* ঐরাবের পূর্বতন পুরুষগণের কিছু বর্ণনা এই অধ্যায়-রামায়ণের ৩০৬ পৃষ্ঠায় ( ৬।৭-৪৬-৪৭ অনুবাদের ফুটনোট ) আছে ।

**ঐভগবান্**  
**ঐকৃষ্ণচন্দ্রের অথন্তরপুরুষগণ—**  
**( হরিবংশ-প্রোক্ত । )**

- ১। ঐকৃষ্ণ —ঐকৃষ্ণদ্বিতী
- |
- ২। প্রহ্লাদ
- |
- ৩। অনিরুদ্ধ
- |
- ৪। সান্তু
- |
- ৫। বজ্র
- |
- ৬। প্রতিরথ
- |
- ৭। সূচারু

**শ্রীঐভগবান্ ঐকৃষ্ণবদনারবিদিনিঃস্তম্বিত**  
**অভয়বাণী**

“অনগ্ৰাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পথ্যুপাসতে ।  
তেষাং নিত্যান্তিসুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥”

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা —৯।২২

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।  
ভদ্রং ভক্ত্যুপহৃতমশ্রামি প্রযতাত্মনঃ ॥” —ঐ ৯.৬

“যৎ করোষি যদশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।  
যৎ তপন্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥”

ঐ ৯।২৭

“মগ্ননা ভব যদভ্যন্তো যদ্যাজী মাং নমস্করু ।  
মামেবৈগ্যসি যুতৈক্বেবমাত্মানং মৎপরায়ণম্ ॥” ঐ ৯।৩৪

“মগ্ননা ভব মদভ্যন্তো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।  
মামেবৈগ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ।  
ঐ : ৮।৬৫

“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।  
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥”  
ঐ : ৮।৬৬

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্ ।  
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ॥  
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্ ।  
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ॥  
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্ ।  
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ॥  
শরণাগতোহহম্, শরণাগতোহহম্, শরণাগতোহহম্ ॥

ভবাম্হি, ভবাম্হি ভবাম্হি ।

রামায়ণপ্রবক্তারং শঙ্করং তং জগদগুরুম্ ।  
শঙ্করীসহিতং বন্দে শরণাগতবৎসলম্ ॥

## অনুবাদককৃত-শ্রীরামাঙ্গীনাং প্রণতিঃ ।

### শ্রীরামপ্রণতি :—

শ্রীরামং পরমং ব্রহ্ম ককুণাপূর্ণলোচনম্ ।  
ভুক্তি-মুক্তিপ্রদাতারং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

### শ্রীসীতাপ্রণতি :—

শ্রীসীতাং জগতামাত্তাং যোগমায়াং সনাতনীম্ ।  
সদানন্দময়ীং শক্তিং দত্তবৎ প্রণমাম্যহম্ ॥

### শ্রীভরতপ্রণতি :—

ভরতং সর্বধর্মজ্ঞং পাণ্ডুকার্জ্যপ্রবর্তকম্ ।  
জিতেন্দ্রিয়ং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠং সততং প্রণমাম্যহম্ ॥

### শ্রীলক্ষ্মণপ্রণতি :—

নমামিহ সদা ভক্ত্যা লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ।  
সর্বশত্রুবিদং বীরং রামানুজং ধর্মুর্জয়ম্ ॥

### শ্রীশত্রুঘ্নপ্রণতি :—

শত্রুঘ্নং তং সদা শান্তং সর্বশত্রুবিনাশকম্ ।  
রামভক্তং মহাপ্রাজ্ঞং প্রণতোহস্মি পুনঃ পুনঃ ॥

### শ্রীমদ্বাণী-রামায়ণপ্রণতি :—

রামায়ণং মহাপুণ্যং শুভমধ্যাক্স-সংজ্ঞিতম্ ।  
শিবাক্ষতং শিবপ্রোক্তং সততং প্রণমাম্যহম্ ॥

### শ্রীহনুমৎপ্রণতি :—

সীতারামমহাভক্তং রামনামপরায়ণম্ ।  
রামদূতং মহাবীরং হনুমন্তং নমাম্যহম্ ॥

### শ্রীমহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণতি :—

অধ্যাত্মজ্ঞানমার্গতঃ করোতাসিতভারতম্ ।  
তং ব্যাসং যোগিসম্রাজং জগদগুরুং নতোহস্ম্যহম্ ॥









294.1792/ARY/S(Jiv)



141259



